জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায়
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায়
সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের
শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ
আদরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ
১৩৪৭

বা

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

অ—ঝ

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

তোমাকে দিলাম

২রা জুলাই

১৯৪০

জ্ঞাপনী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ বহন করিয়া জ্ঞানভারতীর ১ম খণ্ড বাহির হইল। নানা কারণে ১ম খণ্ড প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব ঘটিল; সেজন্য সহৃদয় গ্রাহকদের সদয় মার্জনা ভিক্ষা করি। ২য় ও ৩য় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জ্ঞানভারতী প্রকাশের কাজ যখন আরম্ভ হইয়াছিল তখন ব্যয়ের যে হিসাবে ইহার দাম ধার্য করিয়াছিলাম, আজ সে হিসাব প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সকলক্ষেত্রেই দ্বিগুণ মূল্য লাগিয়াছে। কিন্তু গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের বাসনায় জ্ঞানভারতীর মূল্য বাড়ানো হইল না। এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহার নিবেদনে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলা সাহিত্য-সেবী, বাংলার ছাত্র ছাত্রী এবং বাংলা গ্রন্থপাঠেচ্ছু রসজ্ঞ সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থ পড়িয়া খুসী হইবেন ও আমাদের শ্রম সার্থক করিবেন।

এই গ্রন্থের যাবতীয় শিল্পকাজ এবং ছবি শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরীর দ্বারা অঙ্কিত। বঙ্গদর্শনেও আমরা তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ নিবেদন করিয়া সুখী হইলাম।

নিবেদন

বাংলা ভাষায় সর্বদা ব্যবহার উপযোগী বিশ্বকোষ বা সাইক্লোপিডিয়া ধরণের বই বাংলায় বোধ হয় এই প্রথম। শব্দাভিধানের সহিত জীবনী, ভূগোল, বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা স্বর্গীয় সুবলচন্দ্র মিত্র ও ইদানীং আশুতোষ দেব তাঁহাদের অভিধানে করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থই ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী এবং আমিও তাঁহাদের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' একখানি অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ। বাংলা দেশের গাছপালা, জীবজন্তু এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এত তথ্য আছে, যাহা সহজে কোন একখানি গ্রন্থে পাওয়া দুষ্কর। বলা বাহুল্য তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থ হইতে আমি অশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি।

বহু বৎসর অধ্যাপনা করিতেছি; ছাত্রদের দৈনন্দিন জ্ঞানালোচনার সহায় হইতে পারে এমন একখানি জ্ঞানকোষ সংকলনের ইচ্ছা বহুদিন হইতে মনে হয়। তদনুসারে শব্দসংগ্রহের জন্য চিরকুট বা স্লিপ তৈয়ারী করি ও ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়া সেগুলি পূরণ করি। গ্রন্থের প্রথম কাঠামো প্রায় শেষ হইয়া আসিলে কয়েকজন সহকর্ম্মী বন্ধুকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি; তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ উৎসাহ দান ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

'জ্ঞানভারতী' তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম দুইখণ্ড একই গ্রন্থর দুইটি ভাগ; ইহাকে সাধারণ জ্ঞানকোষ বলা যাইতে পারে। ইহাতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নরনারী, ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের দেবদেবী, বিজ্ঞানের অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব আছে। বাংলার বিবিধ বিষয়ের উপরই বেশি ঝোঁক দিয়াছি; বাংলার বিশিষ্ট লোক, বাংলার সাহিত্যিক, বাংলার কবি—বাংলার গাছপালা, বাংলার মাছ, বাংলার জীবজন্তু বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক পরিভাষা সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সূচীর প্রায় সকল শব্দই এই গ্রন্থে দিয়াছি। এ ছাড়া হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিশিষ্ট শব্দগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দু ছাত্র মুসলমান সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কথা জানেন না, মুসলমান ছাত্র হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে জানেন না; সেইজন্য উভয় ধর্মের প্রচলিত শব্দসমূহ ইহাতে দিয়াছি।

'জ্ঞানভারতী'র দ্বিতীয়ভাগ বা তৃতীয় খণ্ড হইতেছে ভূকোষ বা গেজেটিয়ার। এই অংশে পৃথিবীর দেশ, নদ, নদী, বন্দর, সহর, রাষ্ট্র সমূহের তথ্য আছে। এই অংশেও বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলার থানা, মহকুমা, জেলা, নদ, নদী, মেলা, তীর্থস্থান, শিল্পস্থান; বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের অন্তর্গত জেলাগুলি; দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাস, ভাষা, শাসন-প্রণালী, জনসংখ্যা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্য দিয়াছি। মোটকথা এ শ্রেণীর একখণ্ডের গেজেটিয়ার বাংলায় ইতিপূর্বে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

'জ্ঞানভারতী'র প্রথম খণ্ডে 'অ' হইতে 'ঝ' পর্যন্ত আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে 'ট' হইতে 'হ' পর্যন্ত। উভয় খণ্ডে ১০,০০০এর উপর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডেও ৫০০০এর উপর স্থানের বর্ণনা আছে।

ভারতের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট স্থানে কিভাবে পৌঁছাইতে হয়, কলিকাতা হইতে কতদূর অবস্থিত তাহা দেওয়া হইয়াছে। ঐসব স্থানের বিশেষত্ব কি, সেখানে স্কুল, কলেজ, সাব-রেজেষ্টারী অফিস, ব্যাংক প্রভৃতি আছে কিনা, সেসব তথ্য যথাসাধ্য দিয়াছি। প্রায় প্রত্যেক স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দেখানো হইয়াছে।

কলিকাতার ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যে সাহস দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহারা আমার এই গ্রন্থের কথা বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে সর্বপ্রথম জানিতে পারেন। তিনি যে তাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি কোম্পানীর পত্র হইতে। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দায়ী। তাঁহার কাছে এত বিষয়ে ঋণী যে ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই অশোভন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রকাশন বিষয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধিকে উৎসাহিত না করিলে হয়ত' তাঁহারা ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। বিশ্বভারতীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয় প্রকাশন বিষয়ে অনেক সাহায্য ও সৎপরামর্শ দান করিয়াছিলেন—সেজন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয় পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু দেখিয়া বহু উপদেশ দান করেন; তাঁহার উপদেশ ও সুযুক্তির জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের সকলের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজা রঞ্জন মজুমদার, শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপুণ্যময় সেন, শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, মৌলবী আবদুল কাশেম মুঃ আদমউদ্দীন সাহেব, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী, পণ্ডিত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীযুত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, ও মৌলবী আদামউদ্দীন সাহেব অক্লান্তভাবে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদ অন্তর্গত যাদবপুরস্থ কলেজ-অব টেক্‌নলজি এণ্ড ইনজীনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ আমার পরমবন্ধু ও আত্মীয় ডক্টর হীরালাল রায় মহাশয় আমাকে বহু উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার ছাত্র শ্রীনীলরতন কর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বোলপুরের ভূতপূর্ব সার্কেল অফিসার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র। তিনি তাঁহার অবসর সময়ে আসিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বহু অংশ পাঠ করিয়া বহু ত্রুটি প্রদর্শন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি।

অধ্যাপক বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা আমার এই কার্যে বরাবর উৎসাহ দান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি; শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, শ্রীতনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুধীরচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসেবকচন্দ্র সেন প্রভৃতি। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী।

এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়নে ভুলভ্রান্তি থাকা অনিবার্য, বিশেষত প্রথম সংস্করণে। ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর কর্মসচীব শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভবানীপুর ট্রুথ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত সুধাংশুরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার গুণে অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার পুত্রেরা আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় বি. এ., শ্রীমান্ দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীমান্ বিশ্বপ্রিয়র অফুরন্ত প্রশ্নমালা এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম প্রেরণা।

এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থাকিবে যদি বিশ্বভারতীর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা ও আচার্য রবীন্দ্রনাথের নিকট আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ না করি। বিশ্বভারতীর বিরাট গ্রন্থভবনের গ্রন্থাগারিকরূপে আমি যে বিরাট সুযোগ পাইয়াছি, তাহা খুব কম লোকের অদৃষ্টে জুটে; সেজন্য আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তিনি তাঁহার এই বয়সে, অনবসরের মধ্যেও আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উলটাইয়া উলটাইয়া কয়েকবারই দেখিয়াছেন ও বহুস্থান পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার আশীষ বাণী পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ইতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৭

ভুবন নগর
শান্তিনিকেতন
বীরভুম

সঙ্কেতাবলী

Chopra :	Lt. Colonel R. N. Chopra Indigenous drugs of India, 1933
যোগেশ ঃ	যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি বাংলা শব্দকোষ, ১৩২০।
জী-কোষ ঃ	শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার জীবনীকোষ।
ভারতীয় ব্যাধি ঃ	পশুপতি ভট্টাচার্য্য ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা।
ব সা প প ঃ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।
ব সা সে ঃ	শিবরতন মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক।
S. B. E :	Max Muller Sacred Books of the East.
Watt ঃ	Watt Commercial Products of India.
Smith ঃ	Vincent Smith History of India.
বনৌষধি ঃ	বনৌষধি দর্পণ।

অইনু (Ainu)

জাপানের আদিম জাতি। এখন উত্তর জাপান, কিউরাইল, সাখালিন প্রভৃতি দ্বীপের বাসিন্দা। পুরুষে দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে ও মেয়েরা উল্কি পরে। মৎস্য ধরা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের আকার দীর্ঘ, আচার, ব্যবহার, ভাষা জাপানীদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ইতিহাসের আদিমযুগে ইহারা জাপানীদের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিল। বর্তমানে এই জাতি ধ্বংসোন্মুখ।

অইল ইন্‌জিন

(দ্রঃ গ্যাস ইন্‌জিন, ডিসেল ইন্‌জিন)

অইল ক্লথ (Oil cloth)

মোটা কাপড় বা চটের উপর ভারি রোলার বা বেলুনী দিয়া মসিনার তৈল কোন রঙের সঙ্গে মিশাইয়া বারবার মাখাইতে হয় ও মধ্যে মধ্যে নরম পাথর (Pumice stone) দিয়া ঘষিতে হয়। ইহার উপর ইচ্ছামত রঙের ছাপ বা ছক্ দেওয়া যায়। ইহাতে জল দাঁড়ায় না। আজকাল রবার তরল করিয়া কাপড়ের উপর মাখানো হইতেছে; ইহাকে রবারক্লথ বলে। কলিকাতায় এই শিল্পের কয়েকটি কারখানা আছে।

(লিনোলিয়ম্ দ্রঃ)

অওঘড়

দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মগিরি কর্তৃক গুজরাট প্রদেশে স্থাপিত; ইহা এক শৈবসম্প্রদায়। দ্রঃ 'দশনামী'।

অওরঙ্গজেব

(দ্রঃ ঔরঙ্গজেব)

অংক , অঙ্ক (Digit)

১ হইতে ৯ সংখ্যা। 'শূন্য' (০) এই সঙ্কেত চিহ্নটি হিন্দুদের আবিষ্কার। ইউরোপে ১২০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে লোকে রোমান অঙ্ক I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. X ইত্যাদি ব্যবহার করিত। ভারতীয় পদ্ধতি আরবরা হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিয়া ইউরোপে প্রচার করে - সেইজন্য ১, ২, ৩, প্রভৃতি চিহ্নগুলি Arabic numerals নামে পরিচিত। ইউরোপে এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পরে গণিতশাস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হয়।

অংকন, অঙ্কন (Construction)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। প্রতিজ্ঞার (Proposition) সত্যতার প্রমাণে যে-সব সরল রেখা ও বৃত্তাদির অঙ্কন আবশ্যক হয়, সেই প্রয়োজনীয় সরল রেখা ও বৃত্তাদি অঙ্কিত করিবার নাম অঙ্কন।

অংকপাত, অঙ্কপাত, (Notation)

অঙ্কবিন্যাস, রাশিলিখন। গণিতে ১ ৯ পর্যন্ত নয়টি মূল অঙ্কের এবং শূন্যের (০) আনুকূল্যে গুণ ও যোগ দ্বারা যে রাশি লিখিত হয় তাহাকে অঃ বলে। '১' একটি অঙ্ক ১-এর পর '০' দিলে ১০ হয়, ১০ এর পর '০' দিলে ১০০ হয়; এই সব সংখ্যা

গুণনের দ্বারা পাওয়া যায়। আবার ১০+১=১১ সংখ্যাটি যোগ দ্বারা পাওয়া যায়; এই সব সংখ্যাই অঙ্কপাত।

অংক, অঙ্কশাস্ত্র

(গণিত দ্রঃ)

অংকবাচক, অঙ্কবাচক (Cardinal)

গণিতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের দ্বারা একটি, দুইটি, তিনটি জিনিস বুঝায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতিকে পুরণ-বাচক (Ordinal) সংখ্যা বলে।

অংকুশ, অঙ্কুশক্রিমি, (Hookworm)

মানুষের অন্ত্রের মধ্যের একপ্রকার ক্রিমি মলের সহিত নির্গত হইয়া ভূমিতে পড়ে। ঘাসের উপর বহুদিন জীবিত থাকে এবং আহার্যের মধ্য দিয়া মানুষের উদরে যায়, অথবা চামড়া ভেদ করিয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে ও ক্রমে রক্ত হইতে অন্ত্রে যায়। অঙ্কুশক্রিমি জীবদেহে প্রবেশ করিয়া শরীরকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। রক্তাল্পতা, হাঁপানি, পাকস্থলীতে বেদনা, কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ জোটে। ইহা নিমাটোডা (Nematoda) ক্রিমিশ্রেণীর অন্তর্গত। (দ্রঃ ক্রিমি)

অংকোট (Alangium Lamarkii : A. Hexapetalum)

চলতি বাঙলা ভাষায় আঁকোড় বা ধল আঁকোড় বলে। বুনোগাছ এঁটেল মাটিতে উৎপন্ন হয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর জন্মে। কাণ্ডের গায়ে কণ্টকের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র শাখা আছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ফোটে। ফুলের সময় গাছে পাতা থাকে না। ফুল শাদা সুগন্ধযুক্ত; ফল দেখিতে ভাঁটার মত গোল; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকে, দেখিতে কাল-জামের মত; স্বাদহীন, সামান্য মিষ্ট, আঁসটে গন্ধ। বৈদ্যক শাস্ত্রমতে মূল ত্বক্ ও পুষ্প ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আঁকোড়ের শিকড় ইঁদুর ও কুকুরের বিষে কাজে লাগে। এ ছাড়াও অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত হয়। নব্য মতেও অঙ্কোটের ব্যবহার দেখা যায়। [বনৌষধিদর্পণ—পৃঃ ১০-১৩; Chopra, *Indigenous Drugs of India* p. 272-3, 154]

অংগ, অঙ্গ

(১) বলিরাজ ও রাণী সুদেষ্ণার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ইহাদের নামানুসারে এক একটি রাজ্য হয়।

(২) বৈদ্যকশাস্ত্রমতে অঙ্গ অষ্ট। সেইজন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বলে। যথা—নিদান, পূর্বলিঙ্গ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি, ঔষধি, রোগী এবং পরিচারক। সুশ্রুতের মত শাল্য শালক্য প্রভৃতি।

(৩) অংগদেশ (দ্রঃ ভৌগোলিক অংশ)

অংগদ, অঙ্গদ

(১) বানররাজ বালী ও তারার পুত্র। রামচন্দ্র যুদ্ধে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলে অঙ্গদ যুবরাজ হন ও তারা সুগ্রীবের রাণী হন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে যে অঙ্গদ রামচন্দ্রের দূত হইয়া রাবণের সভায় যান ও তাঁহাকে অনেক হিতবাক্য বলিয়া সন্ধি করিতে বলেন। বাঙলার অঙ্গদ রায়বার মূল রামায়ণের অংশ নয়।

(২) দ্বিতীয় শিখগুরু (১৫৩৯-১৫৫২)। ইঁহার আসল নাম লহিনা। জন্ম ১৫০৪ বা ১৫১০ খৃঃ অঃ। ১৫৩৯ অব্দে গুরু নানকের মৃত্যু হইলে লহিনা নানকজী প্রদত্ত অঙ্গদ নামে অধিক পরিচিত হন। গুরু নানকের সহচর বালসিন্ধুর নিকট হইতে তিনি গুরু উপদেশ সংগ্রহ করিয়া 'জন্মসাখী গ্রন্থ' রচনা করেন। গুরু অঙ্গদের নিজ উপদেশ 'গ্রন্থসাহেবের' দ্বিতীয় শব্দমহল্লায় আছে। তিনি পাঞ্জাবী গুরুমুখী ভাষার জন্য অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তিনি নিজ পুত্রকে অযোগ্য বিবেচনায় প্রিয় শিষ্য অমরদাসকে তৃতীয় গুরু পদে অভিষিক্ত করেন। ১৫৫২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অংগামী, অঙ্গামী নাগা

আসামের দক্ষিণে নাগা পর্বতের অসভ্যজাতি (নাগা দ্রঃ) অংগামীরা কাপড় পরে, নাগাদের মত নহে। ইহাদের বাড়ী পাহাড়ের উপর অবস্থিত, অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত সর্বদাই বিবদমান বলিয়া ইহাদের সতর্কতা অত্যন্ত বেশি। ইহারা মৃতকে কবরিত করে। ইহাদের রাজা নাই, সর্দাররা শাসন করে নৃত্যগীত ও যুদ্ধের সময় ইহারা নানাভাবে সজ্জিত হয়। ইংরেজদের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ হইবার পরে ইহারা শান্ত হইয়াছে।

অংগার, অঙ্গার (Carbon)

রাসায়নিক অধাতব মৌলিক পদার্থ (non-metallic element)। পাথুরে কয়লা, কাঠকয়লা, পেন্সিলের 'সিসা' বা গ্রাফাইট, হীরক, বোদামাটি (peat), ভুসাকালী, ঝুল, ধূম ও কার্বন প্রভৃতি অঙ্গার পদার্থের রূপান্তরমাত্র। ইহার মধ্যে হীরকের পরমাণুগুলি নিয়তাকার স্ফটিকাকৃতি (crystal); কাঠকয়লায় ক্রিষ্টাল মোটেই দানা বাঁধে না (amorphous) পাথুরে কয়লার মধ্যে অঙ্গার ছাড়া অন্যান্য পদার্থ আছে; অ্যান্থ্রাসাইট নামে এক শ্রেণীর পাঃ কয়লার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ অঙ্গার, সেইজন্য উহা সহজে জ্বলে। পাথুরে কয়লাকে একবার পোড়াইয়া লইলে তাহার মধ্য হইতে এক প্রকার গ্যাসধূমাকারে বাহির হইয়া যায়; এই পোড়া কয়লা কাঠকয়লার ন্যায় সহজদাহ্য। একটু চিনিকে পোড়াইলে বিশুদ্ধ অঙ্গার পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধ অঙ্গার

দিয়া বিজলিবাতির ভিতরের সুতার ন্যায় কালো জিনিসটি (filament) তৈয়ারী হইত। নানা বস্তুর সহিত অংগার মিশ্রিত ভাবে থাকে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের প্রধানতম উপাদান অঙ্গার। রসায়নশাস্ত্র বা কেমিষ্ট্রীর একটি বড় শাখা হইতেছে জৈব রসায়ন ; ইহার প্রধান বিচার্য বিষয় অঙ্গার (দ্রঃ কয়লা)।

অংগার একাম্লযান (Carbon monoxide Co.)

বিষাক্ত গ্যাস্, বর্ণ ও গন্ধহীন, জ্বালাইলে নীলাভ আলো হয়। কয়লা পোড়াইলে যে ধোঁয়া হয়, তাহার মধ্যে এই গ্যাস থাকে বলিয়া বন্ধ ঘরে কয়লার গ্যাসে অনেকের মৃত্যু হয়।

অংগার দ্ব্যম্লযান (Carbon dioxide : Carbonic acid gas CO_2)

বর্ণও গন্ধহীন ভারী গ্যাস। ইহা মুক্তভাবে এবং ক্ষারজাতীয় ধাতু ও অন্যান্য পদার্থের সহিত পাওয়া যায়। ইহা বায়ুর মধ্যে অল্পপরিমাণে আছে। জীবদেহ হইতে নিশ্বাসের সহিত নির্গত হয় এবং উদ্ভিজ্জের প্রধানতম আহার। ইহা অদাহ্য, সুতরাং অগ্নি নিবাইবার জন্য প্রয়োজন হয়। এই গ্যাসকে জমাইয়া কঠিন করা হয় এবং ইহা বরফ হইতে বহুগুণ শীতল ও অধিকক্ষণ স্থায়ী। আইসক্রীম কারখানায় এই বরফ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বায়ুতে ০·৪% কার্বন ডাইঅক্সাইড্, ২১% অক্সিজেন থাকে। ডুবোজাহাজে ২·৫% কাঃ থাকিলে লোকে বহুকাল জলনিম্নে থাকিতে পারে। ৫% নিশ্বাসে একটু কষ্ট, ৮% রীতিমত কষ্ট, ১০% হইলে মৃত্যু হয়।

অংগিয়ার, জেরাল্ড্ (Aungier, Gerald)

ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির সুরাট ফ্যাক্টরির গভর্নর ১৬৬৯-৭৭ ; ইহার সময়ে শিবাজী সুঃ আক্রমণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন এক হস্তে তরবারী ও অন্য হস্তে শান্তির মালা লইয়া ইংরেজকে এদেশে থাকিতে হইবে। (In one hand the sword and another the olive branch)।

অংগিরা, অঙ্গিরা

ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির অন্যতম। মুনিকন্যা শ্রদ্ধাকে, মতান্তরে দক্ষসুতা স্মৃতিকে, বিবাহ করেন। বৃহস্পতি ও উতথ্য—দুই পুত্র। অঃ ইন্দ্রকে অথর্ববেদ শোনান। অথর্ববেদের সহিত অথর্ব—অঙ্গিরসের নাম যুক্ত। অঃ সংহিতা নামে একখানি ধর্মশাস্ত্র আছে।

অংগুত্তরনিকায়

বৌদ্ধ-পালিত্রিপিটকের সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায়। ইহাতে বুদ্ধভাষিত ৯৫৫৭টি সুত্ত আছে। অনেকগুলি পুনরুক্তি, আসলে ২৩০০ সুত্ত। এক পংক্তি সূত্র হইতে ৩।৪ পৃষ্ঠাব্যাপী সূত্র আছে। ১১টি অধ্যায়। বুদ্ধঘোষ কৃত মনোরথ পূরণ নামে অট্‌ঠ কথা বা ভাষ্য আছে। দ্রঃ 'বুদ্ধঘোষ'।

অংগুলি অঙ্গুলি,

সর্প ও মৎস্য ব্যতীত মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের অগ্র ও পশ্চাদ্-ভাগের হস্ত পদের ন্যায় শাখা হইতে অঙ্গুলি বাহির হয়। বাদুড়ের পাখা, হাঁসের পা অঙ্গুলির রূপান্তর। মানুষের অঙ্গুলিতে চারিটি করিয়া হাড় বা পর্ব (পাব, digit) থাকে। ইহাদের নাম, বৃদ্ধাঙ্গুলি (thumb), তর্জনী (forefinger), মধ্যমা (middle f:) অনামিকা (fourth f:) ও কনিষ্ঠা (little f:)। অঙ্গুলির স্পর্শশক্তি দেহের অন্যান্য অংশ হইতে অত্যন্ত তীব্র। ইহার নখের সহিত হাড়ের কোনো যোগ নাই। (নখ দ্রঃ)। ইহার দ্বারা মানুষ সমস্ত কাজ করে ; নিজ অঙ্গুলির উপর আর কোনো জীবের এমন আধিপত্য নাই ; সুচারু শিল্প হইতে বৃহত্তম কল, কারখানা, ইমারত সবই অঙ্গুলির রচনা।

অংগুলিমাল সুত্ত

বৌদ্ধ পালিত্রিপিটকের মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত একটি সূত্র। অঃ নামে এক তস্করকে বুদ্ধদেব উপদেশের দ্বারা সদ্‌ধর্মে দীক্ষিত করেন। অঃর যথার্থ নাম অহিংসক, কোশল-রাজপুরোহিত ভাগবের পুত্র।

অংগ্রিয়া

কোংকনবাসী মারাঠীবংশে জাত। তুকাজী অংগ্রিয়া শিবাজীর নৌবিভাগের কার্য করিতেন, তৎপুত্র কাহ্নোজী সহকারী পোতাধ্যক্ষ ছিলেন। শম্ভুজী ও শাহজীর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কাঃ জলদস্যুতা সুরু করে। কাঃ র মৃত্যুর পরে (১৭২৮) অন্যেরা বোম্বেটে-গিরি চালাইতে থাকে। ১৭৪৮ তুলসী অঃর উপদ্রবে পেশোয়া ইংরেজের শরণাপন্ন হন এবং ওয়াটসন্ ও ক্লাইবের সহায়তায় তুঃঅংকে বন্দী করেন। অঃ-বংশ ১৮৪০ এ লুপ্ত হয়।

অংশ (Share)

কোন যৌথ-কারবারের (জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্রঃ) মূলধনকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া 'অংশে' বা 'শেয়ারে' বিক্রয় করা হয়। এইভাবে সাধারণের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া মূলধন সংগৃহীত হয়। অংশীদারগণ সাধারণত কারবারের লাভ ও ক্ষতির জন্য দায়ী। বৎসরে অন্তত একবার করিয়া অংশীদারদের সভা হয় ও তথায় স্থির হয় অংশীদারগণ কত হারে লাভাংশ পাইবেন। সাধারণত ডিরেক্টর বা পরিচালক সভায় এই সব কার্য স্থিরীকৃত হইয়া

থাকে। লাভবান্ কারবারের অংশ বা শেয়ারের দাম বাজারে বাড়ে ; লোকসানী কারবারের অংশ বা শেয়ারের দাম কমে।

অংশ বা ডিগ্রী,—(Degree)

(১) একটি সমকোণকে ৯০টি সমান ভাগে ভাগ করিলে বিভক্ত অংশগুলির প্রত্যেকটিকে অংশ বা ডিগ্রী বলে। ডিগ্রীর প্রকাশ করিবার চিহ্ন (°)। যথা ১০ ডিগ্রী=১০°।
(২) তাপের মাপকেও ডিগ্রী বলে।

অংশ বা খণ্ড, (Segments)

(১) সরল রেখার অংশ বা খণ্ড। দ্রঃ অন্তর্বিভক্ত। (২) বৃত্তের অংশ বা খণ্ড। দ্রঃ বৃত্তাংশ।

অংশুধর, (দ্রঃ অসমঞ্জ)

অংশুপট্ট (রেশম)

বাংলা দেশে তিনপ্রকার রেশমবস্ত্র পাওয়া যায় -গরদ, তসর, মটকা। রেশম কাপাস ও তসরের ছাট হইতে যে সূতা হয়, তাহার নাম ভরনা (পোড়েন) ও সূতার টানায় মটকা হয়। (দ্রঃ রেশম, গরদ, তসর, মটকা, কেটে)

অংশুমান্

সূর্য্যবংশীয় অসমঞ্জের পুত্র। সগরের (দ্রঃ) ৬০ হাজার পুত্র কপিলমুনির কোপানলে ভস্মীভূত হইলে, ইনি অনুসন্ধান করিয়া অশ্বমেধের অশ্ব উদ্ধার করেন। স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিলে সগরবংশ উদ্ধার হইবে, এই সংবাদ মুনির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন। অশ্ব প্রাপ্ত হইলে, সগর যজ্ঞ করেন ও সগরের পরে ইনি রাজা হন। ইঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ।

অংসফলক (Scapula)

পিঠের দু দিকে কাঁধের তিন-কোণা হাড়। অংসফলক ও কাঁধের হাড় (Collar bone) উভয়ে মিলিত হইয়া কাঁধের সন্ধিস্থলে একটি গর্ত তৈয়ারী করে, উহার মধ্যে বাহুর হাড় (Humerus) আটকাইয়া থাকে। এই হাড় খানি যথাস্থানে থাকায় বাহু ঘুরানো প্রভৃতি সম্ভব হয়।

অক্টান্স (Octans Hadianus, Hadely's Octant)

দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে ৪৩টি তারাসমন্বিত মণ্ডল। ইহা ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতিপদ স্থান (Antipodes)।

অক্টারলনি, (Ochterlony, Sir David)

(১৭৫৮—১৮২৫) ইঁহার মার্কিন দেশে জন্ম। ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন। ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধের সময়ে তিনি দিল্লীতে সম্রাট্ শাহ আলমের দরবারে রেসিডেন্ট ছিলেন। হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে, তাঁহারই চেষ্টায় নগরী রক্ষা পায় (১৮০৪)। ইনি নেপাল যুদ্ধে (১৮১৫) অন্যতম সেনাপতি। ১৮২২ মালব ও রাজপুতনার রেসিডেন্ট। ১৮২৫ মিরাটে মৃত্যু। ইঁহার স্মৃতিকল্পে কলিকাতার অঃ মনুমেন্ট রচিত। দ্রঃ 'মনুমেন্ট'।

অক্টারলনি মনুমেন্ট (O. monument)

কলিকাতার গড়ের মাঠে যে মনুমেন্ট আছে, তাহা অক্টারলনীর স্মৃতি-স্তম্ভ। সর্বসাধারণের চাঁদায় ৩৫০০ পাউণ্ড ব্যয়ে উহা নির্মিত। ১৫৫ ফুট উচ্চ। উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে ; কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে পাশ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে হয়।

অক্টোপাস্ (Octopus)

Coelentera বা শূন্যগর্ভ বা ছিদ্রাল প্রাণীর অন্তর্গত। গভীর সমুদ্রের একপ্রকার কদাকার প্রাণী ; থলথলে নরম দেহ, কদাকার, মাথার মাঝে সরু গলা, মুখের চারি দিকে আটটি বাহু। সাঁতার দিতে পারে না ; বাহুর সাহায্যে সমুদ্রতলে নড়িয়া বেড়ায়, সাধারণত প্রবালদ্বীপ ও সামুদ্রপর্বতে ইহাদের বাস। বৃহত্তম অঃ প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা যায় ; বাহু ৩১৪ ফুট লম্বা হয়। ডুবারীরা অনেক সময়ে ইহাদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। চীনা ও ইতালীয়রা অঃ আহার করে।

অক্টোবর (October)

ইংরেজী ১০ম মাস। প্রাচীন রোমানদের অষ্টম (অক্ট) মাস। জুলিয়াস সীজারের দ্বারা সংস্কৃত পঞ্জিকার গণনানুসারে উহা ১০ম মাস হয়। ৩১ দিনে মাস। বাংলা ১৪।১৫ আশ্বিন হইতে ১৪।১৫ কার্ত্তিক। বাংলাদেশে পূজার ছুটি প্রায় এই মাসেই হয়। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বা ৩০শে আশ্বিন ১৩১২ সালে বঙ্গচ্ছেদ হয় ; সেই দিনে রাখিবন্ধন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

অকম্পন

রাবণের সেনাপতি ও মাতুল ; সুমালী ও কেতুমালার পুত্র ; ইহার ভগিনী কুম্ভীনসী ও রাবণ-জননী কৈকসী (দ্রঃ) ; ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত ইহার ভ্রাতা।

(Rational)

গণিত-সংজ্ঞা। মূলাকর্ষণকালে (Square root) যাহার কোন ভাগশেষ অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ রাশি অর্থাৎ যাহার মূল ভগ্নাংশবিহীন, কোন পূর্ণ সংখ্যা, এরূপ রাশি। যথা, ৪৯ এর মূল $\sqrt{৪৯}$ = ।

অক্ল্যাণ্ড, (George Eden, first Earl of Auckland)

(১৭৮৪- -১৮৪৯) ইংরেজ রাজনীতিক ও ভারতের বড়লাট। অক্সফোর্ডের এম্. এ ; ব্যারিস্টার ; পার্লামেন্টের সদস্য (১৮১০ --১২ ; ১৮১১)। বাণিজ্যবোর্ডের সভাপতি এবং টাকশালের অধ্যক্ষ (১৮৩০-৪)। নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড (১৮৩৪)। ভারতের গবর্নর-জেনারেল (১৮৩৬-৪২)। ইহার সময়ে (১৮৩৭-৩৮) দুর্ভিক্ষে ভারতে ৮ লক্ষ লোক মারা যায়। ইনি তীর্থ যাত্রীদের উপর কর রদ করেন। প্রথম আফগানযুদ্ধ হয় (দ্রঃ)। যুদ্ধের ব্যর্থতার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান (১৮৪১)। ইনি চিরকুমার ছিলেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৮৩৯ এ আর্ল অব্ অঃ হন।

অক্শান, (Auction)

নীলাম। কোন ব্যক্তি তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি নিজে অথবা অকশানকারীদের হাতে বিক্রয়ার্থ অর্পণ করিতে পারে। নীলামের সব চেয়ে বেশী ডাকে উহা বিক্রয় হইতে পারে ; উপযুক্ত ডাক না উঠিলে বিক্রয় না করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ডাক চড়াইবার জন্য নিজ লোক লাগানো আইনের কাছে দণ্ডার্হ। কলিকাতায় কয়েকটি অঃ কোম্পানি আছে। গবর্মেন্টের নিকট লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র লইয়া এই কার্য করিতে হয়। (২) ব্রিজ নামে তাসের খেলার একটি বিশেষ খেলা। (দ্রঃ তাসখেলা)

অকা (জাতি)

আসামের উঃ-পূঃ সীমান্তের অসভ্য বাসিন্দা। ইহারা প্রেতপূজক। ১৮২৬ অব্দে আসাম ইংরেজদের হস্তগত হয় ও দুইবৎসরের মধ্যে অকাদের সহিত ইংরেজদের বিবাদ সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত অকাদের রাজা পরাভূত হইয়া বৃটিশ সরকার হইতে পেনশন পান। ইহাদের দেহ উল্কিতে বিচিত্রিত, কণ্ঠে প্রস্তর ও অস্থিমালা। ইহারা মাথায় পাখীর পুচ্ছ ধারণ করে। পরনে সামান্য বস্ত্র থাকে। ধনুর্বাণই ইহাদের প্রধান অস্ত্র। গত একশত বৎসরের মধ্যে অকারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। গোমাংস-ভক্ষণে ইহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু গোদুগ্ধ অপেয়। শব দাহ না করিয়া কবর দেয়।

অকাল কুষ্মাণ্ড

লোক প্রবাদ অকালেজাত চাল কুমড়া শাস্ত্রীয় বলিকর্মে নিষিদ্ধ, সুতরাং দৈবকার্যে উপযোগিতা নাই। পরিবারে কেহ দুর্বৃত্তভাবাপন্ন হইলে অঃ বলিয়া লোকে গালি দেয়।

অকালবোধন

পৌরাণিক আখ্যান। পূর্ব্বকালে দুর্গাপূজা বসন্তকালে সম্পন্ন হইত। হিন্দুশাস্ত্রমতে দক্ষিণায়নে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন ও তখন তাঁহাদের বিশেষ পূজা অবিধেয়। অসময়ে শরৎকালে রামচন্দ্র রাবণবধ-কালে দেবীকে উদ্বোধিত বা জাগ্রত করেন ; প্রবাদ সেই হইতে শরৎকালে দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হয়।

অকালী

শিখদের অন্তর্গত সম্প্রদায়। গুরু হরগোবিন্দ (১৬৭৫—১৭০৮) ইহার প্রবর্তক। গুরু গোবিন্দকে ইহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করে। 'অকালী-পুরুষ' উপাস্য বলিয়া ইহাদের এই নাম। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, নির্ভীক ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের সাহায্যে রণজিৎ সিংহ অনেক দেশ জয় করেন ; শিখযুদ্ধেও ইহারা বিশেষ পরাক্রম দেখাইয়াছিল। ইহারা নীলবর্ণের পোষাক পরে। পূর্ব্বে ইহারা সবদাই আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। সাধারণত ইহারা বিবাহ করে না। ইহারা ৫টা 'কক্ক' ধারণ করে কেশ, কচ্ছ (জাঙিয়া), কর (লৌহবলয়), কৃপাণ, কিংবা (চিরুনী)।

অকিঞ্চন

[দেওয়ান রঘুনাথ রায় ১৭৫০— ১৮৩৬] 'অকিঞ্চন' ভণিতাযুক্ত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতের রচয়িতা। বাড়ী বর্ধমান জেলায়। বর্ধমান রাজের দেওয়ান। কিন্তু পরে পরমার্থচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিবার জন্য কার্য ত্যাগ করেন। (বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক)

অকিঞ্চন দাস

(১) শ্রীচৈতন্য ভক্তিতত্ত্ব-বিলাস গ্রন্থের রচয়িতা। (২) সহজিয়া সম্প্রদায়ের লোক—বিবর্তবিলাস ও ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৭ শতকের শেষভাগে লিখিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শিষ্যপরম্পরায় ৫ম স্থানীয় (দ্রঃ বঙ্গীয় মহাকোষ)।

অকীক (Agate Cornelian, onyx)

একপ্রকার কঠিন প্রস্তর। রাজমহল পাহাড়, ছোটনাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে অকীকের নানাবিধ সামগ্রী (বাটী, ডিবা) বিদেশে রপ্তানী হইত। রোমানরা বহুলক্ষ টাকার অকীকের সামগ্রী কিনিত। দেখিতে জলভরা মেঘের মতন, অল্পশ্বেত নীলাভ।

অক্রিয় (Inactive)

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ সহজে অন্য পদার্থের সহিত রাসায়নিকভাবে মিলিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে অক্রিয় পদার্থ বলে ; যেমন নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান একটি অক্রিয় পদার্থ ; কিন্তু অম্লজান (Oxygen) বা উদজান

(Hydrogen) খুব সক্রিয় (active) পদার্থ; ইহারা খুব সহজে ও দ্রুত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়।

শ্বফল্ক ও গান্দিনীর পুত্র, কৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত। মথুরায় কংসের নিকট বাস করিতেন। কংসের অত্যাচার কাহিনী কৃষ্ণ ইহার নিকট হইতে জানিতে পারেন। ইনি স্যমন্তক মণি (দ্রঃ) পান, কিন্তু কৃষ্ণ জানিতে পারিয়াও লন নাই। বাঙলা সাহিত্যে অক্রূর পরম বৈষ্ণবভাবে বর্ণিত।

অক্ষ (Axis)

(১) গাণিতিক সংখ্যা। কোন সমতলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর অবস্থান আবিষ্কার করিতে হইলে, দুইটি পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত সরল রেখাদ্বয়ের সম্পর্কে ইহাকে প্রকাশ করিতে হয়। এই স্থিররেখাদ্বয়কে অক্ষ বলে ও দুইরেখার ছেদ বিন্দুকে মূলবিন্দু (origin) বলে। নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অনুভূমিক রেখা পর্যন্ত উল্লম্ব রেখার দৈর্ঘ্যমানকে কোটি (ordinate) বলে, এবং অক্ষের মূলবিন্দু হইতে অনুভূমিকের উল্লম্ব স্পর্শবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে ভুজ (abscissa) বলে।

(২) কোন সরলরেখাকে কেন্দ্র করিয়া যদি একটি গোলক আবর্তিত হইতে থাকে, তবে ঐ সরল রেখাকে গোলকের আবর্তনের অক্ষ (Axis of Rotation) বলা হয়।

অক্ষক্রীড়া (Chess)

পাশা ও দ্যূতক্রীড়া অক্ষক্রীড়ার রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। ইহা আযদের চিত্তবিনোদনের প্রাচীন ক্রীড়া। বেদে এই খেলার উল্লেখ আছে; সেখানে উহা নিন্দিত ব্যসন। রাজাদের পক্ষে অক্ষক্রীড়া নিষিদ্ধ ছিল। এই খেলায় নলরাজা ও যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ হয়। মুসলমান যুগে উহা চৌপড় নামে পরিচিত ও দেশমধ্যে এই ক্রীড়া সমধিক প্রচলিত হয়। মুঘল সম্রাট্ আকবর শাহ একপ্রকার অক্ষক্রীড়ার প্রবর্তন করেন। ইহা ইউরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে নানা নামে বহুবিধ জুয়া খেলা চলিতেছে। (পাশা দ্রঃ)

অক্ষপাদ

ন্যায়সূত্র রচয়িতা গৌতমের এক নাম। অনুমান খৃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে ৫২৮ সূত্র আছে। (দ্রঃ ন্যায়দর্শন)

অক্ষবৃত্ত (Latitude)

অক্ষরেখা, স্ফুট পরিধিবৃত্ত, সামান্তরিক বৃত্ত, Parallels of latitude প্রভৃতি নাম। পৃথিবীপৃষ্ঠে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখার (equator 0° ডিগ্রী) সহিত সমান্তরালে অবস্থিত কল্পিত রেখাসমূহকে অক্ষরেখা বলে। ৯০ ডিগ্রীতে মেরুবিন্দু অবস্থিত; মেরুর নিকটস্থ বৃত্তগুলি ক্ষুদ্রতম—অর্ধমাইল দূরে অঙ্কিত বৃত্তটির পরিধিমাত্র ৩ মাইল। পৃথিবীর পরিধি মোটামুটিভাবে ২৫,০০০ মাঃ ধরিলে ১° ডিগ্রী অক্ষাংশে ৬৯·৪ মাঃ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে ১° ডিগ্রী অক্ষাংশের দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের সকল অংশে একরূপ হইতে পারেনা; উহা এইরূপ হইবে ০° ডিগ্রী অক্ষরেখার নিকট ১° অক্ষাংশ = ৬৮·৭ মা। ৩০° অক্ষরেখায় ৬৮·৯ মা। ৬০° অক্ষরেখায় ৬৯·২ মা। ৯০° অক্ষরেখায় ৬৯.৪ মা।·· মেরুর নিকট পৃথিবীর আবর্তনবেগ অত্যন্ত কম এবং বিষুবরেখার সর্বাপেক্ষা বেশী। মেরুর নিকটে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী ৫মা ঘুরে, নিরক্ষবৃত্তে ঘণ্টায় ১০০০ মা চলে।

অক্ষমালা

বশিষ্ঠের শূদ্রাপত্নী। মহর্ষির সংসর্গে পরম গুণবতী হন।

রাবণ ও মন্দোদরীর পুত্র। হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া নগরী দগ্ধ ও অঃ কে নিহত করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ —১৮৮৬)

বাঙলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক। জন্ম নবদ্বীপের চুপীগ্রামে। পিতা পিতাম্বর। গ্রামে পারসী, বাঙলা ও মিশনরী স্কুলে সামান্য ইংরেজি শিখিয়া ১৭ বৎসর বয়সে (১৮৩৭) কলিকাতায় আসেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন ও ১৮৪০এ তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনাধীন পাঠশালায় সামান্য বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩—৫৫ 'তঃ বোঃ পত্রিকা'র সম্পাদক। ব্রাহ্মধর্মের উদার মতবাদের জন্য অঃ অনেকখানি দায়ী; দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত বিচার করিয়া বেদের অভ্রান্ততার মত ত্যাগ করেন। ১২৯৩ ১৪ জ্যৈষ্ঠ মৃত্যু। ইনি ব্রহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে অজ্ঞেয়বাদী হন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা: ভূগোল ১২৪৭; বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার ১২৫৮—৫৯; চারুপাঠ ১—৩ খণ্ড ১২৫৮—৬১; পদার্থবিদ্যা ১২৬৩: ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় ১ম, ২য় ১২৭৭, ঐ উপক্রমণিকা ১২৮৯; ধর্মনীতি ১২৮৩ এবং প্রাচীন হিন্দুজাতির সমুদ্র-যাত্রা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ইহার পৌত্র। (মহেন্দ্রনাথ রায়—অঃ জীবন বৃত্তান্ত এবং নকুড়চন্দ্র—অঃ চরিত)

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৯)

বাঙলার কবি। কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্-পরিবারে জন্ম। আদি বাস চন্দননগর। অঃ সওদাগরি অফিসে কাজ করিতেন। ১২৮৮ 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' প্রকাশিত হয়।

১২৯০ 'প্রদীপ' : ১২৯২ 'কনকাঞ্জলি' ; ১২৯৪ 'ভুল'। ১৩১৩ পত্নীবিয়োগের পর 'এষা' রচনা করেন ; ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। অপর কাব্য 'শঙ্খ' সুপরিচিত। মৃত্যু ১৩২৬ শ্রাবণ।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০)

ঐতিহাসিক ও লেখক। নদীয়ায় নওয়াপাড়া-সিমলা গ্রামে জন্ম, ১২৬৮। পিতা মথুরানাথ রাজশাহীবাসী হন। তথা হইতে এফ,এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় গিয়া বি,এ বি এল পড়েন। ১৮৮৫ ওকালতী আরম্ভ। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগ প্রবল। রাজশাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকায়' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা'য় বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়। ১৮০৪ 'সমরসিংহ' প্রকাশ। ১৩০১-১৩০২ 'সাধনা' পত্রিকায় সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ ; পরে 'ভারতী'তে। ১৩০৫ 'ঐতিহাসিক চিত্র' পত্রিকা সম্পাদন। সিরাজউদ্দৌলা (১৮৯৯) গ্রন্থে তিনি অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন এবং প্রমাণ করেন ঐ ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। 'মীরকাশেম' (১৯০৬) 'ফিরিঙ্গী বণিক', 'গৌড়লেখমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ইহারই চেষ্টায় রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' স্থাপিত হয়। ক্রিকেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ('বঙ্গভাষার লেখক' দ্রষ্টব্য)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১২৫৩—১৩২৩)

বাঙলার কবি ও লেখক। চুঁচুড়া জন্মস্থান। পিতা রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সবজজ ছিলেন। ১২৬৮ ওকালতী পাশ করিয়া বহরমপুরে কার্য্যারম্ভ। ১২৮১ সারদাচরণ মিত্র ও অং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির 'প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ' করেন। ১২৮০-৯৬, 'সাধারণী' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ। ১২৯১-৯৭ 'নবজীবন' মাসিকপত্র সম্পাদক। যুক্তাক্ষরহীন 'গোচারণের মাঠ' শিশুপাঠ্য কাব্য বিখ্যাত। 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' 'শিক্ষা-নবীশের পদ্য' 'হাতে হাতে ফল' প্রহসন, 'সনাতনী' নামে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধী গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করেন। (বঙ্গ-ভাষার লেখক পৃঃ ৪৬৫-৬৫৯)।

অক্ষর (বর্ণ) (Alphabet)

মানুষের চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য বাক্যের সৃষ্টি, সেই বাক্যকে রূপ দিবার জন্য লেখার আবিষ্কার। আদিমযুগে মানুষ বর্ণ বা রঙ দিয়া অথবা রেখা টানিয়া ছবি আঁকিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিত। প্রাচীন মিশর ও চীনাদের লেখা চিত্রমূলক—যেমন 'গাছ' বলিত, গাছ আঁকিত। ক্রমে মানুষ ঐসব চিত্রকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এবং আরও পরে সম-ধ্বনি উৎপাদক শব্দগুলির মধ্য হইতে বিশ্লেষণদ্বারা মূল উচ্চারণ-গুলিকে পৃথক্ করিয়া কয়েকটি চিহ্ন দ্বারা ধ্বনিগুলির প্রকাশ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিল। ইংরেজি B আসলে ফিনিকদের মধ্যে উচ্চারিত হইত Beth অর্থ ছিল বাড়ী, পূর্ব্বের লিখন-পদ্ধতিও ছিল গৃহের মতন। বেথ্, (ফিনিক) মিটা, (গ্রীক) বে (আরবী) বি (রোমান) এইভাবে হইল। ইউরোপের ক্রীট্ দ্বীপে অতি প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে—ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই ; বর্ত্তমান ইউরোপীয় লিপিসমূহ গ্রীক্ হইতে উদ্ভূত ; গ্রীক্ লিপি ফিনিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু ফিনিকরা এই লিপির উদ্ভাবক নহে। খৃষ্ট পূঃ ২০০০ অব্দে একপ্রকার সেমেটিক লিপি (২২ অক্ষর) ছিল, ইহুদীরা এই লিপি ব্যবহার করিত। ফিনিকদের নিকট হইতে গৃহীত লিপি গ্রীকরা ও তাহাদের নিকট হইতে রোমানরা লয় ; রুশীয় লিপি গ্রীক্ লিপির বিকৃতিমাত্র। রোমান লিপি গ্রীক্ হইতে সরল এবং কালে ইউরোপের সর্ব্বত্র (রুশ ছাড়া) এবং ইউরোপীয়দের বিশ্ববিজয়ের সহিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমনকি লিপিহীন বহুজাতি এই সহজ লিপি গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন সেমেটিক লিপি হইতে হীব্রু, আরবী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তি। প্রাচীন খরোষ্টি (দ্রঃ), আরবী, পারসিক, তুর্কী লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়। প্রাচীন ব্যাবিলনে তীরাক্ষর (cuniform) লিপি ছিল। চীনদেশে অক্ষর নাই, প্রত্যেক শব্দ বিভিন্ন চিত্র বা প্রতীকদ্বারা অঙ্কিত হয়।…ভারতের লিপি খুব প্রাচীন ; প্রাচীনতম নিদর্শন মহেঞ্জোদেড়োতে পাওয়া গিয়াছে, তবে ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী লিপি, উ-পঃ সীমান্তে ও মধ্য-এশিয়ার খরোষ্টি লিপি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মী লিপি হইতে ভারতের সমস্ত লিপির উদ্ভব—এমনকি দঃ ভারতের তামিল, তেলেগু লিপি পর্য্যন্ত। রূপান্তরিত হইয়া বর্মা, সিয়ামেও যায়। তিব্বতের লিপি ভারতীয় গুপ্তযুগের লিপি হইতে গৃহীত।… এ ছাড়া জাপানী, মঙ্গোলীয়, আরমাইক প্রভৃতি বহু লিপি আছে। বর্ত্তমান বাংলার সীসা অক্ষর অক্ষয়কুমার দত্তের পুল্লতাত সুপ্রীম কোর্টের দেওয়ান হরমোহন দত্তের হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রস্তুত করা হয়।

অক্ষিপট (Retina)

চক্ষুর মধ্যে তৃতীয় স্তরের আবরণটি অসংখ্য নার্ভকোষ (Nerve) ও নার্ভসূত্র দ্বারা গঠিত। ইহাই প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় ; ইহার উপরে বাহিরের ছবি প্রতিফলিত হয়। চক্ষুর মনির (Lens) ভিতর দিয়া অক্ষিপটে আলো পৌঁছাইলে নার্ভগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ দেয় ও আমরা দেখিতে পাই (দ্রঃ চক্ষু)।

অক্ষোভ্য

বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্গত বজ্রযান মতাবলম্বীরা যে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনা করেন অং তাহাদের দ্বিতীয়। অংর শক্তির নাম লোচন, এবং বোধিসত্ত্বের নাম বজ্রপাণি। নেপালে অংর মূর্ত্তি ও চিত্র পাওয়া যায় : চীন ও জাপানে বৌদ্ধদের মধ্যে অং পরিচিত। তন্ত্রশাস্ত্রোধৃত ২য় মহাবিদ্যার (তারা) ভৈরব।

অক্ষৌহিণী

প্রাচীন ভারতের সৈন্যবাহিনীর একক। ১,০৯,৩৫০, পদাদি, ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ হস্তী, ২১,৮৭০ রথ, মোট ২,১৮,৭০০ সৈন্য। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ১০টি অনীকিনীতে বিভক্ত। ১ অনিকীনী=৩ চমু; ১ চমু=৩ পৃতনা; ১ পৃতনা=৩ বাহিনী : ১ বাহিনী=৩ গণ ; ১ গণ=৩ গুল্ম ; ১ গুল্ম=৩ সেনামুখ ; ৩ সেনামুখ=৩ পত্তি ; ১ পত্তি=৫ পদাদি, ৩ অশ্ব, ১ রথ, ১ হস্তী। পত্তি সৈন্য-বিভাগের ক্ষুদ্রতম একক।

অক্সালিক অ্যাসিড্ (Oxalic acid)

রাসায়নিক জৈবাম্ল (organic acid) পদার্থ। রেউচিনি (Rhubar দ্রঃ) ও টক পালং-এর ভিতর পাওয়া যায়। ইহা স্বচ্ছ ও শাদা। কাঠের গুঁড়ার সহিত কষ্টিক সোডা ও পটাশ মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয় ; বস্ত্রাদি রং করিতে কাজে লাগে।

অক্সিজেন (Oxygen)

এই গন্ধ, বর্ণ, স্বাদশূন্য গ্যাস্ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাসের সহিত মিশিয়া আছে মাত্র। বায়ুর ২১% ভাগ, জলের ৮৯%, মানবদেহের ৬০% ভাগ অক্সিজেন। এই গ্যাস না থাকিলে কোন পদার্থ পুড়িতে পারে না ; কিন্তু নিজে উহা অদাহ্য। কিন্তু অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশেষ এক-প্রকার যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া জ্বালাইলে প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যায় ; ইহার সাহায্যে কঠিনতম ধাতু গলিয়া যায়। জীবজগৎ এই গ্যাস্ ছাড়া বাঁচিতে পারে না। উচ্চস্তরে ইহা বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ খুব কম ; সেইজন্য বেলুনযাত্রীদের কৃত্রিম অক্সিজেন সঙ্গে লইতে হয়। জলের তলায় সাবমেরিন ও ডুবারীদের জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়। রোগীর শ্বাস কষ্টের সময় ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা মৌলিক পদার্থ (element), পরমাণবিক ওজন ১৬।...

১৭ শতকে John Mayow (১৬৪৩-৭৯) কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া সর্বপ্রথম দেখান যে বায়ু দুইটি উপাদান দিয়া গঠিত এবং একটি দহন ক্রিয়ার সহায়ক ও জীবের প্রাণধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরও দেখান যে কোন ধাতুকে বায়ুতে রাখিয়া পোড়াইলে তাহার ওজন বাড়ে এবং এই ওজন বৃদ্ধির কারণ হইতেছে যে ধাতুর সহিত বায়ু-মধ্যস্থিত কোন বিশেষ উপাদান উহার সহিত মিশিয়া যায়। ১৭১৭ এস্টিফেন হেলস্ (Hales) ও ১৭৭৪-এ প্রিস্টলে (Priestley) ইহা প্রস্তুত করেন। ১৭৭১ এ সুইডিশ বৈজ্ঞানিক শীলে (Scheele দ্রঃ) স্বাধীনভাবে উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; কিন্তু ১৭৭৭এর পূর্বে তিনি ইহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। Lavoisier ইহার নামকরণ করেন। ইহাকে কারবারী ভাবে প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কর্তা Pepper (১৮৬১)। Brin-এর পদ্ধতি (১৮৮১) বহুকাল চলিয়াছিল ; বর্তমানে বায়ুকে তরল করিয়া অক্সিজেন বাহির করা হয়। (দ্রঃ অম্লজান)।

অখণ্ড (integral), **— সংখ্যা** (Natural number—বীজগণিত সংজ্ঞা।

বস্তুর অংশজ্ঞাপক সংখ্যাকে খণ্ডসংখ্যা এবং যে-সংখ্যা খণ্ড নয়, তাহাকে অখণ্ড সংখ্যা বলে।

অখণ্ড পাঠ

অমৃতসরের শিখদের স্বর্ণমন্দিরে 'আদি গ্রন্থ' সর্বদা পঠিত হয়। একজনের পর আর একজন আসিয়া দিবারাত্রি এই পাঠ চালনা করেন। (দ্রঃ আদিগ্রন্থ, গ্রন্থসাহেব)

অক্ষমনস, হখামনি (Achaemens)

প্রাচীন পারস্যের রাজবংশ। হখামনি এই বংশের প্রথম রাজা বলিয়া কিম্বদন্তী। কুরুসই এই বংশকে প্রথম ইতিহাস বিশ্রুত করেন। ইতঃপূর্বে মীড় বংশীয়েরা রাজত্ব করিত (৭০৮-৫৫০ খ্রীঃ পূঃ)। ৫৫০ হইতে ৩৫০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত অঃ বংশ রাজত্ব করে। কুরুসই বা কাইরুস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ ২৮), কম্বুজীয় (৫২৮—৫২২), দরায়ুস (৫২১—৪৮৬), জরক্ষেস (৪৮৬—৪৬৫), আর্তজারক্ষেস (৪৬৫—২৪), ২য় জারক্ষেস ও ২য় দরায়ুস (৪২৪—৪০৪), ২য় আর্তজারক্ষেস (৪০৪—৩৫৮), ৩য় আর্তজারক্ষেস (৩৫৮-৩৬), ৩য় দরায়ুস (৩৩৬—৩০)। মকিদানবাজ সেকেন্দরের হাতে এই বংশ শেষ হয়। ইহাদের স্থাপত্য ইরানে আবিষ্কৃত হইতেছে।

অগরবাল

বৈশ্যজাতির একটি শাখা। উ. ভারতে আগ্রোহ নামে একস্থানে ইহাদের বাস ছিল। জনশ্রুতি তুর্কীবিজয়ের ফলে সেখান হইতে বিতাড়িত হয় ও উঃ ভারতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যবসায় বিষয়ে প্রতিভা আছে বলিয়া ইহারা সর্বত্র অর্থশালী হইয়াছে। কাহারও মতে গবালিয়রের নিকট "অগর" নগর ইহাদের আদিবাসভূমি। ইহাদের মধ্যে ১৭॥টি গোত্র আছে বলিয়া প্রবাদ। ইহারা ধর্মেজৈন বা সাধারণ হিন্দু। পরস্পরের মধ্যে বিবাহে বাধা নাই। সর্পপূজা ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলা দেশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহারা সুপরিচিত।

অগরিয়া, অগরী

বাংলাদেশে ইহারা সাধারনত 'হাঘরে' বলিয়া উক্ত। বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, উঃ ভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায়। ইহারা প্রাচীন মুণ্ডারী বা দ্রাবিড় জাতির শাখা, নামে মাত্র হিন্দু। নানা আদিম আচার ইহাদের মধ্যে আছে।

আগস্ট্ মাস (August)

ইংরেজি অষ্টম মাস। প্রাচীন রোমের সাধারণতন্ত্র যুগে মাচ

মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। ষষ্ঠ মাসের নাম ছিল সেক্সটাইলস্ (Sextiles)। জুঃ সীজারের পঞ্জিকা সংস্কার অনুসারে ৩০ দিনে এই মাস ছিল। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস বৎসরের প্রথম ও দ্বিতীয় মাসরূপে যুক্ত হইলে সেক্সটাইলস্ মাস অষ্টম মাস হইয়া গেল। অগস্টাস (দ্রঃ) রোমান সম্রাট হইলে এই অষ্টম (Sextiles) মাসের নাম August রাখা হয়। জুলিয়াস সীজারের নামানুসারে জুলাই মাসে ৩১ দিন ছিল। সুতরাং অগস্টাস প্রবর্তিত অগস্ট মাসেও ৩১ দিন রাখা হইল; এই বর্ধিত দিন দুইটি ফেব্রুয়ারী হইতে কাটা হয় বলিয়া ফেব্রুয়ারী ২৮ দিনে হয়। অগস্ট মাসের ৭ই (১৯০৫) বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলন সুরু হয়। বাংলা ১৪।১৫ শ্রাবণ হইতে ১৪।১৫ ভাদ্র অগস্ট মাসের সমান।

অগস্টাইন, সাধু (St. Aurelius Augustine)
(৩৫৩—৪৩০ খৃঃ অঃ) প্রাচীন যুগের খৃস্টান সাধুদের অন্যতম। উত্তর আফ্রিকার নিউমিডিয়া দেশে জন্ম; বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কার্থেজে অধ্যাপক হন। যৌবন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটে। মাতা মনিকা সাধ্বী খৃস্টান ছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে ও প্রার্থনায় অগস্টাইনের জীবনের পরিবর্তন হয়। কালে ইনি নিষ্ঠাবান খৃস্টীয় সাধকরূপে খ্যাতি লাভ করেন ও উত্তর আফ্রিকার বিশপ হন। ৪৩০ খৃঃঅঃ ভানডাল (Vandal) জাতি যখন উঃ আফ্রিকা অধিকার করে সেই অবরোধ-সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে (Confessions) আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস পাওয়া যায়।

অগস্টাইন (Augustine)
ইংলণ্ডে কান্টারবেরির প্রথম আর্চবিশপ। ইতালীয় খৃস্টান সন্ন্যাসী: ৫৯৭ খৃস্টাব্দে পোপ ১ম গ্রেগরী ৪০ জন সন্ন্যাসী সহ ইঁহাকে ইংলণ্ডে খৃস্টের ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

অগুরু (Aquilaria agallocha)
উদ্ভিজ্জ গন্ধ: ধূপ চন্দনাদির সহিত পোড়ানো হয়; নির্যাস লোকে বস্ত্রাদিতে মাখে। অগুরু গাছ শ্রীহট্ট, টেনাসেরিম, খাশি পাহাড় ও আসামে জন্মে। গাছ বড় হয়; সারযুক্ত কাঠের মধ্যে এক প্রকারসুগন্ধি নির্যাস থাকে। এই অংশের রঙ কালো। ব্যবসায়ীরা প্রথমে কাঠ কাটিয়া পুঁতিয়া রাখে: কয়েক দিন পরে তুলিলে কাঠের মধ্যে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ জন্মাইতে দেখা যায়: তৈলযুক্ত ভাল কাঠ জলে দিলে ডুবিয়া যায়, নিকৃষ্ট কাঠ ভাসিয়া থাকে। সিলেটের ভাল জাতের অগুরুকে 'ঘরকি' বলে। প্রাচীনকালে ইহা সুপরিচিত ছিল এবং মধ্য এশিয়ায় ৩য় শতকের লিখিত (Bower সাহেব আবিষ্কৃত) এক পুঁথিতে ইহার উল্লেখ আছে। মুসলিম সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। (Watt—Commercial Products of India p. 72-74 বনৌষধি দর্পণ ১৪)

অগ্নি (Vulcan-Fire)
বৈদিক ভারতে তিনজন প্রধান দেবতা ছিলেন অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু ও সূর্য। ঋগ্বেদে ২০০ সূক্তে ইঁহার স্তব করা হইয়াছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি—আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নি। বৈদিক যাগযজ্ঞে অগ্নির স্থান প্রথম। অগ্নি ব্যতীত হিন্দুর কোন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। অথর্ববেদ মতে অথর্বাঙ্গিরস্ অগ্নির স্রষ্টা। পৌরাণিক মতে অগ্নি ব্রহ্মার পুত্র। তিনি দিকপাল, পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অধিপতি। ছাগ অগ্নির বাহন। ইনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ, পিঙ্গলকেশ ইত্যাদি। অগ্নির পত্নী 'স্বাহা'; পুত্র তিনটি—পাবক (বৈদ্যুতাগ্নি), পবমান (ঘর্ষণোৎপন্নাগ্নি), শুচি (সৌরাগ্নি)। অন্যমতে অগ্নির ৪৮ পুত্র; নিজেকে লইয়া ৪৯টি অগ্নি। গ্রীক পুরাণ মতে প্রমেথিউস্ স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়া মানবকে দান করেন; সেই অপরাধের জন্য মহাদেব Zeus ইহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ধীরে ধীরে হত্যা করেন।...কতকগুলি পদার্থের সহিত বাতাসের মধ্যস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক যোগ হইয়া তাপের যে প্রকাশ হয় তাহাকে অগ্নি বলা যাইতে পারে। ঘর্ষণ বা মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গার বা অঙ্গারজ সামগ্রী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। এই সংযোগের ফলে তাপ ও আলোক (দ্রষ্টব্য) সৃষ্ট হয়। কয়লা, কাঠ, উদ্ভিজ্জ সামগ্রী খনিজ তৈলে সহজে অগ্নি লাগে। অগ্নি অক্সিজেন ছাড়া জ্বলিতে পারে না। যেখানে হাওয়া নাই সেখানে আগুন জ্বলিতে পারে না অথবা যেখানে কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বা বায়ু জমিয়াছে সেখানে বাতি নিবিয়া যায়। অল্প আগুন কম্বল চাপা দিলে যে নিবিয়া যায়—তাহার কারণ অক্সিজেনের অভাবে উহা জ্বলিতে পারে না।...অগ্নিচয়ন প্রাচীনকালে খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। কাঠে কাঠে ঘষিয়া বা চকমকির সাহায্যে মানুষকে অগ্নি জ্বালিতে হইত। প্রায় সকল অসভ্য জাতির মধ্যে এই রীতি ছিল এবং এখনো হয় ত পৃথিবীর সমস্ত অসভ্য দেশ হইতে ঐ প্রথা লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন আর্যরা যখন আদিম অবস্থায় ছিল, তাহারাও অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।...বর্তমান সভ্যতার নির্ভর সম্পূর্ণরূপে অগ্নির উপর। খাদ্যের পাক ও শীতের দেশে গৃহের আরাম অগ্নি ছাড়া হয় না। শীতের দেশে ঘর গরম রাখিবার জন্য প্রচুর তাপ প্রতিদিন লাগে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ যন্ত্র ও যান অগ্নির সাহায্যে চলিতেছে; যাবতীয় খনিজ পদার্থ অগ্নির উত্তাপে গলে।... অগ্নির সাহায্যে মানুষের উপকার যেমন হয়, অগ্নি তেমনি মানুষের ক্ষতিও করে। আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়। মার্কিনরাজ্যে ১৯২১ সালে ৩৩ কোটী ডলারের উপর সম্পত্তি ধ্বংস হয়। ১৮৭৭ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ৮০০ কোটী ডলারের সম্পত্তি পুড়িয়া যায়। ইউরোপে

এত ক্ষতি হয় না।···বাংলাদেশের গ্রামে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রায়ই আগুন লাগে; সেসব ক্ষতির পরিমাণ যে কি তাহা জানিবার উপায় নাই; কারণ সে-ধরণের ক্ষতির তালিকা সংগ্রহ হয় না। অধিকাংশ সময়ে আগুন লোকের অনবধানতার জন্য হয়।···পৃথিবীর বিখ্যাত আগুন হইতেছে সম্রাট্ নিরোর সময়ে রোম নগরী ধ্বংস; সাতদিন ঐ আগুন চলিয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে লণ্ডন সহরের অগ্নি ইতিহাস খ্যাত। ১৯২৩ সালে টোকিও সহরে ভূমিকম্পের সময় অগ্নিসংযোগে বহুশত লোক নিহত হয়।

অগ্নিকুমার (Toddalia aculeata)

নারঙ্গাদি বর্গের কণ্টকময় বন্যক্ষুপ. পাতা ত্রিপর্ণ, কটুগন্ধী। ফুল একলিঙ্গ, ছোট, আপীত; ফল গোলপ্রায়, আধ ইঞ্চি। (যোগেশ; Ind. Med. Plants, p. 253. Chopra 407)

অগ্নিকুল

রাজপুতদের চারিটি প্রধান জাতির সাধারণ উৎপত্তিগত নাম। প্রবাদ—পরশুরাম আর্যাবর্তকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করিলে দেশ ক্ষত্রিয়ের অভাবে অরাজক হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা সকলে অর্বুদ পর্বতে গিয়া নূতন ক্ষত্রিয় জাতি গঠনে মনঃ-সংযোগ করিলেন। যজ্ঞ কুণ্ড হইতে ইন্দ্র 'পরমার' জাতির আদিপুরুষকে সৃষ্টি করিয়া ধর ও উজ্জয়িনীর অধিপতি, ব্রহ্মা 'সোলংকী'দের পূর্বপুরুষকে সৃষ্টি করিয়া অনহিলবারা পত্তনের রাজা, রুদ্র 'পরিহার'দের আদিপুরুষকে সৃষ্টি করিয়া মরুভূমির অধীশ্বর ও বিষ্ণু 'চৌহান' বা চাহমান বংশের প্রথম পুরুষ সৃষ্টি করেন। ইহারা দৈত্যদের ধ্বংস করে; যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহারা অগ্নিকুল নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ ছিল। চারিটী অগ্নিকুল লইয়া ছয়টি রাজপুত জাতি হইল।···খুব সম্ভব এই রাজপুতরা বিদেশী জাতি ছিল; অগ্নির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ইহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হয় ও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয়।

অগ্নি পরীক্ষা (Fire-ordeal)

প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে অপরাধীকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা দিতে হইত অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নির উপর দিয়া তাহাকে হাঁটিতে হইত। আর্যদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল। সীতার অগ্নি পরীক্ষা তাহারই দৃষ্টান্ত। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে তাহাকে তপ্ত হাল লেহন করিতে হইত। চোরদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা হইত। অনেক দেশে এই প্রথা অত্যন্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।···বর্তমান যুগে অনেক বাজীকরকে জ্বলন্ত অগ্নির উপর দিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

অগ্নিপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম সংস্কৃত গ্রন্থ। অগ্নি বশিষ্ঠকে সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা দশ হাজার; কিন্তু কোনো কোনো পুঁথিতে অধিক শ্লোক সংখ্যা দেখা যায়। (পুরাণ দ্রঃ)। অগ্নিপুরাণ—বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মন্মথনাথ দত্ত ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন।

অগ্নিপূজা

অগ্নির শক্তি ও কার্য এমনই বিস্ময়কর যে আদিম জাতি আশ্চর্য হইয়া ইহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত ও উহার উদ্দেশ্যে বলি দিত। আর্যদের নানা শাখার মধ্যে অগ্নিপূজা ছিল: গ্রীকদের অগ্নিদেবতাকে ভালকান (Vulcan) বলিত। পারসিক বা জরথুষ্ট্রের ধর্মাবলম্বীদিগকে অনেক সময়ে 'অগ্নি উপাসক' (Fire-worshipper) বলা হয়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। অগ্নি প্রত্যেক যজ্ঞাদি কর্মে লাগে বলিয়া অন্য ধর্মের লোকে ইহাদিগকে অগ্নিপূজক মনে করিত। (পার্শী ধর্ম দ্রঃ) পারস্য ও ককেশীয় প্রদেশে ভূগর্ভস্থ পেট্রল গ্যাস জ্বলিত বলিয়া বহুস্থানে তীর্থস্থানের মত ছিল। ভারতীয় আর্যদের যজ্ঞাদিতে অগ্নির স্থান প্রথম। সেইজন্য অগ্নিকে দেবতাদের পুরোহিত বলা হয়। অগ্নি ছাড়া হিন্দুদের কোন যজ্ঞ হয় না। হিন্দুবিবাহ অগ্নি বিনা সম্পন্ন হয় না।

অগ্নিপ্রস্তর (Flint)

(দ্রঃ চক্‌মকি)

অগ্নিবর্ণ

পৌরাণিক সূর্যবংশীয় রাজা সুদর্শনের পুত্র। অত্যন্ত অমিতা-চারী জীবনযাপন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কালিদাস ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নিবেশ

আয়ুর্বিজ্ঞানের উদ্ভাবক বলিয়া প্রসিদ্ধ। চরক ইঁহারই উদ্‌ভাবিত তন্ত্রের প্রতিসংস্কারক। অগ্নিবেশের গুরু ছিলেন আত্রেয় মুনি।

অগ্নিবেশ্য

ঋষি, অগ্নি হইতে জন্ম; ধনুর্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। দ্রোণাচার্য ইঁহার শিষ্য।

অগ্নিমাঠর

মহর্ষি বাস্কলির সম্পাদিত চারিখানি বেদ সংহিতার এক এক খণ্ড যথাক্রমে তাঁহার শিষ্যরা অধ্যয়ন করেন। শিষ্যদের নাম বোধ, অগ্নিমাঠর, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য।

অগ্নিমান্দ্য

(দ্রঃ অজীর্ণতা, ডিসপেপসিয়া)

অগ্নিমিত্র (খৃঃ পূঃ ১৭০)

প্রাচীন মগধে পুষ্পমিত্র প্রতিষ্ঠিত শুঙ্গ বংশের ২য় নৃপতি। অগ্নিমিত্রের সহিত বিদর্ভের যুদ্ধ হয়। অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভ রাজকন্যা মালবিকার কাহিনী লইয়া কালিদাসের নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রচিত। অগ্নিমিত্রকে রাজা করিয়া পুষ্পমিত্রই বহুকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও সিন্ধুতীরবাসী গ্রীকগণ যজ্ঞাশ্ব অবরোধ করিলে অগ্নিমিত্র পুত্র বসুমিত্র তাহা উদ্ধার করেন। উ-প ভারতে অগ্নিমিত্র ও তাঁহার বংশধরদের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অগ্নি যন্ত্র (Fire brigade)

(দ্রঃ দমকল)

অগ্নিশিখা (Glorissa Superba)

(দ্রষ্টব্য ঈশলাঙ্গলা)। এক জাতের গাছ; তাহা দেখিতে আদা গাছের পাতার মতন; অপর এক জাত কেন্দুক-সদৃশ বৃক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে উল্টা চণ্ডাল বলিয়া অনুমান করেন।

অগ্নিষ্টোম

বৈদিক যজ্ঞ বিশেষ, সোম যজ্ঞের অন্তর্গত অনুষ্ঠান; অর্থাৎ সোমরস আহুতি দিয়া পরে সোমরস প্রস্তুত করা হইত। বসন্ত কালে প্রচুর সোমলতা পাওয়া যাইত বলিয়া ঐ কালে এই যজ্ঞ হইত। যজ্ঞের প্রধান দেবতা অগ্নি। যজ্ঞস্থান সম্বন্ধে খুব বিচার ছিল না। যজ্ঞবেদী চতুরস্র বা চতুষ্কোন। ১৬ বা ১৭ জন ঋত্বিক যজ্ঞের কাযে প্রয়োজন হয়; প্রধান হোতা উদ্গাতা অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। বাকী সকলে সহায়কমাত্র। সাধারণত ২ হইতে ১২ দিন উৎসব চলিত, পক্ষকাল এমনকি বেশিদিন চলিবার কথা জানা যায়। যজ্ঞশেষে সোমরস পীত হইত অর্থাতবেদ আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণই এই যজ্ঞের অধিকারী।

অগ্নিহোত্র

সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিত্য কৃত্য বৈদিক হোমাদি কর্ম; মাসে বা যাবজ্জীবনে উদ্যাপ্য। এই যজ্ঞ ব্যয় সাপেক্ষ এবং কঠোর নিয়ম সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাবজ্জীবন যিনি অঃ করেন তাঁহাকে সেই অগ্নিদ্বারা মৃত্যুর পর দাহ করা হয়। অগ্নিহোত্রীর গৃহে ৩টি অগ্নিকুণ্ড থাকে—হবনীয় কুণ্ড, দাহকুণ্ড ও গার্হপত্য কুণ্ড। অগ্নিহোত্রী তিন শ্রেণীর—১ম ঃ পুরুষানুক্রমে একদল অঃ উপাধি বহন করে; ২য় ঃ উপনয়নের সময় যাহারা সাগ্নিক হয় এবং ৩য়ঃ অধিক বয়সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাহারা অঃ যজ্ঞ আরম্ভ করে। পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে অঃ প্রায় লুপ্ত; দ্রবিড়দের মধ্যে এখনো আছে। অগ্নির চয়ন রক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় আযরা পারসিকদের সহিত তুলনীয়।

অগ্নীধ্র

(পৌ) রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সপ্তদ্বীপাধিপতি প্রিঃ সাতপুত্রকে সাতটি দ্বীপ দেন; অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। অঃ নয় পুত্রের একজনের নাম নাভি; নাভির পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র ভরত যাঁহা হইতে এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

উদরগহ্বরের মধ্যে পাকস্থলীর পশ্চাতে আড়ভাবে লম্বমান গ্রন্থ (gland)। আকারে ইহা প্রায় ৭ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু গঠনে অনেকটা লালাগ্রন্থগুলির (Salivary glands) অনুরূপ। ইহা হইতে এক রসবাহী নলী (Pancreatic duct) বাহির হইয়া পিত্তবাহী নলীর সহিত মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়াছে। ইহা দেহ যন্ত্রের সবাপেক্ষা ক্ষমতাশালী কিন্তু নিঃসারক গ্রন্থ।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juice)

অগ্ন্যাশয় হইতে একপ্রকার রস আন্ত্রিক রস (দ্রঃ) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্ষরিত হইতে থাকে; উহা আপনা আপনি ক্ষরিত হয় না। ইহা বর্ণহীন ও ক্ষারগুণযুক্ত। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জারক রস আছে, তদ্দ্বারা সকলপ্রকার খাদ্যই হজম হইয়া থাকে; যথা ট্রিপ্সিন (Trypsin), অ্যামাইলেজ (Amylasse), লাইপেজ (Lipase), দুগ্ধ জারক (Milk-curding enzyme)। এছাড়া সোডাক্ষার জাতীয় নানা উপাদান আছে।

অগ্ন্যুৎপাত

(দ্রঃ আগ্নেয়গিরি)

অগ্ন্যুৎপাতের তালিকা (Volcanic Eruptions)

অজোর্স দ্বীপালি ১৫৯১, ১৬৩৮, ১৭১৯, ১৮০৮ (উরহুলিনা নগরী ধ্বংস হয়), ১৮১১ (সমুদ্রের মধ্যে), ১৮৪১। কোটাপাক্সি (ইকোএডর) ১৬৯৮ আমবাটো সহর ধ্বংস হয়। ১৭৬৮, ১৮৭৭, ১৮৮০।

কাটমাই Katmai (আলাস্কা) ১৯১২, ৬ জুন।

এটনা (সিসিলি) প্রায় ৫ বৎসর অন্তর অগ্ন্যুৎপাত হয়; ১১৬৯ (কাটানিয়া ধ্বংস), ১৬৬৯, ১৬৯৩, ১৭৯২, ১৮৩০, ১৮৩২ (ব্রন্টি ধ্বংস), ১৮৫২, ১৮৬৫, ১৮৭৯, ১৮৮৬, ১৮৯২, ১৯২৩, ১৯২৯।

হিকুভিয়াস (দ্রঃ ভৌগোলিক অংশ) খৃ পূ ৭৯।

হেক্লা (আইসলাণ্ড) ৯ম শতক হইতে প্রায় অঃ হয়। ১৭৬৬, ১৭৮৪-৫, ১৮৪৫-৬, ১৮৭৮এ ভীষণ হয়।

ক্রাকাতোয়া (দ্রঃ) ১৮৮৩ ১৯০২।

পেলি (Mont Pelee) মার্তিনিক ১৭৬০, ১৮৫১, ১৯০২ এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত। ৮ই মে ৩০,০০০ অধিবাসী সমেত সেণ্টপিয়ার সহর ধ্বংস হয়।

সুফ্রিয়ের (Soufriere) সেণ্ট ভিনসেণ্ট দ্বীপ, পশ্চিম ইণ্ডিস্। ১৭১৮, ১৮১২, ১৯০২ মে জুলাই সেপ) শেষ বৎসরে দুইখানি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়।

স্ট্রম্বলি (দ্রঃ) ১৮৯১।

তারাবেরা (নিউজীল্যাণ্ড) ১৮৮৬, ১০ই জুনে ৫৭০০ বর্গ মাইল স্থান কর্দম ও ভস্মে আবৃত হইয়া যায়।

তমবোরো (Sumbawa, মালয় দ্বীপালি) ১৮১৫র মতন ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত বহুকাল হয় নাই।

অগ্রহায়ণ

পূর্বে অগ্রহায়ণ (হায়ন বা বৎসরের প্রথম) মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। মার্গশীর্ষ নক্ষত্র এই সময়ে উঠে। বড় ধান (হায়ন, ব্রীহি) এই সময় উঠে বলিয়া লোকে বৎসর আরম্ভের সুবিধা পাইত, নক্ষত্রাদি দেখিয়া হিসাব করিতে হইত না। সাধারণত যে-চন্দ্রমাসে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমার যোগ হয়, তাহাকেই চান্দ্র মার্গশীর্ষ মাস কহে। সূর্যের বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থানকালে ইহা সংঘটিত হয় বলিয়া উক্তরাশিতে সূর্যের অবস্থানকালে সৌর মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) নামে অভিহিত হয়। ইংরেজি ১৬।১৭ নভেম্বর হইতে ১৫।১৬ই ডিসেম্বর এই মাসের সমান।

অগ্রী (অগ্রীরা, আগরী)

বোম্বাই প্রেঃ কোলীজাতীয় হিন্দু; জাত ব্যবসায় লবণ প্রস্তুত। তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত; পরস্পরের মধ্যে পান ভোজন বিবাহাদি নিষিদ্ধ। স্ত্রীপুরুষ অত্যন্ত মদ্যপ। দেবদেবীতে ইহারা অত্যন্ত ভক্তিমান; চেড়াভূত ও গ্রাম্যদেবতাদি পূজায় উৎসাহ যথেষ্ট। খৃষ্টান মিশনারীরা ইহাদের অনেককে খৃঃ করিয়াছেন।

অঘাসুর

(পৌ)। কংসের জনৈক অসুর সেনাপতি; ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বক ও ভগিনী পুতনা কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে কংস অঘকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে পাঠান। অঘ অজগর বেশে বনে অবস্থান করিতে থাকে। কৃষ্ণ ঐ অসুরকে হত্যা করেন।

অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১—৮১)

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। শান্তিপুরে জন্ম। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণাদির সহপাঠি। আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে কেশবচন্দ্র সেন যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন অঘোরনাথ তাঁহার দলে ছিলেন। ইনি সমগ্র উঃ ভারতে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। নব বিধান সমাজের চিরঞ্জীব শর্মা অঘোর নাথের একখানা জীবনী লেখেন। মৃত্যু ৯ ডিস, ১৮৮১।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫০—১৯১৫)

অধ্যাপক। ঢাকা বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ গাঁ নিবাসী। ঢাকা ও কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়া জার্মেনীতে যান ও বোন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। ইনি দঃ ভারতের হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বহুকাল শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ছিলেন। ইঁহার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপে দেশান্তরিত; কবি হারীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু (দ্রঃ) সুপরিচিত।

অঘোরপ্রকাশ

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সাধক। প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নীর নাম ছিল অঘোর কামিনী। তিনি পরম সাধ্বী ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহারই জীবন সংস্পর্শে প্রকাশচন্দ্রের জীবন পরিবর্তিত হয়। 'অঘোরপ্রকাশ' নাম দিয়া তিনি স্ত্রীর জীবনী লেখেন। অঘোর কামিনী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা।

অঘোর শিবাচার্য

১২শ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যবাসী শুদ্ধ শৈব সম্প্রদায়ের লেখক।

অঘোরী, অঘোরপন্থী

একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, শৈবদের সহিত দূরতঃ সম্বন্ধযুক্ত। উত্তর ভারতে এককালে প্রায়ই তাহাদের দেখা যাইত। ইহারা অপরিষ্কার নিঘৃণ ও বিকারশূন্য; কাঁচা মাংস, মৃত নরমাংস মলমূত্র আহারে দ্বিধাহীন, এমনকি শ্মশানের মড়া চিতা হইতে উঠাইয়া লইত। বর্তমানে পুলিশের নিয়মকানুন কড়া হওয়ায় এইসব অনাচার সকলের সমক্ষে করিতে পারে না। ইহারা চুল, দাড়ি, গোঁপ রাখে, কৌপীন পরে; দেখিতে অতীব ভীষণ। মড়ার মাথায় পান ও আহার করে। পূর্বে আবুপর্বতে ইহাদের একটা মঠ ছিল, এখন কোথাও বিশেষ মঠ নাই। ইহাদের সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙের বর্ণনায় (৭ম শতাব্দী) আছে। কিন্নরামী ও সরভঙ্গী নামে দুইটি উপ-সম্প্রদায় আছে; তাহারা আচার ব্যবহারে অঘোরীদের মতই, তবে এত বীভৎসভাবে উচ্ছৃঙ্খল নহে।

অচমল খাঁ

আফ্রিদি সর্দার; ঔরঙজেবের রাজত্বকালে ১৬৭২এ বিদ্রোহী হইয়া মুঘল সেনাপতি মঃ আমীন খাঁকে সসৈন্যে ও সপরিবারে বন্দী করে। ১০,০০০ মুঃ সৈন্যকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া দেয়।

বহু টাকা দিয়া আমীনের উদ্ধার হয়। পরে অর্থ দিয়া আফ্রিদিদিগের সঙ্ঘবদ্ধতা ভাঙিয়া দেওয়া হয় ও তখন মুঘলদের সহিত সন্ধি হয়।

অচল

(১) বৌদ্ধ মহাযানের এক ভীষণাকার দেবতা; অপর নাম চণ্ড মহারোষণ; জাপানে এই দেবতার পূজা হয়, জাপানী নাম Fudo। (২) ১৬ শতকের সংস্কৃত গ্রন্থকার; আহ্নিক দীপক নির্ণয় দীপক প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদ দুইই আছে। ইহার কারণ অচিন্ত্য বা অজ্ঞেয়। এই মতবাদ শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করেন। সনাতন ও জীব গোস্বামী দ্বারা এই মত ব্যাখ্যাত ও পরিপুষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই মতানুসারে বাদরায়ণ কৃত 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্য রচনা করেন (গোবিন্দ ভাষ্য)। বাংলা ও ইংরেজিতে এই ভাষ্যের অনুবাদ আছে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী

১২৭২ সিলেটে জন্ম। পিতার নাম অদ্বৈতচরণ। 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী,' 'চৈতন্য চরিত ভক্তনিধান,' 'যদুনাথ দাসের জীবনী,' 'গোপালভট্ট জীবনী,' 'হরিদাস জীবনী,' 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (২ খণ্ড), 'সাধুচরিত,' 'নিতাই লীলালহরী,' 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাচল ভ্রমণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ১৩০৬ 'শ্রীহট্ট দর্পণ' মাসিক পত্রের সম্পাদক। গবর্মেণ্ট কর্তৃক পেনশন পান।

অচ্যুত দাস

ওড়িয়া কবি। ১৬ শতকে রাজা প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক ছয় জন বিখ্যাত কবির অন্যতম। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম 'শূন্য সংহিতা,' 'নিরাকার সংহিতা,' 'অনাদি সংহিতা'। ইনি বৈষ্ণবভাবে জীবনের সাধনা আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু বুদ্ধের ও শূন্যের উপাসক ছিলেন।

অচ্যুত দেবরায় (১৫২৯-৪২)

বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। দুর্বলচিত্ত ও অত্যাচারী রাজা; মন্ত্রী রামরায় রাজ্য পরিচালনা করিতেন। রাজনাথ নামে সভাকবি এই অপদার্থ রাজার জীবনেতিহাস লইয়া 'অচ্যুতরায় অভ্যুদয়ম্' নামে ১২ সর্গযুক্ত সংস্কৃত কাব্য লেখেন।

অচ্যুতানন্দ

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতাচার্যর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৫১০।২০ খৃঃ অঃ। ইনি মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন।

অজ, ছাগ (Goat)

'অজ' শব্দটি আজ প্রায় সকল ভাষায় রূপান্তরিত ভাবে দেখা যায়। ভাষায় ছাগল, বকর। ছাগল এক বৎসর বয়সে পিতা ও ছাগী ৭ মাস বয়সে মাতা হয়। ছাগীর ২ স্তন; সাধারণত ২ বাচ্ছা একসঙ্গে জন্মে ও বৎসরে দুইবার বাচ্ছা হয়। ছাগদুগ্ধ শিশু ও রোগীর উপকারী। ছাগের পরমায়ু সাধারণত ১২বৎসর।... ছাগ হিন্দুরা পূজায় বলি দেয়, মুসলমানরা কোরবানীর সময় জবাহ্ করে। মাংসাশী সকলেই ছাগ বা খাসির মাংস খায়; ছাগের মাংস ছাড়া চামড়া, লোম, চর্বি, অস্থি বিক্রয় হয়; ছাগ বা পাঁটার অণ্ডকোষ কাটিয়া দিলে তাহাকে খাসি বলে। শোনা যায় বোট্‌কা গন্ধযুক্ত ছাগল যক্ষ্মারোগীর শয়নকক্ষে রাখিলে উপকার হয়; ছাগের কখনো যক্ষ্মা হয় না। বাংলাদেশের ছাগলের জাত ভাল নয়: উ. ভারতের 'রামছাগল' বিখ্যাত। বৈদ্যরা নপুংসক ছাগল হইতে 'ছাগলাদ্য ঘৃত' নামে ঔষধ প্রস্তুত করেন। ছাগলের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক।

অজ

সূর্যবংশীয় রাজা; রঘুর পুত্র ও দশরথের পিতা। বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীকে স্বয়ম্বরায় লাভ করেন ও তাঁহার গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। যৌবনে ইঁহার মৃত্যু হয়। 'অজবিলাপ' কালিদাসের 'রঘুবংশে' বিখ্যাত কাব্যাংশ। দশরথকে রাজ্যভার দিয়া অজ সংসার ত্যাগ করেন।

অজগর (Python : Boa constrictor)

হিমালয় অঞ্চলের বৃহদাকার সাপ। এশিয়া ও আফ্রিকায় পাওয়া যায। ময়াল ও বোড়া এই দুই শ্রেণীর; ময়াল ৯ ও বোড়া ৪০ শ্রেণীতে বিভক্ত। অজগর ছাগল, ভেড়া হরিণ, মহিষ, বাঘকে জড়াইয়া ধরিয়া দেহ চাপে চূর্ণ করিয়া ফেলে ও পরে গিলিতে থাকে। ১০।১৫ হাত লম্বা হয়, এমন কি ৮০ হাতও হয়। ইহাদের মুখের ও দাতের গড়নে একটু বিশেষত্ব আছে। চক্ষু ক্ষুদ্র, শরীর কৃষ্ণ ও হরিত বর্ণে মিশ্রিত।

অজটা (Flacourtia cataphracta)

বাংলা নাম তালিশ পত্র, পানি আমলক, পানিয়াল। ভারতের নানাস্থানে জন্মে। ফলের মধ্যে এক প্রকার তৈল হয়। পাতা ও কচি ডাঁটা উদরাময়ের ঔষধ। বৈদ্যক শব্দসিন্ধুমতে ভুঁই আমলা।

অজন্তা (অজণ্টা)

নিজাম হায়দ্রাবাদের ঔরঙ্গবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। জি, আই, পি রেলওয়ের জলগাঁও স্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত; অজণ্টা পর্বত পশ্চিমঘাটের

একটি শাখা পর্বত। বর্তমানে এই পর্বত অরণ্যসঙ্কুল। কিন্তু এককালে উহার নিকট জনপদ বা বিশিষ্ট রাজপথ ছিল; তখন ঐ পর্বতগাত্রে কয়েকটি খোদিত গুহা নির্মিত হয়। খৃস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী হইতে খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত নয় শত বৎসরের মধ্যে গুহাগুলি খোদিত ও অভ্যন্তর চিত্রশোভিত হয়। অজন্টা উত্তর ও দাক্ষিণাত্যে যাওয়া আসার পথের ধারে ছিল; রাষ্ট্রকূট, চালুক্যাদি রাজা লোপ পাইলে এইসব পথ অব্যবহার্য হয়। ক্রমে লোকে অজন্টার অস্তিত্বই ভুলিয়া যায়। ইংরেজ আমলে ১৮১৭ অব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৩ সালে প্রথম বিবরণ লোকে জানিতে পারে। দুইবার চিত্রগুলির অনুলিপি প্রস্তুত হয়; কিন্তু লণ্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেস ও কেনসিংটন প্যালেস দগ্ধ হওয়ায় অনুলিপিগুলি নষ্ট হয়। শেষবারে কতকগুলি রক্ষা পায়; সেইগুলি গ্রিফীথস্‌ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। বিংশ শতাব্দীতে লেডি হেরিংহাম চিত্রগুলির অনুলিপি করিয়া প্রকাশ করেন। নিজাম সরকারের চেষ্টায় পুনরায় সমস্ত ছবি প্রকাশিত হইতেছে। গুহার সংখ্যা ২৯টি। সকল গুহা একই স্তরে অবস্থিত নহে। গুহাগুলির তিনটি ভাগ, যথা,—বারান্দা, উপাশ্রয়-গৃহ (Hall) এবং গর্ভগৃহ। একটি গুহার কথা সংক্ষেপে নির্দেশ করা যাইতেছে। বারান্দা দীর্ঘ ৬৪ ফুট, প্রস্থ ৯॥ ফুট, উঃ ১৩॥ ফুট; দুই প্রান্তে দুটি কুটরী। মধ্যস্থলে কারুকার্য শোভাযুক্ত দ্বার দিয়া হলে যাইতে হয়; ঘরটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৬৪ ফুট করিয়া; ২০টি স্তম্ভের উপর ছাদ। গর্ভগৃহ আরও অভ্যন্তরে; উহা ২০×২০ ফুট। ঘরের স্তম্ভ, প্রাচীর, ছাদ সমস্ত চিত্রিত। এইভাবে সমস্ত গুহাগুলি সজ্জিত।
অজন্তার প্রাচীর চিত্র আঁকিবার জন্য 'জমি' কাদা, গোবর, তুষ ও আরও কয়েকট অজ্ঞাত পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত; চিত্রাঙ্কনে শিল্পীরা অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। গুহাভ্যন্তরে চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে যায়; এখনো তিব্বতে এই পদ্ধতি আছে। গুহার অভ্যন্তর অন্ধকার; কিন্তু দরজাগুলি এমন ভাবে নির্মিত যে দিনের আলো কোন না কোন সময়ে ছবির উপর আলোক-পাত করে। বোধহয় প্রাচীনকালে চকচকে ইস্পাতের দ্বারাও রৌদ্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বিজুলি বাতির ব্যবস্থা আছে; টাকা দিলে ডাইনামো চালাইয়া আলো করা হয়।

অজমীঢ়

চন্দ্রবংশীয় রাজা, হস্তীর পিতা। অঃ বোধহয় অজমের নগরীও স্থাপন করেন; রাজা হস্তী হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা।

অজাতশত্রু

(১) উপনিষদে এই নামের রাজা ছিলেম; ইঁহার রাজধানী ছিল বারাণসী। মহর্ষি গার্গ্য ইঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে আসেন, কিন্তু রাজার ব্রহ্মজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হন। এই যুগে যেসব ক্ষত্রিয়রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চা করিতেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।
(২) মগধের রাজা, বিম্বিসারের পুত্র, বুদ্ধদেবের সমকালীন। কিম্বদন্তী তিনি প্রথম বয়সে বুদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং পিতা বিম্বসারের হত্যার প্ররোচক। পরে বুদ্ধ-শিষ্য হন এবং ঐ মহাপুরুষের মহানির্বাণের পর চিতাভস্ম আনিয়া স্তূপমধ্যে রক্ষা করেন। কোশল ও গঙ্গার উত্তরস্থিত লিচ্ছবিদের পরাভূত করেন; লিচ্ছবিদের বশে রাখিবার জন্য গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমে পাটলিগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয় পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

অজামিল

(পৌ)। জনৈক পাষণ্ড ব্রাহ্মণ; নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য নারীর সহিত বাস করে ও তাহার গর্ভে ৮টি সন্তান জন্মে। কনিষ্ঠের নাম ছিল 'নারায়ণ'। মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' করিয়া ডাকাতে তাহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। বাংলায় 'অজামিলের স্বর্গলাভ' নামে যাত্রাপালা আছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬—১৯১৮)

ফরিদপুর জিঃ মঠবাড়ীর শ্রীচরণ চক্রবর্তীর পুত্র; ইনি ব্রাহ্ম ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে বি.এ. পাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষক হন এবং বহু বৎসর কাজ করেন। শেষ দিকে কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচক। 'রবীন্দ্রনাথ,' 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,' 'কাব্যপরিক্রমা,' 'বাতায়ন,' 'খৃষ্ট' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

অজিতকেশকম্বল

গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে বেদবিরোধী বহু নাস্তিকমত ও নিরীশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল; অজিতকেশকম্বল, জ্ঞাতি-পুত্রনির্গ্রন্থ মহাবীর, মস্করিগোশল, পূর্ণকাশ্যপ, বৈরাতিপুত্র সঞ্জয় প্রভৃতি বিশেষ খ্যাত। অজিত পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অঃ বলিতেন, ভাল মন্দর ফল কিংবা পরিণাম নাই; পরলোক নাই, জগৎ মিথ্যা। পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের প্রভাব জীবনে নাই, 'সৎকার্য্য, ধর্মানুশীলন প্রভৃতির দ্বারা কর্মবন্ধন দূর করা যায়' শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের এই মত ভ্রান্ত। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। জীব বা উদ্ভিদের জীবন নাশ সমান পাপ।

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন (১২৪৪—১৩২৬)

নবদ্বীপের সংস্কৃত পণ্ডিত। প্রায় ৩০ বৎসর কৃষ্ণনগর রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত; নবদ্বীপের শেষ সংস্কৃত কবি। 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা,'

'নাট্য পরিশিষ্ট,' ও 'কাশীখণ্ড' নামক গ্রন্থপ্রণেতা। মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান।

অজিতনাথ স্বামী

দ্বিতীয় জৈন তীর্থঙ্কর। অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজপুত্র; ইনি সংসার ত্যাগ করেন ও সমেত পর্বতে সাধনা ও দেহরক্ষা করেন। 'অজিত পুরাণ' নামে এক জৈন পুরাণে তার অলৌকিক জীবনীর বৃত্তান্ত আছে।

অজিত সিংহ (১৬৬৯—১৭২৪)

মারবাড়রাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র। কাবুলে তার মৃত্যু ও অজিতের জন্ম হয়। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক তার পুত্রকলত্রকে বন্দী করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দুর্গাদাস অজিতকে লইয়া মারবাড়ে ফেরেন ও রাজা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর রাজকর্তা সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের ইনি দক্ষিণ হস্ত হন। নিজ কন্যাকে সম্রাট ফররুখশিয়রের সহিত বিবাহ দেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর কন্যাকে পুনরায় ফিরিয়া আনেন। অ. অত্যন্ত অর্থলোলুপ ও ঘৃণ্য চরিত্রের লোক ছিলেন।

অজীর্ণতা (Dyspepsia)

অপরিমিত তৈল বা ঘৃতাক্ত গুরুপাক খাদ্য ভোজন, বিরুদ্ধ খাদ্য, অত্যন্ত উষ্ণ বা অতিশয় শীতল খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ, অসময়ে আহার, খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া না চিবানো, আহারের পর বিশ্রাম না করা, বা আহারান্তেই শয়ন; তামাক চা কফি, মদ্য প্রভৃতি অতিরিক্ত সেবন; অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক শ্রম, অথবা শ্রম বা ব্যায়ামের একান্ত অভাব, কোমরের কাপড় বা বেল্ট অত্যন্ত কষিয়া বাঁধা প্রভৃতি কারণে যকৃতের ক্রিয়া ভালরূপ হয় না ও তখন এই রোগ হয়। অরুচি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, অম্লঢেকুর বা চোঁয়াঢেকুর বায়ুনিঃসরণ বা উদ্গার প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়। অজীর্ণরোগ স্থায়ী হইলে বহু ব্যাধি আনুষঙ্গিক আসে।

অজৈকপাদ

ঋক বেদে এই দেবতার নাম পাওয়া যায়; অহির্বুধ্ন, পৃথিবী, সাগর, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতির সহিত একত্র স্তব করা হইয়াছে। এক স্থানে অ: দৌপ্তিতব্ নামে অভিহিত। শকগণ এই দেবতাকে পূজা করিত বলিয়া মনে হয়। পুরাণমতে ইনি একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

অজ্ঞাত রাশি (Unknown quantity)

বীজগণিত-সমীকরণ (Equation) অঙ্কে সমীকরণস্থিত যে অক্ষরটির এক বা একাধিক নির্দিষ্ট মান সমীকরণের উভয় পক্ষকে সমান মান বিশিষ্ট করে সেই অক্ষরটিকে সমীকরণের অ: রা: বলে। (সমীকরণ দ্র:)

অজ্ঞান হওয়া কি

জাগিয়া থাকিলে জ্ঞান থাকে, ঘুমাইলে জ্ঞান থাকে না; কিন্তু আঘাত, বিষক্রিয়া প্রভৃতির ফলে মানুষের যে সংজ্ঞা লোপ হয়, তাহা নিদ্রার অচেতনা হইতে পৃথক। মস্তিষ্কের মধ্যে নার্ভমণ্ডলে আঘাত পৌঁছাইয়া মানুষের চেতনা লুপ্ত করে; এ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এখনো অত্যন্ত অস্পষ্ট। মূর্চ্ছা, মৃগী, জ্বর-বিকার প্রভৃতির ফলে লোকে অচেতন হয়। অজ্ঞান রোগীকে সোজাভাবে শুয়াইয়া দিতে হয়; মাথায় বালিশ দিতে নাই; দেহ গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। প্রৌঢ়ে এই ভাব দেখা দিলে বুঝিতে হইবে ইহা সন্ন্যাস বা এপোপ্লেক্সি।

অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)

শব্দটি ইংরেজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হাক্সলে (T. H. Huxley) প্রবর্তিত Agnosticism শব্দের বঙ্গানুবাদ। ইহার অর্থ ঈশ্বর অজ্ঞেয়, অর্থাৎ তিনি আছেন কি না-আছেন সে সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান পৌঁছায় না। হাক্সলের পূর্বে শব্দটি ব্যবহৃত না হইলেও হিউম্, কাণ্ট, কোৎ (Comte), স্পেন্সার প্রভৃতি অনেক দার্শনিক এইমত প্রচার করেন। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সময় হইতে যুবকদের মধ্যে গোঁড়ের তথাকথিত নাস্তিকতা প্রচার লাভ করে; ডিরোজিওর (দ্র:) প্রভাবে এই মত বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এমন সময় ব্রাহ্ম সমাজ আসিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা একেশ্বরবাদ প্রচার করে। ঈশ্বর অজ্ঞেয় একথা মানুষ বহুকাল হইতে বলিয়াছে।

অঞ্জন

কাজল (দ্র:)। নরনারী চক্ষুর ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগের প্রচুর উদাহরণ আছে। বৈদ্যক শাস্ত্রে নানাবিধ কজ্জলের উল্লেখ আছে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। অঞ্জন বা সুর্মা (দ্র:) দিবার প্রথা মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়।

অঞ্জনক (Antimony)

রসায়ন শাস্ত্রানুসারে ইহার নাম Stibium। ইহা ধাতব পদার্থ বা Element, দেখিতে স্ফটিকসদৃশ ক্ষণভঙ্গুর উজ্জ্বল নীলাভ-শ্বেত বর্ণ। ৪৩২ সেন্টিগ্রেড তাপে গলিত হয়। মৃত্তিকার মধ্যে এখানে সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু স্টিব্নাইট নামে এক প্রকার খনিজর সঙ্গে চীন, অস্ট্রেলিয়া, বোলিভিয়া, ফ্রান্স ও মেক্সিকোতে পাওয়া যায়। হরফ তৈয়ারী কাজে ব্যবহার হয়। চিকিৎসায় লাগে; কালাজ্বরের ঔষধে ইহা প্রযুক্ত হয়। (দ্র: ইউরিয়া-স্টিবামিন।)

অঞ্জনা
কুঞ্জর কপির কন্যা ও সুমেরুররাজ কেশরীর পত্নী ; ইঁহার গর্ভে পবনদেবের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়।

অঞ্জনী (আজনাই) (Hordeolum)
(১) চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে ফুলিয়া ফোড়ার মত হয়। পাকিয়া পূজ হয়। চক্ষুর অতিরিক্ত কার্য, অস্বাস্থ্য, কোষ্ঠ-কাঠিন্য এই রোগের হেতু বলিয়া সাধারণ নির্দেশ করা হয়। (২) এক প্রকার টিকটিকি। দেখিতে খুব চকচকে। ঘাসে ও গাছে থাকে ; ঘরে টিকটিকির মত বাস করে না।

অঞ্জীর (Fig : Ficus carica)
সংস্কৃত অঞ্জীর অর্থে পেয়ারা বুঝাইলেও বর্তমানে অঞ্জীর বা আঞ্জীর বলিতে অন্যফল বুঝায়। উহা অশ্বত্থ ও ডুমুর জাতীয় ফলের ন্যায়। তুরস্ক ও ভূমধ্যসাগর তীরে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে উপ-অঞ্চলে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বর্মায় পাওয়া যায়। গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। পশ্চিম এশিয়ায় বিশেষত তুরস্কে উহা লোকের প্রিয় খাদ্য। এককালে ইহুদী, গ্রীক, ও রোমানরা ইহার বিশেষ আদর করিত।

অট্ঠ কথা
বৌদ্ধ পালি ত্রিপিটকান্তর্গত সূত্র গ্রন্থের ভাষ্য বা ব্যাখ্যান। বুদ্ধঘোষ (দ্রঃ) বহু গ্রন্থের অং রচনা করেন ; ইহার পূর্বে কতকগুলি পালি ও কতকগুলি এল (প্রাচীন সিংহলী) ভাষায় রচিত ছিল। ধম্মপদের অট্ঠ কথার সম্পূর্ণ ইং অনুবাদ বাহির হইয়াছে। (দ্রঃ ধম্মপদ)

অটল মস্‌জিদ
জৌনপুরের মস্‌জিদ তথাকার সুলতানদের দ্বারা নির্মিত ; এই স্থপতিতে হিন্দু প্রভাব দেখা যায়। মস্‌জিদে সাধারণ রীতির মিনার নাই। (দ্রঃ জৌনপুরঃ ভৌঃ অংশ)

অটিলা, আটিলা (Attila ৪৩৪-৪৫৩)
হূনসর্দার। ৪৪০ অব্দ হইতে ক্রমান্বয়ে দশবৎসর পূর্ব-রোমান-সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করে। ৪৪৫ অব্দে দানিয়ুব তীরে (Buda) বুদা নামে শহর স্থাপন করে। ফ্রান্সে শালন্ (Chalons) নামক স্থানে রোমান্ ও ভিজিগথদের মিলিত সৈন্যের দ্বারা পরাভূত হয় (৪৫১)। পর বৎসর অটিলা ইতালী আক্রমণ করে ; কিন্তু পোপের চেষ্টায় রোম লুণ্ঠিত হয় নাই। হিলদা নামে জারমান জাতীয় একটি কন্যাকে বিবাহ করিবার রাত্রেই অটিলার মৃত্যু হয়।

অটোগ্রাফ (Autograph)
বিশিষ্ট লোকের সহি সংগ্রহ বর্তমানযুগে একটা বাতিকের মত হইয়াছে। ইউরোপে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের দর্শকদের সহি হইতে ইহার উদ্ভব। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে বহু দর্শনীয় হাতের সহি আছে। ১৮৫৮এ বৃঃ মিউজিয়াম শেকসপিয়ারের সহি ৩০০ গিনী দিয়া ক্রয় করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহি বিক্রয় করিয়া হরিজন তহবিলে দান করেন।

অটোমান (Ottoman Turks)
তুর্কীদের ওসমানলী বা ওথমানী শাখাকে ইউরোপীয়রা 'অটোমান' বলিয়া লিখিয়া থাকেন। এই বংশের আদিপুরুষ ওস্‌মান ১২৯৯ অব্দে বিথিনিয়াতে (এশিয়া মাইনর) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩১৮ অব্দে সর্ব প্রথম এই তুর্কীরা ইউরোপে প্রবেশ করিয়া গালিপোলি অধিকার করে। ১৪৫৩ অব্দে গ্রীকদের বৈজয়ন্তম সাম্রাজ্য (Byzantine) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া কনস্টাণ্টিনোপল অধিকৃত হয়। সেই হইতে অটোমান সুলতানরা ১৯২২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ অটোমান সুলতান ১ নভেম্বর ১৯২২ সালে পদচ্যুত হন। জাতীয় শাসন প্রণালী কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অটোমান সুলতানরা 'খলিফ' ছিলেন। ১৯২৪ হইতে 'খলিফ' প্রথা তুরকিস্তান হইতে উঠিয়া যায়। (দ্রঃ কামাল আতাতুর্ক তুর্কি, খলিফ)।

অটোয়া কনফারেন্স (Ottawa Conference)
১৯৩২ এ বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া কানাডার অটোয়া মহানগরীতে Imperial Preference বা বৃঃ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ক সুবিধা সুযোগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সভা হয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই সভায় স্থির হয় যে অ-বৃটীশ দেশ হইতে মালপত্র বৃটীশ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে প্রবেশ করিলে অধিকতর হারে শুল্ক দিতে হইবে। স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। এই চুক্তিদ্বারা ভারতের বিশেষ সুবিধা হয় নাই, কারণ অ বৃটীশ দেশ হইতে ভাল জিনিষ উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয় বলিয়া অধিক দামে কিনিতে হয়। শিল্পজাত সামগ্রী সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না বলিয়া অ-বৃটীশ দেশসমূহ ক্রমেই ভারতের কাঁচামাল খরিদ কমাইয়া দিতেছে ; অপর দিকে বৃটীশ সাম্রাজ্যই একমাত্র ও একচেটিয়া খরিদ্দার হইতেছে ; কিন্তু সমস্ত কাঁচামাল গ্রেট বৃটেন ও তাহার উপনিবেশের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নয়। ১৯৩৬ হইতে ভারত এই চুক্তি নাকোচ করিয়া দেয়।

অট্টালিকা
(দ্রঃ ইমারত, ঘরবাড়ী)

অড়হর (Cajanus Indiens)
শিম্বাদি বর্গের কৃষিজাত কলাই। অড়হর ও টুমুর এক গাছ

নহে। অঃ ছোট ঝোপ, টুঃ লম্বা ৪।৫ হাত, ক্ষেতের বেড়ায় দেওয়া হয়। অঃ ফুল পীতবর্ণ, টুঃ ফুল পীতবর্ণে লাল দাগ। টুঃ শুঁটিতে রেখা এবং বীজেও চিহ্ন থাকে। টুঃ শুঁটিতে ৪।৫ বীজ; অঃ শুঁটীতে ২।৩ বীজ। অড়হর শীতের, টুমুর বর্ষার গাছ।...উঃ ভারতে খাদ্যের জন্য চাষ হয়; ডাইল অত্যন্ত পুষ্টিকর বলিয়া অজীর্ণরোগীদের পক্ষে ত্যজ্য। বর্ষার পূর্বে অঃ বপন করা হয়; এক একর জমিতে ৬ সের বীজ লাগে, ৭ মণ শস্য হয়। ইহাতে আমিষাংশ বা নাইট্রোজেনীয় পদার্থ ২০%, স্নেহ ভাগ ২·৭%, শ্বেতসার ৬৩·১% লবণ (খনিজ) ৮·৫% ও উদ্ভিজ্জতন্তু প্রভৃতি আছে।

অডিট্ (Audit) বা হিসাব পরীক্ষা

যৌথকারবারে, সমবায় ব্যবসায়ে, জনসাধারণের অর্থচালিত প্রতিষ্ঠানে, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে আয়ব্যয় যথোচিত অর্থাৎ বাজেট অনুযায়ী হইতেছে কিনা, হিসাবে ভুল আছে কিনা তাহা হিসাব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরীক্ষিত হয়। কোম্পানীর কাছে অডিটরদের রিপোর্ট বার্ষিক সভায় অবশ্য আলোচ্য। সরকারী বিভাগ সমূহের হিসাব অডিট্ বিভাগ হইতে নিয়ত পরীক্ষিত হয়। অডিটরগণ সাধারণতঃ বিলাতের চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হন বা দেশীয় গবর্মেন্ট কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।

অণীমাণ্ডব্য

(পৌ) ধার্মিক ব্রাহ্মণ। এক দল চোর নগর হইতে চুরি করিয়া আত্মগোপনের জন্য ধ্যান মৌন এই ব্রাহ্মণের আশ্রমে আশ্রয় লয়। নগরপালগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া চোরদিগকে ও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া যায়; ব্রাহ্মণকে চোরদের সহায় জ্ঞানে শূলের উপর চড়াইয়া বধ করা হয়। যমালয়ে গিয়া অণীমাণ্ডব্য জানিতে পারেন যে শিশুকালে এক পতঙ্গকে তিনি শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করেন বলিয়া তাঁহার এই শাস্তি। তখন তিনি ঘোষণা করেন ১৪ বৎসরের পূর্বকৃত কোনো পাপের ভাগী কেহ হইবে না। তাঁহার অভিশাপে যম বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

অণু—Molecule :—মলিক্যুল

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাকে সাধারণ ভৌতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রতর অংশে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পদার্থের মধ্যে অণুগুলি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া নাই; তাহাদের মধ্যে অণুর আয়তনের তুলনায় ফাঁকগুলি বেশ বড়। ভিতরকার তেজে অণুগুলি সর্ব্বদাই চঞ্চল। অণুর দল অদৃশ্য; খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ইহাদের দেখা যায় না।

অণু পরমাণু (Atom)

পদার্থ মাত্রের অদৃশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক উপাদানকে পরমাণু বলা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণের বহু গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন্ ও নিউট্রন্ নামে তিন শ্রেণীর সূক্ষ্ম কণার সমষ্টিমাত্র। ইলেকট্রন হইতেছে নেগেটিভ্ ইলেকট্রিসিটির চার্জ-এর বাহক বা ইহার অণুদ্বারা গঠিত। প্রোটন্ বা পজিটিভ্ ইলেকট্রিসিটির অপেক্ষাকৃত গুরু, সূক্ষ্ম দেহকেন্দ্র (nucleus) ঘিরিয়া ইলেকট্রনের কণাসমূহ বিভিন্ন অক্ষরেখায় চঞ্চলভাবে ঘুরিতেছে। নিউট্রন বৈদ্যুতহীন, ওজনে হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর সমান। লঘু পরমাণুসমূহে ইলেকট্রনগুলির সংখ্যা কম এবং তাহার দেহকেন্দ্র হইতে সেগুলি অপেক্ষাকৃত দূরে ভ্রাম্যমান। গুরু পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা অধিক এবং দেহকেন্দ্রে তাহারা ঘন সংবদ্ধভাবে ঘুরিতেছে। পরমাণুর যথার্থ ওজন নির্ভর করে দেহকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ওজনের উপর; নিউক্লিয়াসের বাহিরস্থিত ইলেকট্রনের ওজন গ্রাহ্যর মধ্যে ধরা হয় না। বিচিত্র পরমাণুর সমাবেশে মলিক্যুল (molecule) হয়—যেমন, লবণের মলিক্যুলে একটি ক্লোরিণ পরমাণু ও একটি সোডিয়াম পরমাণু আছে। বিভিন্ন পদার্থ বা elementএর পরমাণুর ওজন এবং ধর্মের বা গুণের বৈচিত্র্যের কারণ দেহকেন্দ্রের সংগঠন এবং বাহিরের ইলেকট্রনের সংস্থিতি ও সংখ্যা; অর্থাৎ কতগুলি পরমাণুকণা কিভাবে সজ্জিত রহিয়াছে তাহার উপর পদার্থের ধর্ম নির্ভর করিতেছে। ইলেকট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বা সংস্থানের পরিবর্তন করিতে পারিলে পদার্থের ধর্মের পরিবর্তন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস। অতি আধুনিকগণ বলেন প্রোটন পজিট্রন ও নিউট্রনের সমষ্টিমাত্র। জন্ ডালটন (Dalton) সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বর্তমান যুগে লর্ড রাদারফোর্ড (Rutherford), নিলুবর, আনডার্সন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও চাড্উইক-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

অণু

হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। বস্তু মাত্রই সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত। শাস্ত্রকারদের মতে দুইটি পরমাণু এক হইয়া অণু হয়। গোতম অক্ষপাদের মতে পরমাণু নিত্য, উহা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহে, পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি। কণাদ বলেন পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার কোন কারণ নাই। চার্বাক ও বৌদ্ধরা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কণাদের মতে দুই পার্থিব পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুক, তিন দ্ব্যণুক যোগে একটি ত্রসরেণু ও এই ভাবে ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর বস্তু সৃষ্টি হয়। এইরূপে জলীয় পরমাণুযোগে জল, তেজ পরমাণুর যোগে অগ্নি বা তেজ সৃষ্ট হয়। সমস্ত জগৎ এইভাবে অণু পরমাণুর সংযোগে সৃষ্ট হইতেছে।

অণুবীক্ষণ (Microscope)

পরকলা (lens) জাতীয় কাঁচের মধ্য দিয়া বস্তুমাত্র বৃহত্তর দেখায়—এ তত্ত্ব প্রাচীন অসুরীয়রা এবং চীনারা অবগত ছিল। চীনের চশমা এই বিষয়ে প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। ১৫৯০এ Zacha-

rias Janssen নামে একজন ওলন্দাজ বর্তমান যুগে অার আবিষ্কর্তা। ইহার পর শেভালিএর (Chevalier 1836), রস্ (Ross '37), আমিচি (Amici '40), আবে (Abbe '86) প্রভৃতি বহু গবেষক ইহার অশেষ উন্নতি করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে জীবাণু ও বীজাণুতত্ত্বের প্রভৃতি বহু জ্ঞান উন্নত হইয়াছে; ইহার দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর হইয়াছে। ১৯৩১এ Rife যে য অঃ নির্মাণ করেন তাহাতে বস্তু ১৭,০০০ গুণ বৃহৎ দেখায়।

অণুবীক্ষণ নক্ষত্রমণ্ডল (Microscopium)

দঃ আকাশে Pisces Australes-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১০টি তারা সমন্বিত নক্ষত্র মণ্ডল।

অণ্ড বা ডিম (Egg)

জীবমাত্রই অণ্ডের মধ্যে প্রথম জন্মলাভ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী অণ্ড প্রসব করে না বটে, কিন্তু জরায়ুর মধ্যে ডিম্ব থাকে; লৌকিক ভাষায় আমরা ইহাকে ডিম বলি না। পাখী, মাছ, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জীবই ডিম পাড়ে; ডিম পাড়িবার পর পক্ষীমাতা তা (তাপ) দেয়; এই গরমে অণ্ডের ভিতরের জীব বড় হয়। পুরুষের শক্তি ব্যতীত ডিম পরিপক্ব হয় না; কিন্তু মাছের ডিম প্রসবের পর পুরুষ মাছ আসিয়া সেগুলিকে জলের উপর বীর্যদান করিলে পোনা জন্মায়। অনেক সময় হাঁস বা মোরগের অভাবে হাঁসী বা মুরগীর বাওয়া ডিম হয়, সে-ডিমে বাচ্ছা হয় না।...অণ্ডজ প্রাণীর ডিম ১ হইতে ৮০,০০০ পর্যন্ত হয়। কমীর এক সঙ্গে ১০।১৫টি, সর্প ২০।২৫টি, শামুক ৩০টি, কচ্ছপ ৫০ হইতে ১৫০ এবং উইপোকার রাণী ৮০,০০০ ডিম পাড়ে। হাঁস মুরগী ১৫।১৬ দিন পর পর ডিম পাড়ে ও ভাল জাতের মুরগী বৎসরে ৩০০র উপরও ডিম দেয়। অন্যান্য পাখীর মধ্যে ডিম পাড়া সম্বন্ধে বিচিত্র নিয়ম আছে।...ডিমের চারিটি অংশ; উপরের শাদা খোলা, ঝিল্লিবৎ চামড়া, শ্বেত লালা ও হলদে কুসুম। এই কুসুমই বাচ্ছা হয়, শ্বেতলালা উহার খাদ্য। পক্ষীদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার একডিনা ও হংসচঞ্চু ডিম পাড়ে না। ডিমের অনেক রকম রং হয়; কতকগুলি হয় ছিটা ফোটা রং যুক্ত। সাধারণত মাটিতে যে ডিম পাড়া হয়, সেগুলির বর্ণ হয় মেটে; সমুদ্র-বালিচরের ডিম হয় পাথুরে রঙের। লুকানো জায়গায় রাখার মধ্যে যে ডিম পাড়া হয়, সেগুলি সাধারণত শাদা।...বর্তমান যুগে অস্ট্রিচের ডিম সর্বাপেক্ষা বড়। নিউজিল্যাণ্ডের মোআস (moas) নামে লুপ্ত পাখীর ডিম ছিল এক ফুট লম্বা। মাদাগাস্কারের রক (roc) পাখীর ডিম ছিল ছয়টা অস্ট্রিচের ডিম ও ১৫০ মুরগীর ডিমের সমান।

(দ্রঃ ডিমের ব্যবসায়)।

অণ্ডকোষ (Scrotum)

স্তন্যপায়ী জীবমাত্রের লিঙ্গের নিম্নে চর্ম নির্মিত থলি বা কোষের মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি বা বীচি থাকে। বীচি দুটি রজ্জুবৎ তন্তুর দ্বারা ঝুলানো। মানুষের বাম বীচিটি অপরটি হইতে নীচু অার মধ্যে শুক্র জন্মে এবং উহা হইতে শুক্রস্রাবী ধমনী দিয়া শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে শিশুর অণ্ডগ্রন্থি উদরের মধ্যে থাকে; ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে তাহা কোষ মধ্যে নামিয়া আসে। অণ্ডকোষ কাটিয়া মানুষকে 'খোজা' ও অন্যজীবকে 'খাসি' করিলে প্রজনন শক্তি লোপ পায়।

অণ্ডলাল মূত্র (Albumen urica)

দ্র. অ্যালবুমেন।

অন্নাজীদত্ত

শিবাজীর সেনাপতি। শিঃ আগ্রা যাত্রা করিলে রাজ্যের ভার যে তিনজনের উপর অর্পিত ছিল, ইনি তাহাদের অন্যতম। শিঃ মৃত্যুর পর ইনি রাজারামের দাবীকে সমর্থন করেন; শম্ভাজী রাজা হইয়া ইহাকে হত্যা করেন।

অতিকায়

রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভজাত রাক্ষসবীর; লক্ষ্মণ হস্তে নিহত হন।

অতিকায় প্রাণী (Extinct monsters)

পৃথিবীর শৈশবকালে নানা জাতীয় অতিকায় কদাকার প্রাণী আকাশে, জলে, স্থলে বিচরণ করিত। পণ্ডিতদের মতে লক্ষলক্ষ বৎসর পূর্বে যখন মানুষ সৃষ্ট হয় নাই, তখন নানা জাতীয় সরীসৃপ পৃথিবীতে ছিল; তাহাদের কঙ্কালের অংশ গভীর মৃত্তিকা স্তরে পাওয়া গিয়াছে; সেই সব প্রাণী ৪০, ৮০, এমন কি ১০০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইত; ওজন আনুমানিক ৬০০ মণ। দেহের অনুপাতে স্কন্ধ দীর্ঘ ও মস্তক ক্ষুদ্র ছিল। অতিকায় হাতী (মামথ) ছিল এবং রাক্ষসে বাদুড় উড়িত। স্থলের ও আকাশের অতিকায় প্রাণী সবই লোপ পাইয়াছে; তবে জলের মধ্যে তিমি আশ্রয় লইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে; এবং মাঝে মাঝে অতিকায় কদাকার প্রাণী সমুদ্রে দেখা যায়।

অতিচ্ছত্র (Fungi)

দ্রঃ ছাতা।

অতিথি

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ ও কুমুদবতীর পুত্র।

অতিথিসেবা

প্রাচীনকালে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে পথিককে গৃহস্থের বাড়ীতে আহার ও আশ্রয়ের জন্য উঠিতেই হইত

এবং তাহার সেবা গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য বা ধর্ম ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থকেই কোন না কোন প্রয়োজনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইত সুতরাং পরপারের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। নানা দেশে এই সেবার আদর্শ নানারূপ। বর্তমানে সরাই, ধর্মশালা, হোটেল প্রভৃতি হওয়ায় অতিথি সেবার মাহাত্ম্য কমিয়া গিয়াছে।

অতিবলা (Sida Rhombifolia)

বাঙলার বেড়েলা। আয়ুর্বেদমতে তিক্ত, কটু, বায়ু ক্রিমি নাশী, দাহতৃষ্ণাবিষ সর্দি ভেদ উপশমকারী। (Chopra 528)

অতিবিষা, আতিষ, আতইচ (Aconitum Hetorophyllum)

বন্য উদ্ভিদ্। আয়ুর্বেদ মতে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ। অন্যমতে রক্ত, শ্বেত, অত্যন্ত কৃষ্ণ এবং পীত। হিমালয়ে নানা জাতীয় বিষ আছে; প্রতিবিষ বা আতিষের মূল ভাঙিলে ভিতরে দুধের মতন শাদা দেখায়; ইহা নির্বিষ বা মৃদুবিষ। সিকিমের 'শেতো বিখুম' (শ্বেত বিষ A. Palmatum) বাহিরে ঈষৎ খদির বর্ণ, ভিতরে শাদা। A. Spicatum বা শৃঙ্গীবিষ, মিঠাবিষ, বৎসনাভ প্রভৃতির মূল বড়। অধুনা কেবল এক প্রকার মাত্র অ' বাজারে বিক্রীত হয়। ইহা কটা রঙের, ভাঙ্গিলে শাদা; স্বাদ তিক্ত। ইহা পাচক, বৃষ্য, বলকারক ও নানা ঔষধে লাগে। অতিবিষার ক্ষুপ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে জন্মে। পাতা চওড়া ও ছোট; শাখা চাপটা। পত্র বৃন্তের মূল হইতে পুষ্প দণ্ড নির্গত হয়। ফুল দেখিতে টুপির মত। দীর্ঘ কন্দের গাত্র হইতে মূল নির্গত হয়। এই মূলই অতিবিষা নামে খ্যাত। [যোগেশ, বনৌষধি]।

অতিবৃষ্টি

অতিবৃষ্টিতে বন্যা বা প্লাবন হয় এবং শস্যের ক্ষতি হয়। উঃ ভারতের বাৎসরিক বৃষ্টির অধিকাংশ হয় আষাঢ় হইতে ভাদ্রের মধ্যে। চৈত্র বৈশাখে যে ঝড়বৃষ্টি হয়, তাহা আসে পশ্চিম হইতে (কাল বৈশাখী দ্রঃ)। এই ঝড়বৃষ্টি অস্বাভাবিক ভাবে প্রচণ্ড হইলে ও বঙ্গোপসাগরের ঝড় তুফানের আধিক্য হইলে অতিবৃষ্টি হয়। বাঙলার নদীগুলি মজিয়া যাওয়াতে এই অতিরিক্ত জলরাশি সহজে ও দ্রুত নিষ্কাশিত হয় না; ফলে প্লাবন বা বন্যা হয়। (দ্রঃ বন্যা)

অতিবেগুনি (Ultra-violet)

দ্রঃ আলোক।

অতিভুজ (Hypotenuse)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। দ্রঃ সমকোণী ত্রিভুজ।

অতিসার

মাত্রায় 'অতি' এবং বারে 'অধিক' মল নিঃসারিত হয় বলিয়া এই রোগের নাম অতিসার। সাধারণত পেটের অসুখ বা উদরাময় বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অঃ নহে। উদরাময়ের প্রকার ও তীব্রতাভেদে উহা অতিসার, আমাশয়, গ্রহণী ও বিসূচিকা। অনুচিত আহার বিহার অথবা খাদ্যে দুষ্ট বীজাণু পড়িলে এই রোগ হয়।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙলার বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক। পালরাজ মহীপালের সময় ৯৮২ খৃ অঃ বিক্রমপুরের নিকট এক সামন্ত রাজ্যে জন্ম; পিতা কমলশ্রী, মাতা প্রভাবতী, গুরু জেতারি ও আচার্য রাহুল গুপ্ত। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ১৯ বৎসর বয়সে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। নালন্দা, রাজগৃহ, বিক্রমশিলা, গয়া ও সুবর্ণদ্বীপ (মালয়, সুমাত্রা দ্বীপ) প্রভৃতি স্থানে বিদ্যা শিক্ষা করেন; শেষোক্ত স্থানে ১২ বৎসর কাটে। পরে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য বিক্রমশিলা মহাবিহারে অষ্ট মহাপণ্ডিতের অন্যতম রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি তিব্বতে পৌঁছায়। সেই সময়ে তথাকার বৌদ্ধধর্মের খুবই মন্দ অবস্থা। তিব্বতের রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে ১০৪২ এ তিব্বত যাত্রা করেন। সেই দেশে ১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন ও ১০৫৪ এ মৃত্যু হয়। তথায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং স্বয়ং ২০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতে তিনি একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৬৮)

সংস্কৃত বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। পিতা মহেন্দ্রনাথ; কলিকাতা নিবাসী, 'শ্রীচৈতন্য' 'ভাগবত' প্রভৃতির সম্পাদক; 'শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদক' 'ঈশ্বরপুরীর জীবনী', 'ভক্তের জয়' প্রভৃতির রচয়িতা।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১২৬৮-১৩১৫)

নাট্যরচয়িতা ও লেখক। কোন্নগরবাসী রাজকৃষ্ণ মিত্রের পুত্র; জন্মস্থান কলিকাতা। যৌবনকাল হইতে নাট্যরচনায় মন দেন। নাট্যসমাজে 'পাগলিনী' প্রথম নাট্য। সর্বোৎকৃষ্ট নাট্য 'নন্দ-বিদায়'। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে নাটক করেন; কিছুকাল সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। কতকগুলি হাস্যরসিক নাটক রচয়িতা।

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৭৪)

১৮৯৭এ আই-সি-এস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যুক্তপ্রদেশে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৯এ যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী। ১৯১৯এ

ওয়াশিংটনে ইন্টারন্যাশনাল শ্রমিক সভার সদস্য। ১৯২১এ জেনেভায় পুনরায় ঐ সভার সদস্য। লীগ অব্ নেশনসে প্রতিনিধি। জেনেভার লেবার অফিসের প্রেসিডেণ্ট। লীগ অব. নেশনের বহু কমিটির সভা। ১৯৩০এ লণ্ডনে নৌশক্তি কনফারেন্সে প্রতিনিধি। ১৯২১ বড়লাটের অধ্যক্ষ সভার সদস্য। ব্যবস্থাপক সভার সভা ১৯২১-২৪। হাই কমিশনর ১৯২৫-৩১। অটোয়া কনফারেন্সে প্রতিনিধি ১৯৩২। বর্তমানে বিলাতে বাস করেন; Gladys M. Broughton নামে শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন।

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)

কবি ও সংগীতজ্ঞ। নিবাস ফরিদপুর-মাদারিপুর-মাইগার গ্রাম। পিতা রামপ্রসাদ। অঃ ঢাকা ও কলিকাতায় পড়িয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টার হইয়া আসেন কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল প্রাক্‌টিস করিয়া লখনৌ যান ও শেষ পর্যন্ত সেখানেই বাস করেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। 'কাকলী' 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিকুঞ্জে' তাঁহার গান সংগৃহীত হইয়াছে। উঃ ভারতের বহু জনহিতকর কাযের সঙ্গে যোগ ছিল। মৃত্যুর পূর্বে উইল দ্বারা তাঁর সম্পত্তি নানা হিতকর কার্যে দিয়া যান।

অত্রি

(১) ঋক্‌বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের অন্যতম। অথর্ববেদেও ইঁহার প্রাধান্য দেখা যায়।

(২) ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির অন্যতম কর্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়া ইঁহার পত্নী; চন্দ্র ও দুর্বাসা দুই পুত্র। অন্যমতে দশজন প্রজাপতির অন্যতম। বনবাসকালে রামচন্দ্র ইঁহার আশ্রমে কিছুকাল বাস করেন।

(৩) অত্রি সংহিতা নামে একখানি ধর্মশাস্ত্র আছে।

অথর্ববেদ

চতুর্বেদের অন্যতম। অনেকে বেদকে 'ত্রয়ী' বলেন ও অথর্বকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাতে ৭৩০ সূক্ত; ২০ খণ্ড আছে। কিয়দংশ গদ্যে, অবশিষ্টাংশ বৈদিক ছন্দে রচিত। ভাষা বিশুদ্ধ নহে। ঋক্‌বেদাদির মন্ত্রদ্রষ্টার নাম আছে, কিন্তু অথর্বের সূক্তের রচয়িতা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সামান্য। এই গ্রন্থের সূক্তসমূহ আর্যদের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের সংগ্রহ-পুস্তক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ভূতের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র, জ্বরের মন্ত্র প্রভৃতি আছে; আবার উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের কথাও আছে। বর্তমানে যেমন সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যন্ত স্থূল বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, অথর্ববেদেও তেমনি। অথর্ব ও অঙ্গিরস্ নামে দুই ঋষি বোধ হয় এগুলি সংগ্রহ করেন বলিয়া এই বেদের এক নাম অথর্বাঙ্গিরস। অথর্বন্ মুনির সংগ্রহগুলিকে শান্ত, অঙ্গিরসের মন্ত্রগুলিকে ঘোর বলা হয়। অথর্বনের সহিত ভেষজ বা ঔষধপত্রের সম্বন্ধ ও অঙ্গিরসের সঙ্গে 'যাতু' বা যাদুর (magic) সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।...অথর্বের ৯টি শাখা ছিল; বর্তমানে ২টি আছে। শৌনকীয় শাখা বিশেষ পরিচিত; 'পৈপ্পলাদ সংহিতা'র একখানি মাত্র কপি কাশ্মীরে পাওয়া গিয়াছে। অথর্বের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম 'গোপথ ব্রাহ্মণ'।

অথর্বন্

ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র; অগ্নির স্রষ্টা ও যজ্ঞাদির প্রবর্তক। কর্দম প্রজাপতির কন্যা শান্তিকে বিবাহ করেন; দধীচি ইঁহাদের পুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন ও তিনি ঐ বিদ্যা নিজ শিষ্যদের শিক্ষা দেন। আবেস্তায় 'আথ্রবন' অর্থে পুরোহিত বা অগ্নি পুরোহিত। অথর্ববেদ দ্রঃ।

অথশালিনী

ধম্মসঙ্গিনী নামক পালি অভিধম্ম গ্রন্থের বুদ্ধঘোষকৃত টীকা। ভূমিকায় বুদ্ধঘোষ সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন।

অদন্ত (Edentata)

স্তন্যপায়ী প্রাণীর (mammals) অন্তর্গত জরায়ুজ জীবের (placentals) নিম্নস্তর শ্রেণী। ইহাদের দাঁত থাকে না এবং চোয়ালের ভিতর এক শ্রেণীর দাঁতের মত পদার্থ থাকে, যাহাতে এনামেল নাই। অধিকাংশ অদন্তজীব গাছের উপর বা মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া বাস করে; স্লথ (sloth), পিপীলিকাভুক (ant-eaters), আর্মাডিলো (armadillos) এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

অদিতি

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী; ইঁহার গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদমনু ও পর্জন্য—এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়। সেইজন্য ইনি দেবমাতা আখ্যাত হন। ইঁহার ভগ্নী দিতি হইতে দৈত্যদের জন্ম।

অদুনা, আদুনা

মানিকচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য। ঢাকা জিলার সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা ও রাজা গোপীচন্দ্রের অন্যতম পত্নী। (দ্রঃ পদুনা, গোপীচন্দ্র)

অদ্ভুত রামায়ণম্

রামসীতার উপাখ্যান প্রাচীন ভারতে নানা ভাবে চলিত ছিল। পালি একটি জাতকে রামসীতা ভাইভগিনী। অঃ রা-এ অম্বরীষ রাজার শ্রীমতী নামে কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য নারদ ও

পবত মুনি উদ্যত হন; বিষ্ণু তাহা ব্যর্থ করেন। মুনিদের শাপে বিষ্ণু পৃথিবীতে রামচন্দ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী সীতারূপে মন্দোদরীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রে জন্মিলেন। জনকরাজা হল কর্ষণ কালে সীতাকে পান ও রামচন্দ্রের সহিত পরে বিবাহ দেন। বনবাস কালে রাবণ নিহত হয়। অযোধ্যায় ফিরিবার পর সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করিবার জন্য রাম পুষ্করতীর্থে যান, কিন্তু পরাভূত হন; তখন সীতা কালিকা মূর্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন। এই গ্রন্থে ২৫ সর্গ আছে।

অদ্ভুতাচার্য (১৫৫০ খৃ অ

প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ; পিতা শ্রীনিবাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। পাবনা জিলার চাটমোহর রেলস্টেশনের নিকট আত্রাই নদী তীরে সোনাবাজু পরগণায় বাড়ী ছিল। বিশ হাজারী শ্লোকে এক বাংলা রামায়ণ রচনা করিয়া গাহিতেন। ইহাতে সীতা কালীর অবতার।

অদ্বয় বজ্রপাদ (১১-১২শ শতাব্দী)

বৌদ্ধ বজ্রযান শাখার আচার্য। 'সাধনমালা' নামক তন্ত্র সংহিতার ২খানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

অদ্বয়বাদ

বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ। এই মতে লবণজলে যেমন লবণ মিশ্রিত থাকে, উহাকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনি বোধিচিত্ত হইতে নৈরাত্মাকে বিভিন্ন করা যায় না। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য ইহারা বহু প্রতীক ও মূর্তির কল্পনা করিয়াছে। 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে এই দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত আছে।

অদ্বৈতচরণ আঢ্য (১৮৭৩ মৃঃ)

কলিকাতার আঢ্য পরিবারের সাহিত্যামোদী পণ্ডিত। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাক্ষিক পত্রিকা দৈনিকে (১৮৪৫) প্রবর্তিত করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৭৩) ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৫এ হরচন্দ্র বন্দ্যোঃ ইহা প্রথম প্রকাশ করেন, তখন ছিল পাক্ষিক। ১৮৩৯এ সপ্তাহে তিন বার ও ১৮৪৫ হইতে দৈনিক হয়। মুক্তারাম ও আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বয়ের সহায়তায় ভাগবতের গদ্য অনুবাদ করেন।

অদ্বৈতদাস বাবাজী (১২৩৬-১৩৩৬)

বাংলার বিখ্যাত কীর্তন শিক্ষক ও পণ্ডিত। পূর্বাশ্রম নাম ভীমকিশোর রক্ষিত,—জন্মস্থান পাবনা-চড়িয়া গ্রাম। বৃন্দাবনে সঙ্গীত এবং সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল।

অদ্বৈতবাদ

শঙ্করাচার্য (দ্রঃ) এই মতের প্রবর্তক: এই মতকে মায়াবাদও বলে। সাধারণত 'বেদান্ত' মত বলিতেই অদ্বৈত মত বুঝায়। জীব ও ব্রহ্ম এক ইহাই প্রধানতম মত; সাধক 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা বিনাশ করিয়া ব্রহ্মে লীন হন। শঙ্করের পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অদ্বয় বা অদ্বৈতবাদ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়; শঙ্কর বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'কে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অদ্বৈত মত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। সুরেশ্বরাচার্য (৬৭৫-৭৭৫ খৃ অ) বহু ভাষ্য ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই মতকে সহজ করেন; কিন্তু ইতিমধ্যে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ, বহু জৈন আচার্য, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি বহু দ্বৈত দ্বৈতবাদী পণ্ডিত অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করিতে থাকেন। ইঁহাদের আক্রমণের উত্তর দান করেন বাচস্পতি মিশ্রপ্রমুখ আচার্যগণ। ১০ম শতক হইতে নৈয়ায়িক, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন; নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্ধমান এবং অন্যান্য বহু নবন্যায়ের পণ্ডিত অঃ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। এইসব আক্রমণের উত্তর দিবার জন্য শ্রীহর্ষ আচার্য, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্যগণ অবতীর্ণ হন। এইভাবে আক্রমণ ও সমর্থন হইতে বিস্তৃত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। ২০ শতাব্দীতেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অঃকে সমর্থন করিয়া লিখিত হইয়াছে। (দ্রঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্ত পরিচয়; প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, বেদান্তের ইতিহাস; কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, অদ্বৈতবাদ)।

অদ্বৈতাচার্য (জঃ ১৪৩৭)

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের আচার্য। আদি নিবাস শ্রীহট্ট-লাউড় পরগণার নবগ্রাম: পরে শান্তিপুরে বাস করেন। আসল নাম কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন। পিতা কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—সীতা ও শ্রী। ইহার ছয় পুত্রের অন্যতম অচ্যুত (দ্রঃ) সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে বাস করেন। জনশ্রুতি চৈতন্যদেব ইহার নিকট অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত মদন গোপাল মূর্তি শান্তিপুরে এখনো আছে। [ঈশাননাগর, অদ্বৈতবিলাস; নরহরিদাস—অদ্বৈতপ্রকাশ; বীরেশ্বর প্রামাণিক—অদ্বৈতবিলাস]

অধঃক্রম (Descending order)

বীজগণিতে রাশিমালার পদসমূহ কোন এক অক্ষরের বিভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট হইলে, নির্দিষ্ট অক্ষরের সর্বোচ্চ শক্তিবিশিষ্ট পদটি প্রথম ও তন্নিম্ন শক্তিবিশিষ্ট পদটি তৎপরে—এইভাবে লিখিতে হয়; অক্ষর-বিবর্জিত পদটি সর্বশেষে লিখিত হয় ও ইহাকে ধ্রুবক (constant) বলে। এইরূপ সাজানোকে অধঃক্রম বলে। ইহার ঠিক বিপরীত ভাবে সাজাইলে—অর্থাৎ ধ্রুবকটি প্রথমে দিয়া ও তৎপরে সর্বনিম্ন শক্তিবিশিষ্ট পদটি ও

তৎপরে তদূর্ধ এইভাবে সাজাইলে উধক্রম (ascending order) সাজানো বলা হয়। অধঃক্রমের উদাহরণ, $a^4+2a^3+4a^2+6a+8$। ৮ রাশিটি ধ্রুবক।

অধম খাঁ (মৃঃ ১৫৬২)

আকবরে ধাত্রী মাহম অনগের পুত্র। ইহার পিতা সামসুদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধের পর গঙ্গায় নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। অধম খাঁ দরবারে বহু সম্মানাহ উচ্চপদ পান; মালবরাজ বাজবাহাদুরের পতন অধমের শৌর্য জন্যই হয়। ক্রমে ইনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া ওঠেন ও প্রধান মন্ত্রী সামসুদ্দীন আহমদকে হত্যা করেন। এই অপরাধের জন্য আকবরের হুকুমে অধমকে বাঁধিয়া প্রাসাদ হইতে নীচে ছুড়িয়া ফেলিয়া মারা হয় (১৫৬২)। ইহার পর মাহম অনগের মৃত্যু হয়।

অধমদূরত্ব (Perihelion)

পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথ বা কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে (ellipse), উহা উপবৃত্তাকার; সুতরাং পৃথিবী হইতে সর্বদা সমান দূরে থাকেনা। যখন উহা নিকটতম হয় তখন উহাকে অধমদূরত্ব বলে। (দ্রঃ পরমদূরত্ব) অধমদূরত্ব ৯,১১,৫০,০০০ মা; পরমদূরত্ব (Epsilion) ৯,৪৫,৫০,০০০ মা। কেহ কেহ Pp-কে কে 'শীঘ্রোচ্চ' ও কে 'মন্দোচ্চ' বলেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা স্কটিশ চার্চস্ কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক। তাঁহার 'ভারত ইতিহাস' (ইং) বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। তাঁহার প্রদত্ত অর্থ হইতে কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় অধরচন্দ্র মুখার্জি লেকচারার'র পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৯২০এ F. W. Thomas প্রথম অধ্যাপক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রমন, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। ম্যাট্রিকুলেশন ও বি-এ-তে ইঁহার নামে প্রাইজ আছে।

অধর্মহাশিরা (Inferior venacava)

দেহের নিম্নাংশের অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের নিম্নের (বাহুবাদ দিয়া) সকল শিরা (viens) একত্রিত হইয়া একটি বড় শিরারূপে দক্ষিণ অলিন্দের (দ্রঃ) নিম্নদেশ দিয়া দূষিত রক্ত ঢালিয়া দেয়।

অধরলাল সেন (১৮৫৫—৮৫)

কবি ও সাহিত্যিক। কলিকাতার জেলেটোলার সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম। পিতা রামগোপাল। ১৮৭৭ বি. এ. পাশ করেন ও '৭৯এ ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৮৪ কলিঃ বিশ্বঃর ফেলো। ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। বায়রন, সাদে প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের অনুকরণে 'নলিনী', 'মেনকা' (১৮৭৪), 'ললিতাসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। [বিস্তৃত জীবনী দ্রঃ সুবর্ণবণিক সমাচার ১৩৮২,'৪১]

অধঃশাখা (Lower extremities)

অধিকারী

বাঙলাদেশের নবশাখ ও অন্যান্য তথাকথিত হীন বর্ণের যাজনকারী ব্রাহ্মণদের উপাধি। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাহ বা ভোজনাদি হয় না।

অধিক্রম (Focus) দ্রঃ ফোকাস্

অধিচাপ (Major arc) দ্রঃ কড

অধিত্যকা (Plateau) দ্রঃ মালভূমি

অধিবাস

প্রতিমা পূজার পূর্বে ২২ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকে অঃ বলে। বিবাহের পূর্বদিন বা দিন বরপক্ষীয়েরা যে বস্ত্রগন্ধাদি কন্যার জন্য পাঠাইয়া দেন তাহাদ্বারা কন্যার স্নান বরণাদিকেও অঃ বলে। এইসব স্ত্রী আচার দেশ ও বর্ণভেদে পৃথক।

অধিবৃত্ত (Parabola)

কোনো সমতল ক্ষেত্রে একটি বিন্দু যদি এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় যাহাতে ঐ ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ও একটি নির্দিষ্ট সরল রেখা হইতে উহার দূরত্বের পরিমাণ সব সময়ই একই অনুপাতে (Its distance from a fixed point is always in a constant ratio to its perp. distance from the fixed st. line) থাকে, তাহা হইলে ঐ বিন্দুর সঞ্চারপথকে (Locus) কনিক (Conic) বলা হয়। নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে ভ্রাম্যমান বিন্দুর ঐ দূরত্ব এবং নির্দিষ্ট সরল রেখা হইতে তাহার দূরত্ব, এই দুই দূরত্বের অনুপাতের উপর কনিকের আকার সম্পূর্ণরূপে নিভর করে। এই অনুপাতের মান যখন ১, ১ হইতে কম বা ১ হইতে বেশি হয়, তখন ঐ কনিককে যথাক্রমে অধিবৃত্ত (Parabola), উপবৃত্ত (Ellipse) এবং পরাবৃত্ত (Hyperbola) বলা হয়।

অধিমাস দ্রঃ মলমাস
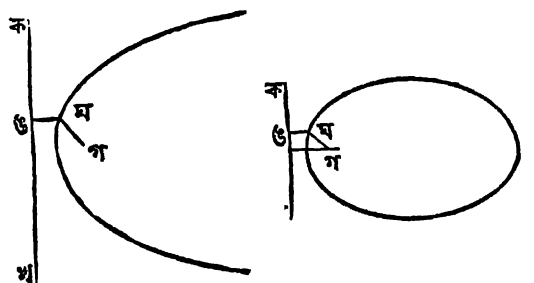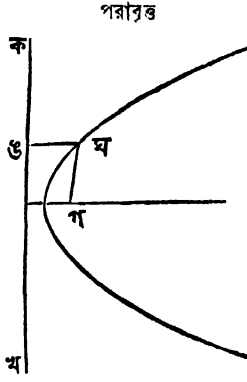
অধিরথ

অঙ্গদেশবাসী ক্ষত্রিয় রথকার। স্ত্রীর নাম রাধা। কুন্তীর পরিত্যক্তপুত্র কর্ণকে নিজ পুত্রবৎ পালন করেন। ইনি কর্ণের নাম দেন বসুসেন। কর্ণর আর এক নাম রাধেয়।

অধিহারে (Above par)

কোন সামগ্রীর বাজার মূল্য বা স্টক শেয়ারের আসল মূল্য হইতে অধিক দামে কেনাবেচা হইলে 'অধিহারে' কেনাবেচা হইয়াছে বলা হয়। ইহার বিপরীত হইতেছে 'উন হারে'।

অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary alliance)

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লি (১৭৯৮—১৮০৫) প্রবর্তিত নীতি। তাঁহার সময়ে ভারতের দেশীয় রাজারা দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রু ও বহিঃশত্রুর দ্বারা এরূপভাবে আক্রান্ত হইতেছিলেন যে, তাঁহারা দেশের মধ্যে শান্তি বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। ওয়েলেস্‌লি ঘোষণা করিলেন যে যেসব দেশীয় রাজা ঈস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির সহিত বশ্যতামূলক সন্ধি করিবেন, তাঁহাদের রক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আশ্রিত রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা হইবে এবং ইহাদের সর্ববিধ ব্যয় নির্বাহার্থে প্রত্যেক আশ্রিত রাজাকে অর্থ বা তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই আশ্রিত রাজা কোন বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিবে না। হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই সর্তানুসারে কোম্পানির সহিত মিত্রতা করেন। স্যর টমাস্ মনরো এই নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন; তিনি বলেন যে ইহার দ্বারা অযোগ্য রাজা ও রাজবংশকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অযোগ্যতার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ করিবার স্বাভাবিক অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইল।

অধোবির্নী (Lycopus Europæus)

অন্য নাম—জলনিম, ব্রাহ্মী। হিন্দী, ভাষায় শ্বেত চামলী। খাল বিল পুকুরের ধারে ভিজা মাটিতে জন্মে। পাতা ছোট, গাছ বড় নুনীর মত, রস তিক্ত। কাশরোগ, স্বরভঙ্গে কবিরাজরা ব্যবহার করেন। ফুলা ও বেদনায় উপকার হয় বলিয়া বিশ্বাস। (Chopra, *Indigenous Drugs of India* 505)

অধ্যাত্ম রামায়ণ

কিম্বদন্তী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সপ্তকাণ্ড সংস্কৃত রামায়ণের রচয়িতা। ৪০০০ শ্লোক। রচয়িতা সুপণ্ডিত ছিলেন না। ১ম কাণ্ডের ৫ম সর্গ 'রামগীতা' নামে পরিচিত।

অনংশা

নন্দ ও যশোদার কন্যা। ইঁহারা সর্ববিষয়ে ইঁহার পরামর্শ লইতেন ও সুবুদ্ধির জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

অনঙ্গ

কামদেব, মদন, কন্দর্প, পঞ্চশর, মনসিজ প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত। পূর্বকালে দেবতারা অসুরদের নিকট বার বার পরাভূত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন; ব্রহ্মা বলেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মিবে সেই হইবে দেবসেনাপতি। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া কন্দর্প হিমালয়ে উপস্থিত হন। ধ্যান ভঙ্গে মহাদেবের ক্রোধাগ্নিতে কন্দর্প ভস্মীভূত হয়; সেই হইতে কন্দর্প অঙ্গহীন বা অনঙ্গ। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু মদনভস্ম ও কার্তিকেয়র জন্ম। মদন পরে শ্রীকৃষ্ণর পুত্র প্রদ্যুম্ন ও মদনপত্নী রতি মায়াবতী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

অনঙ্গভীম (১১৭৪)

উড়িষ্যার রাজা। ইহার সময়ে পুরীর মন্দির নির্মিত হয়; ইহা করিতে ১৪ বৎসর লাগে। ইহার রাজ্যসীমা উত্তরে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে শোনপুর জঙ্গল ও পূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৬০ মন্দির, ১০ বড় নদীর উপর সেতু, ৪০ কূপ, ১৫২ ঘাট, ১০,০০,০০০ সেচের পুকুর খনন করান। ৪৫০ গ্রাম বসাইয়া ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মাস্ব দান করেন।

অনঙ্গমোহিনী দেবী

ত্রিপুরার রাজা স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা। ইনি 'কণিকা,' 'শোকগাথা,' 'প্রীতি' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন।

অনঙ্গহর্ষ (৮ম শতক)

ইনি 'তাপস বৎসরাজ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন; বৎসরাজ উদয়নের আখ্যান অবলম্বনে উহা রচিত। বাসবদত্তা দগ্ধ হইয়া মরিয়াছেন সংবাদে বৎসরাজ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনচ্ছ (Opaque) দ্রঃ অস্বচ্ছ।

অনধিকার প্রবেশ (Trespass)

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে (Act 42, 1860 Indian Penal Code) কোনো ব্যক্তি কাহারও গৃহে বা জমিতে বা পুষ্করিণীতে অধিকারীকে ভীতিপ্রদর্শন, অপমান, বিরক্ত করিবার জন্য প্রবেশ করে বা তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে, তাহা ফৌজদারী আদালতে প্রমাণিত হইলে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। আইনে ইহার বহু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সরকারী জমি, রেলওয়ের বেড়ার মধ্য দিয়া যাওয়ায় ট্রেসপাস হইতে পারে।

অনন্ত

(১) (১৬শ শতক) অধ্যাত্ম রামায়ণ ও বাল্মীকির রামায়ণের মূলানুযায়ী বাংলায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থ। মহানাটকের ভাবানুযায়ী কোনো কোনো স্থল রচিত। (বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক)

(২) নাগরাজ; অপর নাম বাসুকি, শেষ, গোনস। কশ্যপ ও কদ্রুর পুত্র। তুষ্টিকে পতি করেন। নাগ ভ্রাতাদের হিংস্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইনি স্বীয় জননীকে ত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে পৃথিবী মস্তকোপরি ধারণ করিবার আদেশ দেন। অনন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহাকে মস্তকে লন। অনন্ত নাগের বহু প্রস্তর মূর্তি ভারতের নানা স্থানে দেখা যায়।

(৩) অনন্ত আচার্য, অ-দাস ... রায় ভনিতায় পদাবলী রচয়িতা; 'পদকল্পতরু'তে অ দাসের নামে ৩টি পদ আছে। দ্রঃ প-ক-তঃ ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯ ২১। Hist. of Brajabuli-73-4

অনন্তকন্দলী (১৫-১৬শ শতাব্দী)

আসামবাসী ব্রাহ্মণ কবি। জন্ম আলিপুখুরী; পরে কোচবিহারে বাস করেন। 'বৃত্রাসুর বধ,' 'রামায়ণ' (২-৬ কাণ্ড) 'কুমারহরণ,' ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, 'দুলুচা যাত্রা' প্রভৃতি ইহার রচিত। ইহার রামায়ণ বিখ্যাত, তবে উহার ভাষা জটিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সং ১৩৫-৭)

অনন্তব্রত, অনন্ত চতুর্দশী

সর্পপূজার ব্রত বলিয়া মনে হয়—স্ত্রীলোকের কৃত্য। কুশের দ্বারা গোলাকার ভুষণ সদৃশ 'অনন্ত' (সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে) প্রস্তুত করিয়া ফুল, ফল নৈবদ্য দ্বারা পূজা হয়। দুই খানি পিঠা বানাইয়া একখানি অনন্তের জন্য দেয়, অপর খানি স্বয়ং ভক্ষণ করে। এই সময়ে একটি রাখিও ধারণ করে। স্ত্রীলোকের হাতের ভূষণ 'অনন্ত' এই রাখির স্বর্ণ সংস্করণ।

অনন্তমূল (Hemidesmus Indiens)

অর্কাদিবর্গের লতা, ছায়াবৃত স্থানে লতাইয়া যায়। পাতা ছোট, ডগা সরু, পাতায় সাদা দাগ; ভাঙিলে দুধের মত বাহির হয়। মুথা বা ছারপোকার মত গন্ধ। মূল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহা বলকারক, ধাতুপরিবর্ধক, মিষ্ট, স্নিগ্ধকারী ও অম্লনাশক। বিলাতী সালসার গুণ ইহাতে আছে। বীরভূমে ইহার মূলের মোরব্বা হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নাম। ১৮৬৪ ইহা বৃটীশ ঔষধ তালিকাভুক্ত হয়। (যোগেশ, Chopra, 182-3)। (দ্রঃ সার্সপেরিলা)

অনবচ্ছিন্ন বা শুদ্ধরাশি (Abstract quantity)

গাণিতিক সংজ্ঞা। যে সংখ্যার সহিত কোন 'একক' সংযুক্ত না থাকে তাহাকে 'অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা' কহে। যথা, তিন, পাঁচ সাত ইত্যাদি। (দ্রঃ রাশি।)

অনবর্ত, অনব্রত Anawartta (১১শ শতক)

বর্মার রাজা। ৭৪২ অব্দে তলাইংগণ কর্তৃক প্রোম বা শ্রীক্ষেত্র (থেরখেত্তর) রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে ইরাবতীতীরে পগান (দ্রঃ) নামক স্থানে যে রাজবংশ দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হয় অনবর্ত সেই বংশের রাজা। ইনি ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন।

অনরুদ্দীন (মৃঃ ১৭৪৯)

১৭৪৩ নিজাম আসফজা (দ্রঃ) ইঁহাকে কর্নাটের নবাব নিযুক্ত করেন। পুরাতন নবাব পরিবারের সহিত ইহার সম্বন্ধ ছিল না। এই সময়ে ফরাসীরা মাদ্রাস দখল করে। অন. মাদ্রাস পুনর্দখল করিতে চেষ্টা করিলে ফরাসীদের দ্বারা পরাভূত হন। ১৭৪৮এ আসফজার মৃত্যু হইলে নিজামের সিংহাসন লইয়া পুত্র পৌত্রদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ফরাসীরা মজাফ্ফর জঙ্গকে নিজামের ও চাঁদাসাহেবকে কর্নাটের নবাবরূপে খাড়া করে। ইহাদের মিলিত সৈন্য ফরাসীদের সহায়তা লইয়া ১৭৪৯এ অম্বুরের যুদ্ধে অনরুদ্দীনকে পরাভূত ও নিহত করে। (দ্রঃ কার্নাটিক যুদ্ধ)

অনর্ঘরাঘব

মুরারিকৃত সংস্কৃত নাটক; রামায়ণের আখ্যান লইয়া রচিত। লেখক ভবভূতির 'মহাবীর চরিতে'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃথায় করিতে, চেষ্টা করিয়াছেন। মুরারি ৯ম শতকের লোক।

অনশন (Fast)

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বা কোন ব্রত পালন করিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ না করিয়া থাকাকে অ' বলে। বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে চিকিৎসকের উপদেশে রোগীকে বিনাহারে রাখা হয়। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য তিথি বাছিয়া

উপবাসী থাকে; উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবারা একাদশীর দিনে (কেহ কেহ নির্জলা) উপবাস করে; পূজাদির নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হইলে অনেকে আহার করে না। মুসলমানরা রমজানের (দ্রঃ) সময় একমাস দিবাভাগে উপবাসী থাকে, জলপর্যন্ত মুখে দেয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বারোমাস একাহারী। জৈনধর্মে বহুবিধ অঃ ব্রত আছে। ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্যে অনশন রীতি আছে। সাধারণত অনশনে ১২ দিনের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। তবে রণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাস স্বামী ২ মাস অনশন করিয়া ভূগর্ভে বাস করেন। মহাত্মা গান্ধী ২১ দিন পর্যন্ত উপবাসী থাকিয়াছেন। ম্যাক্‌সুইনি (দ্রঃ) কারাগৃহে ৭৪ দিন ও যতীন্দ্র দাস কারাগৃহে ৬৩ দিন অনশনে থাকিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক প্রকার অনশন চিকিৎসা আছে। বহু পুরাতন ব্যাধিতে এই চিকিৎসা প্রযুক্ত হয়। ডাক্তারদের পরামর্শ ও নিত্য সহায়তা ছাড়া দীর্ঘকাল উপবাস করিতে নাই।

অনসূয়া

(১) অত্রি মুনির পত্নী; কর্দম ঋষি ও দেবহূতির কন্যা. অন্যমতে দক্ষ প্রজাপতি ও প্রসূতির কন্যা। বনবাসকালে রামচন্দ্র অত্রি মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে অঃ সীতার বিশেষ যত্ন করেন।

(২) কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলার সখী।

অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৬৪—১৯৩৫)

সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। বর্তমান যুগে বৌদ্ধ ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৮৯১এ মহাবোধি সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৯৩এ চিকাগোর অন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে প্রতিনিধি হইয়া যান। কলিকাতার মঃ সোঃ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা; কাশী সারনাথে মূলগন্ধি বিহার স্থাপন ইহার জীবনের শেষ শুভ কার্য।

অনাথপিণ্ডদ

বুদ্ধ ভক্ত। শ্রাবস্তী নগরের ধনী শ্রেষ্ঠি, নাম সুদত্ত। ইনি দাতা ছিলেন, অনাথদের অন্ন (পিণ্ড) দাতা বলিয়া পালি সাহিত্যে অনাথপিণ্ডদ নামে পরিচিত, বুদ্ধের সহিত রাজগৃহে পরিচয় হয় ও তাঁহার জন্য শ্রাবস্তীতে এক বিহার নির্মাণ করিয়া দেন। রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী ৩৬০ মাইল; পথে প্রতি ৮মাঃ অন্তর বুদ্ধের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। বুদ্ধদেবকে মহাসমারোহে রাজগৃহে আনিয়া অনাথপিণ্ডদ জেতবন বিহার উৎসর্গ করেন। কিম্বদন্তী ৫৪ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে উহা নির্মিত হয়।

অনাবৃষ্টি (Drought)

স্বাভাবিক বৃষ্টির অতিরিক্ত কম বর্ষণ হইলে অঃ বলে কলিকাতার আলিপুর মানমন্দিরে ১৮৭৮ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত বারিপাত তালিকায় সর্বাধিক বৃষ্টির পরিমাণ ১৯০০এ ৮৯·৩২ ইঞ্চি; সর্বনিম্ন ১৮৯৫এ ৩৯·৩৮"। ১৯৩৩এ ৮১·৮৬", কিন্তু ১৯৩৪এ ৫৪·৩৯ ইঞ্চি। অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়; জলসেচের পুকুর বাঁধ জলে ভরে না বলিয়া শস্য হানি হয়। প্রায়ই দেখা যায় দেশের একাংশে যখন অনাবৃষ্টি, তখন অন্যাংশে অতিবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি হইতে শস্য রক্ষার উপায় পুষ্করিণী ও বাঁধ খনন, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া সুবৎসরে জল ভরিয়া রাখা; অতিবৃষ্টির প্লাবন হইতে দেশরক্ষার উপায় নদীপথের বহতা বাধামুক্ত করা।

অনারারী (Honorary)

বিনা বেতনে পাবলিক বা দশজনের কোন কাজ করাকে বলে। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের অন্তর্গত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ, কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালাটির সদস্যগণ অনারারী কর্মী। মিউনিসিপালটিতে ছোট খাটো বিচারের জন্য অঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আছে; অনেক ইউঃ বোর্ডে 'বেঞ্চ' ও 'কোর্ট' আছে—ইহার বিচারকগণ অনারারী। অধুনা ঋণসালিসী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যরাও অবৈতনিক কর্মী। সমবায় বিভাগের অন্তর্গত ব্যাঙ্ক ও সমিতির সদস্যগণ অনারারী। অঃ কাজে বেতন থাকে না বটে, তবে অনেক কাজে ভাতা বা চলাফেরার খরচ দেওয়া হয়।

অনারেবল (Honourable)

বৃটীশদের দেশে ও উপনিবেশে মার্ক্‌ইস্‌কে Most H., আল ভাইকাউন্ট, ব্যারন ও প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যগণকে Right H., হাইকোর্টের বিচারক, লর্ডদের পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে H. বলিয়া সম্বোধন বা উল্লেখ করিবার আদব চলিত আছে। আমাদের দেশে মন্ত্রীদিগকে H. বলিয়া সম্বোধন বা উল্লেখ করিতে হয়। বহুপূর্বে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যমাত্রই H. রূপে সম্বোধিত হইতেন। আমেরিকা ও উপনিবেশে এখনো সে-রীতি চলিত আছে।

অনার্য (Non-aryan)

আর্য ইতর জাতিকে অনার্য বলা হয়, অথবা আর্য বা সংস্কৃতজ ভাষাভাষী লোকব্যতীত অপর ভাষাভাষী লোককে অনার্য আখ্যা দেওয়া হয়। অনার্য শব্দ বেদে জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উহা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের Non-aryan শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। অনার্য শব্দ বর্তমানে দ্রবিড় ও মুণ্ডারীভাষী প্রাক্-আর্য বাসিন্দাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। 'আর্য' শব্দের অর্থ ছিল 'বন্ধু' 'নিজের আত্মীয়' 'ভদ্র'লোক; নিজের বন্ধু, আত্মীয় বা ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন ইংল্যাণ্ডের peer।

আর্য-ইতর লোক প্রাচীন ভারতে হয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া 'দাস' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, নাহয় শত্রুতা করিয়া 'দস্যু' পদবাচ্য হইয়াছিল। অনার্য শব্দটি কৃষ্টিগত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, জাতি বা বর্ণগত (racial) পার্থক্য বুঝাইত না। পরে উহা জাতি বা raceগত ভেদনির্দেশে ও শূদ্র শব্দের একার্থ বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়।

অনার্স (Honours)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় (বি. এ ও বি. এস-সি) একটি বিশেষ বিষয়ে অতিরিক্ত কতকগুলি গ্রন্থ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া 'পাশ' করিলে অনার্স পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরেই 'অনার্স' পাওয়া যায়। কিন্তু রেঙ্গুন প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনার্স' পড়িতে তিন বৎসর লাগে, অবশ্য সেসব ক্ষেত্রে এম. এ. এক বৎসরেই পাশ করা যায়। অনার্স বিষয়ে শতকরা ৪০% মার্ক রাখিতে হয় ও 'পাস' বিষয়গুলিতে ৩০% রাখিতে হয়। ৬০% হইলে ফার্স্ট ক্লাস বা ১ম শ্রেণীর 'অনার্স' হয়।

'অনার্স লিষ্ট' (Honours List)

বৃটীশ সাম্রাজ্যে প্রতি বৎসর নববর্ষের (১লা জানুয়ারী) দিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নানাশ্রেণীর উপাধি গভর্নমেন্ট দান করেন। রাজার জন্মদিনেও (Birthday Honours) উপাধি বিতরিত হয়।… আমাদের দেশেও অনুরূপ হইয়া থাকে।… অনেকে এই প্রকার সরকারী উপাধি দানের বিরোধী। গণতান্ত্রিক দেশে এই শ্রেণীর উপাধি বিতরণ প্রথা নাই।

অনিদ্রা (Insomnia)

রাত্রে যথাসময়ে ঘুম নাহওয়া নানা রোগের পূর্ব লক্ষণ। উন্মাদ রোগের কয়েকমাস পূর্বে অনিদ্রা হয়। হৃদপিণ্ডের পীড়া, অজীর্ণতা, মস্তিষ্কে রক্তের চাপ, যকৃতের বিকার, মনস্তাপ, শ্রমাভাব বা অতিশ্রম প্রভৃতির ফলে অনিদ্রা রোগ হয়। রাত্রে সমস্ত পৃথিবী নিদ্রিত, একা রোগী জাগিয়া আছে-এই চিন্তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। চীনদেশে পূর্বকালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোন কোন আসামীকে না ঘুমাইতে দিয়া মারিয়া ফেলা হইত।

অনিয়তাকার (Amorphous)

কঠিন পদার্থ সাধারণত দুইভাবে গঠিত—(১) নিয়তাকার (crystalline) ও (২) অঃ। যেসকল পদার্থ স্ফটিক বা হীরকের ন্যায় নির্দিষ্ট জ্যামিতিক (geometrical) আকারে গঠিত তাহাদিগকে নিয়তাকার বলে; আর যেসকল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত আকার নাই যেমন অঙ্গার, ভুসা, চুণ তাহারা হইতেছে অঃ। এইসকল পদার্থ মৌলিক বা যৌগিক উভয়বিধ হইতে পারে; যেমন হীরক বা অঙ্গার (carbon) একই মৌলিক পদার্থ, কিন্তু হীরক নিয়তাকার এবং অঙ্গার অনিয়তাকার।

অনিরুদ্ধ

(১) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র। রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিত বিবাহ হয়। উত্তর বঙ্গের দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে অনি গোপনে বিবাহ করেন। বাণ এই সংবাদ পাইয়া অনিরুদ্ধকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যর্থ হইয়া অবশেষে ইহাকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া বাণরাজ্যে আগমন ও অনিকে উদ্ধার করেন। অনি উষাকে লইয়া দ্বারকা গমন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় অ. মৃত্যু হয়।

(২) 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'র ভাষ্য রচয়িতা। বোধ হয় ১৬শ শতাব্দী লোক। ইহার পূর্বে সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ কেহ করেন নাই।

অনিরুদ্ধদেব (১৫২০—১৬১২)

আসামের একজন ধর্ম প্রচারক; পুরানিমাটি মায়ামরাতে আখড়া আছে। শঙ্করদেব ইহার সমকালীন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতান্তর হয়। ইনি অস্পৃশ্যদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন।

অনিলিন (aniline) দ্রঃ অ্যানিলিন।

অনু

বৈদিক যুগের পঞ্চজন বা tribeএর অন্যতম। যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র। ম্লেচ্ছজাতির উদ্ভব ইহা হইতে হয়।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৯-৭১)

কলিকাতা সদর কোর্টের উকিল; পরে হাইকোর্টের জজ। কলি: বিশ্ব: ফেলো; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। জন্মস্থান কলিকাতা। হিন্দু কলেজের অধ্যয়নশেষে আদালতে চাকুরী পান। বারো বৎসর পর ওকালতী পাশ করেন ও ১৮৬৮তে সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭০এ হাই কোর্টের জজ; কিন্তু ৯ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। পূর্বনিবাস হুগলী ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর গ্রাম।

অনুকূল ঠাকুর

পাবনা 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু; ইহার নাম অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী। পাবনার নিকট হেমায়তপুর সৎসঙ্গে ইহার শিষ্যেরা বিরাট একটি আয়তন স্থাপন করিয়াছেন; স্বাবলম্বন ও বিজ্ঞান আলোচনা ইহাদের বিশেষত্ব।

অনুক্রমণিকা

বেদের প্রাচীনতম index; ইহাতে প্রত্যেক সামের প্রথম শব্দ,

সামের সংখ্যা, ঋষির নাম, দেবতার নাম, ছন্দ উল্লিখিত আছে। ঋক বেদের অঃ রচয়িতার নাম কাত্যায়ন। যজুর্বেদের ৩টি, সামবেদের ২টি, অথর্ববেদের ১টি অণুক্রমণিকা আছে।

অনুত্রিকাস্থি, অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna)

বাহু, প্রকোষ্ঠ ও করতল এই তিনভাগে হাতের হাড়গুলিকে ভাগ করা হয়। বাহুতে একখানি প্রগণ্ডাস্থি (humurus) নামে লম্বা হাড়: প্রকোষ্ঠে ২খানি অস্থি - বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (radius) ও অনুত্রিকাস্থি (ulna)।

অনুপমচন্দ্র দত্ত

বর্ধমান শ্রীখণ্ড নিবাসী; 'ভাগ প্রতাপ'এর ভক্ত; তাহার জীবন চরিত কাব্যাকারে 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত' (১৮৪৪) নামে রচনা করেন। (ব সা .স)

অনুপাত (Ratio)

গণিতে একজাতীয় দুইটি রাশির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধকে অনুপাত বলে; অর্থাৎ অনুপাত দ্বারা জানা যায়, একরাশি অন্যটির কত অংশ বা কত গুণ। সুতরাং অনুপাত নির্ণয় করিতে গেলে ভাগ করিতে হয়। কাজেই অনুপাতকে ভগ্নাংশের আকারেও প্রকাশ করা যায়।

অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio proportion)

এক রাশির সহিত আর এক রাশির যে সম্বন্ধ তাহাকে অর্থাৎ এক রাশি এক রাশির যতগুণ বা, ভাগ তৎসূচক রাশিকে ঐ দুই রাশির অনুপাত বলা হয়। যে সংখ্যা অথবা রাশিদিগের সম্বন্ধ বিচার করা যায়, তাহাদিগকে অনুপাতের 'রাশি' কহে; প্রথমটির নাম 'আদিম' দ্বিতীয়টির নাম 'অন্তিম'। অন্তিম হইতে আদিম গুরু হইলে অনুপাতকে 'গুরু বৈষম্য অনুপাত', অন্তিম অপেক্ষা আদিম লঘু হইলে অনুপাতকে 'লঘুবৈষম্য অনুপাত' এবং আদিম ও অন্তিম সমান হইলে অনুপাতকে 'সামানুপাত' কহে। দুই অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে 'সমানুপাত' বলে।

অনুপ্রাস (Alliteration)

রচনায় একই ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত শব্দঝঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উক্তি। ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্যে, মধ্যযুগের ইংরেজি গদ্য ও পদ্যে, মধ্য ইউরোপের সাহিত্যে এই প্রকাশ ভঙ্গি দেখা যায়। অবাচীন সংস্কৃত কাব্যে এবং কৃত্রিম বাংলা কাব্যেও এই প্রথার সাক্ষাৎ ঘটে। ইংরেজি উদাহরণ In the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance :

বাংলা উদাহরণ—

কোথা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে,
কমণ্ডলু করঙ্গ পূজিত গঙ্গা জলে॥

অনুফলক (Ligule)

তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের গাত্র হইতে যে-পত্র নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ কাণ্ডকে আবৃত করিয়া থাকে। পত্রের যে অংশ কাণ্ড হইতে ভাঙিয়া বাহির দিকে গিয়াছে সেইখানে যে বহির্বৃদ্ধি (outgrowth) দেখা যায় তাহাকে অনুফলক বলে। কোনো কোনো ফুলের পাপড়িতেও এইরূপ বৃদ্ধি থাকে।

অনুবন্ধী, প্রতিযোগী (onjugate)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। দ্রঃ কং।

অনুবাত পার্শ্ব (Leeward wind)

যে পার্শ্বে বাতাস লাগেনা সেই দিক।

অনুবাদ (Translation)

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় সাহিত্য বা সংবাদ রূপান্তরিত করাকে অঃ করা বলে। প্রাচীন বাবিলনের লুপ্ত ভাষায় ইহা প্রথম দেখা যায়; আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্য নিত্য ভাষান্তরিত হইতেছে। ভারতের বৌদ্ধগ্রন্থ ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয় এবং তাহা সিংহল দ্বীপে 'এলু' ভাষায় প্রচারিত হয়। প্রথম শতকে এলুভাষা হইতে সেগুলি পালিভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্মের নানা শাখা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়: সেইসব গ্রন্থরাশি চীনা ভাষায় সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুদিত হয় এবং প্রায় ৫০০০ সংস্কৃতগ্রন্থ চীনা ভাষায় আছে। ৬ষ্ঠ হইতে ১২ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থরাজি তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয় এবং ঐ ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩০০০ এর উপর আছে। মধ্য এশিয়ার শক, কুশ বা তুখার ভাষা, তুর্ক-উইগুর, সগ্‌দিয়ান্‌ প্রভৃতি ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থের তর্জমা হয়। তিব্বতী হইতে তেঙ্গুর কেঙ্গুর (দ্রঃ) মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুদিত হয়।… আরবরা মধ্যযুগে সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষা হইতে বহু গ্রন্থ তর্জমা করে। …আধুনিক যুগে যে কেবল ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হইতেছে তাহা নহে; সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞানের শত শত গ্রন্থ, একভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। বহু অনুবাদক প্রতিদেশে এইভাবে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। এখন ইউরোপীয় যেকোনো ভাষায় কোন লেখক খ্যাতিমান্ হউন, অল্পকালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ প্রায় প্রত্যেক ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে প্রাচ্য গ্রন্থের ২টি অনুবাদ সিরিজ বিখ্যাত—ম্যাকস-মুলার সম্পাদিত Sacred Book of the East (৫০ খণ্ড) এবং Harvard

Oriental Series।…বর্তমান যুগে নিজ কাব্য অনুবাদ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতি অর্জন ও নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।—বাইবেল পৃথিবীর সকল ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। সাত'শর উপর ভাষায় বাইবেল আছে।

অনুভূমি, অনুভূমিক (Horizon, horizontal)

গোলাকার পৃথিবীর উপরিস্থিত যেকোন বিন্দুতে একটি স্পর্শরেখা (tangent plane) টানিলে যে তল (plane) সৃষ্ট হয়, তাহাকে horizontal বলে। পৃথিবীর পরিধি খুব বড় বলিয়া, স্পর্শরেখার সমতল ও পৃথিবীর তল প্রায় সমান (coincident) দেখায়। তাই পৃথিবীর তলকেই 'অনুভূমি' বলা হয় এবং সমান্তরাল যেকোন সমতলকেও horizontal বলে।

অনুভূমিক সমতল (H. plane) পৃথিবীর উপরিভাগকে যেকোন স্থান হইতে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত সমতল বলিয়া মনে হয়। এই আপাতদৃষ্টি সমতল ভূমিকে সেই স্থানের অনুভূমি (horizon) বলা হয় এবং সমান্তরালে স্থিত যে কোন সমতল ভূমিকে অনুভূমি সমতল বলে।

অনুমরণ, সহমরণ, সতীপ্রথা

স্বামী, রাজা বা সম্রাটের মৃত্যু হইলে প্রাচীন যুগে কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে স্ত্রী বা দাসীদের সহমরণের বা অনুমরণের প্রথা ছিল। স্বামীর মৃতদেহের সহিত একত্র দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ ও দূর দেশস্থ পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্ত্রী স্বামীর কোন দ্রব্য লইয়া চিতায় দগ্ধ হইলে তাহাকে অনুমরণ বলে। ব্যাবিলনের প্রাচীন উর নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাজার কবরের পাশে বহুনারীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে গ্রীক রোমান, জারমেন, শক এবং ভারতীয় আর্যদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। চীন ও জাপানে সম্রাট বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার সেবকরা অনুমৃত হইত; জাপানে এরূপ ঘটনা এখনো শোনা যায় (হারিকিরি দ্রঃ)। চীনে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী শ্মশানে গলদেশে রজ্জু লাগাইয়া প্রাণত্যাগ করিত; বালি ও লম্বক দ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা ছিল।…ভারতবর্ষে এই নিয়ম বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত ছিল; মহাভারতে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মানসিংহের ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন সহমৃতা হন, ৫৮ জন দাসীও সেই সঙ্গে পুড়িয়া মরে। এই আত্মাহুতির বিরুদ্ধে একদল স্মৃতিকার বরাবর প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন; আকবর ইহা রোধ করার চেষ্টা করেন। বৃটিশ যুগেই সর্বপ্রথম আইনদ্বারা বন্ধের চেষ্টা হয়। বাংলা দেশে সতীদাহ প্রথা বীভৎসাকার ধারণ করিয়াছিল। ১৮০৫এ নিয়ম হয় পুলিশের অনুমতি ব্যতীত কেহ 'সতী' হইতে পারিবে না। ১৮১৭ বাংলা দেশে ৭০৬ জন 'সতী' হয়, ১৮১৮ এ ৮০৯, ১৮২৩ এ ৫৭৫ জন। শেষোক্ত বৎসরে ৩২ জন বালিকা ছিল (বিশ্বকোষ)। রামমোহন রায় ১৮১৮-১৯ এ এই প্রথা রদ করিবার জন্য পুস্তিকা লেখেন: পুনরায় ১৮২৭এ। *বড়লাট বেন্টিক ১৮২৯ এ ৪ঠা ডিসেম্বর সরকারী ঘোষণার* দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ প্ররোচক হত্যাপরাধী হইবে, সরকারী চাকুরী তাহাদের পরিবারে নিষিদ্ধ হইবে ইত্যাদি ঘোষণার ফলে ইহা লোপ পায়।

অনুরাধা

ভ-চক্রের ২৭ নক্ষত্রের ১৭শ। বৃশ্চিক (Scorpion) রাশির ৩।৪টি নক্ষত্র। আরবী ভাষায় অল্‌ইক্‌লিল বলে।

অনুরাশি (Minor) বীজগানিতিক সংজ্ঞা।

অনুরূপ (বাহু বা কোণ) (Corresponding)

যদি দুইটি ত্রিভুজ (একটির উপর আর একটি রাখিলে) সর্বোতোভাবে সমান হয়, তবে একটির তিন কোণ ও তিন বাহু অন্যটির তিন কোণ ও তিন বাহুর সহিত মিলিয়া যায় ও উহাদের ক্ষেত্রফল সমান হয়। মিলিত বাহু ও মিলিত কোণগুলিকে অনুরূপ বাহু ও অনুরূপ কোণ বলে।

অনুরূপা দেবী

বাংলার লেখিকা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, মুকুন্দদেবের কন্যা। স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যো., মজঃফরপুরের উকিল। পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মা, চক্র, পথহারা, বাগ্‌দত্তা, মহানিশা প্রভৃতি বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন। কলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী পদক পাইয়াছেন (১৯৩৫)।

অনুলোম বিবাহ

হিন্দু বিবাহ ত্রিবিধ: সবর্ণ, অনুলোম, প্রতিলোম। উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত তদপেক্ষা হীন বর্ণের কন্যার বিবাহ হইলে অনুলোম বিঃ বলে। নীচবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহকে প্রতিলোম বিঃ বলে। এই উভয়বিধ বিবাহের ফলে সমাজে সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি। অন্যান্য দেশেও ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও প্রাকৃত, জেতা ও বিজিত প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। (দ্রঃ বিবাহ)

অনুশল্য

দেবদ্বেষী দৈত্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হস্তিনাপুর আক্রমণ করিয়া ভীম ও অর্জুনকে পরাভূত করে। কর্ণপুত্র বৃষকেতু ইহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যান।

কৃষ্ণের উপদেশে দৈত্যরা হিতাহিত চেতনা হয় এবং সে তপস্যার্থ বনে গমন করে।

অনুশাসন (Edict, inscriptions)

গভর্নমেণ্টের আদেশ বর্তমানে সরকারী 'গেজেটে' প্রকাশিত হয়। প্রাচীনকালে রাজাদেশ শৈল গাত্রে, শিলাস্তম্ভে বা তাম্রফলকে খোদিত হইত। ভারতের প্রাচীনতম অনুশাসন অশোকের প্রস্তর-লেখ। অনুশাসনের লিপি উদ্ধার ও পাঠ একটি বিশেষ বিদ্যা; ইহাকে Epigraphy বলে; গবর্নমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লিপিবিশেষজ্ঞ বা Epigraphist থাকে। অনুশাসনগুলি ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপাদান।

অনুশীলন সমিতি

১৯০৪ হইতে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে (দ্র) আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (দ্র.) বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া অং সং স্থাপন করেন। লাঠি খেলা, ব্যায়াম, জুজুৎসু প্রভৃতি শরীরচর্চা, গীতাপাঠ, ইতিহাস, রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা সমিতির সভ্যগণের প্রধান কার্য ছিল। ঢাকার অং সং বিশেষ বিখ্যাত ছিল; ইহার নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। সভ্যদের নানারূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ক্রমে এইসব সমিতি বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হয় ও সরকার সমিতিগুলিকে বে আইনী ঘোষণা করেন।

অনুশীলনী (Exercise)

অনুষ্টুপ

সংস্কৃতের ছন্দ। ইহা চারিচরণে গঠিত। প্রত্যেক চরণে ৮ অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে সকল চরণের ৫ম বর্ণ লঘু। ৬ষ্ঠ গুরু এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হয়। অন্য বর্ণ সম্বন্ধে নিয়ম নাই। বেদের অনেক মন্ত্র এই ছন্দে রচিত।

অনুসিদ্ধান্ত বা অনুমান (Corollary)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। কোন প্রতিজ্ঞার (Proposition) সিদ্ধান্ত হইতে যদি কোন সত্য সহজেই অনুমিত হয়, তবে উহাকে উক্ত প্রতিজ্ঞার অনুসিদ্ধান্ত বা অনুমান বলা হয়।

অনেসিক্রিটাস্ (Onesikritus)

গ্রীক্ লেখক ও সৈনিক। অলিকসন্দরের সঙ্গে ভারতে আসেন ও নিয়ার্কাসের সহিত গ্রীক্ রণপোত করিয়া পারস্যো-পসাগর দিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। অলিকসন্দরের একখানি জীবনী লেখেন ও ভারত উপকূল সম্বন্ধে বিবরণী (Periplus) রচনা করেন।

অন্তঃকেন্দ্র (In-centre) (দ্রঃ অন্তর্বৃত্ত)

অন্তঃকোণ (Interior angle)

জ্যামিঃ সংজ্ঞা। দুইটি সরল রেখাকে একটি ছেদক বা সরল রেখা কাটিলে যে ৮টি কোণ সৃষ্ট হয় তাহার মধ্যের কোণ গুলির নাম।

অন্তমূল (Tylophora asthmatica)

অর্কাদি বর্গের লতা; পাতা ও শিকড়, বমনকারক; ফুল ছোট, ভিতরে আরক্ত। গ্রীষ্মকালে [illegible]; প্রত্যেক ফুল হইতে এক জোড়া সরু-ফল হয়। (গো: [illegible]hopra, 535)

অন্তরক (Insulator)

যেসকল পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎ বা তাপ প্রবাহিত হইতে পারে না তাহাদিগকে তাড়িৎশক্তির বা তাপশক্তির অং বলে। ধাতু বা ধাতুগঠিত পদার্থসকল তাড়িৎ ও তাপের সুপরিবাহী (good conductor), তাহারা ঐ শক্তিসমূহের প্রবাহে বেশি বাধা দেয় না। কাঠ, মাটি, লাক্ষা, অভ্র প্রভৃতি খুব বেশি বাধা দেয়; তরলের মধ্যে জল উত্তম অন্তরক এবং পারদ সর্বোৎকৃষ্ট সুপরিবাহী। অপরিবাহী, (non-conductor)।

অন্তরীক্ষ

আটাইশ জন বেদব্যাসের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, অন্তরীক্ষ ১৩শ; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ২৮শ। বেদব্যাসগণ বেদবাণী সংগ্রহ করিতেন।

অন্তরীণ (Internment)

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষীয় লোক দেশের মধ্যে থাকিলে, বা নিরপেক্ষদেশে যুদ্ধনিরত সৈনিক বা জাহাজ প্রবেশ করিলে তাহাদের ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখা হয়—কোনো বিচার করা হয় না। যুদ্ধান্তে সন্ধি অনুসারে ব্যবস্থা হয়। ভারতে ১৯১৯এ রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে রুদ্রপন্থীদিগকে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকাইয়া রাখার রীতি প্রবর্তিত হয়। ১৮১৮এর ৩ নং রেগুলেশন অনুসারেও রাজনৈতিক অপরাধ সন্দেহে লোককে আটক বা অন্তরায়িত করিবার নিয়ম আছে। জেলে, কোনো গ্রামে বা নিজ গৃহে অন্তরীণাবদ্ধভাবে রাখা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে এ আইন বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং এক সময়ে ২০০০র উপর যুবক বিনা বিচারে আটক ছিল। ১৯৩৮র শেষে অধিকাংশই ছাড়া পাইয়াছিল। ···মেদিনীপুরের হিজলী জেল, ভুটান সীমান্তে বকসা দুর্গ ও রাজপুতানার দেউলি বন্দী নিবাসে ও বহরমপুর জেলে ইহারা থাকিত। ১৯২৫—১৯৩৫

পর্যন্ত অন্তরীপের জন্য বাংলা সরকারকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা দায় করিতে হয়।

অন্তরীপ (Cape)
দেশের যে-অংশ সমুদ্রমধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় প্রবেশ করে এবং সাগরতরঙ্গ যাহার উপর পতিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কোমল অংশ ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু দৃঢ় অংশকে সহজে ধ্বংস করিতে পারে না, তাহাকে অন্তরীপ বলে।

অন্তর্গ্রহ (Inner planet)
সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে গ্রহ আছে, যেমন বুধ ও শুক্র।

অন্তর্দ্বিখণ্ডক (*Internal bisector*)
জ্যামিঃ সংজ্ঞা। যদি কোন সরল রেখা কোনও একটি কোণকে সমানভাগে বিভক্ত করে, তবে ঐ সরল রেখাকে ঐ কোণের অঃ বলে। উক্ত কোণের একটি বাহু বর্ধিত করিলে যে সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয়, সেই কোণের দ্বিখণ্ডক রেখাকে ঐ কোণের বহির্দ্বিখণ্ডক (external bisector) বলে।

অন্তর্বাণিজ্য (Internal trade)
দেশের মধ্যে যে সব কেনাবেচা তাহাকে বলে।

অন্তর্বিভক্ত (Divided internally)
যদি একটি বিন্দু কোনও এক সরল রেখার উপরিস্থিত এবং উহার প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি বিন্দু হয় তবে উক্ত সরল রেখা ঐ বিন্দুতে অন্তর্বিভক্ত হইয়াছে বলা হয়, অথবা বলিতে পারা যায় ঐ বিন্দু সরল রেখাকে অন্তস্থভাবে ভাগ করিয়াছে। ঐ বিন্দুকে উক্ত সরল রেখার অন্তর্ভাগ বিন্দু (point of internal division)বলা হয় ও সরল রেখার ভাগদ্বয়কে উক্ত সরল রেখার দুই খণ্ড-অংশ (segments) বলে। ঐ সরল রেখাকে যদি বর্ধিত করা হয় এবং বিন্দুটি যদি বর্ধিতাংশের উপর অবস্থিত হয়, তবে সরল রেখাটি ঐ বিন্দুতে বহির্বিভক্ত হইয়াছে বলা হয়, অথবা আমরা বলিতে পারি বিন্দুটি বহিঃস্থভাবে সরল রেখাটিকে ভাগ করিয়াছে। বিন্দুটিকে উক্ত সরল রেখার বহির্ভাগবিন্দু বলা হয় এবং সরল রেখার ভাগদ্বয়কে ঐ সরল রেখার দুই খণ্ড বা অংশ বলা হয়।

অন্তর্বিবাহ (Endogamy)
স্ব-বর্ণের অন্তর্গত স্ব-কুল বা স্ব-গোত্রের মধ্যে বিবাহ।

অন্তর্বৃত্ত (Inscribed circle)
জ্যামিঃ সংজ্ঞা। যদি কোন বৃত্ত কোন ঋজুরেখ ক্ষেত্রের সম্পূর্ণরূপে ভিতরে থাকিয়া উহার বাহুগুলিকে স্পর্শ করে, তবে তাহাকে ঐ ঋজুরেখ ক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্ত বলে। অন্তর্বৃত্তকে উক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রের ভিতর অন্তর্লিখিত (inscribed) করা হইয়াছে এরূপ বলা হয়। অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্রকে অন্তঃকেন্দ্র (in-centre), উহার ব্যাসার্ধকে অন্তর্ব্যাসার্ধ (in-radius) বলে।

অন্তর্ব্যাসার্ধ (In-radius) দ্রঃ অন্তর্বৃত্ত।

অন্তর্ভূত কোণ (Included angle)
একটি ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোনটিকে উক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভূত কোণ বলা হয়।

অন্তর্ভূমি (Subsoil)

অন্তর্লিখিত (Inscribed)
জ্যামিঃ সংজ্ঞা। দ্রঃ অন্তর্বৃত্ত।

অন্তঃসত্ত্বা (দ্রঃ গর্ভ)

অন্তঃস্পর্শ (Internal contact)
যখন একটি বৃত্ত অন্য বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে স্পর্শ করে তখন স্পর্শবিন্দুতে বৃত্তদ্বয়ের অন্তঃস্পর্শ ঘটে। দুইটি বৃত্তের অন্তঃস্পর্শ ঘটিলে স্পর্শবিন্দুতে উহাদের একটি সাধারণ স্পর্শক (tangent) থাকে এবং উভয় বৃত্তই এই সাধারণ স্পর্শকের একই দিকে থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
মানুষের মৃত্যুর পর তাহার দেহের ও আত্মার সদ্গতির জন্য সকল যুগে সকল ধর্মের মধ্যে নানা প্রকার অনুষ্ঠান ও আচারের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা মৃতকে 'মমি' (দ্রঃ) করিত এবং ঐ দেহ পাহাড়ের মধ্যে গুহাগৃহে বা পিরামিডের মধ্যে রক্ষা করিত। সেমেটিকদের মধ্যে কবর দেওয়া চিহ্নি, তাহাদের নিকট হইতে খৃস্টান ও মুসলমানরা কবরপ্রথা গ্রহণ করিয়াছে। পারসিকরা তাহাদের মৃতকে পঞ্চভূতে সমর্পণ করে, পশু পক্ষীতে মৃতদেহ আহার করে। হিন্দুরা তাহাদের মৃতকে দাহ করে। হিন্দুদের মধ্যে লোকাচার বিভিন্ন ; 'বোষ্টম' বা 'জুগীরা' মৃতকে বসাইয়া কবর দেয়। বর্মা দেশে ও বালিদ্বীপে মহা আড়ম্বরে শব দাহ হয়। আদিম জাতিসমূহের মধ্যে শেষকৃত্য সম্বন্ধে বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখা যায়। (দ্রঃ কাটাকুম্ব Catacombs, কবর প্রথা)

অন্ত্র (intestine)
উদরের পাকস্থলীর (দ্রঃ) ডাইন দিকের প্রণালিকা (Polyros) নামে দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ঘুরিয়া মলদ্বার পর্যন্ত

বিস্তৃত নল ; মানুষের নিজ হাতের ১৬ হাত দীর্ঘ। ইহার প্রধান দুই ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্র (দ্রঃ) ও বৃহদন্ত্র (দ্রঃ)। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ অর্থাৎ পাকস্থলীর অব্যবহিত পরে ইঞ্চি দশ (দ্বাদশ-আঙ্গুল-অন্ত্র) নলকে ডিউওডেনাম বা গ্রহণী বলা হয়। যকৃত (দ্রঃ) হইতে পিত্তরস আসিয়া অগ্ন্যাশয় (দ্রঃ) নিসৃত রসের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্র সরু ও দীর্ঘ ; ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে খাদ্য বৃহদন্ত্র বা কোলনের মধ্যে প্রবেশ করে। এইখানে একটি কপাটিকা (ileo-cœcal valve) আছে ; ইহা থাকায় খাদ্য কোলনে যাইতে পারে কিন্তু কোলন হইতে কোন পদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কোলনের এই অংশ একটু অধিক স্ফীত (সিকাম্ cecum) ; ইহার তলদেশে অ্যাপেনডিক্স (appendix দ্রঃ) নামে একটি মুখবন্ধ থলির মত আছে। কোলনে খাদ্য বিত্তার হয় ও দুর্গন্ধ জন্মে। কোলন্ প্রায় ৪ হাত দীর্ঘ। সকল জীবেরই অন্ত্র আছে, তবে গঠন প্রণালী পৃথক।

অন্ত্র অবরোধ (Intestinal obstruction)

অন্ত্র মধ্যে বাহিরের কঠিন পদার্থ যথা : মার্বেল, লৌহ প্রভৃতি দৈবাৎ আটকাইয়া গেলে, অথবা অন্ত্রে পাঁচ বা পাক লাগিয়া গেলে, ক্ষতাদি শুকাইবার সময়ে অন্ত্রের ছিদ্রপথ সঙ্কুচিত হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতা, শূলবেদনা, বমনাদি উপসর্গ হইলেও রোগের আবির্ভাব হয়। দ্রুত অস্ত্রোপচারে রোগী বাঁচিতে পারে।

অন্ত্রজ্বর (টাইফয়েড্ দ্রঃ)

অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis)

ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরীন ঝিল্লীর প্রদাহ : সাধারণত পেটফাঁপা বলে। অখাদ্য, কুখাদ্য হজম না হইয়া জমিয়া পচিয়া বিষোৎপাদন করে এবং ফলে অন্ত্র উত্তেজিত হয় ; উদরাময়ে পেটের যন্ত্রনা হয়। শিশুদের গ্রীষ্মকালীন প্রদাহকে কোলাইটিস (colitis) বলে।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia) দ্রঃ হার্নিয়া।

অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (Peritonitis)

উদর গহ্বর মধ্যে (pelvic cavity) অন্ত্রাদির উপরিভাগে যে শ্বেতবর্ণ পাতলা ঝিল্লী বা পর্দা আছে তাহাকে পেরিটোনিয়াম্ বলে। এই ঝিল্লীর প্রদাহ অনেক সময় অন্ত্রপ্রদাহর সহিত গোল হয়। বাহিরের আঘাত অথবা অন্ত্রবৃদ্ধি জনিত strangulation, অন্ত্রের ছিদ্রীকরণ, অন্ত্র অবরোধ, বস্তি বিদারণ, অ্যাপেনডিসাইটিস্ প্রভৃতি নানা কারণে ঝিল্লী প্রদাহ হয়। বারো মাসের বেদনা কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা টিউবারকুলিন (ক্ষয়রোগ) জনিত।

অন্ধমুনি

অযোধ্যার বৈশ্যজাতীয় অন্ধ মুনি এক শূদ্রানীকে বিবাহ করিয়া সরযূতীরে বনে বাস করিত। রাজা দশরথ মৃগয়ায় গিয়া তাহার পুত্র সিন্ধুকে পশুভ্রমে বধ করেন। মুনি রাজাকে পুত্রশোকে মারা যাইবেন—এই অভিশাপ দেন। দশরথ তখন নিঃসন্তান ; মুনির 'শাপে বর' হইল। অন্ধমুনি ও তাহার পত্নী মৃত পুত্রের চিতায় আত্মাহুতি করেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই আখ্যান অবলম্বনে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

অন্ধক

কশ্যপের পুত্র। এই দৈত্য শিব ভিন্ন যুদ্ধে অপরাজেয় ছিল। দেবতারা তাহার উপদ্রবে অস্থির হইয়া উঠেন। এক দিন নারদের গলদেশে মন্দার পুষ্পমালার সৌন্দর্য দেখিয়া অং মুগ্ধ হন এবং উহা সংগ্রহ করিবার জন্য মন্দার পর্বতে যান ও সেখানে মহাদেবের সহিত কলহ করেন ও তাঁহার দ্বারা নিহত হন।

অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole Tragedy)

বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষেধ সত্ত্বেও ইঃ ইঃ কোম্পানির বণিকেরা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুদৃঢ় করিতে থাকে ও কৃষ্ণনাথ (দ্রঃ) নামক কোন বিশ্বাসঘাতক পলাতক প্রজাকে নবাবের হস্তে অর্পণ করিতে রাজি হয় নাই। সেইজন্য নবাব কলিকাতা আক্রমণ ও দখল করেন (১৭৫৬)। অধিকাংশ ইংরেজ ও সৈনিক নৌকাযোগে পলায়ন করে ও জাহাজে আশ্রয় লয়। ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দী হয়। কথিত আছে, নবাবের কর্মচারীর আদেশে ঐ শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের একটি কামরায় রাত্রের জন্য আটকাইয়া রাখা হয় এবং প্রাতে দেখা যায় ১২৩ জন মরিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা হলওয়েল নামে এক সাহেব সেই সময়ে প্রচার করেন এবং গত দেড় শত বৎসর এই ঘটনা সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থে (১২৯৯) প্রথম ঘোষণা করেন যে এই ঘটনা অতিরঞ্জিত। হলওয়েলের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো কাগজ পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। হলওয়েল সিরাজকে ইংরেজদের চোক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই মিথ্যা রটনা করেন, পরে তিনি মীরজাফরের নামেও মিথ্যা কথা প্রচার করেন এবং ইঃ ইঃ কোম্পানির লোকেরা তাহা বিশ্বাস করে নাই। মৃতদের নামের তালিকাও সম্পূর্ণ নহে। ১৮ ফুট জায়গায় ১৪৬ জন লোককে কোনো প্রকারে ধরান যায় না। ডালহৌসি স্কোয়ারে অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

অন্ধতা (Blindness)

অত্যধিক তাপ ও সূর্যালোক চক্ষের ক্ষতিকর। এছাড়া বসন্ত, টাইফয়েড, ট্রাকোমা, মেনিনজাইটিস, শোথ, এমনকি ওলাওঠা

ও কুষ্ঠরোগেও অন্ধতা আনে। উপদংশ রোগের জন্য অনেক শিশু মাতৃগর্ভ হইতে অন্ধ হইয়া জন্মে। কুষ্ঠের মধ্যে শতকরা ১০ জন অন্ধ। ছানির অন্ধতায় চোখ কাটাইয়া চশমা লইলে দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া পাওয়া যায় (দ্রঃ ছানি)। ভারতবর্ষে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে ৬·০১ লক্ষ অন্ধ অর্থাৎ লক্ষকরা ১৭১; বঙ্গদেশে ৫·০১ কোটির মধ্যে ৩৭,৪০০ অন্ধ বা লক্ষকরা ৭১ জন।

অন্ধের শিক্ষা

সকল সভ্য দেশেই অন্ধের শিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা আছে। ব্রেইল (Braille)-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে তাহারা পড়িতে শিখিতেছে (দ্রঃ ব্রেইল)। এ ছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে ঝুড়িবুনা, বেতের জিনিষ তৈয়ারী, গান, বাজনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতে ৪৫ বৎসর বয়সের অন্ধরা সরকারী পেনশন পায় এবং একসেট রেডিও চিত্তবিনোদনের জন্য উপহার পায়। এ দেশে অন্ধের শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমেরিকায় হেলেন্ কেলার (দ্রঃ) নামে বিদুষী মহিলা অন্ধ, বধির ও মূক।

অন্ধ্র

দঃ ভারতে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যস্থিত ভূভাগ। অন্ধ্র রাজবংশ ইতিহাসে শতবাহন বা সাতকর্ণী নাম পরিচিত। দেশ তেলিঙ্গানা নামেও খ্যাত। অন্ধ্রদেশের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষী। (দ্রঃ ভৌঃ অংশ)

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়

মাদ্রাস প্রেঃর উত্তরাংশ অন্ধ্র বা তেলেগু ভাষাভাষীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৬এ ওয়ালটায়ার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২টি কলেজ ইহার অধীন। সাহিত্য বিজ্ঞান, শিক্ষকতা, ইন্‌জিনীয়ারিং, আইন, চিকিৎসা, ধনবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ভাইস চানসেলর C R.Reddy।

অন্ননালী (Gullet, œsophagus)

গলকক্ষ (Pharynx) হইতে মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত যে নল পাকস্থলী পর্যন্ত গিয়াছে তাহাকে অং বলে। ইহা ৯ ইঞ্চি লম্বা, ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চি। ইহা শ্বাসনালীর পশ্চাৎভাগে স্থিত (কণ্ঠনলী দ্রঃ)। ইহার কাজ আত্মচালিত স্নায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্বভাবত ইহা বুজিয়া থাকে, কিন্তু খাদ্য উপস্থিত হইলে ইহার মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া কার্যকারী হয়।

অন্নপূর্ণা

ভগবতীর বিশেষ মূর্তি। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে পূজা হয়। গল্প আছে মহাদেব গৌরীর সহিত কলহ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া যান; গৌরীও অন্নপূর্ণা রূপে কাশীতে গিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। শিব অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা লন।…কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দির ভারত বিখ্যাত। লোক-বিশ্বাস কাশীতে কেহ অভুক্ত থাকে না।

অন্নপ্রাশন

হিন্দুদের ১০ সংস্কারের অন্যতম। সাধারণত ছেলেদের ৬ বা ৮ মাসে, মেয়েদের ৫ বা ৭ মাসে মুখে 'ভাত' দেওয়া হয়। হিন্দু পঞ্জিকায় কোন্ সময়ে ইহা করিতে হয় তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে। দাঁতে ভাত অর্থাৎ দন্তোৎগম হইবার পর অন্নপ্রাশন করিতে নাই বলিয়া লোকবিশ্বাস।

অন্যোন্যক (Reciprocal)

বীজ গাণিতিক সংজ্ঞা। দুইটি রাশির গুণফল ১ হইলে উহাদের একটিকে অপরটির অন্যোন্যক বলে।

অন্বয়ী প্রমাণ (Direct proof)

জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিতে দুই প্রকার প্রমাণের প্রয়োজন হয়—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী।…যে প্রমাণে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকে অন্বয়ী প্রমাণ বলে এবং যাহার সিদ্ধান্তের বিপরীত কল্পনা করিয়া যুক্তি দ্বারা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যাহা অসম্ভব, এবং সেইহেতু অনুমান করা যে সিদ্ধান্তটি সত্য না হইয়া যায় না, এরূপ প্রমাণ-পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী প্রমাণ (indirect proof) বলা হয়।

অপদান

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায় গ্রন্থের শেষ পুস্তক। বৌদ্ধযুগের ৫৫০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন স্ত্রীলোকের জীবনী আছে। অপদান শব্দের অর্থ 'পবিত্র কর্ম' অথবা 'বীরোচিত' কর্ম। জাতকগ্রন্থে কোন না কোন বুদ্ধের অতীত জীবনী বর্ণিত; অপদানে প্রধানত যে ভিক্ষু 'অর্হত্ব' লাভ করিয়াছেন তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সংস্কৃতে ইহাকে 'অবদান' বলে।

অপবাহিকা (Basin of a river)

প্রধান নদী ও তাহার উপনদীগুলির দ্বারা যে অঞ্চলের জল বাহিত হয় সেই ভূখণ্ডকে অপবাহিকা বলে।

অপভ্রংশ

প্রাচীন ভারতে সাধারণের কথ্য ভাষাকে 'প্রাকৃত' ভাষা বলিত; প্রাকৃত ভাষা (বৌদ্ধদের পালি ও জৈনদের প্রাকৃত) ক্রমে লেখ্য ভাষা হইয়া যায়। কিন্তু লোকের কথ্য ভাষা

পরিবর্তিত হইয়াই চলিল ; এই পরিবর্তিত ভাষাকে অপভ্রংশ বলা হয়। অপভ্রংশ হইতে বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ হইয়াছে।

অপমৃত্যু ও অপঘাত

স্বাভাবিক মৃত্যু বা ব্যাধিতে ভুগিয়া মৃত্যু ছাড়া, মানুষ নানাভাবে আকস্মিক মৃত্যুর কবলে পড়ে ; যথা, জলেডোবা, আগুনেপোড়া, ঘরচাপা, ট্রেন্ বা মোটরেকাটা, সর্পাঘাত বা হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মরা। এইসব মৃত্যুর জন্য মৃতব্যক্তি দায়ী নহে, তবে ইহা যে অসাবধানতার ফল - সে-কথা নিশ্চিত ; তবে এই অসাবধানতা মৃতের নাও হইতে পারে, যে মৃত্যু ঘটাইয়াছে হয়ত' দায়িত্ব তাহার ; অনেক সময়ে মোটর চালক বা ইন্জিন ড্রাইভার দায়ী হয়। ট্রেন্ ধ্বংস হইলে বা জাহাজ ডুবি হইলে কোম্পানিকে মৃতের বা আহতের ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। বর্তমানে কলকারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক খাটে ; কল মালিকদের অব্যবস্থা বা শ্রমিকের অনবধানতার জন্য অপমৃত্যু ঘটে। বিলাতে কারখানায় অপ-মৃত্যু হইলে মৃতের আত্মীয় ও সন্তানরা খেসারত পায় ; এ সম্বন্ধে পার্লামেন্টে বহু আইন পাশ হইয়াছে। এ দেশেও Workmen's Compensation Act, 1923 আছে। ১৯৩৫এ ভারতের নানা শ্রেণীর কারখানায় ৬৯৫ জন লোকের অপঘাতে মৃত্যু হয়। ইহার জন্য প্রায় ৫·২৩ লক্ষ টাকা খেশারত দিতে হয়। আহতদের ৬·৩৯ লক্ষ টাকা দিতে হয়। অপমৃত্যু ঘটিলে ঐ ঘটনা পুলিশে সংবাদ দিতে হয় এবং পুলিশের আদেশ ব্যতীত মৃতদেহের সৎকার হইতে পারে না। পুলিশ প্রয়োজন বোধ করিলে সরকারী চিকিৎসকের দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ করিয়া লইতে পারে। কলিকাতায় অপমৃত্যু সম্বন্ধে বিচার করোনারের কোর্টে হয়। (দ্র ক্ষতিপূরণ)

অপরং গাছ (Calamus draco)

বেত্র-সদৃশ গাছ ; বেত ও ফলে রক্তবর্ণ রজন পাওয়া যায় (a red resin) ইহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। আসল অপরং বহন অন্য গাছ (dracœna) হইতে পাওয়া যায় ; সে গাছ এদেশে নাই। (যোগেশ : Chopra 470)

অপরাজিতা (Clitoria ternatea)

লতা। নীল ফুল ও শাদা ফুলের দুই রকম গাছ আছে ; ভারতে প্রায় সর্বত্রই জন্মে ; এ দেশে বীজ রঙের জন্য ব্যবহৃত হয় ; বাতপিত্ত ও কফ উপশমকারী ঔষধ। ফলের বীজ গুঁড়াইয়া শুঁটের সহিত খাইলে রেচকের কাজ করে। ইহা মেধা; শীতবীর্য, কণ্ঠহিত, দৃষ্টি, স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ ; কটু-তিক্ত-কষায় রস-যুক্ত ; নানা রোগে ব্যবহৃত হয় (Chopra 476)

অপরিবাহী (Non-conductor) দ্রঃ অন্তরক

অপরিবাহী (Impervious)

যে বস্তু বা পদার্থের মধ্যে অদৃশ্য ছিদ্র নাই—অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া জল পরিবাহিত হয় না।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মৃঃ ১৩৪১)

বাংলার নাটাকার ও অভিনেতা। 'পাক প্রণালী' 'শুভ বিবাহ' রচয়িতা বিপ্রদাসের পুত্র। অভিনেতারূপে মিনার্ভায় যোগদান করিয়া ক্রমে নাট্যকার হন ; তাঁহার 'কর্ণার্জুন' ২০০ দিনের অধিক অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থ সমূহ :—'ভদ্রা' (উপন্যাস) 'দুমুখো সাপ', 'রঙ্গিলা', 'পুষ্পাদিকা' (রঙ্গনাট্য) ; 'বন্দিনী', 'অপ্সরা,' 'বাসবদত্তা' (গীতিনাট্য) 'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জুন', 'ইরাণের রাণী', 'রাখীবন্ধন', 'ছিন্নহার', 'আহুতি', 'রামানুজ' প্রভৃতি (নাটক)।

অপস্মার (Epilepsy)

(দ্রঃ মৃগী)

অপামার্গ

(দ্রঃ আপাং)

অপেক্ষক (Function)

বীজ সংজ্ঞা। এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট কোন বীজগণিতীয় রাশিমালা বা রাশিকে সেই অক্ষরের অপেক্ষক বলে। অপেক্ষকের অক্ষরকে চল (variable) বলে। যথা x^3+5x+8 রাশি-মালায় x অপেক্ষক। $a^2+ab+12$, a, b, অপেক্ষক। a এবং bকে 'চল' বলা হয়।

অপেয়

জাতি, ধর্ম, সংস্কার অনুযায়ী খাদ্যাখাদ্য বা পেয় 'অপেয়' বিচার সর্বদেশে ও সর্বকালেই আছে। উচ্চবর্ণ হিন্দুর নিকট জল-অচলনীয় ব্যক্তির জল অপেয়, কিন্তু দুগ্ধ নহে। মদ্য সাধারণভাবে অপেয় হইলেও তান্ত্রিক পূজায় মদ্য পেয়। কূপ, পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতির জল ঋতুভেদে অপেয়। হিন্দুর পক্ষে মুসলমান বা খৃস্টানের জল অপেয়। সোমরস প্রাচীনকালে আমাদের পেয় ছিল, কিন্তু ইরানীদের নিকট ছিল অপেয়। মদ্য মুসলীমদের নিকট সম্পূর্ণ অপেয়, অমুসলীমের জলও অব্যবহার্য। শিখদের কাছে ধূমপান নিষেধ, কিন্তু মদ্যপান সম্বন্ধে বিচার নাই। হিন্দুদের পক্ষে লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ অপেয়, নববৎসা গাভীর দুগ্ধপান নিষিদ্ধ ; ইত্যাদি বহু আচার দেখা যায়।

অপেরা (Opera)

মূল শব্দটি ইতালীয়। ইতালিতে বাদ্যের সহিত যে স্বরসঙ্গীত গীত হইত (১৫৯৪) তাহাকে অ: বলিত; ১৬০০ অব্দ হইতে পেশাদারী অঃ আরম্ভ হয়; তখন গোটা চার যন্ত্র বাজানো হইত, গানই প্রধান ছিল। জারমেনীতে হ্যান্‌ডেল, মোজার্ট, বেটোভন, বেবর, শেপার অপেরা-সঙ্গীতে অমর নাম। কিন্তু রিচার্ড ওয়াগনার (Wagner) সঙ্গীতের সহিত মুদ্রা, কাব্য, দৃশ্য প্রভৃতি আনিয়া তাহাকে নূতন রূপ দেন।...এদেশে ইংরেজি থিএটরের অনুকরণে গীত, বাদ্য ও নৃত্য ঢোকাইয়া যে জিনিস করা হইয়াছে তাহাকে 'অপেরা' নাম দেওয়া হইয়াছে। বাংলায় নৃত্য ও সুরসংযুক্ত অভিনীত নাটককে গীতিনাট্য বলা হয়। অপেরার প্রধান বিষয় গান, অভিনয় নহে।

অপ্পয় দীক্ষিত (১৫২০-৯১)

দঃ ভারতের সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্পন্ন পণ্ডিত। বিজয়নগরের রাজা বেংকটদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ১০৮ খানি গ্রন্থ রচনা করেন; ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভাষ্য ও টীকা।

অপ্রকাশ (Non-luminous)

কতকগুলি বস্তু হইতে আলোক স্বভাবতই বিচ্ছুরিত হয়, যেমন সূর্য। কিন্তু একটি সাধারণ লৌহ গোলক হইতে কোন আলো বাহির হয় না; আগুনে ফেলিলে উহা প্রথমে লাল ও পরে শাদা হয়; তখন উহা হইতে আলোক বাহির হয়--উহাকে বলে স্বপ্রকাশ (luminous)। আমরা সাধারণত যেসব বস্তু দেখি, তাহার অধিকাংশই অপ্রকাশ, কিন্তু কোন স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে আলোক আসিয়া অপ্রকাশ বস্তুতে পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। অপ্রকাশ বস্তুর উপর আলো পড়ে বলিয়া উহারা দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্র অপ্রকাশ; সূর্য হইতে আলোক উহাতে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসে বলিয়া চন্দ্রকে আমরা উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাই।

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (Improper fraction)

(দ্রঃ ভগ্নাংশ)

অপ্রবেশ্য (Impermeable, impervious)

যে শিলার মধ্য দিয়া বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না।

অপ্সরা

স্বর্গের স্বাধীন নারী; সমুদ্রমন্থনকালে জল (অপ্‌) হইতে উঠিয়াছিল (সৃ) বলিয়া অপ্সরা নাম। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা ঘৃতাচীর নাম রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে প্রায়ই পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে আছে ইহারা ভাল পাশা খেলিতে পারিত; অথর্ববেদমতে ইহারা গন্ধর্বগণের পত্নী, নৃত্যকলাদিতে পারদর্শী। অপ্সরাগণ বোধহয় সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিল।

অবক্ষেপণ (Deposition)

ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিচূর্ণীভূত শিলা একস্থান হইতে অন্যস্থানে নদী প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হয় এবং পরিশেষে জলাশয়ের তলদেশে সঞ্চিত হয়, এই কার্যকে বলা হয় অবক্ষেপণ।

অবঘাতন (Evolution)

গাণিঃ সংজ্ঞা। (দ্রঃ উদ্‌ঘাতন)।

অবচ্ছিন্ন বা বদ্ধরাশি (Concrete quantity)

বীজঃ সংজ্ঞা। যে সংখ্যার সহিত কোন একক সংযুক্ত থাকে, তাহাকে অঃ সংখ্যা কহে। যথা তিনটি ঘোড়া, পাঁচ সের ইত্যাদি। এখানে ৩, ৫ সংখ্যা অবচ্ছিন্ন। (দ্রঃ অনবচ্ছিন্ন রাশি)।

অবজারভেটরি (Observatory)

জ্যোতিষ্ক পরিদর্শন ও আকাশের আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বা ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণের জন্য বীক্ষণাগারকে মানমন্দির বা অঃ বলে। প্রাচীন বাবিলনীয়রা (খৃ পূ ২২৪৭) জিগুরাত নামে মন্দির হইতে জ্যোতিষ্কসমূহ পরিদর্শন করিত, ইহাই মানবের আদি মানমন্দির। মিশরের প্টলেমী বংশীয় রাজারা আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে মানমন্দির নির্মাণ করেন। ৯-১০ শতকে বগ্‌দাদ, দমস্কাস্‌ ও মোকাত্তমে আরবদের মাঃ ছিল। ১৩ শতকে মধ্যএশিয়ার মুঘল খাঁরা মেরাঘে ও ১৫ শতকে সমরকন্দে মাঃ নির্মাণ করেন। ইউরোপে জারমেনীর নুরেনবের্গ শহরের অবঃ (১৪৭২) প্রথম। ১৫৪০এ কপার্নিকাসের বৈজ্ঞানিক অঃ নির্মিত হয়। ইংল্যাণ্ডের গ্রীনউইচে জ্যোতিষ্ক ও আবহ-বিদ্যামন্দির আছে কলিকাতার আলিপুর, দেরাদুন, পুণা, কোডাইকানাল-এ আবহ অঃ আছে; ভারতে কোথায়ও উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ্ক অবঃ নাই। ১৮ শতকে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ জয়পুর, দিল্লী ও কাশীতে মানমন্দির নির্মাণ করেন; তবে কোথাও দূরবীন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রীনউইচ, এডিনবরা, কেপটাউনে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষী অবঃ আছে; এছাড়াও ৩০টি ছোটখাটো অবঃ নানাস্থানে আছে। অস্ট্রেলিয়ার কানেবরা ও সামোয়া দ্বীপস্থ অঃ উল্লেখযোগ্য। সর্বশ্রেষ্ঠ অবঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে; কালিফোর্ণিয়ার লিক্‌ (Lick) অঃ-তে বৃহত্তম দূরবীন আছে; উইলসন্‌ পর্বতোপরি কার্নেগী সূর্য-মানমন্দির ও অরিজোনা স্টেটের লোয়েল (Lowell) অবঃ বিখ্যাত। কালিফোর্ণিয়া টেক্‌নলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের জন্য ২০০ ইঞ্চি

ব্যাসের একটি দুরবীন তৈয়ারী হইতেছে। ইহাই হইবে বৃহত্তম দুরবীন। অংতে দুরবীন ছাড়াও বহুপ্রকার যন্ত্র ও ফটো প্রভৃতি তোলার ব্যবস্থা থাকে (দ্রঃ দুরবীন, লিক্ অবঃ)

অবতল, নতোদর (Concave), দ্রঃ লেনস্।

অবতার (Incarnation)

লোক বিশ্বাস ঈশ্বর মানুষের হিতার্থে বা পাপীর উদ্ধারের জন্য নানা রূপ ধারণ করিয়া মর্তে অবতীর্ণ হন। হিন্দুদের দশাবতারে বিশ্বাস, যথা, (১) মৎস, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) বলরাম, (৯) বুদ্ধ (১০) কল্কি। প্রথম নয়জন আবির্ভূত হইয়াছেন দশম কল্কি আসিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে হংসপ্রমুখ বহু অবতারের নাম আছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম অবতারদের মধ্যে না থাকিলেও পূর্ণ ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এছাড়া সম্প্রদায় বিশেষের নিজনিজ গুরু ঈশ্বরের অবতার। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতার। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার; এ ছাড়াও বহু জেলায় বহু অবতার আছেন। খ্রস্টানদের বিশ্বাস যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও অবতার। (দ্র হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, অবতার-তত্ত্ব)

অবতার চন্দ্র লাহা (১২৬৩—১৩৩৮)

বাংলা লেখক। 'আনন্দ লহরি' 'আমার ফটো' 'শুভ দৃষ্টি' প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িতা। রস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

অবদান

বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ: বিষয় বস্তু অপদানের ন্যায়। সংস্কৃতে 'অশোক অবদান' 'বোধিসত্ত্বাবদান' প্রভৃতি বিরাট সাহিত্য ছিল। ইহার অধিকাংশ লুপ্ত; তবে চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনেকগুলি অবদান আছে।

অবধূত

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—প্রধানত শৈব ও বৈষ্ণব। তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই ১০ ভাগে শৈব অবধূত বিভক্ত। ইহাদের কেশ দীর্ঘ, অসংস্কৃত, গলায় হাড়ের মালা বা রুদ্রাক্ষের মালা; পরিধানে কৌপীন, কখনো বিবস্ত্র। বৈষ্ণব অবধূতগণ রামানন্দের শিষ্য, বাংলার স্থানে স্থানে আখড়া আছে; সকল জাতীর লোককে শিষ্য করে। উঃ ভারতে সন্ন্যাসিনীবেশী নারী অবধূতানীরা অন্তঃপুরে দীক্ষা দেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ ১৮৭১)

বাংলার চিত্রশল্পী ও শিল্পাচার্য। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। পিতা গুণেন্দ্রনাথ: রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভ্রাতস্পুত্র। ইহার অপর ভ্রাতা শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ। ইনি প্রথমে ইতালীয় শিল্পী Gilhardi ও ইংরেজ Palmerএর নিকট বিলাতি ধরণে ছবি আঁকিতে শেখেন; পরে হ্যাভেল (দ্রঃ) সাহেব তাঁহাকে ভারতীয় চিত্রকলার সৌন্দর্য সমঝাইয়া দেন। বহু বৎসর কলিকাতা আর্টস্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন; বাংলায় নূতন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ইনিই প্রবর্তক। বাংলার বিশিষ্ট লেখক বহুগ্রন্থের রচয়িতা, যথা:—রাজকাহিনী, (১-২ খণ্ড), শকুন্তলা, ভারত শিল্প, ক্ষীরের পুতুল, নালক ভূতপতরির দেশ, মারুতির পুঁথি ইত্যাদি। ১৯১৩এ C.I.E. উপাধি। কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক ১৯২১-২৯। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর উপাধি পাইয়াছেন। ইহার বহু চিত্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছে।

অবরোধ প্রথা জেনানা, হারেম

স্ত্রীলোককে অন্তঃপুর বা হারেমে অনাত্মীয় পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিবার বিধি। প্রাচীনকালে পুরুষ অনেক সময়ে নারীহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিত; এদেশের ক্ষত্রিয়দের বিবাহ সজ্ঞা এখনো তাহারই পরিচায়ক। আর্যদের মধ্যে নারীর অবরোধ যতখানি শ্রীলতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন তাহাই পালিত হইত। ইসলাম অবরোধ প্রথার পৃষ্ঠপোষক; তাহারই অনুকরণে এদেশে ইহা প্রচার লাভ করিয়াছিল; মহারাষ্ট্র বা দঃ ভারত যেখানে ইসলাম প্রভাব ক্ষীণ, সেখানে স্ত্রীলোকেরা পরদা মানে না। উঃ ভারতে এমনকি রাজপুতানায় ইহা অত্যন্ত তীব্র। চিকিৎসকদের মত শহরের অবরোধ প্রথা নারীদের মধ্যে যক্ষ্মাদি রোগ প্রসারের অন্যতম কারণ। বর্তমান যুগে ভারতে ব্রাহ্ম সমাজ সবপ্রথম ইহা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করে।

অবলোকিতেশ্বর

মহাযান বৌদ্ধ দেবতা; ইহার বহু মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। তিব্বতে ও চীনে এখনো পূজা হয়। উঃ ভারতে খৃঃ ৩য় শতক হইতে ১২শ পর্যন্ত পূজিত হইত। চীনে ইনি Kwan-Yin ও জাপানে Kwan-non নামে পরিচিত।

অবলোহিত (Infra-red) দ্রঃ আলোক।

অবশিষ্ট (Remainder)

গাণিতিক সংজ্ঞা। সাধারণত পাটীগণিতে বিয়োজন অপেক্ষা বিয়োজ্য ক্ষুদ্রতর হয় এবং ইহাদের বিয়োগফলকে 'অবশিষ্ট' বলে। কিন্তু যদি বিয়োজ্যই বৃহত্তর সংখ্যা হয়, তবে বিয়োগফল বা অবশিষ্ট ঋণাত্মক বা (—) চিহ্ন সংবলিত হইবে। এইরূপ অবশিষ্টকে গ্রাম্য হিসাবে 'ফাজিল' বলে।

অবসাদ ও অবসর (Fatigue and liesure)

অবসর বা বিশ্রামশূন্য দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমের ফলে মাংসপেশিসমূহ অবসাদে অকর্মণ্য হয়—এমনকি সময়মত আহার পানীয় দিলেও তাহা এক সময়ে স্তব্ধ হয়। ধাতুনির্মিত কলকব্জাও নিরন্তর ব্যবহারে অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়; কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় চলে। শ্রমিকদের মাংসপেশি উপযুক্ত রাখিবার জন্য বর্তমানে কলমালিকরা বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদদের সহায়তা লইতেছেন ও নানা প্রকার চিত্তবিনোদন এবং কারখানাঘরে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতেছেন। শিক্ষাবিজ্ঞানে ছাত্রদের অবসাদ বা ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা চলিতেছে।

অবস্থাগত (Physical)

পদার্থবিদ্যা (Physics); বস্তু বা পদার্থ এবং শক্তি (matter ও energy)—এই দুই বিষয় লইয়া আলোচনা করে। শক্তির এবং পদার্থের যেসকল পরিবর্তন এবং বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাকে অবস্থাগত বলা যাইতে পারে। একটি মৌলিক পদার্থের (element) পরমাণবিক ওজন উহার অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য; বৈদ্যুতিক শক্তি বা ঘষণ প্রক্রিয়া হইতে যে উত্তাপশক্তি উদ্ভূত হয় তাহা শক্তির অবস্থাগত পরিবর্তন এবং অপরটি অবস্থাগত প্রক্রিয়া।

অবস্থাগত ধর্ম (Physical property)

সকল পদার্থের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে; পদার্থের অবস্থাগত পরিবর্তনে সেইসকল ধর্মেরও পরিবর্তন হয়। পদার্থের পরিণাম ধর্মে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—১। ব্যাপকতা (extension) ২। গুরুত্ব (mass) ৩। ওজন (weight) ৪। ছিদ্রত্ব (porosity) ৫। স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)। প্রত্যেক জিনিষের এই সাধারণ ধর্ম ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে, যেমন জলের প্রবতা। কিন্তু জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন বাষ্পের তাপ বা temperature একই থাকে; ইহা জলের একটি বিশেষ ধর্ম। সকল তরল পদার্থেরই এই রকম বাষ্পীভবন temperature আছে। (দ্রঃ জড়পদার্থ)

অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade)

এক দেশের পণ্য অন্য দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে পণ্যের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আমদানী শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক ধার্য হয় দুই উদ্দেশ্য হইতে—প্রথমত দেশের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয়ত, দেশের শিল্পকে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য। পূর্বে জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের বহু বাধা ছিল; কারণ তখনকার অর্থশাস্ত্রীদের ধারণা ছিল যে, ধন বলিতে স্বর্ণ, রৌপ্যাদি মহামূল্য খনিজ বুঝায় এবং বিদেশী বণিকরা শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেশ হইতে যে অর্থ লইয়া যায় তাহা অন্যায়; ইহার ফলে দেশ নির্ধন হয়। সেই জন্য বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া উহা এক প্রকার নিষেধ করিতেন; এই নীতিকে বলিত mercantile system। অ্যাডাম্ স্মিথ্ তাঁহার Wealth of Nations (১৭৭৬) গ্রন্থে ধনের যথার্থ সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেন। রিচার্ড কবডেন্ প্রমুখ জননেতাদের চেষ্টায় ইংল্যানডে ১৯ শতকের গোড়া হইতে বিনা শুল্কে পণ্য আমদানীর নীতি প্রবর্তিত হয়। বৃটীশ সাম্রাজ্যে এই নীতির চল হওয়া ভারতের প্রাচীন শিল্প ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ইংল্যানড্ ১৯৩২ হইতে নিজ দেশে এই নীতি ত্যাগ করিয়া অটোয়া কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মতে ইমপিরিয়াল প্রেফারেন্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে। ভারতবর্ষ ১৯৩৬ হইতে অটোয়া চুক্তি নাকোচ করিয়াছে। বৃটেন ছাড়া অন্য জাতি অঃ বাঃ নীঃ অবলম্বন করে নাই।

অবাল (Atoll)

বলয় আকার প্রবাল দ্বীপ; মধ্যস্থিত উপসাগর (lagoon) সংকীর্ণ প্রণালীর দ্বারা মহাসাগরের সহিত যুক্ত। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বহু অবাল দেখা যায়। (দ্রঃ প্রবাল)

অবিসেনা (Avicenna ৯৮০-১০৩৭)

আরবী নাম—ইবন্ সিনা; আরব দার্শনিক ও চিকিৎসক। জন্মস্থান অফ্সেনা, কিন্তু পরে বোখারায় আসিয়া বাস করেন। রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে উজির হন। দর্শন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রায় ১০০ গ্রন্থ লেখেন। ১৭ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অঃ র চিকিৎসা গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ পড়ানো হইত। ইনি আরিস্তোতলের গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

অবিনাশচন্দ্র দাস (মৃঃ ১৯৩৬)

পলাশবন, সীতা, অরণ্যবাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক ছিলেন; তাঁহার রচিত Rigvedic culture গ্রন্থখানি আদৃত হইয়াছে। আর R. India গ্রন্থে তিনি বৈদিক যুগকে বহু সহস্র বৎসর পুরাতন বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন; এ মত গৃহীত হয় নাই। ইনি বটকৃষ্ণ পালের জামাতা ছিলেন। নিবাস বাঁকুড়া।

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (মৃঃ ১৩৩২)

জন্মস্থান কানপুর। লাহোরে চাকুরী করিতেন ও তথাকার সামাজিক দুর্নীতি নিবারণের জন্য 'পিউরিটি সার্ভেন্ট' নামে ইং কাগজ প্রকাশ করেন। গুরুমুখী ভাষা হইতে বাংলায় শিখ ধর্মগ্রন্থের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।

অবিক্ষিৎ

সূর্যবংশীয় রাজা করন্ধমের পুত্র; বিদিশাধিপতির কন্যা বিশালিনীকে স্বয়ম্বরা সভা হইতে অপহরণ করেন; কিন্তু অপর ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের দ্বারা পথে তিনি পরাভূত হন; রাজা করন্ধম আসিয়া পুত্রকে রক্ষা করেন। অঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া বিশালিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না; বিঃ মনোদুঃখে বনবাসিনী হইলেন। কিছুকাল পরে দস্যুদের দ্বারা বিঃ আক্রান্ত হন; নিকটে অঃ থাকায় তাঁহার উদ্ধার হয়। এইবার বিবাহ হয়; ইঁহাদের পুত্র মরুত্ত।

অব্দ (Era)

আমাদের দেশে বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, সম্বৎ, খ্রস্টাব্দ, প্রভৃতি বৎসর গণনা প্রচলিত আছে। বঙ্গাব্দ—আকবর বাদশাহ দ্বারা প্রবর্তিত। ১৯৩৭—৬২২ হিজরী=১৩১৫ হয়; কিন্তু সন হইতেছে ১৩৪৪। আকবরের পূর্বে চান্দ্র মাসের হিসাবানুসারে বৎসর গণনা হইত; তাহা মিলাইতে কয়েক বৎসর যোগ করা হয়। শকাব্দ—৭৮ খ্রঃ অব্দে প্রবর্তিত। সম্বৎ—৫৬ খ্রঃ পূঃ। খ্রস্টাব্দ—১৯৩৭ বৎসর পূর্বে খৃষ্টের জন্ম হইতে গণনা হয়। এ ছাড়া চৈতন্যাব্দ, বুদ্ধাব্দ, ব্রাহ্মাব্দ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানযুগে খ্রস্টাব্দ প্রায় সবদেশে চলিতেছে (বিশেষ বিশেষ অব্দ দ্রঃ)

অভক্ষ্য

সাধারণত কোন্ খাদ্য ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য তাহার বিচার হয় ধর্মের দিক হইতে। হিন্দুদের স্মৃতিগ্রন্থে ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ তাহা অন্য বর্ণের পক্ষে অভক্ষ্য নহে। কখনো খাদ্যাখাদ্যের বিচার হয় তাহার গুণের দিক হইতে; ব্রাহ্মণের পক্ষে গাজর, রসুন, পেঁয়াজ, ব্যাঙের ছাতা, বিষ্ঠাদিতে জাত শাকসব্জী অভক্ষ্য। গোমাংস সকল হিন্দুর অভক্ষ্য হইলেও বৈদিকযুগে অভক্ষ্য ছিল না। মুচির পক্ষে মরা গরুর মাংস অভক্ষ্য নহে। বৈদ্যক শাস্ত্রে মাংসবর্গ নামক অধ্যায়ে বহু প্রাণীর মাংসর গুণাগুণ বিচার করিয়া ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নির্ণীত হইয়াছে। মাংসাশী পক্ষী, বায়সাদি গ্রাম্য পক্ষী, মুরগী, গ্রাম্য শূকর প্রভৃতি অভক্ষ্য; কিন্তু বন্য কুক্কুট, বন্য বরাহ ভক্ষ্য। বিশেষ পীড়ায় বিশেষ শাক ও মাংস অখাদ্য; বিশেষ মাংস বা মৎস্যের সহিত বিশেষ কতকগুলি খাদ্য পরিহার্য বলিয়া আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে। মাস, বার, তিথি অনুসারে খাদ্যর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বিচার হিন্দুরা করে, পঞ্জিকায় বিস্তৃতভাবে নির্দেশ থাকে। নিম্নবর্ণের অন্ন উচ্চবর্ণের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে অভক্ষ্য, কিন্তু ঘৃতপক্ক খাদ্য অভক্ষ্য নহে। মুসলমানদের পক্ষে শূকর, সজারু ও কচ্ছপের মাংস অভক্ষ্য; জবাহ ছাড়া কোনো মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। হিন্দুর পক্ষে জবাহ করা মাংস অভক্ষ্য। খাদ্যাখাদ্য বিচার আদিম জাতিদের মধ্যেও দেখা যায়।

অভিকর্ষ (Gravity)

দ্রঃ মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবী যে-শক্তি বলে উপরিস্থিত বস্তুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে তাহাকে অঃ বলে। পৃথিবী যে-বেগে আবর্তিত হইতেছে ও যে-বেগে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে, তাহাতে উপরিস্থিত বস্তুমাত্রেরই বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবার কথা; কিন্তু এই অভিকর্ষ বলে কেহই স্থানচ্যুত হয় না।

অভিক্ষিপ্ত, অভিক্ষেপ (Projected, projection)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। যদি একটি সরল রেখার (A B) প্রান্তদ্বয় (A ও B) হইতে অপর একটি অসীম সরল রেখার (C D) উপর যথাক্রমে দুইটি লম্ব (AL ও BM) টানা হয়, তবে LM কে, CDর উপর ABর অভিক্ষেপ বলে। আর AB সরল রেখাটিকে CD সরল রেখার উপর অভিক্ষিপ্ত (projected) হইয়াছে বলা হয়। একটি সরল রেখা (AB) একটি সমতলের উপরও অভিক্ষিপ্ত হইতে পারে। সরল রেখার প্রান্তদ্বয় A ও B হইতে পূর্বের মতো সমতলের উপর যথাক্রমে যদি দুইটি লম্ব (AL ও BM) টানা যায়, তবে LMকে সমতলের উপর ABর অভিক্ষিপ্ত বলে।

অভিক্ষেপ (Projection)

ভৌঃ সংজ্ঞা। পৃথিবীর যেকোন স্থানের অবস্থান দ্রাঘিমা ও অক্ষ-রেখার সাহায্যে স্থির করা যায়; সুতরাং মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইলে এইসকল কল্পিত রেখা প্রথমে কাগজের উপর অঙ্কন করিয়া লইতে হয়। এই ক্রিয়ার নাম অভিক্ষেপ। ভৌগোলিক অঃ বহু প্রকারের হয়—যথা, নল অঃ (Cylindrical P.), মার্কেটর অঃ (Mercator's P.) সমতল অঃ (Equal-area P.), শাঙ্কব অঃ (Conical P.) ইত্যাদি। (বিশেষ বিশেষ অঃ দ্রষ্টব্য)

(Axis of projection)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। দ্রষ্টব্য অক্ষ

অভিজিৎ (Vega) নক্ষত্র

Lyra নক্ষত্রপুঞ্জের তারকা। দূরত্ব ২৬ আলোক-বর্ষ (দ্রঃ)। সূর্য হইতে ৫০ গুণ উজ্জ্বল। সূর্যর দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মাঃ বেগে আসিতেছে। ইহা ২৭ নক্ষত্রের ২২শ। আরবীতে বলে 'দবি'। ইহার ব্যাস প্রায় ২০,৭৮ ৪০০ মা। উপরের তাপ প্রায় ১১,২০০° সেন্টিগ্রেড্। সূর্য হইতে ১৩০৮ গুণ ও পৃথিবী হইতে ১৮,০০০,০০০ গুণ বড়।

অভিজ্ঞান পত্র (Certificate (দ্রঃ সার্টিফিকেট)

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

কালিদাস বিরচিত সংস্কৃত নাটক, সপ্তাঙ্ক। কণ্বমুনিকন্যা

শকুন্তলা গোপনে রাজা দুষ্মন্তকে বিবাহ করেন; রাজা দেশে ফিরিয়া শকুর কথা ভুলিয়া যান। বহু বৎসর পর শঃ পুত্র ভরতকে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। (দ্রঃ শকুন্তলা)। এই ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচিত। স্যর উইলিয়াম্ জোনস্ ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ (১৭৮৪) করেন; ইহার জারমান অনুবাদ পড়িয়া মহাকবি গোটে মুগ্ধ হন। গল্পের মূলাংশ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও নাটকের সহিত অনেক তফাৎ, বরং পদ্মপুরাণ বর্ণিত ঘটনার সহিত মেলে। বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শকু' ছোটছেলেদের জন্য; রঘুনাথ মল্লিকের 'কালিদাসের গল্প' দ্রষ্টব্য। সমালোচনার জন্য চন্দ্রনাথ বসু কৃত 'শকুন্তলা তত্ত্ব' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

অভিধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বা ত্রিপিটক, তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা ১। সুত্ত, বুদ্ধদেবের উপদেশ, ২। বিনয়, সঙ্ঘ ও গৃহী সম্বন্ধে নিয়মাবলী; ৩। অভিধম্ম বা বুদ্ধের মতের দার্শনিক ব্যাখ্যান। ধম্মসঙ্গিনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক, পট্‌ঠান—এই সাতখানি গ্রন্থকে নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধরা অঃ গ্রন্থ বলেন। বিশুদ্ধিমাগ্‌গ ও মিলিন্দপঞ্‌হোকে অঃ সদৃশ মনে করা হয়। বুদ্ধঘোষ অঃ সম্বন্ধে অনেকগুলি পালি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতেও অভিধর্ম সমন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হয়।

অভিধর্মকোষ

বসুবন্ধুকৃত দার্শনিক গ্রন্থ। মূলসংস্কৃত লুপ্ত; যশোমিত্র বিরোচিত 'ব্যাখ্যা' অতি বিখ্যাত গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীনা ভাষায় পরমার্থ কর্তৃক (৫৬-৬৭ খৃ অ) 'কোষ' অনূদিত হয়; ইহার উপর বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ আছে এবং বৈকাল হ্রদের তীরে লামাদের মঠে এখনো উহা অধীত হয়।

অভিধান

কোন ভাষার দুর্বোধ, চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের আক্ষরিক তালিকা ও উহাদের অর্থ যে-গ্রন্থে থাকে তাহাকে অঃ বলে। সংস্কৃতে কোষগ্রন্থসমূহ বর্গ ও পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হইত। অমরসিংহ রচিত লিংগানুশাসন (অমরকোষ), শাশ্বতকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধরণের। আক্ষরিক তালিকা অনুযায়ী সংস্কৃত অভিধান সম্পাদন করেন রাজা রাধাকান্ত দেব (শব্দকল্পদ্রুম ১৮২২-৫৮)। ইহার পর বাচস্পত্য অঃ প্রণীত হয়। ইউরোপ রোঠ (Roth) ও বোট্‌লিংক (Bothlink) সংস্কৃত-জারমান সুবৃহত অভিধান প্রণয়ন করেন; ইহা 'সেণ্টপিটার্সবার্গ অঃ' নামে খ্যাত। সং-ইংরেজি অভিধান মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রস্তুত করেন। বাংলা ভাষার যথার্থ আলোচনা সুরু হয় ১৯ শতকের গোড়া হইতে। ১৭৯৯এ Foster নামে সিবিলিয়ান সাহেব ২ খণ্ডে ১৮,০০০ শব্দযুক্ত অভিধান প্রণয়ন করেন ইহাতে ইংরাজি অর্থ দেওয়া ছিল। প্রথম যুগের অধিকাংশ অভিধান *ছিল হয় বাংলা-ইংরেজি, নয় ইংরেজি-বাংলা।* এই শ্রেণীর অভিধানের মধ্যে কেরী সাহেবের (১৮১৫-২৫) ও হাউটন (Houghton)এর গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৪এ রামকমল সেন বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন; ইহা পনের বৎসর পরিশ্রমের ফলে রচিত। ইহাতে ৫৮,০০০ শব্দ ছিল; গ্রন্থখানি Tod ও Johnsonএর ইংরেজি অভিধানকে আশ্রয় করিয়া রচিত। বর্তমান যুগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দাভিধান (এখনো মুদ্রন হইতেছে) বিখ্যাত হইয়াছে।...ইংরেজি ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিধান রচনা করেন ডাঃ জনসন (১৭৫৫)। ইনি তাঁহার অভিধানে কেবল সাহিত্যে চলার উপযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করেন; সেই আদর্শে বহুকাল অভিধান প্রণয়নবিধি চলে। Websterএর ইংরেজি অঃ ৫,৫০,০০০ শব্দ সঙ্কলিত হয়। ১৯ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ সংগ্রহ করিয়া অঃ প্রণয়নের সংকল্প হয়। এই সংকল্প অনুযায়ী যে অভিধান সঙ্কলিত হয়, তাহা স্যর জেমস্ মারে (১৮২৭-১৯১৫) সম্পাদিত Oxford New English D. নামে খ্যাত হয়। ১৮৮৪ সালে উহার মুদ্রন সুরু হয় এবং ১৯২০এ সমাপ্ত হয়। ইহাতে ৪,১২,৮২৫ শব্দ আছে।...জারমেন ভাষার বিরাট অভিধান ১৮৫৪এ গ্রীম্ (Grimm) ভ্রাতৃযুগল আরম্ভ করেন। ইহার ২য় সং এ ২,৫০,০০০ শব্দ থাকিবে।...আরবী ভাষার প্রথম অভিধান রচয়িতা খলিল ইবন আহমদ ওমানী (৮ম শতক)।...চীনা ভাষায় বহু অঃ আছে; ইহার মধ্যে বিখ্যাত হইতেছে সম্রাট্ কাংশি সম্পাদিত অভিধান (১৮ শতক); ইহাতে ৮৪,০০০ অক্ষর আছে।...বর্তমান যুগে বহু জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিধান হইয়াছে—যেমন D. of National Biography; ইংরেজদের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদের জীবনী। D. of Dates (Hayden), Classical D. বা পৌরাণিক অভিধান D. of Scientific Terms ইত্যাদি অসংখ্য ধরণের অভিধান আছে। (দ্রঃ বিশ্বকোষ, এনসাইক্লোপিডিয়া)

অভিনবগুপ্ত (১০১৩ খৃঃ অঃ)

অলঙ্কারশাস্ত্রের লেখক। পিতা নৃসিংহগুপ্ত ও মাতা বিমলা; কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণ। আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'এর ভাষ্য-কার; ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'র ভাষ্য 'লোচন' সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত।...দ্বিতীয় একজন অভিনবগুপ্ত শৈব ও প্রত্যভিজ্ঞবাদী ছিলেন। ইহার পিতার নাম শ্রীভূতিরাজ। ইনিও কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত।

অভিনয়

গ্রাম্য নৃত্যগীতসহ আঙ্গিক অভিনয় প্রকৃত নাট্যাভিনয়ের আদিম অবস্থা। মানুষ আদিম যুগ হইতে হাবভাব ও কথাবার্তার দ্বারা তাহার মনের ভাব ও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতেছে। .. ন পূজাপার্বনের সময় মন্দিরে সকল লোক 'যাত্রা' করিত; তথায় যাইবার সময় বোধহয় নৃত্য গীতাদি হইত, ইহাই অভিনয় (অভি+নী)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বাক্যদ্বারা ভাবব্যঞ্জনার নাম অভিনয়। গীত, নৃত্ত, বাদ্য অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ। গীতাদি দেশভেদে পৃথক হইত বলিয়া প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ ইহার চারিটি পৃথক রীতি দেখাইয়াছেন—যেমন গৌড়ীয়, পাঞ্চালী, দাক্ষিণাত্য ও বৈদর্ভ রীতি।...প্রাচীন যাত্রাভিনয়ে অভিনয় গীত-বহুল ছিল এবং ভাব অপেক্ষা রসেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যাইত। রসের উদ্রেক করিবার জন্য উড়িষ্যা ও দঃ ভারতে মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত হয়; এই মুখোস পরিয়া অভিনয় রীতি জাভা-দ্বীপে এখনো চলিত আছে। মালাবারে কথাকলি নৃত্যে নর্তক মুখে প্রচুর রং দিয়া মুখের আকৃতি বদলাইয়া ফেলে। দাক্ষিণাত্যে অভিনয় নৃত্যবহুল; জাভাতে অভিনেতারা সকলেই নাচিয়া নাচিয়া আসরে চলে। প্রাচীন কালে পথ দিয়া 'যাত্রা'কালে অভিনেতারা এইভাবে বোধ হয় চলিত। · ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণ এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা ও বহু বিস্তারে বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে কালিদাসের নাটকসমূহ রচিত হইলে অভিনয় জগতে বিশেষ পরিবর্তন হয়। পরবর্তী যুগে লৌকিক অভিনয়, যেমন যাত্রা, রামলীলা, মনসার ভাসান সমাজে চলিত হয় এবং সংস্কৃত নাট্যাদির অভিনয় প্রায় লোপ পায়।...ইংরেজ যুগে ইংরেজি নাটকের অভিনয় কলিকাতায় সুরু হয় ও পাশ্চাত্য আদর্শে নূতন-ভাবে অভিনয় আরম্ভ হইল।·· নাটক রচনার সহিত অভিনয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বাংলার ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় আরম্ভ হয় পরে দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির আবির্ভাবে নূতন নাট্য সাহিত্য সৃষ্ট হয় এবং অভিনয়ও নূতন পথে চালিত হয়। (দ্রঃ থিএটর)।

অভিব্যক্তিবাদ (Evolution)

চার্লস ডারুইন (১৮০৯-৮২) তাঁহার Origin of Species (১৮৫৯) গ্রন্থে এবং প্রায় একই সময়ে ওয়ালেস্ (১৮২৩ ১৯১৩) বহু গবেষণার পর দেখান যে পৃথিবীর বিচিত্র উদ্ভিদ ও জীবজন্তু প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি নহে; এই বিচিত্র রূপ কতকগুলি বিশেষ জাতি হইতে স্থান ও কালভেদে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত। প্রকৃতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জীবমাত্রেরই নিরন্তর চেষ্টা বা সংগ্রাম (struggle for existence) চলিতেছে, এবং শেষকাল পযন্ত সমর্থতমের জয় (survival of the fittest) হয়। সংগ্রামে যে-জীব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের সঙ্গে আপোষ করিতে পারে, সেই বাঁচিয়া যায়। এইভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি। নূতন প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্ট হইবার মত আবহাওয়া এখন নাই। জীবজগতে যে প্রগতি ও বিবর্তন দেখা যাইতেছে, মানবের চিন্তা, ধর্ম ও রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাহার অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই তত্ত্বটি স্পেন্সার ও হাক্সলি ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন।

অভিমন্যু

অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ইহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর ছিল; যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সহিত বিবাহ হয়। কুঃ যুদ্ধের ১৩শ দিবসে অঃ দ্রোণ রচিত চক্র-ব্যূহর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বাহিরে আসিতে পারেন নাই, সপ্তরথীর দ্বারা নিহত হন। মৃত্যুকালে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত।

অভিরাম গোপাল

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাধক, বংশীবাদনে খ্যাত। অভিরাম বোধহয় বৃন্দাবন হইতে আসিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট কাজিপুর গ্রামে বাস করেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক; অন্যমতে পরে আবির্ভাব হয়। 'অঃ লীলা', 'অঃ পটল' নামে গ্রন্থদ্বয়ে অভিরাম ও তাঁহার পত্নী মলিনা দেবী সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণিত আছে। (দ্রঃ গৌরপদ তরঙ্গিনী পৃঃ ২২)

অভিলম্ব, মুখ্যলম্ব (Normal)

যদি একটি সরল রেখা একটি সমতলের উপর দণ্ডায়মান হয় এবং যদি এই সরল রেখাটি সমতলে অবস্থিত যেসব সরল রেখা উহার সহিত মিলিত হয় তাহাদের প্রত্যেকের সহিত সমকোণ করে, তবে উক্ত সমরেখাকে ঐ সমতলের অভিলম্ব বলা হয়। Curve-এর অভিলম্ব হয়; যদি কোনও Curveএর কোনও বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানা হয় ও উক্ত বিন্দুতে ঐ স্পর্শকের উপর একটি লম্ব টানা যায়, তবে ঐ লম্ব উক্ত Curveএর ঐ বিন্দুতে একটি অভিলম্ব হয়।

অভিষেক (Coronation)

নূতন রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে সর্বলোক সমক্ষে যে মহোৎ-সব হয় তাহা নানাদেশে ও নানাকালে বিচিত্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজার রাজ্যাভিষেক সময়ে সমুদ্র গঙ্গা যমুনা সিন্ধু সরস্বতী নর্মদা গোদাবরী ও কাবেরী নদীর জল সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা রাজাকে স্নান বা অভিসিঞ্চন করা হইত। অভিষেককালে রাজকোষ হইতে বহু অর্থ দান হইত, বন্দীরা মুক্তি পাইত, দীন দরিদ্র ভোজ্য পাইত।...ইহুদীদের মধ্যে রাজাকে তৈল দ্বারা অভিসিঞ্চিত (anointment)

করার রীতি ছিল ; ইংরেজদের মধ্যেও রাজার অভিষেককালে ঐ রীতি প্রচলিত আছে। তথায় ওয়েস্টমিনিস্টার এবেতে (Westminster Abbey) অঃ হয়। এই অনুষ্ঠানে কেণ্টার-বেরীর মহাযাজক (আর্চবিশপ্) প্রধান পুরোহিত। অঃ কালে রাজা শাসনপ্রথা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন সে-সম্বন্ধে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করেন। তদনন্তর তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মাথায় ও বুকে তৈল স্পর্শ (anoint) করাইয়া রাজা-ভিষেকের বিশেষ পরিচ্ছদ পরানো হয় ; এই সময়ে রাজ-সম্মানের প্রতীকসমূহ তাঁহাকে দেওয়া হয়। এইসব হইয়া গেলে আর্চবিশপ্ রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেন ও তিনি তাঁহার সিংহাসনে গিয়া বসেন। সিংহাসনখানি ১ম এডোয়ার্ডের সময় হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর লর্ড বা পীআরগণ (Peer) রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাইবার জন্য একে একে উপস্থিত হন। পূর্বে অভিষেক না হইলে কাহাকে যথার্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইত না, এখন পূর্বরাজার মৃত্যু বা রাজ্যত্যাগের পর যুবরাজ বা ওয়ারীশ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। অভিষেকের সময় খুব আড়ম্বর হয়।

অভেদ (Identity)

বীজগাণিতিক সংজ্ঞা। সমীকরণ দ্রঃ। সমতাচিহ্নদ্বারা = সম্বন্ধ দুইটি রাশির সমতা যদি রাশিদ্বয়ের অন্তর্গত অক্ষর বা অক্ষরসমূহের যেকোন মানের জন্যই রক্ষিত হয়, তবে ঐরূপ সমতাকে 'অভেদ' বলা হয় এবং রাশিদ্বয়ের প্রত্যেকটিকে ঐ অভেদের পার্শ্ব (side) বা পক্ষ (member) বলে।

অভেদানন্দ স্বামী (১৮৬৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও সন্ন্যাসী। ১৮৯৬এ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন ও ইউরোপ, আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করিয়া ১৯২১এ দেশে ফেরেন। ইনি রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, বেলুড় মঠ হইতে ইহা পৃথক প্রতিষ্ঠান। ইনি 'বিশ্ববানী' পত্রিকার সম্পাদক ও কয়েকখানি ইংরেজি গ্রন্থের লেখক।

অভ্র (Mica)

খনিজ পদার্থ। আলুমিনিয়ামের জটিল সিলিকেট ইহার উপাদান ; ইহা ম্যাগনেশীয় পদার্থ মিশ্রিত মৃত্তিকা বিশেষ। কাহারও মতে অগ্নিপ্রস্তর এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থ ঘনীভূত হইয়া অভ্র উৎপন্ন হয়। ইহার অণু নমনীয়, দলগুলিকে পৃথক করা যায়। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দলসঞ্চয় নষ্ট হয় ও উহারা ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। অত্যন্ত তীব্র তাপে অভ্র গলে না, তবে সোহাগা এবং যে-লবণে ফসফেট অব্ সোডা ও অ্যামোনিয়া আছে তজ্জাতীয় লবণ (microcosmic salt) প্রভৃতির সাহায্যে গলানো যায়। প্রচণ্ড শব্দে, অধিক উত্তাপে বা অধিক ঠাণ্ডায় কাঁচ ফাটিয়া যায় বলিয়া অনেক স্থলে অভ্র তাহার পরিবর্তে জানালায় ব্যবহৃত হয়। অভ্রের চিম্নি হয় ; বিবাহের সময়ে বা উৎসবের সময় ঝাড় লণ্ঠনে তৈয়ারী হয়। আবীরে অভ্রচূর্ণ দেওয়া হয় ; পূজার প্রতিমা সাজে লাগে ; কাপড় ও পাগড়ি রঙের সময় ইহার চূর্ণ ব্যবহৃত হয়।...কিন্তু এসব ব্যবহার সামান্য। ২০ শতক হইতে ইহার ব্যাপক ব্যবহার ইউরোপে ও বিশেষভাবে জারমানিতে দেখা যায়। ইহার বিশেষ ব্যবহার ইলেকট্রিক ব্যাপারে, ডাইনামোর ভিতরে আচ্ছাদন কাজে। ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুর ও মাদ্রাজে অভ্রর খনি বিখ্যাত ; কোডোরমা, গিরিধি ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৩৪এ ভারতে ২০·৭৭ লক্ষ টাকার অভ্র ওঠে।... আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভ্র সম্বন্ধে বহু বিস্তারে আলোচনা আছে এবং উহা শোধন দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। অবশ্য কেবলমাত্র অভ্র প্রয়োগ করা হয় না, অন্যান্য নানা ঔষধের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়।

অভ্র নক্ষত্রমণ্ডল (Nebecula Major)

অমর ও অমরত্ব (Immortal, immortality)

মৃত্যুর পর জীবাত্মার পৃথক অবিনশ্বর অস্তিত্ব প্রায় সকল ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়। লোকের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর আত্মা কোন না কোন ভাবে থাকে। আদিম যুগের মানুষ মনে করিত মৃত্যুর পর লোকে বি-দেহী হইয়াও সুখদুঃখের মধ্যে বাস করে ; সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে পরলোকে সুখে রাখিবার জন্য তাহার সঙ্গে স্ত্রী, দাসদাসী, খাদ্য, পানীয়, শয্যা, বস্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতি কবরের সঙ্গে দেওয়া হইত। মিশরের পিরামিড এই পরলোকের স্থায়ী আবাস। সেমেটিক জাতির লোকেদের বিশ্বাস মানুষ কিয়ামত দিন বা Doomsday বা প্রলয়ের দিন পর্যন্ত কবরে বাস করিবে এবং তৎপরে ঈশ্বর (Day of Judgement) সকলকে আহ্বান করিবেন। বিচারে পাপীরা অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত ও পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গে প্রেরিত হইবে। উভয় স্থানেই তাহারা অমর।...পরলোক সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন : চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিক ঋষিরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই ; বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পুনর্জন্মে বিশ্বাসবান্। সাধারণ হিন্দু মাত্রই আত্মার অমরত্বে ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করে ; অর্থাৎ তাহারা বলে জীবাত্মা অমর হইলেও জীবের কর্মফল অনুসারে তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।...দেবতারা সকল ধর্মেই অমর। অমৃত (Ambrosia) পান করিয়া দেবতারা অমর।

অমরকোষ

অমরসিংহ (দ্রঃ) রচিত সংস্কৃত প্রাতিশাব্দিক কোষ বা অভিধান ; একবর্গ বা একজাতীয় শব্দ একত্র সমাবেশ করা আছে।

মহেশ্বর, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, ভোজরাজ, রাজদেব, ভরতমল্লিক, রামতর্কবাগীশ, রঘুনাথ প্রভৃতি বহু জনের টীকা আছে। ইংরেজিতে H. T. Colebrook কৃত অনুবাদ ও বাংলায় প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত অমরার্থচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য।

অমরদাস

তৃতীয় শিখগুরু (১৫৫২—৭৪) হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক; গুরু অঙ্গদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া ২২ বৎসর গুরুর কার্য যোগ্যতার সহিত করেন। ইনি তাঁহার জন্মস্থান গোবিন্দওয়াল গ্রামে বাস করিতেন। সম্রাট আকবর ইঁহার নিকট হইতে শিখধর্মের কথা শ্রবণ করেন। জামাতা রামদাসকে গুরু করিয়া যান। এই সময় হইতে শিখদের গুরু-পদ বংশানুগত হইল।

অমরমাণিক্য

ত্রিপুরার রাজা (১৫৯৭—১৬০৮); দেবমাণিক্যর পুত্র। ইনি শ্রীহট্ট জয়, ভুলুয়ার (নোয়াখালি) রাজাকে কর দিতে বাধ্য ও বাক্‌লার চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করেন। ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজার সেনাপতি ঈশা খাঁর দ্বারা পরাভূত হন। অমরমাণিক্য আরাকান রাজ্য আক্রমণ করিলে তথাকার রাজা সন্ধি করেন; কিন্তু পোর্তুগীজদের সহায়তা লাভ করিয়া পরে বিদ্রোহী হন। অমরমাণিক্য তাঁহার তিন পুত্রকে যুদ্ধে পাঠান, কিন্তু রাজকুমাররা পরস্পরের মধ্যে কলহ করায় ত্রিপুর সৈন্য পরাভূত হয়। আরাকানী (মগ) ও পোর্তুগীজরা ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। অমর পলায়ন করিয়া আত্মহত্যা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর ত্রিপুরার রাজা হন।...রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নামে গল্প ও নাটকখানি এই আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

অমরসিংহ

(১) মেবারের রাণা (১৫৯৭—১৬২০) প্রতাপসিংহের পুত্র; প্রতাপের (১৫৭২—৯৭) মৃত্যুর পর স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া মুঘলদের সহিত সন্ধি করেন।

(২) অমরকোষ নামে সংস্কৃত অভিধানের রচয়িতা। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন বলিয়া শোনা যায়। জনশ্রুতি ইনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। সম্ভবতঃ ২য় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন (৪র্থ শতক)।

(৩)—থাপ্পা, নেপালের গুর্খা সেনাপতি; নেপাল যুদ্ধে অকটারলনির নিকট পরাভূত হন (১৮১৪—১৬)।

অমরাবতী

স্বর্গের এক নাম; সুমেরু পর্বতোপরি দেববাসভূমি কৈলাসে শিব ও তাঁহার পরিবার থাকেন, অঃ ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি। ইহা গ্রীক্‌দের অলিম্পিয়ার মতন।

'অমরুশতক'

প্রেম বিষয়ক সংস্কৃত খণ্ডকাব্য; রাজা অমরুর রচিত বলিয়া চলিত (৭ম শতক)। কিম্বদন্তী মণ্ডন মিশ্রের পত্নী ভারতী দেবী শঙ্করাচার্যর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও অন্য কোন শাস্ত্রে আচার্যকে পরাস্ত করা অসম্ভব বুঝিয়া কামশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন। চিরকুমার ব্রহ্মচারী শঙ্কর কামশাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; তিনি এক মাসের সময় লইয়া চলিয়া যান ও যোগ বলে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া সদ্যমৃত রাজা অমরুর দেহে প্রবেশ করেন ও মাসাধিক কাল রাণীদের সহিত কামকলা চর্চা করেন; তদবস্থায় রাজা এই কাব্য রচনা করেন।...এই কাব্য গ্রন্থে ১০০ শ্লোক আছে; ইহার চারিটি পাঠ আছে এবং চারিটি পুঁথিতে ৫১টি শ্লোক মাত্র সাধারণ। ইহার ১৯টি টীকা আছে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬—১৯১৬)

বাংলার অভিনেতা ও লেখক। কলিকাতার দ্বারকানাথ দত্তর পুত্র ও এটর্নী হীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; ক্লাসিক থিএটর প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে রচনা করেন। 'মজা' 'প্রেমের জেপলিন্' 'জীবনে মরণে' 'দাউজী মহারাজ' 'দলিতাফণিনী' প্রভৃতি রচয়িতা।

অমাবস্যা

সূর্যের কিরণে চন্দ্রের অর্ধাংশ মাত্র একসময়ে আলোকিত হয়। এই আলোকিত অর্ধাংশের সমস্তটাই যদি পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে তাহাহইলে আমরা চন্দ্রকে একখানি সুগোল আলোর মত দেখি অর্থাৎ সেদিন পূর্ণিমা হয়। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীকে মোটামুটি ২৭১/৩ দিনে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিন উহার আলোকিত অর্ধের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশ বা কলা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে; এইজন্য চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে চন্দ্র পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিতেছে; যেদিন সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে থাকে, সেইদিন দূরে সূর্য তারপর চন্দ্র ও তারপর পৃথিবী অবস্থান করে। যেদিন আলোকিত অংশের কিছুমাত্র পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে না, সেদিন চন্দ্রকে দেখা যায় না; সেই দিনকে অমাবস্যা বলে।...অমাবস্যার দিন কালীপূজা হয়।

অমিশ্র দ্বিঘাত বা দ্বিশক্তি (Pure quadratic)

বীজঃ সংজ্ঞা।

অমুন্দসেন (Amundssen, Roald ১৮৭২—১৯২৮)

নরওয়েবাসী পর্যটক ও নাবিক। অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

গ্র্যাজুএট হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিমি ও সীল মাছ ধরিবার জাহাজে কাজ লইয়া যান ও নৌচালনা বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ১৯০১এ দক্ষিণ সাগরে অভিযান করেন কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। চারি বৎসর পর ১৯০৫এ আর্কটিক সাগর পার হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে আসিবার চেষ্টা সফল হয়। ১৯১০এ দঃ মেরু যাত্রা করেন ও ১৯১১, ১৬ ডিসেম্বর দঃ মেরুর বিন্দুতে পৌঁছান। স্কট্ ইহার কয়েকদিন পর সেখানে উপস্থিত হন। ১৯১৮এ উঃ মেরু অভিযানে বাহির হন ও আর্কটিক সাগর পার হইয়া আলাস্কায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। ১৯২৬এ নোবিলির সহিত উড়োজাহাজ (এয়ারশিপ্) করিয়া উঃ মেরু অতিক্রম করেন। ১৯২৮ মেরুযাত্রী ইতালীয় জেনারল নোবিলির অনুসন্ধানে একখানি সীপ্লেনে করিয়া উত্তর মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন; আর ফিরিতে পারেন নাই।

অমূলদ (Irrational) বীজঃ সংজ্ঞা (দ্রঃ মূলদ)

অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭)

বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। পিতা উদয়নাথ; জন্মস্থান কলিকাতা। ১৯০১এ বিদেশী ভাষাদি শিক্ষার জন্য এডোয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন খোলেন। বাণী (১৯১১—১৭) ভারতবর্ষ (১৯১৯), Indian Academy of Arts, শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক (১৯২৬) পঞ্চপুষ্প (১৯৩৬ - ৩৯) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; বহুকাল সম্পাদক ছিলেন। 'মহাকোষ' নামে বঙ্গীয় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া সম্পাদন করিতেছেন 'সরস্বতী' নামে গ্রন্থ রচয়িতা।

অমৃত

অমৃত ও গ্রীক Ambrosiaর একই অর্থ—অমর। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণানুসারে দেবতাদের পেয়। গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়া দেবতারা যে দুগ্ধ পান, তাহাকে অমৃত বলা হইত। পরে উহা দুর্বাসার শাপে সাগরে যায়। দেব ও দৈত্যে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত ও গরল উভয়ই সাগর হইতে উঠে। দেবতারা অমৃতের ভাণ্ড পান।...বহু উদ্ভিদের নাম।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা; নির্ভীক ও সত্য সমালোচনার জন্য ইহার যশ। পূর্বে ইহা যশোহর জিলার অমৃতবাজার (দ্রঃ) নামে গ্রাম হইতে শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্র (১৮৬৮ ফেব্রুঃ) ছিল। ১৮৭২এ কলিকাতায় উঠিয়া আসে ও ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষীভাবে বাহির হয়। ১৮৭৮ লর্ড লীটন দেশীয় ভাষার বিরুদ্ধে প্রেস একট্ জারি করিলে শিশিরকুমার অংকে ইংরেজি ভাষায় বাহির করেন। ১৮৯১ হইতে উহা দৈনিক কাগজ হয়। ২০ শতাব্দীতে বহুবার সরকারী কাজের সমালোচনার জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। বর্তমান সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। (দ্র. ভৌগোলিক অংশ)

অমৃতমহাল

মহীশূরের এক জাতের গাইগরু।

অমৃতলাল গুপ্ত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও লেখক। 'ভগিনী ডোরা,' 'তাপসী,' 'ছেলেদের সুইস ফ্যামিলি' প্রভৃতি কয়েকখানি বই লেখেন।

অমৃতলাল গুপ্ত (১৮৩৯ ১৯১৩)

নববিধান সমাজের প্রচারক কেশব চন্দ্রের সহিত বহুস্থানে প্রচারকর্ম করেন। বাঁকিপুরে ১৯১৩, ২৭ এপ্রিল মৃত্যু হয়।

অমৃতলাল বসু (১২৬০-১৩৩৬)

নাট্যকার ও অভিনেতা; কলিকাতায় জন্ম। প্রথম দিকে ন্যাশনাল থিএটর ও বেঙ্গল থিএটরে অভিনয় করেন। তথায় নিজ রচিত 'ব্রজলীলা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। স্টার থিএ ইহার 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসন ইহাকে বিখ্যাত করে। স্টারের অধ্যক্ষতাকালে বহু নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। অভিনেতা হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে রসজ্ঞ ছিলেন। তরুবালা বিজয় বসন্ত, হীরক চূর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে, ব্যাপার, কালাপানি, খাস দখল প্রভৃতি বহু নাটক, অমৃতমদিরা নামে কাব্য—মোট ৩৬ খানি গ্রন্থ রচয়িতা।

অমেয় রাশি (Incommensurable quantities) বীজঃ সংজ্ঞা। দুইটি রাশির অনুপাত যদি দুইটি অখণ্ড সংখ্যার অনুপাতের আকারে প্রকাশ করা না যায়, তবে উক্ত রাশি দুইটিকে অমেয় রাশি বলে। যথা $\sqrt{3}$ এবং 2, এই দুইটি রাশি অমেয়, কারণ এরূপ দুইটি অখণ্ড সংখ্যা কোন সময়েই পাওয়া যায় না, যাহাদের অনুপাত ঠিক $\sqrt{3} : 2$ এর সমান।

অমোঘবজ্র (৭০৪ ৭৪)

বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য। গুরু বজ্রবোধির সহিত চীন দেশে যান (৭১৯ খৃ অ) ও তথায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাদের সংখ্যা ১০৮। (দ্রঃ P. K. Mukherji, Indian Literature. in China p 288-94)

অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭)

রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা; ইনি নাসিক হইতে মান্যখেটে

(নিজাম রাজ্যে মান্‌খেট) রাজধানী পরিবর্তন করেন। জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার পৌত্র ৩য় ইন্দ্র (৯১৪-১৬) প্রতিহারবংশীয় ১ম মহীপালকে হারাইয়া কনৌজ দখল করেন।

অম্বর (Amber, a fossil resin)

প্রস্তরীভূত রজন ; পাইনাদি বৃক্ষের রস জমিয়া হয়। সাধারণত স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর। পুড়াইলে গাঢ় ধূম নির্গত হয়। ইহা অ্যালকোহলে দিলে গলিয়া যায় এবং বিশেষ কতকগুলি বার্নিশের মূল উপাদান। বাল্টিক উপকূলে বিস্তর পাওয়া যায়। গালিশিয়া ও বর্মা প্রভৃতি স্থানের খনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জাতিদের ইহা বিশেষ আদরের বস্তু ছিল ; আসীরিয়ান ও রোমানদের নিকট সুপরিচিত ছিল। বাজারে অম্বর অধিকাংশক্ষেত্রে কৃত্রিম কোপাল্, কর্পূর, তারপিন্টাইন প্রভৃতি হইতে রাসায়নিকভাবে অথবা অম্বরের গুড়া বা ভাঙ্গা অত্যধিক চাপের দ্বারা জমাইয়া প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রের তিমি বিশেষের অন্ত্রের মধ্যেও অম্বর জন্মে ; ইহা পাংশুবর্ণ লঘু ও দাহ্য ; সুগন্ধি বাষ্প উদ্গার করিয়া অদৃশ্য হয়। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার নিকট সমুদ্র তীরে অ ভাসিয়া আসে। অম্বর দ্বারা সুগন্ধীকৃত তামাককে অম্বরী তা: বলে। (যোগেশ)

অম্বরীষ

বিষ্ণুভক্ত সূর্যবংশীয় নৃপতি ; সুদর্শনচক্র সর্বদা তাঁহার সহায় ছিল। একবার বর্ষব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ও তিন দিন উপবাসী থাকিয়া রাজা আহারে বসিবেন এমন সময়ে দুর্বাসা আসিলেন। দু: স্নানে গেলেন, কিন্তু আর ফেরেন না দেখিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া রাজা ভোজনে বসিলেন। দু:　　　　ফিরিয়া আসিয়া রাজা বসিতেছেন দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া শা . দিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দণ্ডেই সুদর্শনচক্র আসিয়া দু:কে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। দু: ত্রিভুবনে কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইলেন ; ক্ষমা চাহিলে সুদর্শনচক্র প্রতিনিবৃত্ত হইল। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ; অন্যান্য গ্রন্থেও উপাখ্যান আছে)।

অম্বষ্ঠ

ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান।

অম্বষ্ঠকী (Cissampelos pareira)

একজাতি লতা ; জন্মস্থান বঙ্গদেশ, সিন্ধু, পঞ্জাব, প্রভৃতি দেশ। বাঙলায় আখেদে, নিমুকো বলে। লতার আকার নলের ন্যায় ; পত্র গোলাকৃতি ও পুষ্প কঠিন ; ফল ক্ষুদ্র, গুচ্ছাকারে লতার গায়ে ঝুলে ; পাকিলে কালো হয়। দুই প্রকার লতা আছে। এই উদ্ভিদের শুষ্ক মূল বাজারে ঔষধের জন্য বিক্রয় হয়। যথার্থ অকনাদি দ: আমেরিকা হইতে আমদানী হয়। মূলের কাথ বা নির্যাস মূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ। Chopra 476)

অম্বা

মহাভারতে আছে কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা ভীষ্মকর্তৃক স্বয়ম্বরসভা হইতে অপহৃতা হন। অম্বা শাল্বকে বিবাহ করিবেন স্থির ছিল ; বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ না করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন ও পরজন্মে শিখণ্ডীরূপে জন্মিয়া ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হন।

অম্বালিকা

অম্বা দ্রষ্টব্য। কাশীরাজ কন্যা, বিচিত্রবীর্যের পত্নী ও পাণ্ডুর জননী। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সত্যবতীর সহিত বনে গিয়া তপস্যা করেন।

অম্বিকা

(১) অম্বা দ্রষ্টব্য। বিচিত্রবীর্যের পত্নী, ধৃতরাষ্ট্রের জননী।
(২) ভগবতীর এক নাম ; এই রূপে তিনি শুম্ভ, নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন।

অম্বিকাচন্দ্র উকিল

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে বাংলাদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা, সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ব্যাঙ্ক গঠন প্রভৃতির অগ্রণী। কলিকাতার পাইওনিয়ার স্টোর্স বাঙালীর সর্বপ্রথম সমবায় গঠিত দোকান তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ইনি ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী ছিলেন। নৌকাডুবি হইয়া মারা যান।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

হুগলী জেলা—ভাঙ্গামোড়া নিবাসী। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, পুরাণ কাগজ, জয়কৃষ্ণচরিত, হুগলীর ইতিহাস রচয়িতা।

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)

ফরিদপুরের উকিল ও রাজনীতিক নেতা। জন্মস্থান ফরিদপুর—সেনদিয়া। ১৮৭৩এ বি,এ পাশ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করেন ও আইন পড়েন। উকিল হইয়া ফরিদপুরে বসেন। ১৯১৭ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি। স্বদেশী আন্দোলন যুগে নিজ জেলায় দেশহিতকর বহু কার্য করেন। 'ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস' ইংরেজিতে রচনা করেন।

অম্বুবাচি

সূর্য যখন মিথুন রাশিতে আষাঢ় মাসে আর্দ্রা নক্ষত্রে আসে, সেই সময়ে মৌসুমী বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। এই সময়ে বেদাধ্যয়ন,

ভূমিকর্ষণ নিষেধ। সদ্ ব্রাহ্মণে পক্বান্ন ভোজন করে না, দুগ্ধ-পান, ফলাহার বিধান। সাতদিন হিন্দুদের বিদেশ যাত্রা নিষেধ।

অম্ল (Acids) দ্রঃ এসিড

অম্লকোণিকা (Oxalis corniculata)
(দ্রঃ আমরুল)

অম্লজান (Oxygen)
দ্রষ্টব্য অক্সিজেন। ইহা একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস্। ইহা অম্লশ্রেণীর সকল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে বর্তমান; সেইজন্য ইহাকে বাংলায় অম্লজান বলে।

অম্লবেতস (Rumex vesicarius)
দ্রঃ থৈকড় বা চুকা পালঙ। সর্প ও বৃশ্চিক দংশনের ঔষধ।

অম্লবেল (Amorphophallus bulbifera)
কচু আদি বর্গের বন্য শাক; গাছ বাগানের ছায়াবৃত স্থানে জন্মে। ওল গাছের যেমন একটি দণ্ড ও পাতা হয়, অম্লবেলেরও তেমন, কিন্তু পাতা তিন-আঙুলে বিভক্ত হয়। (যোগেশ)

অম্লশূল (Colic) দ্রঃ শূল বেদনা

অম্লান (Gomphrena globosa)
মারিষাদি বর্গের পুষ্প শাক। পাতা একোত্তর; ফুল শীঘ্র ম্লান বা শুষ্ক হয় না; অনেক ফুল একত্র জন্মিয়া দেখিতে কদম ফুলের মতন হয়। শাদা ও লাল দুই জাতীয় ফুল গাছ আছে; ফুল গন্ধহীন। (যোগেশ)

অয়ন
সূর্য বিষুববৃত্ত (equator) হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে ও ২৩½ ডিঃ দক্ষিণে যায়। যেদিন হইতে সূর্য উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, সেইদিন হইতে উত্তরায়ণ সুরু হয়; উত্তরায়ণ মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ হয়। দক্ষিণায়ন কর্কট সংক্রান্তি বা আষাঢ় সংক্রান্তিতে সুরু হয়। আধুনিক গণনানুসারে উত্তরায়ণ সুরু হয় ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ; ২৫এ ডিঃকে সেইজন্য বড়দিন বলা হয়। কিন্তু হিন্দু পঞ্জিকা মতে মকর সংক্রান্তি ইহার ২২।২৩ দিন পরে আরম্ভ হয়। অন্য সংক্রান্তিও তদ্রূপ।

অয়নাংশ
সূর্যভ্রমণের পথকে (orbit) পৃথিবীর বিষুববৃত্তের ধরাতল (plane) দুই স্থানে কাটে; একটিকে মেষাদি বিন্দু, অপরটিকে তুলাদি বিন্দু বলে। মেষাদি বিন্দুকে Equinoctial point বা বসন্ত সম্পাত বিন্দু বলে। এই বিন্দুটি স্থির নহে, উহা চল এবং প্রায় ৭০ বৎসরে ১ ডিগ্রী পিছাইয়া যায়। এখন হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুদের মেষাদি বিন্দু স্থির বলিয়া ধরা হইয়াছিল; ইহাতে একটি সুবিধা হইল যে রাশিচক্রের মেষাদি পর্যায়ের নাম ও স্থান পূর্ববৎ থাকিল, যদিও মেষাদি বিন্দু সরিয়া সরিয়া আজ মীন রাশিতে উপস্থিত হইয়াছে। এই দেড়হাজার বৎসরের মধ্যে এই বিন্দু প্রায় ২৩ ডিগ্রী পিছাইয়া গিয়াছে; অতএব হিন্দু পঞ্জিকার মতেও আসল সংক্রান্তিগুলি, যাহাকে সায়ন সংক্রান্তি বলা হয়—সেগুলি ২৩ দিন পূর্বেই হইয়া যায়; ইহাকে নিরয়ণ সংক্রান্তি বলে। ব্যবহারের জন্য এবং আকাশস্থ মেষাদি রাশির সহিত গণনার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এই পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে; বৈজ্ঞানিক মতে ইহা ভুলও হইল না, এবং পরম্পরার সহিত সংযুক্ত থাকিল।

অযুগ্ম, বিষম, বিজোড় সংখ্যা (Odd numbers) পাটীগণিতে ১১ প্রভৃতি সংখ্যা যাহা ২ দ্বারা বিভাজ্য নহে, সেই সংখ্যাগুলিকে বলে।

অযুতনায়ী
চন্দ্রবংশীয় নৃপতি; অযুত সংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম; ইহার ঔরসে পৃথুশ্রবাকন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়।

অযোধ্যার নবাব বংশ
১৭৩২এ মুঘল বাদশাহ মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮) কর্তৃক (১) সাদৎ খাঁ অযোধ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন ও লখ্নৌতে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার জামাতা (২) সফদরজঙ্গ ১৭৪৩এ বাদসাহের উজীর হন। তদীয় পুত্র (৩) সুজাউদ্দৌলা ও মীরকাশিম ১৭৬৪তে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাভূত হন ও কোরা ও এলাহাবাদ কোম্পানিকে দিয়া দিতে বাধ্য হন। (৪) নবাব আসফউদ্দৌলার সহিত হেস্টিংসের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং তাহার সুযোগে তিনি রোহিলখণ্ড আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৭৭৩-৭৪)। ইহার সময়ে বিখ্যাত ইমামবারা নির্মিত হয়। পরবর্তী (৫) নবাব সাদৎ আলির বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ করিয়া ওয়েলেসলি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশ আদায় করেন ও সেই সঙ্গে বর্তমান গোরক্ষপুর ও রোহিলখণ্ড বিভাগ ইংরেজের হস্তগত হয় (১৭৯৮)। সাদৎ আলি লখ্নৌ শহরের অনেক উন্নতি করেন। ইহার পুত্র 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন; (৬) গাজি উদ্দীন লখ্নৌর ছত্রমঞ্জিল

অট্টালিকা নির্মাতা। ইঁহার পুত্র (৭) নাজির উদ্দীন হায়দার (১৮২৭-৪১); তৎপরে নবাব (৮) আমজাদ আলি (১৮৪১-৪৭)। (৯) ওয়াজিদ আলি (১৮৪৭-৫৬) শেষ রাজা; ইনি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৈসরবাগ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। শাসন শৈথিল্যের ওজুহাতে ডালহৌসি ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বন্দীভাবে কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে রাখেন; ইনি বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পাইতেন।

অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত (১৮৪০-৯২)

জন্মস্থান আগ্রা। এই কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবার ব্যবসায়দ্বারা ধনী হন। অঃ প্রথমে আগ্রায় ও পরে যুক্ত প্রদেশের রাজধানী আলাহাবাদে উঠিয়া আসিলে সেখানে ওকালতি শুরু করেন। ঐ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম দেশীয় সদস্য। ১৮৮৮ প্রয়াগের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বহু জনহিতকর কার্যের সহিত ইঁহার যোগ ছিল।

অযোধ্যারাম গোঁসাই (আজু গোঁসাই)

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন রহস্যকবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা। পিতা রামরাম; নিবাস হালিশহর অন্তর্গত কুমারহট্ট। রামপ্রসাদের অনেক গানের প্রতিবাদ করিয়া গান বানান

অর (Radius), ব্যাসার্ধ

বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত যেকোন সরল রেখাকে ঐ বৃত্তের অর বা ব্যাসার্ধ বলে। বৃত্তের সমস্ত অর সমান।

অরণ্য (Forest)

অরণ্যকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়; (১) চির হরিৎ (ever-green); এই শ্রেণী গাছের পাতা বৎসরে একবার ঝরিয়া পড়িলেও সঙ্গে সঙ্গেই নূতন পাতা গজায় যেমন সেগুন, মেহগোনি, আবলুস প্রভৃতি। চিরহরিৎ বৃক্ষ নিরক্ষীয় ও মৌসুমি অঞ্চলে জন্মে। (২) পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forests); ইহাদের পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে ও গাছ সমগ্র শীতকাল পত্রহীন থাকে। ওক্, বীচ, এলম, অ্যাশ প্রভৃতি বৃক্ষ এই জাতীয় উদ্ভিদ্। (৩) সরলবর্গীয় উদ্ভিদ্ (coniferous); এই জাতীয় গাছের ফলের আকৃতি শঙ্কুর (cone) ন্যায়। পাইন, ফার্, লার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ এই জাতীয়।...অরণ্য রক্ষা ও বৃক্ষচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ গবর্নমেন্টের অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রত্যেক সুসভ্য দেশ স্বীকার করিয়াছেন। বন বিভাগ (Forest Department) দ্রষ্টব্য।

অরন্ধন

ভাদ্র ও আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন বাঙলাদেশের হিন্দুরা রন্ধন করে না, রান্নার হাড়ি কলসী ফেলিয়া দেয়। পূর্বদিনের রান্না খাদ্য খায়। অম্বুবাচির সময়ে অঃ পালিত হয়। বঙ্গচ্ছেদ (দ্রঃ) স্মরণ করিবার জন্য (১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর) ৩০এ আশ্বিন রাখিবন্ধন ও অরন্ধন ঘোষিত হয়।

অরবিড়ু বংশ

বিজয়নগর (দ্রঃ) ধ্বংসের পর (১৫৬৫) রামরাজার ভ্রাতা তিরুমল পেনুগোণ্ডা নামক স্থানে ১৫৭০এ রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা বিজয়নগরের ৪র্থ রাজবংশ। এই বংশের ৩য় রাজা বেংকট চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি তেলেগু সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার পর বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

অরবিন্দ ঘোষ (জ. ১৮৭২)

জাতীয় আন্দোলনের নেতা লেখক ও সাধক। পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, I.M.S., মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। জন্ম কলিকাতায়, ১৫ আগষ্ট ১৮৭২। সাত বৎসর বয়সে বিলাত যান ও ১৮৯০এ সিবিল সার্বিস পাশ করেন, কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় চাকুরীর জন্য মনোনীত হন নাই। ১৮৯২ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা (ট্রাইপস) পাশ করিয়া দেশে ফেরেন ও বড়োদা কলেজে কাজ গ্রহণ করেন; পরে অধ্যক্ষ হন। ১৯০৫এ স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইলে বাংলাদেশে আসেন ও সদ্যস্থাপিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন (১৯০৬)। 'বন্দে মাতরম্' নামে ইং কাগজ প্রকাশ ও পরে 'কর্মযোগীন' (ইং) সম্পাদন করেন। ১৯০৭এ আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হইয়া বৎসর কাল হাজতে থাকেন। মুক্তি পাইবার কিছুকাল পর দঃ ভারতে পণ্ডিচেরিতে চলিয়া যান ও সেখানে সাধনায় রত হন। 'আর্য' (ইং) নামে একখানি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পত্রিকা কয়েক বৎসর প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট জ্ঞান শিক্ষার জন্য বহু শিষ্য পঃ তে গিয়া বাস করিতেছেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, পত্রদ্বারা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেন; বৎসরে তিন দিন মাত্র নীরবে শিষ্যদের দর্শন দেন। বহু গ্রন্থের লেখক। Essays on Gita বিখ্যাত। (দ্রষ্টব্য ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ. লিখিত অরবিন্দ জীবনী)।

অরশ (Solanum verbascifolium)

রঙ্গনাদি বর্গের বন্য বড় ক্ষুপ; পাতায় ঘোড়ার গন্ধ বলিয়া অনেকে অশ্বগন্ধা বলিয়া ভুল করে। গাছে কাঁটা নাই, পাতা বাদামিয়া, লম্বা, রোমশ; ফুল শাদা, দেখিতে বেগুন ফুলের মত। (যোগেশ; Chopra 529)

অরাজকতা (Anarchism)

অরাজকতা, রাজদ্রোহ, বিপ্লববাদ, নিহিলিজম, আনার্কিজম্,

টেররিজম্ প্রভৃতি শব্দ প্রতিশব্দবাচক নহে। আমাদের দেশে যাহাদের আনার্কিস্ট বলা হয় তাহারা যথার্থ রাজাহীন বা কর্তৃত্বহীন রাজ্য গড়িতে চায় না। যথার্থ আনার্কিস্টরা কোনো প্রকার মানব নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রশাসনে বিশ্বাস করে না; তাহাদের মতে সম্পত্তিসৃষ্টি 'চৌর্যের' নামান্তর মাত্র। অরাজকতা একটি দার্শনিক মত মাত্র। ইহার প্রবর্তক পিয়ারে প্রুধোন (Proudhon ১৮০৯-৬৫)। ইহাদের মতে মানুষ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিজেকে শাসন করিবে। বাকুনিন (Bakunin ১৮১৪-৭৬) এই মতের প্রচারক। ইহাদের মধ্যে বহু দল আছে, বামপন্থীরা হত্যাদি দ্বারা শাসনকেন্দ্র ধ্বংসের পক্ষপাতী। লেখকদের মধ্যে ক্রোপটকিন (দ্রঃ) বিখ্যাত।

অরিগা (Auriga) নক্ষত্রপুঞ্জ

অর্থ—রথী; সংস্কৃত নামাকরণ ব্রহ্ম নক্ষত্র। পারসিউস ও মিথুন রাশির মধ্যে অবস্থিত। এই বর্গে ক্যাপেলা উজ্জ্বলতম তারা (০·২) (দ্রঃ ব্রহ্মহৃদয়)

অরিষ্ট

(১) কংসের আশ্রিত অসুর; বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে উপনীত হইয়া কৃষ্ণকে শৃঙ্গদ্বারা বধ করিতে উদ্যত হয়; কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়।

(২) Extraction, Wine দ্রঃ সুরা

অরিষ্টনেমি

(১) সূর্যরথে বৎসরের প্রতিমাসে এক এক আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, নাগ, ও রাক্ষস অধিষ্ঠিত থাকে; পৌষ মাসে যক্ষ অরিষ্টনেমি থাকে। (২) কশ্যপ পুত্র। (৩) প্রজাপতি দক্ষর ৪ কন্যাকে বিবাহ করেন। (৪) বৃষ্ণির প্রপৌত্র, চিত্রকের পুত্র। (৫) ২২ শম তীর্থংকর।

অরুণ

কশ্যপ ও বিনতার পুত্র; গরুড়ের জ্যেষ্ঠ। বিনতা দুইটি অণ্ড প্রসব করে ও অসময়ে একটি ভাঙিয়া ফেলে; তাহার মধ্য হইতে অর্ধপুষ্ট অরুণ নির্গত হইয়া মাতাকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন ৫০ বৎসর তিনি সপত্নী কদ্রুর দাসী থাকিবেন ও যদি অসময়ে অপর অণ্ডটি না ভাঙেন তবে সেই অণ্ডজাত সন্তান তাঁহাকে দাসিত্ব হইতে উদ্ধার করিবে। অরুণ সূর্যর সারথি হন। কোন কোন পুরাণ মতে শ্যেনীর গর্ভে তাঁহার সম্পাতি ও জটায়ু নামে পুত্রদ্বয় জন্মে।

অরুনডেল (Arundale, Dr. George S.)

বেসান্তের মৃত্যুর পর (১৯৩৩) ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। জন্ম ১৮৭৮। ইংরেজ পণ্ডিত। ১৯০৬এ মিসেস বেসান্তের সহিত এদেশে আসেন; কাশীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯১৭এ বেসান্তের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যের জন্য অন্তরায়িত হন। আদিয়েরে থিওজফিস্টদের বিদ্যা আয়তনে বাস করেন।

অরুন্ধতী

(১) প্রজাপতি কর্দমের কন্যা ও বশিষ্ঠের পত্নী। পতিভক্তির জন্য খ্যাত। ইহজগতের পর সপ্তর্ষি লোকে স্বামীর সহিত বাস করিতেছেন।

(২) Alcor। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের পুচ্ছের একোত্তর তারার নাম বশিষ্ঠ; উহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র তারার নাম।

অরেলিয়াস (Marcus Aurelius ১২১-১৮০ খৃঃঅ)

রোমের সম্রাট; সাধুতা ও ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত। জীবনের অধিকাংশ সময়ে যুদ্ধ করিয়া কাটাইলেও নিজ জীবনে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেন; ইনি খৃস্টানদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার কারণ রাজনৈতিক। তাঁহার 'আত্মচিন্তা' বিখ্যাত বই। বাংলায় অনুবাদ আছে।

অরোরা পোলারিস (Aurora Polaris) মেরুপ্রভা

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট রাত্রি ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী। রাত্রিকালে মেরুমণ্ডলের দিকচক্রবালে এক প্রকার উজ্জ্বল আলো বা মেরুপ্রভা দেখা যায়; নরওয়ের উত্তরাংশ হইতে উহা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ইহার কারণ অজ্ঞাত, তবে কেহ কেহ বলেন যে সূর্য হইতে নিসৃত বৈদ্যুৎ চুম্বক তাহার কোন তরঙ্গ অভিঘাতে উদ্ভূত হয়। উত্তর মেরুর আলোককে অঃ বোরিয়ালিস (A. borealis) ও দক্ষিণ মেরুর আলোককে অঃ অস্ট্রালিস (A. australis) বলা হয়।

(Andropogon schœnanthus), গন্ধবেনে। সুগন্ধ বেনাতুল্য ঘাস; পাতা হইতে গন্ধ তৃণের তৈল বাহির করা হয়। (দ্রঃ Chopra 462; যোগেশ) দ্রষ্টব্য আকন্দ।

অর্কিড্ (Orchid)

Orchidanae পরিবারভুক্ত যেকোনো গাছকেই ইংরেজিতে অর্কিড বলে। ছোট গাছ; সাধারণত উষ্ণপ্রধান দেশে (tropics) আম প্রভৃতি গাছের ডালে এবং নাতিশীতোষ্ণদেশে মাটিতে জন্মে। ঠাণ্ডা স্যাতসেঁতে স্থান ইহাদের প্রিয়; দার্জিলিঙ ও আসামে প্রচুর জন্মে। বৃক্ষশাখাস্থ অর্কিডের কাণ্ড প্রায় স্ফীত হইয়া নকল গেঁড় (pseudo bulb)এ পরিণত হয়। মাটিতে যেগুলি জন্মায় তাহাদের শিকড় প্রায় (tuber) কন্দাকার হয়। বৃক্ষজাত অঃ আলোকলতার ন্যায় পরভোজী নহে; ইহারা

এক প্রকার মোটা সবুজ শিকড় ঝুলাইয়া বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। অর্কিড ফুল নানা রঙের ও আয়তনের হয়। সৌখীন লোকে অর্কিডগাছ বারান্দায় ঝুলাইয়া রাখেন।

অর্কেস্‌ট্রা (Orchestra)

গ্রীক থিএটরের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি স্থলে গায়ক বা কোরাসদল গান করিত—ইহাকে বাঙলায় আসর বলে। রোমানদের সময়ে মধ্যস্থলে কোরাসের সমবেত গান উঠিয়া যায়, তার স্থলে স্টেজের ন্যায় অর্ধগোল স্থান একধারে নির্মিত হয়। বর্তমানে সঙ্গীতের ঐকতান বাদ্যকে অর্কেষ্ট্রা বলে।

অর্জুন (Terminalia arjuna)

হরীতকাদি বর্গের দীর্ঘতরু; নদীতীরে সাধারণত জন্মে; গাছ ৬০।৭০ হাত উঁচু হয়। কাণ্ড অতিশয় স্থূল। পত্রপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ২টি অর্বুদ থাকে; পত্রপ্রান্ত সামান্য খাঁজকাটা। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়; ফুল ছোট, হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ। ফল হেমন্তে পাকে, দেখিতে কামরাঙার মত শির উঁচু, কিন্তু ছোট। গাছের ছালে চূণের কণামত দেখা যায়; ছাল বাটিয়া যে কোনো ঘায়ে দিলে ক্ষত সারে। আয়ুর্বেদের ঔষধ অনুপান। (বনৌষধি দর্পণ পৃ ৪০)। গাছের কাঠ ও তক্তা গ্রামে ব্যবহৃত হয়।

অর্জুন

পঞ্চম শিখ গুরু (১৫৮১—১৬০৬)। ইনি ৪র্থ গুরু রামদাসের পুত্র; ইহার মাতা ছিলেন ৩য় গুরু অমরদাসের কন্যা। ইনি শিখ সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ইনি অমৃত সরোবর তীরে বাস করিতেন ও ঐস্থান আকবরের নিকট হইতে দেবত্র পান। গুরুদেব ও অন্যান্য সাধকদের ভজন ও কবিতা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থসাহেব (দ্রঃ) সম্পাদন করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইলে অর্জুন তাঁহার বিপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য করেন: এই অপরাধে সম্রাট্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন; সেইস্থানে ইহার মৃত্যু হয়।

অর্জুন

তৃতীয় পাণ্ডব; পাণ্ডুর পুত্র, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম হয়। মহাভারতের আখ্যায়িকার সঙ্গে জীবন-কাহিনী যুক্ত। ইনি লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন; খাণ্ডববন দাহ করিয়া অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ প্রাপ্ত হন। দ্বাদশ বর্ষ বনবাসকালে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তৎপরে কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার সহিত বিবাহ হয়। অক্ষ ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য হারাইয়া সপরিবারে বনবাসে গমন করেন ও সেই সময়ে অর্জুন মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন; স্বর্গে গিয়া উর্বশীর নিকট নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করেন ও ইন্দ্রাদেশে পঞ্চ বৎসর স্বর্গে বাস করেন। ভ্রাতাদের নিকট ফিরিবার পর একদিন জানিতে পারিলেন বনমধ্যে দুর্যোধন চিত্রসেন গন্ধর্ব কর্তৃক বন্দী হইয়াছেন। তদ্দণ্ডে তিনি তাঁহার বন্ধন মোচন করেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হয়। সেই সময়ে অর্জুন বিরাট রাজের অন্তঃপুরে বৃহন্নলা নাম লইয়া নর্তকের কাজ করেন। দুর্যোধন বিরাট রাজার গোগৃহ অধিকার মানসে আসেন; রাজপুত্র উত্তরের সারথি হইয়া অর্জুন যান; কিন্তু শেষকালে তাঁহাকেই যুদ্ধ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন অর্জুন। যুদ্ধশেষে অশ্বমেধযজ্ঞ হয় ও সেই সময়ে চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বভ্রুবাহন তাঁহার অশ্ব রোধ করেন ও তাঁহাকে পরাভূত করেন। যদুবংশের ধ্বংসের পর অর্জুন যদুবংশীয় রমণীদের হস্তিনায় আনিতেছিলেন, কিন্তু পথে দস্যুরা তাঁহাকে পরাভূত করে। ইহার পর অর্জুন পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

অর্ণবযান মণ্ডল Argo (দ্রঃ আর্গো তারকাপুঞ্জ)

অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান (Economics, Political economy)

যে শাস্ত্রে সমাজের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বা অধোগতির নিয়মাবলী আলোচিত হয়, তাহার সাধারণ সংজ্ঞা 'ইকনমিক্স'। সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া, তাহা বিক্রয় করিলে বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়; অর্থাৎ উৎপাদন (production), বণ্টন (distribution) ও বিনিময় (exchange) এই কয়টি বিষয় অর্থবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। মানুষের কর্মপ্রেরণা ধর্মমূলক বা ধনমূলক, অর্থাৎ ধর্মবোধ হইতে মানুষ কতকগুলি কাজ করে, এবং কতকগুলি কাজ করে অর্থ উপার্জনের জন্য। অধিকাংশের কর্মপ্রেরণা অর্থ বা ধন উপার্জনের জন্যই; অর্থাৎ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক সুখের জন্য লোকে অর্থোপার্জন করে।...ইউরোপে অর্থনীতির যথার্থ আলোচনা সুরু হয় ১৮ শতকে। এই সময় হইতে ইউরোপের জাতিসমূহ পৃথিবীর নানাস্থানে বাণিজ্যের জন্য যায়; তখন লোকের ধারণা ছিল যে ধনের অর্থ স্বর্ণাদি মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর সংগ্রহ। সেইজন্য বাহিরের কোনো জাতিকে নিজদেশে আসিয়া শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ধন বা সোনা-রূপা লইয়া যাওয়া অন্যায় মনে করিত (mercantile system)। এই ধারণার ভ্রম ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith) তাঁহার The Wealth of Nations গ্রন্থে (১৭৭৬) ব্যক্ত করেন। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে।...ভারতে রানাডে, নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখলে, ওয়াচা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। বাঙলাদেশে ঐতিহাসিক-ভাবে ইহার আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে ব্যবহারিক ধন বিজ্ঞানের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে; এ বিষয়ে অধ্যাপক

বিনয়কুমার সরকার অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'আর্থিক উন্নতি' (মাসিক) ও 'আর্থিক জগৎ' (সাপ্তাহিক) পত্রিকা ব্যবহারিক দিক লইয়া আলোচনা করে। ইংরেজিতে Indian Finance, Capital উল্লেখযোগ্য।

'অর্থশাস্ত্র'

কৌটিল্য রচিত অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ। ১৯০৫এ মহীশূরের পণ্ডিত শ্রীশ্যামশাস্ত্রী এই গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। ইনি ১৯০৯এ সংস্কৃত গ্রন্থ ও ১৯১৫এ ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করেন। গ্রন্থে ১৫ অধিকরণ বা খণ্ড, ১৫০ অধ্যায় ও ৬০০০ সূত্র আছে। গ্রন্থ রচনা কাল নির্ণয় করা কঠিন। এক পক্ষের মত উহা চন্দ্রগুপ্তর মন্ত্রী চাণক্যর রচিত। অন্যেরা বলেন গ্রন্থটি ৪র্থ শতকের রচনা। এই গ্রন্থ লইয়া এদেশের ও বিদেশের বহু গবেষক কার্য করিয়াছেন। বাংলায় আংশিক অনুবাদ আছে।

অর্ধচন্দ্র (Crescent moon)

ইসলামের পতাকায় এই চিহ্ন থাকে; বোধ হয় রমজানের রোজা উপবাসের পর চন্দ্র দেখিয়া রোজা খোলা হয়; সেই জন্য মিলনের চিহ্নস্বরূপ উহার প্রতীক ব্যবহৃত হয়।

অর্ধনারীশ্বর

শিব ও দুর্গার একক মূর্তি—অর্ধদিকে নারী, অপর দিকে নর। ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, হস্তে পাশ, রক্তকমল, নরকপাল ও শূল।

অর্ধবৃত্ত (Semi-circle)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। বৃত্তের ব্যাস (.ameter) ও পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ অংশকে অং বলে।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী (১২৫৮-১৩১৫)

বাঙলার বিখ্যাত অভিনেতা। ১২৭৯ ন্যাশনাল থিএটরের অন্যতম স্থাপয়িতা; দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়, অং চারিটি ভূমিকায় নামেন। চিরজীবন এই আর্টের সাধনা করেন। ইহার পুত্র ব্যোমকেশ সাহিত্যসেবী ছিলেন।

অর্ধোদয় যোগ

পৌষ কিংবা মাঘ মাসে অমাবস্যায় রবিবার, ব্যতীপাত যোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্র একত্র মিলিত হইলে হিন্দুদের বিশ্বাস এই সময়ে গঙ্গাস্নান করিলে কোটি সূর্যগ্রহণ স্নানের ফল হয়। ১২৭০, ১২৯৭, ১৩০৯, ১৩১৪, ১৩৪২এ এই যোগ হয়। ১৩১৪ যোগের সময়ে যাত্রীদের সাহায্যর জন্য বাঙালী যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রথম গঠিত হয়।

অর্বুদ (Tumour)

শরীরের কোনও অংশ যদি ধীরে ধীরে নূতন তন্তু বা tissue সংগ্রহ করিয়া ফুলিয়া ওঠে তবে উহাকে 'আব' বলে; মৃদু ও ভীষণ দুই রকমের আব হয়। ইহার কারণ অজ্ঞাত। মৃদুতে বেদনা কখনো থাকে, কখনো থাকে, না; ভীষণ বা malignant প্রকৃতির আব পার্শ্ববর্তী তন্তুসকলকে ধ্বংশ করিয়া বাড়িতে থাকে। অস্ত্রোপচারে প্রায় উহা নির্মূল হয়, নূতন করিয়া কমই উঠিতে দেখা যায়।

অর্ম (Orme, Robert ১৭২৮—১৮০১)

ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির চাকরী লইয়া ১৭৪২এ কলিকাতায় আসেন। ইহার জন্ম মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে হয়। বৃটিশ ভারত সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। A general idea of the Government and people of Indostan (1752), Military Transactions of the British Nation in Indostan from the year 1745-1763 (1760-78).

অলঙ্কার (The Science of Rhetoric).

পূর্বকালে যে শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেশে কাব্য, নাটক প্রভৃতির দোষ গুণ বিচার করা হইত, তাহাকে বলা হইত অলঙ্কারশাস্ত্র। ইহাকে সাহিত্যের সমালোচনা বলা চলে, ইংরেজিতে যাহাকে বলে Literary Criticism. সংস্কৃত-পণ্ডিতগণের মধ্যে কাব্য বা নাটকের আসল বস্তু কি ইহা লইয়া বেশ মত-ভেদ ছিল। এই মত-ভেদই ক্রমে পাঁচটী শাখায় বিভক্ত হয়—(১) রীতিশাখা (২) বক্রোক্তিশাখা (৩) ধ্বনিশাখা (৪) রসশাখা (৫) অলঙ্কারশাখা। কিন্তু প্রত্যেকখানি পুস্তকে অলঙ্কারই (কথার সৌন্দর্য) অধিক স্থান দখল করিতে থাকিল। ক্রমে সম্পূর্ণ শাস্ত্রই অলঙ্কারশাস্ত্র নামে অভিহিত হইল। প্রত্যেকখানি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তকে নিম্নবিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়—কাব্য বা নাটক কি ও কতপ্রকার, শব্দ কতপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, গুণ ও দোষ কি ও কত রকমের, ভাষা কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, অলঙ্কার কি ও কতপ্রকার, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, রস বা আনন্দ কাব্য ও নাটক প্রভৃতির সাহায্যে কিভাবে পাঠক ও দর্শক অনুভব করেন।

অং দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস(alliteration),যমক (analogue), শ্লেষ (paronomasia), বক্রোক্তি (equivoque) থাকে। অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত স্বভাবোক্তি (description), উপমা (simile), রূপক (metaphor), প্রতীপ (reversed simile), ব্যতিরেক (excess of object or subject), অতিশয়োক্তি (hyperbole), অধিক (excess of container or contained), উৎপ্রেক্ষা (hypothetical metaphor) সমাসোক্তি (personification), উল্লেখ (manifold of predication), দীপক (identity or action or agent) তুল্যযোগিতা identity of attribute), অপ্রস্তুতপ্রশংসা

(allegory), অর্থান্তরন্যাস (corroboration), দৃষ্টান্ত (parallel), প্রতিবস্তূপমা (parallel simile), নিদর্শনা (transference of attributes)। বিভাবনা effect without cause) বিশেষোক্তি (cause without effect) বিরোধ (rhetorical contradiction), ব্যাজস্তুতি (irony) অপহ্নুতি (denial), ভ্রান্তিমান (rhetorical mistake), সন্দেহ (r. doubt)।

অলঙ্কার, গয়না

সুন্দর বা ভীষণ দেখাইবার জন্য পুরা   াদিম যুগ হইতে বাহিরের উপাদানের দ্বারা দেহকে ভূষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফুল, ফল, ফলের বীজ, অস্থি, দন্ত, প্রস্তর, ক্রমে ধাতুদ্বারা নির্মিত ফুল ফলাদি লোকে অঙ্গে ধারণ করিতে আরম্ভ করিল; কঙ্কণ বলয়, কর্ণাভরণ, মল বা পদাভরণ, মালা প্রভৃতি বিচিত্র গয়না নানাদেশে নানাভাবে লোকে গড়িয়াছে। পশুর লোম, পাখীর পালক, মাছের কাঁটা, গবাদির শৃঙ্গ শঙ্খ, নানাভাবে এখনো সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইউরোপীয় মহিলারা জন্তুর লোম বা ফার্ (fur), পাখীর পালক প্রচুর ব্যবহার করে। এদেশে শাখার চুড়ি, শিঙের চিরুণী, হাতীর দাঁতের চুড়ি, ঝিনুকের বোতাম, মুক্তা প্রভৃতির ব্যবহার খুবই প্রচলিত। দেশভেদে অলঙ্কার পৃথক; ধর্মভেদে, সমাজ ও বর্ণভেদে, রুচি সংস্কৃতি ও শিক্ষাভেদে অলঙ্কার পৃথক হয়। পূর্বে পুরুষরা কণ্ঠে আভরণ ও কর্ণে কুণ্ডল পরিত; মেয়েদের নাকে নথ, পায় মল ছিল। এখনো মারবাড়ী মহিলারা মোটা মল পরে। কিন্তু সরল নম্র গয়নার দিকে সভ্যদের রুচি বাড়িতেছে। কাঁচের চুড়ির ব্যবহার হিন্দুদের মধ্যে বেশি। সুন্দর দেখাইবার জন্য গয়না ব্যবহৃত হইলেও মেয়েরা সোনার গয়নাকে সম্পত্তি বা সম্পদ হিসাবে সঞ্চয় করে। দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরকে অত্যন্ত মূল্য দান করিয়া লোকে পরে; সামান্য কয়লা জাতীয় হীরকের মূল্য মানুষের কাছে খুব বেশি।

অলঙ্কার কৌস্তুভ

কবি কর্ণপুর বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ; ইহাতে প্রায় ১২০০ শ্লোক আছে, ৯ পরিচ্ছেদ।

অলক মেঘ (Cirrus)

আকাশের উর্ধ্বস্থানে এই মেঘ থাকে। সাধারণত শীতকালে পালকের ন্যায় যে হালকা মেঘ দেখা যায়, তাহা ২০।৩০ হাজার ফুট উর্ধ্বে থাকে (দ্রঃ মেঘ)

অলকস্তর মেঘ (Cirro-stratus)

উর্ধ্ব আকাশের মেঘ। হালকা, শাদা মেঘ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলে। এই মেঘ থাকিলে সূর্যশোভা ও চন্দ্রশোভা হয় (haloes)। এই মেঘ প্রায়ই দুর্দিনের সূচক। (দ্রঃ মেঘ)

অলকস্তূপ মেঘ (Cirro-cumulus)

সাধারণত শীতকালের মেঘ। ইংরেজিতে mackerel sky ও বাংলায় 'কোদালে-কুড়ুলে' মেঘ বলে। এই মেঘ ৩০০০ মিটার হইতে ৭০   মিটারের (৯৮০০-২২৯০০ ফুট) মধ্যে থাকে (দ্রঃ মেঘ)

অল্‌কট্ (Col. H. S. Olcott ১৮৩২—১৯০৭)

আমেরিকান থিওজফিস্ট। আমেরিকার গৃহবিবাদ সময়ে দাসপ্রথা-বিরোধী উত্তর দলের সৈন্য বিভাগে কাজ করেন   মাদাম ব্লাভাস্কির সহিত থিওজফিস্ট সমাজ স্থাপন করেন ও আজীবন সভাপতি ছিলেন। ভারতে আসিয়া থিঃ আন্দোলন চালনা করেন। আদেয়ারে মৃত্যু হয়। মেস্‌মেরিজম্ বিদ্যার দ্বারা তিনি অলৌকিক কার্য করিতেন বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

অল্‌কিন্‌দি (৯ম শতক)

আরব দার্শনিক ও গাণিতিক। জন্মস্থান বসোরা। ইনি গ্রীক লেখক আরিস্তোতলের গ্রন্থ আরবীভাষায় তর্জমা করেন: ইনি আরবের আদি দার্শনিক বলিয়া বিবেচিত হন

অল্‌কিমি (Alchemy)

আদিযুগ হইতে মানুষ সাধারণ ধাতুনির্মিত পাত্রাদিকে স্থায়ী করিবার জন্য নানা খনিজ পদার্থ দ্রব বা গলিত করিয়া তাহার উপর প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ধাতুসমূহের মধ্য হইতে এমন একটি উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা হইতে লাগিল যাহার দ্বারা হীন ধাতুও মহার্ঘ করা যায়। কোন অজ্ঞাত ধাতুর দ্বারা রাঙ বা বঙ্গ সোনা হয়, তাহার ব্যবহারে মানুষ অক্ষয় যৌবন প্রাপ্ত হয় এই ধারণার বশবর্তী হইয়া লোকে সেই অজ্ঞাত রসের সন্ধান করিতে আরম্ভ করে। মিশরের হার্মেস্ এই বিদ্যার গুরু বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।…ভারতে স্পর্শমণি বা পরশপাথরের সন্ধান এই শ্রেণীরই প্রচেষ্টা।…চীনে লাওৎসুর শিষ্যরা অমরজীবন লাভের জন্য এই বিদ্যার চর্চা করে। মিশর হইতে আনীত এই বিদ্যা গ্রীকরা অনুশীলন করে। কিন্তু আরবরাই বিশেষভাবে এই বিদ্যার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় এবং তাহাদের দ্বারা মধ্যযুগে বিশেষভাবে রস বা পারদ লইয়া পরীক্ষাদি চলে; এই বিদ্যাকে কিমিয়া বা অল কিমি বলে। জবীর ইবন্ হায়ান্ (Geber) আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক। রজার বেকন্, আলবার্ট ম্যাগনাস্ প্রভৃতি ইউরোপীয়দের নাম এই কিমিয়া বিদ্যার সহিত যুক্ত। ১৮ শতকে এই কিমিয়া বিদ্যা হইতে বর্তমান কেমিস্ট্রি বিজ্ঞানের উদ্ভব; রবার্ট বয়েল (Boyle) ইহার জন্য দায়ী। (দ্রঃ রসায়ন ও কেমিস্ট্রি)

অল্‌কোহল্ (Alcohol)

সুরাসার। শর্করা, গুড়, আখ, বীট্, মধু, আলু, গম, চাউল, কাষ্ঠকাণ্ড প্রভৃতি চোলাই করিয়া সুরাসার পাওয়া যায়; অথবা কার্বন (অঙ্গার), হাইড্রজেন ও অক্সিজেন সংশ্লেষণ (synthesis) দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। খাঁটি (absolute alcohol) কোহলে মাত্র শতকরা ১, ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে। সকল প্রকার মদ্যের ইহাই মূল উপাদান। লঘু বীআরে (Beer) ২, ও উগ্রমদে ৭০, কোহল থাকে। ইহা স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সহজদাহ্য, তরল; স্বাদ তীব্র জ্বালাময়, উগ্রগন্ধী। ক্লোরোফর্ম, ইথার সাবান, কেশস্নানের তরল, সেলুলয়েড, এসেন্স, সুগন্ধি নির্যাস প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুতিতে কোহল লাগে। বিদেশ হইতে ভারতে ১৯৩৬-৩৭ ৬৮'৫ লক্ষ টাকার কোহল আমদানী হয়, তা ছাড়া সুগন্ধিতে ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোহল ৭৩ লক্ষ টাকার আসে। কোহলদ্বারা মোটর ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অলক্ষ্মী

বেদে আছে অলক্ষ্মী বৃক্ষ লতাদির অঙ্কুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনে; ইহা কুৎসিত শব্দকারিণী, বিকটাকৃতি। তাহাকে সমুদ্রপারে পাঠাইবার জন্য মন্ত্রে বলা হইয়াছে; অলক্ষ্মীর বিপরীত দেবতা দ্রবিণোদা; ইহা অগ্নির এক নাম।— পৌরাণিক মতে অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা, সমুদ্র হইতে উদ্ভূতা। দুঃসহ নামে মুনির সহিত দেবতারা অলক্ষ্মীর বিবাহ দেন। কিন্তু ইহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া দুঃসহ মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রধান কোথায় তিনি বাস করিবেন; মার্কণ্ডেয় অলক্ষ্মীর নিবাসস্থল ব্যাখ্যা করেন। গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অলক্ষ্মীর পূজা হয়; গোবরের পুতুল করিয়া, তাহার হাতে দেওয়া হয় নির্মালার ফুল ও কালোফুল। ইহার মূর্তি হয় কৃষ্ণবর্ণ, বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ; অলঙ্কার লৌহময়। ইহার হাতে ঝাঁটা, ইহার বাহন গাধা। পূজা শেষে কুলা বাজাইয়া ইহাকে গ্রামের বাহিরে বিসর্জন করা হয়।

'অলখ নিরঞ্জন'

শিখদের মতে ঈশ্বর অলক্ষ্য বা তাহাকে দেখা যায় না; তিনি অঞ্জন শূন্য, নিষ্কলঙ্ক, নিরাকার।

অল্‌-ঘউল (Algol)

আরবী শব্দ। উত্তর আকাশে পার্সিউস নক্ষত্রপুঞ্জের তারকা। ইহার উজ্জ্বলতার বদল হয়। ২'৬ ঔজ্জ্বল্য (magnitude) হইতে ৩'৫ নামিয়া যায়। ইহার কারণ ৬৮ ঘণ্টা ৪৯ মিঃ অন্তর একটি অনুজ্জ্বল তারকা ইহাকে আবৃত করিয়া গ্রহণ লাগায়, সেই জন্য উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। ইহা সূর্য হইতে ১'২ গুণ বৃহৎ, সঙ্গীটি প্রায় সূর্যের সমান। ইহার ব্যাস ২৬,৭৫,০০০ মা; ইহার সঙ্গীর ব্যাস ১০,৬২,৫০০০ মা। উজ্জ্বলো সূর্য হইতে ১৪০ গুণ অধিক।

অল্‌জি (Algæ)

উদ্ভিদ জগতের সর্বনিকৃষ্ট উদ্ভিদ। Fungus বা 'ছাতা' ও অলজি ছত্রক বর্গের (Thallophyta) অন্তর্গত। ইহা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। অলজির ক্লোরোফিল বা বর্ণ আছে, ফংগস্ বা ছাতা'র বর্ণ শাদা। অলজির ক্লোরোফিল অনেক সময় অন্য রঙের দ্বারা চাপাপড়ে। অল্‌জি ও ছাতার মাঝে পড়ে শেওলা (lichens)। সমুদ্র ও বদ্ধজলে অসংখ্য প্রকার অং আছে; ইহার শিকড় পাতা কিছু নাই, দেহ ছিদ্র দিয়া জল ও বায়ু শোষে।

অল্‌জেবরা (Algebra) বীজগণিত

গাণিতিক সংখ্যা সমস্ত বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা লিখিত হয় এবং উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ চিহ্ন (+ - × ÷) দ্বারা প্রকাশিত হয়। বীজ, পুনঃপুনঃ উক্ত সংখ্যাকে সংক্ষেপে অক্ষর প্রতীক দিয়া বুঝানো যায়; অতি সূক্ষ্ম রাশি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা সহজ; অজ্ঞাত রাশিকে ইহার সাহায্যে বাহির করা যায়। প্রাচীন হিন্দুরা বীজগণিতের অনেক মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আরবরা ৮ম শতকে ভারত হইতে এই বিদ্যা সংগ্রহ করে। প্রায় ৮২০ অব্দে মোহম্মদ বিন্ মুসা 'অল-জেবর ওয়াল' মুকাবেলা নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম হইতে এই বিদ্যার নাম হইল অলজেবরা। ১২০২এ ইতালির এক বণিক আরবদের নিকট হইতে এই বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রচলিত করে বলিয়া কিম্বদন্তী। ১৬ শতকে Vieta নামে গাণিতিক a b c প্রভৃতি প্রতীক দিয়া ইহার প্রথম প্রয়োগ করেন। ১৭ শতকে ফরাসী দার্শনিক দেকার্তিস্ (Des Cartes) জ্যামিতির প্রমাণে অলজেবরার ব্যবহার করেন।— উচ্চ গণিত কষিতে হইলে পাটীগণিত চলে না; তা ছাড়া সেসব অঙ্ক হয় না।

অল্‌ডারম্যান (Alderman)

কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলরদের দ্বারা নির্বাচিত ৬ জন বিশিষ্ট সদস্য। প্রাচীন ইংরেজিতে ealdorman বা নগর মুখ্য বলে। ইংলাণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিল (জেলা বোর্ড) বা শহরের মিউনিসিপালিটির সদস্যকে অং বলে।

অল্‌ডিবারন (Aldebaran), হলদ্বিবরণ, সংরোহিনী

বৃষরাশির (Taurus) ১ম শ্রেণীর নক্ষত্র (১'১)। ঈষৎ লালচে রং। দূরত্ব ৫৭ আলোক বর্ষ পথ। সূর্য হইতে ৯০ গুণ উজ্জ্বল। ব্যাস প্রায় ৩২,৯০৮,০০০ মা। উপরের তাপ আন্দাজ ৩,৩০০° সেন্টি। সূর্য হইতে ৫৪,৮৭২ গুণ বড়।

অল্ ফেরাতিজ্ (Alpheratiz)

অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান তারকা (২.১ ঔজ্জ্বল্য)। সংস্কৃত নাম উত্তরভাদ্রপদ।

অলবুকার্ক (Albuquerque, Alfonso d' ১৪৫৩—১৫১৫) পোর্তুগীজ ভারতের গভর্নর। ১৫০৩এ ইনি ভারতে প্রথম আসেন ও কোচীনে পোর্তু. ক্ষমতা বিস্তার করেন। ১৫০৭এ গভর্নর হন ও বহুস্থান অধিকার করেন; গোআ, মালাক্কা, অরমুজ ইঁহার দ্বারা অধিকৃত হয়; ১৫১৫এ কার্যচ্যুত হন। গোআয় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অল্ বেরুনী আবুরাহান (৯৭৩—১০৪৮)

মুসলমান পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ। মধ্য এশিয়ার খিবাদেশের নিকট বেরুনী গ্রামে (৯৭৩) জন্মগ্রহণ করেন। তথায় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ খারিজাম অধিকার করিলে অল-বেরুনীকে গজনীতে আসিতে হয়। সুলতান হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলে তিনি ভারতে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও বহুবৎসর ভারতীয় ধর্ম ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন; পারসি ভাষায় 'তারিখ-অল-হিন্দ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঐ সময়ের ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ভারত হইতে ফিরিয়া ইনি গজনীতে কিছুকাল বাস করেন ও মামুদ-পুত্র সুলতান মাসুদকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া উপহার দেন; এ ছাড়াও বহুগ্রন্থ রচয়িতা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থখানি Sacchau ইংরেজিতে তর্জমা করিয়াছেন।

অল্ মনসুর, আবুজফর আবদুল্লা (৭১২-৭৭৫)

আব্বাস বংশীয় ২য় খলিফা (৭৫৪-৭৫) ; সাফ্ফাহের (৭৫০-৫৪) পর। বোগদাদ নগর স্থাপয়িতা। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ভারতের বিখ্যাত কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ও 'সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ, আরিস্তোতল, পটলেমি, ইউক্লিড ও অন্যান্য বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবী ভাষায় তর্জমা করান। মৃত্যু-কালে ধনাগারে বিপুল ধন রাখিয়া যান। ইঁহার পুত্র মেহদী পরবর্তী খলিফা হন।

অলমাইদা (Almeida, Francisso d' ১৪৫০-১৫১০) পোর্তুগীজ ভারতের প্রথম গভর্নর (১৫০৫)। ইনি অনেক দুর্গাদি নির্মাণ করেন। তাঁহাকে বদলাইয়া অলবুকার্ককে পাঠানো হয়। দেশে ফিরিবার পথে আফ্রিকার আদিমদের দ্বারা নিহত হন।

অল্ মামুন

আব্বাস বংশীয় ৭ম খলিফা। তিনি ৮১৩-৩৩ একাধারে পণ্ডিত কবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁহার দরবার জগতের সুধীবৃন্দের মিলনমন্দির ছিল; নানা ভাষা হইতে বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়; জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে হয়। ক্রীট দ্বীপ জয় করিয়া সেনপতিরা বহু গ্রীক গ্রন্থ বোগদাদে আনেন। মুতাজালি সম্প্রদায় তাঁহার সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়।

অল্ মোরভিদ (Al-Morvid)

বার্বার মুসলমান বংশ। মরোক্কো ও স্পেনের উপর ১১শ ১২শ শতকে রাজত্ব করে। ১০৫০এ ইয়াসিন পুত্র আবদল্লা এই বংশের প্রতিষ্ঠা করে। ইহারা মরোক্কো জয় করিয়া ১০৯০এ স্পেন অধিকার করে ও ১১৪৭ পর্যন্ত তথায় রাজত্ব করে। ইহারা অলমোহদ বংশ কর্তৃক বিতাড়িত হয়।

অলমোহদিন (Al-Mohad)

উঃ আফ্রিকার বার্বার বংশোদ্ভব বংশ। স্পেনের অলমোরভিদ বংশ বিতাড়িত করিয়া তুমারৎ পুত্র মোহম্মদ ১১৪৭এ স্পেনের রাজা হন। ১২১২ পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করে।

অলম্বুষ

জটাসুর রাক্ষসের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ হস্তে নিহত হয়।

অলম্বুষা

অপ্সরা; কশ্যপ ও প্রধার কন্যা; তৃণবিন্দুর পত্নী। তিন পুত্রের অন্যতম বিশাল বৈশালী নগরের প্রতিষ্ঠাতা।

অলর্ক

রাজা কুবলয়াশ্বের পুত্র; ইঁহার মাতা মদালসা বিদুষী রমণী ছিলেন। এঁ মাতার নিকট হইতে ধর্মোপদেশ পাইয়া ধর্মপ্রাণ হন। কাশীরাজ অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিলে—যুদ্ধে লোকক্ষয় অধর্মজ্ঞানে কাশীরাজকে নিজ রাজ্য ছাড়িয়া দেন; ইহাতে কাশীরাজের চৈতন্য হয় এবং তিনি অলর্ককে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। অন্যমতে চন্দ্রবংশীয় প্রতর্দনের পুত্র, মদালসার গর্ভজাত; লোপমুদ্রার বরে দীর্ঘায়ু-লাভ করিয়া রাজত্ব করেন।

অল্লা (Allah)

আরবী শব্দ অর্থাৎ 'ঈশ্বর'। অল্+ইলাহ্ (ঈশ্বর), অল্-এর অর্থ ইংরেজি the। আরমাইক, হিব্রু ও প্রাচীন আরবীতে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। মুসলমানরা ঈশ্বর অর্থে ব্যবহার করে। ঈশ্বরের গুণবাচক ৯৯ নাম কোরানে আছে। 'অল্লা হো আকবর'এর অর্থ 'ঈশ্বর মহান্'।

অল্ হকিম্

স্পেন-কর্দোভার খলিফ (৯৬১-৭৬); তৃতীয় আবদর রহমানের পুত্র। ইনি সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কর্দোভার বিখ্যাত কিতাবখানা ও মসজিদ ইহার দ্বারা নির্মিত হয়।

অল্হমব্রা (Alhambra)

স্পেনের মুর রাজাদের প্রাসাদ, আরবী শব্দ, অর্থ 'লাল প্রাসাদ'। গ্রানাডার পর্বতোপরি সুলতান ১ম মোহম্মদ (১২৩২-৭৩) এই প্রাসাদের নির্মাণকার্য ও ইউসুফ (১৩৩৩-৫৪) শেষ করেন। সিংহ অঙ্গন ও মৎস্য অঙ্গন বিখ্যাত। প্রথমটিতে ১২টি মর্মর সিংহ ও পাশে একটি উৎস আছে। ইসলামিক স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা।

অলিগার্কি (Oligarchy)

প্রাচীন গ্রীসের এক প্রকার শাসন পদ্ধতি। অল্প কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা শাসন; জনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রনগর সমূহে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

অলিন্দ (Auricle)

হৃদপিণ্ড দ্রঃ। হৃদের দুইটি ভাগ; প্রত্যেকটি ভাগে দুইটি কক্ষ। উপরের কক্ষের নাম অলিন্দ, নিম্নের নাম নিলয়। দেহের দূষিত রক্ত মহাশিরাদ্বয় দিয়া আসিয়া দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। দঃ অলিন্দ হইতে একটি দ্বার দিয়া নিলয়ে রক্ত ঢোকে, কিন্তু নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া আসিতে পারে না; অলিন্দের চেয়ে নিলয়ের দেওয়াল পুরু। বাম অলিন্দে ফুসফুস হইতে পরিস্রুত রক্ত প্রবেশ করিয়া বাম নিলয় দিয়া দেহমধ্যে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালিত করে।

অলিভ অইল (Olive oil)

জলপাইএর তৈল। অলিভ ভূমধ্যসাগর তীরের গাছ, এখন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় চাষ হয়; ফলের বীজ পিশিয়া কাই হয়। সেই কাই মোটা পশমের কম্বলে রাখিয়া চাপ দিলে তেল বাহির হয়। ইউরোপে ইহা রান্নার কাজে লাগে। ঔষধ, সাবান, রেচক রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়ার বিজয়ীকে অলিভ পাতার মুকুট উপহার দেওয়া হইত।

অলিম্পিয়ক ক্রীড়া (Olympic games)

প্রাচীন গ্রীসের চারসালী ক্রীড়া। প্রবাদানুসারে খৃপূ ৭৭৬এ অলিম্পিয়াতে গ্রীকদের এই জাতীয় ক্রীড়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিয়া দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপনেসাসের অন্তর্গত স্থান; এখানে জিউস্ অলিম্পিয়াস্ দেবতার মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সংলগ্ন বিস্তৃত সমতলের উপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবাদি হইত। প্রথম দিকে উহা সাধারণভাবে গ্রাম্য যুবকদের দৌড় পাল্লার প্রতিযোগিতার স্থান ছিল; ক্রমে লম্ফ, দৌড়, কুস্তি, বালা ছোড়া, বর্শা ছোড়া প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। খৃ পূঃ ৬৮০ হইতে রথ দৌড়ের পাল্লা সুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় অ গ্রীক, বর্বর, দাস ও নারীদের নামিতে দেওয়া হইত না। গ্রীসের সর্বত্র হইতে প্রতিযোগীরা এলিসে (Ellis) জমায়েত হইত এবং দশ মাস কসরৎ ও ক্রীড়াদি শিক্ষা করিত। এই উৎসব পাঁচ দিন চলিত; জিউস দেবের পূজাদি ইহার অঙ্গ ছিল। বিজয়ী অলিভের মালা উপহার পাইতেন। এই সময়ে কবি নাট্যকারগণও নিজ নিজ রচনা জনসমক্ষে শুনাইতেন। প্রাচীন অঃ ক্রীড়া বোধহয় খৃ. পূ. ৭৭৬ হইতে ৩৯৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পর ষোলশ বৎসর পরে ১৯ শতকের শেষ দিকে যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাকে পুনরায় অ. ক্রীড়া নাম দেওয়া হইয়াছে।

ব্যারন দ কুবারটিন (Coubertin) নামে এক ফরাসী সম্ভ্রান্তের চেষ্টায় প্রাচীন গ্রীসের অঃ ক্রীড়ার অনুকরণে ১৮৯৬ এ এথেন্স নগরীতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর হইতে ইহা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া প্রতি চারি বৎসর অন্তর এক একটি বিশিষ্ট নগরীতে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৯৬ এথেন্স, ১৯০০ প্যারিস, ১৯০৪ সেন্ট লুই (আমেরিকা), ১৯০৬ এথেন্স, ১৯০৮ লনডন, ১৯১২ স্টকহলম্, ১৯২০ আনটুয়াপ, ১৯২৪ প্যারিস, ১৯২৮ আমস্টাডাম, ১৯৩২ লস্ এনজেলিস, ১৯৩৬ বার্লিন। বার্লিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি টীম্ প্রথম হয়। ১৯৪০এ জাপানে হইবার কথা ছিল তাহার বদল হইয়া ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে হইবার প্রস্তাব হয়। বেঙ্গল অলিম্পিক ও ইণ্ডিয়ান অ আছে।

অলিম্পিক ক্রীড়ায় কি কি খেলা হয় ?

দৌড়পাল্লা—১০০ মিটার; ২০০; ৪০০; ৮০০; ১৫০০; ৩০০০; ৫০০০; ১০,০০০ মিটার।

দৌড় ১১০ মিটার, হার্ডল বা বাধা দেওয়া দৌড়। ৪০০ মিঃ ঐ।

দৌড় রিলে রেস্ ৪০০ মিঃ; ১,৬০০ মিঃ ঐ।

ম্যারাথন রেস ২৬ মাইল।

হাঁটা—৫০ কিলোমিটার।

হাই জাম্প উচু লাফ; লং জাম্প বা লম্বা লাফ; পোল জাম্প বা ডাণ্ডাতে লাফ।

মুগুর ছোড়া; বালা ছোড়া; বর্শা ছোড়া। Hop, Step ও Jump।

বাইচ বা নৌকা খেলা (Rowing), সাঁতার (বহু প্রকারের) জল-বল খেলা (Water Polo)।

অসিক্রীড়া (Fencing)। বক্সিং (Boxing) বা মুষ্টি যুদ্ধ।

কুস্তি (Wrestling) বহু প্রকারের।

সাইক্লিং (Cycling) ৪ দফা, নানা রকমের।
Yachting বা পাল তোলা নৌকা চালনা।
পোলো বা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া হকি খেলা।
হকি (Hockey) খেলা।
ফুটবল (Football)। বাস্‌কেট বল (Basket ball)।
হ্যানড বল (Hand ball)। Modern Pentathalon।

অলিম্পিক খেলায়

বিভিন্ন দেশের স্থানাধিকার ১৯৩৬এ বার্লিন অঃ খেলায় কোন দেশ কত পয়েণ্ট (Point) বা ঢেরা পাইয়াছিল তাহার তালিকা। সোনার মেডেল ৩ পঃ, রূপার মেডেল ২ পঃ, ব্রোনজের মেডেল ১পঃ ধরা হয়।

জারমেনী ১৮১ পয়েণ্ট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১২৪, ইতালী ৪৭, ফিনল্যাণ্ড ৩৯, ফ্রান্স ৩৯, হাঙ্গেরি ৩৭, সুইডেন ৩৭, জাপান ৩৪, হল্যাণ্ড ৩০, ইংল্যাণ্ড ২৯, অসট্রিয়া ২৭, সুইসদেশ ২১, চেকোস্লোভাকিয়া ১৯, কানাডা ১৪, আর্জেণ্টিনা ১৯, নরওয়ে ১১, মিশর ১০, পোল্যাণ্ড ৯, ডেনমার্ক ৭, তুরস্ক ৪, ভারতবর্ষ ৩, নিউজীল্যাণ্ড ৩, লাটভিয়া ৩, মেক্সিকো ৩, যুগোস্লাভিয়া ২, রুমানিয়া ২, অস্ট্রেলিয়া ১ ফিলিপাইন ১, পোর্তুগাল ১।

অলিম্পিক হকি খেলায় প্রথম স্থান

১৯০৮, ১৯২০ ইংল্যাণ্ড।
১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬ ভারতবর্ষ।

অশোক (Saraca indica)

শিম্বাদি বর্গের উচ্চগুচ্ছ বিস্তৃত বহু শাখাসমন্বিত ছায়া তরু। সাধারণ বৃন্তের পার্শ্বে ৫৷৬ জোড়া পাতা থাকে। পাতা শীতে ঝরিয়া পড়ে না। নূতন পাতা তাম্রবর্ণ। পুষ্প গুচ্ছাকারে হয় ও বসন্তকালে ফোটে। শুঁটী চওড়া, ভিতরে বড় বড় বীজ। ছাল ও বীজ ঔষধে লাগে। বিশেষত আয়ুর্বেদে স্ত্রীরোগে অশোকারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত কাব্যে অশোক ফুলের সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। বৃক্ষতলে গৌরী সাধনা করিয়া অশোক হন বলিয়া এই নাম। ইতি কিম্বদন্তী। (দ্রঃ যোগেশ : Chopra 376-7)

অশোক, প্রিয়দর্শী

প্রাচীন ভারতে মৌর্যবংশের ৩য় রাজা, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, বিন্দুসারের পুত্র ও উত্তর ভারতের অধীশ্বর। যৌবনে দুর্দান্ত ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। রাজা হইয়া কলিঙ্গ দেশ জয় কালে নরহত্যাদি দেখিয়া মনের পরিবর্তন হয় ও ভিক্ষু উপগুপ্তর উপদেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতের নানাস্থানে ও বিদেশে—যথা সিংহল, মকিদান (গ্রীস্) মিশর প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষু প্রেরণ করেন। ভারতের নানা-স্থানে শৈলগাত্রে ও স্তম্ভে প্রাকৃত ভাষায় নানা উপদেশ ও অনুজ্ঞা লিপি খোদিত করেন। উঃ পঃ ভারতের লেখগুলি খরোষ্ঠি লিপিতে, অন্যগুলি ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত। শিলালেখসমূহে তিনি 'দেবানাং পিয় পিয়দসি' বা প্রিয়দর্শী নামে উল্লিখিত আছেন। শতাব্দী কাল পূর্বে জেমস্ প্রিন্সেপ নামে ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই শিলালেখের পাঠোদ্ধার করিয়া অশোকের ইতিহাস প্রথম প্রকাশ করেন; শতাব্দীকাল অতি যত্নের সহিত বহু পণ্ডিত লেখগুলি পাঠ করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত লেখমালার মধ্যে অশোক অনুশাসনই প্রাচীনতম। পালিগ্রন্থ দীপবংশ, মহাবংশ, সংস্কৃত অশোকাবদান প্রভৃতি গ্রন্থে অশোক সম্বন্ধে কিম্বদন্তীমূলক আখ্যান আছে।...বাঙলায় চারুচন্দ্র বসু - অশোক, অশোক অনুশাসন গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য। ইউরোপে Senart (১৮৮১ খ্রী), Hultzsch (১৯২৫) লেখসমূহ (Inscriptions) সম্পাদন করিয়াছেন। নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে দেবনাগরী লিপিতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজিতে জীবনী—V. A. Smith ; D. R. Bhandarkar.

অশোকবন

রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কায় প্রমোদ কানন; এইখানে সীতা বন্দিনী ছিলেন। রামচন্দ্র দেশে ফিরিয়া ইহার অনুকরণে একটি কানন তৈয়ারী করেন।

অশোক ষষ্ঠী ব্রত

(১) চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীর দিন মেয়েরা এই ব্রত করে। তাহাদের বিশ্বাস ঐ দিন ৮টি অশোক কলিকার জল পান করিলে শোক পাইবে না।

অশোকসুন্দরী

পার্বতীর কন্যা, রাজা নহুষের পত্নী, যযাতির মাতা।

অশোকস্তম্ভ

অশোক সদ্ধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) প্রচারের জন্য পর্বতগাত্রে, শিলাস্তম্ভে বহু উপদেশ খোদিত করেন। ছয়টি প্রধান স্তম্ভ-লিপি নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে—

(১) দিল্লী তোপ্‌রা, ইহা দিল্লীর নিকটে ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোঠিলা পাহাড়ের চূড়ায় এক্ষণে অবস্থিত; পঞ্জাবে আম্বালার অন্তর্গত তোপ্‌রা হইতে ১৩৫৬ অব্দে ফিরোজ তুঘলক কর্তৃক আনীত।

(২) দিল্লী-মিরাট—ইহাও ফিরোজ তুঘলক কর্তৃক মিরাট হইতে আনীত ও দিল্লীতে রক্ষিত।

(৩) প্রয়াগ-কৌশম্বী—ইহাও ফিরোজ তুঘলক কর্তৃক কৌশম্বী হইতে আনীত ও এলাহাবাদ দুর্গে রক্ষিত।

(৪) চম্পারণ জিলায় লৌড়িয়া নন্দনগড় (মথিয়)

(৫) ঐ লৌড়িয়া-অররাজ (রধিয়)

(৬) ঐ রামপুর গ্রাম। এগুলি খৃঃ পূঃ ২৪৩-৪২এ উৎকীর্ণ। এ ছাড়া ভাবড়া, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, রুম্মিনদেবী, নিগ্লিভা, সারনাথ ও কৌশম্বী স্তম্ভে লেখা আছে।

অশোকানুশাসন ও স্তম্ভলিপি

অশোকের শিলালেখগুলিকে ঐতিহাসিকগণ ৮টি ভাগে শ্রেণীতে করেন।

১। ১৪টি শৈললিপি (Rock Edicts); সাতপ্রকার পাঠ আছে। এগুলি সম্রাটের অভিষেকের ১৩শ ও ১৪শ বৎসরে খোদিত (খৃ পূ ২৫৭৬)

২। ২টি কলিঙ্গ লেখ; বোধহয় কলিঙ্গ বিজয়ের পর খোদিত (২৫৬ খৃ পূ)

৩। গয়ার নিকট বরাবর গুহায় ৩টি লেখ আছে (২৫৭ - ২৫০ খৃ পূ)

৪। ২টি সংক্ষিপ্ত লেখ তরাই স্তম্ভ নামে খ্যাত। রুম্মেনদাই ও নিগ্লিভা নামক স্থানে আছে।

৫। ৭টি স্তম্ভ লিপিতে (দ্রঃ অশোক স্তম্ভ) ছয়টি পাঠ আছে।

৬। অতিরিক্ত স্তম্ভলিপি।

৭। অবিশেষ লিপি (মহীসুরে ৩টি; সাসরাম; রূপনাথ; বৈরাট।

৮। ভাব্রা লিপি।

অশৌচ

হিন্দুদের মধ্যে পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হইলে লোকের 'অঃ' হয়, অর্থাৎ ঐ সময়ে সে কোনো শুভানুষ্ঠান করিতে পারে না—সে তখন অশুচি। পিতা মাতার মৃত্যুতে পুত্রকে 'কাছা' ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ একই কাপড় পরিয়া ও গায়ে দিয়া থাকিতে হয়; বিনা তৈলে স্নান, নিরামিশ হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে কম্বল পাতিয়া শয়ন ইত্যাদি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে অশৌচ কাল ১০ দিন, বাংলায় ব্রাহ্মণেতর শূদ্রের ৩০ দিন; বৈদ্যরা ও এবং কোনো কোনো স্থলে কায়স্থরা ১২ দিন অশৌচ পালন করিতেছে। আত্মীয় ভেদে অশৌচের তারতম্য হয়। মেয়ের অঃ তিনদিন মাত্র। অশৌচান্তে মুণ্ডন ও শ্রাদ্ধাদি হয়।

অশ্মমণ্ডল (Lithosphere)

ভৌঃ সংজ্ঞা। পৃথিবীর শিলাময় ভূত্বক (crust) ও তাহার নিচের কতকাংশকে অশ্মমণ্ডল বলে। ভূত্বক কঠিন, কিন্তু অশ্ম মণ্ডলের নিচের অংশ কঠিন হয় নাই। ইহা প্রচুর ধাতব পদার্থ দ্বারা গঠিত। অশ্মমণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল।

অশ্মরী (Stone)

পাথরী; উদরের মধ্যের ব্যাধি। পিত্তথলির মধ্যে পিত্তর তলানি জমিয়া ক্ষুদ্র পাথর তৈয়ারী হয়। পিত্ত পাথুরী (gall stone (দ্রঃ)। বৃক্ক (kidney) হইতে বস্তি (bladder) বা মূত্রাশয়ে যাইবার পথে ইউরিক এসিড জমিয়াও পাথর জমে। এইখানকার বেদনাকে rennell colic বলে; লিভার বা যকৃতের দোষেও এই দুই ব্যাধি সাধারণত হয়। আয়ুর্বেদ মতে ত্রিদোষ হইতে ইহার উৎপত্তি: বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শুক্র ভেদে চতুর্বিধ।

অর্শ (Piles, Haemorrhoids)

গুহ্যদেশের রোগ। সরল অন্ত্রের শেষভাগে মলদ্বারের মধ্যে ও বাহিরের স্ফোটক হয়। উহা ফাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকে এবং শরীর ক্রমশই দুর্বল ও কৃশ হয়; মাঝে মাঝে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। বর্তমানে অস্ত্রোপচার দ্বারা প্রায়ই নিরাময় হয়।

অশ্রু (Tears) চোখের জল

অক্ষি গোলকের পার্শ্বস্থ lachrymal গ্রন্থি হইতে সর্বদা একটি জলীয় পদার্থ নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম নাল (duct) দিয়া আসিয়া চোখের কোণে জমা হয়। প্রত্যেক দুই মিনিটে চোখের পাতা স্বতই পড়িয়া এ জলদ্বারা গোলকটিকে পরিষ্কার রাখে: ধোঁয়া বা উচ্ছ্বাস বা আঘাত অতিরিক্ত পরিমাণ এই জল আনাইতে সাহায্য করে: তখন চোখের কোণের খাদ বা গর্ত উহা ধারণ করিতে পারে না, উহা গড়াইয়া পড়ে। অশ্রুর স্বাদ লবণাক্ত।

অশ্রুমতী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। অঃ প্রতাপসিংহের কন্যা; মানসিংহের প্ররোচনায় এক মুসলমান কর্তৃক অপহৃত হন। অঃ তাহাকে বিবাহ করেন ও পরে সেলিমের স্ত্রী হন। শক্তসিংহ ইহাকে উদ্ধার করিয়া চিতোরে রাখিয়া আসেন ও অঃ যোগিনীবেশে জীবন কাটান।

অশ্লীলতা

অশ্লীলভাবে বেশ পরিধান বা নগ্নাবস্থায় সাধারণ্যে ভ্রমণ, অশ্লীল ভাবভঙ্গী প্রদর্শন, অশ্লীল চিত্র, ফিল্ম্, গ্রন্থ প্রকাশ এমনকি সাধারণের স্থানে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা অপরাধ ও সাধারণ ফৌজদারি আইনানুসারে দণ্ডনীয়। অপরাধ প্রমাণ হইলে জরিমানা, জেল এমনকি দুইই হইতে পারে।

অশ্লেষা (Hydra)

২৭ নক্ষত্রের নবম; ইহাতে ৫টি প্রধান তারা। এই নক্ষত্রে

বিদ্যারম্ভ শুভকর; অন্যান্য কাজ অশুভ বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস। কর্কটরাশি মধ্যে অবস্থিত।

অশ্ব, ঘোড়া

সুপরিচিত গৃহপালিত পশু। কিছুকাল পূর্বেও অস্ট্রেলিয়ায় বন্য অশ্ব মিলিত, এখনো মংগোলিয়ায় আছে। অতি প্রাচীন কালে সেমেটিক আরবরা, মংগোল ও পরে আর্যরা এই বন্য প্রাণীকে বন্ধন করিয়া নিজ আয়ত্বাধীন করে। এই প্রাণী বশ করায় মানুষের পক্ষে দূরের পথ নিকট হয়; দুর্গম পথে চলাচল সম্ভব হয়; শকটে অশ্ব জুতিবার ফলে পায়ে চলার পথ (path) হইল রথ চলিবার রথ্যা বা রাস্তা (road. rut)। আর্যরা যে ভারত জয় করিতে সক্ষম হয়, তাহার অন্যতম কারণ, দ্রাবিড়দের বা সিন্ধুবাসীদের (মোহেন্‌জোদেড়ো) অশ্ব ছিল না এবং আর্যদের অশ্ব ছিল। প্রাচীন কালে আরব বা তাজিক, বনায় (পারস্য) প্রভৃতি স্থানের ঘোড়া বিখ্যাত ছিল। ভারতে বিদেশ হইতে অশ্ব আমদানী হইত এবং যুদ্ধাদি কার্মে ব্যবহৃত হইত, বলিয়া অশ্ব সম্বন্ধে হিন্দুরা বিশেষভাবে আলোচনা করে। আমেরিকায় অশ্ব ছিল না, ইউরোপীয়রা লইয়া যায়। আদিম যুগ হইতে ১৯ শতক পর্যন্ত যুদ্ধ, যানবাহন, আরোহণ প্রভৃতি ব্যাপারে অশ্বই মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল। ১৯ শতকে ঘোড়ার ডাক ও ঘোড়ার গাড়ীর বদলে রেল গাড়ী প্রচলিত হইল। যুদ্ধের মালবহন, কামান টানা কাজে ঘোড়া লাগিত, কিন্তু মোটরকার ২০ শতকে আবিষ্কৃত হওয়ায় ঘোড়া অপ্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইউরোমেরিকায় কৃষিকাজে অশ্ব ব্যবহৃত হইত; এখন কৃষি ক্ষেত্রে মোটর ট্রাকটর, এবং শহরে ঘোড়ার গাড়ীর স্থান মোটর গাড়ী অধিকার করিতেছে। এইসব কারণে অশ্বের ব্যবসায় মন্দার দিকে যাইতেছে। 'পোলো' খেলা ও 'রেসে'র জন্য ভালজাতের ঘোড়া দরকার। ইউরোপে অশ্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছে। সংস্কৃতে জয়দত্তকৃত "অশ্ববৈদ্যক" গ্রন্থ আছে; শালিহোত্র এই শাস্ত্রের গুরু। পাণ্ডব ভ্রাতা নকুল অশ্ববিশেষজ্ঞ ছিলেন। শালিহোত্রমতে অশ্বের পরমায়ু ৩২ বৎসর।

অশ্ব অক্ষবৃত্ত (Horse latitude, doldrums)

কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয় দ্বয়কে (দ্রঃ) অঃ বলে। পূর্ব কালে যখন জাহাজ পালের সাহায্যে চলিত, তখন ইউরোপ হইতে আমেরিকায় জাহাজে করিয়া অশ্ব লইবার সময় এই মেখলাদ্বয়ের কোনটিতে উপস্থিত হইলে, বায়ু প্রবাহের অভাবে জাহাজকে অনেকদিন এইখানে থাকিতে হইত; তখন পানীয় জলের অভাবের জন্য ঘোড়াকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

অশ্বঘোষ (১০০ খৃঃ অঃ)

বৌদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কৃত কাব্য লেখক। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম; পরে বৌদ্ধ হন। ইহার বাসস্থান পঞ্জাব-সাকেত এবং প্রবাদ যে তিনি রাজা কণিষ্কের সমকালীন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহ (১) সংস্কৃত কাব্য বুদ্ধচরিত (দ্র)। গ্রন্থখানি ২৮ সর্গে সম্পূর্ণ কিন্তু ১৪ অংশ পাওয়া গিয়াছে—তবে সমস্ত গ্রন্থের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। (২) মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র—চীনা ভাষায় পাওয়া যায়, ইহা মহাযান শাস্ত্রের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ; ইংরেজিতে অনুবাদ আছে। (৩) বজ্রসূচি নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থে ব্রহ্মণ্য-জাতি ভেদের তীব্র নিন্দা আছে—ইহারও ইংরেজিতে অনুবাদ আছে। (৪) গাণ্ডী স্তোত্র—ইহার শব্দঝঙ্কার অতুলনীয়। (৫) সূত্রালঙ্কারের মূল নাই, চীনায় আছে। (৬) মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রও চীনা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ হইয়াছে। (৭) সৌন্দরনন্দ কাব্য—ইহার বাংলা অনুবাদ হইয়াছে (ডাঃ বিমলাচরণ লাহা কৃত)। মধ্য এশিয়ার স্তূপ হইতে একখানি নাটকের খণ্ডিতাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধমতকে ইনিই প্রথম দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। [Cowell কৃত বুদ্ধচরিতের অনুবাদ S. B E দ্রঃ। Suzuki কৃত Awakening of Faith শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রর অনুবাদ, W. Morton (1843). বজ্রসূচির অনুবাদ করেন।]

অশ্বতর নক্ষত্রমণ্ডল (Equileus)

উঃ আকাশে কুম্ভরাশির উত্তর দিকে অবস্থিত ১০টি তারকা গঠিত নক্ষত্রপুঞ্জ।

অশ্বত্থ (Ficus religiosus)

বৃহদাকার গ্রাম্য তরু; গাছের তলায় যুদ্ধাভিযানকালে অশ্ব বাঁধা হইত বলিয়া এই নাম হইয়াছে অনুমান করা হয়। অপর নাম পিপ্পল। অনেক সময় অট্টালিকার মাথায় বা অন্যবৃক্ষস্কন্ধে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অট্টালিকা ধ্বংস করে ও গাছকে আচ্ছন্ন করে। বোঁটার কাছে পাতা পানের মতন; পাতার লেজ লম্বা। গয়া অশ্বত্থর পাতার লেজ লম্বা নহে; বোঁটার কাছে পানের মত নহে। ছাল, মূল নানারূপ ঔষধে লাগে। কচি পাতা সাওতালরা রান্না করিয়া খায়।

অশ্বত্থামা

(১) দ্রোণের পুত্র; মাতা কৃপী, কৃপাচার্যের ভগ্নী। শিবের বরে ইনি অমর হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পর কৌরবপক্ষের সেনাপতি হন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ইহার দ্বারা গোপনে নিহত হয়। এই হত্যার পর পাণ্ডবদের ভয়ে ইনি পলায়ন করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ধরিয়া আনিয়া শিরোমণি কাটিয়া লন; হৃতমান হইয়া বনে চলিয়া যান।

(২) অঃ নামে এক গজ যুধিষ্ঠিরের ছিল; সেই গজ যুদ্ধে মারা পড়ে। দ্রোণকে যুধিষ্ঠির বলেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ' কিন্তু ইতি

গজঃ—এই কথা দুটি অস্পষ্টভাবে বলেন। অতঃপর পুত্রশোকে দ্রোণ মুহ্যমান হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হন।

অশ্বপতি

(১) মদ্রদেশের রাজা, সাবিত্রীর পিতা। (২) কেকয় দেশের রাজা, ইঁহার কন্যা কৈকেয়ী।

অশ্বমেধ

প্রাচীন ভারতে রাজারা রাজচক্রবর্তী হইবার জন্য অশ্বমেধ ও বাজসেনীয় যজ্ঞ করিতেন। সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্বের কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া এক বৎসর কাল উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া হইত; কেহ এই অশ্বকে আটকাইলে বুঝা যাইত যে তিনি অশ্বাধিকারী রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না; তখন যুদ্ধ হইত। বৎসরান্তে অশ্ব ফিরিয়া আসিলে অশ্বকে বধ করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। প্রাচীন যুগে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি বহু রাজা এবং ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র ও গুপ্তসম্রাটগণ এই যজ্ঞ করেন। বৈদিক সাহিত্যে বিস্তৃতভাবে এই যজ্ঞ সম্বন্ধে লিখিত আছে।

অশ্বশক্তি (Horse Power H. P.)

ইনজিনের শক্তি মাপিবার একক (unit)। ৩৩,০০০ পাউণ্ড বস্তুপিণ্ডকে এক মিনিটে এক ফুট উত্তোলন করিতে বা ৫৫০ পাউণ্ডকে ১ সেকেণ্ডে এক ফুট তুলিতে যে শক্তি লাগে তাহা বৈদ্যুৎ-এককে ৭৪৬ ওয়াটের সমান। জেমস ওয়াট (Watt) অশ্ব লইয়া এই পরীক্ষা প্রথমে করেন।

অশ্বসেন

নাগরাজ তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডবদাহ কালে কোনরূপে বাঁচে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কর্ণের তূণের মধ্যে থাকিয়া অর্জুনকে বধ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলে স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হয় ও অর্জুনের হস্তে নিহত হয়।

অশ্বিন্, অশ্বিনীকুমার

বেদের যুগ্মদেবতা; ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও সোম ব্যতীত ঋগবেদে অশ্বিদ্বয় ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে এত মন্ত্র নাই; ৫০টি গোটা সূক্তে ইঁহাদের স্তবাদি আছে। ৪০০ বারের অধিক অশ্বিদ্বয়ের নাম আছে। ইঁহাদের রথ, বেশ, স্বভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিবস্বান ও সরণ্যূ জনক-জননী। তাঁহারা নাসত্য; দেববৈদ্য; তাঁহারা জরা, ব্যাধি হইতে মুক্তিদেন। তাঁহাদের রথ ও নৌকা আছে। ইঁহারা দুঃসময়ে লোকের সাহায্য করেন ইত্যাদি। পশ্চিম এশিয়ার বোঘাজ কুইনামক স্থানে আবিষ্কৃত মিত্তানি লেখমালায় নাসত্য ও ইন্দ্রাদি দেবতার নাম আছে। ইঁহারা গ্রীকপুরাণের Castor and Pollox। মহাভারতে মতে নকুল সহদেবের জন্মপিতা।

অশ্বিনী

(১) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী; আকার অশ্বীর ন্যায়, (২) ২৭ নক্ষত্রের ১ম নক্ষত্ররাশির নাম (Arietes)। জ্যোতিষ গ্রন্থে ইহা অশ্বমুখ আকৃতি বলিয়া বর্ণিত; আরবী 'শিরাটো'; এই নাম হইতে আশ্বিন মাস হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

বরিশালের নেতা ও সাহিত্যিক। পিতা ব্রজমোহন, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ ছিলেন। জন্মস্থান পটুয়াখালি ২০ জানু। ১৮৭৯এম, এ পাশ ও ১৮৮০তে আইন পাশ করিয়া বরিশালে ওকালতী করেন। ১৮৮৯এ পিতার নামে 'ব্রজমোহন কলেজ' স্থাপন করিয়া ১৭ বৎসর অধ্যাপনা করেন। স্বয়ং ৩৫,০০০ টাকা দেন। স্বদেশী আন্দোলন যুগে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। ১৯০৬, ১৪ই এপ্রিল বরিশালে রাজা বাহাদুরের হাবেলিতে প্রাদেশিক কন্ফারেন্স ইঁহারই চেষ্টায় বসে; কিন্তু উহা পুলিশ ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৯০৮-১৯০৯এ ১৪ মাস লখনৌ জেলে অন্তরায়িত। মুক্তি পাইয়া বরাবর দেশসেবায় নিযুক্ত হন। ১৯২১এ বরিশালের প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ভক্তিযোগ, প্রেম, দুর্গোৎসব তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ১৯২৩ ৭ই নভেম্বর মৃত্যু হয়। (শরৎকুমার রায় লিখিত মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত দ্রষ্টব্য)।

অষ্ট অংগ

(ক) যোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা, সমাধি। (খ) প্রণাম—জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, চক্ষু। (গ) দেহের—দুই হস্ত, দুই পদ, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ, মেরুদণ্ড।

অষ্ট দিক

পূর্ব, ঈশান (পূ-উ), উত্তর, বায়ু (উ-প), পশ্চিম, নৈঋত (প-দ), দক্ষিণ, অগ্নি (দ-পূ)।

অষ্ট দিকপাল

ইন্দ্র, ঈশ, কুবের, মরুৎ, বরুণ, নিঋতি, যম, বহ্নি।

অষ্ট দিগ্‌গজ

পূর্বাদিক্রমে—ঐরাবত, পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক।

অষ্ট ধাতু

স্বর্ণ, রজত (রৌপ্য), তাম্র, সীসক, কান্তিক (কান্তি লৌহ), রঙ্গ (রাঙ), লৌহ, তীক্ষ্ণ লৌহ (ইস্পাত)।

অষ্ট নাগ
অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ।

অষ্ট নায়িকা
মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী।

অষ্ট পাশ
ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, বৈগুণ্য।

অষ্ট বসু
ধর্ম ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে ধর, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, সাবিত্র, প্রত্যূষ, প্রভাস এই অষ্টবসুর জন্ম হয়। অন্য মতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু (বিষ্ণুপুরাণ)। অপরপক্ষে—ভয়, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। (মহাভারত)।

অষ্টভুজ (Octagon) জ্যামিঃ সংজ্ঞা
অষ্ট বাহু (sides) যুক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্র।

অষ্ট ভৈরব
অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, সংহার।

অষ্ট মঙ্গল
(ক) ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা।
(খ) সিংহ, বৃষ, হস্তী, জলকুম্ভ, ব্যজন, ধ্বজ, শঙ্খ, দীপ।

অষ্ট মার্গ (Eight noble paths)
বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র মতে দুঃখ নিরোধই জীবের প্রধান কর্তব্য। দুঃখ নিরোধের অষ্টপ্রকার উপায়কে আর্য অষ্টমার্গ বলে ; সম্যক বাক্য, সম্যককর্ম, সম্যকজীবিকা (শীলস্কন্ধের অন্তর্গত) ; সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি (সমাধিস্কন্ধের অন্তর্গত) ; সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প (প্রজ্ঞাস্কন্ধের অন্তর্গত)। বুদ্ধদেব জীবকে একটি সুসঙ্গত জীবনযাপনের আদর্শ দিয়াছিলেন, তাহা অষ্টমার্গ হইতে স্পষ্ট হয়।

অষ্ট মূর্তি
শিবের আটটি মূর্তি। পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম), চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি।

অষ্টক
(১) যযাতির দৌহিত্র। যঃ স্বর্গে গিয়া নিজ মুখে নিজ পুণ্য কাহিনী বলিতে থাকিলে ভূতলে পুনরায় নামিয়া আসেন। অষ্টক নিজ পুণ্যফল দিয়া মাতামহকে পুনরায় স্বর্গে পাঠান। (২) ঋক্‌বেদের ভাগ। ঋক্‌বেদ ১০টি মণ্ডল বা ৮ অষ্টকে বিভক্ত। ১ম অষ্টকে ১ম মণ্ডল ১।১২১ ঋক। ২য় অষ্টকে ১ম-১২২—৩য় মণ্ডলের ৬ ঋক্। ৩য় অষ্টকে ৩য় ৭—৫ম, ৮ ঋক্। ৪র্থ অষ্টকে ৫ম, ৯—৬ষ্ঠ, ৬১। ৫ম অষ্টকে ৬ষ্ঠ, ৬২—৮ম, ১১। ৬ষ্ঠ অষ্টকে ৮ম, ১২- ৯ম, ৪৩ ; ৭ম অষ্টকে ৯ম, ৪৪—১০ম, ৮৫ ; ৮ম অষ্টকে ১০ম মণ্ডল ৮৬ঋক হইতে ১০ম মণ্ডলের ১৯১ ঋক।

অষ্টম
১৭৯৩এ বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হইলে গভর্নমেণ্টের সহিত জমিদারের স্বত্ব বিষয়ে পাকা ব্যবস্থা হয় ; কিন্তু মধ্যস্বত্ববান—যেমন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতির অধিকারসম্বন্ধে বহুকাল পরে আইন প্রস্তুত হয়। ১৮১৯এ স্থির হয় জমিদারের অধীনে যেকোনো স্থায়ী স্বত্ব সৃষ্টি হইতে পারিবে ; কিন্তু এইসব মধ্যস্বত্ববানরা সময়মত খাজনা জমিদারকে না দেওয়াতে জমিদারী নিলামে চড়িতে লাগিল। ১৮৬৯র ৮ম আইন পরিশোধিত হইয়া ১৮৮৫র ৮ আইন অনুসারে জমিদার পত্তনীদারের নিকট হইতে খাজনা না পাইলে তাহার পত্তনী নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন স্থির হয়। 'অষ্টম' আইন প্রয়োগের পূর্বে পত্তনীদারকে খাজনা দিতে হয়। পত্তনীদার সময় মত জমিদারকে খাজনা না দিলে তাহার পত্তনী 'অষ্টম' করা হয়, অর্থাৎ নিলামে দেওয়া হয়।

অষ্টাঙ্গ
আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার ৮টি অঙ্গ, যথা—শল্য, শলাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণ।

'অষ্টাঙ্গহৃদয়'
বাগভট্ট রচিত সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। (১) সূত্রস্থান (২) শারীর স্থান (৩) নিদান স্থান (৪) চিকিৎসিত স্থান (৫) কল্প স্থান (৬) উত্তর স্থান—এই কয়টি বিভাগ আছে।

অষ্টাংশ নক্ষত্রমণ্ডল (Octans)
দ্রঃ অকটান্স।

অষ্টাদশ পুরাণ
সাধারণত হিন্দুরা ১৮ খানি পুরাণকে প্রধান বলিয়া মানে, তবে এ বিষয়েও মতানৈক্য আছে। (১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) বায়ু (৫) ভাগবত (৬) নারদীয় (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত (১১) লিঙ্গ (১২) বরাহ (১৩) স্কন্দ

(১৪) বামন (১৫) কূর্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড [পৃথক পৃথক পুরাণ দ্রঃ ; উপপুরাণ দ্রঃ]

অষ্টাবক্র মুনি

কহোড় মুনি ও সুমতি বা সুজাতার পুত্র। গর্ভবাসকালে পিতার অধ্যাপনার ত্রুটি ধরায় অভিশাপে দেহ অষ্ট বক্র হয়। কালে ইনি মহাপণ্ডিত হন। একদা পিতা কহোড় জনক রাজসভায় বন্দী নামক পণ্ডিতের নিকট তর্কে পরাভূত হইয়া জলে আত্মবিসর্জন করিতে যান। মতান্তরে তাঁহাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করা হয়। অষ্টাবক্র এই সংবাদ পাইয়া বন্দীকে তর্কে আহ্বান করেন ও পরাস্ত করিয়া পিতাকে উদ্ধার করেন।…অঃ সংহিতা নামে একখানি যোগের গ্রন্থ আছে।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব

নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত স্মৃতি গ্রন্থ ; ইহাতে ২৮ বিষয়ের আলোচনা আছে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের ক্রিয়া-কর্ম ইহার দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালিত হয়। আলোচিত তত্ত্ব যথা—মলমাস, দায়তত্ত্ব, সংস্কার, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী ব্রত, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী প্রভৃতি নির্ণয়, তড়াগ উৎসর্গ, গৃহোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, দীক্ষা, সামবেদ মতে শ্রাদ্ধবিধি, যজুর্বেদ মতে শ্রাদ্ধবিধি, শূদ্রদের কৃত্য ইত্যাদি।

অসংগ

বৌদ্ধ দার্শনিক, বসুবন্ধুর ভ্রাতা, মৈত্রেয়নাথের শিষ্য : যোগাচার দার্শনিক মতের প্রবর্তক ; পুরুষপুরের কৌশিক পরিবারে জন্ম। ৫ম শতকে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যর সমকালীন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন ; সেগুলির তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ পাওয়া যায় ; অধিকাংশের মূলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরমার্থ লিখিত বসুবন্ধু-জীবনী চীন ভাষায় আছে, তাহা হইতে অসঙ্গ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

অসবর্ণ বিবাহ

প্রাচীন ভারতের সমাজ বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; সবর্ণে বিবাহ বিধি ছিল। কিন্তু কালে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় নানা সঙ্কর বর্ণ সৃষ্ট হয়। এই সমস্ত নূতন জাতি হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইস্‌লাম ধর্ম আসিবার পর স্মৃতিকারগণ অসবর্ণ বিবাহ কঠোরভাবে দমন করেন এবং কালে অঃ বিঃ প্রায় অহিন্দু বিবাহ হইয়া দাঁড়ায়। তবে নিম্নশ্রেণীর একদল লোকে নিষেধ সত্ত্বেও ইহা চালায়, ইহারা 'বোষ্টম' নামে পরিচিত।…আধুনিক যুগে ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ১৮৭২এর আইন (সিবিল-ম্যারেজ একট্) গবর্নমেন্ট হইতে পাশ করাইয়া লয়। এই আইনের বলে ২৪ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক যেকোনো অবিবাহিত *বা বিপত্নীক পুরুষ যেকোনো বর্ণের ১৪ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্কা* অনাত্মীয়া অবিবাহিতা বা বিধবা নারীকে বিবাহ করিতে পারে, তবে তাহাদের ঘোষণা করিতে হয় যে তাহারা কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক নহে। ১৯২৮এ স্যর হরিসিংহ গৌরের প্রস্তাবানুসারে কেবলমাত্র হিন্দুদের নানাবর্ণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইন সংগত করিয়া এক আইন পাশ হইয়াছে।

অসমঞ্জ

রাজা সগর ও কেশিনীর পুত্র। ইনি অত্যন্ত দুর্দান্ত স্বভাবের ছিলেন ; সেইজন্য সগর ইঁহাকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করেন ; তাঁহার পুত্র অংশুমান রাজা হন। পরে অসমঞ্জ সাধু হইয়া তপস্যা করেন।

অসমসিস্ (Osmosis)

দ্রবণশীল কোনও বস্তু মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব (solution) হইতে কোনও বিশুদ্ধ দ্রাবক (solvent)-কে পাতলা ত্বকের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিলে, যে প্রণালীতে বিশুদ্ধ দ্রাবকটি দ্রবমধ্যে গিয়া মিশে তাহাকে অসমসিস্ বলা হয়। উদাহরণ,… যদি চিনি কিংবা লবণের সরবৎকে পার্চমেন্ট্ বা কোমল পাতলা ত্বক (membrane) নির্মিত পাত্রে রাখিয়া পাত্রটি বিশুদ্ধ জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে কিছুক্ষণ অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় রাখা যায়, তাহলে ত্বকের পাত্র মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া সরবৎটিকে পূর্বাপেক্ষা ফিকা করিয়া দেয়। এই দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ জলকে, চিনি অথবা লবণের দ্রাবক, সরবৎকে দ্রব এবং ত্বকের প্রাচীর ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ জল সরবতের মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রণালীকে অসমসিস বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকায় দ্রবীভূত লবণাক্ত রস এই অসমসিস্ প্রণালী সাহায্যে উদ্ভিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করে।

অসমাংশ (Aliquat part)

গণিতে যে রাশির দ্বারা প্রদত্ত রাশিটিকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাহাকে রাশিটির অসমাংশ বলে।

অসমিয়াম (Osmium)

দুষ্প্রাপ্য ধাতু ; প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ামের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রুশিয়া, তাসমেনিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ইহা নীলাভ শ্বেত ও উজ্জ্বল। সকল জ্ঞাত ধাতুর মধ্যে ইহার ঘনত্ব বেশী। পরমাণবিক ওজন ১৯০·৮।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-Co-operation movement).

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি পর্ব। বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট ১৯১৯, ২৩ মার্চ রৌলট্ একট্ (দ্রঃ) পাশ করেন। এতদ্ব্যতীত মহাযুদ্ধান্তে পরাজিত

তুর্কীর সুলতান ওরফে ইসলামের খলিফা বা ধর্মগুরুর সম্মান সন্ধির সর্তানুসারে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার অজুহাতে মুসলমানগণ খিলাফৎ (দ্রঃ) আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। রৌলট একটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে জালিনবালা বাগে (দ্রঃ) মিলিটারীর দ্বারা ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় (১৯১৯, ১৩ এপ্রিল)। রৌলট্ একটের প্রতিবাদে গান্ধীজির নেতৃত্বে 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' সুরু হয়। কলিকাতায় ১৯২০ সেপটম্বরে কন্গ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অঃ আঃ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার দ্বারা স্থির হয় যে গভর্নমেণ্টকে সকল বিষয়ে সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অকর্মণ্য করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলির অবলম্বন স্থির হয়—সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক সরকারী কার্য ত্যাগ; সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতিতে যোগ না-দেওয়া; সরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; উকিল, মোক্তারদের সরকারী আদালত ত্যাগ ও সালিশী কোর্ট স্থাপন; সামরিক জাতির ও কেরাণীকুলের কর্মত্যাগ। ১৯১৯এর নূতন শাসন ব্যবস্থায় যে আইনসভা হইতেছে তাহাও বর্জনীয়। সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রভৃতি এই সময়ে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর (১৯২৩) চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ্য' দল গঠন করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন। অঃ আঃ এই হইতে মন্দা পড়িতে লাগিল।

অসি

প্রাচীন ভারতে বহু প্রকার অসি প্রচলিত ছিল; অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্মা, দুরাসদ শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্মপাল, চন্দ্রহাস, তরবারি প্রভৃতি বহু নাম। বিশেষ বিশেষ পাইন দ্বারা প্রস্তুত হইয়া সুদৃঢ় ও ধারাল হইত; শিল্পী বিশেষে এমত সুতীক্ষ্ণ অসি পূর্বকালে প্রস্তুত করিত যে অসির আঘাতে প্রস্তর দ্বিখণ্ডিত হইত। (দ্রঃ রামদাস সেন কৃত ভারত-রহস্য; রত্ন-মালা)।

অসিতকুমার হালদার

শিল্পী ও চিত্রী। পিতা সুকুমার হালদার। অঃ অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য এবং নন্দলাল বসুর সতীর্থ এবং শান্তিনিকেতন কলাভবনে তাঁহার সহকর্মী। বিলাত যান ও ফিরিয়া আসিবার পর লখনৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। বাঙলাভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—অজন্তা, বাগগুহা, হোদের গল্প ও বহু ক্ষুদ্র নাটিকা।

অসিতলোমা

কশ্যপ ও দনুর পুত্র। ব্রহ্মার বরে সকলের অজেয়; কালে একচ্ছত্র রাজা হইয়া দেবতাদের ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণু মহালক্ষ্মী নাম্নী এক শক্তিকে সৃষ্টি করেন ও তিনিই অঃ কে যুদ্ধে নিহত করেন।

অসুর

প্রাচীন ভারতের এক পরাক্রমশালী জাতি; মহাভারত পুরাণাদিতে ইহাদের কথা বহু আছে। ইহারা সুসভ্য, সমুদ্রতীরবাসী, স্থাপত্য শিল্পে পারদর্শী ছিল। দেবতাদের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করে; দেবতারা চিকিৎসাবিদ্যা ইহাদের নিকট হইতে আয়ত্ত করে (কচ ও দেবযানীর গল্প)। হিন্দুশাস্ত্রে আসুর বিবাহ স্বীকৃত হইয়াছে। সিন্ধু পঞ্জাবে মহেঞ্জোদেড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে যে অজ্ঞাত-নামা জাতির কীর্তিচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে হয়ত সেসব অসুরদের কীর্তি।

অস্টিন (Austin, John ১৭৯০—১৮৫৯)

বিখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ। ১৮১৮এ ব্যারিস্টার হন ও ১৮২৬-৩২ পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক ছিলেন।

অস্টেন (Austen, Jane ১৭৭৫—১৮১৭)

প্রথম ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক। পিতা রেভারেনড্ জর্জ অঃ। জেন্ পিতৃগৃহে সুশিক্ষিত হন। ইনি ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey ও Persuasion. নভেলগুলির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ বিবৃত হইয়াছে, রোমাঞ্চকর ঘটনা কোনটিতে নাই।

অস্ট্রিচ্ (Ostrich) উটপাখী

বৃহত্তম জীবিত পক্ষী; আফ্রিকা, আরব, ইরাকে দেখা যায়। উচ্চ ৫ ফুট, গলা আরও ৩ ফুট লম্বা। পা খুব শক্ত, দৌড়ানোর শক্তি অসাধারণ; পাখা ছোট বলিয়া উড়িতে পারে না। দঃ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন রাজ্য, অলজিরিয়া, আর্জেন্টাইনে প্রকাণ্ড ২ খামারে চাষ হয়। ইহার পালক পোষাক পরিচ্ছদে ব্যবহৃত হয়।

অস্তরীভূত শিলা (Unstratified)

ভৌগোলিক সংজ্ঞা। গ্র্যানাইট প্রভৃতি আগ্নেয় শিলা স্তরে স্তরে সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া ইহাকে অস্তরীভূত শিলা বলে। (দ্রঃ আগ্নেয় শিলা)

অস্তি

কংসের পত্নী, জরাসন্ধের কন্যা।

অস্ত্র আইন (Arms Act)

আত্মরক্ষার জন্য গৃহে অস্ত্র রাখা ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে

স্বাধীন দেশে কঠোর নিয়ম নিষেধ নাই। ভারতে পূর্বে লোকে অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারিত, এখনো কাবুল দেশে প্রত্যেক ঘরে বন্দুক আছে। ১৮৭৮এ লর্ড লীটনের সময় এদেশে অস্ত্র আইন পাশ হয় ও লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্র রক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। বন্দুকের লাইসেন্স পাইবার পূর্বে পুলিশ দরখাস্তকারীসম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর লয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট লাইঃ দেন। দোনালা বন্দুকের লাইঃ ফী প্রথমে ৫৲ ও পরে প্রতি বৎসর ২৷৷০ করিয়া ; রিভলবারে বার্ষিক ৫৲ ফী। দেশ নিরস্ত্র হওয়ায় চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়ে, গৃহস্থের আত্মরক্ষার ক্ষমতা লোপ পায়। বিনা পাশে অস্ত্রশস্ত্র রাখিলে দীর্ঘকাল কয়েদ হইতে পারে।

অস্ত্রশস্ত্র (Arms)

আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও শত্রু নিকটে আসিলে তাহাকে আহত বা হত্যা করিবার জন্য 'শস্ত্র' ব্যবহৃত হয় ; দূর হইতে শত্রুর প্রতি যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহাকে 'অস্ত্র' বলে। আদিম যুগ হইতে মানুষ বিচিত্র রকম অঃ নির্মাণ করিয়া আসিতেছে। বাঁশ বা কাঠের লাঠি, শড়্কি, মুগুর বা গদা, ফাঁশ বা পাশ, বল্লম প্রভৃতি আদিমযুগের শস্ত্র ; লৌহাদি ধাতুর আবিষ্কার ও উন্নতির সঙ্গে তরবারি প্রভৃতি শস্ত্র নির্মিত হয়। আদিমযুগের একমাত্র শস্ত্র ছিল পাথর ; ধনুক আবিষ্কারের ফলে দূর হইতে শত্রুকে বধ করার বিদ্যা মানুষের আয়ত্ত হইল। ১৪ শতকে বারুদ ও কামানের আবিষ্কার আত্মরক্ষা ও শত্রু নিধনে যুগান্তর আনিল। সেই হইতে আজ পর্যন্ত এই বন্দুক ও গুলির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতিতে ইহাদের উন্নতি হইয়াছে। গাদা বন্দুক, টোটাবন্দুক (breech-loading), রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার মেশিন্‌গান্, নানাজাতীয় কামান প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার মারণ অস্ত্র হইয়াছে। হাতে ছোড়া বোমা, আকাশ হইতে ফেলা বোমা প্রভৃতি নূতন মারণ অস্ত্র। বিষাক্ত গ্যাসকে অস্ত্রশস্ত্র আখ্যা না দেওয়া গেলেও বর্তমানে ইহারা যুদ্ধের প্রধানতম উপকরণ। পৃথিবীর সমস্ত দেশ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের পাল্লায় মত্ত। প্রাইভেট কোম্পানীরা অঃ নির্মাণ করে এবং তাহারা সকলদেশে নির্বিচারে অঃ বিক্রয় করিয়া যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া বড় বড় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। (দ্রঃ বন্দুক, কামান, বারুদ, শেল্)

অস্ত্রোপচার (Surgery)

ভারতে যজ্ঞের পশু হত্যা হইতে পশু দেহ সম্বন্ধে মানুষের প্রথম জ্ঞান জন্মে। সুশ্রুত শল্যতন্ত্র অধ্যায়ে অঃ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন ; তাঁহার গ্রন্থে ১২০ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিশরে মৃতদেহকে 'মমি' করিতে গিয়া লোকে এবিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে। গ্রীকরা এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু মধ্যযুগে অঃ অত্যন্ত বর্বর ধরণের ছিল। ১৭ শতকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়। (দ্রঃ হার্ভে) ১৯ শতকে ক্লোরোফর্ম ও নানাপ্রকার অ্যানেসথেটিকস্ বা অসাড়ীকরণ পদ্ধতির উদ্ভব, বিষপ্রতিষেধক বা অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ আবিষ্কার, রঞ্জন রশ্মির দ্বারা দেহাভ্যন্তর পরীক্ষা প্রভৃতি অস্ত্র চিকিৎসায় যুগান্তর আনিয়াছে। বিগত মহাসমরের ফলে এই বিজ্ঞান বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বাংলাভাষায় সার্জারি সম্বন্ধে দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে ; একখানির লেখক ডাঃ মৃগেন্দ্র লাল মিত্র।

অস্থি

জৈব ও ধাতব পদার্থ (organic and mineral) অস্থির উপাদান। শেষোক্ত উপাদানের অধিকাংশই চূণ ; জৈব পদার্থের অধিকাংশ শনের ন্যায় ও সূক্ষ্ম তন্তুসদৃশ। তন্তুর সহিত পার্থিব চূণাদি পদার্থ সংহতভাবে জমিয়া অস্থি গঠন করে এবং জৈবতন্তুর সহিত দেহের যোগ আছে বলিয়া হাড় বড় হয়।

অস্থির সংখ্যা

মানবদেহে আয়ুর্বেদীয় চরক মতে ৩৬০ ও সুশ্রুতমতে ৩০০। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ২০০-২০৬ অস্থি আছে। সংখ্যার তারতম্য হওয়ার কারণ, চরক তরুণাস্থি (cartilege), নখ দন্তকে ইহার মধ্যে গণনা করিয়াছেন। নাসিকা ও কর্ণের ক্ষুদ্রাস্থি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এ ছাড়া পৃথক বয়সে সংখ্যার তারতম্য হয়।...অস্থির সংখ্যা, যথা,—পদের ৪টি অঙ্গুলিতে ৩, পদাঙ্গুষ্ঠে ২ অর্থাৎ পায়ের আঙ্গুল ১৪ খানি। পাঁচ পদাঙ্গুলির মূলে ৫ অস্থি ; গোড়ালিতে ৭, জঙ্ঘায় ২, উরুতে ১, হাঁটুতে ১ ; মোট একখানি পায়ে ৩০ খানি বা দুই পায়ে ৬০ খানি হাড় আছে। প্রত্যেক বাহুতে পদের ন্যায় ৩০ খানি করিয়া ৬০ খানি। মধ্য শরীরের মেরুদণ্ডে (দ্রঃ) ২৪ ; কটির পিছনে ১ বৃহত্তর অস্থি ও কটির নিম্নে ছোট ১ ; মোট ২৬। কটির সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে ২ খানি কপালাস্থি। বক্ষঃস্থলের মধ্যে ১, কণ্ঠের দুই দিকে ২ খানি ; স্কন্ধের পশ্চাতে পৃষ্ঠের উপর ২ ; পাঁজরায় প্রত্যেক দিকে ১২ করিয়া ২৪ খানি, মধ্যদেহে মোট ৫৮। মস্তকে ১৪-খর্পরে ৮ ও কর্ণে ৬, অর্থাৎ মাথায় সর্বসমেত ২৮ ; এই হিসাবে ২০৬ খানি হয়। কর্ণের ৬ বাদ দিলে ২০০। (কঙ্কাল শব্দে মানবদেহের অস্থিসমূহের নাম ও সংস্থান প্রদত্ত হইয়াছে)।

অস্থি চিকিৎসা (Osteopathy)

একদল চিকিৎসক মনে করেন মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে

তাহার অস্থির যথাযথ সংস্থানের উপর। কাঠামো যদি ঠিক থাকে তবে যন্ত্রাদি যথাস্থানে থাকিয়া যথানির্দিষ্ট কাজ করে। ইহারা ঔষধাদির সেবনের বিরোধী।

অস্পৃশ্যতা (Untouchability)

হিন্দুরা নিজ নিজ বর্ণ বা জাতির মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার করে; উচ্চবর্ণ কোন কোন নীচ বর্ণের লোককে ছোঁয় না—কাহার পক্কান্ন ভোজন করে না, কাহারও বা জল গ্রহণ করে না; ইত্যাদি অসংখ্য ভেদ আছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণরা 'পঞ্চম' আখ্যাত কতকগুলি জাতিকে অস্পৃশ্য রাখিয়াছেন; তাহারা সাধারণ রাজপথে চলিতে বাধা পায়, হিন্দুমন্দিরে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই; সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে না। এই অং দূর করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন।...হিন্দুদের নিকট সাধারণভাবে মুসলমান ও খৃস্টান অস্পৃশ্য বাঙালী হিন্দু নাপিতের কাছে কোন কোন বাঙালী হিন্দু বর্ণ অস্পৃশ্য, কিন্তু মুসলমান বা খৃস্টান অস্পৃশ্য নহে।

অস্বচ্ছ (Opaque)

কোন পদার্থের উপর আলোক রশ্মি পতিত হইলে, সাধারণত তিন রকম প্রক্রিয়া ঘটে—(১) আলোক প্রতিফলিত হয়; (২) আলোক রশ্মি পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিন্ন গতিপথে চলিয়া যায়; (৩) আলোকরশ্মি শোষিত (absorbed) হইয়া আণবিক শক্তিতে পরিণত হয়। যেসকল পদার্থ আলোক-শক্তির অধিকাংশ প্রতিফলিত করে তাহাদিগকে অস্বচ্ছ কহে। সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ পদার্থ নাই,—এমনকি লৌহের মধ্য দিয়াও আলো অল্প দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে; কোনো পাতলা লৌহ বা অন্য ধাতু নির্মিত পাতের ভিতর দিয়া আলোকিত বস্তু নিরীক্ষণ করা যায়। আবার জলের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়াও আলোক রশ্মি বেশি দূর যাইতে পারে না; সেইজন্য সমুদ্রের যত তলে যাওয়া যায় অন্ধকার তত গভীর হয়।

অহল্যা

গৌতম ঋষির পত্নী, শতানন্দের জননী। ইন্দ্র একদা গৌতমের বেশে অহল্যার নিকট আগমন করেন; গৌতম ইহা জানিতে পারিয়া অহল্যাকে পাষাণ করিয়া দেন। বহুকাল পরে রামচন্দ্র মিথিলা যাইবার পথে গৌতম আশ্রমে আসিয়া অহল্যার শাপ মোচন করেন। কুমারিলের মতে অহল্যা রাত্রি ও ইন্দ্র দিবার রূপক। রবীন্দ্রনাথ বলেন অ-হল্যা বা অকর্ষিত প্রস্তর সদৃশ দেশে রামচন্দ্র আর্য সভ্যতা বা কৃষি (হল চালনা) বিস্তার করেন।

অহল্যাবাঈ (১৭৩৫—৯৫)

হোলকার মলহর রাও (দ্রঃ)-এর পুত্র কুণ্ডজী রাওএর পত্নী। স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুর পর স্বয়ং রাজকার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ইনি দাতা ছিলেন; কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির, গয়ার বিষ্ণুপাদ প্রভৃতি তাঁহার অর্থে পুনর্নির্মিত হয়। বহু দেবালয়, ধর্মশালা, পথ, ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। ভারতের সমস্ত প্রধান দরবারে তাঁহার দূত বাস করিত ও তাঁহার রাজধানীতে অন্য দেশের দূত থাকিত।

অহিরাজ (Naia bungerus) সর্প।

গোখুরার নিকটজাতি শঙ্খচূড় নামক বিষধর সর্প। হলুদ-মেটে রংএর দেহে শাঁখের বা চুড়ির ন্যায় রেখা টানা। গোখুরা হইতে বৃহত্তর; ৮।১০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ফণা তদনুরূপ নহে। (যোগেশ)

অহুরমজদ

জরথুষ্ট্র প্রচারিত পারসিক ধর্মের প্রধান ঈশ্বরের নাম; এই দেবতা মঙ্গলময়; পাপ অহ্রিমনের সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া জয়ী হন। (দ্রঃ জরথুষ্ট্র)। সংস্কৃত শব্দটি হইবে 'অসুর মহৎ'।

অহোম

এই জাতির আদি নিবাস বর্মার উত্তরে শান্ দেশে ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী। ১০ শতকে এই জাতির খুনলুং ও খুনলাই নামে দুই রাজকুমার রাজ্য জয়ে বাহির হয় ও পাতকোই পর্বতের পূর্বদিকে মুং রি মুং রাম নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের চুকাফা নামে রাজা ১২২৯এ পাতকোই পার হইয়া কামরূপ রাজ্যের সৌমার পীঠে আসিয়া বাস করে। ইহাদের বংশধরেরা 'অহোম'। এই বংশের চুহুম্ ফা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও ১৪৯৭এ রাজা হন। ১৬৫০ রাজা চুটমলাকে ব্রাহ্মণরা 'জয়ধ্বজ' নাম দেন ও সেই হইতে রাজারা সংস্কৃত নাম ধারণ করেন। ১৯ শতকের গোড়া পর্যন্ত অহোম রাজারা স্বাধীন ছিল, মুসলমানরা ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দারাংএর রাজার সহিত অহোম রাজার বিরোধ হয়; এই বিবাদ মিটাইবার জন্য বর্মার রাজাকে সালিসী মানা হয় ও বর্মারাজ অহোম রাজ্য (আসাম) জয় করেন। প্রথম বর্মা যুদ্ধের পর ইংরেজ ১৮২৬এ আসাম অধিকার করে।

অহ্রিমণ (অঙ্গ্র মৈন্যু)

জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত প্রাচীন পারসিক ধর্মমত অনুসারে অং হইতেছে সয়তান বা মার। অহুরমজ্‌দ্ মঙ্গলময় দেবতা; উভয়ের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব; বারো হাজার বৎসর যুদ্ধের পর অহ্রিমণ পরাজিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন বৌদ্ধদের 'মার' বা অমঙ্গল শক্তির কল্পনা পারসিক অঙ্গ্র মৈন্যু হইতে গৃহীত।

আ

আই ই, এস্ (I. E. S. Indian Education Service)

ভারতবর্ষে ১৯২১এর পূর্বে শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি বিশিষ্ট পদে ভারতসচিব সাধারণত বিলাতী ডিগ্রী প্রাপ্ত লোকদের খুব মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করিতেন। ঐ বৎসর শিক্ষা বিভাগ হস্তান্তরিত বিষয় হইয়া গেলে ঐ পদ সৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। দেশীয় বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সম্মানার্থ I. E. S. করা হইল।

আই.এ (I. A.)

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুএট উপাধি পাইবার পূর্বে যে মধ্য পরীক্ষা (ইন্টারমিডিএট Intermediate in Arts) গৃহীত হয় তাহাকে সংক্ষেপে আই.এ বলা হয়। ইহা আর্টস বা সাহিত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষা; বিজ্ঞানের পরীক্ষাকে আই.এস-সি (I. Sc.) বা Intermediate in Science বলে।

আই.এফ.এ (I.F.A. Indian Football Association)

ভারতীয় ফুটবল ক্রীড়া দলের সমিতি। কলিকাতায় ইহার কার্যালয়; যাবতীয় বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা ইহাদের তত্ত্বাবধানে হয়; রেফারীর পরীক্ষা ইহারা গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে দুইটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা ইহারা পরিচালনা করে; একটি 'লীগ', অপরটি 'শীল্ড'। লীগ-খেলার নিয়মানুসারে প্রত্যেক টীমকে প্রত্যেক টীমের সহিত খেলিতে হয়; জয়ী দল প্রত্যেক খেলায় ২টি পয়েণ্ট পায়, 'ড্র' বা সমান সমান হইলে দুইদল ১টি করিয়া পয়েণ্ট পায়। প্রতিযোগিতার শেষে যে দলের পয়েণ্ট সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহারাই 'বিজয়ী' হয়। মহামেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পাঁচ বৎসর পরপর বিজয়ী হইয়াছে। শীল্ড খেলায় বহু দল ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রবেশ করিতে পারে ও প্রত্যেক দুটী দলের মধ্যে জয়ী দলটি, অপর দুটি দলের মধ্যে জয়ীদের সহিত খেলিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত দুটি দল মাত্র ফাইনালে উঠে ও তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ভারতীয় দলের মধ্যে, ১৯১১এ মোহনবাগান ক্লাব ও ১৯৩৬এ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বিজয়ী হয়। ১৯১১এ ২০ টি দল ও ১৯৩৬এ ৪৩টি দল প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে। ১৯৩৭এ ৫১টি দল নামিয়াছিল; এই সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক।

আই.এম.এস (I. M. S. Indian Medical Service)

বিলাতে চিকিৎসা বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে চাকুরীতে কৃতী ছাত্র ভারতীয় সৈনিক বিভাগে চিকিৎসা করিবার জন্য ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হন তাহাকে ভারতীয় মেডিকাল সার্ভিস্ বলে। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে বহুস্তরের কর্মচারী নিযুক্ত আছে। মহাযুদ্ধের সময় এই দেশে পাশকরা ডাক্তারদেরও সাময়িকভাবে আই.এম.এস. পদ দেওয়া হইয়াছিল।

আইও (Io)

গ্রীক দেবী। জুপিটার ইহার প্রতি আসক্ত হইলে পত্নী জুনোর ভয়ে পলায়ন করিয়া মিশরে আশ্রয় লন; সেখানে আইসিস (Isis) নামে পরিচিত।

আইওডিন (Iodine)

রাসায়নিক অধাতব পদার্থ (element)। ১৮১২ এ একজন ফরাসী সোরা প্রস্তুতকারী (Courtois) সমুদ্রপানা পুড়াইয়া আঃ পান। কতকগুলি শুকনো গাছের মধ্যে, কডলিভার তেলে, প্রাণীদের থাইরয়েড গ্লানেডে ও কোন কোন ঝরণার জলে স্বাভাবিকভাবে আঃ থাকে। ইহা গুরু, উজ্জ্বল, নীলকৃষ্ণাভ কঠিন বস্তু। ২১৭ ডিগ্রী তাপে গলে ও ৩৬৩তে ফুটিতে থাকে। ইহার ধূম অত্যন্ত গাঢ়। বর্তমানে আঃ চিলির সোরা (Sodium nitrate) হইতে প্রস্তুত হয়। বহু প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আমরা যে তরল আঃ ব্যবহার করি, তাহা অলকোহল মিশ্রিত। ক্ষতের প্রাথমিক এনটিসেপটিক।

আইওডাইড (Iodides)

আইওডিন্ অন্যান্য মৌলিক পদার্থের (element) সহিত মিশিয়া যেসকল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, তাহাকে আঃ বলা হয়। উদাহরণ—ফসফরাস্ নামে পদার্থ আইওডিনের সহিত মিশাইলে উহা গলিয়া যায় এবং পরে জ্বলিয়া উঠিয়া ফসফরাস আঃ প্রস্তুত করে।

আইওডোফর্ম (Iodoform)

ক্লোরোফর্ম যেভাবে মিথিন (methane) ও ক্লোরিন (chlorine) হইতে প্রস্তুত হয়, আইওডোফর্ম প্রায় সেইভাবেই হয়; তবে এ ক্ষেত্রে অলকোহল, আইওডিন এবং ক্ষার জাতীয় সামগ্রী হইতে চোলাই করা হয়, ক্লোরিন দিয়া হয় না। ইহা দেখিতে হলুদ বর্ণ, কঠিন পদার্থ, তীব্র গন্ধযুক্ত; দূষিত ক্ষতাদির ঔষধ। বর্তমানে কোহল এবং এসিটোন সংযোগ করিয়া পটাসিয়াম্ দ্রাবক হইতে তাড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা (electrolysis) প্রচুর পরিমাণে আঃ প্রস্তুত হইতেছে।

আই. জি (I. G. Inspector General)
দ্রঃ ইন্‌সপেক্টর জেনারেল। পুলিশ, জেল, রেজিস্ট্রেশন, প্রভৃতি বিভাগের কর্তার উপাধি।

আইন (Law)
প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের যে দলিল-বলে বিচার চলে তাহাকে সাধারণত আইন বলা হয়। কুলাচার, দেশাচার, ধর্মশাস্ত্রের আদেশ, রাজাদেশ, গভর্নর-জেনারলের আদেশ বা রেগুলেশন, অর্ডিনান্স, ব্যবস্থাপক সভায় পাশ একট্ (Act) প্রভৃতি দেশের আইন। যেসব দেশে রাষ্ট্রকাঠামো বা কনস্টিটিউশন্ লিখিত, সেখানে সাধারণ আইন সভা কন্‌ষ্টি মূল সর্তাদির পরিবর্তন করিবার অধিকার রাখে না; তবে মূল সর্তের অনুকূল আইন গঠন বা বর্জন করিতে পারে। যেখানে লিখিত রাষ্ট্রকাঠামোর দলিল নাই সেইসব রাষ্ট্রে পার্লামেন্টের বা রাষ্ট্রসভার সদস্যরা সকল প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রকাঠামো নাই, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন বিষয়ে সর্বেসর্বা; ভারতের সমস্ত আইনের উৎস ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট। ইংল্যান্ডে পূর্বে হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব লর্ডস উভয়ের সম্মতি ছাড়া আইন হইতে পারিত না; বর্তমানে হাউস অব্ কমন্স আইন পাশ করিতে পারে (দ্রঃ পার্লামেন্ট)। অবশ্য প্রত্যেক আইন রাজসম্মত সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের আইনের উৎস বৃটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা গৃহীত একটসমূহ। এইসব একট অনুসারে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার আইন রচনার অধিকার লাভ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায়, প্রাদেশিক আইন সভায় যথাক্রমে নিখিল ভারতের ও প্রদেশসমূহের আইন প্রস্তুত হয়। বিল (দ্রঃ) ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইলেই আইন হয় না; উহা গভর্নরের অনুমতি সাপেক্ষ; গভর্নর ইচ্ছা করিলে গভর্নর জেনারেলের এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সম্রাটের অনুমতি লইতে পারেন। অনুমতি না দিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। এছাড়া গভর্নর-জেনারেলের ৬ মাসের জন্য অর্ডিনান্স বা বিশেষ জরুরি আইন জারির অধিকার আছে। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সময়ে সামরিক বিভাগের উপর শাসন ব্যবস্থা অর্পিত হয়, তাহার আইন সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাকে 'মার্শেল ল' বলে। হাইকোর্টের বিচারকদের রায় আইনের ন্যায় বলবৎ।…ভারতে কতকগুলি প্রাচীন আইন আছে; সেগুলি ১৮৩৪ সালের সপার্ষদ গভ-জেনারেল গঠিত হইবার পূর্বে গভ-জেনারেল হুকুম বা রেগুলেশন নামে খ্যাত। এই শ্রেণীর একটি রেগুলেশন ১৮১৮র ৩ আইন; ইহার দ্বারা বিনা বিচারে সন্দেহের উপর অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা যায়।…সামাজিক প্রথাও আইনের ন্যায় অমোঘ; যেমন বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ হওয়ার পূর্বে উহা অবৈধ ছিল। কেহ বিধবাকে বিবাহ করিলে সমাজ ও আইন তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত। তেমনি অসবর্ণ বিবাহ-আইন পাশ হইলে অসবর্ণ বিবাহ আইন-সঙ্গত হইয়াছে। এ ছাড়া, রেল, ট্রাম, জাহাজ, মিউনিসিপালটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, জীবন বীমা প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ নিয়ম আছে, এবং যখনই কেহ ঐসব প্রতিষ্ঠানাদির সহিত সর্তাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের আইন মানিয়া চলিতে সে বাধ্য এবং বিচারক নিয়মানুসারে বিচার করিতেও বাধ্য থাকেন।

আইন অমান্য আন্দোলন (Civil disobedience movement)
ভারতের রাজনীতিক শান্তি স্থাপনের জন্য ১৯২৯এ বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) বসিবার প্রস্তাব হয়; বড়লাট লর্ড আরউইনের (Irwin) সহিত মাহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, মিঃ জিন্না, ভি. জে প্যাটেল, তেজবাহাদুর সপ্রু (১৯২৯, ২৩ ডিসেম্বর) সাক্ষাৎ করেন ও গোল টেবিল বৈঠকে 'ভারতকে ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইবে' এই বিষয়ে আলোচনা হইবে ইহার প্রতিশ্রুতি চান। বড়লাট সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর লাহোর কনগ্রেসে স্থির হইল যে কনগ্রেস গোলটেবিলে যোগ দিবে না, দেশে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিবে। লবণ আইন ভাঙিয়া এই অমান্য আন্দোলন সুরু হয়। গান্ধীজি ১৯৩০, ১১ মার্চ সাবরমতী হইতে দাণ্ডি ২০০ মাইল হাঁটিয়া গিয়া ৬ই এপ্রিল সমুদ্রে লবণ প্রস্তুত করিয়া লবণ আইন ভাঙিলেন। ঐ দিন ভারতের নানাস্থানে লবণ আইন ভঙ্গ হয়। এ ছাড়া মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং সুরু হয়। একে একে নেতাদের অনেকেই জেলে গেলেন। বাংলাদেশে বেঙ্গল অর্ডিনান্স পুনর্জীবিত করিয়া বক্‌সাদুর্গে বহু যুবককে বিনা বিচারে আটকাইয়া রাখা হইল। প্রেস অর্ডিনান্স পাশ হইল। ১৯৩০, ৪ মে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরাইত করা হইল। ১৯৩০এ এই আন্দোলনে ৫৪,০৪৯ জনের দণ্ড হয়।…১৯৩১এ বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসিল। লর্ড আরউইন ভারতে কনগ্রেসের সহিত শান্তি-স্থাপন করিলেন। গান্ধীর সহিত আরউইনের কতকগুলি বিষয়ে চুক্তি হইলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল। অহিংস আন্দোলনের অপরাধী বন্দীরা মুক্তি পাইল; সমুদ্র তীরের লোকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারীর অধিকার পাইল। কনগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে স্বীকৃত হইল। (দ্রঃ গান্ধী-আরউইন চুক্তি)।

'আইন-ই আকবরী'
আবুল ফজল প্রণীত আকবরের সমসাময়িক ইতিহাস; ইহাতে দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থিক অবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, রাজস্বের আয় ব্যয় বর্ণিত আছে। ইংরেজিতে ব্লকমান সাহেব ইহার

অনুবাদ করিয়াছেন। ১৭৮৩ এ ফ্রান্সিস Gladwin ইহার সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। ইহা 'আকবর নামা' গ্রন্থের তৃতীয় অংশ।

আইন্‌স্টাইন (Einstein, Albert)

জারমেন বৈজ্ঞানিক। জন্ম ১৮৭৯। মুনিক ও জুরিকে (Zurich) শিক্ষাপ্রাপ্ত, বার্নে পেটেন্ট অপিসের ইনজিনীয়ারের কাজ করিতেন। ১৯০৯ জুরিকে, ১৯১৪ বার্লিনে অধ্যাপক। পট্‌সডামে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিশেষ একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়। ১৯১৫এ তিনি relativity মত বা আপেক্ষিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; ইহাতে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়; তিনি দেখান যে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় বস্তুর প্রকৃতি স্থান ও কালভেদে পরিবর্তনশীল। ১৯২১এ নোবেল প্রাইজ পান। বহু সম্মান লাভ করেন। ১৯৩১এ অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেন। ইনি শান্তিবাদী ও ইহুদী। সেই অপরাধে হিটলার ইহাকে জারমেনী হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। ইনি বর্তমানে আমেরিকার অধ্যাপক। ইনি একজন বিশিষ্ট বেহালা-বাদক।

আই. পি. এস (I. P. S. Indian Police Service)

পুলিশ সার্ভিস বা চাকুরী প্রাদেশিক সরকারের অধীন হইলেও কতকগুলি নিয়োগ ইংল্যান্ড হইতে হয়। বিলাত হইতে যাহারা চাকুরী পাইয়া আসে তাহারা প্রায়ই Asst. Supdt. (সহকারী সুপার) পদে নিযুক্ত হয় এবং পরে D. I. G. ও I. G. বা ইন্‌সপেকটর জেনারেল হয়। বাংলা দেশে সরদা নামক স্থানে পুলিশ শিক্ষার বিদ্যালয় আছে সেখান হইতে যাহারা পাশ করে তাহারা ইন্‌সপেক্টর ও পরে সহকারী সুপার ও জেলা-সুপার পদে উন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের মধ্য হইতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়; পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মাত্র সরদায় শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। শিক্ষাপর্বের পরে তাহারা কাযে নিযুক্ত হয়।

আই. বি (I. B. Intelligence Branch)

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের যাহারা বিশেষভাবে রাজনৈতিক সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত তাহাদিগকে আই.বি.বলে। ইহারা সাধারণ গোয়েন্দা বিভাগ বা সি আই. ডি (C. I D. Criminal Investigation Department) হইতে পৃথক।...কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে এস. বি. (S.B. Special Branch) বলে। কলিকাতার পুলিশ বেঙ্গল পুঃ হইতে স্বতন্ত্র।

আইবেক্স (Ibex)

ইউরোপের আল্পস অঞ্চলের বন্য ছাগ। দীর্ঘ বাঁকানো শিং ইহাদের বৈশিষ্ট্য। উচ্চতা প্রায় ৪½ ফুট। হিমালয়, আবিসিনিয়া ও আরব দেশে এই জাতের ছাগ আছে।

আইভরি (Ivory)

হাতীর দাত দ্রষ্টব্য। এক প্রকার অতি চকচকে কাগজকে আঃ ফিনিশ (Ivory finish) বলে।

আইভান (Ivan)

এই নামে রাশিয়া দেশে ৪ জন রাজা হন; তৃতীয় আঃ (১৪৬২-১৫০৫) সর্ব প্রথম দেশকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজ্য বিস্তার, আইন প্রণয়ন, বাহিরের রাজশক্তি সমূহের সহিত মৈত্রী স্থাপন এবং সদ্ভাবের নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন রোমান সম্রাটদের ঈগলচিহ্নকে রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। ৪র্থ আইভানকে (১৫৪৭-৮৪) Terrible বা ভীষণ বলা হয়। ইনি 'জার' (Tsar) উপাধি গ্রহণ করেন ও অকথিত অত্যাচার করিয়া Terrible সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

আইরিশ ভাষা ও সাহিত্য (Irish)

আইরিশ ভাষা ইংরেজি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা কেলটিক ভাষাবর্গের অন্তর্গত; ইহাকে গেলিক (Gaelic) বলে। এই ভাষায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চারণগণ গাথা রচনা করিতেন। চারণদের শিক্ষা ৮।১০ বৎসর ধরিয়া হইত। প্রাচীনতম পুঁথি ৮ম শতকের; কিন্তু ইহার পূর্বের পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রাচীন লেখকরাও দুঃখ করিয়াছেন। মধ্যযুগে বহু রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা রচিত হয়; গোধন হরণ, যুদ্ধ, প্রেম, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, রাজ্যজয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু নাটা নাই। এদেশে নরমানদের উৎপাতে সাহিত্য সাধনা মন্দা পড়ে। তারপর ১৪ শতক হইতে কাব্য পুনরায় জাগে ও এই সময় হইতে পারিবারিক ইতিহাস ও কুলপঞ্জী রাখিবার রীতি দেখা দেয়; ক্রমে উহা বংশানুক্রমিক প্রথা হইয়া দাঁড়ায়। আয়ারল্যান্ড ইংরেজদের অধীনে আসিলে গেলিক ভাষা ও সাহিত্য লোপের বিধিমত চেষ্টা সুরু হয়: তৎসত্ত্বেও উহা শেষপর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। ১০শতক হইতে ও বিশেষভাবে ২০ শতক হইতে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কবি ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি গিয়াছে। বর্তমানে গেলিককে রাষ্ট্র ভাষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। (দ্রঃ ভৌঃ অংশ আয়ারল্যান্ড)

আঁইষ ফল (Nephelium longana)

লিচু গাছের জ্ঞাতি; লিচুর ফুলদল নাই, আঃ ফলের আছে। উভয়েই পুং ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক, কিন্তু একই বৃক্ষে হয়। ফল গোলাকার, মসৃণ; আপীতরক্ত; এক আঙুল বড় হয়, বীজ আমিষগন্ধ-শাঁসে আচ্ছাদিত। (যোগেশ; Chopra 510)

আইস ব্যাগ (Ice bag)

রবারের এক প্রকার থলির মধ্যে বরফ ভরিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গ-বিশেষের শীতলতা প্রদান করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে স্থানীয় রক্ত শীতল করিতে পারিলে ঐ রক্ত সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে হইতে ক্রমে শরীরের ভিতরকার সমস্ত রক্তকেই কিয়দ পরিমাণে শীতল করে। মাথা ছাড়া ঘাড়ে, বগলেও উহা দেওয়া যাইতে পারে। পেটের উপর আঃ ব্যাগ দেওয়াই অতি উত্তম ব্যবস্থা। (দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক প্রতিকার পৃঃ ২৬৭)

আই. সি. এস. (I.C.S. Indian Civil Service)

১৭৯৩এ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোং পালামেন্টের নিকট যখন দ্বিতীয় বার সনন্দ গ্রহণ করে, সেই সময়ে 'সিভিল সার্ভিস' প্রবর্তিত হয়। তখন নিয়ম হয় যে এই চাকুরিয়ারা কাহারও নিকট হইতে কোন উপঢৌকন গ্রহণ বা নিজ খাতে ব্যবসায় করিতে পারিবে না। ১৭৯৩ হইতে ১৮৫৩ পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এই পদে চাকুরিয়াদের মনোনয়ন করিতেন। ইহারা অল্প বয়সে কার্যে ভর্তি হইত এবং ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত (১৮০০) কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু ১৮০৬এ ইংল্যান্ডের হেলিবেরি (Haileybury) শহরে সিভিল সার্ভিসে মনোনীত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় খোলা হয়। ১৮৫৩এ স্থির হয় যে অতঃপর সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং হেলিবেরিতে ১৮৬২ পর্যন্ত ঐ উদ্দেশ্যে শিক্ষা দান চলিতে থাকে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বৃটিশ প্রজামাত্রেই প্রবেশ করিতে পারিত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪এ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন হন। ১৮৭৭এ সিঃ সাঃএ প্রবেশের বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ করা হয়; ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। ১৮৭৯এ স্ট্যাটুটরি সিঃ সাঃ প্রথা প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ স-কাউন্সিল ভারত সচিবের অনুমতি লইয়া উপযুক্ত ভারতীয়কে ঐ চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এই প্রথা কার্যকরী না হওয়ায় ১৮৮৮তে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্দেশমত সমস্ত চাকুরী ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (I. C. S), প্রাদেশিক সিঃ সাঃ (Provincial C. S.) ও অধস্তন সিঃ সাঃ (Subordinate C. S.) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ভারতে এই সিঃ সাঃ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আন্দোলন বহুকাল হইতে চলিতেছে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারে স্থির হয় যে ইংল্যান্ডে পরীক্ষার ফলে যত লোক I. C. S.এ লওয়া হয় তাহার শতকরা ৩৩ ভাগ ভারতে পরীক্ষার দ্বারা গৃহীত হইবে। ১৯৩৬এ ভারত-সচিব ঘোষণা করেন পরীক্ষা ছাড়া মনোনয়ন করিয়াও ভারতে উক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ভারতের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় দিল্লীতে; প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতী ছাত্রেরা প্রার্থী হইতে পারে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা সরকারী ব্যয়ে বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে I C. S. পরীক্ষার্থীদের জন্য কোচিং ক্লাস খোলা হইয়াছে। বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের পক্ষে সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ডিগ্রী পাওয়া দরকার। ভারতে বর্তমানে ১৩০০ I. C. S. কর্মচারী আছেন; ইহারা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট, জিলা-জজ, কমিশনর ও সরকারী দপ্তরখানার সেক্রেটারীর কাজ করেন; কৃতীরা প্রদেশের গভর্নর পর্যন্ত হন।

আউছ, আছ (Mori. la citrifolia)

আচ্ছুকাদি বর্গের ছোট • • ক্ষুপ; ফুল শাদা, সুগন্ধ, অনেকগুলি একত্রে হয়। শিকড়ে ছালে প্রায় পাকা হলুদ ও লাল রং হয়। জ্বর, অতিসা• প্রভৃতি ব্যাধিতে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ; Chopra 508)

আউট্রাম (Outram, James ১৮০৩-৬৩)

বৃটিশ সেনাপতি। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাঁহার অশ্বারোহী মূর্তি আছে ও তাঁহার নামে গঙ্গার একটি ঘাট আছে। সামান্য সৈনিক হইয়া ইনি ভারতে আসেন (১৮১৯)। ইনি আফগান যুদ্ধে যান ও ফিরিয়া আসিয়া গুজরাটের পোলিটিক্যাল এজেন্ট, সিন্ধুদেশের কমিশনর, সাতারার ও বড়োদার রেসিডেন্ট (১৮৪১-৫১) হন। ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিলে ইনি তথাকার প্রথম কমিশনর হন (১৮৫৫)। সিপাহী বিদ্রোহের সময় অযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করেন ও পরে তথাকার চীফ কমিশনর হন; পরে বড়লাটের নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ভারত সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা। Goldsmidt কৃত জীবনী (১৮৬০) দ্রষ্টব্য।

আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথ (O. R. R.)

১৯২৫ পর্যন্ত পৃথক রেলওয়ে কোম্পানী ছিল; ১৯২৫ হইতে স্টেট রেলওয়ে হয়, অর্থাৎ ভারত সরকারের খাশ সম্পত্তি হয়, এবং ঈস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সহিত এক হইয়া যায়।

আউন্স (Ounce)

৮ বা ১২ ড্রাম=১ আউন্স। ১৬ আঃ=১ পাউণ্ড। ১ আঃ =প্রায় ৬।৵ কাঁচ্চা=৪৮০ গ্রেন্।

আউলচাঁদ (১৬৮৬ ? – ১৭৬৯)

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নদীয়া জিলার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই-র পালিত পুত্র 'পূর্ণচন্দ্র' বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া আউলচাঁদ নাম গ্রহণ করেন। ৮ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত মহাদেবের ঘরে বাস করেন ও তৎপরে নানাস্থানে ঘুরিয়া ২৭ বৎসর বয়সে বেজরা নামক গ্রামে আসিয়া আস্তানা গাড়েন। এইখানে তাঁহার বহু শিষ্য জোটে; ইঁহাদের

মধ্যে ঘোষপাড়াবাসী সদগোপ রামশরণ পাল প্রধান। তিনি ইঁহার ধর্ম মতকে কর্তাভজা মত নামে প্রচার করেন। ১৭৬৯ বোয়ালে গ্রামে আঃ র মৃত্যু হয়। চাকদহের ৩ ক্রোশ পূর্বে পরারী গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। (দ্রঃ কর্তাভজা)।

আউলিয়া মনোহর দাস

'পদসমুদ্র' নামে বৈষ্ণবপদাবলীর সংগ্রহকর্তা। হুগলী-বদনগঞ্জে তাঁহার সমাধি আছে; তথায় প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে মেলা হয়। মনোহর দাস সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন; হাতে বালা, কানে কানবালা, নাকে নোলক, অঙ্গে কাঁচুলি এবং চোখে কাজল পরিতেন: স্ত্রীলোকের ন্যায় খোঁপা বাঁধিতেন, ঘাগরা ও ওড়না ব্যবহার করিতেন এবং পায়ে তোর পরিয়া নাচিতেন। দ্রঃ মনোহর দাস (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, অভিধান)।

আও নাগা (Ao Naga)

আসামের উ-পূর্ব পার্বত্য দেশের বাসিন্দা। ইঁহারা ৮টি ক্ষুদ্র আদিম উপজাতিতে বিভক্ত; উপভাষাও একাধিক। উপজাতির মধ্যে বিবাহাদি হয় না। এককালে ইঁহারা অত্যন্ত হিংস্র ছিল। বর্তমানে খৃস্টান মিশনারী ও গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় অনেকটা শান্তিপ্রিয় হইয়াছে। জনসংখ্যা ৩২,৭৭৫। ১২ হাজারের উপর খৃস্টান। আওনাগাদের দেশ বর্তমানে আসামের অন্যতম জেলা; কোহিমা ও মোকোক্ চুং নামে ২টি মহকমা। কোহিমা হইতে ডেপুটি কমিশনার শাসন করেন। (দ্রঃ ভৌগোলিক অংশ)।

'আংকল টম্‌স্ ক্যাবিন' (Uncle Tom's Cabin)

বাঙলায় টমকাকার কুটীর—চণ্ডীচরণ সেন কর্তৃক অনুদিত। মূল বইখানি শ্রীমতী বীচার স্টাউ (Stowe) কর্তৃক ১৮৫১-৫২ রচিত। ইহা প্রকাশের পর দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন মার্কিনদেশে ব্যাপকভাবে চলে। (দ্রঃ স্টাউ)

আংকল স্যাম (Uncle Sam)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া নাম, বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে বিকৃত করিয়া K. L. Gauba 'Uncle Sham' নামে গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃতি দেখানো হইয়াছে; Sham মানে 'ছল'।

আকনাদি, (Stephania hernandifolia)

চলতি নাম নিমুকা। গুড়ূচীর (গুলঞ্চ) মত লম্বা লতা, কিন্তু সরু। বেড়ায় ও গাছে চড়িয়া ঝোপ করিয়া থাকে; ফল ছোট, পাতার মাঝে কাঁটা (যোগেশ, Chopra 539)। ডাঃ চোপ্‌রা আকনাদিকে Cissampelos pareira বলিয়াছেন। ইহার শুকনো শিকড় বাজারে বিক্রয় হয়। দঃ আমেরিকায় আসল pareira পাওয়া যায় এবং তাহারই বদলে ইহা এদেশে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগাদিতে ঔষধ; উদরাময়েও ইহা প্রযুক্ত হয়। পাতা চুলকানি পাঁচড়ার ঔষধ। (Ibid, 572)।

আঁকনি

পোলাও রাঁধিবার জন্য মশলাপাতি দিয়া যে জল ফুটাইয়া তৈয়ারী করা হয়।

আকন্দ, অর্ক (Calotropis gigentea)

বন্য ফুলের গাছ। বেলে মাটি ও পতিত জমিতে হয়; শাদা ও ঈষৎ বেগুনি এই দুই বর্ণের ফুল হয়। শ্বেত আকন্দ (C. procera সং-অলর্ক) কম দেখা যায়। ইহার ফলের মধ্যে তুলা ও ছালে এক প্রকার পাট হয়। তুলা হইতে কোন কোন স্থানে সূতা হয়। তুলা হইতে উত্তম কাগজ করা যায়। আঠা হইতে 'গাটাপার্চা' জাতীয় পদার্থ হয়। গাছের নানা অংশ দেশীয় ও হেকিমি চিকিৎসকেরা ঔষধার্থে ব্যবহার করেন। আকন্দ-তুলার বালিশ কানের অসুখে উপকারী। (Chopra 470 : বৈদ্যক শব্দসিন্ধু ৬৭)

আকবর

ঔরংজেবের এক পুত্র। ১৬৮১ রাজপুতদের সহায়তা লইয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। ঔঃ আকবরের নামে জাল চিঠি প্রস্তুত করিয়া তাহা রাজপুতদের হাতে পাঠান। ফলে রাজপুতেরা আকবরকে ত্যাগ করে। আকবর মারাঠারাজ শম্ভুজীর দরবারে আশ্রয় লয়; কিন্তু সেখান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয় ও পারস্যে গিয়া ১৭০৪এ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আকবর খাঁ

কাবুলের রাজা দোস্ত মোহম্মদ খাঁর পুত্র। ইনি আফগানিস্তানের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে ইংরেজের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নাই। কাবুলস্থ ইংরেজ রাজদূত বার্নিস (Barnes) ও ম্যাক্‌নটনের (Macnaughten, Sir W.) হত্যার জন্য ইনি দায়ী (১৮৪১ নভে, ডিসে)। ইনি ২য় আফগান যুদ্ধের নেতা ছিলেন এবং ইহারই চেষ্টায় দোস্ত মোহম্মদ কাবুলের সিংহাসন ফিরিয়া পান। পিতার জীবিতকালে ইহার মৃত্যু হয় (১৮৪৮)। (দ্রঃ দোস্ত মোহম্মদ)। আফগানিস্তান (ভৌগোলিক অংশ)।

আকবর শাহ ১ম (১৫৪২—১৬০৫)

তৃতীয় মুঘল সম্রাট (১৫৫৬–১৬০৫); হুমায়ুনের পুত্র। শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া হুঃ যখন পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময় অমরকোটে (সিন্ধু) জন্ম হয়। ১৫৪২—৫৫ পর্যন্ত ভারতের বাহিরে পারস্য, কাবুল প্রভৃতি স্থানে কাটে। হুমায়ুন ১৫৫৫এ

ভারতে ফিরিয়া দিল্লী ও কতিপয় স্থান দখল করেন। পাঠানরা চারিদিকে তখন প্রবল। ১৫৫৬এ হিমু বা বিক্রমজিতের সহিত আকবরের সেনাপতি ও অভিভাবক বৈরামের (দ্রঃ) যুদ্ধ হয় (২য় পানিপথের যুদ্ধ)। হিমু পরাভূত হন ও পরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। বৈরাম গবালিয়র, অজমের, জৌনপুর দখল করেন (১৫৫৯)। কিন্তু বৈরামের ঔদ্ধত্যের জন্য ১৫৬০এ তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ধাত্রী মাহম ও তাহার পুত্র আধম (দ্রঃ) কিছুকাল আকবরের উপর কর্তৃত্ব করেন। ১৫৬১ আধম খাঁ বজ বাহাদুরকে হারাইয়া (দ্রঃ) মালব জয় করেন: কিন্তু ইহার ঔদ্ধত্য ও অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য আকবর আধম খাঁকে (১৫৬২) হত্যা করেন। ১৫৬১ হইতে ১৬০১ এই চল্লিশ বৎসর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ কোন-না-কোন স্থানে চলিয়াছিল। গোণ্ডয়ানা অধিকৃত হয় ১৫৬৪। চিতোর আক্রান্ত ও বহুকষ্টে অধিকৃত হয় ১৫৬৭ (দ্রঃ উদয় সিংহ)। রণথম্বরের রাজা রায় সুরজন (১৫৬৯) এবং কালিঞ্জরের রাজা (১৫৬৯) বশ্যতা স্বীকার করেন: বিকানীর ও যশলমীরের রাজারা বশ্যতা স্বীকার ও আকবরকে কন্যাদান করিতে বাধ্য হন। ১৫৭২এ গুজরাট অভিযান হয়। ১৫৭২-৭৬ মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের সহিত সংগ্রাম চলে। ১৫৭৬এ বঙ্গদেশ বিজিত হয়। ১৫৮১ কাবুল অভিযান হয় ও তথাকার রাজা, আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মঃ হাকিমের মৃত্যুর পর ১৫৮৫ উহা মুঘল সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৫৮৬ কাশ্মীর, ১৫৯০-৯১ সিন্ধু, ১৫৯২ উড়িষ্যা এবং ১৫৯৫ বেলুচিস্তান ও কান্দাহার জয় করা হয়। ১৬০১এ দক্ষিণ ভারতে আহমদ-নগরের রানী চাঁদ সুলতানার সহিত যুদ্ধ হয়।...আকবরের ধর্ম-মতকে 'দীন ইলাহি' বলে (দ্রঃ)। সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় (দ্রঃ) বিভক্ত করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন। রাজস্ব সুবাবস্থার জন্য টোডর মল্লকে (দ্রঃ) দিয়া ভূমি ব্যবস্থা নূতনভাবে করেন।... আগ্রার নিকট ফতেপুর শিক্রিতে (দ্রঃ) রাজধানী নির্মাণ করেন; উহা ভারতীয় স্থপতি শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আবুল ফজল 'আকবরনামা' (দ্রঃ) গ্রন্থে তাঁহার জীবনী ও রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করেন। ইংরেজিতে ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিত 'আকবর জীবনী' ও ম্যালিসন কৃত 'আকবর' দ্রষ্টব্য।

আকবর শাহ ২য়

১৬শ মুঘল সম্রাট (১৮০৬—৩৭)। দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র এবং শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের পিতা। ইনি নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন; ইংরেজের পেনশন ভোগী রূপে দিল্লীতে প্রায় বন্দীজীবন যাপন করেন।

'আকবর নামা'

পার্সী গ্রন্থ। আকবরের রাজসভাসদ আবুল ফজল লিখিত সম্রাটের জীবনী। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আকবরের পূর্ববর্তী তৈমুর বংশীয়দের ইতিহাস। দ্বিতীয় ভাগে আকবরের নিজ ইতিহাস (১৬০২ পর্যন্ত), ও তৃতীয় ভাগে রাজত্বকালের জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত। এই অংশ সাধারণত 'আইন-ই-আকবরী' নামে খ্যাত। গ্রন্থের মধ্যে আকবরের জীবনের ৪৬ বৎসরের ইতিহাস আছে; অতিরঞ্জিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। ইংরেজীতে বেভারিজ সাহেব (Beveridge) ইহার তর্জমা করেন।

আকরকরা (Anacyc[illegible] pyrethrum)

সোমরাজী আদি বর্গের শা[illegible] মূল (pellitory) ঔষধে লাগে। পক্ষাঘাত মূর্চ্ছা প্রভৃতি নার্ভতন্ত্রীয় ব্যাধিতে এই শিকড় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। [illegible]কা-খাওয়া দাঁতে, গলক্ষতে ও টনসিলাইটিসে ইহার শিকড়সিদ্ধ জল কুলকুচ করিলে উপকার হয়। (যোগেশ; Chopra p. 461, 564)

আকর্ষ (Tendril)

কতকগুলি লতা, যথা উচ্ছে, লাউ, কুমড়ো, শশা প্রভৃতি গাঁইট হইতে সরু উপশাখা বাহির করিয়া আশ্রয় অবলম্বন করে; প্রায় স্প্রিঙের ন্যায় হয়; জোরে হাওয়া হইলে উহা স্প্রিঙের কাজ করে, হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায় না। চলতি বাংলায় আঁকড়ি।

আকর্ষণ (Attraction)

নিউটন (দ্রঃ) সর্বপ্রথম এই মত প্রচার ও গাণিতিক দিক হইতে প্রমাণ করেন যে বস্তুমাত্রই পরস্পরকে আঃ করে। কোন বস্তু উপর হইতে নিচে যে পড়ে, তাহার কারণ সকল বস্তুর উপর পৃথিবীর টান বা আঃ আছে। পৃথিবীর আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) এবং সকল বস্তুর পরস্পরের মধ্যে যে আঃ তাহাকে অভিকর্ষ বা মহাকর্ষণ (gravity) বলা হয়।... তাড়িত বিজ্ঞানে চুম্বকের সমপ্রকৃতি মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে (repulsion) এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের প্রত্যেক মেরু (pole) লৌহকে আঃ করে; চুম্বকের মাঝখানে আকর্ষণী শক্তি নাই। আণবিক আকর্ষনী শক্তিবলে (molecular attraction) বস্তু মাত্রের অণুসমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। (দ্রঃ অভিকর্ষ)

আকাশ নীল কেন ?

সূর্যালোক হাওয়ার ভিতর দিয়া আসিবার সময় হাওয়ার অণু ও হাওয়াতে ভাসমান অসংখ্য বস্তুকণা দ্বারা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর আলোর রং নির্ভর করে, দীর্ঘ ঢেউ লাল আর খর্ব ঢেউ নীল আলোর বোধ জন্মায়। সূর্যালোকের ছোটো ছোটো ঢেউগুলিই এই ক্ষুদ্র বস্তুকণার আঘাতে বেশি ছড়াইয়া পড়ে। বিচ্ছুরিত এই আলো আসিয়া

আমাদের চোখে পড়ে, তাই আকাশকে দেখি নীল। আলোক-তরঙ্গর হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার উপর বর্ণের বিচ্ছুরণ নির্ভর করে, যেমন তরঙ্গ হ্রস্ব হইলে নীল ও বেগুণী রং বিস্তারিত হয়। ঊর্ধ্ব আকাশে বায়ুর অভাব ক্রমশই বাড়িয়া চলে এবং ফলে আলোক আর বায়ুর দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া বিস্তারিত হয় না। ক্রমে অতি ঊর্ধ্ব আকাশে, সেখানে আলো বিচ্ছুরিত হইতে পারে না যেখানে বায়ু নাই, সেখানে সর্বদা অমাবস্যা রাত্রির ন্যায় অন্ধকার। দিনের বেলা নক্ষত্রমণ্ডলীকে পরিষ্কার দেখা যায়।

আকাশ-পথ (Air routes)

যাত্রী ও ডাকবাহী এরোপ্লেন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে। নিজ দেশ ছাড়া অন্য দেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে পূর্ব হইতে অনুমতি লইয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। কত উঁচু দিয়া যাইবে সে সম্বন্ধেও নিয়ম নিষেধ আছে। (দ্রঃ ইমপিরিআল এআর সার্বিস্)

আকাশ-প্রদীপ

কার্তিক মাসে হিন্দুরা ঘরের উঠানে বাঁশ পুঁতিয়া বা বাড়ীর চিলা-কোঠায় বাঁশ বাঁধিয়া তাহার উপরে প্রতি সন্ধ্যায় বাতি দেয়। সাধারণত কপিকলের সাহায্যে বাতিদানটি উঠানো-নামানো হয়। বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্য পোকা মারা ; এই সময়ে একপ্রকার সবুজ রাত পোকা ধানের ক্ষতি করে ; আলোর কাছে আসিয়া তাহারা মরে। দীপালি এবং হড়াপোড়া, বুড়ির ঘর পোড়া প্রভৃতি গ্রাম্য উৎসব এই উদ্দেশ্যে করা হয়।

আকাশবালি,—বেল (Cassytha filiformis)

আকাশবল্লী পরগাছা। সরু, মূল ও পত্রহীন, হরিতবর্ণ লতার ন্যায় গাছ। ফুল ছোট, ফুলদল ৬, কেশর ৯ বা ৬। বাহিরের দুই সারির কেশরের পরাগাশয় ভিতর দিকে, অন্য সারির পরাগাশয় বাহির দিকে খোলে। আয়ুর্বেদ মতে ইহা মলসংগ্রাহক, তিক্ত, কষায়, পিচ্ছিল, নেত্ররোগহর, অগ্নিকর, হৃদ্য এবং পিত্তশ্লেষ্ম ও আমনাশক। চর্মরোগের ঔষধ। (যোগেশ ; Chopra 473)

আকাশ-বিহার (Civil Aviation)

এরোপ্লেন করিয়া আমোদের জন্য আকাশ পরিভ্রমণ প্রায় সকল দেশেই প্রবর্তিত হইয়াছে। অনেক দেশেই ক্লাব হইয়াছে। কলিকাতার দমদমে আঃ বিঃ ক্লাব আছে। ১৯৩১এ পোস্ট ও গেটি নামে দুইজন আমেরিকান ৮ দিন ১৫ঘ ৫১মিঃ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। আমেলিয়া ইয়ারহার্ট ১৯৩২এ ১৩½ ঘণ্টায় অতলান্তিক মহাসাগর পার হন। কিন্তু পরে ১১ঘ ৩৫মিঃ গ্রিফিন ও ম্যাথু উহা অতিক্রম করেন। ১৯৩২এ আমি জনসন্ (মিসেস্ মলিসন) ইংল্যান্ড হইতে কেপটাউন (৬২২০ মা) ৪ দিন ৬ঘঃ ৫মিঃ অতিক্রমণ করেন। না-থামিয়া দুইজন ফরাসী নিউইয়র্ক হইতে সীরিয়া (৫৬৫৭ মা) যান।...Speed বা গতি আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯০৮এ ঘণ্টায় ২৭'২ মাইল গতি ছিল। ১৯২১এ ১৯৬মাঃ। ১৯২৮এ ৩১৯মাঃ ; ১৯৩৩এ ৪২৩মা পর্যন্ত উঠে। (দ্রঃ এরোপ্লেনের গতি রেকর্ড)

আকাশমনি (Lapis lazuli)

ইহা লাজ্বাবাদ নামে প্রসিদ্ধ। সুন্দর, উজ্জ্বল, অস্বচ্ছ, খনিজ নীল প্রস্তর। প্রাচীন কালে মিশর, অসীরিয়া প্রভৃতি দেশে বিশেষ সমাদৃত হইত। রঙের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত হইত। মোজাইক কাজে এখনো ব্যবহৃত হয়। সোডার সিলিকেট, চুন, আলুমিনা, গন্ধক ও ক্লোরিন দিয়া গঠিত।

আকাশ-যান (Aviation)

আকাশে চলাচলের জন্য যেসব যান ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দুইশ্রেণীর। (১) বেলুন বা বায়ু হইতে হালকা জাতীয় যান, (২) এবং বায়ু হইতে ভারি জাতীয় যান বা এরোপ্লেন। বেলুন ফানুসের ন্যায় তপ্ত বায়ুর বা গ্যাসের দ্বারা চালিত হয়। ইহারই উন্নততর যান হইতেছে এয়ারশিপ্ বা জেপ্লিন। ১৭৮৩ ফরাসী মগলফিয়ে (Montgolfier) প্রথম উত্তপ্ত বায়ুপূর্ণ বোমযানে আকাশে উঠেন। ইহার পরে নানাদেশে পরীক্ষা চলে। ইংরেজ পিকার্ড ১৮৫২ সিগারাকৃতি বেলুনে স্টীম ইন্জিন দিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন। ১৮৯৯এ জারমেন কাউন্ট জেপলিনের দ্বারা দৃঢ়-কাঠামোর (Rigid বা R) আকাশযান নির্মিত হয়। ফরাসী সান্টোস-ডুমোন্ট্এর ফুঙ্গা এয়ারশিপ্ (Non-rigid = N R) প্রায় ঐ সময়ে আকাশে ওড়ে। সেই হইতে মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল জাতিই ইহা নির্মাণে তৎপর হয়। কিন্তু জারমেন জেপলিনের ন্যায় ভাল আকাশযান কাহারও হয় নাই। ইহার মধ্যে হাইড্রোজিন গ্যাস ভরা হয়। তবে হিলিয়াম সর্বোৎকৃষ্ট গ্যাস। (দ্রঃ জেপলিন)। (২) এরোপ্লেন বায়ু হইতে ভারি আকাশযান ; ভিতরে শক্তি সৃষ্টি করিয়া উহাকে আকাশে তুলিতে হয়। প্রথম মানুষ বিনা ইন্জিনে পাখীর ন্যায় উড়িবার বহু ব্যর্থ চেষ্টা করে। গোড়ার দিকে অনেকে স্টীম বা গ্যাস ইন্জিনের সাহায্য লন। ১৮৪২এ (Henson) হেনসন ও স্ট্রিঙফেলো (Stringfellow) ইংলান্ডে প্রথম চেষ্টা করেন। ১৯ শতকের শেষে অধ্যাপক লাঙ্লের এরোপ্লেন্ ৪০০০ ফিট পর্যন্ত উড়িয়া যায়। ১৯০৩ ডিসেম্বর আমেরিকার Wright ভ্রাতৃদ্বয় পেট্রোল ইন্জিন দিয়া প্রোপেলার (দ্রঃ) চালাইয়া ৪৫২ ফিট উড়িতে সমর্থ হন। চালাইবার মূল তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইলে নানাদেশে যুগপৎ চেষ্টা সুরু হয়। ১৯০৯ ফরাসী Bleriot ক্যালে হইতে ডোভার ২৬মা উড়িয়া যান। ইহার পর এ্রর দ্রুত উন্নতি

হইতে থাকে। মহাযুদ্ধের সময় বোমা ফেলিবার জন্য, শত্রুসৈন্যের অবস্থান দেখিবার ও ফটো তুলিবার জন্য এরোপ্লেন ব্যবহৃত হয়। গত বিশ বৎসরে এরোপ্লেনের এত উন্নতি হইয়াছে যে এখন উহা নিরাপদে যাত্রীবাহীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধের প্রধান মারণ-অস্ত্র হইতেছে এরোপ্লেন নিক্ষিপ্ত বোমা। বায়ু হইতে ভারি আর এক শ্রেণীর আকাশযান হইতেছে glider। জারমেনীতে উহার প্রচলন হইয়াছে খেলার জন্য। ইহাতে ইন্‌জিন ও প্রোপেলার নাই; প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড আকাশে থাকিতে পারিত, ক্রমে ইহাতে করিয়া ১৪।১৫ ঘণ্টা অনায়াসে আকাশে ঘুরিতে পারা গিয়াছে। (দ্রঃ বেলুন, জেপলিন, এরোপ্লেন, গ্লাইডার প্রবন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে)

আকিল্লেস [লঃ Achilles ইং অ্যাকিলীজ, মূলগ্রীক Akhilleus আখিল্লেউস]

গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ডের অন্যতম বীর। আঃ র ক্রোধের বর্ণনা দিয়া মহাকাব্য সুরু। আগামেমননের (দ্রঃ) সহিত বিবাদ করিয়া আঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হন ও নিজ স্কন্দাবারে ফিরিয়া যান। এই অসহযোগের ফলে গ্রীকেরা ট্রোজানদের নিকট প্রতিদিন পরাভূত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার অতি প্রিয় বন্ধু পেট্রোক্লাস (Patroclus) নিহত হইল। তখন আঃ তাঁহার দুর্জয় অভিমান ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যান ও ট্রোজানদের শ্রেষ্ঠ বীর হেক্‌টরকে (দ্রঃ) বধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল না, তিনি হেক্‌টরের মৃতদেহ রথে বাঁধিয়া গ্রীকদের জাহাজের কাছে টানিয়া লইয়া গেলেন। হেক্টরের পিতা প্রায়াম্ স্বয়ং আসিয়া পুত্রের দেহ ভিক্ষা চাহিলে তবে তিনি তাহা প্রত্যার্পণ করেন। আকিল্লেস ট্রয় ধ্বংস হইবার পূর্বেই একদিনের যুদ্ধে নিহত হন।

আঁকোড় (দ্রঃ অংকোট)

আক্ষরিক সহগ (Literal co-efficient)

বীজঃ সংজ্ঞা (দ্রঃ সহগ)

আখড়াই গান

১৮ শতকে শান্তিপুরে কতিপয় ভদ্রলোক আঃ সুর উদ্ভাবন করেন; টপ্‌পার ঢঙে কতকগুলি আদিরসাত্মক গান গাহিতেন ও ছড়া কাটিতেন; পরে এই সুর ও ঢঙ কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্তী স্থানে ব্যাপ্ত হয়। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ও তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণর পৃষ্ঠপোষকতায় কুলইচন্দ্র সেন নামক সঙ্গীত-পারদর্শী আখড়াই বাদ্য ও সুরের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। পরে তাঁহার ভাগিনেয় নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) ইহার চরম উন্নতি করেন। ১২১১ সালে কুলইচন্দ্রের মার্জিত প্রণালীতে কলিকাতায় দুইটি দল গঠিত হয়। আখড়াই গানের আসরে উত্তর প্রত্যুত্তর ছিলনা, যে দলের গাহনা, বাজনা ও সুর ভাল হইত সেই দলই জয়লাভ করিয়া সভা হইতে নিশান পাইত। বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদবাবু আখড়াই ঢঙ ভাঙিয়া হাপ (half) আখড়াই গঠন করেন; ইহার সুরাদি আখড়াই এর মতনই; তবে ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল, কিন্তু ছড়া কাটান ছিল না। হাপ্ আখড়াই সৃষ্টি হইবার পর আখড়াইকে ফুল (full) আখড়াই বলা হইত। হাপ্ আখড়াইএ গীতিরচনার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বহু গীতিকারের নাম পাওয়া যায়, যেমন আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাস, কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়, কালী মিরজা, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, মধুসূদন কিন্নর, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, নিধিরাম গুপ্ত (নিধুবাবু) শ্রীধরকথক।

আখরোট (সং অক্ষোট) Juglans regia : Aleurites triloba)

ফলকে ইংরেজিতে walnut বলে। বাদামজাতীয় ফলের গাছ। কাশ্মীর, হিমালয়ের পার্বত্যপ্রদেশ, মনিপুর ও আসামের জঙ্গলে এই বৃক্ষ জন্মে। গাছ বড় হয়। শরৎকালে ফল পাকে। কাশ্মীরের লোকদের ইহা অন্যতম প্রধান খাদ্যসম্বল। আখরোটের তৈল রন্ধনাদি কার্যে লাগে, খৈল উৎকৃষ্ট গো খাদ্য। আখরোট কাঠে খুব পালিশ ওঠে; মরিচায় বাধা দেয় বলিয়া বন্দুকের কুঁদা ইহার দ্বারা নির্মিত হয়। দেশী আখরোট এরণ্ডাদিবর্গের তরু; প্রচুর দেখা যায় না। ফল কাবুলী আর ন্যায়ই তৈলাক্ত; আঁটির মধ্যে ১-৫ বীজ থাকে, বীজের শাঁসে তৈল থাকে।

(দ্রঃ যোগেশ : বনৌষধিদর্পন ; Chopra 530 ; Watt 700)

আখ (দ্রঃ ইক্ষু)

আখশাল

আখমাড়া কলের সাহায্যে রস প্রস্তুত ও উহা জ্বাল দিয়া গুড় করিবার জন্য যে 'শালা বা 'চালা' গ্রামে তৈয়ারী হয় তাহাকে আঃ শাঃ বলে। গ্রামে প্রাচীন সমবায় নীতিতে আখকাটা, মাড়া প্রভৃতি এখনো হয়। গ্রামের দেবতা, মুসলমানের দরগা প্রভৃতির জন্য শালে একটি করিয়া হাঁড়ি থাকে, উহাতে গুড় দিতে হয়।

আগা খাঁ (The Aga Khan)

মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌মাইলি (দ্রঃ) সম্প্রদায়ের গুরুর উপাধি। আদি গুরু হাসান আলি শাহর জন্ম হয় ১৮০০ অব্দে; প্রথমে পারস্যের রাজসরকারে ইনি কাজ করিতেন। পরে বোম্বাই আসিয়া আফগান ও শিখ যুদ্ধের সময় ইংরেজদের বিশেষ

সহায়তা করেন। সেই সংকর্মের জন্য তিনি His Highness উপাধি ও মোটা পেনশন গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পান। তাঁহার পৌত্র আগা খাঁ আগা সুলতান মহম্মদ শাহ বর্তমানে গুরু; ইঁহার জন্ম হয় ১৮৭৫এ; ইনি ১৯১২এ 'গুরু' হন। মহাযুদ্ধের সময় ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যাপারে গভর্নমেণ্টকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ইঁহার শিষ্যরা ইঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও পূজা করে। ইঁহার অনেকগুলি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে; ১৯৩০এ ডার্বি রেসে ইঁহার ঘোড়া জিতিয়াছিল। ১৯৩৭ লীগ অব্ নেশনসের এর সভাপতি হন।

আগাসিজ (Agassiz, Louis ১৮০৭-৭৩)

সুইস দেশীয় বৈজ্ঞানিক। ইঁহার পুত্র আলেকজেণ্ডার আগাসিজ (১৮৩৫—১৯১০) আমেরিকার অধ্যাপক। উভয়েই বহু গ্রন্থের লেখক। জীবজগতের নানা অজানা বিষয় সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া উভয়েই যশস্বী হইয়াছিলেন।

আগামেম্নন (Agamemnon)

হোমার রচিত ইলিয়ড্ মহাকাব্যের অন্যতম বীর। হেলেনার ভগ্নী ক্লাইতেম্নেস্ট্রাকে বিবাহ করেন ও মিকিনের রাজা হন। ট্রোজান যুদ্ধে সেনাপতি। দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বধ করে। (দ্রঃ ক্লাইতেম্নেস্ট্রা)

আগুতি (Agouti)

দঃ আমেরিকার শস্যভুক্ (rodent) প্রাণী। দেখিতে খরগসের মত, তবে কান ছোট। পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া আঙুল থাকে। বনে বাস করিলেও নিকটস্থ ইক্ষু-ক্ষেতের খুব ক্ষতি করে।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

যেসব পাহাড় বা স্থান হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আজকাল যেসব স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে সেগুলির অধিকাংশই পর্বত ও সমুদ্রতীরের নিকটে অবস্থিত। কিন্তু দঃ আমেরিকার এমন স্থানও আছে যেখান হইতে নিরন্তর ধূম নির্গত হইতেছে অথচ পাহাড়ের মত চূড়া হয় নাই। ইহার কারণ চূড়াগুলি সাধারণত গলিত ধাতু (lava) ও উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর দ্বারা গঠিত হয়; এইটিতে লাভা উৎক্ষিপ্ত হয় না। অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত এখনো হয় নাই। ভূগর্ভে প্রস্তরের প্রবল বেগে ঘর্ষণ মর্দনের ফলে তাপ এতদূর বৃদ্ধি পায় যে প্রস্তররাশি গলিয়া যায়; সেই গলিত প্রস্তর ভূতলের কোনে ছিদ্র বা ফাটলের ভিতর দিয়া উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়, ইহার সঙ্গে জল মিশিলে সেটা বাষ্প হয়। সেই বাষ্প প্রবল বেগে ছিদ্রমুখ দিয়া ধাবিত হইতে থাকে, ইহার ফলে চারিদিকের দেশ প্রস্তরের ছাইয়ে ছাইয়া যায়। বাষ্প উপর হইতে ঠাণ্ডা হইয়া পুনরায় বৃষ্টিরূপে পড়ে। উৎক্ষিপ্ত ছাই বহুশত মাইল দূরেও পড়িতে দেখা গিয়াছে।…পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি মণ্ডল প্রধানত হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় দিকে। দঃ আমেরিকায় আন্দিস (Andes), মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে বহু জ্বলন্ত ও নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে আঃ নাই, তবে আলাস্কায় অনেকগুলি আছে। সেখান হইতে আলুশিয়ান দ্বীপালি হইয়া কামচটকা উপদ্বীপ, জাপান, ফরমোজা, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়া নিউগিনীর মধ্য দিয়া নিউ-জীল্যান্ডের দিকে এই রেখা চলিয়া গিয়াছে। নিউজীল্যান্ডে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত প্রায়ই হয়। ভারতীয় দ্বীপালি ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের জন্য খ্যাত। প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত Hawii দ্বীপের আগ্নেয়গিরি খুব বড়। ইউরোপের দক্ষিণে ভিসুভিয়স্ স্ট্রম্বলি প্রভৃতি সুপরিচিত। অতলান্তিকের আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরি আছে; গাইসার (দ্রঃ) আগ্নেয়গিরির রূপান্তর। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা চারিশতের অনেক বেশি বলিয়া মনে হয়। যবদ্বীপেই ৪৯টি আঃ আছে। উচ্চতম আঃ কোটাপেক্সি ১৯,৬০৩ ফিট ইকোয়েডরে অবস্থিত। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (crater) গহ্বর (১০০ বর্গ মাইল) জাপানে। জাপানের এক আগ্নেয়গিরি জ্বলন্ত অবস্থায় প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন টন মৃত্তিকা উড়াইয়া লইয়া যায়। আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্প অচ্ছেদ্য বটে, কিন্তু ভূমিকম্পের সহিত আঃর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন না। (দ্রঃ ভূমিকম্প; অগ্ন্যুৎপাতের তালিকা)

আগ্নেয় শিলা (Igneous rock)

ভূগর্ভস্থ তাপের প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত প্রস্তর কখন কখন আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং বাহিরে ঠাণ্ডায় কেলাসিত (crystalised) ও কঠিন হইয়া যায়। কখনো বা এই গলিত ধাতু ভূপৃষ্ঠের বহু নিম্নে পড়িয়া থাকে। উপরিভাগের সঞ্চিত মৃত্তিকাদি ধৌত বা অপসারিত হইয়া গেলে এইসব শিলা ভূপৃষ্ঠে বাহির হইয়া পড়ে। গ্রানাইট (granite) প্রভৃতি পাথর পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের ফলে সৃষ্ট হয়। এইসব পাথরকে আগ্নেয় শিলা বলে। ইহারা স্তরীভূত (stratified rocks) নহে বলিয়া ইহাদিগকে অস্তরীভূত শিলাও বলা হয়।

আঙুর, আঙ্গুর

দ্রাক্ষালতার ফল। লতা (Vitis vinefera, ফল Grapes)। কাশ্মীরে এবং উ-প-ভারতে চাষ হয়; ইহার নানা জাতি আছে; এক জাত হইতে শুকনো কিস্‌মিস্, আর একজাত হইতে মনেক্কা হয়। নানা রোগে কবিরাজ ও হেকিমরা ব্যবহার

করেন। (দ্রাক্ষা দ্রঃ) সুশ্রুত পৌষ্টিকাদিবর্গে দ্রাক্ষাকে শ্রেণীত করিয়াছেন (যোগেশ ; Chopra 530)।

আঙ্‌লহাড়া, আঙ্গুলহাড়া (Whitlow)

আঙ্‌লের নখের কাছে কষ্টপ্রদ বহুকালস্থায়ী ক্ষত ; প্রায়ই অস্ত্রোপচার করিতে হয়। লৌকিক বিশ্বাস ব্যাধির সূচনা হইলে বেগুনের অঙ্গুলিত্রাণ পরিলে সারে।

আঁচপোকা

সজিনা, বেগুন প্রভৃতি গাছে লাগে।

আচার্য

শিক্ষাগুরু, বেদাধ্যাপক প্রভৃতিকে সাধারণত বুঝায়। কিন্তু বাংলাদেশে গ্রহবিপ্র বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 'আচার্য' ব্রাহ্মণ বলে ; ইহারা হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের নিকট অপাংক্তেয়। বর্তমানে 'শিক্ষাগুরু' 'ধর্মগুরু'কে সম্মানের জন্য বলা হয় যেমন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য কৃপালিনী। ব্রাহ্ম সমাজের রবিবারের উপাসনায় যিনি উপাসনাদি করেন তাঁহাকে 'আচার্য' বলা হয়।...শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানুযায়ী আচরণশীল ব্যক্তি আঃ।

আঁচিল (Mole ; verucca)

আঁচিল চামড়ার উপর কালো রঙের একটি চিহ্ন ; অল্প উচু হয় ; অনেক সময়ে ইহার উপর একটি চুল থাকে। তিল (দ্রঃ) চামড়ার সঙ্গে সমান হয়, উচু হয় না, বা উহাতে চুল থাকে না। বড় আঁচিল চুল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আপনি কাটিয়া পড়িয়া যায়। হোমিওপ্যাথীমতে চিকিৎসা করিলে নিশ্চিহ্ন হইয়া সারিয়া যায়। অনুবীক্ষণাতীত (ultra-microscopic) জীবাণু বা ভাইরাস (virus দ্রঃ) কর্তৃক ইহা উৎপন্ন হয়।

আজক্স (Ajax = Aiās)

ট্রোজান যুদ্ধের বীর, টেলামনের পুত্র। আকিল্লেসের মৃত্যুর পর ইউলিসিস ও আজক্স মৃতের অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করে ; সেগুলি ইউলিসিসের ভাগে পড়িলে আজক্স ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শত্রু বিবেচনায় এক পাল মেষ হত্যা করে এবং পরে নিজের অপরাধ বুঝিয়া আত্মহত্যা করে।... এই আখ্যান লইয়া গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস্ 'আজক্স' নামে একখানি নাটক রচনা করেন।

আজ্‌তেক্ (Aztec)

মেক্সিকোর মালভূমিতে আঃ নামে 'লাল মানুষ' জাতি স্পেনীশ আক্রমণের সময় বাস করিত। ১৪ শতকের প্রথম ভাগে তাহারা বর্তমান মেক্সিকোকে সুদৃঢ় করে ও অল্প কালের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ১৫১৯ অব্দে স্পেনীশ দস্যু কোর্তেস আজতেক-রাজ মন্টজুমাকে পরাভূত করিয়া ঐ দেশ জয় করে। প্রাচীন সভ্যতা বর্বর স্পেনীশদের হাতে এমনভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহা আর উদ্ধার হইবে না।

আজম শাহ

ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ ভাইদের সহিত রাজ্য ভাগ করিয়া লইতে রাজী হন ; কিন্তু আজম কিছুতেই লইতে রাজী হয় নাই এবং আগ্রার নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয় (১৭০৭ জুন)।

আজমল খাঁ, হেকিম (১৮৬৩—১৯২৭)

দিল্লীর বিখ্যাত উনানী চিকিৎসক ও রাষ্ট্রনীতিক। বিখ্যাত হেকিম বংশে জন্ম ; পিতা হোসেন মামুদ খাঁ। দিল্লীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'তিব্বিয়া' নামে সুবৃহৎ চিকিৎসালয়ে হেকিমি ও কবিরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইনি একজন বিশিষ্ট কন্‌গ্রেস সেবী ছিলেন এবং অসহযোগ যুগে আলিগড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন ; এখন সেই বিদ্যালয় দিল্লীতে। ১৯১৮ আহমদাবাদ কন্‌গ্রেসের সভাপতি হন। ইনি ১৯০৪এ আরব ইরাক প্রভৃতি দেশে যান ; ১৯১১এ ইউরোপের বহু দেশে চিকিৎসালয় ও চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ; তুরস্ক ও মিশরও পরিভ্রমণ করেন। ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

আজান, আযা-ন

মুসলমানদের ফারজ নামাজের জন্য আহ্বান। যিনি আজান দেন বা ডাকেন, তাহাকে মোয়াজ্জেন বলে। তিনি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কোন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ণে দিয়া উচ্চৈস্বরে নিম্নলিখিত আজান বলেন।

আল্লা-হু আক্‌বর (৪ বার)। আল্লা সর্বশ্রেষ্ঠ।

আশ্‌হাদু আল্‌লা। ইল্লা হা ইল্লাল্লাহ্ (২ বার)। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লা ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই।

আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার্ রাসুলুল্লাহ (২ বার)। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হঃ মোহম্মদ আল্লার প্রেরিত।...তৎপরে ডানদিকে ফিরিয়া বলিবে

হা' ইয়া আল্লাচ্‌ছালাহ্ (২ বার) নামাজের জন্য তাড়াতাড়ি আইস।

হা' ইয়া আ'লাল্ ফালা হ্ (২ বার) মঙ্গলের জন্য তাড়াতাড়ি আইস। তৎপরে কেব্‌লার দিকে মুখ ফিরিয়া পুনরায় বলিবে—আল্লাহু আকবর (২ বার), লা ইলা হা ইল্লাল্লাহ্ (১ বার) আল্লা সর্ব শ্রেষ্ঠ। তিনি ভিন্ন কেহই উপাস্য নাই। এই পর্যন্ত বলিলে আজান শেষ হয়। সকালের আজানে আরও বলিতে হয়।

আচ্ছালা-তু খায়রুম্ মিনান্নাওম্ (২ বার) নিদ্রা হইতে নামাজ উত্তম।

আজিজ কোকা

আকবরের বৈমাত্রের ভ্রাতা ও সেনাপতি। গুজরাট জয় করিয়া আকবর তাঁকে শাসনকর্তা করেন (১৫৭৩)। ইহার কন্যার সহিত সেলিমের পুত্র খশরুর বিবাহ হয়। বাংলার বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন। ১৫৯২ মক্কা যান।

আজিজুল হক্, খাঁ বাহাদুর

ব্যবস্থাপক বা আইন সভার সভাপতি (Speaker)। নদীয়া কৃষ্ণনগর জন্মস্থান। দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া পড়া শুনা করেন ও বি.এ. বি.এল. পাশ করিয়া কৃষ্ণনগরে উকিল হন। বহু জনহিতকর কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন ও জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারমান হন। পূর্বে ইনি বাংলার মন্ত্রীপরিষদের শিক্ষা-সচিব ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ১৯৩৬ ফেব্রুঃ মাসে কলিকাতায় শিক্ষাসপ্তাহের বিরাট অনুষ্ঠান হয়। ১৯৩৭এ নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে ইনি বাং সভার (Legislative Council) স্পীকার হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চানসেলার (১৯৩৮)। বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখিয়াছেন ; ইতিপূর্বে বাংলা দেশের মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া যশ লাভ করেন।

আজু গোঁসাই (দ্রঃ অযোধ্যানাথ গোস্বামী)

আঞ্জু মাছ (Brachydan· · rerio)

ক্ষুদ্র আঁশাল মাছ ২ ইঞ্চি লম্বা। বাংলাদেশ ও দক্ষিণে করমণ্ডল ও বর্মার নদীতে পাওয়া যায় ; কালচে গায়ে শাদা তিনটা দাগ; লেজে ও তলপেটের পাখনায় তিনটা করিয়া দাগ আছে।

আঁটলি (Tick, Argas hersiens)

এঁটেলী, এটুলী, আঁটুলী। ক্ষুদ্র ষট্পদ কীট, মুখের কাছে দুইটি দাগ। গরু বাছুর, কুকুরের গায়ে আঁটিয়া থাকে ও রক্ত খায়। মানুষের গায়ে লাগিলে অনেক সময় নানা ব্যাধি হয়।

আটা

গম খোসাসমেত যাঁতায় ভাঙিলে যে গুঁড়া হয় তাহাকে আটা বলে; খোসা ফেলিয়া গম পিশিলে ময়দা হয়। খোসা বা চোকলশুদ্ধ আটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। ভারি পাথুরে যাঁতায় গম ভাঙ্গা হয় ; আজকাল কলে বিজ্‌লি শক্তিবলে ভাঙ্গা হইতেছে। আটাতে ময়দা অপেক্ষা ভিটামিন বেশি আছে। (গম, দ্রঃ)

আঁটিকা কলাই (Vicia sativa)

বুনো কলাই তিন রকম—ঠিক্‌রা. খেঁড়ী ও আটকা। পাতার ডাঁটার শেষ ভাগে আঁকড়ি থাকে। গাছ লতানিয়া। (যোগেশ)

আটেব্রিন (Atebrin)

জারমেনীতে আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার ঔষধ। Acridine নামে এক রঞ্জন পদার্থ (dye stuff) অর্থাৎ কয়লার উপসামগ্রী হইতে রাসায়নিক সংশ্লেষণ (synthesis) দ্বারা উহা প্রস্তুত। সকল প্রকার ম্যালেরিয়াতে সমান কাজ করে ও পাঁচ দিনে রোগ নিরাময় হয় বলিয়া ডাক্তাররা দাবী করেন। জারমেনীর বায়ার ল্যাবরেটারিতে Maus ও Mietzsch ১৯২৯এ এই ঔষধ আবিষ্কার করেন। (দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক প্রতিকার পৃঃ ৩১৩-৩২১)

আঠা, আটা, আঁটা

একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তু আঁটিবার জন্য বহুবিধ মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। চুন বালি বা সুরকির সহিত মিশাইয়া ইষ্টকবন্ধনে বা ইট গাঁথিবার সময় ব্যবহৃত হয়। সিমেন্টের বন্ধন-শক্তি আছে। শিরিষ জাতীয় পদার্থ কাঠ বই প্রভৃতির নানা বন্ধনে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ আঠা সাধারণত ভাত ময়দা বা স্টার্চ ফুটাইয়া তৈয়ারী হয় ; কাগজ আঁটিবার পক্ষে ইহা উত্তম মাধ্যম। রজনজাতীয় পদার্থ দ্বারা আঁটার কাজ হয় ; লাক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ ছাড়া বহুবিধ গাছের আঠা আছে, যথা, জিওল, সজিনা, গঁদ, রবার প্রভৃতি।

আঠাবড় (Indian cauotchouc tree)

জাভা দ্বীপের পশ্চিমে ইহা 'কারেত' রবার নামে পরিচিত। এই বৃহৎ তরুর শাখা হইতে কখনো কখনো ঝুরি নামে। গাছ প্রায় পক্ষী বিষ্ঠাস্থিত বীজ হইতে অপর গাছের শাখায় পড়িয়া জন্মে। তারপর ৬ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে আশ্রয়দাতা গাছকে মারিয়া বড় হয়। উচ্চ ১০০—২০০ ফুট পর্যন্ত। হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে নেপাল হইতে আসাম, খাশি পাহাড়, বর্মা অঞ্চলে জন্মে। সাধারণত এক হইতে তিন হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে দেখা যায়। ইহার পাতা রোমহীন, লম্বা। পাকা ফলের রঙ হলদে। এই গাছের ক্ষীর বা রস হইতে বন্যজাতিরা 'রবার' সংগ্রহ করে। গভর্নমেণ্ট হইতে এই গাছের চাষ সুরু হইয়াছে। গাছ তিন বছরে একবার করিয়া কাটা হয়। গড়ে বৎসরে আট আউন্স রবার হয় ও ২৬ বৎসরে প্রায় দশবার কাটা যায়। কাহারও মতে ১৪ বৎসর যথেষ্ট পরমায়ু। (Watt 651)

আড়, আইর, আড়ি মাছ (Mystus seenghalia)

আঁশছাড়া বড় টেঙরার মত মাছ ; ৩।৪ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। পিট ও কাঁধের পাখনায় কাঁটা আছে ; গোঁফ আটটা। মাথায় শক্ত হাড়, লেজার উর্ধ্বাংশ ভিতর দিকে বাঁকা। উত্তর ভারতের অনেক নদীতে এই মাছ পাওয়া যায় ; দাক্ষিণাত্য ও কৃষ্ণা নদীতেও আছে।

আড়কাটি (Recruiter)

কুলি সংগ্রাহক। ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ ও আসামের চা-বাগিচার কুলি-সংগ্রহের জন্য এক শ্রেণীর লোক বাগিচাওয়ালাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়। তাহারা বেতনভোগী লোক; তাছাড়া সংগৃহীত কুলির জন্য মাথা-পিছু একটা নির্দিষ্ট টাকা পায়। ১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম মরিশাসে ভারতীয় কুলি চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় যায়। আসামে ১৮৩০ হইতে চা বাগিচা খোলা হয়।…উপনিবেশের প্লানটার বা বাগিচাওয়ালারা ভারতবর্ষে মাহিনাকরা এজেন্ট রাখিতেন; এজেন্টদের অধীনে সাব-এজেন্ট ও সব-এজেন্টদের তাঁবে খাটিত আড়কাটিরা। ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কুলি সংগ্রহ করিত; তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকও থাকিত। ইহারা বাগিচাওয়ালাদের বেতনভোগী এবং গভর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট হইতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত; লাইসেন্স-ছাড়া কুলি-সংগ্রহ করা নিষেধ। উপনিবেশ হইতে এজেন্টদের হাত দিয়া সব-এজেন্টগণ পুরুষ কুলির জন্য মাথাপিছু ২৫৲ ও স্ত্রী কুলির জন্য ৩৫৲ করিয়া পাইত এবং তাহা হইতে আড়কাটিরা ভাগ পাইত। অনেক সময়ে শিক্ষিত অভাবগ্রস্ত লোকও ধূর্ত আড়কাটিদের হাতে পড়িয়া দেশান্তরিত হইত।… সাওতাল পরগণা হইতে কুলি সংগ্রহের জন্য রামপুরহাটে একটি labour office আছে।

আড়াই দিন কা ঝোপড়া

দিল্লীর উপকণ্ঠে কুতুব-উদ্দিন আইবাক নির্মিত মসজিদ; বাদশাহ ইলতুৎমিস্ এখানে একটি ঝরকায় শ্বেত প্রস্তরের পরদা দেন, তাহা এখনো আছে। আড়াই দিনে তৈয়ারী হইয়াছিল, এ প্রবাদ মিথ্যা। মারাঠাদের সময়ে আড়াই দিন একটি মেলা বসিত, সেই হইতে বোধহয় এই নাম।

আঢ়ক নক্ষত্রমণ্ডল (Reticulum)

দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, Mons mensa ও Hydraর মাঝে অবস্থিত।

আঁতমোড়া বা অজশৃঙ্গী (Helicteres isora)।

The East Indian Screw Tree। এই গাছ ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয়: ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র জন্মে; আসাম ও মাদ্রাজে ইহার চাষ হয়। বর্মা, আন্দামান ও সিংহলেও এই গাছ জন্মে। ইহা হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়; উহার বর্ণ পীতাভশ্বেত। ছালে তসর রঙানো যায়। পাতা দাঁতোল; ফুল ইষ্টকবর্ণ, উজ্জ্বল, বর্ষাকালে ফোটে ফল ২।৩ আঙুল লম্বা, লোমশ, বাঁকা; ঘুরানো ফল হইতে গাছের নাম। বোম্বাই প্রদেশে এই ফল আমাশয় ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে শূল, উদরাময় প্রভৃতি রোগে প্রযুক্ত হয়। (যোগেশ; Chopra 324-5)

আতপস্নান (Sunbath, Insolatis, Heliosis)

শহরে যেখানে সূর্যকিরণ আসিয়া মানুষের দেহকে স্পর্শ করে না, সেখানে লোকে বেশি অসুস্থ হয়। সূর্যালোকে মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এদেশে মানুষ এত দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যেও যে বাঁচিয়া থাকে, তাহার অন্যতম কারণ প্রচুর সূর্যালোক। ডাক্তাররা বাত, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগীকে ইউরোপে স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া দেহকে রোদ খাওয়াইতে বলেন। পাশ্চাত্য দেশে সমুদ্র স্নান, বায়ু স্নান, আতপ স্নানের খুব রেওয়াজ হইয়াছে।

আতর (Attar : Otto)

গোলাপ হইতে প্রস্তুত সুগন্ধি। প্রাচীন কালে আতর বা গোলাপ জল সম্বন্ধে লোকের কোন জ্ঞান ছিল না। ১৩ শতকে গোলাপ জলের উল্লেখ পারসিক হইতে পাওয়া যায়; ১৬ শতকের আতরের উল্লেখ দেখা যায়: তবে জনশ্রুতি ভারতে নুরজাহান ইহার আবিষ্কর্তা। নুরজাহানের সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ উৎসবের সময় প্রাসাদের একটি খাল গোলাপ ফুলে পরিপূর্ণ করা হয়; বেগম ঐ জলের উপর সরের মত পদার্থ ভাসিতে দেখিয়া তাহা সংগ্রহ করেন; তাহাই আতর। পরে গোলাপ ফুলের পাতা চোলাই করিয়া আতর বাহির করার ব্যবসায় আরম্ভ হয়। ঐ সর কোমল পালক দিয়া একটু একটু করিয়া জমানো হয়। পারস্য, তুর্কী ও ভারতে আতর প্রস্তুত হয়; গন্ধ অতি তীব্র, অন্য পদার্থে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে Otto শব্দ 'অত্তর' হইতে চল হইয়াছে।

আতসবাজি, অগ্নিক্রীড়া (Pyrotechnic)

চীন দেশে এই বিদ্যার সূত্রপাত। ভারতে প্রাচীন কাল হইতে প্রধানত উড়িষ্যায়, 'বাণুয়া' ব্রাহ্মণ নামে একটি জাত অগ্নিবাণ বা হাউই তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে। পুরীতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বাণ তৈয়ারীর বিশেষ পুস্তক বা 'খেদা' আছে। (যোগেশ)। বাংলার হিন্দু মালাকার ও মুসলমানরা আতসবাজি তৈয়ারী করে। উৎসবে যে সহস্র সহস্র টাকার বাজি পোড়ে, তাহা দেশীয় কারিগররাই করে; তাহারা নূতন নমুনা বহু প্রকারের করিতে পারে।

আতা (Custard apple; Anona squamosa)

ফলের গাছ; অপ্রাচীন শব্দ, বিদেশাগত বলিয়া মনে হয়। লোমহীন পাতায় এক প্রকার গন্ধ আছে; ফুলদল প্রতি সারিতে ৩টা, পুংকেশর বহু: ফলের গা উচানিচা। ফল গাছপাকা করা যায় না, পাকিলে ফাটিয়া যায়।…নোনা আতার Bullock's heart, Anona reticulata। ফল অণ্ডাকার, বিস্বাদ। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 462)। আতা বিদেশীরা এদেশে আনিয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে; তাহার প্রতিবাদে প্রত্নতাত্ত্বিক

কানিংহাম সাহেব বলেন যে মথুরা নগরের ভাস্কর্যের মধ্যে আতাফলের খোদিত মূর্তি আছে।…নানা প্রকার রোগে আতার বীজ, পাতা ব্যবহৃত হয়। বীজ উকুন মারে। পাতা কৃমিনাশক।

আর্তাক্সের্স্ (Artexerxes)

প্রাচীন পারস্যের অথামনিষ বংশের শাহনশাহ বা রাজাধিরাজ। পারসিক নাম অর্তখ্‌শথ্র; সংস্কৃত-ঋতক্ষত্র।
১ম আঃ (৪৬৫-৪২৪ খৃপূঃ) জারক্সেসের পুত্র; ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দরায়ুসকে হত্যা করিয়া রাজা হন। ২য় (৪০৫-৩৫০ খৃপূঃ); ইনি দ্বিতীয় দরায়ুসের পুত্র। ইহার ভ্রাতা কাইরূস বিদ্রোহী হইয়া গ্রীক্ ভাড়াটিয়া সৈন্য লইয়া দেশ আক্রমণ করেন কিন্তু পরাভূত ও নিহত হন। এই গ্রীকদের নেতা ছিলেন জেনোফন (দ্রঃ)। ৩য় আঃ (৩৫৯—৩৩৮ খৃপূঃ); ইনি ২য় আঃ-এর পুত্র; অত্যন্ত অত্যাচারী ও অবিবেচক রাজা ছিলেন; ইনিও নিহত হন। ইহার পর শেষ স্বাধীন রাজা ৩য় দরায়ুস সম্রাট হন।

আতিষ

অতিবিষা দ্রঃ।

আঁতুড়

শিশু যে ঘরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তাহাকে আঁতুড় বা প্রসূতিগৃহ বলে। সাধারণত এদেশে আঃ ঘর শোবার ঘর হইতে দূরে হয়; অনেক সময়ে অব্যবহার্য ঘরকে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানকে আঁতুড় ঘরে পরিণত করা হয়। শিশু জন্মের পর দেশাচার ও লোকাচার অনুযায়ী প্রসূতিকে ৫ হইতে ২১ দিন পর্যন্ত আঁতুড়ে থাকিতে হয়। আজকাল স্বাস্থ্য বিভাগ আঁতুড় ঘর যাহাতে বাড়ীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঘরখানিতে হয়, সেবিষয়ে লোকদের উপদেশ দেন। প্রসূতির জন্য প্রচুর বাতাস প্রয়োজন; অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন 'দাই' জাতীয় ধাত্রীর বদলে শিক্ষিত ধাত্রীর ব্যবস্থা হইতেছে। বাহির হইতে লোকে অপরিচ্ছন্নভাবে নানা জীবাণু বহন করিয়া আসিতে পারে বলিয়া আঁতুড় ঘরে সহজে কাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। প্রসূতিকে কথাবার্তার দ্বারা উত্তেজিত করা অবিধেয়।

আত্মহত্যা (Suicide)

নিজের প্রাণ নিজে লওয়া হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ। জৈনদের মধ্যে অনাহারে আত্মদান প্রথা ছিল; জাপানে 'হারাকারি' এখনো হয়। চিকিৎসকরা বলেন লোকে সাময়িকভাবে উন্মাদ হইয়া এই কার্য করে; অনেক সময়ে জীবন দুর্বিসহ বলিয়া লোকে উহা গ্রহণ করে। কোন কোন সময়ে আঃ মড়কভাবে দেখা দেয়; একই স্থানে বা একই পাড়ার একই ভাবে অনেকগুলি মৃত্যু হয়।…শিল্পোন্নতির সহিত প্রত্যেক দেশে আঃ সংখ্যা বাড়িতেছে। ইংল্যান্ডে বৎসরে ৪।৫ হাজার মৃত্যু এইভাবে হয়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে বর্তমান সভ্যতার উত্তেজনায় নরনারীর নার্ভতন্ত্র অত্যন্ত শিথিল ও বিকৃত হইতেছে এবং তাহারই ফলে আত্মহত্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

আত্মা (Soul)

দেহী মাত্রের চিৎ শক্তি। কোনো কোনো হিন্দু দার্শনিকদের মতে আত্মা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা প্রতি দেহে অধিষ্ঠিত; দেহ ধ্বংসে মুক্তি বা মোক্ষর পূর্ব পর্যন্ত কর্মানুসারে উহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পরমাত্মাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু পুনর্জন্ম মানে। মীমাংসাকার জৈমিনী আত্মা সম্বন্ধে নীরব। গীতায় বলা হইয়াছে আত্মা অবিনশ্বর। চার্বাক মতে, 'ভস্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না।'

আত্রেয়

আয়ুর্বেদীয় কায়চিকিৎসা সম্বন্ধে মহর্ষি আত্রেয় বক্তা এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত এই ছয় জন শোতা। বুদ্ধির উৎকর্ষবশত অগ্নিবেশ প্রথমে গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রবাদ। অগ্নিবেশের শিক্ষানুযায়ী চরক তদীয় গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

আদম (Adam)

হিব্রুদের পুরাণ মতে আদম আদি মানব; স্বর্গে হবার (Eve) সহিত আদম বাস করিতেন। ঈশ্বরের কথা অমান্য করিয়া জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরায় আসেন। হবা (Eve) ফল ভক্ষণের প্ররোচক বলিয়া নারীজাতিকে পুরুষরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছে। 'আদমী' অর্থ মানুষ।

আদমসুমার (Census)

দেশের জনগণনা। ১৯ শতক হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল সুসভ্য দেশের গভর্নমেণ্ট প্রতি ৫ বা ১০ বৎসর অন্তর জনগণনা করিয়া আসিতেছেন। ইংল্যান্ডে ১৮০১ হইতে আরম্ভ হয়। ভারতে ১ম গণনা হয় ১৮৭২। তারপর ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১এ হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক প্রতিবেদন ও তালিকা (Report ও Tables) বাহির হয় ও সবশেষে সমগ্র ভারতের রিপোর্ট লিখিত ও প্রকাশিত হয়। জাতি, ধর্ম, ভাষা, উপজীবিকা জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, দেশান্তর গমনাগমন প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা হয়। ১৯৪১এ সেন্সাস লওয়া হইবে। (সেন্সাস দ্রঃ)

আদমিরাল (Admiral)

শব্দটি আরবী; নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। ১৩০০ শতক হইতে শব্দটি ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। চারি শ্রেণীর আঃ বৃটিশ নৌ-

বাহিনীতে আছে। নৌবহরের আঃ, আদমিরল, ভাইস আঃ ও রেআর আঃ (Rear)। জামার কাফে ৪টি, ৩টি, ২টি ও ১টি করিয়া বৃত্ত থাকে, ও প্রত্যেকের তাহার দ্বারা পদমর্যাদা বুঝা যায়।

আদা, আর্দ্রক (Zingiber officinale)

হরিদ্রাদি বর্গের কৃষিজাত মূল শাক। আদা মাটির মধ্যে হয়। বর্ষাকালে পুঁতিতে হয়। গ্রামের লোকে বলে সকলকে আদা পুঁতিতে নাই।...শুষ্ক আদাকে শুঁট বলে। আয়ুর্বেদে ইহার বহু ব্যবহার আছে। ইহা ভেদক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য, অগ্নি-দীপক; রসে কটু, পাকে মধুর; রুক্ষ ও বাত কফ নাশক। ভোজনের আগে সৈন্ধব লবণসংযুক্ত আর্দ্রক ভক্ষণ সর্বদা হিতকারী। জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা খাওয়া ভাল নহে।

আদালত

গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক যেখানে বিচার করেন সেই গৃহকে বলে আদালত। বিচারগৃহ দুই প্রকার; দেওয়ানী ও ফৌজদারী। দেওয়ানী আদালতে ভূমি, দায়ভাগ, ঋণদান, সত্ত্বাধিকার প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয়ের বিচার হয় প্রথম বিচার হয় মহকুমার বা চৌকীর (দ্রঃ) মুন্সেফী আদালতে। মুন্সেফের রায় বা বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হয় জেলার জজের আদালতে। দাবীর গুরুত্বানুসারে আপীল হয়। জজ-আদালত হইতে হাইকোর্ট আপীল চলে। ১৯৩৫এর ভারত আইনানুসারে দিল্লীতে ফেডারেল কোর্ট ভারতের চরম বা শ্রেষ্ঠ আদালত বলিয়া স্থির হইয়াছে। ফৌজদারী আদালতে চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, নারীহরণ, ষড়যন্ত্র, অন্যায়-অবরোধ, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের মোকদ্দমা হয়। মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি ম্যাঃ বিচার করেন। কতকগুলি ফৌজদারী মামলা জজের আদালতে হয় (দায়রা দ্রঃ)। ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কোথাও কোথাও কোর্ট হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে অনারারী-ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট আছে। কলিকাতার পুলিশ আইন ভাঙিলে 'পুলিশ কোর্টে' বিচার হয়। ইনকম ট্যাক্স বা আয়কর অফিসারের আদালতে আয়ব্যয় সম্বন্ধে শুনানী চলে। ময়না তদন্ত হয় করোনারের (দ্রঃ) আদালতে।

'আদি গ্রন্থ', গ্রন্থ সাহেব

শিখদের ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে গুরু নানক প্রভৃতি গুরুদের উপদেশ, ও সংগীতাদি গুরু অর্জুন (১৫৮১—১৬০৬) সংগ্রহ করেন; পরে তেগবাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের উপদেশ সংযোজিত হয়। ইহা ছাড়া কবীর, নামদেব, রামানন্দ, জয়দেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি ১৯ জন ভক্তের উপদেশ আছে। এই গ্রন্থ অমৃতসরে শিখ মন্দিরে পূজা পায়। ইংরেজিতে মেকলিফ (Macaullief) অনুবাদ করিয়াছেন। অংশমাত্র (জপজী) বাংলায় অবিনাশ চন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ আছে। কিরণচাঁদ দরবেশ কৃতও আছে।

আদিত্য

অদিতির গর্ভে কশ্যপ-ঔরসে ১২টি আদিত্যর জন্ম। ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। বারো মাসে সূর্যের বার নাম। ঋগ্বেদে আদিত্যর সংখ্যা ছয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট।

আদিম জাতি (Aborigines)

কোনো দেশের আদি বাসিন্দাকে বলে। যেমন ভারতের আদি বাসিন্দা মুণ্ডারী জাতের লোক। আফ্রিকার নিগ্রো, জুলু, বান্টু। আমেরিকার লালমানুষ অস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ আদিম; নিউজীল্যাণ্ডের মওরি। টাসমানিয়ার আদিমরা শ্বেতাঙ্গদের আসিবার পর লুপ্ত হইয়াছে; আমেরিকার লাল মানুষদের বহু উপজাতি লুপ্ত। ইহারা যাহাতে লুপ্ত না হয় সেদিকে চেষ্টা করিবার জন্য একটি সমিতি আছে। বাংলা দেশে এবং সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে বিশেষ আইন আছে। ইহাদের ধর্মকে ইংতে Animism বলে।

আদিল খাঁ ফরুকি (১৪৫৭—১৫০৩)

খান্দেশের ফরুকি বংশের (১৩৭০) উল্লেখযোগ্য শেষ রাজা। তাঁহার সময় বুরহানপুর ভারতের মধ্যে সুন্দর নগরীর অন্যতম ছিল। ইনি আসিরগড়ের দুর্গাদি সমাপ্ত করেন। ফরুকিদের সময়ে এই স্থান সোনা রূপার সুতার কাজের জন্য বিখ্যাত হয়।

আদিল শাহ

বিজাপুরের রাজা; ১৬২৬—৫৬ রাজত্ব করেন। ইনি ১৬৪৮ এ শিবাজীর পিতাকে বন্দী করিয়া রাখেন। শাহজাহান ইহাকে অপমান করেন, কিন্তু আদিল যুদ্ধের ভয়ে সেসব হুকুম করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ২য় আলি আদিল শাহ রাজা হন ও সেই সময়ে কুমার ঔরংজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বিজাপুর ধ্বংস করা হয় নাই।

আদিলশাহী বংশ (১৪৮৯—১৬৮৬)

দাক্ষিণাত্যর বিজাপুরের মুসলমান রাজবংশ। ইউসুফ আদিল-শাহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (১৪৮৯)। রাজাদের নাম:— ইয়ুসুফ আদিল (১৪৮৯—১৫০২); ইসমাইল (১৫০২—৩৪); মল্লু আঃ শা (১৫৩৫); ইব্রাহিম (১৫৩৫—৫৭); আলি আদিল শাহ (১৫৫৭—৮০) ইনি আহমদনগর বিদর ও গোলকুণ্ডার সহিত একযোগে তালিকোটের যুদ্ধে (১৫৬৫) বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করেন; ইব্রাহিম (১৫৮০—১৬২৬)। ইহার আদেশে ফেরিশতা ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। আদিল শাহ (১৬২৬-৫৬); আলি আদিল শাহ; ইহার সময়ে আফজল খাঁ শিবাজী কর্তৃক নিহত হন। ইহার পর রাজ্যের

অধঃপতন সুরু হয়। শাহজাহানের সময় ইহা অধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়। ঔরংজেব এই রাজা মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন (১৬৮৬)। এই বংশের শেষ রাজা সিকন্দর আত্মসমর্পণ করিলেন।

আদিশূর

বাঙলাদেশের রাঢ় অঞ্চলের শূরবংশীয় রাজা। অনুমান করা হয় ৭৩৬ খৃঃ অঃ তিনি রাজত্ব করিতেন। প্রবাদ যে তিনি বঙ্গদেশে ব্রহ্মণ্যধর্ম প্রচারের জন্য কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনেন। এ পর্যন্ত আদিশূরের কোনো শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একদল ঐতিহাসিক সন্দেহ করেন।

আদিসমাজ

(দ্রঃ ব্রাহ্মসমাজ)

আনন্দ

বুদ্ধশিষ্য শুদ্ধোদন ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র বলিয়া কিম্বদন্তী। বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন; পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব পরিচর্যার জন্য লোক চাহিলে আটটি সর্তে আনন্দ ঐ কার্যে ব্রতী হন। ইঁহার চেষ্টায় নারীরা প্রবজ্যা গ্রহণে ও ভিক্ষুনীসংঘ গঠনে সমর্থ হয়। মহানির্বাণের পর রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহায় যে সংগীতি বা সম্মিলনী হয়, তাহাতে বুদ্ধের উপদেশাবলী সংকলনে সহায়তা করেন।

আনন্দ কৃষ্ণ বসু (১৮২২—৯৭)

কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র; ইনি বহু ভাষা জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার নিকট ইংরেজি ভাষা শিখেন।

আনন্দগিরি (৯ম শতক)

দার্শনিক পণ্ডিত। শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী ও তাঁহার ভাষ্যের টীকাকার। সুরেশ্বরাচার্যর উপনিষদের ভাষ্যগুলির টীকাও করেন। 'শঙ্কর দিগ্‌বিজয়' কাব্যর রচয়িতা বলিয়া কিম্বদন্তী।

আনন্দ চন্দ্র মিত্র

বাংলা লেখক; পিতা বঙ্গচন্দ্র। ঢাকা-বিক্রমপুরের বজ্র-যোগিনী-বাসী। 'হেলেনা-কাব্য,' 'মিত্র কাব্য,' 'কবিতাসার'; 'পদ্যসার', 'ভারত মঙ্গল' 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা', প্রভৃতি রচয়িতা। ইনি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। মৃত্যু ১৩১০।

আনন্দ চন্দ্র শিরোমণি (১৮০২—৮০)

কবি ও পাঁচালীকার। 'সুবল সংবাদ', 'অক্রুর সংবাদ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন,' 'উদ্ধব সংবাদ' প্রভৃতি রচয়িতা। নিবাস ভট্টপল্লী। পিতা কাশীনাথ বাচস্পতি। (দ্রঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক)

আনন্দ চালু (১৮৪২—১৯০৮)

মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। অন্ধ্রদেশীয় রাজনীতিক। তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত; মাদ্রাজে 'মহাজন সভা' স্থাপন ও 'পিপলস মেগাজিন' সম্পাদন করেন। ১৮৯১এ নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। গভর্নমেণ্ট রায় বাহাদুর ও C. I. E. উপাধি দেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিদ্যাবিনোদ' উপাধি ভূষিত করেন।

আনন্দতীর্থ

মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু; প্রথম জীবনে অদ্বৈত মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার অন্য নাম মাধ্বাচার্য (দ্রঃ)।

আনন্দপাল

পূর্বে উন্দ ও পরে ভাতিটণ্ডার শাহীবংশীয় রাজা জয়পালের পুত্র। মামুদ কর্তৃক পরাজিত হইলে জয়পাল অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। আঃ মামুদকে বাধাদানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন ও পূর্ব পঞ্জাবে আসিয়া নন্দন নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু খৃ অ ১০১৪ মামুদ উহাও গ্রহণ করেন। ১০২৬ উন্দ-রাজবংশ লোপ পায়। আনন্দর পুত্র ত্রিলোচন পাল ও পৌত্র 'নিড়র'ভীমপাল উভয়েই মামুদের সহিত যুদ্ধ করেন।

আনন্দবাঈ জোষী (১৮৬৫—৮৭)

মারাঠি নারী চিকিৎসক। জন্ম কল্যাণ নগরে; পিতা গণপতি রাও। নয় বৎসর বয়সে গোপাল বিনায়ক জোষীর সহিত বিবাহ হয়। লেখাপড়া শিখিয়া স্বামীকে দেশে রাখিয়া আমেরিকা যান ও ডাক্তারি-উপাধি লইয়া ১৮৮৬এ দেশে ফেরেন ও কোলাহপুর হাসপাতালে কার্য সুরু করেন। এক বৎসর পরেই মৃত্যু হয়।

আনন্দময়ী (১৭৫২)

বিদুষী নারী-কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। ঢাকা-বিক্রমপুরের জপসা গ্রামবাসী লালা রামগতির কন্যা; অযোধ্যারাম কবীন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। খুল্লতাত লালা জয়নারায়ণ সেনের সহিত 'হরিলীলা কাব্য' (১৭৭২) রচনা করেন। বাঙলা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিতেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্বেচ্ছায় চিতানলে আত্মাহুতি দেন। (ব-সা-সে)

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭—১৯০৬)

ব্যারিস্টার ও সমাজ-সংস্কারক। মৈমনসিংহে জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্ম; পিতার নাম পদ্মলোচন। ইউনিভারসিটির প্রত্যেকটি

পরীক্ষায় বৃত্তি পান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির টাকা পাইয়া বিলাত যান (১৮৭০) ও ১৮৭৪এ দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি কেম্‌ব্রিজে গণিত বিদ্যায় Wrangler বৃত্তি পান। বিলাত যাইবার পূর্বে ১৮৬৯এ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুবকদের সহিত কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লন। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অন্যতম নেতা। ব্যারিস্টারী করিয়া প্রভূত ধন উপার্জন করেন। ইন্‌ডিয়ান এসোসিএশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৮ এ মাদ্রাজ কন্‌গ্রেসে সভাপতি। ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর রাখিবন্ধন দিন ও বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার দিন কলিকাতার Federation Hallএর ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করেন।···মৈমনসিংহে আনন্দ মোহন কলেজ ইঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৪)।

আনন্দরাম বড়ুয়া (১৮৫০—৮৯)

ঠাকুরো ও সংস্কৃত-পণ্ডিত। জন্ম গৌহাটি; পিতা গর্গরায়। ১৮৬৯ বি এ পাশ করিয়া 'স্টেট স্কলারশিপ' লইয়া বিলাতে যান ও I. C. S. হইয়া ফিরিয়া আসেন। সরকারী কাজের মধ্যেও সময় করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখেন; তাঁহার English-Sanskrit অভিধান বিখ্যাত। তিনি চিরকুমার ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি সমসাময়িক। অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।

আন্‌সারী (১১ শতক)

পারসিক কবি। গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের রাজসভায় একজন বিখ্যাত জ্ঞানী, কবি ও দার্শনিক। গজনীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিত। তিনি মাহ্‌মুদের জীবনী অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। ১০৪০ খৃঃ অব্দে মাসুদের রাজত্বকালে মৃত্যু হয়।

আন্‌সারী, মুক্তার আহম্মদ (১৮৮০—১৯৩৬)

ভারতের রাজনৈতিক নেতা। জন্মস্থান বিহার-গাজীপুর। প্রথমে এলাহাবাদে ও পরে নিজাম কলেজে অধ্যয়ন করেন। ২১ বৎসর বয়সে এডিনবরা যান ও দশ বৎসর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু উপাধি পান। ১৯১২—১৩ বলকান যুদ্ধে আহতদের সেবার জন্য সেবকবাহিনী লইয়া তুরস্কে যান। ১৯১৭—১৮ আনি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২০ মুসলেম লীগের সভাপতি। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে আন্তরিকতার সহিত যোগ দেন। ১৯২৭ মাদ্রাজ কন্‌গ্রেসের সভাপতি ও ১৯২৮এ কলিকাতায় সর্বদল সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯৩০, ২৭শে অগস্ট দিল্লীতে তাঁহার বাড়ীতে বে-আইন ঘোষিত কন্‌গ্রেসের কার্যকারী সভায় যোগদানের জন্য মালবজীর সহিত ছয় মাসের জেল হয়। ১৯৩২এ দ্বিতীয়বার ৬ মাসের জন্য কারাবাস হয়। ১৯৩৬ মে মাসে মৃত্যু হয়। ·· আনসারী আরবী শব্দ, অর্থ সাহায্যকারী। মক্কা হইতে মদিনা পলায়নকালে যাহারা হঃ মোহম্মদকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারা আনসারী নামে পরিচিত; তাহাদের বংশধরগণও আনসারী।

আনাক্সাগোরস (Anaxagoras খৃঃ পূঃ ৫০০ ৪২৮)

গ্রীক্ দার্শনিক। জন্মস্থান এশিয়া মাইনর; পরে এথেন্সে গিয়া জ্ঞানালোচনা করেন; তাঁ, র মতে বিশ্ব অসংখ্য অণু বা বীজদ্বারা গঠিত। আদিতে সমস্ত তমঃ (Chaos) ছিল; তারপর Nous বা জ্ঞানের উদ্ভব বস্তুপিণ্ড ঘুরিতে আরম্ভ করে। একই জাতীয় অণু একত্র হইয়া এক জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে। ইঁহার মত গ্রীকরা বিশ্বাস করে না; ও রাজদ্বারে তিনি অভিযুক্ত হন। পেরিক্লিসের চেষ্টায় মুক্তি পান।

আনাক্সিমান্দ্র (Anaximander খৃঃ পূঃ ৬১০—৪৭)

এশিয়া মাইনরবাসী গ্রীক্ দার্শনিক। ইঁহার মতে দুনিয়ার সবকিছু একটি আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত; ইঁহার নাম apeiron বা অপরিজ্ঞেয় সত্তা। এই সত্তা অজর অমর ও সমস্তের মূলে। সূর্য ঘড়ি ইঁহার আবিষ্কার।

আনারকলি

অপর নাম নাদিরা বেগম। প্রবাদ এই রমণী সেলিম (জাহাঙ্গীর) এর দাসী ছিল, যুবরাজের প্রণয়াসক্ত হওয়ায় আকবর শাহর আদেশে লাহোরের নিকট জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। লাহোরের আনারকলি বাজার ও স্টেশন আছে।

আনারস ফল

দঃ আমেরিকার ব্রেজিল দেশীয় ননস (Nanas) ফল পোর্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয় (Ananas)। আসামে ও ব্রহ্মদেশে প্রায় বন্যভাবে জন্মে। আনারসের চাষ বাঙলা দেশে প্রচুর নাই। কিন্তু ইহার ব্যবসায় লাভজনক। ফল ও পাতার রস ক্রিমিনাশক। ইহা হইতে ভাল মোরব্বা হয়। সিলেটের আঃ সর্বোৎকৃষ্ট। টিনে করিয়া সিঙ্গাপুরী আনারসের চাক্‌লা বাজারে বিক্রয় হয়।

আনার্কিজম ও আনার্কিস্ট্ (Anarchism anarchist)

(দ্রঃ অরাজকতা।) বাঙলায় যাহাদের আনার্কিস্ট বলা হয় তাহারা যথার্থ আ নয়; কারণ আনার্কিজম একটি দার্শনিক মতবাদ। তথাকথিত আনার্কিস্টরা বিপ্লবী বা Revolutionary; অর্থাৎ তাহারা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বদল

করিয়া নুতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চায়—আনার্কিস্টরা কোন প্রকার গভর্নমেন্টের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে।

আনুনজিও (d'Annunzio, Gabriel)
ইতালীর কবি, ঔপন্যাসিক ও সৈনিক। জন্ম ১৮৬৪। বহুগ্রন্থের লেখক। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও সন্ধির পর স্বয়ং একদল সৈন্য গঠন করিয়া ইতালীর তরফ হইতে Fiume নামক স্থান দখল করেন। মুসোলিনির উত্থানের পর তিনি রাজনীতি হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

আনে, মাধো শ্রীহরি (M. S. Aney)
আইনজীবী ও কন্‌গ্রেসকর্মী। জন্ম ১৮৮০। মহারাষ্ট্রীয়; ১৯০৮এ ইয়োৎমলে (মধ্যপ্রদেশ) ওকালতি আরম্ভ করেন। মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ১৯২৪-২৬; ১৯২৭-৩০ ১৯৩৫। ১৯৩০এ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া কারারুদ্ধ হন। কন্‌গ্রেসের মধ্যে ন্যাসনালিস্ট দলের নেতা ও কন্‌গ্রেসের সাম্প্রদায়িক মীমাংসা মানিয়া লইবার ঘোর বিরোধী।

আনোয়ার উদ্দিন
কর্নাটকের নবাব (১৭৪৪-৪৯)। কর্নাটক এই সময়ে বাহির হইতে মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়: নবাব সফদার আলি ১৭৪৩এ নিহত হন। রাজ্যের ভিতরের ও বাহিরের অশান্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম উল মুলক আনোয়ার উদ্দিন নামে তাঁহার এক অনুচরকে নবাব করিয়া দেন; কিন্তু পুরাতন সাদাতুল্লা নবাব বংশের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ছিল। সফদার আলির ভগ্নীপতি চাঁদা সাহেবকে ডুপ্লে ও ফরাসীরা কার্নাটিকের নবাবরূপে খাড়া করিলেন। ১৭৪৯এ আনোঃ নিহত হন। (দ্রঃ কার্নাটিক যুদ্ধ)

আণ্টুনি, এণ্টুনি (Antony)
বাঙলা কবিওয়ালা। ফরাসী বা পোর্তুগীজ বংশীয় সাহেব। ফরাসডাঙায় বাস কালে এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করে ও বাঙলা শিখিয়া কবির দলে যোগ দেয়। পরে নিজেই দল বাঁধে। প্রথমে গোরক্ষনাথ ঠাকুর দলের জন্য গান রচনা করিত।

আন্তর্জাতিক সময়রেখা (International date line) ১৮০ ডিগ্রী দ্রাঘিমার সন্নিধানে যে-রেখা অতিক্রম কালে সর্বসম্মতিক্রমে নাবিকগণ তারিখ বদলাইয়া থাকে তাহারই নাম আঃ তারিখ রেখা। সকল দেশের প্রমাণ কাল (Standard time) এক নহে; এজন্য দূরদেশগামী জাহাজের ঘড়ি মধ্যে মধ্যে নিকটবর্তী দেশের প্রমাণ কালের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। সময়ের এই পার্থক্য বারো ঘণ্টা পর্যন্ত হইতে পারে ও এই পার্থক্যের ফলে তারিখ ও বারের তফাৎ ঘটিতে পারে। সমুদ্রগামী জাহাজ যখন পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে চলিয়া ১৮০° *দ্রাঘিমা অতিক্রম করে তখন জাহাজের পঞ্জিকায় ১দিন বাদ* দেওয়া হয় অর্থাৎ সে-দিন সোমবার থাকিলে রবিবার ধরা হয়। আবার পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে এই রেখা অতিক্রম করিলে ১দিন যোগ করা হয়, অর্থাৎ সোমবার থাকিলে উহাকে মঙ্গলবার ধরা হয়। সুতরাং এই রেখার পূর্বদিকে স্থানগুলিতে ১দিন কম এবং পশ্চিমদিকে স্থানগুলিতে ১দিন বেশি গণনা করা হয়। এই রেখা কোন কোন স্থলে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে; উহা সাইবেরিয়ার ও নিউজীল্যাণ্ডের পূর্ব দিয়া গিয়াছে। পাঠ্য—'আশি দিনে ভূপ্রদক্ষিণ' Eighty days round the World।

আন্ত্রিক জ্বর (Enteric fever)
(দ্রঃ টাইফয়েড জ্বর)

আন্ত্রিক রস (Succus entericus)
ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিকের ঝিল্লীতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড (glands) আছে, উহা হইতে যে জারক রস বাহির হয় তাহার সাধারণ নাম আঃ রস। পিত্তরস ও আন্ত্রিকরসস্থ সিক্রিটিন (Secretin) নামে পদার্থ মিলিয়া অগ্ন্যাশয়কে উত্তেজিত করে; তখন উহা হইতে অগ্ন্যাশয় রস (দ্রঃ) নির্গত হয়। আন্ত্রিক রসের দুইটি গুণ—ইহা সকল প্রকার শর্করাকে গ্লুকোজে (glucose) পরিণত করে; ইরেপসিন (erepsin) নামক জারক প্রোটীনজাতীয় খাদ্যকে রূপান্তরিত করিয়া রক্তমধ্যে গ্রহণীয় করে। (দ্রঃ হরমন্‌স্)।

আপতন কোণ (Angle of incidence)
কোনও সমতল ভূমির উপর যদি আলোক রশ্মি পতিত হয়, এবং যে বিন্দুতে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে ভূমির উপর যদি একটি অভিলম্ব টানা হয়, তাহা হইলে সেই অভিলম্ব এবং আপতিত রশ্মির উপর যে কোণ হয় তাহাকে আপতন কোণ কহে।
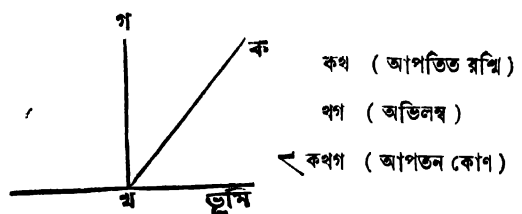
আপস্তম্ব
প্রাচীন ভারতের জনৈক ঋষি; ইঁহার সংকলিত যজুর্বেদীয় কল্পসূত্র ছাড়া সম্পূর্ণ কল্পসূত্র অন্য কোন বেদে পাওয়া যায়

নাই। 'আপস্তম্বীয় কল্পসূত্র' ৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। ১—২৪ অধ্যায় শ্রৌত সূত্র; ২৫তম অধ্যায় পরিভাষা; ২৬-২৭ অধ্যায় গৃহ্য সূত্র; ২৮-২৯ অধ্যায় ধর্ম সূত্র ও ৩০—৩৫ অধ্যায় শুল্ব সূত্র বা জ্যামিতি।

আপাং, অপামার্গ (Achyranthis aspera)

মারিষাদি বর্গের বন্য শাক। পল্লীগ্রামে অতি সুলভ; ইহা নিম্ন ভূমিতে জন্মে না; বর্ষায় গাছ জন্মায়; শীতে ফুল ফোটে এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায়। ক্ষুপ ২॥ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। পাতার বোঁটা ছোট, পত্রপ্রান্ত সামান্য ঢেউ-খেলান। পাতায় অতি সূক্ষ্ম শাদা রোম আছে। রক্ত অপামার্গের পাতায় রক্ত বিন্দুর মত দাগ থাকে, শাখাও লাল। উভয়েরই মঞ্জরী দীর্ঘ, কর্কশ। ফুল ছোট, লাল-বেগুনে রং। ফুলের হুল কাপড়ে জড়াইয়া যায়। ফুলের ভিতরে কটা রঙের লম্বা বীজ থাকে। স্বাদ তিক্ত। আয়ুর্বেদে শাখা, পত্র, মূল, বীজ নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ; Chopra 562)

আপীল (Appeal)

নিম্ন বিচারালয়ের বিচারকের রায় বা মীমাংসার বিরুদ্ধে উপরের আদালতে পুনঃ বিচারের দাবী করিবার অধিকার। সাধারণত মফঃস্বলের মুন্সেফরা ১০০০৲ টাকা ও তাঁহাদের মধ্যে প্রবীনরা ২০০০৲ পর্যন্ত দাবীর মামলার মোকদ্দমা করিতে পারেন। ইঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী জেলার সাবজজ করেন। তাঁহারা যে কোন দাবীর মামলা শুনিতে পারেন। ৫০০০৲ টাকার দাবীর মামলার বিচারের আপীল জেলার-জজ শোনেন। তাহার ঊর্ধ্বের দাবীর আপীল হাইকোর্টে হয়। ১০,০০০৲ টাকার উপরের দাবী না হইলে হাইকোর্ট হইতে মামলা বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে যাইত না। এখন ফেডারেল কোর্ট ভারতের শেষ বিচারালয়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)

এক ঘন-ফুট পারদের ওজন এক ঘন-ফুট জলের ওজনের সাড়ে তেরো গুণ; জলের তুলনায় পারদের আঃ গুঃ-কে ১৩½ বলা হয়। কোনও জিনিষের যে-কোন ঘনমানের (volume) ওজন, সেই ঘনমানের জলের ওজনের যতগুণ, তাহাকে সেই জিনিষের আঃ গুঃ বলে।...কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব একের চেয়ে বেশি অর্থাৎ জলের তুলনায় অধিক হইলে, সে-জিনিষ জলে ডুবিয়া যাইবে; আর একের চেয়ে কম আঃ গুঃ হইলে উহা জলে ভাসিবে। এ বিষয়ে তিনটি নিয়ম আছে: যে-বস্তুর ওজন তাহার সম-ঘনমান জলের ওজন অপেক্ষা অধিক তাহা জলে ডুবে।...যে-বস্তুর ওজন তাহার সম-ঘনমান জলের ওজন অপেক্ষা কম, তাহা জলে ভাসে।...ভাসমান পদার্থ তাহার নিজের ওজনের সমান ওজন-বিশিষ্ট জলকে অপসারিত করিয়া ভাসে।... বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ (দ্রঃ) আঃ গুঃ র আবিষ্কারক।...গ্যাসীয় পদার্থের আঃ গুঃর মান হইতেছে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং তরল ও কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের মান হইতেছে জল (৪ সেন্টিগ্রেড্ তাপে)। (দ্রঃ ইউরেকা)

আপেক্ষিক গুরুত্ব—জলকে ১·০০ ধরিয়া হিসাব করা হইতেছে—

প্লাটিনাম	২১·৫০	**জল**	**১·০০**
স্বর্ণ	১৯·২৬	তারপিন	·৯৯
পারদ	১৩·৬০	রবার	·৯৫
সীসা	১১·৩৫	মাখন	·৯৪
রৌপ্য	১০·৫৭	বরফ	·৯২
তাম্র	৮·৯৫	অলকোহল	·৮৪
পিতল	৮·৪০	আস গাছ	·৮৪
ইস্পাত	৭·৮৩	পারাফিন	·৭০
বঙ্গ (tin)	৭·২৯	ওয়ালনাট্	·৬৭
দস্তা	৬·৯১	সিডার	·৬১
হীরক	৩·৫৩	ফার গাছ	·৫৫
কাঁচ	২·৮৯	কর্ক	·২৫
খড়ি	২·৭৯		
মার্বেল	২·৭০		
আলুমিনিয়াম	২·৫৬		
পোর্সিলেন	২·২৬		
গন্ধক	২·০৩		
হস্তীদন্ত	১·৮৩		
আবলুশ	১·১৫		
আফিম	১·৩৪		
কয়লা, গড়	১·৩০		
মেহগানি	১·০৬		
দুগ্ধ, ছাগী	১·০৪		
দুগ্ধ, গাভী	১·০৩		
সমুদ্রজল	১·০৩		
বীআর মদ	১·০২		

আপেল (Apple)

বিলাতি ফল। ভারতের উঃ পঃ অঞ্চলে, কাংরা উপত্যকায় ও কুমাউনে প্রচুর চাষ হইতেছে। বৈশাখে ফল পাকে। কাবুলীরা এদেশে বিক্রয় করে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া হইতে প্রচুর আপেল আসিতেছে।

আপেক্ষিকতত্ত্ব (Relativity)

আইনস্টাইন কর্তৃক ১৯০৫এ যে গণিতিকতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়,

তাহা 'রিলেটিভিটি' নামে প্রচারিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য 'রিলেটিভিটি'।

আফগান জাতি

আফগানিস্থানে যে বহু উপজাতির বাস তাহাদের মধ্যে আফগানরাই প্রধান। ইহারা মিশ্র জাতি। প্রবাদ ইহারা ইহুদীর একশাখা। আসলে ইরানী, গ্রীক, তুর্কী, মংগোল ও আরবদের মিশ্রনে গঠিত। ইরানী ও খিল্‌জাই জাতিদ্বয় আফগানদের মধ্যে প্রধান শাখা। ইরানী জাতি আফগানিস্থানের দক্ষিণে ও দঃ-পশ্চিমে কান্দাহার ও হিরাটের মধ্যে বাস করে। খিলজাইরা উত্তরাংশে প্রধানত বাস করে; ইহাদের এক উপশাখার নাম শিন্‌ওয়ারি। ইহাদের কথা ভাষাকে পশ্‌তু বলে; ইহা ইন্দো ইরানীয় ভাষার অন্তর্গত। ভারতের মধ্যযুগে ১৪১৪ হইতে ১৫২৬ আফগান সুলতানগণের যুগ বলা হয়। সৈয়দ বংশীয় ও লোদি বংশীয় সুলতানরা আফগান জাতীয় ছিলেন। মুঘলরা আফগানদের নিকট হইতে উত্তর ভারত দখল করে।

আফগান যুদ্ধ

১ম (১৮৩৯-৪২) লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়। ২য় (১৮৭৮-৮০) লর্ড লীটনের সময়। ৩য় (১৯১৯) লর্ড চেমসফোর্ডের সময়। (দ্রঃ আফগানিস্থান ভৌগোলিক অংশ)

আফজল খাঁ

বিজাপুরের সেনাপতি। মুঘল সুবাদার কুমার ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া একবার ইনি পরাভূত হন। বিজাপুরের রানীমাতার আদেশে তিনি শিবাজীকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি সন্ধির ভান করিয়া শিবাজীকে আহ্বান করেন ও হত্যার চেষ্টা করেন; অবশেষে শিবাজীই তাঁহাকে বাঘনখ নামে অস্ত্র দিয়া হত্যা করেন (-৬৫৯)। এই সময়ে বিজাপুরের বিখ্যাত আদিল শাহের (দ্রঃ) পুত্র আলি আদিল শাহ রাজা।

আফিম, আফিং, (Opium)

এক-বর্ষী (৩½ মাস) শাক বিশেষ (Papaver somnifernm); ফুল দল ৪, লাল বা শাদা; বিহারে শাদা জাতের গাছের চাষ হইত। ফলের রস শুকাইয়া আফিম হয়। সংস্কৃতে আফেন বা অহিফেন শব্দ প্রয়োগ থাকিলেও এই বিষ পূর্বে ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল। গ্রীকরা অফেন বা অপিওন-এর আবিষ্কর্তা। পূর্বকালে অফেন প্রস্তুত-বিধি অজ্ঞাত থাকিলেও পোস্তদানা বা বীজ অজ্ঞাত ছিল না।...চীনারা যখন আফিম খাইত তখন ভারত হইতে বহু কোটি টাকার এই বিষ রপ্তানী হইত। ধুমাকারে আফিং সেবনেকে চণ্ডু (দ্রঃ) খাওয়া বলে। ভারতের মধ্যে আসামে লোকে প্রচুর আফিং খায়।...ঔষধার্থে ইহার প্রয়োজন হয়। মরফিয়ার (Morphia) প্রধান উপাদান আফিম। লীগ অব্ নেশনস হইতে এই বিষের চাষ নিয়ন্ত্রণের রীতিমত চেষ্টা হইতেছে। বিহার ও গঙ্গাতীরের কোন কোন জিলায় আফিমের চাষ হয়; এছাড়া ইন্দোর, গবালিয়র, ভুপাল, জাওরা, ধর, রাতলাম, মেবার, কোটা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ১৭৯৭এ গভনমেণ্ট ইহার ব্যবসায় একচেটিয়া করেন। গাজিপুর বৃটিশ ভারতের আফিম বিভাগের কেন্দ্র। এক একটি তাল একসের; ৬০টি তালে এক বাক্স হয়। সেরকরা দাম ছিল ১৯১৩এ ৮৷৷০ টাকা; ১৯২২এ ২০৲ টাকা পর্যন্ত উঠে। ভারত হইতে আফিম রপ্তানী হ্রাস হইয়াছে। আফিমের প্রধান খরিদ্দার ছিল চীন। সেখানে রিপাব্‌লিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে তাহারা আফিম সেবন আইনদ্বারা নিষেধ করে ও ১৯১১ হইতে আফিম আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। চীনে রপ্তানী বন্ধ হইলেও অন্যত্র তাহা চালান চলিল এবং অন্য নামে ঐ বিষ চীনদেশে আমদানী হইতে লাগিল। ভারতীয় আফিম চীনে আমদানী বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে আফিমের চাষ বাড়িয়াছে এবং তুরস্ক ও ইরান হইতে উহার আমদানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে ইহার চাষ খুব কমিয়াছে। বৃটীশ ভারতে ১৯৩১-এ ৩৭,০১২ একার জমিতে আফিম চাষ হইতে; উহা ১৯২২ সালের জমির ২৬·৩% এবং ১৯১২ সালের ২০%। ১৯৩৬এ বৃঃ ভারতে দশ হাজার একর জমিতেও চাষ হয় নাই। দেশীয় রাজ্যে এ পরিমাণ চাষ কমে নাই। ১৯৩৫এর আইনানুসারে আফিমের আয় প্রাদেশিক সরকারের।

আফিম হইতে ভারত-সরকারের আয়ঃ—

১৮৫৬ ...... ১৩·৯০ লক্ষ টাকা।
১৮৬১ ...... ২৯·৫০ ,,
১৮৭১ ...... ৪৩·৬০ ,,
১৮৮১ ...... ৮১·৪০ ,,
১৮৯১ ..... ৯৯·৯০ ,,
১৯০১ ......১,০১·৬০ ,,
১৯১১ ..... ১,৫৭·৫০ ,,
১৯১৮ ..... ২,৪২·১০ ,,
১৯২২ ......৩,০৭·৭০ ,,

১৯৩৫এর আইনানুসারে ইহা প্রদেশিক বিষয়ান্তর্গত হইয়াছে।

১৯৩৬ ৪৭·৩১ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৬-৩৭ আবগারী আয়

বোম্বাই	...	...	৩,৩০,৫৪,০০০
মাদ্রাস	...	...	৩,৯৪,১২,৬০০
বঙ্গদেশ	...	...	১,৩৬,৬৬,০০০
যুক্তপ্রদেশ	...	...	১,৪৪,৫০,০০০
পাঞ্জাব	...	...	৯৯,৬৮,০০০

বর্মা	...	...	৮৯,০৮,০০০
মধ্যপ্রদেশ	...	...	৬১,৫৪,০০০
আসাম	...	...	৩৩,৭১,০০০

আফিম যুদ্ধ (চীন)

১৯ শতকে চীনের মধ্যে ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোং ভারত হইতে আফিম আমদানী করিত। চীন সরকারের নিষেধ (১৭৯৬) ও বাধাদান সত্ত্বেও ইহারা ব্যবসায় চালায়। অবশেষে ইংরেজ চীনে আফিম আমদানীর অধিকারের দাবী করিয়া ১৮৪০এ যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীন অনেকগুলি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যাধিকার দিতে বাধ্য হয়। এই হইতেই চীনে বৃটিশ আধিপত্যর সূত্রপাত।

আফ্রিদি

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি পাঠান উপজাতি। ধর্মে মুসলমান; পশ্তু ভাষাভাষী। কম্বরখেল, কমরাই, ককিখেল, মালিদিনখেল প্রভৃতি উপজাতিতে বিভক্ত। কোহাট গিরিপথে আদমখেল ও খাইবার পথে জাকাখেল জাতিদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা বহুবার অভিযান পাঠাইয়াছে।

আবগারী (Excise)

আফিম, মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, কোকেন প্রভৃতি নেশার জিনিষ সরকারী একচেটিয়া কারবার অর্থাৎ এইসব জিনিষের কাঁচা মালের চাষ বা সামগ্রী প্রস্তুত সরকারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আফিম, গাঁজা উৎপন্নকারীকে সরকারের কাছে সমস্ত মাল বিক্রয় করিতে হয় এবং লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডররা সরকারী গুদাম হইতে উহা ক্রয় করিয়া নেশাখোরদের কাছে বিক্রয় করে। এযাবৎকাল আফিমের আয় ভারত সরকারের প্রাপ্য ছিল; ১৯৩৫এর আইনানুসারে উহা প্রাদেশিক সরকারের হাতে আসিয়াছে। অন্যান্য নেশার আয় প্রাদেশিক। এইসব ব্যবস্থা ও তদারকের জন্য আবগারী বিভাগ আছে। (মাঝে দেশলাই, সিগারেট, তামাক বিশেষ একসাইজ বিভাগের মধ্যে পড়িয়াছিল)। ভূমিরাজস্ব ও স্ট্যাম্পের আয়ের পরেই আবগারী বিভাগের আয়। বাংলা সরকারের আয় ১৪২ কোটি টাকা (১৯৩৫-৩৬)। ঐ খাতে ব্যয় মাত্র ১৭·২৪ লক্ষ; সরকারী নিট্ লাভ হয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সমগ্র বৃটিশ ভারতে ৬০ বৎসরে (১৮৬১-১৯২০) আবগারীর আয় ২·১ কোটি টাকা হইতে ২০·৪০ কোটি টাকা হইয়াছে। বাংলাদেশে ২৯৩২ মদের ও ২৪৭০ গাঁজার দোকান ছিল (১৯৩৩-৩৪)।

আবদর রহমন খাঁ (১৮৩০—১৯০১)

আফগানিস্থানের আমীর। ইনি শের আলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। দোস্ত মোহম্মদের বিরুদ্ধে ইনি এক সময়ে যুদ্ধ করেন ও পরাজিত হইয়া রুশিয়ায় পলাইয়া যান। দেশে ফিরিয়া আসিলে ২য় আফগান যুদ্ধান্তে লর্ড লীটন ইঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করেন (১৮৮০)। ইংরেজের সাবসিডি বা সাহায্য গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবে সুনামের সহিত ইনি রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে বাহিরের কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান দেশে প্রবেশ করে নাই। আফগানিস্থান ইংরেজের মিত্র রাজ্যরূপে ছিল।

আবদর রহিম (১৮৬৯)

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি। মেদিনীপুরবাসী বাঙালী মুসলমান। কলিকাতা হইতে এম, এ পাশ করিয়া বিলাত যান ও ১৮৯০এ ব্যারিস্টার হন। চারি বৎসর আইন ব্যবসায়ের পর তিনি সরকারী কাজ পান। ডেপুটি লিগাল রিমেম্ব্রান্সার, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কায ১৯০০-১৯০৩ পর্যন্ত করেন। পুনরায় ব্যারিস্টার হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭এ Tagore Law (দ্রঃ) বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়- *The Principles of Muhamedan Jurisprudence* according to the Hanafite, Malikite, Shafitite and Hanabalite Schools. তৎপর মাদ্রাজের পিউনি জজ। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে বিলাত যান। মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজিয়াতির অন্তে তিনি মুসলমান সমাজের নেতৃত্বের চেষ্টা করেন। সাম্প্রদায়িক বহু সভা সমিতির সহিত যুক্ত: উর্দু ভাষা প্রচলনের যে চেষ্টা বাংলাদেশে চলিতেছে তাহার প্রবর্তক ইনি। ভাঃ বাঃ সভার সভাপতি ১৯৩৫। ১৯৩৪এ স্যার; D. L. (Doctorate in Law) হন।

আবদুর রজ্জক (১৪১৩—৮২)

মুসলমান পরিব্রাজক। জন্মস্থান হিরাট। পারস্য সম্রাট শাহরুখ (১৪০৭-৪৭) ইঁহাকে বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের (১৪১৯-৪৬) নিকট ১৪৪২এ প্রেরণ করেন। বিজয়নগরের বিস্তৃত বর্ণনা তিনি দিয়াছেন।

আবদুর রহমন

স্পেনের আরব-সেনাপতি। ৭৩১ খ্রীঃ অঃ মুর সৈন্য লইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করেন ও টুরের (Tours) যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের দ্বারা পরাভূত ও নিহত হন।

আবদুর রহমন ১ম (৭৫৬—৭৮৩)

স্পেনের কর্দোভাতে উম্মীয় খলিফা বংশ স্থাপন করেন। শার্লামেন এই সময়ে স্পেন আক্রমণ করেন ও পরাজিত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হন।

আবদুর রহমন ২য়, স্পেনের সুলতান (৮২২—৫২)

জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। এই সময়ে নর্মানরা উপকূলে প্রথম দেখা দেয়।

আবদুর রহমন ৩য় (৯১২—৬১)

ইঁহার সময়ে কর্দোভার স্বর্ণময় যুগ। আমীন-উল্-মোমিনিন্ উপাধি গ্রহণ করেন।

আবদুর রহমন ৪র্থ (১০১৮)

গ্রানাডার নিকট যুদ্ধে নিহত হন।

আবদুর রহমন ৫ম

১০২৩এ নিহত হন।

আবদুল আজিজ (১৮৩০—৭৬)

তুর্কীর সুলতান; জ্যেষ্ঠভ্রাতা আঃ মজিদের পর সুলতান হন ১৮৬১। তাঁহার সময় বস্নিয়া, হারজোগোভ্নিয়া, ক্রীট, রুমানিয়া, সার্বিয়া বিদ্রোহী হয়। তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

আবদুল আজিজ ইবন স'উদ (জঃ ১৮৮০)

আরবিয়া-হেজাজের রাজা। ইঁহার পিতা আঃ রহমন ছিলেন নেজ্দের সুলতান ফয়জলের (১৮৩৪-৬৭) কনিষ্ঠ পুত্র। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা ইঁহাকে ও ওহাবিগণকে দক্ষিণ আরব হইতে তাড়াইয়া দেয়। ১৯০১এ ইনি নেজদ্ উদ্ধার করিয়া তথাকার সুলতান হন। এদিকে আরবের তথাকথিত অধীশ্বর তুর্কী-সুলতান গোপনে আজিজের শত্রুপক্ষীয়কে উসকাইতে থাকেন। কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়; ১৯০৮এর মধ্যে ইনি নিজ রাজ্যে সুদৃঢ় হন। ১৯১৩-১৪এ তুর্কীদিগকে পূর্ব-আরব হইতে তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হন। মহাযুদ্ধের সময় ইনি ইংরেজদের সহায়তা লাভ করেন; কিন্তু তদনন্তর ইংরেজকে অগ্রাহ্য করিয়া হেজাজের রাজার সহিত যুদ্ধ করেন (১৯২৪)। তথাকার রাজা হোসেন রাজ্য ত্যাগ করিয়া আঃ আজিজ ও ওহাবিগণের হস্তে মক্কা অর্পণ করেন। ১৯২৬, ৮ জানু আঃ আজিজ হেজাজের রাজা হন। ১৯২৭এ নেজ্দ্ ও ইঁহার আশ্রিত দেশগুলি ইঁহার রাজ্যান্তর্গত হয়। (দ্রঃ আরবিয়া; ভৌঃ অংশ)।

আবদুল করিম (Abdel Krim)

মরোক্কোর নেতা। মহাযুদ্ধের সময় স্পেনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যুদ্ধান্তে (১৯১৮) যখন দেখিলেন মরোক্কোর স্বাধীনতার আশা নাই, তখন তিনি বিদ্রোহ করেন (১৯১৯)। স্পেনীয়রা অবশেষে ফরাসীদের সাহায্য লইয়া করিমকে পরাজিত ও বন্দী করে (মে, ১৯২৬)। এখনো তিনি কারাগারে বাস করিতেছেন।

আবদুল করিম

শ্রীহট্টে জন্ম (১৮৬৩)। বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর; M.L.C.; কাউন্সিল অব স্টেটের ভূতপূর্ব্ব সদস্য; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য; (১৯২৬), বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট। Md. Education in Bengal, Islam's Contribution to Science and Civilization প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

আবদুল কাদের (১৮০৭—৮৩)

অলজিরিয়ার বীর। ফরাসীদের বিরুদ্ধে বহুকাল সংগ্রাম করেন; পরাজিত হইয়া (১৮৪৩) বন্দী হন। লুই নেপোলিয়ান ১৮৫২এ ইঁহাকে পেনশন ও মুক্তি দেন। শেষ জীবন ডামাস্কাসে দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কাটান। তাঁহার বইগুলি ফরাসী ভাষায় রচিত।

আবদুল কাদের জিলানি (১০৭৮—১১৬৬)

মুসলমান সাধু। পারস্যের অন্তর্গত জিলান জন্মস্থান। পাণ্ডিত্য ও সাধুতার জন্য তাঁহাকে পীর-ই-দাস্তগীর বলিত। বোগদাদে মৃত্যু হয়। সমাধিস্থান ভক্ত মুসলমানরা দেখিতে যায়। অনেক আরবী গ্রন্থের লেখক।

আবদুল গণি (১৮৩০—১৮৯৬)

ঢাকার মুসলমান জমিদার। ইঁহার পূর্বপুরুষরা কাশ্মীরী। পিতা আলিমুল্লা ব্যবসা করিয়া ধনী হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারত সরকারকে প্রভূত সাহায্য করেন। আবদুল গণি ১৮৬১ বঙ্গীয় নূতন ব্যবস্থাপক সভার ও পরবৎসর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭৫এ 'নবাব' উপাধি পান; ১৮৭৭ হইতে এই উপাধি বংশানুক্রমিক হয়; ইঁহা হইতে 'ঢাকার নবাবে'র উৎপত্তি। বহু লক্ষ টাকা তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পুণ্য কর্মে দান করেন। প্রতিদিন ৫০—১০০৲ দান করিতেন। ইঁহার পুত্র নবাব আসানুল্লা (১৮৪৬-১৯০১)। তাঁহার দানে আসানুল্লা ইন্জিনীয়ারিং স্কুল ঢাকায় হয়। আসানুল্লার পুত্র বর্তমান ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা, বাংলা গভর্নমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী।

আবদুল গফুর খাঁ (১৮৯১)

'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত। পেশোয়ারের নিকট উত্মনজাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ হইতে দেশহিতকর কার্যে ব্রতী হন। রৌলট অ্যাক্ট পাশের সময় জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ফলে তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ১৯২৮এ গান্ধীজির সহিত লখ্নৌতে পরিচয় হয় ও পর বৎসর দেশ সেবার জন্য খুদাই-খিদমদগার নামে 'লালকোর্তা' বাহিনী গঠন করেন। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের দুর্দান্ত বাসিন্দাদিগকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেশসেবা করিতেছেন। ১৯৩১এ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও পুনরায় অন্তরীনাবদ্ধ হন এবং ১৯৩৪এ মুক্তি পান। বর্তমানে সীমান্তে কনগ্রেসের কার্যে ব্রতী।

আবদুল মজিদ (১৮২৩—৬১)

তুর্কির সুলতান। ১৮৩৯এ রাজা হন। মিশরের মোহম্মদ আলির (দ্রঃ) বিজয়ী বাহিনী কনস্টাণ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইলে ইউরোপীয় শক্তির সাহায্যে বাধা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যস্থতায় ১৮৪১এ তুর্কি ও মিশরের সন্ধি হয়। তাঁহার সময় ক্রিমিয়ান যুদ্ধ (দ্রঃ) হয়। ইনি তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অনেক সংস্কার করেন। ইহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা আঃ আজিজ (দ্রঃ) সুলতান হন।

আবদুল মোতালেব

হজরত মোহম্মদের পিতামহ। কোরেশ বংশের নেতারূপে প্রায় ৫৯ বৎসর মক্কা শাসন করেন। মোতালিবের ১০টি পুত্রের অন্যতম আবদুল্লা, হজরতের পিতা। ইহার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তালিব হঃ আলির পিতা। অনুমান ৫৭৯এ মৃত্যু হয়।

আবদুল মালিক

(১) ডামাস্কাসের ৫ম খলিফা। পিতার নাম মারবান। ৬৮৫-৭০৫ খলিফা ছিলেন। ইহার সময়ে পূবে সিন্ধুদেশ ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ওয়ালিদ্ খলিফা হন। যথেচ্ছ শাসন ইহার দ্বারা সুরু হয়।

(২) আরবীয় চিকিৎসক; ১২-১৩ শতকে জীবিত ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রসম্বন্ধে ইহার সুবৃহৎ গ্রন্থ ১২৮০ অব্দে হিব্রু ভাষায় ও পরে লাতিনে অনূদিত হয়। ঔষধ ও আহারতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অপর গ্রন্থও বিশেষ সমাদর লাভ করে।

আবদুল লতিফ

(১) সিন্ধুদেশের সুফী সাধক। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সিন্ধীরা তাঁহার গান গায়। ইংরেজিতে তাঁহার কবিতার তর্জমা আছে। সেগুলি যথার্থ ভক্তহৃদয়ের গান।

(২) ফরিদপুরবাসী (১৮২৮-১৮৯৩)। ১৮৪৯এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ও ১৮৬৩ অব্দে কলিকাতায় M. Literary Society স্থাপন করেন। কিছুকাল ভুপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার পুত্র নবাব আবদুল রহমন হাইকোর্টের জজ হন।

(৩) আরব চিকিৎসক ও লেখক। ১১৬২ খৃঃ অঃ বোগদাদে জন্ম। মোসল, দামাসকাস, কাইরোতে অধ্যাপনা করেন। ১৬৬ খানি গ্রন্থ রচয়িতা, প্রায় সিকি চিকিৎসার বই। ইনি মিশরের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস লেখেন।

আবদুল হামিদ ১ম, তুর্কির সুলতান ও খলিফা

(১৭২৫-৮৯)

১৭৭৪এ সুলতাম হন। রুশ ও অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করেন; ইহার সময়ে রুশ ক্রিমিয়া দখল করে ১৭৮৩।

আবদুল হামিদ ২য়, তুর্কির সুলতান ও শেষ খলিফা

(১৮৪২-১৯১৮)

১৮৭৬এ সুলতান হন। ১৯০৯এ সিংহাসনচ্যুত হন। ইহার সময়ে (Young Turk) যুব তুর্কদের জাগরণ হয় এবং ১৯০৮এ পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। ইহাকে বন্দী করিয়া সালানিকোতে রাখা হয় ও ১৯১২এ ঐ নগর গ্রীকরা অধিকার করিলে হামিদকে কনস্টাণ্টিনোপলে ও ১৯১৫এ স্মির্নার নিকট মাগনেশিয়া নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে বন্দী দশায় মৃত্যু হয়, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯১৮। আরমানীদের উপর অত্যাচারের জন্য বহু-নিন্দিত।

আবদুল্লা (মৃঃ ৫৭০)

হঃ মোহম্মদের পিতা, আবদুল মোতালিবের ৬ষ্ঠ পুত্র। ইহার পত্নীর নাম আমিনা—হঃ মোহম্মদের জননী। পিতার জীবিত কালে আবদুল্লার মৃত্যু হয়।

আবদুল্লা কুতুব শাহি

গোলকুণ্ডার কুতুবশাহি (দ্রঃ) বংশের ৬ষ্ঠ সুলতান; ঔরংজেবের দ্বারা পরাভূত হইয়া নিজ কন্যার সহিত সম্রাটের এক পুত্রের বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন ও দিল্লীর অধীনে শাসনকর্তা পরিগণিত হন। ১৬৭৪এ মৃত্যু হয়।

আবদুল্লা খাঁ

(সৈয়দ ভ্রাতা দ্রষ্টব্য)।

আবদুল্লা খাঁ উজবেগ

হুমায়ুন কর্তৃক আনীত উজবেগ সর্দার; পরে আকবরের সেনাপতি হন। ১৫৬৪এ মালবে বিদ্রোহী হন ও বিতাড়িত হইয়া গুজরাটে যান। সম্রাটের ধর্মনীতির উদারতার সুযোগ লইয়া আঃ সুন্নি মুসলমানদের নেতৃত্বের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৫৯৮ এ মৃত্যু হয়।

আবর্তন (Rotation)

পৃথিবী আপন মেরুরেখার উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরে। ইহাকে আহ্নিক গতি বা আবর্তন বলে।

আবর্তী জ্বর (Relapsing fever)

উকুনের কামড়ে দেহমধ্যে একপ্রকার বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করে এবং ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির বারংবার জ্বর হয়। শীত, অত্যন্ত দৌর্বল্যবোধ, মাথায় ও পিঠে বেদনা দিয়া ব্যাধির আরম্ভ। কখনো বমি হয় এবং ন্যাবা দেখা দেয়। ৩—১০ দিন পর্যন্ত উপসর্গগুলি থাকে এবং হঠাৎ ঘামদিয়া জ্বর

সারিয়া যায়। ৭-১৫ দিন ভাল থাকার পর আবার উপসর্গগুলি ফিরিয়া আসে।

আবলুস (Ebony)

একপ্রকার গাছ ও তাহার কাঠ। বাংলাদেশে কেন্দু (সং-তিন্দুক Diospyros tomentosa) সুপরিচিত। দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে D. Ebenum বলে। পশ্চিম ইন্ডিস দ্বীপালিতে Brya ebenus, আফ্রিকার আংগোলায় D. dendo এবং সেনিগালে Dalberiya melanoxylon জাতির গাছ পাওয়া যায়। ইহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও মাজ দেখিতে কালো পাথরের মতন। সীরিয়ার লেবানন্ পাহাড়ের এই গাছ এককালে বিখ্যাত ছিল। হিব্রু ভাষায় বলিত hobni, obni বা eben। গ্রীক্ ebenos। আরবী আব্নুস। আরবী হইতে বাংলায় আবলুস।

আবহ চিত্র (Weather chart)

আবহাওয়ার অবস্থা--অর্থাৎ বারিপাত, তাপ, বায়ুর চাপ, গতি, বেগ, মেঘের প্রকৃতি, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি দৈনিক তথ্য 'হাওয়া অফিসে' (Meteorological office) সংগৃহীত হয় ও মানচিত্রে অঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

আবহবিদ্যা (Meteorology)

বায়ুমণ্ডলের তাপ ও চাপ, বায়ুর গতি ও বেগ, বৃষ্টির পরিমাণ, ঝড়ের গতি প্রভৃতির তথ্যসংগ্রহ বিদ্যাকে আঃ বলে। বহু বৎসরের তথ্য সংগ্রহের ফলে এবং নানা প্রকার সূক্ষ্ম (অটোমেটিক) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে আবহমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে এরোপ্লেন প্রভৃতি আকাশযান চালু হওয়ায় তাহাদের নিরাপত্তার জন্য আকাশ সম্বন্ধে তথ্য জানা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্য আবহমণ্ডলের যে স্তর পৃথিবীর নিকটে তাহার আলোচনা ছাড়াও ঊর্ধ্বতর স্তর (Stratosphere) সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। ভারতবর্ষে আলিপুর (কলিকাতা), পুনা (বোম্বাই), কোডাইকনাল (মাদ্রাজ), দেরাদুনে (যুক্ত প্র) আঃ মানমন্দির আছে। এ ছাড়া জয়পুরে একটি প্রথম শ্রেণীর আবহ-অবজারভেটরী আছে। বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহরে কতকগুলি যন্ত্রপাতিযুক্ত ছোট ছোট বীক্ষনাগার আছে। সেইসব স্থান হইতে প্রতিদিন টেলিগ্রাফযোগে আবহাওয়ার সংবাদ ও তথ্য আলিপুরে প্রেরিত হয়; সেখান হইতে দৈনিক রিপোর্ট ও আবহ-চিত্র প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় মেটিওরলজিক্যাল অবজারভেটরীকে 'হাওয়া আপিশ' বলে।

আবহমণ্ডল (Atmosphere)

পৃথিবীর উপরিভাগে যে গ্যাসীয় অদৃশ্য পদার্থ আছে তাহাকে আঃ বা বায়ুমণ্ডল বলে। শুষ্ক বায়ুর মধ্যে ৭৮% নাইট্রোজেন, ২১% অক্সিজেন এবং ১% আরগন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাস আছে। স্থান ও ঋতুভেদে আঃর এই উপাদানের অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয়; যথা, আর্দ্র আবহাওয়ায় ৩% জলীয় বাষ্প থাকে। অক্ষরেখা, উচ্চতা, শৈল বা সমুদ্রের নৈকট্য প্রভৃতি কারণে বায়ুর তাপের ও চাপের পরিবর্তন হয়। সমুদ্র সমতলে (sea level) প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর ১৫ পাউণ্ড (প্রায় ৭।॰ সের) চাপ পড়িতেছে; ঊর্ধ্বে উঠিলে চাপ কমে। তাপও প্রতি ১০০০ ফুটে ৩° ডিগ্রী করিয়া কমে; সেইজন্য সমতলে যদি তাপ হয় ৫০° এভারেস্ট শিখরে তখন তাপ হইবে প্রায় —১০° বা হিমাঙ্ক বিন্দু হইতে প্রায় ৪২° কম। আবহমণ্ডলের কয়েক মাইল উচ্চে উঠিলে আকাশ দিনমানেও অন্ধকার দেখায়, কারণ নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলে ধূলা (দ্রঃ) আছে বলিয়া সূর্যালোক দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উড়িবার চেষ্টা বেলুন আবিষ্কারের পর হইতে মানুষ করিতেছে। বিশেষ একপ্রকার বেলুনে করিয়া বেলজিয়ামের অধ্যাপক পিকার্ড ১৯৩১ সর্বপ্রথম ঊর্ধ্বাকাশে উঠেন। পরে সোভিএট বৈমানিক ৫৯,০০০ ফুট বা প্রায় ১১ মাইল উঠিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৫এ স্টিভেনসন ও আনডারসন্ বেলুনে করিয়া ৭২,০০০ ফুট উপরে উঠিয়াছিলেন। প্রায় ১৩½ মাইল এরোপ্লেন করিয়া ১৯৩৭এ ইংরেজ সমর-বৈমানিক লেফঃ আডাম ৫৩,৯৩৭ ফুট বা প্রায় ১০¼ মাঃ উপরে উড়িতে সক্ষম হন। (দ্রঃ বায়ু)

আবিষ্কার (Inventions)

বিজ্ঞান-জগতে গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে যেসব অভিনব আবিষ্কার হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে তৎপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি:—

১৭৬৪ হারগ্রীভস্ (Hargreaves)—স্পিনিং জেনি। ইহার সাহায্যে দশ থেই সুতা এক সঙ্গে তৈয়ারী হইল।

১৭৬৭ আর্করাইট (Arkwright) স্পিনিং কল।

১৭৭৩ ওয়াট (Watt) স্টীম ইন্‌জিন। কল কারখানা বাষ্প শক্তি বলে চালিত হইল।

১৭৭৫ বুশনেল (Bushnell) ডুবোজাহাজ। আমেরিকার স্বাধীনতা সময়ে মার্কিনরা সাব্‌মেরিন বা 'সাগর বৃশ্চিক' ব্যবহার করে।

১৭৮৩ মগলফিয়ের (Montgolfier) বেলুন। মানুষ সর্বপ্রথম আকাশে উড়িতে সক্ষম হইল।

১৭৯২ হুইটনী (Whitney) কটন্‌-জিন্। তুলা হইতে বীজ নিষ্কাষণ সহজ হওয়ায় তুলার চাষ বৃদ্ধি পায়।

১৮০৭ ফালটন (Fulton) স্টীম্ বোট। বাষ্পীয় পোত।

১৮০৯ হীদ্‌কট্ (Heathcot) লেস্ তৈয়ারীর যন্ত্র।

১৮১৭ বোনেন্‌বের্গার (Bohnenberger) জাইরোস্কোপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে এরোপ্লেন, জাহাজ না হেলিয়া চলিতে পারে।

১৮২৭ নীপসে (Niepce) ফোটোগ্রাফী।

১৮৩১ ম্যাক্‌করমিক (McCormic) শস্য কাটিবার কল।

১৮৩৩ স্টিফেনসন্ (Stephenson) চলা ইন্‌জিন (Locomotive engine)। যাত্রী ও মালপত্র চলাফেরার যুগান্তর আসে।

১৮৩৫ মর্স (Morse) টেলিগ্রাফ্।

১৮৩৭ ওয়াকার ও ফিলিপ্‌স্ (Walker & Philips)—দেশলাই। ইতিপূর্বে চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি প্রস্তুত করা হইত। (দ্রঃ ১৮৪৪)।

১৮৩৯ এরিকসন্ (Ericsson) স্ক্রু প্রোপেলার। জাহাজ চালাইবার জন্য প্যাড্‌ল্ ওর-(Padel oar) এর স্থানে প্রোপেলার ব্যবহৃত হইল। জাহাজের গতি বাড়িল।

,, ট্যালবট্ (Talbot) ফোটোগ্রাফী নেগেটিভ্। অসংখ্য ছবি তোলার পদ্ধতি হইল।

১৮৪০ গুডইয়ার (Goodyear) রবারের গঁদ ভলকানাইজ্ করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার। রবার শিল্পের সূত্রপাত।

১৮৪৩ থারবার (Thurber) প্রথম টাইপরাইটিং যন্ত্র। হাতের লেখার বদলে ইহার চল হইল (দ্রঃ ১৮৬৮)।

১৮৪৪ প্যাশ্ (Pash) সেফ্‌টি ম্যাচ বা দেশলাই।

১৮৪৬ হাউ (Howe) শেলাই-এর কল।

১৮৪৭ হো (Hoe) সিলিন্‌ডার প্রিন্টিং প্রেস্। ইহার ফলে রোটারি মেশিন তৈয়ারী হয়।

১৮৫১ মার্সার (Mercer) সূতাকে মাঃ পদ্ধতিতে উজ্জ্বল করা হয়। (Mercerised Cotton)

,, গুডইয়ার (Goodyear) রবারকে কঠিন পদার্থ করেন।

১৮৫২ গ্রুনেল (Grounelle) ইলেক্‌ট্রিক অটোমোবাইল্।

১৮৫৩ ওটিস্ (Otis) এলিভেটার। উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ সহজসাধ্য হয়। (দ্রঃ ১৮৮৭)

১৮৫৫ বুনসেন (Bunsen) বুনসেন বার্নার। গ্যাসের আলো জ্বালাইবার ভিত্তি হইল।

,, বেসেমার (Bessemer) ইস্পাত প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার।

,, মিশো (Michaux) বাইসাইকেল।

১৮৫৯ ড্রেক্ (Drake) কেরোসিনের জন্য মৃত্তিকা ভেদ করার যন্ত্রাদি প্রস্তুত।

১৮৬০ প্লান্‌টে (Plante) ইলেক্‌ট্রিক স্টোরেজ ব্যাটারি।

,, প্যাচিনোত্তি ও গ্রামে (Pacinotti & Gramme) ইলেক্‌ট্রিক মোটর।

কারে (Carre) কৃত্রিম বরফ-তৈয়ারীর কল।

১৮৬০ ম্যাকে (Makay) জুতাশেলাইএর কল আবিষ্কার।

১৮৬২ লুরম্যান (Lurman) পোর্টল্যানড্ সিমেন্ট।

,, ওহ্‌লার (Woehler) অ্যাসিটেলিন্ গ্যাস্।

১৮৬৫ থেভানন্ (Trevanon) রবার টায়ার।

১৮৬৬ ল্যাম্ব্ (Lamb) নিটিং মেশিন। গেঞ্জি মোজার কল।

১৮৬৭ মনিয়ার (Monier) Reinforced কন্‌ক্রীট্।

,, নোবেল্ (Nobel) ডিনামাইট্।

,, কেলভিন্ (Kelvin) Siphon-recorder.

লিস্‌টার (Lister) অ্যান্টিসেপ্‌টিক সার্জারি।

১৮৬৮ আলবুট (Albutt) ডাক্তারের থার্মোমিটর।

,, শোলেস্ (Sholes) টাইপরাইটার।

,, লকইআর (Lockyear) হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার।

১৮৬৯ ডু হরোন (Du Hauron) রঙীন ফোটোগ্রাফী।

,, ওয়েস্টিংহাউস্ (Westinghouse) এআর ব্রেক (air brake) রেলগাড়ীতে ব্যবহৃত হয়।

,, মেনডেলীফ (Mendeleev) পদার্থ সমূহের মধ্যে একটী নিয়ম দেখিতে পান (Periodic Law) ও কতকগুলি element আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী করেন।

১৮৭০ পাস্তুর (Pasteur)। রেশমগুটির পরাশ্রয়ী জীব আবিষ্কার করেন।

১৮৭১ হল (Hall) অটোমেটিক ব্লক-সিগনাল। রেলগাড়ীর চলাচল নিরাপদ হয়।

১৮৭২ ওটিস্ কোঃ (Otis Co.) হাইড্রোলিক এলিভেটর।

১৮৭৩ গ্রামে (Gramme) ইলেকট্রিক মোটর।

১৮৭৪ এডিসন্ (Edison) Quadruplex Telegraph

,, গ্লাইডেন (Gliden) Barbed wire কাঁটাতার।

১৮৭৬ ওটো (Otto) গ্যাস ইন্‌জিন।

,, বেল্ (Bell) টেলিফোন।

১৮৭৭ এডিসন (Edison) ফোনোগ্রাফ।

,, পাস্তুর ও কোখ্ (Pasteur & Koch) কতকগুলি ব্যাধির উৎপত্তি জীবাণু হইতে হয় এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

১৮৭৮ ব্রাশ্ (Brush) ইলেকট্রিক আর্ক ল্যাম্প।

,, এডিসন (Edison) Multiplex Telegraph—একই সময় অনেক স্থানে টেলিগ্রাম করা যায়।

১৮৭৯ সিমেন্স ও হাল্‌স্কে (Siemens & Halske) ইলেকট্রিক রেলওয়ে বা ট্রাম।

,, এডিসন্ (Edison) ইলেকট্রিক আলো; কার্বন ফিলামেণ্ট।

,, ক্লার্ক (Clerk) Two-cycle Gas Engine

১৮৮২ কোখ (Koch) যক্ষ্মা বা টিউবারকিউলোসিসের জীবাণুর সন্ধান পান।

১৮৮৩ ক্লেবস্ (Klebs) ডিপথেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার।

১৮৮৩ হ্যাড্‌ফিল্ড (Hadfield) ম্যাঙ্গানিস্ ইস্পাত প্রস্তুত।
১৮৮৪ পারসনস্ (Parsons) স্টীম টারবাইন।
,, মের্গেনথালের (Mergenthaler) লিনোটাইপ্।
,, ওয়েলস্বাখ (Welsbach) গ্যাস ম্যান্টেল।
১৮৮৫ পাস্তুর (Pasteur) খেপা কুকুরের কামড়ানোর ইন-অকিউলেশন আবিষ্কার।
১৮৮৬ টম্সন (Thomson) ইলেকট্রিক Welder
,, হল্ (Hall) ইলেকট্রোলেসিস্ পদ্ধতির দ্বারা আলুমিনিয়ম ধাতু নিষ্কাশিত করেন।
,, কাউলেস্ (Cowless) ইলেকট্রিক ফার্নেস (চুল্লি)।
১৮৮৭ ওটিস্ কো' (Otis Co.) ইলেকট্রিক এলিভেটর বা লিফ্ট্ (lift)। বাড়ীর উচ্চতা বাড়িবার সম্ভাবনা হইল।
,, ঈস্টম্যান (Eastman) ফোটোগ্রাফের ফিলম্।
,, এডিসন (Edison) চলচ্চিত্র।
,, বার্লিনার (Berliner) গ্রামোফোনের চাক্তি রেকড।
,, ম্যাক্আথার ও ফরেষ্ট (McArthur & Forest Bros) স্বর্ণচুর হইতে সাইনাইড্ পদ্ধতির দ্বারা সহজে স্বর্ণ নিষ্কাশন।
১৮৮৮ টেস্লা (Tesla) ইন্ডাকশন মোটর। গ্রামে (১৮৭৩) নির্মিত মোটর হইতে উন্নত।
,, হার্জ (Hertz) বৈদ্যুত তরঙ্গ আবিষ্কার। বেতার বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইল।
১৮৮৯ স্ট্রাউগার (Strowger) অটো-টেলিফোন।
,, ফেল্ট (Felt) হিসাবী-কল (Calculating Machine) ইহার সাহায্যে যোগ বিয়োগ, গুণ, ভাগ অতি সত্বর, সহজ ও নির্ভুল হইয়াছে।
১৮৯০ ডেমলার (Daimler) গ্যাসোলিন্ অটোমোবাইল।
,, লিলিএন্থাল (Lilienthal) গ্লাইডার। আকাশে উড়িবার বায়ু হইতে ভারি যন্ত্র।
,, ডান্‌লোপ্ (Dunlop) নিউম্যাটিক টায়ার বা বাতাস পাম্প করা টায়ার।
,, বেরিং (Behring) প্রভৃতি ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ বাহির করেন।
,, কিটাজাটো (Kitazato) ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক শ্‌নাইডার (Schneider) নিকেল-ইস্পাত।
১৮৯১ পিন্‌ৎশ্ (Pintsch) রেলগাড়ীতে গ্যাস আলো।
,, ডুরিয়া (Dureya) প্রথম মোটর গাড়ী।
১৮৯৩ ডিজেল (Diesel) অইল ইন্জিন।
,, বেন্জ ও ফোর্ড (Benj & Ford) মোটর গাড়ী।
,, আইভেস (Ives) হাফ্‌টোন ছবি।
,, এডিসন (Edison) Kinetescope। চলচ্চিত্রের সূত্রপাত।
১৮৯৪ কিটাজাটো (Kitazato) প্লেগের জীবাণু বাহির করেন।
১৮৯৫ মার্কনি (Marconi) বেতার টেলিগ্রাফ।
,, রন্টজেন (Rontgen) একস্-রে।
,, লিন্‌ডে (Linde) বায়ু তরলীকরণ (Liquid air)
,, নর্থ্রপ (Northrop) তাঁত-বয়ন শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টি করেন।
১৮৯৬ বেকেরেল (Becquerel) ইউরেনিয়ামে রেডিও-অ্যাক্টিভিটি লক্ষ্য করেন।
১৮৯৭ স্যর জে টমসন্ (Thomson) ইলেকট্রন আবিষ্কার।
১৮৯৮ ম্যাদাম ও প্রফেসর কুরি (Curie) রেডিয়াম আবিষ্কার।
১৮৯৯ মার্কনি (Marconi) ইংলিশ চ্যানেলের অপর পার হইতে প্রথম বেতার বার্তা পাঠান।
১৯০২ স্টোন (Stone) রেলগাড়ীর জন্য ইলেকট্রিক আলো।
১৯০৩ জাস্ট ও হ্যানাম্যান (Just & Hanaman) বিজলি বাতির জন্য টাংস্টান ফিলামেন্ট বা সুতা ব্যবহার।
,, রাইট্ ভ্রাতৃযুগল (Wright Brothers) এরোপ্লেন।
১৯০৫ ফুশে (Fouche) অটোজেনাস ওয়েল্‌ডার (অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিনযোগে ধাতুকে জোড়া দেওয়া)
১৯০৭ রবার্টস (Roberts) ক্যাটারপিলার ট্রাকটার।
১৯০৯ হুকপোকার বিরুদ্ধে অভিযান। উত্তরমেরু আবিষ্কার।
১৯১০ এরলিখ্ (Ehrlich) সালভারসন্ নামে উপদংশের ইনজেকশন চিকিৎসা ৬০৫ বার চেষ্টার পর কৃতকার্য হন। ইহার পর আরও উন্নতি হইয়াছে।
১৯১২ 'ভাইটামিনস্' শব্দ Funkএর দ্বারা সৃষ্ট
,, হিউইট (Hewitt) মার্কারি ভেপার আলো।
১৯১৩ দা'লবে (D'albe) Optophone এই যন্ত্র সাহায্যে আলোর তরঙ্গ শুনিতে পান।
১৯১৫ রিটম্যান্ (Rittman) গ্যাসোলিন সাফ করিবার পদ্ধতি।
,, বেল সি (Bell Ce) বেতার টেলিফোন।
,, আইনস্টাইন (Einstein) রিলেটিভিটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা।
১৯২০ ব্রড্‌কাষ্টিং আরম্ভ।
১৯২২ ব্যান্টিং (Banting) ইনসুলিন আবিষ্কার।
১৯২৮ রেডিও দ্বারা ফোটোগ্রাফী প্রেরণ।
১৯২৯ টেলিভিশনের ছবিতে রঙ দেখা গেল।
১৯৩১ রাইফ (Rife) অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বস্তুকে ব্যাসের ১৭,০০০ গুণ বড় করিয়া দেখিতে পান।

মধ্যযুগের আবিষ্কার। ১৪৫০ গুটেনবার্গ-মুদ্রাযন্ত্র। ১৪ শতক কাগজ ও বারুদ। তৎপূর্বে কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ১০ম শতকে বড় দেওয়াল ঘড়ি প্রথম তৈয়ারী হয়।

আবীর

অভ্রের ও শ্বেতসারের সহিত জাফরান ও অন্যান্য রঙ মিশ্রিত করিয়া হোলির সময় লোকে খেলে ; 'ফাগ'ও বলে। বর্ত্তমানে

ময়দার মধ্যে জারমান রঙ মিশাইয়া করা হয়। বকমের রঙ পূর্বে ব্যবহৃত হইত। (দ্রঃ বকম)

আবু

১৮২৮—৮৫) ফরাসী লেখক; জন্মস্থান লোরেন প্রদেশ; প্যারিস ও আথেন্সে শিক্ষালাভ করেন। বহু উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৮৪ ফরাসী একাডেমির সভ্য মনোনীত হন।

আবু ইয়ুসুফ (৭৩১—৭৯৮)

বোগদাদের কাজী; হারুণ অল রসিদের রাজত্বকালে প্রধান বিচারপতি আবু হানিফার ছাত্র। ইহার 'আদব-উল-কাজী' নামক গ্রন্থে শাসনকর্তার কর্তব্য আলোচিত হইয়াছে।

আবু ওয়াদা

হজরত মোহম্মদের সহচর; প্রথম খলিফা আবু বকরের সময়ে প্রধান সেনাপতি। গ্রীক সৈন্যের নিকট আরব সৈন্য পরাজিত হইলে ইহাকে বিচ্যুত করিয়া খালিদ্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষ করা হয়। ২য় খলিফা ওমরের সময়ে ফিলিস্তান ও সীরিয়া জয় করেন। সীরিয়ায় মহামারী প্লেগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আবু জাফর মোহম্মদ

১০ম শতকে বোগদাদের শিয়া পণ্ডিত; কথিত আছে ১৭২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। যথার্থ সময় নিরূপিত হয় নাই। ইহার পিতার নাম আলি ও পিতামহ বাবওয়াহি অলকুমি।

আবু নুবাস (৯৭৩—১০৫৭)

আরব কবি; আদিরস ও প্রেমের কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত। হারুণ অল রসিদের দরবারে থাকিতেন। তাঁহার কবিতা জার্মান ভাষায় ফন্‌ ক্রেমার অনুবাদ করেন (১৮৫৫)।

আবু বকর (৫৭২—৬৩৪)

হজরত মোহম্মদের শ্বশুর, আয়েসা বিবির পিতা। ইনি ইসলামের প্রথম খলিফা। ইহাকে হঃ মোহম্মদের জামাতা হঃ আলির দলের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। এ ছাড়া বহু নূতন গুরুর বিরুদ্ধে ও বিশেষভাবে মোসয়লিমদের সহিত লড়িতে হয়; গ্রীক বৈজয়ন্তীয়াম্‌ সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে পরাজিত করিয়া সীরিয়া অধিকার করেন; ইনি হঃ মোহম্মদের বাণী সংগ্রহ ও কোরান সম্পাদন করেন। ইহার সত্যবাদিতার জন্য হঃ মোহম্মদ ইহাকে 'সিদ্দিক' উপাধি দেন।

আবু মুশাহর (খৃঃ অঃ ৮৯৫)

আরব লেখক। জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার বাল্‌খ সহর। তাঁহার জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখানি বই মধ্যযুগে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি Albumazar নামে ইউরোপে পরিচিত ছিলেন।

আবু মুসা জাফর অল্‌ সুফী

৮ম-৯ম শতকের আরব রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভাবক। খোরাসানের তুস (Tus) নামক স্থানে জন্ম বলিয়া অনেকে মনে করেন। রসায়ন (অল্‌কিমি) সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়; কতকগুলি বই ১৬৬২ অব্দে লাতিন ভাষায় ও ১৬৭৮এ ইংরাজিতে অনূদিত হয়। ইউরোপে তিনি Geber নামে পরিচিত।

আবু মোসলেম (৮ম শতক)

আরব সেনাপতি; ৭৪৬ খোরাসানের শাসনকর্তা হন। ইহার সাহায্যে খলিফা পদ উমীয়া বংশ হইতে আব্বাসী বংশে আসে। আব্বাস বংশীয় ২য় খলিফা আবুজফর অল মনসুর (৭৫৪-৭৭৪) ইহাকে হত্যা করিয়া দেহ তাইগ্রীসে নিক্ষেপ করেন (৭৫৫ খৃঃ অঃ)

আবুল ইবন্‌ রোশেদ (Averroes ১১২৬-৯৮)

আরব দার্শনিক ও চিকিৎসক। স্পেনের কার্দোভায় জন্ম হয়। ইহার পিতা তথায় প্রধান কাজি ও মুফতি ছিলেন। সরকার হইতে রোশেদ নানা উচ্চপদ পান। ইনি আশারি সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করেন। মাঝে কিয়ৎকালের জন্য অন্-ইসলামিক মতাবলম্বী সন্দেহে গোঁড়াদের চক্রান্তে কার্যচ্যুত হন। এই সময়ে স্পেনে অল্‌মোহদ বংশীয় বিখ্যাত আবু ইয়ুসুফ ইয়াকুব (১১৮৪-৯৯) সুলতান। আরিস্তোতল ও প্লেটোর সর্বোৎকৃষ্ট টীকাকার। প্লেটোর Republicএর ভাষ্য মধ্যযুগে বিশেষ ভাবে পরিচিত। বহুগ্রন্থের লেখক। ১৫৬২ ভেনিস হইতে লাতিনে তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আবুল কালাম আজাদ

বর্তমান সময়ের অন্যতম কন্‌গ্রেস নেতা। পূর্বপুরুষরা যুক্ত প্রদেশবাসী ছিলেন। ইনি বাংলাদেশে আসিয়া বাস করেন। ১৯২২এ দিল্লীতে বিশেষ কংগ্রেসের সভাপতি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ইসলামিক শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি ভারতের বাহিরেও সম্মানিত ও সুপরিচিত।

আবুল ফজল (১৫৫১—১৬০২)

মুঘল বাদশাহ আকবরের অমাত্য। পিতা মুবারক; ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজী (দ্রঃ); জন্মস্থান আগ্রা। ২৩ বৎসর বয়সে রাজসভায় আসেন। ইনি সাম্প্রদায়িক ধর্মে অনাস্থাবান ছিলেন এবং ইঁহারই প্রভাবে আকবর 'দীন ইলাহি' ধর্ম প্রবর্তন করেন। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ 'আকবরনামা'

(আইন-ই-আকবরী)। সেলিমের (জাহাঙ্গীর) প্ররোচনায় নিহত হন ১৬০২।

আবুল ফরাজ (১২২৬—৮৬)
ইহুদী বংশীয় পণ্ডিত। যৌবনে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ও আলেপ্পোর বিশপ হন। বহু ভাষাবিদ্। 'বংশাবলীর ইতিহাস'-এ মুঘলদের ও চেংগিস-খাঁর ইতিহাস সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক পিকোক ১৬৬৩ অব্দে লাতিন অনুবাদ সহ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

আবুল ফিদা (১২৭৩—১৩৩১)
আরব জাতীয় রাজা ও লেখক। জন্মস্থান ডামাস্কাস। ক্রুজেদের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। মামেলুক সুলতান নাসির তাঁহাকে হামাহ্ দেশের স্বাধীন রাজা করিয়া দেন। ফিদা পণ্ডিত ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন; বিখ্যাত গ্রন্থ—বিশ্ব-ইতিহাস। ইহাতে ইস্লামের ইতিহাস বিশদভাবে আছে; উহা লাতিনে তর্জমা হইয়াছে (Reiske কৃত ও Adler সম্পাদিত; কোপেনহাগেন হইতে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত ১৭৮৯-৯৪।)

আবুল ফৈজী (১৫৪৬—১৫৯৫)
বিখ্যাত পারসিক কবি। আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ফৈজী নামেই খ্যাত।

আবুল মাআরি (৯৭৩—১০৫৭)
আরব কবি, লেখক ও বক্তা। আলেপ্পো, আন্তিয়োক, ত্রিপোলির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া উদার মত পোষণ করেন; নিরামিষ আহার ও শবদাহসম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল।

আবুল মাশার (৯ম শতক)
আরবীয় জ্যোতির্বিদ। খলিফা অল্‌মামুনের রাজত্বকালে ছিলেন; জন্মস্থান বল্‌ক বা বাহ্লিক। ইঁহার রচিত জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম কিতাব উল-উলুফ; ইহা কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। ৮৮৫এ মৃত্যু হয়।

আবু সীনা (Avicenna ৯৮০—১০৩৭)
আরব দার্শনিক। বোখারা জন্মস্থান। তখন বোখারা জ্ঞান ও বিদ্যার বিশেষ কেন্দ্র ছিল। আঃ বহু বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়া তথাকার উজির পর্যন্ত হন। ১২শ হইতে ১৭ শতক পর্যন্ত ইঁহার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিনের মাধ্যম দিয়া অধীত হইত। প্রায় ১০০ খানি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া শোনা যায়।

আবৃত্ত দশমিক (Recurring decimal)
যখন কোন ভগ্নাংশের 'হরে' ২ এবং ৫ ব্যতীত অন্য মৌলিক উৎপাদক থাকে, তখন ১০ কিংবা ১০এর কোন ঘাতে সেই হরের গুণিতক হইতে পারেনা। ১/৩কে দশমিকে পরিবর্তিত করিতে গেলে ·৩৩৩৩........ অনন্তকাল হইবে; অথবা ৩/১১কে দশমিক করিতে গেলে ·২৭ ২৭ ২৭......হইয়া চলিবে। এই সব ক্ষেত্রে ·৩̇ বা ·২̇৭̇ এইভাবে লিখিলে বুঝা যাইবে যে ঐ সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করিবে। এই দশমিক প্রণালীকে 'আবৃত্ত' বা 'পৌনঃপুনিক' দশমিক বলে।

আবেলার (Abelard)
দ্রঃ আবেলার্ড

আব্বাস ১ম (১৫৮৫—১৬২৮) পারস্যের শাহ্।
জন্ম ১৫৫৭। আকবরের ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। বৃটিশ দূত Anthony ও Shirley ইঁহার সভায় আসেন। বহুবার ইনি তুর্কীদের পরাজিত করেন। ইংরেজদের সাহায্যে পোর্তুগীজদের অরমুজ (Ormuz) হইতে তাড়ান। জাহাঙ্গীরের সময় কান্দাহার জয় করেন (১৬২২)। রাজধানী ইস্‌পাহান।

আব্বাস ২য় (১৬৪২—৬৬) পারস্যের শাহ্।
জন্ম ১৬৩০। ১৬৪৯ ইনি কান্দাহার জয় করেন। শাহজাহান তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দুইবার ও দারাকে একবার তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠান, কিন্তু উভয়েই অকৃতকার্য হন। তাঁহার সময় পারস্যের সমৃদ্ধির যুগ।

আব্বাস ৩য় (১৭৩২—৩৬) পারস্যের শাহ্।
সোফিবংশের শেষ রাজা। ৮ মাস বয়সে রাজা হন। তখন পারস্যের অত্যন্ত দুর্দশা ও সেই সুযোগে নাদির শাহের অভ্যুদয় হয়।

আব্বাস পাশা ১ম (১৮১৩—৫৪)
মিশরের খেদিব বা তুর্কীর প্রতিনিধি (১৮৪৮-৫৪)। ইনি মোহম্মদ আলির পৌত্র। তিনি অযোগ্য ছিলেন এবং নিহত হন।

আব্বাস পাশা ২য় (১৮৭৪—১৯২৩)
মিশরের খেদিব (১৮৯২-১৯১৪)। মিশরে ইংরেজদের প্রভুত্ব নষ্টের চেষ্টা করেন। মহাসমরের সময়ে ইংরেজকে সহায়তা করেন নাই বলিয়া ১৯১৪ ডিসেম্বরে সিংহাসনচ্যুত হন ও সেই সঙ্গে তুর্কীর খেদিবত্বর অবসান হয়। ইংরেজরা ইঁহার খুল্লতাত হোসেন কামাল পাশাকে 'সুলতান' উপাধি দিয়া রাজা করিয়া দেন। ভিয়েনায় আব্বাস পাশার মৃত্যু হয়।

আব্বাসী বংশ (৭৫০—১২৫৮)

আরবের শাসক বংশ। হজরত মোহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশের খলিফাগণ এই নামে পরিচিত। উম্মীয় বা ওমায়দ বংশীয় খলিফাদের পর এই বংশ বোগদাদে রাজত্ব করে (৭৫০—১২৫৮)। যুদ্ধে ওমায়দদের শেষ খলিফা মারবানকে বিনাশ করিয়া ইহারা খলিফা হন। ৩৭ জন খলিফা এই বংশ রাজত্ব করেন; তন্মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন হারুন অল রসিদ (৭৮৬ ৮০): অল্ মামুন প্রভৃতি। খলিফা অল মনসুর ৭৬২ বোগদাদ নির্মাণ করিয়া রাজধানী করেন। শেষ আব্বাসী খলিফা ১২৫৮ মুঘল সর্দার হুলাকু খাঁ কর্তৃক নিহত হন। আব্বাসীরা এশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া ১২৬১ হইতে ১৫১৭ পর্যন্ত মিশরে খলিফত্ব করেন (১৭ জন)।

আব্বাসী বংশের খলিফাদের তালিকা

	নাম	খৃঃ অঃ
১।	সাফাহ…আবদুল্লা আবুউল আব্বাস	৭৫০
২।	মনসুর…আবদুল্লা আবু জাফর	৭৫৪
৩।	মহ্দি মোহাম্মদ…আবদুল্লা	৭৭৫
৪।	হাজি মুসা…আবু মোহম্মদ	৭৮৫
৫।	রসিদ, হারুণউল্…আবু জাফর	৭৮৬
৬।	আমীন…মোঃ আবু আবদুল্লা	৮০৯
৭।	মামুন আবদুল্লা…আবুউল্ আব্বাস	৮১৩
৮।	মুতাসিম…মোহম্মদ আবু ঈশাক	৮৩৩
৯।	বাসিক…হারুন আবু জাফর	৮৪২
১০।	মুতাবক্কিল…জফর আবু-উল ফজল	৮৪৭
১১।	মুনতাসির…মোঃ আবু জাফর	৮৬১
১২।	মুসাতান…আহমদ আবুল আব্বাস	৮৬৭
১৩।	মুতাজ…মোহম্মদ আবু আবদুলা	৮৬৬
১৪।	মুহ্তাদি…মোহম্মদ আবু ঈশাক	৮৬৯
১৫।	মুতামিদ্দৌলা…আহমদ আবুল আব্বাস	৮৭০
১৬।	মুতাজিদ…আহমদ আবুল আব্বাস	৮৯২
১৭।	মুকতাফি…আলি আবুল মোহম্মদ	৯০২
১৮।	মকতাদির…জাফর আবুল ফজল	৯০৭
১৯।	কাহির…মোঃ আবু মনসুর	৯৩২
২০।	রাজি…মোঃ আবুল আব্বাস	৯৩৪
২১।	মুতাক্কি…ইব্রাহিম আবুল ঈশাক	৯৪০
২২।	মুস্তাকফি…আবদুল্লা আবুল কাসিম	৯৪৪
২৩।	মুতিত…ফজল আবুল কাসিম	৯৪৬
২৪।	আতাত বিল্লাহ্…আবদুল করিম আবুবকর	৯৭৪
২৫।	কাদির…আহমদ আবুল আব্বাস	৯৯১
২৬।	কায়েম…আবদুল্লা আবু জাফর	১০৩১
২৭।	মুকতাদি…আঃ করিম	১০৭৫
২৮।	মুসতাজির…আমেদ আঃ আব্বাস	১০৯৪
২৯।	মুসতারশিদ…ফজল আবু মনসুর	১১১৮
৩০।	রসিদ…মনসুর আবু জাফর	১১৩৪
৩১।	মুকতাফি…মোঃ আবু আবদুল্লা	১১৩৫
৩২।	মুসতানজিদ…ইয়ুসুফ আঃ মুজাফর	১১৬০
৩৩।	মুসতাজি…হাসান আবু মোহম্মদ	১১৭০
৩৪।	নাসির…আহমদ আঃ আব্বাস	১১৮০
৩৫।	জাহির…মোঃ আঃ নাসির	১২২৫
৩৬।	মুসতানসির…মনসুর আঃ জাফর	১২২৬
৩৭।	মুসতাসিম…আবদুল্লা অ. আহমদ	১২৪২

ইহার রাজত্বের শেষ বৎসর ১২৫৮ হুলাকু খাঁ বোগদাদ ধ্বংস করে। ইহার পর মিশরের কাইরোতে ১২৬১ খৃঃ অব্দ হইতে আব্বাসী বংশীয় খলিফারা রাজত্ব করেন। ১৫ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত তাহারা তথায় রাজত্ব করেন।

আব্রাহাম (খৃঃ পূঃ ২০০০)

ইহুদী জাতির আদি প্রজাপতি। ইহুদী বাইবেলে বিস্তৃত কাহিনী আছে। আরবীতে শব্দটি ইব্রাহিম।

আব্রাহাম লিনকলন্

(দ্রঃ লিনকলন্)

আব্রুজি (Abruzzi, Lugi ১৮৭৩—১৯৩৩)

ইতালিয়ান দেশ-আবিষ্কারক। জন্মস্থান মাদ্রিদ্ (১৮৭৩)। ১৮৯৭ আলাস্কার পর্বত এলিস ও ১৯০৯এ হিমালয়ের ২৫,০০০ ফিট আরোহণ করেন। উত্তর মেরু অভিযানের নেতা (১৮৯৯—১৯০০); মহাযুদ্ধের সময় দুই বৎসর নৌ-বাহিনীর প্রধান। ১৯৩৩এ মৃত্যু হয়।

আভীর

চলিত ভাষায় আহীর নামে পরিচিত। বিহার, ছোটনাগপুর, ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে এই উপজাতি বাস করে। কেহ কেহ অনুমান করেন বাংলা দেশের গোয়ালারা আহীরদেরই বংশধর; এককালে এই আহীর গোপরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিল। উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানে ইহারা অত্যন্ত হীন অবস্থায় থাকে; ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ ধারণার অভাবহেতু সহজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; ইহাদিগকে গদ্দী বা ঘোসী বলে।… পৌরাণিক মতে আভীররা ম্লেচ্ছ জাতীয়; তাহারা অনার্য বটে, কিন্তু পরে আর্য-সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্বে কৃষ্ণা ও গোদাবরী তীরে বহু আভীর বাস করিত; সিন্ধু ও যমুনার তীরেও ইহাদের বাস ছিল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত আভীরদের ইতিহাস যুক্ত আছে। বোধহয় তিনি এই আভীরদের মধ্যে বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন।

আম (Mucous)

অন্ত্রের মধ্যে যে আবরণ থাকে তাহাতে এক প্রকার ঝিল্লী

(Mucous membrane) আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা *অন্ত্র মধ্যস্থিত পক্ব খাদ্যাংশকে সহজভাবে চলিতে সাহায্য করে* (lubrication)। অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রদাহ বা ক্ষত হইলে কোন কোন স্থানে ঐ রস অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া মলের সহিত বাহির হয়। অন্ত্রের কঠিনতর ব্যাধিতে ঝিল্লী ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মলের সঙ্গে নির্গত হয়। আম দেখিতে শাদাটে গঁদের আঠার মতন।

আম, আম্র (Mangifera Indica)

সুপরিচিত ফল। পঞ্জাবের উত্তরাংশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র এই গাছ স্বভাবজাত; মানুষের চেষ্টায় ইহার বাগান হইয়াছে। বোম্বাই, মালদহ, সুন্দর সা, গোপালভোগ, বৃন্দাবনী, লেংড়া, ফজলী প্রভৃতি অসংখ্য জাতের আম আছে; মালদহর ও মুর্শিদাবাদের আমকলমের চাষ বিখ্যাত। মুর্শিঃ নবাবের বাগানে বহু রকম গাছ আছে। মান্দ্রাজেও আম প্রচুর। লহানে আমগাছ, নেপাল, সিকিম, খাসিয়া ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের অরণ্যে পাওয়া যায়। বাগানেও চাষ হইতেছে। কাঁচা আমের চির শুকাইয়া আমশি হয়; গুঁড়াইয়া মশলাদির সঙ্গে রাখিলে হয় আমচুর। বহুবিধ চাটনি হয়। পাকা আমের রস থালায় বা চাটাইতে শুকাইয়া আমসত্ব হয়। বর্তমানে বিলাতে পাকা আম রপ্তানী হইতেছে। আমের বাগান ভাল করিয়া করিতে পারিলে লাভের ব্যবসায়। ঔষধাদিতে আমের নানারূপ ব্যবহার আছে। আমের আটা পা-ফাটার ঔষধ। আমপাতা মঙ্গল চিহ্ন। আমের তক্তা বা পাটায় দরজা জানালার কপাটাদি হয়।

আম আদা, আম্র হরিদ্রা (Mango-ginger; Curcuma amada).

হরিদ্রাদি বর্গের মূল শাক। হলুদ গাছের মত গাছ, কিন্তু আকারে বড়; মাটির নিম্নস্থ হলুদ বা আদা দেখিতে আপীত; অপক্ব আম আদা আম্রগন্ধী। রন্ধনাদি কার্যে ইহা লাগে। ইহার মধ্যে এক প্রকার তৈল আছে। (দ্রঃ যোগেশ, Chopra 480)।

আমড়া ফল, অম্রাতক (Indian hogplum, Spondias mangifera).

ফলের গাছ। পাতায় ৪—৬ জোড়া পর্ণ। ফল অম্লস্বাদ; আঁটিতে ২—৫ কোষ। গাছ বড় হয়, গ্রামে প্রায় দেখা যায়। বিলাতী আমড়ার (S. dulcis) পাতায় ৬—৮ জোড়া পর্ণ। পাতার ধার কাটা কাটা। ইহাতে শাঁস বেশি করিয়া থাকে। ফলের স্বাদ অম্ল মধুর। পলিনেশিয়ান দেশের গাছ। ভিক্ষায় আমড়া অ-যাত্রা। আমাশয়ের ক্ষতের একটি ঔষধ। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 530)

আমদানী (Import)

(বাণিজ্য দ্রঃ) বিদেশ হইতে মালপত্র নিজ দেশে আনাকে আমদানী বলে ও বিদেশে মাল পাঠানোকে রপ্তানী বলে। ভারতবর্ষ পূর্বে শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানী করিত; পোর্তুগীজ, ডাচ্, ফরাসী ও ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোং-রা এই কার্য করিত। ইংরেজের শিল্পোন্নতির ফলে ১৯ শতক হইতে ভারতে বিলাতী মালের আমদানী—বিশেষ করিয়া বস্ত্রাদির আমদানী সুরু হয়। সুয়েজ খাল কাটা, ভারতে রেলপথের প্রসার আমদানী-বাণিজ্যে সহায়তা করিয়াছে। আমদানী মালের উপর শুল্ক বা কর ধার্য করা হয়; ইহাকে 'কাস্‌টমস্ ডিউটি' বলে। ১৯৩২এর অটোয়া চুক্তি অনুসারে ১৯৩৬ পর্যন্ত বৃটীশ ও বৃঃ সাম্রাজ্য জাত দ্রব্য ভারতে অপেক্ষাকৃত কম শুল্কে আসিত। শিল্প-প্রধান জাতিরা বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানী করে; এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানীর উপর শুল্ক নগণ্য। ভারতে আমদানী বিদেশী সামগ্রীর মূল্য ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত গড়ে বৎসরে ৫৯·৭৫ কোটি টাকা; ১৮৯২ হইতে ১৯০১ পর্যন্ত গড়ে ৭১·৪০ কোটি টাকা ছিল। মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩—১৪ এ ছিল ১৯১·৩১ কোটি টাকা। ১৯২৫ —২৬ এ ২৫৩·৩৬ কোটি। ১৯৩১—৩২এ ১২৬·৩৭ কোটি; ১৯৩৫—৩৬এ হয় ১৩৪,৩৭,৪০,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য ২৭,৮৯,৬২,০০০৲ টাকা বা মোট আমদানী মূল্যের শতকরা ২০·৭৬%। ১৯০১ ভারতে আমদানী বাণিজ্যে প্রথম দশটি দেশের মধ্যে বৃটীশ ছিল প্রথম—জাপানের নাম ছিল না; ১৯২১-২২এ জাপানের স্থান ৪র্থ; ১৯৩১-৩২ এ জাপান দ্বিতীয়।

আমদানী শুল্ক (Customs duty)

বৃটীশ শাসন যুগে বাজেটে ঘাটতি বা বাড়তির উপর ভারতবর্ষে আঃ শুঃ কমিবেশি নির্ভর করিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর মূল্যের উপর শতকরা ৫% ছিল; তারপর কখনো ১০% কখনো ২০% শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল; অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষের চেয়ে বিলাসের উপর শুল্ক বরাবর বেশি ধরা হইত। ১৮৭৫ এ ৫% পুনরায় করা হয়। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য নীতির পোষকগণ এবং ম্যানচেস্টার কাপড়ের কলের মালিকগণের তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৮৮২তে আঃ শুঃ উঠিয়া যায়। এই সময়ে ভারতীয় বয়নশিল্প বিলাতী কাপড়ের কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সুরু করিয়াছিল বলিয়া এই শুল্ক রদ হয়। কিন্তু সোনারূপার বিনিময়ের বাজারে দরের ওঠা-নামা হওয়ায় ভারত সরকারের আয় ঘাটতি হইতে লাগিল; সুতরাং ১৮৯৪ অব্দে পুনরায় শতকরা ৫% শুল্ক ধার্য করা হইল। মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬—১৭ শুল্কেয় পণ্যের তালিকা ও হারের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়; ফলে গভর্নমেন্টের আয় প্রচুর বাড়িল। বাজেটে ঘাটতি পড়ায় ১৯২১-২২এ পুনরায় শুল্ক হার বৃদ্ধি

করিতে হইল। শুল্ক হইতে ভারত গভনমেণ্টের আয় ১৯৩৭-৩৮এ ছিল ৪৯.৭৬ কোটি টাকা। ১৮৯৭-৯৮এ এই আয় ছিল ৪.৫৫ কোটি টাকা বৎসরে ৪৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। ...দেশের কতকগুলি শিল্পের উন্নতি হওয়ায় ঐসব সামগ্রীর আমদানী বিদেশ হইতে কমিয়াছে; ইহার ফলে ভারত সরকারে শুল্ক-আয় কমিয়াছে; এই আয় ঠিক রাখিবার জন্য স্থানীয় ঐসব শিল্পের উপর কর বসাইবার জন্য এক আইন করা হইয়াছে।

আমবাত রোগ (Urticaria)
গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন ফুলিয়া উঠে সেইরূপ শরীরের স্থানে স্থানে চক্রাকারে ফোলে (Nettle-rash)। মাছ, শামুক, জাম, পনীরাদি কতকগুলি খাদ্য হজম না হইলে এই রোগ হয় বলিয়া অনুমান। গা চুলকাইয়া গোটা গোটা হয়।

আমবেদকর, ভীমরাও রামজী, Ph. D., D. Sc.
বোম্বাইএর অনুন্নত সমাজের নেতা। জন্ম ১৮৯৩। মাহার নামে জাতিতে জন্ম। বড়োদার মহারাজার বৃত্তি পাইয়া আমেরিকায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পান। লণ্ডনে এক বৎসর গবেষণা করেন। ১৯১৭এ দেশে ফিরিয়া অনুন্নত সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। গোলটেবিলের সদস্য ১৯৩০-৩২; জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটির সদস্য ১৯৩২। হিন্দু সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য তাঁহার আন্দোলন অনেকখানি দায়ী।

আমরক্ত (Colitis, Dysentery)
বৃহতঅন্ত্রের ক্ষত। পেটে বেদনা, মলত্যাগ কালে কুন্থন ও শাদা আম বা আমসহ রক্তভেদ, এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ। ক্ষুধামান্দ্য, বমন ও বমনেচ্ছা, নাভির পাশে বেদনা, তরল ভেদ, জ্বর প্রভৃতি দিয়া আরম্ভ হয়। চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা প্রয়োজন। এক প্রকার জীবাণু (bacilli) রোগের কারণ; দুষিত খাদ্য পানীয়াদি ব্যবহারের দ্বারা দুর্বলীকৃত দেহকে এই জীবাণু সহজে আশ্রয় করে।

আমরুল, (Oxalis corniculata)
অম্লিকা। অম্লরসযুক্ত ছোট শাক; পাতায় তিনটি করিয়া পর্ণ, ফুল পীতবর্ণ; রাত্রে পাতা মুদিয়া যায়। তাম্রাদির উপর ঘসিলে ধাতু উজ্জ্বল হয়। কচি পাতা লোকে খায় শুনিয়াছি।

আমলকী, ধাত্রীফল (Phyllanthus emblica)
পত্রত্যাগী অরণ্য তরু, বাগানে রোপিত হয়। পাতা তেঁতুলের পাতার মতন। ছোট পীতবর্ণ পুষ্প হয়। ফল মাংসল, প্রায় গোল, ষট্নালীযুক্ত; অম্লকষায় স্বাদ, ত্রিকোষযুক্ত। কাঁচা ফলে হরীতকীর তুল্য কষায় রস (tannin) আছে; পাকা ফলে ঈষৎ কম থাকে। পাতা ও ছালেও কষায় রস আছে। রঙ করিতে কাজে লাগিতে পারে। কবিরাজী চিকিৎসার প্রচুর ব্যবহার হয়; বীরভূমে মোরব্বা হয়। আমলকী খণ্ড নামে খাদ্য ঔষধ, শ্বাস কাশাদি রোগে উপকারী।

আমলা, ভুঁই আমলা (P. Niruri)
বর্ষায় ক্ষুদ্র শাক বিশেষ; পাতা ফুল আমলকী সদৃশ (যোগেশ)।

আমহার্স্ট (Amherst, William Pitt)
(১৭৭৩-১৮৫৭)
ইংরেজ লর্ড ও রাষ্ট্রনীতিক। ১৮০৬এ চীনে রাজদূত হইয়া প্রেরিত হন; কিন্তু ইংরেজের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা চীনাসম্রাটের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন নাই। ভারতের বড়লাট (১৮২৩-২৮)। ইঁহার সময়ে ১ম বর্মা যুদ্ধ হয় ও ইয়ান্দাবুর সন্ধির ফলে ইংরেজরা আসাম, আরাকান, টেনাসরিম প্রদেশ ও বর্মা রাজার নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ বাবদ ১ কোটি টাকা লাভ করেন (১৮২৬)। এই জন্য ইঁনি আর্ল অব্ আরাকান উপাধি পান। ইঁহার সময়ে শিমলা শৈলে গভর্নর-জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার নামানুসারে কলিকাতার আঃ স্ট্রীট্ ও বর্মার একটি শহর হইয়াছে। ভরতপুর (দ্রঃ) যুদ্ধ ইঁহার সময়ে (১৮২৬) হয়।

আমানুল্লা (১৮৯২)
আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব আমীর। আমীর হবিবুল্লার পুত্র; ১৯১৮এ আমীর হঃ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরুল্লা অল্পকালের জন্য আমীর হন ও তৎপরে ১৯১৯এ আমানুল্লা আফগানিস্থানের আমীর হন ও ১৯২৬এ king উপাধি ধারণ করেন। ইঁহার রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই ইংরেজদের সহিত তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয় (১৯১৯-২০)। এই যুদ্ধের ফলে আফগানিস্থান বৃটিশ আধিপত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। ১৯২৮এ সস্ত্রীক (রাণী সৌরিয়াকে বিবাহ ১৯১৪) ইউরোপ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া বহু পাশ্চাত্য ধরণ ধারণ দেশে প্রবর্তন করেন। কিন্তু উপজাতিরা বিদ্রোহী হয় ও তিনি রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন (১৯২৯)। (দ্রঃ আফগানিস্থান)

আমাশয় (Stomach)
পৌষ্টিক নালীর (alimentary canal) ইহা একটি অংশ, দেখিতে ভিস্তির মত ফাপা। ইহার দুইটী মুখ; এক মুখ দিয়া ইহাতে অন্ননালীর খাদ্য প্রবেশ করে (আগমদ্বার cardiac orifice); আর এক মুখদিয়া খাদ্য ক্ষুদ্রঅন্ত্রের দিকে চলিয়া

যায় (নিগমদ্বার pylorus)। বুকের নীচে কড়ার ১ ইঞ্চি নিম্ন হইতে আরম্ভ ও নীচের দিকে ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত ; বাম হইতে ডান দিক পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে লম্বমান। ইহার ভিতরের দিকে ঝিল্লীর আবরণী আছে ও ঝিল্লীগাত্রে বহু ক্ষুদ্র গণ্ড (gland) আছে; সেগুলি হইতে পাচকরস (gastric juice) ক্ষরিত হয়। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে ১ ঘণ্টা বা ততোধিক কিছু কাল থাকে। খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণমাত্রেই এই রস ঝরিতে থাকে এবং খাদ্য পৌঁছাইলে ৫ মিনিটের মধ্যে ঐ রস প্রচুর পড়িতে থাকে। (দ্রঃ পাচক রস) আমাশয়ে খাদ্য হজম হয় না ; এখানে খাদ্যর কোন অংশই শরীর মধ্যে শোণিতে পরিণত হয় না।

আমাশয়ের ক্ষত (Ulcer of the Stomach)

আমাশয় বলিতে পাকস্থলী বুঝায়। পাকস্থলীতে আহারের পর বেদনা এবং বমনান্তে উপশম হইলে বুঝিবে উহার ভিতর ক্ষত হইয়াছে ; মলসঞ্চয় প্রভৃতি বহু কারণে উহা হয়। আমরা যাহাকে 'আমাশা' বা 'রক্তামাশা' বলি, তাহা Dysentery ; উহা বৃহদন্ত্রের প্রদাহযুক্ত ক্ষত। মলত্যাগ কালে কোঁথ দিলে শাদা 'আম' বা রক্ত মিশ্রিত 'আম' পড়ে। (দ্রঃ আমরক্ত)

আমিত্রোখদেস্ (Amitrochades)

সংস্কৃত—অমিত্রঘাত, বিন্দুসার রাজার উপনাম।

আমিন চাঁদ

(দ্রঃ উমিচাঁদ)

আমির আলি, সৈয়দ (১৮৪৮ —১৯২৯)

বাঙালী মুসলমান ব্যারিস্টার, বিচারপতি, ঐতিহাসিক। জন্মস্থান চুঁচড়া, হুগলী। ১৮৬৭ এম. এ. পাশ করিয়া স্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন। ১৮৮৩ হইতে পুনরায় ব্যারিঃ করেন। ১৮৯০—১৯০৪ পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর বিলাতে বাস করেন। প্রিভিকৌন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য। ১৮৮৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Tagore law বক্তৃতা দেন ; বক্তৃতার বিষয় ছিল : The Law relating to gifts, trusts and Testamentary disposition among the Mohamedans. অন্যান্য গ্রন্থের নাম, The Spirit of Islam. History of the Saracens. Life and Teachings of Mohammad. Mohamedan Law ইত্যাদি।

আমির খাঁ

রাজপুতানা-টংক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আফগান জাতীয় সলরজাই উপজাতির লোক। মোরাদাবাদে জন্ম হয় (১৭৭৬) ; পিতা হায়াত খাঁ সামান্য ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। আমির ১৭৯৮—১৮০৬ পর্যন্ত হোলকার যশোবন্ত রাওর সৈন্যবিভাগে কাজ করেন ও টংক প্রদেশ জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হন। যশোবন্ত-রাও পাগল হইয়া গেলে আমির খাঁ প্রভুর রাজ্য গ্রাসের চেষ্টা করে ; ব্যর্থ হইয়া যোধপুর ও মারবার রাজ্যে সৈন্য বিভাগে ঢুকিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যোধপুর-রাজাকে হত্যা করে। অতঃপর পিণ্ডারী সর্দার করিম খাঁর ২৫ হাজার সৈন্যের সহিত নিজের ৪০ হাজার সৈন্য যোগ করিয়া দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়। লর্ড ময়রা ও হেস্টিংস পিণ্ডারীদের দমন করেন বটে, কিন্তু আমীর খাকে টংকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লন (১৮১৮)। ইহারই বংশধরগণ বর্তমান টংকের নবাব (দ্রঃ টংক)

আমীর খশরু

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের (১২৬৬-৮৬) সভাকবি ; আলাউদ্দীন খিলজীর সময়েও (১২৯৬-১৩১৬) ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি দরবেশ অলদীন আউলিয়ার শিষ্য। Qiranus—Sadain নামক কাব্যে বাংলার শাসনকর্তা বুগরা খাঁ ও তাঁহার পুত্র বাদশাহ কৈকবাদের মিলনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (১২৮৭ খৃঃ অঃ)।

আমেনহেতেপ (Amenhetep)

মিশরের রাজা বা ফেরোয়া। ১৮শ বংশে এই নামে ৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। ২য় আঃ র রানীর কবর থীবস নগরীতে ১৯২০ অব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৩য় আঃ নিউবিয়া হইতে ইউফ্রাটিস্ নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ৪র্থ আঃ ইতিহাসে আখেনাতন নামে খ্যাত। ইনি মিশরে একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন।

আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucci

১৪৫১-১৫১২)। স্পেন সরকারের নাবিক। জন্ম ইতালীর ফ্লোরেন্সে। ইনি কলম্বাসের জাহাজে কয়েকবার খাদ্যাদি সরবরাহ করেন। ৫০ বৎসর বয়সে হোজেদা নামে অধ্যক্ষের অধীন কলম্বাসের পথে গিয়া দঃ আমেরিকায় পৌঁছান ও বর্তমান ভেনেজুয়েলা দেশের উত্তরাংশ আবিষ্কার করেন। দেশে ফিরিয়া ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে কতকগুলি পত্র প্রকাশ করায় লোকে তাঁহার নবাবিষ্কৃত দেশকে 'আমেরিগোর দেশ' নামে অভিহিত করে। সেই হইতে উভয় মহাদেশ 'আমেরিকা' নামে খ্যাত হয়।

আয়, বাংলা গভর্নমেণ্টের

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা		হাজার টাকা
১৮৮০ } ১৮৯০ }	গড়ে	৪,৯১,৯৩,
১৮৯০ } ১৯০০ }	"	৪,৭৪,০৩,
১৯০১	"	৪,৮১,৬১,
১৯০৪	"	৬,৩৪,২০,

বর্তমান বঙ্গদেশের—	হাজার টাকা
১৯১২-১৩ „	৭,১৬,১৫,
১৯২০-২১ „	৮,৬১,৩৯,
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর—	
১৯২১-২২	৯,৮৭,৮২,
১৯৩১-৩২	১১,৮৬,৯০,
১৯৩৩-৩৪	১৩,৩০,৬২,
নূতন এক্টের পর—	
১৯৩৬-৩৭	১৩,১২,৪৫,

আয়, ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক

দাদাভাই নৌরজীর হিসাব—	১৮৭০ অব্দে	২০৲
অ্যাটিকিনসন্—	১৮৭৫ „	২৫৲
স্যর ডেভিড বারবুর—	১৮৮১ „	২৭৲
ডিগবী—	১৮৯৮ „	১৮৷/০
লর্ড কর্জন—	১৯০০ „	৬০৲
ডিগবী—	১৯০০ „	১৭৷০
অধ্যাপক ওয়াডিয়া ও জোশী—	১৯১৩ „	৪৪৷/৬
শাহ ও খাম্বাটা—১৯১৯—২০		৬৭৲
ফিন্‌ডলে শিরাজ—১৯২১		১০৭৲
ঐ	১৯২২	১১৬৲

আয়কর (Income-Tax)

গভর্নমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ইংল্যানডে ১৭৯৯ অব্দে সর্বপ্রথম মন্ত্রী পিট্ লোকের আয়ের উপর অস্থায়ীরূপে একটা কর বসান। ১৮১৫ হইতে টেক্স বন্ধ হয়। তারপর ১৮৪২ হইতে পুনরায় প্রবর্তিত হয় ও সেই হইতেই চলিতেছে। ভারতবর্ষে ১৮৬১ সালে ২০০৲ টাকার উপর সকল প্রকার আয়ের উপর কর ধার্য হয়; পরে কৃষির আয়ের উপর কর বাদ যায়। ১৮৭২এ হয় ৫০০৲ আয়ের উপর আয়কর। গত ৭৫ বৎসরের মধ্যে আয়করের হার ও সর্বনিম্ন করদেয় (taxable) আয়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর ধরা হয়। ইহাকে (Super-Tax) সুপার ট্যাক্স বলে। ভারতে বর্তমান ২০০০ টাকার আয়ের উপর আয়কর লওয়া হয়। ১৯০১এ ভারতের আয়কর ছিল ১'৯৪ লক্ষ; ১৯৩১ এ ১৭'৪৮ কোটি। ১৯৩৬—৩৭এ কমিয়া ১৫'৬৮ কোটি টাকা হয়। আয়কর কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নিজস্ব আয়। প্রাদেশিক গভঃ ইহার কোন অংশ পাইত না। ১৯৩৭ হইতে প্রাদেশিক গভঃ কিছু অংশ পাইতেছে। বাঙলাদেশের আয়কর ১৮৮৬ অব্দে ৩৭,৫০ লক্ষ ছিল; ১৯২৯—৩০এ ৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। আয়করের সর্বনিম্নহার টাকায় দুই পয়সা, সর্বউচ্চহার টাকায় ।৶১০ আনা। (দ্রঃ ইনকাম ট্যাক্স)

আয়কর, ভারতের

	হাজার টাকা
১৮৮৬	১,২৮,০০,
১৮৯০	১,৫৭,০০,
১৯০০	১,৯৪,০০,
১৯১১-১২	২,৪৯,৯৯,
১৯১৩-১৪	২,৯২,৫৩,
মহাযুদ্ধের পর—(সুপার ট্যাক্সসমেত)	
১৯২১-২২	১৮,৭৪,১৩,
১৯৩১-৩২	১৭,৪৮,৭৩,
১৯৩৪-৩৫	১৭,৫১,৮৭,
১৯৩৫-৩৬	২২,০৪,৭৫,

আয়কর, বিভিন্ন প্রদেশের (১৯৩৪—৩৫)

প্রদেশ	হাজার টাকা
বোম্বাই	৩,৭৭,৮৯,
বঙ্গদেশ	২,৬৬,৭৩,
মধ্যভারত	১,৮৬,৮৭,
মাদ্রাজ	১,৪৭,৭৫,
যুক্তপ্রদেশ	১,১০,০৫,
বর্মা	১,০৭,৭২,
পঞ্জাব	৮৪,৯৯,
বিহার—উড়িষ্যা	৫৬,৭৫,
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৩,৯২,
আসাম	৩৪,৬৪,
দিল্লী	৩২,৬৪,
উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ	১০ ৮৮

আয়কর প্রদান করে কয়জন

২০০০৲ আয়ের উপর আয়কর দেয় এমন লোকের অনুপাত—বোম্বাই-এ ৩৯৭ জনে ১ জন : পঞ্জাব ও দিল্লী ৯১৫ জনে ১ ; বর্মা ১১১৬ জনে ১ ; মাদ্রাজ ১২১২ জনে ১ ; আসাম ১২৯২ জনে ১ ; উঃ-পঃ-সীমান্ত ১৯৮৩ জনে ১ ; বঙ্গদেশ ১৯৮৮ জনে ১ ; মধ্যপ্রদেশ ২০১৭ জনে ১ ; বিহার-উড়িষ্যায় ৩৮৯৭ জনে ১।

আয়তক্ষেত্র (Rectangle) জ্যাঃ সংজ্ঞা।

যে সামান্তরিকের (দ্রঃ) সকল কোণ সমকোণ, তাহাকে আয়ত ক্ষেত্র বা সংক্ষেপে আয়ত বলে। বর্গক্ষেত্রের (square) সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ইহার সকল বাহু সমান নহে।

আয়তন, ক্ষেত্র (Size, Dimension)

বাস্তব জগতে আমরা যেসকল পদার্থ দেখিতে পাই উহারা সকলেই স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের দৈর্ঘ্য (Length) প্রস্থ (Breadth), এবং উচ্চতা বা বেধ (Height

বা Thickness) আছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ— ইহাদের প্রত্যেককে একটি আয়তন বা মাত্রা (Dimension) বলে। যথা একখানি ইট তিন আয়তন বা মাত্রাবিশিষ্ট।

আয়তন (Area)

কোন সমতল ক্ষেত্রের বর্গফলকে আয়তন বলে। আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রর দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = আয়তন। যথা, ৫ ফুট দৈঃ × ৪ ফুট প্র = ২০ বর্গ ফুট (Square foot)।

বৃত্তের আয়তন = (ব্যাসার্ধ)² × ২২/৭। যথা, ৪ ফুট ব্যাস বৃত্তের আয়তন কত ? ব্যাসার্ধ ২ ফুট, অতএব (২)² × ২২/৭ = ৪ × ২২/৭ = ১২·৪১১৫। সামান্তরিকক্ষেত্রর আয়তন = ভূমি (base) × অভিলম্ব (altitude)।

আয়ন বায়ু (Trade winds) ভৌঃ সংজ্ঞা।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে অত্যধিক উত্তাপবশত নিম্ন-চাপের সৃষ্টি হয়, এবং কর্কট ও মকর ক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানে উচ্চ-চাপের সৃষ্টি হয়। উচ্চ চাপ-স্থান হইতে বায়ু নিম্ন চাপ-স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়; সেইজন্য কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চ-চাপের স্থান হইতে নিরক্ষীয় নিম্ন-চাপের স্থানের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ দিকে ও দঃ গোলার্ধে বামদিকে হেলিয়া বহে; এই দুই বায়ু প্রবাহকে উ-পূ-আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু ও দ-পূ আয়ন বায়ু বলে। -মধ্যযুগে ইউরোপ হইতে বাণিজ্যের জন্য আমেরিকার নিরক্ষবৃত্ত মণ্ডলে যাইবার সময়ে এই বায়ুর সাহায্যে জাহাজ যাইত।

আয়না, আরশি (Mirror)

কাচের পিছনে পারদের প্রলেপ দেওয়া থাকিলে তাহাতে বাহিরের ছবি যথাযথ বর্ণ ও আকারে প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন কালে রৌপ্য ও পালিশকরা ধাতু দর্পণের কাজ করিত। ভারতবর্ষে বর্তমানে বহুলক্ষ টাকার দর্পণের কাচ ইউরোপ ও জাপান হইতে আমদানী হয়। ভেনিসে সর্বপ্রথম কাঁচের আয়না প্রস্তুত হয়।

আয়ব্যয় (Finance)

গভর্নমেণ্ট পরিচালনার জন্য অর্থর প্রয়োজন (আয়); কারণ দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শাসন, শিক্ষা, শিল্পোন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় এজন্য প্রত্যেক গভর্নমেণ্ট প্রজাদের উপর নানাভাবে কর ধায করে। এই কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হইতে পারে (direct, indirect)। আয়কর প্রত্যক্ষ; লবণ কর, মদ্যর উপর একসাইজ কর পরোক্ষ; কারণ পরোক্ষ করগুলি দেওয়ার সময়ে ক্রেতা জানেনা যে সে ট্যাক্স দিতেছে। ভূমি-রাজস্ব, শুল্ক (Customs duty), আবগারী, আয়কর প্রভৃতি হইতেছে প্রধান আয়ের কোঠা। এই সব কোঠায় প্রতিবৎসর আয় কত হইবে এবং কিভাবে তাহা ব্যয়িত হইবে, সে-বিষয়ে বিস্তৃত আনুমানিক হিসাব অর্থ-সচিব রাষ্ট্র-সভায় বা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। এই খশড়া হিসাবকে বাজেট (Budget) বলে। বাজেটে আয় ও ব্যয়ের কোঠায় দেখানো হয় কোন্ কোন্ বিষয়ের আয় কত ও কোন্ কোন্ কাজে কত খরচ। আয়ব্যয় (Finance) বিভাগের হিসাব রক্ষককে Accountant General বলে। তিনি সমস্ত হিসাবের পরীক্ষক এবং কোনো ব্যয় বে-আইনীভাবে হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ যথাযথ স্থানে জানাইয়া দেন। (দ্রঃ রাজস্ব; কেন্দ্রীয় আয়ব্যয়)

আয়ান ঘোষ

ব্রজবাসী গোপ সর্দার। পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে ইনি শ্রীরাধার স্বামী। যশোদার জ্ঞাতি ভ্রাতা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। পৌরুষহীন ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

আয়াপান

সোমরাজাদি বগের বিদেশী শাক (Eupatorium ayapana)। আমেরিকা হইতে আগত। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার, ক্রমশ সরু হইয়া বোঁটায় মিশিয়াছে। ফুল এক রকমের হয়; মাঝে উপপত্র নাই। পাঁচ-কোনা বা পাঁচ-শিরাল ফলের মাথায় এক সারি বহু খর লোম আছে। কাটা ছেড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, তবে ইহা বিশল্যকরণী নহে। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 488)।

আয়ু

চন্দ্রবংশীয় রাজা; পিতা পুরুরবা, মাতা উর্বশী; ইনি চ্যবণ ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হন; নহুষ প্রভৃতি চারি পুত্র হয়।

আয়ু (Longevity)

পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে মানুষের আয়ুকাল স্বাস্থ্যোন্নতি, রোগ-নিবারণ ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে বাড়িতেছে। অস্ট্রেলিয়ায় গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে পুরুষের আয়ু ১২ ও স্ত্রীলোকের ১২॥০ করিয়া বাড়িয়াছে। জারমেনী, গ্রেটবৃটেন, নরওয়ে, হল্যান্ড ও সুইসদেশে আয়ুকাল ৪৫ বৎসর। নিউজীল্যান্ডে ৫৫ বৎসর। ভারতবর্ষে ২৩ ছিল; এখন কয়েক বৎসরের হিসাবে ২৬½ হইয়াছে।

আয়ুকাল কোন প্রাণীর কিরূপ ?

হাতী—১০০ বৎসর। কচ্ছপ—১৫০ বৎসর পর্যন্ত। টিয়া পাখী—২০-৫০। হাঁস—২৫-৫০। ভাল্লুক—২০-৩৫। ঘোড়া ১৫-৩৫। সিংহ—১২-২৫। বাঘ—১৫-২০। কুকুর—১২-২০। মুরগী—১৫-২০। বিড়াল—১০-২৫। ছাগল—১২-১৫।

নেকড়ে বাঘ—১০-১৫। খরগোস—৭-১২। ব্যাঙ—৫-১০। ইঁদুর—৩-৪ বৎসর।

আয়ুর্বেদ

মানুষের জীবিত কালের নাম আয়ুঃ। অক্ষুণ্নরূপে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবার উপায় যে-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহার নাম আয়ুর্বেদ। আঃ অথর্ববেদের উপাঙ্গ স্বরূপ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে চিকিৎসার দুটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়—কায় চিকিৎসক (School of Physicians) ও শল্য চিকিৎসক (S. of Surgeons)। সাধারণত চরক ও সুশ্রুতকে এই দুই সম্প্রদায়ের গুরু বলা হয়। প্রচলিত গ্রন্থ ছাড়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী বহু ধারায় নানা স্থানে চলিত; যথাঃ—ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত প্রভৃতির পদ্ধতি এককালে প্রচলিত ছিল। শল্য চিকিৎসারও সুশ্রুত ছাড়া উপধেনব, পৌষ্কলাবত, বৈতরণ প্রভৃতি বহু ধারার নাম পাওয়া যায়। এই দুইটি সম্প্রদায় ছাড়া তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম হইতেছে রসবৈদ্য সম্প্রদায় (পারার ঔষধ)। নাগার্জুন প্রধানতম রসাচার্য।...মুসলমান যুগ হইতে আয়ুর্বেদের পতন সুরু হয় ও ইংরেজ যুগে অধোগতি চরমে ওঠে। বর্তমানে বাংলা দেশে পুনবায় আঃ শিক্ষা জাগিতেছে (দ্রঃ চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি) আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল; মধ্য এশিয়ায় আয়ুর্বেদের সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা বাওয়ার পুঁথি (Bower Mss.) নামে পরিচিত (দ্রঃ)। সংস্কৃতে বহু শত গ্রন্থ আঃ সম্বন্ধে আছে। বাংলা ভাষায় প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ আছে।

আয়েশা (৬১০—৬৭৭)

হঃ মোহম্মদের কনিষ্ঠা স্ত্রী। হঃ আবু বকরের কন্যা। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। হজরতের মৃত্যুর সময় ইঁহার বয়স ছিল ২২ বৎসর। হঃ মোহম্মদের জামাতা হঃ আলিকে খলিফা হইতে ইনি বাধা দেন ও নিজ পিতা আবু বকরকে খলিফা করেন। খলিফা হঃ ওসমানের (৬৪৪-৫০) মৃত্যুর পর আলির (আলি ৬৫০-৫১) দাবী অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করেন। ইনি বন্দী হন কিন্তু হঃ আলি ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মদিনায় মৃত্যু হয়, সেখানে কবর আছে। মুসলমানেরা ইঁহাকে ভক্তি করে।

আয়োদধৌম্য

বৈদিক যুগের ঋষি। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিন গুরু-ভক্ত শিষ্য ছিল।

আরউইন (Irwin, Ed. Frederick Lindley Wood) বৃটিশ রাজনীতিক। ভারতের বড়লাট (১৯২৬-৩১)। জন্ম ১৮৮৪; অক্সফোর্ডে শিক্ষা; M. P. ১৯১০-২৫। ফ্রান্সে মহাযুদ্ধে মেজর ১৯১৫-১৭। সহকারী-সেক্রেটারী ন্যাশনাল সার্ভিস ১৯১৬-১৮; উপনিবেশ সচিবের সহকারী ১৯২১-২২; পশ্চিম ইন্‌ডিস ভ্রমণ; শিক্ষা-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ১৯২২-২৮। কৃষি সচিব ১৯২১-২৫। লর্ড রীডিংএর পরে ১৯২৬-৩১ ভারতে বড় লাট। ইহার সময় আইন অমান্য আন্দোলন চলে। অবশেষে গান্ধীজির সহিত একটি চুক্তি হইলে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। সাইমন কমিশন (দ্রঃ) এদেশে আসে ও বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বসে। তিনি ১৯৩১এ মার্চে চলিয়া গেলে উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসেন। First Baron of Kirby-Underdale, Yorks. ইনি বর্তমানে বৃটীশ রাজনীতিক্ষেত্রে লর্ড হালিফাক্স (Halifax) নামে পরিচিত।

আরগস্‌টেরল্ (Ergosterol)

মানুষের চর্মে আরগস্‌টেরল্ নামক একটি পদার্থ আছে। ইহার উপর সূর্যালোক পতিত হইলে পদার্থটি 'ভিটামিন ডি'-তে পরিণত হয় এবং দেহের রক্তস্রোতে মিশিয়া অস্থি গঠনে সহায়তা করে।

আরজমন্দ বানুবেগম

মমতাজ, তাজবিবি নামে পরিচিত। জাহাঙ্গীর-পত্নী নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর পুত্রী ও শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী। দারা, সুজা, ঔরঙজেব, মুরাদ প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তানের জননী। ১৬৩১,৭ই জুলাই দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুরে মৃত্যু হয়; পরে 'তাজমহলে' দেহ রক্ষা করা হয়। (তাজমহল দ্রঃ)

আরবী পাশা (১৮৩৯—১৯১১)

মিশরের বীর। তিনি মিশর শাসনবিষয়ে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। খেদিব তেওফিক্ পাশার সময়ে (১৮৮২) সমর-সচিব হন। তাঁহার বৈদেশিক নীতির জন্য ইংরেজরা আলেক্‌জেন্দ্রিয়া বন্দরে গোলাবর্ষণ করে। তেল্-অল-কেবিরের (Tel-el-Kebir) যুদ্ধে আরবীকে পরাভূত করিয়া বৃটিশরা মিশরে পাকা হইয়া বসে। আরবী পাশা সিংহলে নির্বাসিত হন ও তথায় ১৯০১ পর্যন্ত থাকিয়া দেশে ফেরেন। ১৯১১এ মৃত্যু হয়।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য

আরবী ভাষা সেমেটিক ভাষাবর্গের অন্তর্গত। প্রাচীনতম আঃ সাহিত্যের নমুনা ৫ম শতকের কবিদের রচনা। এইসব কবিতা মুখেমুখে চলিত; ৭০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে কবিতা লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। প্রাচীনতম আঃ গদ্য হইতেছে কোরান্। এই ধর্মগ্রন্থের অর্থ বুঝিবার জন্য আঃ ব্যাকরণ ও অভিধানের সূত্রপাত। ইসলামের প্রথম যুগের মনীষীদের ভাষা ও লিখনভঙ্গী ১৩ শতক পর্যন্ত আদর্শ আরবী বলিয়া বিবেচিত হইত। ৮ম, ৯ম, শতকে মনসুর, হারুন উল

রসিদ প্রভৃতি খলিফারা সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার জন্য ধর্ম ও কবিতা ব্যতীত জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ সংস্কৃত, সীরিয়াক, গ্রীক হইতে তর্জমা করান। কালে বিজ্ঞানের বহুগ্রন্থ রচিত হয়। 'আরব্যোপন্যাস' নামক বিরাট কথাগুচ্ছ পারসিক হইতে গৃহীত। কোরান আরবীতে লিখিত বলিয়া উহা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মের ভাষা ও অবশ্য পাঠ্য। ইরাক পর্যন্ত আঃ ভাষা অগ্রসর হয়; ইহার পূর্বদিকে অর্থাৎ ইরান ও ভারতে পারসিক ভাষা প্রবল হয়; এ অঞ্চলে আরবী ধর্মের ভাষামাত্র থাকিয়া যায়; কিন্তু সমগ্র উঃ আফ্রিকায় উহা প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় ভাষা হইয়াছে। বর্তমান মিশরের ভাষা আরবী; ইরাক, সীরিয়া, ফিলিস্তানের ভাষাও আরবী। জারমান পণ্ডিত ব্রকলমান আরবী গ্রন্থের বিরাট তালিকাগ্রন্থ ও ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

'আরব্য উপন্যাস'

আরব দেশীয় বিখ্যাত গল্প-সংগ্রহ। মূল গল্পগুলি ভারতবর্ষ হইতে পারস্যের ভিতর দিয়া বোগদাদে পৌঁছায় বলিয়া অনুমান হয়। পারসিক গল্প-গ্রন্থ 'হজার আফসান' হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮ শতকের গোড়ায় ফরাশী ভাষায় আঃউঃর প্রথম অনুবাদ হয়; ইংরেজিতে Lane প্রথম অনুবাদ করেন; তিনি বলেন যে, আরবী গ্রন্থখানি ১৫০০ অব্দের পূর্বে এ ভাবে ছিল না। Burtonএর তর্জমা বিখ্যাত। গ্রন্থের বিষয় বস্তু :—সুলতান শরীয়ার মহিষীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহাকে হত্যা করেন ও নিয়ম করেন প্রত্যেক দিন একটি রমণীকে বিবাহ করিবেন ও প্রাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। অবশেষে উজীর-পুত্রী শাহরজদা সুলতানকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন ও প্রতি রাত্রে তাঁহাকে একটি করিয়া গল্প বলিয়া এক সহস্র এক রাত্রি অতিবাহিত করেন। তাহার পর রা ... তাঁহাকে আর বধ করেন নাই।...সমগ্র গ্রন্থ বহুকাল পূর্বে যোগেন্দ্রনাথ দে বাংলায় তর্জমা করেন। উহা দুষ্প্রাপ্য এবং বহুস্থান বর্তমান রুচি ও শ্লীলতার বিরোধী বলিয়া সুখপাঠ্য নহে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৃত আঃ উঃ ছাত্রপাঠ্য। স্যার আর এফ বার্টন (R. F. Burton) ইহার তর্জমা ইংরেজিতে করেন। সংস্কৃতে জগদবন্ধু পণ্ডিত দ্বারা 'আরব্য-যামিনী' নামে অনূদিত হয়; ইহা কাকিনিয়ার জমিদার শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে সম্পন্ন হয়। ইংরেজিতে Andrew Langএর Arabian Nights ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ।

আরভিং (Irving, Washington ১৭৮৩—১৮৫৯)

আমেরিকার লেখক। বাল্যে ভাল শিক্ষার সুবিধা পান নাই। প্রথমে মাসিকপত্রে লিখিতেন। ১৮০৯এ প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮১৫এ ইংল্যানডে গিয়া বাস করেন ও কয়েকখানি বই লেখেন। Sketch Book, কলম্বাসের জীবনী, গ্রানাডা বিজয়, অলহামবরা, মহম্মদের জীবনী প্রভৃতি লেখেন। ১৮৩২ এ আমেরিকায় ফিরিয়া প্রচুর সমাদর লাভ করেন। তাঁহার Sketch Book ইংরেজি সাহিত্যে অমর গ্রন্থ; ইহার অন্তর্গত Rip Van Winkle সর্বদেশে সুপরিচিত।

আরভিং (Irving, Sir Henry ১৮৩৮—১৯০৫)

বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা। ১৯ শতকে অভিনয় জগতে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অভিনয়ে ইনি নূতন ধারা আনয়ন করেন। ইহার পুত্র হেনরি ব্রড্রিব্ (H. B. Irving ১৮৭০-১৯১৯) খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা লরেন্স সিড্নী ব্রড্রিব্ আরভিং (L. S. B. Irving ১৮৭১—১৯১৪) অভিনয়ে খ্যাত ছিলেন।

আরসলা, আরশুলা (Cockcroach ; Orthoplera)

সরলশিরা পাখাধারী ফড়িং জাতীয় প্রাণী। ইহাদের শরীরে দুর্গন্ধ, তরল আঠা সংযুক্ত থাকে। তেলাপোকা, তৈলপায়িকা, তেলচোরা, প্রভৃতি নানা নামে বাংলায় পরিচিত। ছয়টি পা খুব সবল এবং ইহাদের সাহায্যে এত দ্রুত চলিতে পারে যে পাখার ব্যবহার কম; বেশী উড়িতে পারে না।

আরামাইক ভাষা (Aramaic Language)

সেমেটিক ভাষার অন্তর্গত। আরাম বলিতে ইরাক, সীরিয়া ভূখণ্ড বুঝাইত। আরামাইক ভাষার পশ্চিমা রূপ হইতেছে সীরিয়াক, পূরবিয়া রূপ প্রাচীন ফিলিস্তানের ভাষা।

আরিআন (Arrianius Flavius)

জন্ম খৃঃ অঃ ৯০। গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। জন্মস্থান এশিয়া মাইনরের নিকোমেডিয়া শহর। এপিকটেটাসের শিষ্য ও বন্ধু। ১২৪ খৃঃ অব্দে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের নিকট হইতে রোমান নাগরিক-অধিকার লাভ করেন। মার্কাস অরেলিয়াসের রাজত্বকালে বৃদ্ধ বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রীক লেখক ছিলেন। সাত খণ্ডে আলেকজান্দারের ইতিহাস সংকলন করেন। ইংরেজিতে গ্রন্থখানির অনুবাদ আছে। বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার কৃত অনুবাদ আছে; উহা 'সমসাময়িক, গ্রন্থমালা অন্তর্গত।

আরিওস্তো (Ariosto, Lodovico)

ইতালীয়ান্ কবি। 'ওরলান্দো ফুরিওসো' নামে কাব্য এবং সনেটের জন্য বিখ্যাত। কয়েকখানি নাটকও লেখেন।

আরিস্তোক্রেসি (Aristocracy)

সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের শাসন। গ্রীসের নানা রাষ্ট্র-নগরে এই শাসনপদ্ধতি ছিল ও ডিমক্রেসির সহিত সংগ্রাম করিত।

আরিস্তোতেল (Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)

গ্রীক দার্শনিক। জন্মস্থান মকিদানের স্টাগাইরা শহর।

ইহার পিতা মকিদান-রাজের সাধারণ বৈদ্য ছিলেন। ৩৬৭ খৃঃ পূঃ আঃ শিক্ষালাভের জন্য আথেন্স যান ও ২০ বৎসর প্লেটোর শিষ্যরূপে তথায় বাস করেন। ৩৪৭এ প্লেটোর মৃত্যু হইলে তিনি আথেন্স ত্যাগ করিয়া Atarneus নগরে বাস করেন ও তথায় বিবাহ করেন। সেথান হইতে মিটিলিনা যান। ৩৪২এ মকিদান-রাজ ফিলিপ তাঁহার বালকপুত্র আলেকজান্দারের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি তথায় ৭ বৎসর থাকেন। আলেকজান্দার রাজা হইলে (৩৩৫) আঃ আথেন্সে ফিরিয়া আসেন। এখানে সরকার হইতে বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহাকে একটি জমি দেওয়া হয়। ইহা লিসিয়াম নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর (৩৩৫—৩২২) তিনি বিদ্যা দান করেন। প্রাতে যাহারা উপস্থিত হইত সেই অন্তরঙ্গ শিষ্যদের (esoteric) নিকট দর্শন, ন্যায়, প্রভৃতির আলোচনা করিতেন; অপরাহ্ণে সাধারণের (exoteric) নিকট রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, তাহার বহু উপকরণ তাঁহার পূর্বতন রাজছাত্র আলেকজান্দারের দ্বারা তাঁহার দিগ্বিজয়ের কালে নানা দেশ হইতে প্রেরিত হয়। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে মকিদানের বন্ধু বলিয়া সন্দেহ করে। ইহাতে আঃ আথেন্স ত্যাগ করিয়া ইউবিয়ায় যান ও সেখানে সেই বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় (৩২২)। আঃ-র গ্রন্থাবলী মধ্যযুগে খৃস্টান বাবাজীদের ও আরব মুসলমান মওলানাদের পাঠ্য ছিল তাঁহার বহু গ্রন্থ আরবী ও লাতিনে অনূদিত হয়। ইংরেজিতে ইহার Politics, Poetics, Ethics, Logic এখনো পঠিত হয়।

আরিস্তোফানিস (Aristophanes খৃঃ পূঃ ৪৪৫-৩৮৫) গ্রীসের আথেন্স মহানগরীর হাস্যরসিক নাট্যকার। ৫৪খানি গ্রন্থের মধ্যে ১১খানি আছে। ইহার নাট্যসমূহে সমসাময়িক বিশিষ্ট লোকদের লইয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

আরেস (Ares)

গ্রীক পুরাণ মতে রণদেবতা; পরে রোমানদের মার্স (Mars) দেবতার সহিত অভিন্ন করা হয়। যুদ্ধ ও ধ্বংস কার্যে ইনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন; জিউস্ ও দৈত্যদের (Titans) সহিত যুদ্ধের সময় দৈত্য ওতুস্ ও এফিআলতিস্ ইহাকে নরকে আটকাইয়া রাখে। আরেসের সংগ্রাম ক্ষেত্রকে আরিওপাগাস্ বলে। আথেন্সের বিচারস্থানকে আরিওপাগাস্ বলিত।

আরুণি

প্রাচীন ভারতে আয়োদধৌম্য ঋষির গুরুভক্ত শিষ্য। গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের জল নিরোধ করিতে গিয়া আইল বাঁধিতে অক্ষম হইয়া সারাদিন নিজ দেহ দিয়া জল আটকাইয়া রাখেন। গুরু সন্ধ্যাকালে ইহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন ও তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করেন।

আর্কটিক অভিযান (Arctic Exploration)

ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অতলান্তিক পার হইবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আর্কটিক মহাসাগর অতিক্রম করিবার চেষ্টা (১৬ শতক) শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিম-পথ অর্থাৎ অতলান্তিক হইতে উত্তর মহাসাগর দিয়া ইংরেজ নাবিকগণ প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিবার চেষ্টা আরম্ভ করে: উইলোবি (১৫৫৩), ফ্রোবিশার (১৫৭৬), হাড্সন (১৬০৭—৮), ডেভিস ১৫৮৫—৭), বাফিন (১৬১৬), উঃ আমেরিকার উত্তরাংশ আবিষ্কার করেন। রাশিয়ানরা আর্কটিক মহাসাগর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবার চেষ্টা শুরু করে। ১৭২৮এ Vitus Behring বেরিং প্রণালী (দ্রঃ) পার হন। ১৯শতকে বৃটিশদের উৎসাহে নূতন করিয়া পথসন্ধান শুরু হয়। ১৮১৮ এ বৃটীশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে উত্তরপশ্চিম পথ আবিষ্কারককে ২০,০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইবে। ইতিপূর্বে ১৭৭৬এ তাহারা ৫০০০ পাঃ ঘোষণা করে। ম্যাকেন্‌জি সাহেব (১৭৮৯) ম্যাকেন্‌জি নদী (উত্তর আমেরিকা) পর্যন্ত যান। উইঃ স্কোরেসবি (Scoresby) ৮১° অক্ষরেখা পার হন (১৮০৬)। ১৮১৮ এর পুরস্কার ঘোষণার পর বহু অভিযান ঐ পথে হইয়াছিল। ফ্রাংকলিন এই পথে বহুবার যাত্রা করেন (১৮১৯, ১৮২৫-২৬, ১৮৪৫-৬এ যান) ও শেষ অভিযান হইতে তিনি আর ফেরেন নাই। পরবর্তী অভিযাত্রীরা অনেক ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৭৮-৯ Nordenskiold ইউরোপ-এশিয়ার উত্তর দিয়া সর্বপ্রথম প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছাইলেন। বৃটিশ, আমেরিকান, রাশিয়ান, স্কন্দিনেভীয়দের নিরন্তর চেষ্টায় গত শতাব্দীর মধ্যে উত্তর মেরুর অনেক অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। নানসেন (১৮৮৮,'৯৩,'৯৬), অমুন্দসেন (১৯০৩—০৬) প্রভৃতির অভিযান বিখ্যাত। মেরুবিন্দুতে লোকে বহুকাল পৌঁছাইতে পারে নাই; রবার্ট পিয়ারী ১৯০৯, এপ্রিল ৬ই উঃ মেরুবিন্দুতে পৌঁছান। কাপ্তেন কুক নামে এক ব্যক্তি ঐ একই সময়ে দাবী করে যে সেই মেরুবিন্দু-আবিষ্কারক। এই লইয়া বহুকাল বিতর্ক চলে ও কুকের কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়। ১৯১২এ রাসমুসেন (Rasmussen) গ্রীনল্যান্ড পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত অতিক্রম করেন। স্টেফানসন (Stefannson) কানাডীয় আর্কটিক অভিযান পরিচালনা করিয়া (১৯১৩-১৮) নূতন দেশ ও অজ্ঞাত এস্‌কিমোদের আবিষ্কার করেন। D. MacMillan-র অভিযান এলিসমোর দেশে (১৯১৬-১৭) ও বাফিনল্যান্ডে (১৯২০-২২; ১৯২৬-২৮) গিয়াছিল। কোখ (Koch)-এর গ্রীনল্যান্ড অভিযান

১৯১৩-২৭ ও অমুন্দসেনের উত্তর-পশ্চিম পথ অতিক্রমণ (১৯১৮-২১) উল্লেখযোগ্য। কমান্ডার Byrd পিটজবার্গেন হইতে এরোপ্লেনে উড়িয়া উত্তর মেরু ঘুরিয়া ১৩,০০০ মাঃ পথ না থামিয়া ফিরিয়া আসেন, ৯ মে, ১৯২৬। অমুন্দসেন ইতালীয়ান এআরশিপ্ *Norge* করিয়া আলাস্কা যান ১১ মে, ১৯২৬। জেনারেল নোবিলি এআরশিপ্ *Italia* করিয়া উত্তর মেরু যাত্রা করেন (মে ১৯২৮); এআরশিপ ভাঙিয়া যায়; নোবিলি উদ্ধার পান ২৮ জুন। অমুন্দসেন ইতালিয়ান নাবিকদের উদ্ধারকল্পে এরোপ্লেন করিয়া যাত্রা করেন ও তুষারে নিরুদ্দেশ হন (জুন, ১৯২৮)।

আর্করাইট (Arkwright, Sir Richard ১৭৩২—৯২)

ইংরেজ যন্ত্র আবিষ্কারক। প্রথম জীবনে সামান্য নাপিতের কাজ করিতেন; পরে সুতাকাটা ও তাঁত বোনার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কারখানা স্থাপন করেন। ১৭৯০এ বাষ্পশক্তির দ্বারা তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কল বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ১৭৮৬তে স্যর উপাধি পান।

আর্ক ল্যাম্প (Arc lamp)

উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করিবার জন্য বিশেষ একপ্রকার বিজলি-বাতি। একটি বৈদ্যুতিক তার অর্থাৎ যে তারের মধ্য দিয়া ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুত-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে—তাহার দুইটি মুখে অর্থাৎ পজিটিভ ও নেগেটিভ-মুখে দুইখণ্ড বিশুদ্ধ অঙ্গার আবদ্ধ করিয়া দিলে বিদ্যুত-স্রোত উভয় তার দিয়া আসিয়া ঐ অঙ্গার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এখন ঐ অঙ্গারখণ্ড দুটির মধ্যে একটু ব্যবধান রাখা দরকার; বিদ্যুত-স্রোতের অভিঘাতে এই ব্যবধানটুকু পার হইবার সময় সূক্ষ্ম অঙ্গার-অণুগুলি বায়ুস্পর্শে তপ্ত হইয়া শাদা হইয়া উঠে এবং তাহাই আলোক রূপে দেখা যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ ক্রমান্বয়ে আসিয়া অঙ্গারকে ক্ষয় করিতে থাকে এবং বিশেষ একটি যন্ত্রের ব্যবস্থানুসারে অঙ্গারদ্বয় একটু একটু করিয়া আগাইয়া আসিয়া একই দূরত্ব বরাবর রক্ষা করে। স্যর হাম্‌ফ্রী ডেভি (Davy) ইহার আবিষ্কর্তা।

আর্খিমেদিস্ (Archimedes ২৮৭-২১২ খৃঃ পূঃ।

গ্রীক গণিতজ্ঞ। জন্মস্থান সিসিলির সাইরাকুস নগর। তিনি বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন বলিয়া প্রবাদ। স্থিতিবিজ্ঞান (Statics), গতিবিজ্ঞান (Dynamics) ও জলস্থিতিবিজ্ঞান (Hydrostatics) গবেষণা জ্যামিতিতে তাঁহারও প্রায় দুই সহস্র বৎসর লোকে চরম বলিয়া জানিত। রোমানরা সিসিল আক্রমণকালে তাঁহাকে হত্যা করে। আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) সম্বন্ধে তত্ত্বর তিনি আবিষ্কর্তা। জল তুলিবার একপ্রকার স্ক্রু-যন্ত্র Archimedes Screw নামে এখনো খ্যাত। এই যন্ত্র এখনো ইউরোপের গ্রামে ব্যবহার হয়। (দ্রঃ ইউরেকা)

আর্গন (Argon)

বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। ইহা বায়ুর মধ্যে শতকরা ১% মাত্র আছে। ১৮৯৪এ লর্ড র‍্যালে (Raleigh) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও বীক্ষণাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ওজনের তফাৎ লক্ষ্য করেন; এবং এই পার্থক্যের কারণ গবেষণা করিতে গিয়া আর্গন গ্যাস্ আবিষ্কার করেন। ইহা অন্য পদার্থের সহিত মিশ খায় না; বর্তমানে এই গ্যাস্ টাংস্টান্ ইলেকট্রিক বালবের মধ্যে নাইট্রোজেনের বদলে ভর্তি করা হয়।

আর্গাস (Argus)

গ্রীক পুরাণের দেবতা; ইহার শত চক্ষু; নিদ্রার সময় সর্বদা দুইটি করিয়া চক্ষু নিমীলিত থাকিত। জিউস্ তাঁহার পত্নী হীরার ভয়ে প্রণয়িনী আইওকে (Io) গাভীরূপী করেন; হীরা আর্গাস্‌কে ইহার পাহারায় নিযুক্ত করেন পাছে জিউস্ তাঁহার কাছে আসে। জিউসের আদেশে হার্মিস্ (Hermes) বাঁশী বাজাইয়া আর্গাসকে নিদ্রাতুর করে ও সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলেন। অতঃপর হীরা তাঁহার প্রিয় পক্ষী ময়ূরের পুচ্ছে আর্গাসের চক্ষুগুলি লাগাইয়া দেন।

আর্গো (Argo)

অর্ণবযান নক্ষত্রমণ্ডল। দক্ষিণ আকাশের বৃহত্তম তারকাপুঞ্জ; হাইড্রা নক্ষত্রপুঞ্জের নিম্নে ইহা অবস্থিত। ক্যানোপাস বা অগস্ত্য ইহার উজ্জ্বলতম তারকা। ১৮৪৩এ Carinae নামক একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়; ইহা অগস্ত্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ছিল, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য কমিতে কমিতে এখন ৭মএ ঠেকিয়াছে, অর্থাৎ খালি চোখে দেখা যায় না। (দ্রঃ অগস্ত্য)

গ্রীক পুরাণের বীরগণ 'আর্গো' নামক জাহাজে চড়িয়া সোনালী পশম (Golden Fleece) আনিতে যায়। কলচিস্ (Colchis)-এর বাগানে এক ওক্ গাছে উহা ঝুলানো ছিল; রাত্রিদিন এক দৈত্য পাহারা দিত। জাসন (Jason) সে যুগের শ্রেষ্ঠ বীরদের ৫০ জনকে লইয়া এই স্বর্ণ আনিতে যান এবং সেই দেশের রাজার কন্যা মিডিয়ার সাহায্যে উহা উদ্ধার করিয়া বহু কষ্টে দেশে ফেরেন। এই অভিযাত্রী-দিগকে Argonautae বলে। (দ্রঃ জাসন)

আর্চবিশপ (Archbishop)

খৃস্টীয় জগতে বিশপদের (দ্রঃ) উপরের মহাপুরোহিত। রাজ-ধানীতে বাস করিলে বিশপরা এই উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন। প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক বা গ্রীক চার্চে আর্চঃ আছেন। ইংল্যান্ডে দুইজন আর্চঃ- আছেন কেন্টারবেরী ও ইয়র্ক নগরীতে। কেন্টারবেরী আর্চবিশপের রাজাভিষেক অনুষ্ঠান

করিবার ক্ষমতা আছে। ইয়র্কের আর্চবিশপ রাজরানীকে অভিষিক্ত করেন।

আর্ট (Art)

মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধি, চিন্তা এবং বাহুবলকে নানাভাবে কাজে লাগাইয়াছে, তেমনি অনুভবের (feeling, emotion) রাজ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য মানুষ আর্টের আশ্রয় লইয়াছে। সাময়িক প্রয়োজন সাধন করার জন্য আর্ট কতদূর উপযুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়া সকল সময়ে আমরা আর্টের উৎকর্ষ বিচার করি না। প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া আর্ট সময়ে সময়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, আবার প্রয়োজনের চাপে আর্ট কেবলমাত্র শিল্প দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আর্টের সত্যকারের মূল্য সেইখানে যেখানে আর্ট আমাদের ব্যক্তিগত এবং সীমাবদ্ধ অনুভূতিকে ব্যাপক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং এই ব্যাপক ও বৃহত্তর অনুভূতির উপলব্ধি করাইতে আর্ট সক্ষম বলিয়াই আর্টের মূল্য।...এই ইংরাজি শব্দটি সাহিত্য ও শিল্প কলার আলোচনার মধ্য দিয়া বাঙলা ভাষায় চলিত হইয়াছে। বর্তমানে চলিত কথাবার্তার মধ্যেও ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।...অনুশীলনদ্বারা যে বিশেষ কৌশল আয়ত্ব করা যায় তাহা যেকোন বিষয়েই হউক্ সেই আয়াসলব্ধ কৌশলকে 'আর্ট' বলা চলে। কিন্তু বিশেষভাবে যে অভ্যাস দ্বারা আমাদের রুচি মার্জিত এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে আমরা অপরের অনুভবযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে পারি তাহাকেই বিশেষ ভাবে আর্ট (কলা) বলি। দেশকাল ভেদে কোন বিশেষ আদর্শ বা সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া আর্টের আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই যুগে যুগে আর্টের আদর্শ বদলাইয়াছে কিন্তু তাহার মূলগত উদ্দেশ্য বদলায় নাই। কোন বিশেষ যুগের বিশেষ আদর্শ এবং রুচির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যখন আর্টের সৃষ্ট বস্তু আমাদের অনুভূতিকে সচেতন করিয়া তোলে তখনই আর্টের সার্থকতা। (দ্রঃ কলা, শিল্প)

আর্তেজীয় কূপ (Artesian well)

ফ্রান্সের একটি বিভাগের নাম আর্তোয়া (Artois); সেইখানে এক প্রকার কৃত্রিম কূপ খনন করা হয় বলিয়া এই নামে সর্বত্র পরিচিত। যদি কোন প্রবেশ্য বা পরিবাহী স্তর, দুইটি অপ্রবেশ্য স্তরের দ্বারা উপরে ও নীচে বেষ্টিত থাকে এবং প্রবেশ্য স্তরের এক বা দুই কিনারা বাঁকিয়া ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌছায় ও সেই দিক হইতে বৃষ্টির জল পরিবাহী স্তর মণ্ডলে প্রবেশ করে, তবে উপরের কঠিন অপ্রবেশ্য স্তরে কূপ খনন করিলে, প্রবেশ্য স্তরে জল পাওয়া যাইবে। এই কূপকে আঃ বলে। বেলুচিস্থানে এইরূপ কূপ আছে।

আর্দশির (Ardshir)

পারস্যের সাসানীয় বংশের স্থাপয়িতা (২২৬-২৩৮ খৃঃ অঃ)। আর্সাকিদি বংশের শেষ রাজা আর্তবানকে পরাভূত করেন। রোমানদের সহিত বহুকাল ইহার ব্যর্থ যুদ্ধ চলে। ইহার পুত্র শাহপুর পরবর্তী সম্রাট।

আর্দ্রা (Betelgeuse) নক্ষত্র

চন্দ্রপথের ২৭ নক্ষত্রের ৬ষ্ঠ নক্ষত্র। ইহা মিথুন রাশিতে অবস্থিত। (দ্রঃ বেটেলজিইস)

আর্নলড, এডুইন (Arnold, Sir Edwin. ১৮৩২-১৯০৪) ইংরেজ কবি। 'ললিত বিস্তর' নামে বুদ্ধদেবের সংস্কৃত কাব্যময় জীবনী অবলম্বনে The Light of Asia নামে কাব্য লেখেন। Indian Song (১৮৭৫), Light of the World বা খৃস্টের জীবনী; গীতার অনুবাদ The Song Celestial (১৮৮৫), With S'adi in the Garden (১৮৮৮)। ইনি ভারতে স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন ও পরে বিলাতে ফিরিয়া সাংবাদিকের পেশা গ্রহণ করেন। ইহারই চেষ্টায় স্ট্যানলী কংগো যাত্রা করেন। শেষ জীবনে জাপানে বাস করেন।

আর্নলড, ম্যাথু (Arnold, Mathew ১৮২২-৮৮) ইংরেজ কবি ও সমালোচক। ইহার পিতা রাগবীর বিখ্যাত হেড্ মাস্টার টমাস্ আর্নলড (১৭৯৫-১৮৪২)। তিনি ইংল্যানডের মধ্য-স্কুল সংস্কার করিয়া অমর হন। অকসফোডের ইতিহাসের অধ্যাপক হন ও রোমের ইতিহাস লেখেন। ম্যাথু আঃ স্কুল ইনসপেক্টর ছিলেন (১৮৫১-৮৩)। ১৮৫৭-৬৭ অক্সফোর্ডের অধ্যাপক হন। 'সোরাব রোস্তম' ও বহু কাব্য রচয়িতা। তাঁহার সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি ইংরেজি সাহিত্যে বিখ্যাত। The Strayed Reveller, Thyrsis, Tristram and Iseult প্রভৃতি কাব্য; Essays in Criticism প্রবন্ধমালা।

আর্নিকা (Arnica)

শীত ও নাতি শীতোষ্ণমণ্ডলের এক শ্রেণীর কূপ। (A. monatana)। শুষ্ক শিকড় হইতে নির্যাস প্রস্তুত হয়; কাটাকুটি, মুচকানো ব্যথায় প্রয়োগ করা হয়। হোমিওপ্যাথীতে খাইবার জন্য ও আঘাত লাগানো স্থানে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আর্মাডা (Spanish Armada)

ইংল্যানডের রানী এলিজাবেথের সময়ে স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপ ১৫৮৮ অব্দে ১২৯ খানি জাহাজ, ৮০০০ নাবিক, ১৯,০০০ সৈন্য দিয়া ইংল্যানড্ আক্রমণ করেন। এই জাহাজগুলিতে ২০০০ কামান ছিল এবং ৭ মাইল ব্যাপিয়া ঐ বাহিনী আসিতেছিল। সে-যুগের জাহাজ পাল তুলিয়া চলিত। ইংল্যানডের মাত্র ৮০ খানি

জাহাজ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঝড়ের দ্বারা আমাডা ছত্রভঙ্গ হয়; সামান্য যুদ্ধ করিয়া ইংরেজরা আমাডা ধ্বংস করে ও সেইসঙ্গে স্পেনের সমুদ্রে শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়।

আর্মাডিলো (Armadillo)

মধ্য ও দঃ আমেরিকার এক প্রকার পিপীলিকা-ভুক চতুষ্পদ নিশাচর প্রাণী; ইহার গাত্র বর্মের ন্যায় শক্ত হাড় দিয়া ঢাকা। মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া বাস করে; আকার দুই হাত লম্বা। আর্মাডিলো স্পেনীশ শব্দ।

আর্মার্ড কার (Armoured car)

সাঁজোয়া গাড়ী। যুদ্ধের জন্য এক প্রকার মোটর যান; কঠিন ইস্পাত দিয়া নির্মিত; ভিতরে সশস্ত্র সৈন্য থাকিয়া গুলি চালায়, বাহির হইতে সামান্য আঘাতে কোন ক্ষতি করে না। এদেশে দাঙ্গার সময়ে ব্যবহৃত হয়।

আর্মানী, আরমেনী (Armenian)

আরমেনিয়া দেশের লোক। ভারতে ও বাংলার নানাস্থানে আঃ বাস করে। কলিকাতায় আর্মানিটোলা' নামে স্থান আছে।

আর্মিস্টিস্ ডে (Armistice Day)

যুদ্ধ নিরত জাতিসমূহের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ বা অস্ত্রত্যাগকে আর্মিসটিস বলে আঃ হইবার পর সন্ধির সর্তাদি আলোচিত হয়। ১৯১৪র অগস্ট মাসে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ বাধে তাহা ১৯১৮র ১০ই নভেম্বর বন্ধ হয়—জারমেনী ও বিজয়ী মিত্র শক্তির সহিত ইহা সম্পাদিত হয়। সেই হইতে প্রতি বৎসর বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ১০ই নভেম্বর বেলা ১০টার সময় ২ মিনিট কাল সকলে নীরব হইয়া ঐ দিনকে স্মরণ করে।

আর্য (Aryan)

আর্য জাতি বলিয়া কোন বিশিষ্ট জাতির অস্তিত্ব বর্তমানে স্বীকার করা কঠিন। আর্য ভাষাভাষী জাতি সমূহকে Indo-European বা Indo-Germanic বলা হয়; ভাষার মিল দেখিয়া কতকগুলি জাতিকে 'আর্য' বলা হয় মাত্র। আর্য ভাষার অন্তর্গত ভাষা বর্গ যথা:— (১) টিউটনিক (২) কেলটিক (৩) ইতালীয়-লাতিন (৪) হেলেনিক বা গ্রীক; (৫) বাল্টিক-স্লাভিক (৬) আল-বেনিয়ান্ (৭) আরমেনিয়ান (৮) ইন্দো-ইরানীয়। এই শেষোক্তর মধ্যে পারসিক, সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতজ ভাষাগুলি পড়ে। আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা লইয়া শতাব্দীর উপর পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। মধ্য এশিয়ার, বাল্টিক সাগর তীর, উত্তর মেরু, মংগোলিয়া, হাংগেরি প্রভৃতি নানা স্থানে আদিম নিবাস বলিয়া পণ্ডিতদের মত হইয়াছে। বর্তমান মত রুশিয়ার দক্ষিণ উকরায়েন। মধ্য এশিয়ায় তুখার (Tokhri,) নামে এক আর্য জাতি এককালে বাস করিত, তাহাদের ভাষা এখন লুপ্ত। (দ্রঃ ইন্দো-ইরানী ভাষা।) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার ফলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়রা যে একই মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

আর্যদেব (খৃঃ অঃ ৩২০)

বৌদ্ধ মহাযান দার্শনিক; নাগার্জুনের শিষ্য, লৌকিক নাম কাণ-দেব, নীলনেত্র। দঃ ভারতের অধিবাসী; চীন ভাষায় কুমারজীব রচিত ইহার জীবনকাহিনী আছে। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'চতুঃশতক'। মাধ্যমিক দর্শনসম্বন্ধে আরও গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকার 'প্রাণ্যমূল শাস্ত্র-টীকা' নামে ভাষ্য রচনা করেন।

আর্যভট্ট (৪৭৫ খৃঃ অঃ)

প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত; ইনি সৌরকেন্দ্রিক মত প্রবর্তক। 'আর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থপ্রণেতা। একখানি বীজগণিতের রচয়িতা বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। কিম্বদন্তী ইনি কুসুমপুর (পাটলিপুত্র) নিবাসী ছিলেন। বহুকাল পণ্ডিতগণ ইঁহার মত গ্রহণ করেন নাই। কোপার্নিকাসের সহস্র বৎসর পূর্বে ইনি 'সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহসমূহ ঘুরিতেছে' এই মত প্রচার করেন। আরবগণ ইহার গ্রন্থ সম্বন্ধে পরিচিত ছিল।

আর্যসমাজ

১৮৭৫এ দয়ানন্দ সরস্বতী (দ্রঃ) কর্তৃক এই ধর্ম সমাজ বোম্বাইএ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭এ লাহোরে ইহার কেন্দ্র হয়। ইঁহারা একেশ্বরবাদী, অপৌত্তলিক; জাতিভেদ বিশ্বাস করেন না; বেদকে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় বলিয়া মানেন। বেদক্রিয়া, অহিংস যাগ যজ্ঞে ও হোম অনুষ্ঠানে বিশ্বাসবান। ইঁহাদের মতে 'শুদ্ধি' দ্বারা অপর ধর্মের লোককে 'আর্য' করা যায়। এই ভাবে বহু লক্ষ পতিত হিন্দু 'শুদ্ধ' হইয়াছে। হরিদ্বার গুরুকুলে (দ্রঃ) একটি আশ্রম আছে (১৯০২); উহা আর্যসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজ সংস্কার ইঁহাদের প্রধান কার্য এবং বর্তমানে হিন্দু সংগঠনের জন্য ইহারা বিশেষভাবে দায়ী।

আর্ল (Earl)

ইংরেজ সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের পদমর্যাদায় তৃতীয় স্থান। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে এই উপাধি ছিল। আঃ-র স্ত্রীকে কাউন্টেস বলে। নর্মান যুগে আঃ কাউন্টির জমিদার হিসাব রাজস্বর এক তৃতীয়াংশ আদায় পাইতেন। কালে সে-সবের পরিবর্তন হইয়াছে, এখন উহা কেবল সম্মানের পদবীমাত্র।

আর্সাকিদি (Arsacidae)

প্রাচীন পারস্যের পার্থিয়ান জাতীয় রাজবংশ। খৃঃ পূঃ ২৫০ এ আর্সাকি নামে এক ব্যক্তি পার্থিয়ানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। সীরিয়ার রাজা দ্বিতীয় অন্তিওকসকে

পরাজিত করিয়া ইনি পারস্যের স্বাধীন নৃপতি হন। এই বংশ খৃঃ পূঃ ২৫০ হইতে ২২৬ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ৪৭৬ বৎসর রাজত্ব করে। শেষ রাজা আর্তাবানু সাসানের পুত্র আর্দাসির বা আর্তাজারাক্সাসের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। আর্সাকিদি বংশের পর সাসানিদি ২২৬-৬৫১ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে। (দ্রঃ পার্থিয়ান, পহ্লব)।

আর্সেনিক (Arsenic)

রাসায়নিক মূল পদার্থ। সাইবেরিয়া, জারমেনী ও মার্কিন রাস্ট্রে এই খনিজটি স্বাধীন অবস্থায় পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণত কোবাল্‌ট, নিকেল, টিন, লৌহ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। মাটির পাত্রে তপ্ত করিয়া ইহাকে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। শ্বেত আঃ বিষাক্ত। আঃ চুল্লীতে পোড়াইয়া তাহার ধূম লইয়া চোয়াইলে এক প্রকার শ্বেত পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই শ্বেত আর্সেনিক; বাংলায় উহাকে 'শেঁখো বিষ' বা 'শঙ্খ বিষ' বলে; কারণ উহা দেখিতে শ্বেত শঙ্খ চূর্ণের ন্যায়। ইহা অ্যানিলিন (দ্রঃ) রঙ ও অন্যান্য রঙ প্রস্তুতে ও বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বিষ বলিয়া ইহার বিক্রয় সরকারী অভিমত ছাড়া হয় না।......হোমিওপ্যাথীতে ইহা হইতে প্রস্তুত ঔষধ আছে।

আলংপোরা (Alampora)

বর্মার রাজা। এক সময়ে পেগুর তেলাঙ জাতি বর্মার রাজধানী আভা অধিকার ও রাজাকে বন্দী করে। রাজপ্রতিনিধি আলংপোরা ১৭৫৩এ রাজধানী উদ্ধার করিয়া স্বয়ং নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। ১৭৬০ মৃত্যু হয়। আভ্যন্তরীন যুদ্ধের সময়ে ফরাসীরা তেলাঙগণকে ও ইংরেজরা আলংপোরাকে সাহায্য করে।

আল্‌কাতরা (Coal-tar ; পোর্তু : Alcatras ; আরবী : আর্‌কৎরাহ্‌)।

পাথুরে কাঁচা কয়লা বিশেষভাবে নির্মিত চুল্লীমধ্যে বদ্ধ করিয়া বাহির হইতে তাপের দ্বারা পোড়াইলে যে ধূম উৎপন্ন হয়, তাহা নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চোয়াইলে আলকাতরা ও অ্যামোনিয়া তরল পাওয়া যায়। আলকাতরা হইতে বিভিন্ন তাপ প্রয়োগে বহুপ্রকার উপসামগ্রী (by-product) হয়। বেনজিন নামে উপসামগ্রী Sulphuric acidএর সহিত যোগাযোগে সালফেট্ অ্যামোনিয়া, ন্যাপথালিন, কার্বলিক অ্যাসিড, ক্রিওজট তৈল, বেনজিন্ ফেনল্, পিচ প্রভৃতি পাওয়া যায়। সাকারিন নামে চিনি, যাবতীয় রঙ (Aniline dyes), সুগন্ধ নিযাসের মূল উপাদান হইতেছে আলকাতরা। আঃ অত্যন্ত জটিল উপাদান-সমূহের দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহা হইতে অসংখ্য সামগ্রীও প্রস্তুত হইতেছে। আলকাতরা, (দ্রঃ অ্যানিলিন)। উই, পোকা, শৈত্য প্রতিষেধক।

আলকুশী (Cow-itch ; Mucuna pruriens)

বাঙলাদেশে দয়া, ধুনারগুড়া, শুঁয়াশিম্বী বলে। শিম্বাদি বর্গের বন্য রোহিণী; বর্ষে বর্ষে হয়। পাতায় শিমের মতন ৩টা পর্ণ; ফুল বড়, রঙ বেগুণে; ফল বা শুঁটী পতনশীল লোমাবৃত; এই লোম খুবই যন্ত্রণাদায়ক। শাঁস ও লোম ঔষধার্থে লাগে। আয়ুর্বেদমতে ইহা অতি বৃষ্য, মধুরতিক্ত রস, বৃংহণ, গুরু, বাতহর, বলকর এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক, বীজ বাতপ্রশমক ও বাজীকরণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভাব প্রকাশ পৃঃ ৬৭৯; যোগেশ ৫৪, Chopra 508)

আলগা লতা (Cuscuta reflexa)

কলম্বাদি বর্গের পত্রহীন, পীতবর্ণ, পরবৃক্ষজীবী লতা। ফুল ছোট, শাদা; ফুলদল ৪।৫; পরাগ কেশর ৪।৫; ফল প্রায় গোল। মাটিতে শিকড় নাই বলিয়া আলগা লতা বলে। আলুগুশী স্বতন্ত্র লতা। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 481)

আলজিভ (Uvula)

জিভের পশ্চাতে, উপরে লম্বিত ক্ষুদ্র মাংস (দ্রঃ জিভ)

আলজিহ্বিকা (Tonsilitis ; দ্রঃ টনসিলাইটিস্)

আলট্রা-ভায়লেট (Ultra-Violet rays)

Spectroscopeএর মধ্যদিয়া সূর্যালোক অতিক্রম করিবার সময় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং সাতটি পৃথকবর্ণ চোখে দেখা যায়—লাল, নারাঙ্গী, হলদে, সবুজ, আসমান, নীল ও বেগুনি (violet indigo, blue, green, yellow, orange, red)। ইহার একঅন্তে লাল ও অপর অন্তে বেগুনি। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই সপ্ত বর্ণরও অতিরিক্ত লালের পাশে infra-red নামে ও বেগুনির পাশে ultra-violet নামে অদৃশ্য দুইটি আলোক আছে। এই রশ্মি সাধারণত অদৃশ্য, কিন্তু পার-বেগুনি কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান-রঞ্জিত পরদায় একপ্রকার ঔজ্জ্বল্যর সৃষ্টি করে ও তাহা চোখে পড়ে। দেহের উপর এই অদৃশ্য আলোকের প্রভাব খুব বেশি। রৌদ্রের মধ্যস্থিত এই রশ্মিদ্বারা মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয় 'ডি' ভাইটামিন পূরণ হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে আজকাল ইহার প্রয়োগ হইতেছে—বিশেষতঃ দুর্বল শিশুর পুষ্টির জন্য। পারদবাষ্পবাতি ও আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে কৃত্রিম পার বেগুনি রশ্মি প্রস্তুত করা যায়। ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ইহা ছাপ রাখিয়া যায়। (দ্রঃ আলোক)

আলতা

লাক্ষা বা লা নামে ক্ষুদ্র কীটের (Tachardia lacca) গৃহ হইতে জতু বা জউ এবং অলক্ত উৎপন্ন হয়; লাক্ষা-গৃহ জলে ধৌত করিলে রক্তবর্ণ রঙ হয়; ইহাকে আলতা (Lac-dye) বলে। ব্যবহারের সুবিধার জন্য কার্পাস তুলা সেই রঙের

জলে সিক্ত করিয়া শুকাইয়া রাখা হয় (আলতা-পাতা)। পট্টবস্ত্র রঞ্জনে এবং কুমারী ও সধবাদের পদপার্শ্ব রঞ্জিত করিবার জন্য নাপতিনীরা ব্যবহার করিত। বর্তমানে কেমিকেল রঙের আলতা ব্যবহৃত হয়; এই শিল্প প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। (দ্রঃ লাক্ষা)

আলপ্তিগীন (খৃঃ অঃ ৯৬২)

মধ্য এশিয়ার সামানিদ রাজাদের অধীন বিশিষ্ট তুর্কী রাজপুরুষ। কোন কারণে রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া ৯৬২ অব্দে (?) বর্তমান আফগানিস্থানের গজনীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন; ইঁহার মৃত্যুর পর ইসাক এবং তৎপরে তিনজন দাস উপর্যুপরি রাজা হন। শেষ দাসের নাম সবুক্তিগীন। কাবুলের হিন্দু শাহী রাজাদের রাজ্য অধিকার করিয়া ইঁহারা রাজ্য বিস্তৃত করেন।

আলপাকা (Alpaca)

দঃ আমেরিকার উটজাতীয় স্তন্যপায়ী গৃহপালিত লোমশ জন্তু। ইহার পশম বস্ত্রযুগ হইতে বলিভিয়া পেরু প্রভৃতিদেশে আদিম লাল মানুষরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ১৮৩৬ এ স্যর টিটাস সল্ট উহা ইংল্যানডে প্রবর্তিত করেন। বাঙলাদেশে 'আলপাকার কোট' কথা প্রচলিত আছে।

আল্ফা-আল্ফা (Alfa-alfa)

বর্বরটি জাতীয় উদ্ভিদ্; পশু খাদ্য হিসাবে ইউরোপে চাষ হয়। এদেশেও প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে; তবে এখন নেপিয়ায় ঘাস শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলে স্বীকার করেন।

আলফোনসো (Alfonso)

এই নামে ১৩জন রাজা স্পেনে ছিলেন। শেষ রাজা ১৯৩১এ বিতাড়িত হইলে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩শ আলফোনসোর জন্ম ১৮৮৬। ১৯০২এ রাজা হন। নাবালকত্বের সময় স্পেনীশ-মার্কিন যুদ্ধে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিনরা কাড়িয়া লয় (১৮৯৯)। ইঁহাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয় ও ১৯৩১এ দেশ হইতে বহিস্কৃত হন ও ইংল্যানডে আশ্রয় লন।

আলমগীর

(১) ঔরঙ্গজেবের উপাধি। তাঁহার ১ম অভিষেক হয় ১৬৫৮ জুলাই। ২য় অভিষেক হয় ১৬৫৯ জুন।

(২) ২য় আলমগীর ১৭৫৪—৫৯ পর্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন; পূর্ববর্তী সম্রাট আহম্মদ শাহর মন্ত্রী গাজিউদ্দিনের দ্বারা নিহত হন।

আলম, শাহ (১৭৫৬—১৮০৬)

শাহ আলম (দ্রঃ)।

আলাউদ্দিন আলম শাহ

দিল্লীর সৈয়দ বংশের শেষ রাজা (১৪৪৫—৭৮)। ১৪৪৭এ সুলতান দিল্লী ছাড়িয়া বাদওয়ানে গিয়া বাস করেন; তিনি তাঁহার উজীর হামিদ খাঁকে হত্যার চেষ্টা করায় উজীর পঞ্জাবের শাসনকর্তা বহলুল লোদীকে আহ্বান করেন। বহলুল লোদী ১৪৫১এ সিংহাসন অধিকার করেন।

আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬—১৩১৬)

দিল্লীর খিলজিবংশের ৩য় রাজা। জেলালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। ১২৯৪এ সেনাপতিরূপে দেবগিরি জয় করিয়া আসেন ও তৎপরে খুল্লতাতের হত্যা ঘটান। ১২৯৬ রাজা হন। '৯৭ গুজরাট জয় ও রানী কমলাদেবীকে বন্দী করিয়া নিজ মহিষী করেন। ১৩০১এ রণথম্বর জয় ও মেবার আক্রমণ করিয়া পদ্মিনী লাভের চেষ্টা করেন। ১৩০৭এ সেনাপতি মালিক কফুর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যান; ১৩১০ কুমারিকা পর্যন্ত অধিকৃত হয়। আঃ নিজকে দ্বিতীয় আলেকজেন্দার ভাবিতেন; যথেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ছিলেন; ২৫।৩০ হাজার বিদ্রোহী মুগলকে একবার হত্যা করেন। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে ইনি সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারত জয় করেন। পদ্মিনী সম্বন্ধে ঘটনার মধ্যে অনেক অনৈতিহাসিক তথ্য আছে। (দ্রঃ পদ্মিনী)।

আলাওল, সৈয়দ কবি (১৬২৫—১৭০০)

বাঙালী মুসলমান কবি। ফরিদপুর, জালালপুর গ্রামনিবাসী। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা সুধর্মার আশ্রয়ে রোষাঙ্গে বাস করেন ও তাঁহার মুসলমান অমাত্য মাগনঠাকুরের অনুরোধে তিনি মীর মালিক মোহম্মদ জয়সি রচিত পদ্মিনী উপাখ্যান (পদ্মাবতী) কাব্য হিন্দী হইতে ভাষান্তরিত করেন। সয়ফল মুল্লুক, বদিউজ্জলমান, সপ্তপয়কর, পারস্য কবি নেজামী রচিত 'সেকন্দর নামা' দারা সেকন্দর নামে অনুবাদ করেন। এছাড়া লোর চন্দ্রানী, সতী ময়না, ও বহু কৃষ্ণ বিষয়ক গানের রচয়িতা। ইঁহার সময়ে সুজা আরাকানে আসেন ও প্রাণ দেন (১৬৬০)। বৃদ্ধ বয়সে আরাকানে আলাওলের মৃত্যু হয়।

'আলালের ঘরের দুলাল'

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) রচিত বাংলা উপন্যাস। চলতি বাংলায় সাহিত্য রচনার অন্যতম আদি প্রয়াসরূপে খ্যাত।

আলি ইমাম, স্যর (১৮৬৯—১৯৩২)

ব্যারিস্টার, বিচারপতি। জন্ম পাটনার নিকট নেওরা গ্রামে। ১৮৮৭ বিলাত যান ও ১৮৯০ ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া দেশে ফেরেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করেন। ১৯০৯ Standing Counsel নিযুক্ত হন ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ১৯১০ অমৃতসর মুসলিম লীগের সভাপতি। বড়লাটের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ১৯১৫ পর্যন্ত। ১৯১৭ পাটনার নূতন হাইকোর্টে জজ্ নিযুক্ত। ১৯১৯ হায়দ্রাবাদের শাসন পরিষদে সদস্য। ১৯২০এ লীগ-অব নেশনের সভায় ভারত-প্রতিনিধি হইয়া যান; ফিরিয়া হায়দ্রাবাদের বেরার সমস্যা বিষয়ে পরামর্শদাতা হন। ১৯২৩এ বিলাত গিয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করেন। ১৯৩১এ গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য। ফিরিয়া আসিয়া রাঁচিতে মৃত্যু হয়।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

স্যর সৈয়দ আহমদ (দ্রঃ) ১৮৭৫এ আলিগড়ে একটি অ্যাংলো-ওরিএন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। যুক্ত প্রদেশের কলেজসমূহ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ১৮৮৭ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। ১৮৯৮এ সৈঃ আহমদের মৃত্যু হয় ও পর বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা সুরু হয়। বিগত যুদ্ধের পর ১৯২০ উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মুসলিম জগতের নানাস্থান হইতে ছাত্র আসে। বড়লাট ইহার লর্ড রেক্টর; নিজাম চানসেলার, আগা খাঁ প্রো-চানসেলার। ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ ভাইস-চানসেলার। ছাত্রসংখ্যা ১৬৪৯।

আলিবর্দি খাঁ (১৭৪১—৫৬) বাঙলার নবাব

ইঁহার পূর্বপুরুষগণ পারস্যের খোরাশানবাসী ছিলেন; ইঁহার পিতা ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আজম শাহের মৃত্যুর পর ইহারা দক্ষিণ ভারতে যান ও আলিবর্দি উড়িষ্যায় নায়েব-নাজিম সুজাউদ্দিনের অধীনে একটি চাকুরী পান। মুর্সিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর (১৭২৫) সুজাউদ্দিন বাঙলায় নবাব হইয়া আলিবর্দিকে বিহারের সুবাদার করিয়া পাঠান। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুতে (১৭৪০) তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন; কিন্তু আলিবর্দি দিল্লী হইতে সুবাদারের সনন্দ আনিয়া সরফরাজকে ঘেরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং নবাব হইলেন (১৭৪১)। ইঁহার সময়ে মারাঠারা বঙ্গদেশ বার বার আক্রমণ করে; অবশেষে তিনি উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় বণিকরা জব্দে ছিল। ইঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত নবাবী আমলের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)

আলিমর্দন খাঁ

মুগল সেনাপতি; ইঁহার পিতা গঞ্জ আলি খাঁ, পারস্যের কুর্দ জাতীয় ছিলেন। পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাসের (১৫৮৬—১৬২৮) বিশেষ প্রিয়পাত্র হন ও জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে অধিকৃত কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৬২৫এ গঞ্জ আলির মৃত্যু হইলে আলিমর্দন কান্দাহারের স্বাধীন রাজা হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন; শাহ আব্বাস শাস্তি দিতে আসিলে তিনি মুগলদের পক্ষে চলিয়া আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহান কান্দাহার রাখিতে পারিলেন না। মর্দন মুগলদের সেনাপতি হন ও বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি কাশ্মীরের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। সেখানে বিখ্যাত শালিমার বাগের স্থাপয়িতা। ১৬৫৭ লাহোরে মৃত্যু হয়।

আলি, হজরত (৬০০—৬১)

হঃ মোহম্মদের জ্যেষ্ঠতাত আব তালিবের পুত্র; জন্মস্থান মক্কা। হঃ মোহম্মদের কন্যা ফতিমা বিবিকে বিবাহ করেন। হঃ ওসমানের পর ইনি খলিফা নির্বাচিত হন (৬৫৬)। হঃ আলি ৬৬১ কুফাতে নিহত হন। ইহার তিন পুত্র—হসান, হোসেন ও মোসেন। আলির মৃত্যুর পর হসান কয়েকদিন মাত্র খলিফা হন; কিন্তু পরে নিহত হন। ইহাদের পৃষ্ঠপোষকদলকে শিয়া (দ্রঃ) ও প্রতিপক্ষীয়দিগকে সুন্নী বলে। আলির কবর তীর্থস্থান। হঃ মোহম্মদের কনিষ্ঠা পত্নী আয়েসা বিবি এই নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ফলে আরবদের মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়।

আলু (Potato)

সাধারণ গোল আলু আমেরিকার আদিম কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। এদেশের আলু (yam) নানাজাতীয়। সরু লতা, পাতা একোত্তর (একের পর আর এক) ফুল পুং বা স্ত্রী; অনেক জাতির পুং স্ত্রী লতা পৃথক। ফুল দল ৬. পরাগকেশর ৩ কিংবা ৬, ফলে ৩ কোষ। সকল জাতির বাঙলা নাম নাই। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। প্রধান আলুজাতীয় গাছের নাম—(১) খাম আলু ইহার অনেক জাত আছে যথা আলুচুপড়ী, গরানিয়া আলু, কুকুর আলু, বন্য আলু, কাঁটা আলু, মউ আলু, ছোট কাঁটা আলু। (২) মিঠা আলু, রাঙা আলু, শকর কন্দ (৩) শাঁখ আলু, (৪) গোল আলু, (৫) গয়া আলু। পৃথক পৃথক শব্দ দ্রষ্টব্য (দ্রঃ যোগেশ)।

আলুই

(দ্রঃ আলোই)।

আলু বোখরা

কাশ্মীর এবং আফগানিস্থানের মধ্যমাকৃতি তরু (Prunus Communis)। কুলের ছায় মিষ্ট ফল। কাবুলীরা বোখরা হইতে আনিত, এই বিশ্বাসে 'বোখারার আলু' বা 'আলু বোখরা' নামে পরিচিত। চাটনীর জন্য ব্যবহৃত হয়। আঁটি হইতে তেল হয়।

আলেকজেন্দার (Alexander ৩৫৬—৩২৩ খৃঃ পূঃ)

দিগ্বিজয়ী, দি গ্রেট বা মহৎ বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত। গ্রীসের

উত্তরস্থিত মকিদান রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের (৩৮২-৩৩৬) পুত্র। ফিলিপ পুত্রের শিক্ষার জন্য গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতলকে ইঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পিতার মৃত্যুর (হত্যা) পর ৩৩৬এ রাজা হন। ২২ বৎসর বয়সে (পৃঃ পূঃ ৩৩৪) ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া আঃ দিগ্বিজয়ে বাহির হন। পশ্চিম এশিয়া তখন পারসিক সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল। এশিয়া মাইনর, সীরিয়া, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তান, মিশর, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অধীন হয়। ফিনিশিয়ার টায়ার, সিডন প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন; মিশরে আসিয়া আলেকজেন্দ্রিয়া নামে নূতন বন্দর স্থাপন করেন (৩৩১)। মিশর হইতে ফিরিয়া আরবেলাতে পারসিক সম্রাটকে পরাভূত করিয়া রাজধানী অধিকার করেন ও মত্ত অবস্থায় পার্শীপুরী (Persepolis) ধ্বংস করেন। ৩২৬এ ভারত প্রবেশ ও পঞ্জাব অধিকার করেন। তদনন্তর তিনি একদল সৈন্য লইয়া স্থলপথে ও সেনাপতি নিয়ার্কাস সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। গ্রীসে না ফিরিয়া বাবিলনে রাজধানী স্থাপন করিলেন; পারসিক আদব কায়দাসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য সম্রাটদের ন্যায় বিলাস ও বৈভবপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এশিয়া ও ইউরোপকে মিলিত করিবার ইচ্ছায় ৮০ জন সেনাপতিকে পারসিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, নিজেও পুনরায় বিবাহ করেন। অল্প কাল পরে (৩২৩) ঐ নগরীতে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায়। তবে পশ্চিম এশিয়া ও মিশর গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইল।

আলেকজেন্দার

রুশিয়ার সম্রাট। এই নামে তিনজন 'জার' (Tsar) ছিলেন।

১ম; (১৭৭৭—১৮২৫)। ইনি ১৮০১এ জার (Tsar) হন। প্রথমত নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; অবশেষে পরাভূত হইয়া তাঁহার সহিত Tilistএ সন্ধি করেন (১৮০৭)। এই সন্ধির ফলে ভারতে সর্বপ্রথম রুষভীতির সূত্রপাত। ১৮১২—১৩ এ ইনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যান; নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৪—১৫) বিশিষ্ট সভ্য। যথেচ্ছাচার শাসনের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। মৃত্যু ১৮২৫।

২য়—(১৮১১—১৮৮১)। ইনি ১৮৫৫ এ জার হন। মধ্য এশিয়ায় রুশ প্রগতির জন্য ভারতে যে রুশাতঙ্কর সৃষ্টি হয় তাহার জন্য ইনি দায়ী। এই আতঙ্ক হইতে ২য় আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত। ইনি রুশিয়ার সার্ফ বা দাস শ্রেণীর প্রায় ২২ কোটি লোককে মুক্তি দেন। দেশের মধ্যে নিহিলিষ্ট (দ্রঃ) উপদ্রবের সূত্রপাত হয় ও ১৮৮১ তে বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন।

৩য়—(১৮৪৫-৯৪)। ইনি দ্বিতীয়র পুত্র; ১৮৮১তে রাজা হন। সকলপ্রকার উদার মতকে নিরোধ করেন; অধীন দেশের উপর রুশভাষা জোর করিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন। ইহার পুত্র ২য় নিকোলাস (১৮৬৮—১৯১৮) রুশের শেষ জার।

আলেকজেন্দার

এই নামে আটজন পোপ হন। ষষ্ঠ আঃ বিখ্যাত বর্জিয়া (দ্রঃ)

আলেকজেন্দ্রা (Alexandra ১৮৪৪—১৯২৫)

ইংল্যান্ডেশ্বর ৭ম এডোয়ার্ডের পত্নী; ৫ম জর্জের মাতা। ডেনমার্কের রাজকন্যা। বিবাহ ১৮৬৩; ১ম সন্তান আলবার্ট ভিক্টর মারা যান। ২য় পুত্র জর্জ রাজা হন। ১৯০১ সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হন। ১৯১০ বিধবা; ১৯২৫ এ মৃত্যু হয়।

আলেয়া (Will o' the wisp; Jack-a-lantern, Ignis fatuus)

নিচু জলাভূমি হইতে সময়ে সময়ে একপ্রকার গ্যাস (marsh gas) উঠিতে থাকে; এই গ্যাস্ হাওয়ার সংস্পর্শে আগুন ধরে। শরৎকালে সূর্যাস্তের পর সাধারণত দেখা যায়; এই আলো দেখিতে সবুজাভশ্বেত; ইহার কারণ নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। পথিক রাত্রে এই আলোক দেখিয়া পথভ্রান্ত হয়; সেইজন্য লোকের বিশ্বাস ইহা এক জাতীয় ভূত।

আলোই

শিশুদের উদরাময়ের গ্রাম্য ঔষধ। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি একত্রে কালমেঘের পাতার (দ্রঃ) রসে বাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ক্ষুদ্র বটিকা হয়। শিশুদের পেটের ব্যথা, অনিয়মিক দাস্ত ও ক্ষুধামান্দ্যাতে প্রযুক্ত হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

আলোক

সূর্যের যে তরঙ্গরাশি আসিয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় তাহাকে লৌকিক ভাষায় আলোক বলা হয়। তরঙ্গরাশি চক্ষুকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা বিশেষ নার্ভের দ্বারা মস্তিষ্কের এক নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে আমরা আলোক দেখিতে পাই। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল চলে; সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে প্রায় ৮২ মিঃ লাগে। নিউটন প্রথম দেখান যে একটি পরকোলা কাঁচের (Prism) মধ্য দিয়া এই রশ্মি আসিলে সাতটি রঙে উহা বিশ্লিষ্ট হয়, যথা লাল, নারাঙ্গী, হলদে, সবুজ, আসমান, নীল ও বেগুনি। এখন জানা গিয়াছে যে এই সাতটি রঙ ছাড়া লালের পাশে একটি অদৃশ্য রশ্মি বা infra-red এবং ঠিক সেই মত বেগুনির পাশেও একটি অদৃশ্য রশ্মি ultra-violet rays আছে; এবং শেষোক্তটির কাজ রাসায়নিক। আলোক তরঙ্গের হ্রস্ব দৈর্ঘ্যর প্রভেদে বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়—দৃশ্যমান বর্নালীর দীর্ঘতম তরঙ্গে লাল ও হ্রস্বতম তরঙ্গে বেগুনি রঙ সৃষ্টি করে আলোক ও তাপ তেজের

রূপভেদ মাত্র। তরঙ্গবাদের উদ্ভাবকের নাম Huygens। তবে Young নামে একজন ইংরেজ ১৮০০ অব্দে ইহার আলোচনা আরম্ভ করেন ও তাঁহার পর অনেকে এই জ্ঞান অগ্রসর করেন। Clerk-Maxwell, Herzএর নাম এই গবেষণা কার্যে অমর হইয়াছে। আমাদের দেশের ডাঃ রমন আলোক সম্বন্ধে কাজ করিয়া 'নোবেল' পুরস্কার পাইয়াছেন। নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপের সময়ে বলা হয় আলোক-বৎসর (Light year) অর্থাৎ এক বৎসরে আলো প্রায় ৬০ হাজার কোটি মাইল আসে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র হইতে আলো আসিতে ৪½ আলোক-বৎসর লাগে। লাল আলোর তরঙ্গের (red-rays) অপেক্ষাও দীর্ঘতর রশ্মি-তরঙ্গ তাপের অনুভূতি জন্মায়।

আলোক বর্ষ (Light year)

আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল চলে। এক বৎসরে এই আলোক-রশ্মি যতদূর যায়, তাহাকে এক আলোক বর্ষ বলে। ১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫¼ = ৫৮,৭৬,০৬,৮০,০০,০০০ মাইল। নূতন আবিষ্কৃত একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব ২,৩০,০০০ আলোকবর্ষ বলিয়া অনুমান করা হয়। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮½ মিনিট মাত্র লাগে। সূর্যের পৃথিবী হইতে গড় দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মা।

আলোক বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)

একটি আলোক রশ্মি যখন এক মাধ্যম (medium) হইতে অন্য মাধ্যমে যায়, তার গতিপথের দিক পরিবর্তন হয়। Newton প্রথম ইহা আবিষ্কার করেন। তিনি একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্যের আলোক একটী পরকোলার কাঁচের (Prism) ভিতর দিয়া চালনা করেন; তাহাতে দেখা যায় যে সূর্যের আলোক রামধনুর সাতটি রঙে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সূর্যের আলোতে অসংখ্য রং আছে, তাহারা বাতাস হইতে কাঁচের ভিতর যাইতে বিভিন্ন দিক অবলম্বন করে ও আকাশে যেসকল জলকণা আছে তাহাদের দ্বারা এই প্রকার সূর্যের আলোক বিচ্ছুরিত হওয়াতেই রামধনু সৃষ্টি করে।

আলোক রশ্মির প্রতিফলন (Reflection of Light)

কোনও স্থানের উপর আলোক রশ্মি পড়িলে সেই রশ্মির কতকটি শক্তি সেই পদার্থটির দ্বারা শোষিত (absorbed) হয়, কতক শক্তি প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে, এবং কতকটি সেই পদার্থের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। প্রতিফলিত রশ্মি সেই ভূমির অভিলম্বের সহিত যে কোণ করে, সেই কোণ আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্য-কোণের সমান; এবং আপতিত-রশ্মি, অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মি এক সমতল কোণে থাকে। এই দুইটি নিয়মকে Snell's Law বলে। ইহা হইতে Newton সিদ্ধান্ত করেন যে একটি আলোক-রশ্মি কতকগুলি (material) আলোক-অণুর সমষ্টি। কিন্তু Huygens নামক একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম দেখান যে আলোক-শক্তি তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হইলেও এই দুইটি নিয়ম খাটে।

আলোক-শক্তি (Light energy)

একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে ইথর নামক এক সর্বব্যাপী মাধ্যম (medium) বিশ্বাকাশে আছে; সেই medium এর তরঙ্গই আমাদের আলোকের অনুভূতি সৃষ্টি করে। উত্তাপও এই প্রকার ঢেউ-এরই রূপান্তর মাত্র। উত্তাপের যে রকম শক্তি আছে, যে-ইথর-তরঙ্গ আলোকের জন্মদাতা তাহারও তেমনি শক্তি আছে। এই শক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হইতে পারে। Photo-Electric Cell ইহার দৃষ্টান্ত।

Photographic Plateএ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা আলোক-শক্তির দ্বারাও সাধিত হয়। আলোক-শক্তি আরও অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। এমন অনেক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে যাহা অন্ধকারে ঠিক থাকে, কিন্তু তাহাদের উপর আলোক-রশ্মি পড়িলেই তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে যেমন, সিলভার নাইট্রেট্।

আলোকস্তম্ভ (Light-House)

সমুদ্রের নিকট উপকূলে বা দ্বীপে চোরা বা মগ্ন পাহাড় প্রভৃতিতে জাহাজ যাহাতে ধাক্কা না লাগে, সেইজন্য একটি স্তম্ভের উপর আলোক রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ভাসমান বয়া (Buoy) ও স্তম্ভে রাত্রিকালে আসিটিলিন্ গ্যাস জ্বলে; ঘড়ির কলের সাহায্যে তাহা দিবাভাগে নিবিয়া যায়। আরসি ও ফোকস-কাঁচের সাহায্যে আলো তীব্র হয় ও দূরে যায়। বঙ্গোপসাগরে বেসিনের নিকট বড় একটি অং আছে। ইংল্যান্ডের উপকূলস্থ এডিস্টোন আলোক স্তম্ভ বিখ্যাত। এ ছাড়াও অনেক আছে। কোন কোন আলোকস্তম্ভে মানুষ বাস করে।...প্রাচীনযুগের কিম্বদন্তী অনুসারে রোড্স দ্বীপের কলোসাস মূর্তি আলোক স্তম্ভের কাজ করিত। আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরের স্তম্ভ প্রাচীন কালে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল।

আলোচাল

ধান সিদ্ধ করিয়া সাধারণত চাল হয়। যে ধান রৌদ্রে শুকাইয়া ভাবাইয়া, চাল করা হয়, তাহাকে আলো চাল, বা আতপ চাল বলে। (দ্রঃ চাল)

আশানন্দ ঢেঁকি

শান্তিপুরনিবাসী বীর; ডাকাতদের ঢেকি লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। ১৯ শতকের প্রথম দিকে

আশানন্দ জীবিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদাররা অনেক সময়ে দস্যুর ভয়ে ইহার তত্ত্বাবধানে সদর খাজনা পাঠাইতেন।

আশীশ বা আসাসীন (Hashishin, Assassins)

ইস্‌লামের ধর্ম সম্প্রদায়। খলিফা মালিক শাহর (১০৭৩-৯২) রাজত্বকালের শেষভাগে হাসান সবাহ নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক এই খুনে সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইনি প্রথমে মিশরের ফতেমীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; পশ্চিম এশিয়ায় ইসমাইলি (দ্রঃ) সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য ইহাকে তাহারা নিযুক্ত করে। ইহারা নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরের মুসলীমকে শত্রু মনে করিত এবং গুপ্তভাবে অস্ত্র বা আশীশ (ভাঙ) দিয়া হত্যা করিত। এই খুনে সম্প্রদায়ের গুরুকে বলিত সৈয়দন (Syedna), এবং তিনি সাধারণের মধ্যে শেখ-উল-জবল বা শৈলপতি নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার দেহরক্ষীদের বলিত ফিদাই (ভক্ত)। সৈয়দনের নিচে ছিলেন তিনজন দাই-উল-কবীর (Grand Prior) তিন প্রদেশের কর্তা। ইহাদের অধীন ছিল 'দাই'রা, সম্প্রদায়ের লোক সংগ্রহ ছিল প্রধান কাজ। এ ছাড়া গুপ্ত সাধনার নানা স্তর ছিল। সাধারণ মুসলমান ইহাদিগকে মুলাহিদ (অধার্মিক) বলিত।... ১০৮৯ খৃঃ অব্দে হাসান্‌ সবাহ্‌ এক পার্বত্য দুর্গ অধিকার করেন ও তথা হইতে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন। মালিক শাহর উজীর নিজাম উল-মুলক গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হন।... ইহার পর এই সম্প্রদায় উত্তর পারস্য, ইরাক, সীরিয়া প্রভৃতি স্থানে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৩ শতকে মুঘলরা এই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে।

আশুতোষ চৌধুরী (১৮৫৯—১৯২৪)

ব্যারিস্টার ও হাইকোর্টের জজ্‌। পাবনা জিলার হরিপুর গ্রামের চৌধুরী বংশীয়। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আশুতোষ যশোহর, কৃষ্ণনগরে ও তৎপরে কলিকাতায় পড়েন। ১৮৮১ বিএ পাশ করেন। এমএ পাশ করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টার হইয়া ১৮৮৬তে ফেরেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন। ব্যারিস্টারি করিয়া ইনি প্রভূত ধন উপার্জন করেন। ১৯১২-২০ কলিকাতার হাইকোর্টের জজিয়তি করেন। ১৯২৪ মৃত্যু। ইনি বরাবর কন্‌গ্রেসের ভক্ত ও সকল প্রকার উদার নীতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২০এ স্যর উপাধি পান। ১৯০৮ বধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে বলেন, A subject race has no politics। ১৯২২ দিনাজপুরের সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল।

আশুতোষ দেব (১২১০—৬২ বঙ্গাব্দ)

'ছাতুবাবু' নামে পরিচিত; কলিকাতায় বীডন স্ট্রীটস্থ ছাতু বাবুর বাজার আছে। ধনী বণিক রামদুলাল সরকারের পুত্র। *ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।* তারকেশ্বর ও কাশীতে তাঁহার দানের অনেক চিহ্ন আছে। ১৮৫৭এ তাঁহার চেষ্টায় শকুন্তলার অনুবাদ ও প্রথম অভিনয় হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪—১৯২৪)

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও কঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ (দ্রঃ); আদি নিবাস জিরাট-বলাগড় ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ভবানীপুরে বাস করেন। আশুতোষ ১৮৮৫এ গণিতে এম.এ. পাশ ও ১৮৮৬তে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৮৮এ আইন পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৯৪এ Doctor of Law উপাধি পান। ১৯০৪-২৩ হাইকোর্টের জজ। মাঝে ১৯২০এ অস্থায়ী প্রধান বিচারকের কায করেন (চীফ জাস্টিস্‌)। জজিয়তি ত্যাগ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন ও ডুমারাওএর মোকদ্দমা করিতে পাটনা যান। সেখানে মৃত্যু ঘটে ২৫ মে, ১৯২৪। শিক্ষা বিষয়ে ইহার অনুরাগ বহুকাল হইতে ছিল। ১৮৯৯-১৯০০ দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর (১৯০৬-১৪ পুনরায় ১৯২০-২৩)। তাঁহার সময়ে বিজ্ঞান কলেজ, 'দারভাঙ্গা' বাড়ী প্রভৃতি হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলাভাষার মর্যাদা দান করেন। সমাজ সংস্কারের অগ্রণী ছিলেন; নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। মাতা জগত্তারিণী (দ্রঃ) ও কন্যা কমলার নামে বৃত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ দিয়াছিলেন। ১৯১১এ স্যার হন। বহু বিদ্বজ্জন সভার তিনি পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ হাইকোর্টের উকিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুএট বিভাগের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। ২য় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (দ্রঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যানসেলর ছিলেন।

আশুতোষ কলেজ

কলিকাতা ভবানীপুরে ১৯০৮এ স্থাপিত। সাউথ সুবর্বন কলেজরূপে আরম্ভ। স্যর আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুসারে আশুতোষ কলেজ (১৯২৭) হয়।

আশ্বলায়ন

বৈদিক যুগের ঋষি। শৌনিকের শিষ্য; ইনি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের ৪র্থ আরণ্যক রচনা করেন।

আশ্বিন মাস

যে চান্দ্রমাসে প্রায়ই অশ্বিনী বা তন্নিকটস্থ নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাহাকে চান্দ্র-আশ্বিন বলে। সূর্যের কন্যারাশি স্থিতিকালেই

সাধারণত উহা সংঘটিত হয় বলিয়া সূর্যের কন্যারাশিস্থিত কাল সৌর-আশ্বিন নামে অভিহিত। ইহা বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ মাস এবং শরৎ ঋতুর অন্তর্গত। ইংরেজি ১৫ই সেপ্টেম্বর আন্দাজ হইতে ১৫ই অক্টোবরের কাছাকাছি। ৩০এ আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গচ্ছেদ হয়। দুর্গা পূজা প্রায়ই এই মাসে পড়ে।

আশ্রম

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্গের প্রত্যেককে চারিটি আশ্রম মানিয়া চলিতে হইত; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস বা ভৈক্ষ্য। ব্রহ্মচর্যকালে ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস, অনাড়ম্বরপূর্ণ কঠোর জীবন যাপন ও শাস্ত্রশিক্ষা করিতে হইত। গার্হস্থ্য জীবনে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন, দান ধ্যান পূণ্য কর্ম করিতে হইত। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ; তখন গৃহী গ্রামত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতেন ও শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। শেষ আশ্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা ধারণ করিতেন। পরমাত্মার চিন্তা তখন প্রধানতম কর্তব্য।...আজকাল ভারতের নানা স্থানে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য 'আশ্রম' স্থাপিত হইয়াছে; যথা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পণ্ডিত মুন্সীরামের (শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) গুরুকুল আশ্রম। এ ছাড়া লৌকিক অবতারদের দ্বারা বহু 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আঁষ ফল

(দ্রঃ আঁইষ ফল)।

আষাঢ়

যে চান্দ্রমাসে পূর্বাষাঢ়া বা তন্নিকটস্থ পূর্বাপর নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাহা চান্দ্র-আষাঢ় বলিয়া কথিত; সূর্যের মিথুন রাশিতে অবস্থানকালে উহা প্রায় সংঘটিত হয়। এজন্য সূর্যের মিথুন-রাশি স্থিতিকাল সৌর আষাঢ় নামে অভিহিত। ইহা শকাব্দ বা বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাস; বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত। ইংরেজি ১৫ই জুন আন্দাজ হইতে ১৫ই জুলাইএর কাছাকাছি।

আস্‌করি মির্জা

বাবরের পুত্র; ইনি মধ্যএসিয়ার সম্বল রাজ্য প্রাপ্ত হন। হুমায়ুন গুজরাট জয় করিয়া ইহাকে দেন, কিন্তু তিনি রাখিতে পারেন নাই। ভারত হইতে হুমায়ুনের পলায়নের সময় ইনি ভ্রাতাকে কোন সাহায্য করেন নাই। পরে ভারত উদ্ধারের পথে হুমায়ুন আসকরিকে পরাজিত করিলে তিনি মক্কায় চলিয়া যান। (১৫৫৪)

আসন

যোগের বা ব্যায়ামের বসিবার ভঙ্গী। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয়াঙ্গ বলিয়া অভিহিত। আসন ৫ প্রকার—*পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, ব্রহ্মাসন, বীরাসন।*

আসন গাছ, (Terminalia tomentosa)

হরীতক্যাদি বর্গের পত্রত্যাগী বৃহৎ আরণ্যতরু; দেখিতে অর্জুন গাছের মত; ফুল পীত, ফল পক্ষপক্ষ; কাঠ শক্ত, খদির বর্ণ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। ছাল ও ফলে কষায়ীন (tannin) আছে। দুই জাত—কালী আসন ও ভুঁড়ি আসন। ইহার কাঠ নৌকা তৈরীতে লাগে। রাঢ় ও ছোট নাগপুরে আসন গাছে রেশমগুটি বসানো হয়। (যোগেশ; Wa. 1037)

আসফ আলি

ব্যারিস্টার। জন্ম ১৮৮৮। দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টার হন। পাশ্চাত্যের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। মোসলেম ন্যাশানালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা। কন্‌গ্রেসের কাজের জন্য বহুবার জেলে গিয়াছেন। ১৯৩৪এ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন।

আসফউদ্দৌলা

অযোধ্যার ৪র্থ নবাব (১৭৭৫-৯৭)। নবাব সুজাউদ্দৌলার পুত্র। ঈস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতায় কাউন্সিল সুনডি জাঃ-র সহিত পূর্ব সন্ধি বাতিল করিয়া সৈন্য সাহায্যের ব্যয় বাবদ আরও টাকা দাবী করে; বাধ্য হইয়া নবাব কাশী কোম্পানীকে দিলেন। ইতি পূর্বে আলাহাবাদ ও কোরা গিয়াছিল। ১৭৮০তে আসফের কোম্পানীর নিকট ১৫ লক্ষ টাকা ধার পড়ে। নবাবের রাজকোষ প্রায় শূন্য। পৈতৃক অর্থ ছিল বেগমদের হাতে। অর্থের জন্য নবাব জননী এবং পিতামহীদের তাগিদ করেন। Bristow নামে কোম্পানীর এজেন্টের সাহায্যে ৫৪ লক্ষ টাকা কোঃ আদায় করে। ওয়ারেন হেস্টিংস বেগমদের কিছু কাল আটক রাখিয়া ১৭৮২ ডিসেম্বর টাকা আদায় করেন। ১৭৯৭এ আসফের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র ওয়াজির আলি নবাব হন। কিন্তু ইঁহাকে বরখাস্ত করিয়া গভর্নর- জেনারেল শোর (Shore) আসফের ভ্রাতা সাদাৎ আলিকে নবাব করেন। লখনৌর ইমামবারা প্রভৃতি অট্টালিকা ইঁহার সময়ে নির্মিত হয়।

আসফ জাঁ

(দ্রঃ নিজাম-উল-মুলক)

আসল বাটা, প্রকৃত বাটা (True discount)

(দ্রঃ বাটা)

আস্‌-শাওড়া, আস্তশাথোট (Glycosmis Pentaphylla)

নিম্বুকাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ। পাঁচ পর্ণে পাতা; ফুল ফল ছোট; দন্তধাবন কাষ্ঠ হয় বলিয়া আস্ত (আস্‌) শাখোট। (শাওড়া দ্রঃ) পশ্চিম বঙ্গে আম জাগ্‌ দিবার জন্য ব্যবহার হয়। ক্ষুপ দুই হাত উঁচু হয়। (যোগেশ)

আসানুল্লা (১৮৪৬ -১৯০১

ঢাকার নবাব, আবদুল গনির পুত্র; ইনি পিতার ন্যায় দাতা ছিলেন তাঁহার দানের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা। তাঁহার নামে আসানুল্লা ইন্‌জিনীয়ারিং স্কুল ঢাকায় হইয়াছে।

আসামী ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ব ভারতীয় ভাষাবর্গের মধ্যে মৈথিলি, গৌড়ীয়, ওড়িয়া ও অসমিয়া পড়ে। অহোম জাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ১৩ শতকে জয় করে ও স্থানীয় লোকের ভাষা গ্রহণ করে। তাহাদের চেষ্টায় অসমিয়া ভাষার উন্নতি সাধন হয়। অসমিয়া বুরঞ্জী নামে ইতিহাস গ্রন্থ বিখ্যাত। দেশের ও পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অসমিয়াদের সভ্যতার অন্তরঙ্গ বিষয় ছিল। ক্রমে কবিতায় সংস্কৃত ধর্ম গ্রন্থাদির অনুবাদ হয়। প্রাচীন অসমিয়া ও প্রাচীন বাঙলা-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা উপভাষা-গত পার্থক্য। কিন্তু ইংরেজদের অধীন আসিবার পর খৃস্টান পাদরীরা ঐ উপভাষাকে একটি ভাষায় পরিণত করিলেন এবং এখন বাঙলা ও আসামী সম্পূর্ণ দুইটি ভাষা হইয়াছে। আসামী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২০ লক্ষ মাত্র।

আস্তিক

প্রাচীন ভারতের মহামুনি। পিতা জরৎকারু বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু ইহার মাতা। জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে নাগকুল ধ্বংস আরম্ভ করেন; তখন নাগরাজ বাসুকি ভাগিনেয় আস্তিককে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য রাজার কাছে পাঠান আস্তিকের চেষ্টায় নাগ হত্যা বন্ধ হয় ও রাজা অশ্বমেধ করেন সে বিষয়ে রাজাকে আস্তিক যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আস্রাবণ (Decantation)

কোনও অদ্রাব্য জিনিষ কোনও তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলে, তাহা কিছুক্ষণ পরে তলায় পড়িয়া যায়। তরল পদার্থটি এই সময় অন্য পাত্রে ঢালিলে মোটের উপর পরিষ্কার-ভাবে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে decantation কহে। ঘোলা জলকে এইরূপে আংশিকভাবে পরিষ্কার করা যায়।

আহম্মদ

পারস্য দেশীয় পণ্ডিত, 'খুলাসৎ উল্‌ হায়াৎ' গ্রন্থ রচয়িতা। ১৫৮২ অব্দে আকবরের দরবারে আসেন ও 'তারিখি অল্‌ফি' গ্রন্থ সম্পাদন সুরু করেন; কিন্তু কুচক্রীদের দ্বারা নিহত হন। আকবর হত্যাকারী মির্জা ফুলাদকে হস্তীপদতলে মর্দিত করিয়া বধ করেন।

আহম্মদ খাঁ, স্যর সৈয়দ (১৮১৭—৯৮)

মুসলীম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক। দিল্লীতে জন্ম। ১৮৩৭এ সামান্য সরকারী কর্মে প্রবৃত্ত হন ও ক্রমে সব-জজ হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বৃটিশদের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৬৯এ বিলাত গিয়া তথাকার শিক্ষাবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৬এ সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও পর বৎসর আলিগড়ে আঙ্‌লো-ওরিএণ্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ কালে আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় (দ্রঃ) হয়। ১৮৭৮—৮২ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৮৮ 'স্যর' উপাধিলাভ করেন। বর্তমানের উপযোগী করিয়া মুসলমানদের শিক্ষিত করিবার জন্য তিনিই প্রথম চেষ্টা করেন।

আহমদ, মির্জা গুলাম (১৮৬৯—১৯০৮)

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। জন্ম পঞ্জাবের কাদিআন গ্রামে। ইনি নিজেকে খৃস্টানদের মেসায়া ও হিন্দুদের অবতার বলিয়া দাবী করিতেন। আহমদ বলিতেন, "আমি খৃস্টানদের প্রতিশ্রুত পবিত্রাতা মেসায়া, মুসলীম সমাজের মহাদি, ও হিন্দুদের শেষ অবতার কল্কি। আমার আবির্ভাব কেবল মুসলমান ধর্মসংস্কারের জন্য নহে কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান—এই তিন মহাধর্মের উদ্ধার আমারই দ্বারা সাধিত হইবে।" বহু উর্দু ও ইংরেজি গ্রন্থ ও পুস্তিকা লেখেন। গোঁড়া মুসলমানরা ইহাদিগকে সুনজরে দেখেন না; কিন্তু সমাজসংস্কার শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে আহমদিয়া সম্প্রদায় অনেক উন্নত। কাদিআন এখন প্রায় তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপে ইহাদের মৌলবী প্রচারক আছেন।

আহমদ শাহ (১৪১১—১৪৪১)

গুজরাটের স্বাধীন নরপতি। সাবরমতী নদীতীরে প্রাচীন আসবাল গ্রামের কাছে বহু মস্‌জিদ ও প্রাসাদে সুন্দর নগর আহমদাবাদ নির্মাণ করেন। (দ্রঃ আহমদাবাদ)। অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন ও হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতেন।

আহমদ শাহ্‌ আব্দালী

আব্দাল নামে আফগান জাতির দলপতির পুত্র। পারস্য সম্রাট্‌ নাদির শাহ কর্তৃক বন্দী হইয়া তথায় নীত হন। নাদিরের হত্যার পর (১৭৪২) আঃ কান্দাহার, কাবুল,

পেশোয়ার ও লাহোর অধিকার করেন। ইহার পর কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন ১৭৪৮—৫৬, ১৭৫২এ পঞ্জাব জয় করেন। অবশেষে মহারাষ্ট্রদের শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য রোহিলা ও অযোধ্যার নবাবদের সহিত মিলিত হন ও ১৭৬১ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাভূত করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীতে বসাইয়া কাবুলে ফিরিয়া যান। ইঁহার সময় হইতে আফগানিস্থান পৃথক রাজ্য গঠিত হইল। ১৭৭২এ মৃত্যু হয়।

আহমদ শাহ্ বলি

বাহমনী রাজ্যের রাজা (১৪২২-৩৫)। বিজয়নগরকে যুদ্ধে বারবার পরাভূত এবং লাঞ্ছিত করেন ও রাজা দেবরায় সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এছাড়া বহু যুদ্ধ পার্শ্বস্থ হিন্দুদের বিরুদ্ধে করেন। পুত্র জফর খাঁ রাজা হন (২য় আলাউদ্দিন)।

আহারতত্ত্ব (Dietetics)

আহারের মূল প্রেরণা ক্ষুধার তাড়না। আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস, কাঁচা শব্জী খাইত; তারপর আগুন আবিষ্কারের ফলে খাদ্যকে ঝলসানো ও পোড়ানো এবং সিদ্ধ ও ভাজা করিতে শেখে। ক্রমে লবণ, সুগন্ধি মুখ-রোচক, হজমী মশলা প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে রন্ধনের পারিপাট্য সুরু হইল; মানুষের আহার বদল হইতে থাকিল। নূতন শব্জী, ফল, মূল, নূতন মাংস লইয়া বহুবিধ পরীক্ষা মানুষে করিয়াছে। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে শাক, মৎস্য ও মাংসের গুণাগুণের বিস্তৃত আলোচনা আছে; প্রত্যেকটি শাক ও মাংস আহারের ফলে মানুষের দেহের কি কি পরিবর্তন হয়, তাহা গবেষণার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। কালে রন্ধনকার্য কলার বা আর্টের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। তবে উহা ক্রমে ভোজন বিলাসিতা অস্বাস্থ্যে পরিণত হয়। ইউরোপে ফরাশীরা নিত্য নূতন খাদ্য তৈয়ারী করিতে ওস্তাদ। মিষ্টান্ন রান্নায় ইতালীয়রা প্রধান। এদেশে গোয়ানজীরা (Goanese) ভাল রাঁধুনী। প্রাচ্যে মুসলমান বাবুর্চিরা রন্ধন কার্যে যশস্বী হয়। পূর্ববঙ্গে মাছের ও নারিকেলের দ্বারা বহুবিধ পদ রান্না হয়। ইউরোপে আহারতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এদেশে প্রত্যেক আহার্য উপাদানের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন। (দ্রঃ খাদ্য ; ভিটামিন)

আহুক

কংসের পিতামহ ও উগ্রসেনের পিতা এবং কৃষ্ণের মাতামহ। দেবকের পিতা।

আহ্নিক গতি (Diurnal motion)

পৃথিবী স্বীয় মেরুরেখার চতুর্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে অনবরত ঘুরিতেছে; একবার পুরা ঘুরিলে ২৪ ঘণ্টা বা এক দিন হয়। ইহাকে আবর্তন (rotation) বলে

অ্যা

অ্যাকচুয়ারি (Actuary)

সংখ্যাতত্ত্ব, হিসাব, গড়পড়তা পরমায়ু প্রভৃতি যে গণিতবিদ্যার আলোচ্য বিষয় তাহাকে অ্যাঃ বলে। এই বিদ্যায় অভিজ্ঞরা প্রায় বীমার কাজে নিযুক্ত হন। সকল বড় বীমা কোম্পানী নিজস্ব অ্যাঃ নিয়োগ করেন। ইংল্যান্ডে গভর্নমেণ্ট ১৮১৯এ অ্যাঃ পদ সৃষ্টি করেন। তারপর ১৮৪৮এ তথায় ও ১৮৫৬এ স্কটল্যান্ডে সোসাইটি গঠিত হয়। Faculty of Institute of Actuaries এর ঠিকানা Staple Inn Hall, Holborn, London W. C. I.; Faculty of Actuaries, 14 Queen Street, Edinburgh. বাঙলা দেশে অ্যাকচুয়ারির সংখ্যা অতি অল্প।

অ্যাকাডেমি (Academy)

গ্রীক পৌরাণিক বীর অ্যাকাডেমাসের নামানুসারে প্রাচীন আথেন্সের অন্তর্গত বাগান। এইখানে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিতেন।...কালে বিদ্যালোচনার স্থান "অ্যাকাডেমি" নাম পায়।

অ্যাকাডেমি, ফরাশী (Academie, Francaise)

ফ্রান্সের বিশিষ্ট জ্ঞানী-মণ্ডলী। ১৬৩৫এ ফরাশী মন্ত্রী কার্ডিনেল রিশলু (Richelíu) স্থাপন করেন। ৪০ জনের বেশি সদস্য কোনো এক সময়ে থাকিতে পারে না।...ইংল্যান্ডে Royal Academy of Arts, British A. (১৮৯৩) ফ্লোরেন্সের Accademia della crusca (১৫৮২) প্রভৃতি বিখ্যাত।

অ্যাকিউমুলেটর (Accumulator).

যে ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করিয়া সঞ্চিত করা যায় এবং প্রয়োজন মত এই রাসায়নিক শক্তিকে আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় তাহাকে Accumulator, Secondary Cell বা Storage Cell বলে। Faureর Accumulator কাঁচের চৌকোনা পাত্রে জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিডের মধ্যে Red lead বা litharge মাখানো সীসার অনেকগুলি পাতলা পাত একত্র করিয়া রাখা হয়। এই পাতগুলিকে চলন্ত ডাইনামোর সঙ্গে তার দিয়া যোগ করিয়া দিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহদ্বারা জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেল-গুলি 'চার্জ' হয়। অর্থাৎ সেলগুলির মধ্যে রাসায়নিক নের ফলে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত হয়। ডাইনামো বন্ধ করিলেও বিজলিশক্তি এ সেল হইতে প্রয়োজনমত নির্গত হইবে। মোটর গাড়ী চালাইতে, বেতার শুনিতে, টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করিতে চার্জকরা ব্যাটারীর প্রয়োজন হয়। টর্চ বাতি সেলের মধ্যেও রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় এক ভাবে বিজলিশক্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে; ইহাকে ড্রাই বা শুষ্ক সেল্ বলে; ইহাকে প্রাইমারী সেল বলা যাইতে পারে; কারণ ইহাতে বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টির জন্য বাহিরের কোনো ডাইনামো হইতে প্রথম শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। (দ্রঃ ব্যাটারী)।

অ্যাকুইনাস (Aquinas, Thomas ১২২৭-৭৪)
ইতালীর খৃস্টান সাধু ও দার্শনিক। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হয়; মঠে অধ্যয়ন করিয়া ডোমিনিকান্ সন্ন্যাসী দলভুক্ত হন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভ্রাতারা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন কিন্তু দুই বৎসর পর কোলন্ নগরে যান। সেখান হইতে প্যারিসে গিয়া অধ্যয়ন করেন। পাণ্ডিত্যর জন্য ক্রমে বিশেষ খ্যাত হন ও রোম, পিসা, নেপলস্, বোলগনাতে অধ্যাপন করেন। পোপের সম্মুখে একসময়ে ভিক্ষু সন্ন্যাসী (mendicant friars) দের বিরুদ্ধে নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করেন।

অ্যাকুইলি (Aquilae) নক্ষত্র মণ্ডল
গরুড় মণ্ডল। ইহাতে ৭১টি তারা আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্বাকাশে ছায়াপথের উপর দেখা দেয়। 'শ্রবণা' (দ্রঃ) বৃহত্তম নক্ষত্র।

অ্যাকাউন্টেন্ট (Accountant)
হিসাবনবীশ। প্রাচীন ভারতে গ্রামরক্ষক বোধহয় এই কায করিতেন। আমাদের দেশে মুসলমান যুগে প্রবর্তিত শব্দ সমূহ চলিতেছে যেমন দপ্তর (office), হিসাব (account) প্রভৃতি। ইউরোপে ১৫৮১ অব্দে অ্যাকাউন্টেন্টদের সমিতি স্থাপিত হয়। বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে হিসাবনবীশদের পরীক্ষাদি গ্রহণের দুইটি সমিতি আছে, Institute of Chartered Accountants এবং The Society of Incorporated A. and Auditors.

অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল (Accountant General)
গভর্নমেন্টের হিসাব রক্ষক। বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা ইঁহার প্রধান কর্তব্য। হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের বহু বিস্তৃত উপদেশ আছে; তদনুযায়ী ইনি সরকারী সমস্ত বিভাগের হিসাব দেখেন। ইঁহার প্রকাণ্ড অপিস আছে এবং শিক্ষিত কর্মচারীরা তন্নতন্ন করিয়া ভাউচার প্রভৃতি পরীক্ষা করেন। অ্যাঃ জেনারেলের সহি বা শীলমোহর ছাড়া কোন টাকা খরচ হয় না

অ্যাকোনাইট (Aconite)
অতিবিষা দ্রষ্টব্য; সপুষ্পক বহু প্রকারের অতিবিষা গাছ আছে। এই বিষ অসাড়ত্ব উৎপন্ন করিতে পারে; বেদনা উপসমের জন্য স্থানিক প্রয়োগ হয়। হোমিওপ্যাথীতে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। Ranunculaceae বর্গের গাছ; ইহার একটি জাত monkshood; অত্যন্ত বিষাক্ত।

অ্যাকোয়াভিভা (Father Rudolf Acquaviva.)
আকবরের দরবারে গোআ হইতে যে জেসুইট মিশন (১৫৭৯) উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে ফাদার মন্‌সেরাটে (Monserrateর সহিত ইনি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহী খৃস্টান ছিলেন। আকবরকে চারিটি ভাষায় অনুদিত বাইবেল, যীশু, ও মেরীর চিত্র উপহার দেন।

অ্যাক্রোপোলিস্ (Acropolis)
গ্রীসের পর্বতোপরি সুন্দর পুরীকে বলিত। মিকিনি, কোরিন্থ, আথেন্স প্রভৃতি নগরে আঃ ছিল। আথেন্সের অ্যাঃ-র উপর পার্থিনন মন্দিরাদি নির্মিত হয়।

অ্যান্‌জেলিকো (Angelico, Fra ১৩৮৭—১৪৫৫)
ইতালীর চিত্রশিল্পী। আসল নাম গুইডো (Guido); মঠে প্রবেশ করিয়া জিওভানি নাম লন; কিন্তু তাঁহার দেবোপম (অ্যানজেল) সুন্দর আকৃতির জন্য মঠের সকলে ভ্রাতা (Fra)

অ্যানজেলিকো বলিত। ইঁহার চিত্র সবই ধর্মমূলক ; ফ্লোরেন্স, রোম, লনডন ও প্যারিসে তাঁহার চিত্র আছে। বিখ্যাত চিত্র **Last Judgment** ।

অ্যাটর্নী (Attorney)

ইংল্যানডে ও ইংরেজ শাসিত দেশের আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা। ইঁহারা মক্কেলের কাছ হইতে মোকদ্দমা বুঝিয়া লইয়া ব্যরিস্টার বা অ্যাডভোকেটকে উহা জজের সম্মুখে পেশ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন। ইঁহারা কোর্টে বক্তৃতা করিতে পারেন না। ভারতের যেখানে হাইকোর্ট আছে সেখানে অ্যাটর্নী আছে ; বর্তমানে ইঁহাদের সলিসিটর বলে। আইন পরীক্ষা পাশের পর মোটা দক্ষিণার চুক্তিতে কোনো অ্যাটর্নীর নিকট কয়েক বৎসর শিক্ষানবীসী করিতে হয় ; তৎপর হাইকোর্টে পরীক্ষা হয় ; পাশ করিলে অ্যাটর্নী করিবার অনুমতি পাওয়া যায়। (দ্রঃ সলিসিটর)

অ্যাটর্নী-জেনারেল (Attorney-General)

ইংল্যানডে বৃটীশরাজের প্রধান আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা। পদগৌরবে তথাকার Bar বা উকিলদের নেতা। ১২৭৭ অব্দে Attornatus Regis নামে এই পদ সৃষ্ট হয়। ১৮৯৫ হইতে অ্যাঃ জেঃর ব্যক্তিগত ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভারতে এই পদস্থকে অ্যাডভোকেট জেনারেল (দ্রঃ) বলে।

অ্যাটম্ (Atom)

দ্রঃ অনু ও পরমাণু—

অ্যাটল (Atoll) প্রবালবলয়, অবাল।

যেসব প্রবালস্তূপ বালা বা ঘোড়ার খুরের আকারে গঠিত তাহাদের মধ্যে উপহ্রদ বা লেগুন (Lagoon) থাকে এবং উহা মহাসাগরের সহিত প্রণালীর দ্বারা যুক্ত। (দ্রঃ প্রবালদ্বীপ)

অ্যাটালাণ্টা (Atalanta)

গ্রীক পুরাণের গল্পানুসারে অ্যাটলাণ্টা মহাদেব জিউসের কন্যা ; সে পণ করে যে দৌড়াইয়া তাহাকে জিতিতে পারিবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে। মিলানিয়ন্ নামে যুবক দৌড়পাল্লা দিবার সময়ে পথে স্বর্ণ আপেল ফেলিয়া দেয় ; অ্যাটঃ উহা উঠাইয়া লইতে দেরি করে ও দৌড়পাল্লায় পরাজিত হয়। পণ অনুসারে মিলানিয়নকে বিবাহ করিতে হয়। W. Morris নামে ইংরেজ কবি এই আখ্যান লইয়া Atlanta's Race নামে কাব্য রচনা করেন। Swinburneর নাটক A. in Calydon বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭৬৫)।

অ্যাট্রোপিন (Atropin)

চোখ পরীক্ষার সময় ডাক্তাররা চোখে অ্যাঃ দেন। চোখের অসুখে একপ্রকার রাসায়নিক ঔষধ ; বেদনা উপসমের জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা বেলাডোনা গাছের পাতা বা শিকড় হইতে প্রস্তুত একপ্রকার ক্ষারীয় পদার্থ। বেশি মাত্রায় সেবনে দেহে বিষক্রিয়া হয়, মনেও বিকার আনে ; হৃদপিণ্ডকে দুর্বল এবং শেষ পর্যন্ত রোগীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলে।

অ্যাডভোকেট (Advocate)

ইংল্যানডের আইন ব্যবসায়ীকে বারিস্টার ও স্কটল্যানডের আইন ব্যবসায়ীকে অ্যাডভোকেট বলে। এদেশে হাইকোর্টের এক শ্রেণীর উকিলকে অ্যাডভোকেট বলা হইতেছে। আইন পাশ করিবার পর কোন অ্যাডঃর অধীনে এক বৎসর শিক্ষানবীশি করিলে অথবা নিম্ন আদালতে ৫ বৎসর ব্যবসায় করিবার পর হাইকোর্টের 'বার অ্যাসোসিয়েশনে'র নিকট পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলে হাইকোর্টে ওকালতি করিবার লাইসেন্স বা সনন্দ পাওয়া যায়। ইহা দুই শ্রেণীর 'এ' ও 'বি'। 'বি' শ্রেণীর সনন্দ বলে হাইকোর্টের আপীল মামলা করিবার অধিকার জন্মায়। পূর্বে হাইকোর্টের উকিলগণ প্রাথমিক মোকদ্দমা (original) করিতে পারিতেন না ; উহা ছিল ব্যারিস্টারদের একচেটিয়া অধিকার। এখন যে অ্যাডঃ ১০ বৎসর হাইকোর্টের আপীল-পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন, তিনি ব্যারিস্টারদের ন্যায় প্রাথমিক মামলাতে হাজির হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। হাইকোর্টের অধীন সকল আদালতে ওকালতি করিবার অধিকার ইঁহাদের আছে। (দ্রঃ ব্যারিস্টার, হাইকোর্ট)

অ্যাডভোকেট জেনারল (Advocate General)

গভর্নমেন্টের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা। ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন পাশ হইবার পূর্বপযন্ত বাঙলা সরকারের অ্যাঃ জেঃ পদগৌরবে ভারত সরকারের আইনঘটিত বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন।...প্রাদেশিক গভর্নর হাইকোর্টের বিচারক পদের উপযুক্ত কোন আইনজ্ঞকে প্রদেশের অ্যাঃ জেঃ নিযুক্ত করেন। ইঁহার বেতন, কাযকাল, অপসরণ গভর্নর নিজ বিবেচনামত ঠিক করেন।...নূতন ভারত আইনানুসারে যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেল গভর্নমেন্টের জন্য গভর্নর-জেনারেলকে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শান্তে অ্যাঃ জেঃ নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।...স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ১৯৩৭এ ঐ পদে নিযুক্ত হন।

অ্যাড্‌মিরাল (Admiral)

(দ্রঃ অদমিরাল)

অ্যাডমিরালটী (Admiralty, Board of)

বৃটীশ নৌবিভাগের পরিচালক সভা। First Lord of the

Admiralty বা নৌবিভাগের প্রধান কর্তা বৃটিশ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদের সভ্য। ইনি এই বোর্ড বা পরিচালক সভার কর্তা। পরিচালনা (operation) ও সংরক্ষণ (maintenance)—এই দুইটী বোর্ড নৌবিভাগের যাবতীয় কার্য করেন। অধিকাংশ সদস্য পেশাদার নৌবিশারদ।

অ্যাডাম (Adam, John ১৭৭৯—১৮২৫)
লর্ড হেস্টিংসের সময়ে তাঁহার কাউন্সিলের প্রধান সদস্য। হেস্টিংস কার্যে ইস্তফা দিলে ১৮২৩ অব্দের ১ জানুয়ারী হইতে অগস্ট মাসে লর্ড আমহার্স্টের আগমনের পূর্বপর্যন্ত ভারতের অস্থায়ী গভর্নরজেনারেলের কার্য করেন। ইনি 'কালকাটা জর্নাল' পত্রিকার সম্পাদক বাকিংহাম সাহেবকে তাঁহার বেপরোয়া সমালোচনামূলক লেখার জন্য এদেশ হইতে নির্বাসিত করেন।

অ্যাডামস্ (Adams, John ১৭৩৫—১৮২৬)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২য় প্রেসিডেন্ট ১৭৯৬-১৮০০। মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র খসড়ার মধ্যে ছিলেন। ইঁহার পুত্র John Quincy Adams (১৭৯৭-১৮৪৮) যুক্তরাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ১৮২৪-২৮।

অ্যাডিনিয়ডস (Adenoids)
নাকের মধ্যে আবের মতন গেঁজ। যেসব শিশু মুখ হাঁ করিয়া ঘুমায়, যাহাদের 'নাকডাকে', যাহারা অনবরত কাশি সর্দিতে ভোগে, শুনিতে একটু কম পায়, তাহাদের নাকে এই গেঁজ আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। অস্ত্রচিকিৎসকদের মতে উহা কাটিয়া দিলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন্ অভাবে এই ব্যাধি শিশুকালে হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি হইলেও উহা সারিয়া যায়।

অ্যাডিসন (Addison, Joseph ১৬৭২-১৭১৯)
ইংরেজ প্রবন্ধ-লেখক, কবি ও রাষ্ট্রনীতিক। তিনি অনেক নাট্য রচনা করেন; একমাত্র Cato সুপরিচিত। তাঁহার লাতিন কবিতা সে যুগে প্রশংসিত হয় স্টীলের Tatler পত্রিকায় ১৭০৯-১১এ বহু রচনা প্রকাশিত হয়। পরে রিং স্টীল (Steele)-এর সহিত Spectator নামে পত্রিকা সম্পাদন করেন (১৭১১-১২) এবং তাহাতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ সমূহ তাৎকালীন ইংরেজ সমাজের সংস্কারে বিশেষ সহায়তা করে, ইংরেজি স্টাইলের জন্য ইনি খ্যাত। রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁহার দ্বারা আরব্ধ Spectator কাগজ এখনো সাপ্তাহিকরূপে চলিতেছে।

অ্যাডোনিস (Adonis)
গ্রীক দেবী আফ্রোদিতার প্রিয় পাত্র, এক সুদর্শন যুবক। একটি বন্যশূকরের দ্বারা নিহত হইয়া সে রসাতলে প্রবেশ করে; তথায় পার্সিফনি (Persephone) তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়া, সেখানে তাহাকে রাখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। এদিকে দেবী আফ্রোদিতা তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিউস উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া বলিয়া দিলেন যে বৎসরের চারি মাস করিয়া অ্যাঃ এক এক জনের কাছে থাকিবে; আর চারি মাস সে স্বাধীন।...গ্রীক শিল্পে অ্যাঃ সৌন্দর্যর মূর্তি।...শেকসপীয়রের কাব্য ভেনাস ও অ্যাডোনিস এবং কবি শেলীর Adonis কাব্য এই আখ্যানের উপর রচিত।

অ্যাড্রেনেলিন (Adrenalin)
বৃক বা কিড্নীর উপরে দুইটি গন্ড বা গ্লানড আছে; উপরে নিচে প্রায় ২ ইঞ্চি পাশে একটু ছোট। এই গন্ড দ্বয়কে Adrenal bodies বলে; অস্ত্রোপচার দ্বারা উহাদের সরাইয়া ফেলিলে জীব অল্প কালের মধ্যে পেশীচয়ের শক্তি হারায় এবং কয়েকদিনের মধ্যে ইহার মৃত্যু ঘটে।...অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীর এই গ্লানড হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাকে অ্যাড্রেনেলিন্ বলে; ইহা ইন্‌জেকশন করিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। ১৯০১এ Dr. Takamine ইহাকে ক্রিস্টাল্লাইন ভাবে আবিষ্কার করেন।

অ্যাথেনী (Athene)
গ্রীকদের এক দেবী; ইহার নাম হইতে আথেন্স নগরীর নামাকরণ। ভক্তগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরকে বলিত অ্যাথেনিয়াম্ (Atheneum); অ্যাথেনী জ্ঞানের দেবী ছিলেন বলিয়া কালে 'অ্যাথেনিয়াম্' শব্দ বিদ্যালয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। রোমে ১৩৫ অব্দে সম্রাট হাড্রিয়ান এই নামে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

অ্যানজাক (ANZAC)
Australian and New Zealand Army Corpsএর আদ্য অক্ষর দিয়া সংক্ষিপ্ত নাম। ১৯১৫এ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডবাসীরা মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ১৯৩৫এ বিংশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ANZAC স্ট্যাম্প বাহির করে।

অ্যানটনি (Antony, Mark খৃঃ পূঃ ৮৩-৩০)
রোমান সেনাপতি ও কন্সাল; জুঃ সীজারের আত্মীয় ও বন্ধু। সীজারের হত্যার পর অ্যাঃ ও অকটেভিয়ান্ (অগস্টাস্) ব্রুটাস ও কাসিয়াসকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রোমান সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। পূর্বদিকের অধিপতি হন অ্যানটনি; মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার কবলে

পড়িয়া ইনি নিজ মনুষ্যত্ব হারান। অবশেষে অগস্টাসের সহিত যুদ্ধ হয় ও অ্যাকটিয়ামের (Actium) নৌ-যুদ্ধে ৩১ খৃঃ পূঃ পরাভূত হন ও তৎপরে আত্মহত্যা করেন। শেকসপীয়রের অ্যাঃ ও ক্লিওপেটরা নামে নাটক আছে। (দ্রঃ ক্লিওপেট্রা)

অ্যানটি-টক্সিন (Anti-toxin)

রোগ-জীবাণু সাধারণত রক্তের লোহিত-কণা আশ্রয় করিয়া তাহাকে ধ্বংস করে ও ব্যাধিবিষ (Toxin) বা একপ্রকার বিষাক্ত রস দেহমধ্যে সৃষ্টি করে। কিন্তু দেহও আত্মরক্ষার জন্য অ্যানটি-টক্সিন বা প্রতিষেধমূলক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে। বসন্তের টীকা দিলে দেহের উপর মৃদু বসন্ত (টীকা ওঠা) হয় এবং এই বিষক্রিয়ার ফলে সমস্ত দেহ আত্মরক্ষার জন্য অভ্যন্তরে বিপরীত টক্সিন সৃষ্টি করে। (দ্রঃ ভ্যাক্সিন, সিরাম, টীকা)

অ্যানটিবডিজ (Anti-bodies)

জীবদেহে বাহির হইতে বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করিলে দেহকে জীর্ণ করিবার চেষ্টা করে (দ্রঃ টক্সিন)। তাহাকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি দেহের মধ্যেও আছে। রক্তের শ্বেতকণিকারও কয়েক প্রকার আভ্যন্তরীণ জৈবকণার বহিরাগত জীবাণুকে খাইয়া ফেলিবার শক্তি আছে। সিরাম বা রক্ত লসীকার মধ্যে এমন কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে যাহার দ্বারা জীবাণু নষ্ট হয়। কোন পদার্থ জীবাণুকে শ্বেতকণিকার গ্রাসের উপযোগী করিবার জন্য একরূপ আস্বাদ দান করে। আর এক প্রকার পদার্থ জীবাণুগুলিকে গলাইয়া ফেলে; অ্যাগ্লুটিন নামে পদার্থ জীবাণুগুলিকে একসঙ্গে ডেলা ডেলা পাকাইয়া শ্বেতকণিকার আহারের সুবিধা করিয়া দেয়। এ ছাড়াও নানা প্রকার পদার্থ আছে; তাহারা সকলে মিলিয়া রক্তের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেয়। রক্তের স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থগুলিকে এককথায় বলা হয় অ্যানটিবডিজ রোগবাহী জীবাণুকে সাধারণত বলা হয় অ্যানটিজেন (Antigen)।

অ্যানটিমনী (Antimony)

ধাতব পদার্থ (element)। স্বচ্ছ, ভঙ্গুর, উজ্জ্বল, নীলশ্বেতাভ; ৬৩০ ডিগ্রী (সেণ্ট) তাপে গলিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে খাঁটি অ্যানটিমনী খুব কম পাওয়া যায়; তবে বলিভিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া, বোর্নিও, ফ্রান্স ও মেক্সিকোতে অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়। বৎসরে ১২,০০০ টন্ উৎপন্ন হয়। ইহা বহু প্রকারে ব্যবহৃত হয়; সীসার সহিত মিশাইয়া অক্ষর (type) তৈয়ারীতে প্রধানত লাগে। অল্প পরিমাণ সেবন রেচকের কাজ করে, বেশী পরিমাণ ব্যবহারে বিষক্রিয়া হয়। ইহুদী মেয়েরা তাহাদের ভ্রু-অঞ্জনের জন্য ব্যবহার করে। ১৪৯০এ বেসিল ভ্যালেন্টাইন্ নামে এক খৃস্টান সন্ন্যাসী ইহার ঔষধি ক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

অ্যানটি সার্কুলার সোসাইটী (Anti-circular Society)

১৯০৫এ বঙ্গচ্ছেদ (দ্রঃ) হইলে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহাতে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা যোগদান করে; এবং তাহারা বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং (দ্রঃ) করিয়া আন্দোলনের বিশেষ সাহায্য করে। তৎকালীন বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী রিস্লি সাহেব এক সার্কুলার (Risley's Circular) বা ইস্তাহার দ্বারা ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন; এই সার্কুলারের কবলে পড়িয়া বহু ছাত্রর পড়াশুনা নষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতার যুবকগণ অ্যানটি সাঃ সোঃ স্থাপন করেন। স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ গঠন, স্বদেশী সামগ্রী বিক্রয় ও রাজনীতি প্রচার ইহার কায ছিল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইনি বর্তমানে 'ব্যবসায় ও বাণিজ্য' পত্রিকার সম্পাদক।

অ্যানটোনাইন (Antonines, Age of the)

রোমান সম্রাট Antonine Pius এবং মার্কাস অরেলিয়াস-এর রাজ্যকাল; শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ইতিহাসে কীর্তিত।

অ্যানডারসন (Anderson, Hans Christan

১৮০৫-৭৫)।

ডেনমার্কের লেখক; ইহার পিতা ছিলেন মুচি। ১৮৩০ অ্যাঃ-র প্রথম কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার অমর খ্যাতি হয় 'পরীর গল্প' Fairy Tales রচনায়। উহা পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় সুপরিচিত। শিশুদের পরম আদরের সাহিত্য।

অ্যানডারসন (Anderson J. D.)

ভারতীয় সিভিল সার্বিসের লোক। ইহার পিতা পিতামহ ভারতে কাজ করেন। ইনি বাঙলা দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাঙলা ভাষা খুব ভাল করিয়া শেখেন ও একখানি বাঙলা ব্যাকরণ ইংরেজিতে রচনা করেন। দেশে ফিরিয়া কেমব্রিজে বাঙলার অধ্যাপক হন।

অ্যানডারসন (Anderson The Rt. Hon.

Sir John জঃ ১৮৮২)

বাঙলার গভর্নর (১৯৩২-১৯৩৭ নভেঃ)। এডিনবরা ও লাই-পসিকে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯০৫ কলোনিয়াল অপিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। বহু ও বিচিত্র সরকারী কাজ করিয়া

আয়রল্যান্ডের সহঃ সেক্রেটারী হন ও সেই সময়ে তথাকার জাতীয় আন্দোলনকারীদিগকে নানাভাবে নিপীড়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৩২এ বাঙলার গভর্নর হইয়া আসেন। ইঁহার সময়ে বহু অর্ডিনান্স পাশ হয়। সহস্রাধিক যুবককে অন্তরীনাবদ্ধ করিয়া সন্ত্রাশবাদ দক্ষতার সহিত দমন করেন। নূতন শাসনতন্ত্র ১৯৩৭এর এপ্রিলে প্রবর্তিত হইবার পর ইনি কার্যভার ত্যাগ করেন। ইঁহার পর লর্ড ব্রাবোর্ন গভর্নর হন।

অ্যানড্রুস (Andrews, C. F. ১৮৭০)

ভারতে 'দীনবন্ধু' নামে খ্যাত। ১৯০৪-১৯১৩ দিল্লীতে সেন্টস্টিফেনস্ কলেজের অধ্যাপক। তৎপূর্বে কেমব্রিজের পেমব্রোক কলেজের ফেলো ও লেকচারার ১৮৯৯। ১৯১৩ হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত যুক্ত হন। গান্ধীজির বিশেষ ভক্ত। বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান জীবনের প্রধানতম কার্য। দঃ আফ্রিকা, ফিজি, জান্জিবার, মালয় প্রভৃতি স্থানে এই উদ্দেশ্যে বহুবার গিয়াছেন। বহু গ্রন্থ রচয়িতা, The Renaissance in India, Christ and Labour, The Indian Problem, Mahatma Gandhi's Own Story, M. G. at work, Sadhu Sundar Singh, Christ in the silence ইত্যাদি। হিন্দীতে বানারসী চতুর্বেদী লিখিত বিস্তৃত জীবনী আছে।

অ্যানড্রুস, সাধু (St. Andrews.)

খৃস্টের শিষ্য; ইঁহার ভাই পিটার। কিম্বদন্তী তিনি স্কিথিয়াতে খৃস্টের বানী প্রচার করেন; সেইজন্য রুশরা ইঁহাকে Patron সাধু মনে করে। ৭০ খৃঃ অব্দে সহিদ হন। ইনি স্কচদেরও 'জাগ্রত' সাধু।

অ্যানড্রোক্লিস (Androcles)

এক রোমান কন্সালের ক্রীতদাস। প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন অপরাধের জন্য তাহাকে সার্কাসে এক সদ্যধৃত বন্য সিংহের নিকট ফেলিয়া দেওয়া হয়। সিংহ তাহাকে বধ করিল না দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে একদা ঐ লোকটি আফ্রিকায় তাহার প্রভুর গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া বনের মধ্যে এক পর্বত গুহায় আশ্রয় লয়; তথায় এক আহত সিংহ আসিয়া তাহার থাবা অ্যাঃ সম্মুখে ধরে; অ্যাঃ থাবা হইতে একটি বড় কাঁটা বাহির করিয়া দেয়। ইহার পর উভয়ে কিছুকাল তথায় বাস করে; কিন্তু বন ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেই সে রোমান সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হইয়া রোমে প্রেরিত হয়। সার্কাসের এই ঘটনার পর তাহাকে আর হত্যা করা হইল না; কর্তৃপক্ষ তাহাকে সিংহটি দান করিলেন। অ্যাঃ সিংহটিকে লইয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত।

অ্যানড্রোমাকি (Andromache)

হেক্টরের পত্নী। আকিলেসের হস্তে হেকটরের মৃত্যুর পর অ্যাঃ বন্দিনী হন এবং পরে হেকটরের এক ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। ইঁহার নিকট হইতে হেকটরের বিদায় দৃশ্য ইলিয়ডে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অ্যানড্রোমিডা (Andromeda)

গ্রীক পুরাণ মতে অ্যাঃ ইথিওপিয়ার রাজা সেফিউস্ ও রানী কাসোপিয়ার কন্যা। মাতা কাসোপিয়া কন্যার সৌন্দর্যের জন্য গর্ব করিতেন বলিয়া সাগররাজ পোসাইডন্ (Poseidon) এক রাক্ষস পাঠাইয়া দেশ ধ্বংস করিতে থাকেন। রাজা এক দৈবজ্ঞর নিকট হইতে জানিলেন যে তাঁহার কন্যাকে ঐ রাক্ষসের কাছে নিবেদন করিলে দেশে শান্তি ফিরিবে। সেফিউস্ কন্যাকে শৃঙ্খলিত করিয়া সমুদ্রতীরে রাখিয়া আসিলেন। এমন সময় বীর পার্সিউস্ তথায় আসিয়া রাক্ষসকে বধ করিয়া অ্যাঃ-কে উদ্ধার করেন। অ্যাঃ ফিনিউসের বাক্‌দত্তা ছিলেন; পার্সিউসের সহিত ফিনিউসের যুদ্ধ হয় এবং ফিনিউস্ সবান্ধব নিহত হন। মৃত্যুর পর অ্যাঃ আকাশে স্থান পান।

অ্যানড্রোমিডা (Andromeda) **নক্ষত্রমণ্ডল।**

উত্তর আকাশে কাশ্যপীয় নক্ষত্রমণ্ডলের উ-পূঃ কোণে অবস্থিত। নানা জ্যোতিষিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এই পুঞ্জটি বিখ্যাত। ইহার সুবৃহৎ নীহারিকা চোখে দেখা যায়। অল্‌সুফি নামে আরব জ্যোতিষী ১০ম শতকে সব প্রথম ইহা আবিষ্কার করেন। নীহারিকাটি সর্পিল আকারের (Spiral)। ২৪ নভেম্বর তারিখে এই নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে উল্কা বৃষ্টি হয়। অলমাক (Almaach) নামে যুগ্ম-তারার একটি ২·৫ ও অপরটি ৫·৫ উজ্জ্বল (magnitude)। কিন্তু পরে দেখা গেল ইহারা অপর একটি গোলাপী রঙের তারার পাশে আবর্তিত হইতেছে।

অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite)

দ্রঃ কয়লা

অ্যানসন (Anson, George ১৬৯৭—১৭৭২)

ইংরেজ আদমিরাল ও পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী। ১৭৪০এ স্পেনের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইনি স্পেনের ১,৫৩,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনারূপা লুট করিয়া রাজকোষে দেন। Voyage round the World গ্রন্থের লেখক।

অ্যানসেলম (Anselm ১০৩৩—১১০৯)

খৃস্টধর্ম তত্ত্ববিদ পণ্ডিত। ১০৬০এ সন্ন্যাসী হন। ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়াম রুফাস কর্তৃক কেন্টারবেরীর আর্চবিশপ নিযুক্ত হন (১০৯৩)। কিন্তু অল্প কাল পরে রাজার সহিত ধর্ম বিষয়ে মতভেদ হইলে অ্যানসেলম ফ্রান্সে চলিয়া যান; ১ম হেন্‌রী ডাকিয়া আনেন ১১০৭। মৃত্যু ১১০৯। খৃস্টের অবতারত্ব সম্বন্ধে লাতিনে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন।

অ্যানি (Anne) (১৬৬৫-১৭১৪) ইংল্যান্ডের রানী

ইংল্যান্ডের রাজা ২য় জেমসের কন্যা; ইঁহার সহিত ডেনমার্কের রাজকুমার জর্জের বিবাহ হয় ১৬৮৩। ১৬৮৮তে উইলিয়াম ইংল্যান্ডে রাজা হইয়া আসিলে স্থির হয় যে উইলিয়াম ও মেরীর মৃত্যুর পর তিনি ইং-র অধিশ্বরী হইবেন। ১৬৯৪এ মেরীর মৃত্যু হয় ও ১৭০২এ উইলিয়ামের মৃত্যু হয়। অতঃপর অ্যানি রাজত্ব করেন ১৭০২—১৭১৪। ইঁহার সময়ে স্কটল্যান্ডের সহিত ইংল্যান্ডের মিলন (Act of Union ১৭০৭) হয়। স্পেনের উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করিয়া ফ্রান্সের রাজা ১৪শ লুই যে-যুদ্ধ করিতেছিলেন ইঁহার সময়ে তাহার অবসান হয় (Treaty of Utrecht ১৭১৩)।

অ্যানি বেসান্ত

(দ্রঃ বেসান্ত, অ্যানি)।

অ্যানি বোলেন (Anne Boleyn ১৫০৭—৩৬)

ইংল্যান্ডের রাজা ৮ম হেনরীর ২য় স্ত্রী। হেনরী তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে গোপনে আনিকে ১৫৩৩এ বিবাহ করেন। ইঁহার কন্যা (রানী) এলিজাবেথ (১৫৩৩)। কয়েক বৎসরের মধ্যে আনির প্রতি হেনরীর মোহ লুপ্ত হয় এবং তাহাকে ব্যভিচারের দায়ে দোষী করিয়া শিরচ্ছেদ করেন।

অ্যানিমিস্‌ট (Animist)

প্রেতপূজক। যেসব আদিম জাতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মাবলম্বী নহে, তাহাদিগকে খৃস্টান নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই নামে অভিহিত করেন। ভারতে সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতিসমূহকে সেন্সাস্ বা দশশালা আদমসুমার খাতায় অ্যাঃ বলিয়া লেখা হয়। ইহারা কোনো অপৌরুষেয় গ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মানে না, কোন মহাপুরুষকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানে না, কোন দেবমন্দির ইহাদের নাই। সাধারণত প্রকৃতি পূজা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে বলি প্রভৃতি দান করে। ভারতে ইহাদের সংখ্যা ১৯৩১ ছিল ৮২,৯০,০০০; দশ হাজার-করা ২৩৬ জন কমিয়া। ১৯২১এ ছিল ৯৭,৭৪,০০০; ১৯১১এ ছিল ১,০২,৯৫,০০০। বিশ বৎসরে ২০ লক্ষ কমিয়াছে। ইহাদের এই হ্রাস স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত নহে ইহাদের মধ্য হইতে লোকে খৃস্টান হইয়াছে, মুসলমান হইয়াছে, হিন্দু হইয়াছে।

অ্যানিলিন (Aniline)

আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত উপসামগ্রী। ইহা বর্ণহীন তৈলাক্ত অদ্ভুত গন্ধযুক্ত পদার্থ। বাজারে যে অসংখ্য প্রকার রং চলতি আছে, উহারা এই অ্যানিলিন হইতে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া-যোগে প্রস্তুত। পূর্বে উহা 'নীল' রঙ হইতে চোলাই করিয়া পাওয়া যাইত বলিয়া পোতুর্গীজরা ইহার নামাকরণ করে 'অ্যানিলিন'। বর্তমানে ইহার প্রস্তুত প্রণালী মোটামুটি ভাবে এইরূপ:—একটি ঢালাইলোহার সিলিন্ডার বা ঢোলকাকার পাত্রে নাইট্রোবেনজিন্ (Nitrobenzene) নামে আলকাতরার একটি উপসামগ্রী, লোহার ছাট বা চাঁচ ও পরিমিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ একত্র করিয়া এবং কিছুটা চুন উহার মধ্যে দিয়া স্টীমের সাহায্যে চোলাই করিয়া অ্যাঃ প্রস্তুত করা হয়। বেনজিন হইতে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অ্যাঃ বাহির করা যায়। অ্যাঃ বর্ণহীন তরল; কিন্তু ইহা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে বাতাসে খোলা পড়িয়া থাকিলে পাটকিলা (brown) রং ধরিয়া যায়। ইহা ১৮৩° তাপে ফুটিতে থাকে। জলে সামান্য গলে। আসলে গলে ভাল কোহল ও বেনজিনেই। ইহা বিষাক্ত এবং অ্যাঃ কারখানার শ্রমিকরা অনেক সময় মাথাধরা ও গা বমি হইতে কষ্ট পায়।......অ্যানিলিন (Dye-stuff) রং-প্রস্তুত শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা অসংখ্য প্রকারের রং অ্যানিলিনের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮২৬ অব্দে (Unverdorben) উনফেরদোরবেন্ নীল হইতে শুকনো চোলাই পদ্ধতি দ্বারা সর্ব প্রথম অ্যানিলিন প্রস্তুত করেন। ...১৮৩৪এ Runge আলকাতরার মধ্যে অ্যাঃ আবিষ্কার করেন। ১৮৪১এ Fritsche পটাশের সাহায্যে নীলরঙকে চোলাই করিয়া সর্ব প্রথম অ্যানিলিন এবং তিনিই ইহাকে অ্যাঃ নাম দেন। আলকাতরার বিভিন্ন উপাদান সমূহের আবিষ্কারী হইতেছেন A. W. Hoffmann (১৮৪২-৬৩)। কিন্তু যথার্থ ১৮৫৬এ Perkins অ্যাঃ হইতে Mauve রং পাইলে কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত শিল্পের পত্তন হয়। ইহার পর বহু রাসায়নীক ইহা হইতে অসংখ্য রং আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৮০তে Bayer নীল রং কৃত্রিমভাবে অ্যাঃ হইতে প্রস্তুত করেন; কিন্তু Heumann (১৮৯০) ইহা কারবারি আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা দেখাইলেন এবং ১৮৯৮তে জারমেনীতে Badischen Anili und Soda Fabrik কোম্পানী অ্যাঃ হইতে কৃত্রিম রং প্রস্তুতে লাগিয়া গেল। যদিও ইংরেজ বিজ্ঞানী পার্কিনস্ ইহার আবিষ্কর্তা, কিন্তু ইহার শিল্প জারমেনদের হাতে গিয়া পড়ে।

মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর রঙের বাজার একপ্রকার জারমেনরা দখল করিয়াছিল। ভারতের নীলের চাষ উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কমিতে থাকে এবং এখন বাংলাদেশে উহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। ইহার কারণ প্রথমত উদ্ভিজ্জ নীল রঙ হইতে আর অ্যানিলিন প্রস্তুত হয় না এবং দ্বিতীয়ত ১৮৮০তে কৃত্রিম নীল রঙ প্রস্তুত-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।...মহাযুদ্ধের পূর্বে গ্রেটবৃটেন ১৯১৩তে জারমেনী হইতে ২,৪৬১,৭০০ পাউণ্ড মূল্যের কৃত্রিম রঙ ক্রয় করে। ১৯০৯এ জারমেনীর মোট রঙের মূল্য ছিল ১ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের পর প্রায় সকল সভ্যদেশেই অ্যাঃ হইতে রঙ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৩এ ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম রঙ প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯৩৩এ হয় ১০০,০০০,০০০ পা। জারমেনী ২৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে কমিয়া ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই কারণে জারমেনীর একচেটিয়াত্ব নষ্ট হইয়াছে, ভারতে অ্যানিলিন প্রস্তুত করিবার কারখানা নাই। বিদেশ হইতে ১৯৩৫-৩৬এ ৩,৩১,৬৭০০০ টাকার রং (Dyes) ও ১,০১,৯৬,০০০ টাকার Paints ও Painter's materials আমদানি হয়। আমদানী তালিকায় রঙের স্থান সপ্তম। ইংল্যানডে বিপুলভাবে রং প্রস্তুত শিল্প আরম্ভ হইয়াছে।

অ্যান্যুইটি (Annuity)

জীবনবীমা কোম্পানীর হস্তে কেহ কেহ একযোগে বা কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু টাকা দিয়া, তৎপরে আজীবন তাহার উপসত্ব ভোগ করিতে চাহেন। বীমা কোম্পানী এই টাকা লইয়া যতদূর সম্ভব অধিক হারে বার্ষিক উপসত্ব বা অ্যাঃ দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে একটি সর্ত থাকে, যতদিন সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিবে, অ্যাঃর টাকা শুধু ততদিন পাইবে। তাহার মৃত্যু হইলে, ঐ মূল সম্পত্তি বা টাকা কোম্পানীর নিজস্ব হইবে, কোন উত্তরাধিকারী উহা পাইবে না।...ইহা দুই প্রকারের...immediate ও deferred বা আশু ও গৌণ।

অ্যানোড্ (Anode)

ইলেক্‌ট্রোলিসিসে (দ্রঃ) হাইড্রোজেন ও ধাতব পদার্থ যে মেরুতে মুক্তিলাভ করে তাহাকে ক্যাথোড (cathode) এবং অধাতব পদার্থ যে মেরুতে মুক্তিলাভ করে তাহাকে অ্যাঃ বলে। উদাহরণ লবণ সোডিয়াম নামে ধাতু ও ক্লোরিন নামে অধাতব পদার্থের সংযোগে লবনের উৎপত্তি বা Sodium Chloride-কে দ্রবণ বা গলন (Solution in water অথবা fused state) অবস্থায় তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত করিলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস্ করিলে সোডিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন্ অধাতু (non-metal) পৃথক মেরুতে মুক্তিলাভ করে। সোডিয়াম্ ক্যাথোড্ মেরুতে (Negative Electrode) ও ক্লোরেন অ্যানোড্ মেরুতে (Positive Electrode) মুক্তিলাভ করে।

অ্যানোফেলিস মশা (Annopheles)

ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু-বাহক মশা, মশা সাধারণত দুই জাতের দেখা যায় কিউলেক্স ও অ্যানোফেলিস্। কিউলেক্স ও অ্যাঃ মশার পার্থক্য এই যে, কিউলেক্স দেখিতে কটা রঙের এবং ইহার ডানাগুলিও একরঙা ধুসর। অ্যাঃর রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং ডানায় ফড়িংএর ডানার মতন বাদামী ও সাদা রঙের ছোপ আছে। কিঃ দেখিতে বড়, অ্যাঃ একটু ছোট। অ্যাঃ বসিলে ইহার লেজ উঁচু করিয়া শরীরটিকে বাঁকা করিয়া রাখে। কিন্তু কিঃ পিঠ কুব্জ করিয়া বসিবার স্থানের সহিত দেহকে সমান্তরাল করিয়া রাখে। কিঃ উড়িবার সময় ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়, অ্যাঃএ হয় না। জলের মধ্যে কিঃর লার্ভা বা শূককীট মাথা নীচু, লেজ উঁচু করিয়া থাকে; অ্যাঃর লার্ভা জল পৃষ্ঠে সমতলভাবে শুইয়া লেজটি উপরে বাহির করিয়া দেয়।...সাধারণতঃ অ্যাঃ মশা ম্যালেরিয়ার বাহক, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে। হল্যান্ড, ডেনমার্ক, কাশ্মীরে অ্যাঃ মশা আছে, অথচ সেসব দেশে ম্যাঃ নাই।

অ্যাপেনডিসাইটীস্ (Apendicitis)

মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র যেখানে বৃহদন্ত্রে পরিণত হইয়াছে তাহাকে Caecum বা অন্ধান্ত্র বলে। সেইখানে কৃমির মত একটা ৪½ ইঞ্চি উপাঙ্গনালি আছে। নালির একদিক বন্ধ। ইহাকে appendix বলে। ইহার ব্যবহার অজ্ঞাত। কোষ্ঠবদ্ধতা বা অ্যাপেনডিক্সের মধ্যে কোনো কঠিন পদার্থ যেমন পেয়ারার বীচি প্রভৃতি আটকাইয়া গেলে প্রদাহ হয়। হঠাৎ তলপেটের ডানদিকে ভীষণ বেদনা হয়; বমির ভাব, জ্বর ভাব ইহার লক্ষণ। জোলাপ বা ডুশ একেবারে দিতে নাই। প্রাথমিক চিকিৎসারূপে প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করিতে ও উপরে গরম শেঁক দিতে হয়; ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। অস্ত্রোপচারে প্রায়ই নিরাময় হয়।

অ্যাপোপ্লেক্সি (Apoplexy)

বাংলায় সন্ন্যাস রোগ বলে। মস্তিষ্কের মধ্যে অত্যধিক রক্তের চাপ হেতু হঠাৎ কোনো শিরা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। মুখ লাল হয়; নিঃশ্বাস কষ্টকর হয়। রোগী আংশিক বা সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইতে পারে শরীরের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্তর মত হয়। এই রোগ প্রৌঢ় ব্যক্তির হয়, অনেক সময় কঠিন শ্রম বা গুরু ভোজনের পর রোগ হঠাৎ হয়। কখনো প্রথম আক্রমণে রোগীর এক অঙ্গ বিকল হয়, মানসিক স্মৃতি বিভ্রমাদিও হয়। (দ্রঃ রক্তের চাপ)

অ্যাপোলো (Apollo)

প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা ; জিউস্ (Zues) ও লিটোর (Leto) পুত্র ; ডেলস্ দ্বীপ জন্ম স্থান সেই জন্য ডেলস্ তীর্থস্থান হয়। পরবর্তীযুগে সূর্যের সঙ্গে অ্যাঃ অভিন্নরূপে কল্পিত হন। ইনি গ্রীক্ বীর্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ মূর্তি। পাপীর শাস্তি-বিধায়ক বলিয়া ইঁহার হস্তে ধনুর্বাণ আছে। ডেলফির মন্দিরে ইঁহার পুরোহিত দৈববাণীর প্রচারক। ইনি সঙ্গীত ও কলার দেবতা। পশু ও গোধনের রক্ষাকর্তা ; নগর ও ভদ্র প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনায় ইঁহার আনন্দ।

অ্যাপোলোনিস (Apollonius of Tyana)

গ্রীক দার্শনিক। পঃ এশিয়ার কাপাদোশিয়ায় জন্ম। ইনি পিথাগোরাসের শিষ্য। পরে নিজে গুরু হইয়া শিষ্যদের সঙ্গে বাবিলন, চীন, এমনকি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন (৪১-৪৪ খৃঃ অঃ)। দেশে ফিরিবার পর তিনি বিশেষ সম্মান পান ও রোমান সম্রাটরা তাঁহার সহায় ও সমর্থক হন। Ephesus নগরীতে তিনি নিজ বিদ্যালয় খোলেন ও প্রায় এক শত বৎসর বয়সে মারা যান। ভলটেয়ার (Voltaire) তাঁহাকে খৃস্ট অপেক্ষা মহৎ বলিয়া মনে করিতেন। গ্রীক ভাষায় তাঁহার জীবনী লিখিত আছে : উহা অতিরঞ্জিত ঘটনায় পূর্ণ।

অ্যাবাকাস (Abacus)

গণনা ও হিসাব করিবার সরল যন্ত্র বিশেষ। কাঠের কাঠা-মোতে দশটি কাঠি বসানো। ৫টি কালো, ৫টি লাল—মোট ১০টি করিয়া মোটা পুঁথি প্রত্যেক কাঠিতে গলানো থাকে। চীনে হিসাবাদি করিবার জন্য এখনো ব্যবহৃত হয়। পাঠশালার গণিত শিক্ষায় বিশেষ কাজে লাগে।

অ্যাবেলার্ড (Abelard ১০৭৯—১১৪২)

ফরাসী পণ্ডিত। প্যারিসে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে ৫০০০ ছাত্র পড়িত। ভাবী 'পোপ', কার্ডিনাল, বিশপ অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বিদ্যায়তন হইতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত। হিলোইসে নামে এক তরুণীকে ভালবাসিতেন ; তাঁহার লিখিত পত্রাবলী মধ্যযুগীয় লাতিন সাহিত্যে অমর হইয়াছে।

অ্যাম্পিয়ার, আঁদ্রে মারি (Ampere, Andre Marie ১৭৭৫—১৮৩৬)

ফরাসী বৈজ্ঞানিক। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইঁহার পিতার শিরশ্ছেদ হয়। আঁদ্রে প্রথমে স্কুল-শিক্ষক ও পরে প্যারিসে কলেজ দ্য ফ্রাঁসের অধ্যাপক হন। ইলেকট্রো-ডাইনামিকস্ বিজ্ঞানে তাঁহার আবিষ্কার তাঁহাকে অমর করিয়াছে। ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ বা স্রোত-পরিমাপক একককে 'অ্যাম্পিয়ার' বলে।

অ্যাম্প্লিফায়ার (Amplifier)

শব্দ বিবর্ধক। গ্রামোফোনে বা বেতারযন্ত্রে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা বহুগুণিত করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছাড়া ইহা সম্ভব নহে। তবে হর্ন বা শিঙার মত চোঙার সরু দিকে মুখ দিয়া শব্দ করিলেও শব্দ বহুগুণিত হয় ; উহাকে মেগাফোন বলে।

অ্যাম্ফিথিএটর (Amphitheatre)

রোমানদের আচ্ছাদানহীন অট্টালিকা যেখানে পাবলিক বিনোদন ও ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইত। দর্শকদের জন্য ধাপে ধাপে পাথরের আসন থাকিত; মধ্যস্থল aron : বা বালুকাকীর্ণ ভূমি। রোমের কলোশিয়াম্ (Colosseum)এ ৩০,০০০ দর্শক বসিতে পারিত। ইংল্যান্ডে রোমানদের নির্মিত অ্যাম্ফিথিএটর ছিল।

অ্যাম্পথিল, লর্ড (Arthur Oliver Villiers Russell ১৮৬৯—১৯)

জোসেফ চেম্বালেনের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ১৮৯৭এ প্রাইভেট সেক্রেটারী। মাদ্রাসের গভর্নর ১৮৯৯-১৯০৬। লর্ড কর্জন ছুটি লইয়া বিলাত গেলে তিনি অস্থায়ী ভাবে ১৯০৫এ বড়লাট হন ; সেই সময়ে বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হয়।

অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance)

আহত বা অসুস্থদের হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য যান বা বাহন। যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক দলে ডাক্তার, নার্স, বাহক প্রভৃতি থাকে। অ্যাঃ দলে ক্রুস চিহ্ন থাকে বলিয়া শত্রু মিত্র কোনো দল তাহাদিগকে আঘাত করে না, এবং তাহারা শত্রু মিত্র ভেদ না করিয়া আহতদের সেবা করে। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে উহা ভালভাবে ব্যবস্থিত হয়। সেন্ট জন্ অ্যাঃ সমিতি সর্বত্র বিখ্যাত। কলিকাতায় সেন্ট অ্যাম্বুলেন্স সোসাইটি আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অ্যাঃ গাড়ী আর্ত উদ্ধারের জন্য আছে।

অ্যামাইলেজ, অ্যামাইলেপসিন (Amylase, Amylapsin)

অগ্ন্যাশয় রস (দ্রঃ) বর্ণহীন ও ক্ষার গুণযুক্ত হয় ; ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জারক (enzyme) আছে, যদ্দারা সকলপ্রকার খাদ্যই হজম হইয়া থাকে ; অ্যাঃ উহাদের অন্যতম। ইহা শ্বেতসার খাদ্যকে হজম করায় ; টায়লিন্ (দ্রঃ) অপেক্ষা ইহার তেজ অনেক বেশি ও ইহা কাচা শ্বেতসার বস্তুকে পযন্ত হজম করাইতে পারে।

যাহারা ভাত রুটি প্রভৃতি প্রচুর খায়, তাহাদের পক্ষে এই জারকই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acids)

প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামে মূল পদার্থ দৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রোটিনে গন্ধক ও ফসফরাসও দৃষ্ট হয়। প্রোটিন হইতেছে আমিষজাতীয় পদার্থ; পূর্বে বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন খাদ্যের আমিষাংশ সোজাসুজি জীবদেহের আমিষ-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। জারমান রাসায়নিক এমিল ফিশার (Emil Fischer ১৮৫২—১৯১৯) প্রমাণ করিলেন যে, অম্ল বা অ্যাসিড সংযোগে উত্তাপ দিলে প্রোটিন-অণু ভাঙিয়া পলিপেপটাইড্, পেপ্‌টাইড্ ও সর্বশেষে অ্যানিমো-অ্যাসিড নামে এক প্রকার পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং অ্যাঃ অ্যাঃ রূপে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। সকল প্রোটিনের উপাদান সমান নহে—দুগ্ধের প্রোটিন ও ডিমের প্রোটিন বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রোটিনে বিভিন্ন জাতীয় অ্যানিমো অ্যাসিড সরবরাহ করে এবং ঐ কারণে শরীরের উপর উভয় প্রোটিনের ক্রিয়াও পৃথক হয়। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ২০টি বিভিন্ন অ্যাঃ অ্যাঃর বিষয় সঠিক জানিতে পারিয়াছেন। কয়েকটি অ্যাঃ অ্যাঃর নাম, কোন প্রোটিনে অধিক আছে এবং তাহাদের উৎপত্তির উৎস নিম্নে দেওয়া গেল :—

অ্যামিনো অ্যাসিড	কোন প্রোটিনে অধিক	উৎস (Source)
গ্লাইসিন	জিলাটিন	হাড়ের সন্ধিস্থল
অ্যালেনিন	জাইন	ভুট্টা
ভ্যালেন	কেজিন	দুধের ছানা
লয়সিন	এডিস্টেন	...
ফিনাইল	...	...
এলেনিন	জাইন	ভুট্টা
টাইরোসিন	গ্লিয়াডিন	গোধূম
প্রোলিন	,,	,,
গ্লুটামিক অ্যাসিড	,,	,,
ট্রিপটোফেন	কেজিন	ছানা
লাইসিন	দুধের অ্যালবুমেন	...
হিস্টিডেন	মাছের ডিমের প্রোটিন	

[দ্রষ্টব্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস, খাদ্য বিজ্ঞান]

অ্যামিবা (Amoeba)

জীবজগতে প্রোতজ (Protozoa) নামে নিম্নতম প্রাণীবর্গের একটি শাখা। এই জীবাণুকে কেহ কেহ আদ্যপ্রাণী বলে। ইহা এককোষক জীব; একটি প্রাণী কেবল একটিমাত্র জীব-কোষ দিয়া গঠিত এবং একটি মাত্র ৈ (Protoplasm) তাহা সম্পূর্ণ; ইহার কোনো অঙ্গ বিভাগ নাই। একই অঙ্গ হইতে অ্যাঃ দ্বিখণ্ডিত হইয়া নূতন জীব হয়। কালে খণ্ডিত অংশ সম্পূর্ণ প্রাণী হয় এবং পুনরায় খণ্ডিত হয়। অ্যামিবার দেহের যে-কোনো অংশ দিয়া খাদ্য গৃহীত হয় এবং যে-কোনো অংশ দিয়া উহা বহির্গত হয়। পরিষ্কার জলে ইহাদের বাস। অ্যামিবা মানব দেহে প্রবেশ করে।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)

কয়লার গ্যাসের একটি উপ-সামগ্রীভাবে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে সংশ্লেষন পদ্ধতিমতে অত্যন্ত চাপের মধ্যে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগে ইহা বর্ণহীনভাবে প্রস্তুত হয় ($N. H_3$)। ইহার তীব্রগন্ধ দম বন্ধ করার মত। ইহা জলে অতি সহজে গলিয়া যায় (Liquor A.) এবং অক্ষারীয় (Alkaline) পদার্থের ন্যায় সকল অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়া লবণে (Salt) পরিণত হয়। রঙ তৈয়ারী করিতে, রঙরেজ কাজে, ঔষধাদিতে প্রচুর অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়।

অ্যালকিবিয়াদিস্ (Alcibiades)

খৃঃ পূঃ ৪৫০ (— ৪০৪) গ্রীস-আথেন্সের রাষ্ট্রনীতিক ও সেনাপতি। সোক্রাতিসের শিষ্য; শিক্ষিত ভদ্রবংশজাত। সিসিলির বিরুদ্ধে গ্রীক অভিযানের নেতা নিযুক্ত হন (৪১৫); কিন্তু হার্মেস দেবতামূর্তি ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, আথেনীয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। ইহার মতিস্থিরতার অভাবে আথেন্সের বিশেষ ক্ষতি হয়।

অ্যালফ্রেড্ (Alfred ৮৪৯—৯০১)

ইংল্যান্ডের রাজা। সাধারণভাবে ইংএর রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইনি সে-যুগে (Wessex) পশ্চিম স্যাকসনদের রাজা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন। ৮৭১এ ইনি ওয়েসেক্স রাজ্যের রাজা হন; এই সময় ইংএ ডেনদের উপদ্রব চলিতেছিল; মাঝে কিছুকাল তাঁহাকে তাহাদের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেও হয়। যদিও ডেন্ সর্দার গাথরাম (Guthrum)কে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন উদ্ধার করেন, তথাচ ওয়েডমুরের সন্ধি (৮৭৮) সর্ত-অনুসারে ইংএর উত্তর পূর্বাংশ ডেন্‌দিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ঐ স্থান ডেন্‌ল (Danelaw) নামে খ্যাত হয়। অ্যালফ্রেড্ ইং-র জন্য নৌবাহিনী প্রস্তুত করেন।... তাঁহার আগ্রহে অ্যাংলোস্যাক্সন ক্রনিকল (Anglo-Saxon Chronicle) নামে ইংল্যান্ডের ইতিহাস সংকলিত হয়।

অ্যালবার্ট (১৮৭৫—১৯৩৪)

বেলজিয়ামের রাজা। রাজা লিওপল্‌ডের ভ্রাতুষ্পুত্র; ১৯০৯ রাজা

হন। ১৯১৪—১৮ ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বিখ্যাত হন। আর্দেনিস পাহাড়ে উঠিতে গিয়া মারা যান।

অ্যালবার্ট, প্রিন্স (১৮১৯—৬১)
মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। জারমেনীর স্যাক্স-কোবুর্গ-গোথার ডিউকের কনিষ্ঠ পুত্র; ইহার পুরা নাম Francis Charles Augustus Albert Emanuel। ১৮৪০, ১০ ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়ার সহিত বিবাহ হয় এবং তিনি ইংল্যানডে প্রিন্স কনসর্ট (Consort) নামে পরিচিত ছিলেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। লনডনে তাঁহার নামে Albert Hall (১৮৭৬), A. Memorial (১৮৭১) নির্মিত হইয়াছিল।...কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে আঃ হল তাহারই স্মরণে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখদের চেষ্টায় নির্মিত হয়।

অ্যালবার্ট হল
কলিকাতার ১৫নং কলেজ স্কোয়ারের অট্টালিকা। কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি এইখানে একটি অট্টালিকা ও কলেজ স্থাপন করেন। কলেজ উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীটি নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ত্রিতলে বড় হল আছে। ভাড়া দিলে মিটিং করা যায়

অ্যালবিওন (Albion)
বৃটেনের প্রাচীন নাম; রোমানরা খড়ি পাহাড় দেখিয়া দেশটিকে 'শ্বেত' দ্বীপ বলিত; albus অর্থ শ্বেত।

অ্যালবিওন (Albion)
পাতলা টিনের চাদরের উপর, একটু পুরু সীসার চাদর রাখিয়া খুব চাপ দিয়া একটা জিনিষ করা হয়। এই চাদর হইতে বোতাম, খেলনা, হাতোল প্রভৃতি সামগ্রী হয়।

অ্যালবুমেন (Albumen)
প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এই যবক্ষার খনিজ মিশ্র পদার্থ থাকে উহা জলে গোলে ও সিদ্ধ করিলে দানা বাঁধে। ডিমের শ্বেতাংশ আঃর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯৩২এ একজন জারমান বৈজ্ঞানিক কয়লা হইতে আঃ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। প্রস্রাবের মধ্যে অ্যালবুমেনের আধিক্য হইলে অ্যালবুমিনুরিয়া ব্যাধি হয়; কিডনী বা মূত্রাশয়, হৃদরোগ প্রভৃতির পরিচায়ক। (দ্রঃ অ্যামিনো অ্যাসিড্; প্রোটিন)

অ্যালাবামা সমস্যা (Alabama Question)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্বে মার্কিন সরকার 'আলাবামা' নামে জাহাজ ইংল্যানডে নির্মাণ করিতে দেন। ইংরেজরা উহা দক্ষিনী বিদ্রোহীদের হাতে দিয়া দেন এবং তাহারা মার্কিন রাষ্ট্রর বাণিজ্যের খুব ক্ষতি করে; শেষকালে (১৮৬৪) উহাকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে অপরাধী সাব্যস্ত হয় ও সালিসি আদালতের নির্দেশানুসারে ১৫,৫০০,০০০ ডলার প্রায় ৪৫ কোটি টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য হয়।

অ্যালারিক (Alaric ৩৭৬—৪১০)
ভিসি বা পশ্চিমা-গথদের সর্দার; রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর (৩৯৫) গথরা অ্যালারিকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয় ও গ্রীস, ইতালি লুন্ঠন করিয়া ৪১০ অব্দে রোম লুঠ করে।

অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
ধাতু। কর্দম স্লেট গ্রানাইট ও মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় এই ধাতুকে পাওয়া যায়; বিশুদ্ধভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। ইহা শ্বেত-নীলাভ; লঘু, শক্ত ও মরিচাশূন্য। ইহা ৬৫৮·৭ ডিগ্রী (centigrade; ১২১৭·৭ F.H.) তাপে গলে; সীসা ছাড়া সকল ধাতুর সঙ্গে মিশানো যায়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ২½ লক্ষ টন অ্যাঃ প্রস্তুত হয়। এই শিল্পে মার্কিন রাজ্য প্রধান—সেখানে প্রায় ৮০ হাজার টন তৈয়ারী হয়। তার পরেই ফ্রান্স, জারমেনী, ইংল্যানড। বর্তমান আমাদের দেশে কাঁসা ও পিতলের সামগ্রীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। গৃহের বাসন পত্র হইতে আকাশযানের কাঠামো পর্যন্ত নানারূপ কাজে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।
অ্যাঃ ১০% ম্যাগনেসিয়ামের সহিত মিশাইয়া magnesium নামে মিশ্র (alloy) ধাতু প্রস্তুত হয়; ইহা সাধারণ অ্যাঃ হইতে হালকা বলিয়া এ্যারশিপের কাঠাম তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। মোটর ইনজিনের পিস্টন এই জিনিষ দিয়া প্রস্তুত। Duralumin নামে মিশ্রধাতু অ্যাঃর সহিত তামা ও ম্যাগনেসিয়া মিশাইয়া প্রস্তুত হয়; ইহা অত্যন্ত শক্ত।......
অ্যাঃ পাউডার বা চুর বহু কাজে লাগে; তেলের সহিত মিশাইয়া লৌহপাত্রাদিতে রঙ করিলে পাত্রগুলি রৌদ্রে তেমন গরম হয় না। অ্যাঃ-চুর আতসবাজি ও বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়।......১৮২৭এ অ্যাঃ ধাতু বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথম জানা যায়; কিন্তু মৃত্তিকা বা প্রস্তর হইতে ইহাকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নিষ্কাষণ করিবার প্রথা চালস মার্টিন হল (Hall) নামে একজন আমেরিকান্ যুবক ছাত্র আবিষ্কার করেন; ইহার কয়েকমাস পরে ফরাসী বিজ্ঞানী Heroult ১৮৮৭এ Electric Furnace আবিষ্কার করিলে অ্যাঃ গলানো সহজ-সাধ্য হয়। ১৮৫৫এ এই অমূল্য ধাতুর এক পাউনডের দাম ছিল ৯০ ডলার; ১৮৯০এ হয় ২ ডলার বা ছয় টাকা বর্তমানে উহার মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।...কলিকাতার নিকট অ্যাঃর

বাসন পত্র প্রস্তুত করিবার বিরাট কারখানা আছে। চাদর বা পাত আমদানি হয় বিদেশ হইতে।

অ্যালোপ্যাথী (Allopathy) চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথী-প্রবর্তক ডাঃ হানিমান্ এই শব্দ প্রথম প্রয়োগ করেন; আঃ চিকিৎসামতে রোগীর রোগের উল্টা ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; হোঃ মতে ঔষধের দ্বারা রোগের অনুকূল লক্ষণ প্রকাশ করিলে ব্যাধি নিরাময় হয়। আমাদের দেশে ও বিদেশে প্রায় সর্বত্র আঃ মত চিকিৎসা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি আঃ পরীক্ষা পাশে দেওয়া হয়।

অ্যাস্‌টর (Astor)

জন্ জ্যাকব অ্যাস্টর (১৭৬৩—১৮৪৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী; সামান্য দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ বুদ্ধি ও শক্তি বলে বিপুল ধন সঞ্চয় করেন; প্রধানতঃ লাল মানুষদের সঙ্গে ফার্ (fur)-এর ব্যবসায় করিয়া ধনী হন।...ইহার এক পৌত্র William Waldorf Astor (১৮৪৮-১৯১৯) ইংল্যানডের নাগরিক অধিকার লাভ করিয়া তথায় বাস করেন ও ইংরেজি বিখ্যাত সংবাদপত্র The Pall Mall Gazette ও The Observer পত্রিকার মালিকী সত্ত্ব ক্রয় করেন। ১৯১৬এ ইনি ব্যারন ও '১৭এ ভাইকাউণ্ট হন। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র John Jacob Astor (১৮৮৬) লর্ড নর্থ-ক্লিফের মৃত্যুর পর বিখ্যাত Times পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী হন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা W. W. Astor-র (১৮৭৯) পত্নী Lady Astor (১৯১৯এর ১লা ডিসেম্বর) পার্লামেণ্টে হাঃ অব্ কমন্সে প্রথম নারী সদস্য।

অ্যাস্‌কুইথ (Asquith, Herbert Henry ১৮৫২—১৯২৮)

ইংল্যানডের প্রধান মন্ত্রী ১৯০৮—১৬ পর্যন্ত। তৎপূর্বে ১৯০৫-০৮ আয়ব্যয় বিভাগের কর্তা। ১৮৮৬তে পার্লামেণ্টে প্রথম সভ্য হন। ইহার সময়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহার সময়ে লর্ড মর্লী, লর্ড ক্রু, চেম্বারলেন ভারতসচিব ছিলেন।

অ্যাস্‌পিরিন (Aspirin)

মাথা ধরা, নিউরালজিয়ার রোগীরা এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার করেন। অ্যাসপিরিন্ জেন-অ্যাসঃ, সিজ-অ্যাসঃ, প্রভৃতি নানা বাজারী নামে প্রায় এই জিনিষই বিক্রয় হয়। আসলে ইহার মূল উপাদান salicyclic acid। এই ঔষধ সেবনের পর বাহিরে ঘোরাফেরা করিতে নাই। কারণ অনেক সময় ঘাম হয় এবং তখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে।

অ্যাস্‌ফল্‌ট (Asphalt)

বড় বড় শহরে আজকাল 'পীচে'র রাস্তা হইতেছে; যথার্থ ইহা অ্যাসফল্টের তৈয়ারী।......অ্যাসঃ খনিজ পীচ্—ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়; ইহাতে অঙ্গার, উদজান, অম্লজান যবক্ষারজান ও গন্ধক আছে। ইহার উৎপত্তি কিভাবে হয় জানা যায় না; তবে সন্দেহ হয় পেট্রোলিয়ামের তরলাংশ উবিয়া গিয়া যে তলানি পড়িয়া থাকে তাহাই ইহার প্রধান উপাদান। পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ অ্যাসঃ ক্ষেত্র হইতেছে দঃ আমেরিকার উত্তরস্থিত ট্রিনিডাড্ দ্বীপ। একটি পুরাতন আগ্নেয়গিরি-গহ্বর অ্যাসফল্ট হ্রদে পরিণত হইয়াছে; স্থানটি প্রায় ১১৪ একার। একটি কোম্পানী এখান হইতে বৎসরে ১,৫০,০০০ টন্ অ্যাঃ তুলিয়া বিদেশে চালান দেয়, অথচ অ্যাস্‌ফল্ট-ভাণ্ডার কমিতেছে না; ইহার কারণ ভিতর হইতে উহা ভরিয়া ভরিয়া আসিতেছে। এ ছাড়া ভেনেজুএলা, কিউবা দ্বীপ, ডেড্‌সী, সুইজারল্যানড্ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা স্টেটে অ্যাঃ পাওয়া যায়। অবশ্য সকল অ্যাঃএর রাসায়নিক উপাদান এক নহে। ইহার প্রধানতম ব্যবহার শহরের রাস্তা তৈয়ারীতে;—এ ছাড়া ঘরের মেঝে ও জলছাদের উপর প্রলেপের জন্য, জাপান-বার্নিশ প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়।

অ্যাসিড্ (Acid)

সাধারণত অম্লস্বাদযুক্ত পদার্থ যাহা জলে দ্রব হয় তাহাকে অ্যাঃ বলা হয়; ইহা ক্ষার বা অল্‌কালির বিপরীত ধর্মী। সকল অ্যাসিডে হাইড্রোজেন এবং অধিকাংশে অক্সিজেন থাকে। অক্সিজেন-ছাড়া অ্যাসিডগুলির নামের প্রথম hydro থাকে, যেমন (hydro-chloric)। আর অধিক অক্সিজেন মিশ্রিত অ্যাসিডের নামের আদিতে per থাকে, যথা Perchloric। অ্যাসিড শুষ্কই হয়; জল দিয়া তরল করা যায়।

অ্যাসেটল (Acetol)

বর্ণহীন তরল। অলকোহলের সহিত ম্যাঙ্গেনিস-ডিঅক্সাইড্ সালফিউরিক অ্যাসিড্ ও জল মিশাইয়া প্লাটিনাম পাত্রে অল্প 'আঁচে' চোলাই করিলে পাওয়া যায়। ভাল মদের মধ্যে এই গন্ধ পাওয়া যায়।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড্ (Acetic acid)

বহু জাতীয় উদ্ভিদের রসের মধ্যে বিশুদ্ধ বা মিশ্রিতভাবে এই অ্যাঃ বিদ্যমান। ভিনিগার-যে টক হয়, তাহা অ্যাসেটিক অ্যাসিড্ ৩% হইতে ১০% থাকার জন্য। অতি সংহতভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিলে উহা এক প্রকার লবণে (acetates) পরিণত হয়। এই উদ্ভিজ্জ লবণ শুকনো চোলাই করিলে অ্যাসেটোন্ (acetone) পাওয়া যায়। এই অ্যাসেটেট্ লবণ কাপড়ের উপর ক্যালিকো ছাপার কাজের সময় (Calico Printing) প্রয়োজন হয়।

উগ্র অ্যাসিড্, আঁচিল প্রভৃতি দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ের জন্য এই অ্যাসিড্ প্রস্তুতির প্রণালী খুব জটিল।

অ্যাসেটিলিন (Acetylene)

অ্যাঃ আলো উৎসবাদিতে প্রায়ই আমরা ব্যবহার করি ; ইহাতে দিবালোকের মত উজ্জ্বল আলো হয় ; এই আলোতে বিভিন্ন রঙ স্পষ্ট বুঝা যায়। কারবাইডের (দ্রঃ) মধ্যে জল দিলে এক প্রকার দুর্গন্ধ অদৃশ্য গ্যাস উৎপন্ন হয় ; অগ্নি-সংযোগে উহা ম্যান্টেল ছাড়াই জ্বলে, পেট্রোমাক্সের ন্যায় ম্যান্টেলের প্রয়োজন হয় না। চুন ও পাথুরে কয়লার গুঁড়া ইলেক্‌ট্রিক চুল্লিতে একত্র উত্তপ্ত করিলে কারবাইড্ উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিলে অ্যাসেটিলিন হইতে যে তাপ পাওয়া যায় তাহা অন্য কোনো অগ্নি হইতে পাওয়া যায় না ; কঠিনতম ধাতু গলাইতে ইহা সক্ষম হয় ; ইহাতে ৩০০০ সেন্টিগ্রেড্ তাপ ওঠে। অ্যাসেটিলিন গ্যাসের টিন্ ফাটা খুব বিপজ্জনক।

অ্যাসেটোন (Acetone)

বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল ; কাঠ চোলাই করিয়া অথবা acetates শুকনোভাবে চোলাই করিয়া ইহা পাওয়া যায় ; পিপারমেন্টের মতন ঝাঁঝালো। ধূমহীন বিস্ফোরক, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয়। ধুনা, চর্বি, গান-কটন (দ্রঃ) প্রভৃতির দ্রাবক (solvent)। মূত্রের মধ্যে সামান্য পরিমাণ থাকে।

অ্যাসেমব্লি (Assembly)

(১) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতে দুটিকোঠা ; তাহার একটির নাম হাউস অব্ অ্যাসেমব্লি (House of Assembly)
(২) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে লেজিসলেটিভ অ্যাঃ বলে কয়েকটি প্রদেশের উর্ধ্বতন কামরা (House) আছে, তাহাকে কাউন্‌সিল বলে। (দ্রঃ ব্যবস্থাপক সভা)।

অ্যাস্‌বেস্‌টস্ (Asbestos)

খনিজ পদার্থ। ইহা আঁশাল, তাপপ্রতিরোধক ও অদাহ্য। ইহার আঁশ বুনিয়া অগ্নিনিবারক পোষাক প্রস্তুত হয়। অগ্নিব্যর্থক লৌহ-সিন্দুক, দেওয়াল, প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইনজিনের বয়লারে ও স্টীম পাইপে ইহার দরকার লাগে। কাপড়ের কলে, রঙ ছাপার রোলারে ইহার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘ আঁশাল অ্যাঃ দিয়া টালি, করোগেট চাদর প্রভৃতি হয়। দুই জাতের অ্যাস্‌বেসটস্ অধিক ব্যবহৃত হয় ; Ch vsolite A. হলুদারঙের ইহা কানাডায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। **Amphibole A.** সাধারণত শাদা, ধুসর বা নীলাভ হয়। ইহা কার্সিকা, হাংগেরি, রুশিয়া, পঃ গ্রিকোয়াল্যানড, নিউ সাউথ ওএলস্ এবং সাইপ্রাস দ্বীপে পাওয়া যায়।

অ্যাস্‌বেস্‌টস্ কোথায় কি পরিমাণ উৎপন্ন হয় (১৯৩০)

কানাডা	২১৮,১০০ টন্
U. S. S. R.	৫৪,১০০ „
রোডেশিয়া	৩৪,৩০০ „
দঃ আফ্রিকা	২৩,৫০০ „
সাইপ্রাস দ্বীপ	৭,৪০০ „
চীন	৩০০ „
জাপান	৮০০ „
ভারতবর্ষ	(প্রস্তুত হয় না)
ইউরোপ (ফিনল্যানড, ফ্রানস, ইতালী) ...	২,৪০০ টন্
অস্ট্রেলিয়া	১০০ „
মোট	৩৪৫,০০০ টন্

ইউকুইনিন (Euquinine)

বা আরিস্টচিন (Aristochin) ; সাধারণ কুইনিন তিক্ত বলিয়া শিশুরা উহা খাইতে পারে না ; সেইজন্য এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে।

ইউকেন (Eucaine)

কোকেন জাতীয় ক্ষারীয় ঔষধ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত। অসাড়ীকরণের জন্য ডাক্তারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় ; উগ্রতেজ সম্পন্ন নহে বলিয়া চক্ষু, নাসিকা, দন্ত চিকিৎসায় অসাড়ীকরণে প্রযুক্ত হয়।

ইউক্যালিপটাস্ (Eucalyptus ; Myrtaccae Group)

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ সাগরের দেশের চিরহরিৎ গাছ ; এখন

গ্রীষ্মমণ্ডলের বহু স্থানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্টেটে চাষ হইতেছে। সাধারণত ইহার উচ্চতা ১৫০ ফুট, বেড় ২৫ ফুট পর্যন্ত হয়; তবে এক জাতের গাছ ৪৫০।৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। ইহার পাতা সুগন্ধময়; উহা হইতে নির্যাস প্রস্তুত হয়। ইঃ গ্লোবুলাস (E. Globulus) জাতীয় গাছ হইতে সবুজ গঁদ পাওয়া যায়। এই গাছের কাঠ শক্ত ও নানা কাজে লাগে। ইঃ তৈল রোগ প্রতিষেধক; ডাক্তারি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ রিচার্ড বুল্ (Bull) বলেন ইঃ তৈল মেনিন্‌জাইটিসের জীবাণুধ্বংসী।...আজকাল এদেশে লোকে বাগানে সখ করিয়া লাগাইতেছে।

ইউক্রাতাইদস্ (Eucratides)

খৃঃ পূঃ ২য় শতকে বক্‌ত্রিয়ার গ্রীক্ রাজা, ইউথিডেমাস (Euthcydemus)এর পুত্র। ডেমেট্রিয়াস্‌এর সহিত রাজ্য লইয়া ইহার যুদ্ধ হয়। ডেঃ পরাভূত হন এবং ইউক্রাতাইদস্ মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার করেন। নিজ পুত্র হেলিওক্লিস (Heliocles) কর্তৃক নিহত হন (খৃঃ পূঃ ১৫৫)।

[illegible]ড্ (Euclid)

জ্যামিতিকার। মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া-বাসী গ্রীক্। ১ম প্‌টলেমির রাজত্বকালে বাস করিতেন (খৃঃ পূঃ ৩০০)। বহু গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার (Stoichia) নামে বই প্রায় সকল দেশের বিদ্যালয়ে 'জ্যামিতি' (Geometry) নামে পঠিত হয়; প্রায় ১৮০০ বৎসর এই গ্রন্থ ছাত্রদের পাঠ্যরূপে আছে। বর্তমানে মধ্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়ে ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি অধ্যাপনার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। (জ্যামিতি দ্রঃ)। জ্যামিতির কোন নূতন তত্ত্ব বাহির করিবার জন্য ইউক্লিড প্রসিদ্ধ নহেন; তাঁহার পূর্বে জ্যামিতি শাস্ত্রের কোন যুক্তিযুক্ত ধারা বা শৃঙ্খলা ছিল না; ইনি থেলিজ (Thales), পিথাগোরাস্ প্রভৃতির জ্যামিতিক বিক্ষিপ্ত তত্ত্বগুলিকে সংগ্রহ করিয়া নৈপুণ্যের সহিত লিপিবদ্ধ করেন। (দ্রঃ New Calendar of Great Men, Edited by F. Harrison p. 144-5)

ইউচি জাতি (Yuechi)

মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি একসময়ে চীনের সীমান্তে বাস করিত। খৃঃ ১ম শতকে কুষান নামে ইহাদের এক শাখা উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সম্রাট্ কনিষ্ক ইহাদের মধ্যে সমধিক খ্যাত। (দ্রঃ কনিষ্ক)।

ইউজেনিক্স (Eugenics)

বংশগত দোষ বা গুণ কিভাবে জীবের দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিবর্তন সাধন করে তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা। স্যর ফ্রান্সিস্ গ্যাল্‌টন্ (১৮২২-১৯১১) এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়া যান। অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন (Pearson) এই বিজ্ঞানের বহু উন্নতি করিয়াছেন।... জাতি, কুল, শীল, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, ব্যাধি প্রভৃতির প্রভাব বংশানুক্রমে কিভাবে সংক্রমণিত হয় তাহার আলোচনা এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

ইউজেনী (Eugenie, Marie Ignace Augustine de Montijo ১৮২৬-১৯২০)।

ফ্রান্সের শেষ সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের পত্নী। জাতিতে স্পেনীশ ছিলেন। ১৮৭০এ নেপোলিয়নের পরাভব ও পতনের পর ইহারা ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া বাস করেন। তথায় নেঃ র মৃত্যু হয় ১৮৭৩; একমাত্র পুত্র প্রিন্স ইম্পিরিঅলের (Imperial ১৮৫৬-৭৯) জুলু যুদ্ধে মৃত্যু হয়। ৯০ বৎসর বয়সে স্পেনে বেড়াইতে গিয়া মাদ্রিদে মৃত্যু হয়।

ইউটোপিয়া (Utopia)

স্যর টমাস্ মুর (১৪৭৮- ১৫৩৫) লাতিন ভাষায় De Optimo Reipublicæ Statu, deque Nova Insula Utopia নামে এক গ্রন্থ ১৫১৬এ প্রকাশ করেন। ১৫৫১এ ইংরেজিতে অনুবাদ এই গ্রন্থে এক কাল্পনিক দ্বীপের কথা উপন্যাসচ্ছলে বলা হইয়াছে। সেখানে সমস্ত সম্পত্তি সকল লোকের এবং সকলেই সমানভাবে সেসব ব্যবহারের অধিকারী। পীড়িত ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকলেই ছয় ঘণ্টা করিয়া খাটে; দশ বৎসর অন্তর লটারি করিয়া বাড়ী বদল হয়; কেহ নিজের বলিয়া কোন বাড়ী দাবী করিতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছামত ধর্ম অনুসরণ করে। অপরাধের জন্য শাস্তি হিংসামূলক নহে; রাজ্যের সমস্ত চাকুরী যোগ্যতানুসারে বণ্টন করা হয়। আঠার শত বৎসর পূর্বে প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থেও একটি কাল্পনিক রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুরের পরেও লোকে এই প্রকার 'রামরাজত্ব'র কল্পনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন—যেমন Bellamy's Looking Backward। বর্তমান যুগে ওয়েলস (H. G. Wells) এভাবের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ইউডোক্সাস্ (Eudoxus খৃঃ পূঃ ৪০৭—৩৫৪ ?)

গ্রীক জ্যোতিষী; জন্মভূমি এশিয়ামাইনরের নিডাস শহর (Cindus)। যৌবনে আথেন্সে আসিয়া কয়েক মাস মাত্র প্লেটোর নিকট শিক্ষা করেন; তথা হইতে মিশরে যান ও সূর্য ও চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। আথেন্সে ফিরিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। আরিস্তোতল, আর্কিমিডিস ইহার মনীষা-সম্বন্ধে উচ্চ

প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্লিনী ও স্ট্রাবো বলেন যে ইনি বৎসরের ৩৬৫¼ দিনের কথা সবপ্রথম আবিষ্কার করেন; অপরে বলে যে সূর্য-ঘড়ি তাঁহার আবিষ্কার। জ্যামিতিকার হিসাবে তাঁহার নাম অমর।

ইউনাইটেড্ প্রেস্ (United Press)

দৈনিক সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য কোম্পানী। ভারতের নানা স্থানে ইহাদের নিযুক্ত লোক প্রতিদিন টেলিগ্রাফযোগে বা পত্রদ্বারা স্থানীয় সংবাদ কলিকাতার কেন্দ্রীয় অপিসে প্রেরণ করে। সেখান হইতে টেলিফোন বা পত্রবাহকের দ্বারা ঐসব সংবাদ বিভিন্ন খবরের কাগজের অপিসে পাঠানো হয়। এই সংবাদ সরবরাহের জন্য মূল্য কোম্পানী পায়। গভর্নমেণ্ট হইতে টেলিগ্রাফের বিশেষ রেট্ বা হার ফেলা আছে। ভারতে অ্যাসোশিয়েটেড্ প্রেস ও পৃথিবীব্যাপী রয়টার এই শ্রেণীর সংবাদ-প্রেরক।… আমেরিকায় ইউনাইটেড্ প্রেস নামে একটি বিরাট সংবাদসেবী প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩২এ ইহা ১২০০ দৈনিকে সংবাদ সরবরাহ করিত; ৪৭টি দেশে উহা লইত। ১৯০৭এ তিনটি কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গঠিত হয়।

ইউনিকর্ণ (Unicorn)

অলীক প্রাণী; দেহ অশ্বের মত, কপালে একটী শিং, পুচ্ছ সিংহের ন্যায়। প্লিনি, আরিস্তোতল প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; বোধহয় গণ্ডারের আকৃতির সহিত গোলমালে ইহা কল্পিত। ইংরেজের শীলমোহরে এই অলীক প্রাণী ও অদ্ভুত সিংহের প্রতিমূর্তি দেওয়া হয়।

ইউনিটেরিয়ান (Unitarian)

সাধারণ খৃস্টানরা ত্রিত্ববাদী অর্থাৎ ঈশ্বর, পবিত্র-আত্মা (Holy Ghost), ও পুত্র বা খৃস্ট, এই ত্রিসত্তায় বিশ্বাসবান। ইউনিটেরিয়ানরা একেশ্বরবাদী, খৃস্টকে মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন না। ইংল্যাণ্ডে ১৬৬২এ কতকগুলি লোককে প্রতিষ্ঠিত চার্চের ত্রিত্ববাদ-মতবিরোধী বলিয়া বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। রানী এলিজাবেথ প্রভৃতির সময় ইউনিটেরিয়ানরা অগ্নিতে দগ্ধ পর্যন্ত হয়। ১৭৭৫এ লিনড্সে (Lindsay) ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন; কিন্তু ১৮১৩ পর্যন্ত ইহারা বহু নির্যাতন ও রাজনৈতিক অসুবিধা ভোগ করে। ১৯ শতকে মার্টিনো, প্রিস্ট্লে, ড্রামন্ড, স্টপফোর্ড ব্রুক প্রভৃতি বহু মনীষী এই আন্দোলনে যোগ দেন। অক্সফোর্ডে, ম্যানচেস্টার কলেজ ইহাদের দ্বারা চালিত। আমেরিকায় এই সম্প্রদায় আছে। সান্ডারল্যান্ড (I. T. Sundarland) ইউনিঃ ছিলেন। আমেরিকায় Meadville College ইহাদের দ্বারা পরিচালিত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মরা এক হিসাবে ইউনিঃ। সেইজন্য ব্রাহ্মরা ম্যানচেস্টার ও মীডভিল্ বৃত্তি পাইয়া তথায় পড়িতে যায়।

ইউনিফর্ম (Uniform)

বহুকাল ইউরোপে বা এদেশে সৈন্যদের এই প্রকার পোষাক করিবার চেষ্টা হয় নাই। কর্নেলরা নিজ নিজ বাহিনীর, সাধারণভাবে চেনা যায়, এই রকম পোষাক করিতেন। ধীরেধীরে একরঙ, একঢঙের পোষাক হইয়াছে। স্থল সৈন্যদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন চিহ্ন। নৌবিভাগেও সেইরূপ। বর্তমানে খাকি পোষাক বৃটিশ সৈন্যদের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। পুলিশ বিভাগেও মিলিটারীর দেখাদেখি, পৃথক ইউনিফর্ম হইয়াছে। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অপিসে, রেলে, জাহাজের কর্মচারী ও সেবকদের মধ্যে ইউনিফর্ম প্রচলিত হইয়াছে। ধর্মজগতে পাদরী, সন্যাসী, ভিক্ষুদেরও ইউনিফর্ম আছে। উকিল, হাকিম প্রভৃতিদের বিশেষ পোষাক পরিতে হয়।

ইউনিভারসিটি (University)

বিশ্ববিদ্যালয় (দ্রঃ)। পূর্বকালে ইউরোপে মঠের ছাত্র ও সন্যাসীরা যেখানে গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তাহা ইঃ নামে খ্যাত হয়। ইতালীর Salerno-তে ৯ম শতাব্দীতে প্রথম ইঃ স্থাপিত হয়। ১২ শতকে প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ জটিল হওয়ায় আইন অধ্যয়নের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; বোলগ্না, পাদুআ, আইন অধ্যয়নের বিশেষ কেন্দ্র হয়। ১২ শতকে প্যারিসে আবেলার্ড যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাই কালে সরবন (Sorbonne) নামে বিরাট প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৪শ ও ১৫শ শতকে মধ্য ও উত্তর ইউরোপে ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১২শ, ১৩শ শতকে এগুলির সূত্রপাত।

ইউনিয়ন কমিটি (Union Committee)

১৮৮৫র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনানুসারে কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি করিয়া ইউনিয়ন গঠিত হয়। অধিবাসীরা কমিটির সদস্য নির্বাচন করিত এবং উহা সর্বতোভাবে জেলা-বোর্ডের অধীনে থাকিয়া কাজ করিত। বর্তমানের ইঃ বোর্ডের অনেকগুলি কাজ এই কমিটি করিত। ১৯১৯এর বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Bengal Self Government Act. Act V of 1919) প্রবর্তিত হইলে ইঃ কঃ অপ্রচলিত হইতে থাকে। বর্তমানে ২৪ পরগণায় ৫টি ইঃ কমিটি আছে।

ইউনিয়ন কোর্ট (Union Court)

ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করিবার জন্য আদালত। ইউনিয়ন বোর্ডের কোন সদস্য অথবা প্রেসিডেন্ট এই

আদালতের প্রধান বিচারক; তাঁহার সঙ্গে বোর্ডের আরও দুইজন সদস্য নিযুক্ত থাকেন। আদালতের প্রায় সমস্ত অধিকার এই কমিটির আছে, তবে এখানে উকিল প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য সালিশী আদালতের কাজ করা, অর্থাৎ পাঁচজনে থাকিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করা। ১৯৩৬-৩৭এ বঙ্গদেশের ইঃ কোর্টের আয় ছিল ২,৩৬,০৮৪ টাকা; ব্যয় ৫৯,৩৯৯৲।

ইউনিয়ন জ্যাক্ (Union Jack)

গ্রেটবৃটেনের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা। ইংল্যান্ডের রক্ষক সাধু জর্জের পতাকা (লাল ক্রুসযুক্ত শ্বেত পতাকা), স্কটল্যান্ডের রক্ষক সাধু আনড্রুসের পতাকা (নীলের উপর শাদা কোনাকুনি ঢেরা) এবং আয়ারল্যান্ডের সাধু প্যাট্রিকের পতাকা (শ্বেতের উপর লাল কোনাকুনি ঢেরা)—এই তিনের মিলনে রচিত পতাকাকে ইউঃ জ্যাক্ বলে। ১১৯৭এ ১ম এডোয়ার্ড প্রথমাংশকে জাতীয় পতাকারূপে ঘোষণা করেন, তৎপূর্বে ১ম রিচার্ড (১২৯০) ইহা রচনা করেন। ১ম জেমস্ স্কটল্যান্ডের পতাকা ইহার সহিত যুক্ত করেন; ১৭০৭ স্কটল্যান্ডে ও ইংল্যান্ডের মিলনের সময় 'ইঃ জ্যাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ১৮০১এ আয়ারল্যান্ডের পতাকা অংশ যোজিত হয়।

ইউনিয়ন বেন্‌চ্ (Union Bench)

ইঃ বোর্ডের অন্তর্গত ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার আদালত। বিচারক অপরাধীকে ৭ দিন জেল ও ২০ টাকা জরিমানা করিতে পারেন। বিচারে সাক্ষ্যাদি গৃহীত হয় তবে উকিল, মোক্তার উপস্থিত হইতে পারে না। মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার বা স্থানান্তরিত করিবার অধিকার উভয় পক্ষেরই আছে। ১৯৩৬-৩৭এ বেঞ্চ কোর্টে আদায় হয় ৫১,৭৭১৲; ব্যয় ১৫,০৯৩৲।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)

বৃটিশ ভারতে স্বায়ত্তশাসনের অধঃস্তন একক, ১৯১৯এর আইন অনুযায়ী গঠিত। প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত মহকুমা-মধ্যস্থিত থানার এলাকায় কয়েকটি গ্রাম বা মৌজা লইয়া এক একটি ইঃ বোর্ড গঠিত হয়। গ্রামের পূর্ত বা রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চৌকিদারদের পোষণ বোর্ডের প্রধান কাজ। একটি ইঃ বোর্ডের মধ্যে ৩ হইতে ৬টি ওয়ার্ড থাকে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের করদাতারা (সর্বনিম্ন কর ।৶০ আনা, ঊর্ধ্বতম কর ৮৪৲ টাকা) নিজ ওয়ার্ডের জন্য ১ বা ২ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া বোর্ড গঠন করে। তদনন্তর গভর্নমেন্ট তিনজন সদস্য মনোনীত করিয়া দেন; এই ৯ জনের মধ্য হইতে একজনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। ইহাদের উপর করসংগ্রহ ছাড়া গ্রামোন্নতির জন্য বহুবিধ শক্তি অর্পিত থাকে। গভর্নমেন্ট তরফ হইতে ইঃ বোর্ডের কাজ কর্ম, হিসাবপত্র তদারক করিবার জন্য সার্কেল-অফিসার (দ্রঃ) নিযুক্ত থাকেন। কতকগুলি ইঃর উপর ছোট ছোট মোকদ্দমা করিবার অধিকার দেওয়া আছে। (দ্রঃ ইউনিয়ন কোর্ট, ইঃ বেন্‌চ) বোর্ডের আয়ের অধিকাংশই চৌকিদারের বেতনে যায় বলিয়া গ্রামের অন্যান্য উন্নতির জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে ৪৭৫০ (১৯৩৪-৩৫)ইঃ বোর্ডের এলাকায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ বাসিন্দা বাস করে; ৫৬৫৭টি ইঃ বোর্ড হইলে বাংলার সমস্ত পল্লী ইহার অন্তর্গত হইবে। বোর্ডের সদস্য ৪২,৫৭৮ (নির্বাচিত ২৮,২৯৫) মোট করদাতা ৫৬,৯৩,১৬৯ জন। মোট আয় ১,০১,৩৮,৬৮৩৲, ব্যয় ৯১,১৬,৮৭১৲। ইহার মধ্যে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতির জন্য ৫৬,৩০,৫৭৭৲ টাকা ব্যয়িত হয়। রাস্তা কূপ, ড্রেন প্রভৃতি পূর্ত কাজের জন্য (নূতন ও পুরাতন কাজ) ১৪,৫৩,৫০০ টাকা খরচ হয় অর্থাৎ ৪৭৫০টি ইউঃ বোর্ডের জন্য গড়ে ৩০৬ টাকা ব্যয় হয়; বর্তমানে ইউঃ বোর্ডের এলাকায় ৬৫,০০০ গ্রাম আছে, তাহা হইলে গড়ে ১৩টি করিয়া গ্রামের জন্য ৩০৬ টাকা বার্ষিক ব্যয় হয়। শিক্ষার জন্য ২·৮৫ লক্ষ টাকা, চিকিৎসার জন্য ১·৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কোন কোন ইউনিয়নে গ্রামোন্নতির জন্য শত খানেক টাকাও থাকেনা বলিয়া জানা আছে।

ইউয়ান্ শি-কাই (Yuan-shi-kai ১৮৫৯-১৯১৬)

চীনের রাজনীতিক। হোনান প্রদেশে জন্ম। ১৮৮২এ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে যান ও ১৮৮৪ হইতে চীনা সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে তথায় বাস করেন। চীনা-জাপানী যুদ্ধের সময় (১৮৯৩) তথা হইতে বিতাড়িত হন। ইহার পর বহু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজ-কর্মপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯১১এ গণতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইনি মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হন। ১৯১২, ১৫ ফেব্রুয়ারী চীনা রিপাব্লিকের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৩,৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন; এবং বিশ্বাস করিয়া প্রভূত ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু ১৯১৫এর শেষভাগে তিনি সম্রাট হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, এমনকি তাঁহার অভিষেকের দিন পর্যন্ত স্থির হয় বলিয়া জানা যায়। ইহার ফলে দক্ষিণ চীন বিদ্রোহী হয়; এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইউরিপাইদিস (Euripides খৃঃ পূঃ ৪৮০-৪০৬)

প্রাচীন গ্রীসের নাট্যকার; শোনা যায় তিনি ৯০ খানি নাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে মাত্র ১৮ খানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক্

নাট্যে প্রচলিত দেবদেবীর আখ্যায়িকা ছাড়িয়া ইনি সাধারণ মানুষের কথা নাটকের বিষয়-বস্তু করেন। সমসাময়িকরা তাঁহার সমাজদ্রোহিতা পছন্দ না করিলেও পরযুগে তিনি জনাদর লাভ করেন।

ইউরিয়া স্টিবামাইন (Eurea Stibamine)

কালাজ্বরের ঔষধ; ডাঃ (স্যর) উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ইহার আবিষ্কর্তা। রসাঞ্জন বা অ্যান্টিমনি লইয়া ইউরোপীয় ডাক্তারগণ বহুকাল পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই ঠিক ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; ১৯২২এ ডাঃ ব্রহ্মচারী উহা হইতে ইঃ স্টিঃ বাহির করেন; ইহাতে শতকরা ৩৬·৯ ভাগ অ্যান্টিমনি আছে; এ ঔষধের ১২টি ইনজেকশন কালাজ্বরে লাগে। ইহার পরে এই ধরণের বহু ঔষধ তৈয়ারী হইয়াছে।

ইউরেকা (Eureka)

আর্কিমিডিসের নিকট সিসিলির রাজা একটি স্বর্ণ মুকুট আনিয়া বলিলেন যে তিনি স্বর্ণকারকে যে সোনা দিয়াছিলেন, তাহার ওজন ও মুকুটের ওজন সমান; কিন্তু স্বর্ণকার উহাতে কোন ভেজাল দিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। আর্কিমিডিস্ সমান আয়তনের দুইখানি সোনার ও রূপার ইট ওজন করিয়া দেখিলেন যে সোনার ইটখানি রূপার ইট হইতে প্রায় দ্বিগুণ ভারী। মুকুট সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে চৌবাচ্চার জলে স্নান করিতে নামিয়াছেন; চৌবাচ্চার খানিকটা জল উছলিয়া পড়িয়া গেল। স্নানের পর দেখেন চৌবাচ্চার খানিকটা জল খালি। ইহা দেখিয়া তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া ওঠেন 'ইউরেকা, ইউরেকা'—আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি। ইহার পর মুকুটখানিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইলে যে জলটা উপছাইয়া পড়িল, তাহা মাপিয়া মুকুটের আয়তন স্থির করিলেন। তৎপর মুকুটের সমান ওজন বিশিষ্ট একখানা রূপার ও একখানা সোনার ইট তৈয়ার করিলেন। সোনার ইটখানি জলে ডুবাইলে যে জলটা পড়িয়া গেল, এবং রূপার ইটখানি ডুবাইলে যে জলটা পড়িয়া গেল, উভয়টা মাপিয়া দেখিলেন যে শেষবারের জলটা পূর্বেকার জলের দ্বিগুণ। এখন মুকুটখানা জলে ডুবাইলে যে জল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় জলের পরিমাণের মাঝামাঝি। ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে মুকুটে সোনার সহিত রূপা মিশানো আছে। আপেক্ষিক গুরুত্ব **specific gravity** তত্ত্বের আবিষ্কার এইভাবে হয়। (দ্রষ্টব্য **আপেক্ষিক গুরুত্ব**, আর্কিমিডিস)।

ইউরেনাস (Uranus) ইন্দ্র

সৌর জগতের গ্রহ। ১৭৮১ অব্দে স্যর জন্ হার্শেল (Herschel) দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয় বলিয়া উহা বহুকাল 'হার্শেল' নামে পরিচিত ছিল। শনি ও নেপচুন বা বরুণ গ্রহের মধ্যে উহা অবস্থিত। সূর্য হইতে গড় দূরত্ব ১৭৮, ১৯,৯৪,০০০ মাইল, অর্থাৎ সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ১৯ৡ গুণ। এই গ্রহের কক্ষপথের পরমদূরত্ব ১৮৬,৫১,০৭,০০০ মাঃ, এবং অধমদূরত্ব ১৬৯,৮৭,৮১,০০০ মাঃ। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ৬৪ গুণ বেশি, কিন্তু ওজনে মাত্র ১৫ গুণ অধিক; কারণ ইহার দেহের ঘনত্ব পৃথিবীর মাটি হইতে অনেক কম, জল হইতে কিছু অধিক (১·৩৬)। ইহার ব্যাস প্রায় ৩০,৮৭৫ মাঃ; বৃহস্পতি ও শনি হইতে অনেক ছোট, তবে পৃথিবী হইতে প্রায় ৪ গুণ। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে আমাদের দিনের ৩০,৬৮৭ দিন বা ৮৪ বৎসর লাগে; সেকেণ্ডে ইহার গতিবেগ ৪ মাইল (পৃথিবী ১৯ মাঃ)। গ্রহের নিজ দিন রাত আমাদের ঘড়ির হিসাবে ১০ ঘঃ ৪৮ মিনিট বলিয়া মনে হয়। ইহার আকাশ অত্যন্ত গাঢ় বাষ্পে আচ্ছন্ন। দূরবীন ছাড়া ইহাকে খালি চোখে দেখা যায় না। ইহার ৪টি চন্দ্র বা উপগ্রহ আছে। দুইটি চন্দ্রকে বৃহত্তম দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না।

ইউরেনিয়াম (Uranium)

ধাতুজ মৌলিক পদার্থ (element)। ইহার পরমাণবিক ওজন ২৩৮·১৪। ক্লাপরথ ১৭৮৯ অব্দে এই ধাতু পিচ্‌ব্লেনডের মধ্যে (Pitchblende) আবিষ্কার করেন। ইংল্যানডের কর্নওয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়া, আফ্রিকার বেলজিয়ান কংগোতে এই পিচ্‌ব্লেনড্ পাওয়া যায়। ১৮৯৭এ বিজ্ঞানী বেকেরেল (Becquerel) লক্ষ্য করিলেন যে কালো কাগজ মোড়া একখানি ফোটোগ্রাফিক প্লেট্-এর উপর ইউরেনিয়াম মিশ্রিত পদার্থ রাখিলে ঐ প্লেটে তাহার চিহ্ন পড়ে; তিনি **uranium** এই গুণকে রেডিও-এ্যাকটিভিটি নাম দেন। তিন টন্ ইউরেনিয়াম হইতে মাত্র এক গ্রাম্ রেডিয়াম পাওয়া যায়। ইহা ১,৬০০ ডিগ্রী সেন্ট তাপে গলে; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৮·৭। আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে ইউরেনিয়মের পরমাণুর ভিতর ক্রমাগত ভাঙনের কাজ চলিয়াছে; ভাঙিয়া ভাঙিয়া ইহার পরমাণু সীসার পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়। ভাঙার সময় ইহার ভিতর হইতে মহাবেগে পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা বাহির হইয়া আসে। ৯২টি প্রোটোন ১৪৬টি ন্যুট্রন মিলে ইহার কেন্দ্রবস্তু সৃষ্টি হইয়াছে, আর ৯২টি ইলেকট্রন বিভিন্ন গোলাকার পথে অদ্ভুত দ্রুতবেগে এই কেন্দ্রবস্তুকে প্রদক্ষিণ করে।

ইউরোপা (Europa)

গ্রীক্ পুরাণ মতে টায়ারের (Tyre) রাজা আগেনর

(Agenor)এর কন্যা। জিউস্ (Zeus) ইহার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া বৃষরূপ লইয়া ইহার নিকট আসেন ও ক্রীড়া করিতে থাকেন। ইউরোপা বৃষের পৃষ্ঠে ক্রীড়াচ্ছলে উঠিলে তাহাকে লইয়া জিউস্ ক্রীট দ্বীপে পলায়ন করেন। সেখানে উহার গর্ভে মাইনস্ নামে পুত্রের জন্ম হয়। মাইনস্ রাজারা ক্রীটে বহু কাল রাজত্ব করেন। ইউরোপা হইতে ইউরোপ মহাদেশের নাম।

ইউলিসিস্ (লাতিন Ulysses, গ্রীক Odysseus)

ট্রোজান যুদ্ধের গ্রীক্ বীর। ট্রোজান যুদ্ধান্তে দেশে ফিরিবার পথে এই বীরের দশ বৎসরব্যাপী ভ্রমণ কাহিনী হোমারের 'ওডেসী' (Odyssey) মহাকাব্যে বর্ণিত আছে। এক-চক্ষু দানব পলিফেমাসের চক্ষু কিভাবে অন্ধ করিয়া দেন; মায়াবিনী সার্কি (Circe) ও পরী ক্যালিপসোর (Calypso) দেশে কিভাবে গমন করেন; সাইরেন্ নামে পক্ষী-মানবীদের সঙ্গীত শুনিতে সমস্ত লোক ইতিপূর্বে প্রাণ দিয়াছিল—ইউলিসিস কি বুদ্ধিবলে উহা শুনিতে পান—এইসব আখ্যান বর্ণিত আছে। দেশে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার পত্নী পেনেলোপকে (Penelope) বিবাহ করিবার জন্য বহু প্রণয়াকাঙ্খী উপস্থিত; কিন্তু সাধ্বী পেনেলোপ জানিতেন তাঁহার স্বামী জীবিত আছেন ও একদিন ফিরিয়া আসিবেন। ইহার পুত্রের নাম টেলিমেকাস্।

ইউসুফ আদিল শাহ (১৪৪৩—১৫১০)

বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। জনশ্রুতি যে তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন; অন্য মতে তুর্কি সুলতান ২য় মুরাদের পুত্র। ১৪৬১ অব্দে ভারতে আসেন। বাহমনী-রাজ ৩য় মোহম্মদ শাহর (১৪৬৩-৮২) প্রধান মন্ত্রী মহমুদ গাওয়ানের সাহায্যে বাহমনী রাজ্যে উচ্চ পদলাভ করেন। ক্রমে ১৪৮৯এ ইনি বিজাপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার সময়ে আলবুকার্ক ও পোর্তুগীজরা গোআ অধিকার করে (১৫১০)। আদিল এক মারাঠি হিন্দুরমণীকে বিবাহ করেন; তাঁহার রাজ্যে হিন্দুগণ উচ্চ পদ লাভে বঞ্চিত হইত না; রাজকার্যে মারাঠি ভাষা ব্যবহৃত হইত।

ইউসুফজাই (Yusufzai)

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলার একাংশে ইঃ পাঠানদের বাস। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য চিহ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ইউসুফজাই পাঠানরা অত্যন্ত দুর্দান্ত। ইহারা পশ্‌তু ভাষাভাষী।

ইংকা (Incas)

দঃ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া ও চিলির প্রাচীন লাল মানুষের জাত। ১২৩০ অব্দে ইহাদের উদ্ভব হয়; রাজধানী ছিল কুজকো (Cuzco)। ১৫৩৩এ স্পেনীশ দস্যু পিজারো উহা নষ্ট করে। সে-যুগের প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য অতি মনোহর। ইংকারা কৃষিকার্য ও জলসেচনের নিয়মাদি ভাল করিয়া জানিত। পথ ঘাট সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত ছিল। ইহারা সূর্য-উপাসক ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে।

ইংগ (Anglo অ্যাঙলো)

ইংগ-বঙ্গ; যেসব বাঙালী ইংরেজদের মত বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, গৃহসজ্জা, কথাবার্তার অনুকরণ করেন, তাঁহাদের বলা হয়। অ্যাঙলো-বেঙ্গলি ডিকশনারির অর্থ ইংরেজি ও বাঙলা ভাষার অভিধান। কিন্তু অ্যাঙলো-ইনডিয়ান, অ্যা-বর্মন-এর অর্থ বর্ণসঙ্কর জাতি। অ্যাঙলো-ফ্রেঞ্চ ট্রীটির অর্থ ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি।...ইংগ-মিশরীয় সুদান (Anglo-Egyptian Sudan) দেশ বিশেষের নাম।

ইংগ-গুরখা যুদ্ধ (১৮১৪—১৬)

(দ্রঃ নেপাল)।

ইংগ-মিশরীয় সন্ধি (Anglo-Egyptian Treaty)

মিশরের ইতিহাস (দ্রঃ)। ১৯৩৬, ২৬এ অগস্ট মাসে মিশর গভর্নমেন্ট ও ইংরেজদের মধ্যে মিত্রতামূলক এক সন্ধি হয়; তদনুসারে ইংরেজ সৈন্য মিশর হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে; কেবল বিশ বৎসরের জন্য সুয়েজ খাল অঞ্চলে ইংরেজের বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়া ঐস্থানে সৈন্যবাহিনী রক্ষিত হইয়াছে। বিশ বৎসর পরে মিশরীয়রা খাল রক্ষা করিবে। এই সন্ধি অনুসারে রাজদূতের বিনিময় হইয়াছে।

ইংগুদি, ইঙ্গুদী (Balanites Roxburghii)

এই গাছ ১২।১৪ হাত উচ্চ হয়; তীক্ষ্ণাগ্র শাখাযুক্ত। পাতা কাঁঠালপাতার মত দেখিতে; পাতায় ২টী পর্ণ, ফুল ছোট ৫ দল; বর্ণ হরিদ্রাভশ্বেত। বসন্তকালে ফুল ফোটে। ফল বড়; বীজ অত্যন্ত শক্ত; ফলে এক রকম দুর্গন্ধ আছে, স্বাদ তিক্ত, অতি-বিরেচক। বীজ তৈলময়। শিকড় হইতে দূরে দূরে নূতন চারা জন্মে। বাঙলাদেশে এগাছ দেখা যায় না, তবে বিহার ও ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে ইহা জন্মে। বাঙলায় জিয়াপুতা ও ইঙ্গোট বলে। কবিরাজী ঔষধে ফলের শাঁস ও তৈল ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ যোগেশ; বনৌষধিদর্পণ পৃঃ ৮৪; Chopra 460)।

ইংরেজ, ইংরেজি

ইংল্যান্ডের অধিবাসীকে English বলে। ফরাসীতে বলে Anglaise; জারমেনরা বলে Englander। আংরেজ,

শব্দ উচ্চারণ গুণে বাঙলায় 'ইংরেজ' হইয়াছে; অনেকে 'ইংরাজ' লেখেন—কারণ 'রাজ' শব্দ যোগের দ্বারা সম্মান দেখানো হয় মনে করেন। ইংরেজ একটি মিশ্রজাতি। প্রাচীন কেলট্ বা বৃটন, অ্যাংগেল্স, স্যাকসন, জুট্ (জারমেন জাতি সমূহ), নরওয়ের নর্থমান ও ডেন্, ফ্রান্সের নরমান প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। আংগেল-ল্যান্ড হইতে ইংল্যান্ড শব্দ এবং অ্যাংগেলস হইতে ফরাশী আংলেজ হইয়াছে।··· ইংরেজি ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি লক্ষ। (দ্রঃ ভাষা)

ইকবাল, মোহম্মদ (১৮৭৭—১৯৩৮)

মুসলমান কবি ও দার্শনিক। জন্মস্থান পঞ্জাবের শিয়ালকোট দুইশত বৎসর পূর্বে পূর্বপুরুষরা কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। ইকবাল পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করিয়া বিলাত ও ইউরোপে অধ্যয়নের জন্য যান্। পারসিক ও আরবী ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত; দর্শনবিষয়ে গবেষণা করিয়া Ph. D. উপাধি লাভ করেন। ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া লাহোরে ব্যারিষ্টারি করিতেন। ইনি উচ্চ শ্রেণীর কবি; উর্দু ও পারসিক ভাষায় রচিত তাঁহার কবিতা ইংরেজিতে নিকলসন সাহেব তর্জমা করিয়াছেন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। তিনি ইসলাম সংহতিতে বিশ্বাসবান এবং ধর্মবিষয়ে নৈষ্ঠিক মুসলমান ছিলেন। কাশ্মীর, পঞ্জাব, উ-প-সীমান্ত প্রদেশ লইয়া একটি মুসলমান স্টেট গঠনের প্রস্তাবক; এই স্থানের নাম দেন "পাকস্থান" বা পবিত্রদেশ। স্যর উপাধি পান। মৃত্যু ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮।

ইক্‌মিক্ (Icmic)

ইকমিক কুকার। কলিকাতা ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক উদ্ভাবিত রান্নার তৈজসপত্র। বাষ্পবলে খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ হয়। (দ্রঃ কুকার)।

ইক্ষু, আখ (Sugarcane)

অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা ভারতে চাষ হইতেছে এবং বোধ হয় বাঙলাদেশ বা গৌড়েই ইহার চলন প্রাচীনতম। ভারতের কোথায়ও ইহা বন্যভাবে দেখা যায় না, তবে কোচিন-চীন, নিকোবর দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বুনো ইক্ষু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে উহা ঐ অঞ্চল হইতে আনিত। বাঙলাদেশে ইহার প্রচলন বেশি দেখিয়া মনে হয় গৌড়ের বণিকরা ইহা ঐসব দেশ হইতে আনিয়া চাষের ব্যবস্থা করেন। কালে ভারতের নানাস্থানে ইহার চাষ প্রসারিত হয়, এবং মুসলমান যুগে ভারত হইতে উহা পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি দ্বীপে যায়। ১৪ শতকের গোড়ায় ভূমধ্যসাগরের দ্বীপে ইহার চাষ বেশ প্রসারলাভ করে। বোধহয় আরব বণিকদের দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। পারসিকরা ইহাকে নৈ-শকরা বলিত, ইহার অর্থ নয়া-শর্করা।··· পোর্তুগীজরা সিসিলি হইতে ১৪১৯এ আফ্রিকার মাদাইরা দ্বীপে চাষ সুরু করে; এখান হইতে আমেরিকা আবিষ্কারের পর প্রথমে ব্রেজিল ও পরে অন্যান্য স্থানে প্রসারলাভ করে। এইভাবে ইক্ষু ভারত হইতে আমেরিকায় যায়। ইক্ষু ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য দাসশ্রম আমদানির সূত্রপাত হয়।··· ভারতবর্ষে নানাজাতের ইক্ষুর চাষ হয়, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিদেশ হইতে আনিত; কিন্তু সেগুলি এখন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি জাতের নামঃ—(১) দেশী—সরু সোজা শ্যামবর্ণ ডাঁটা, ছোট ছোট পাব; ত্বক সহজে ছাড়ানো যায় না। (২) পুঁড়—প্রাচীন (দ্রঃ) নিকট চাষ হইত। অনেকে মনে করেন গুড় শব্দ হইতে গৌড় অথবা গৌড়ে উৎপন্ন হইত বলিয়া 'গুড়' নাম হইয়াছে। উ-প-ভারতে গৌড়া নামে যে আখের চাষ হয়—তাহা পৌণ্ড্র ইক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া দেয়। (৩) কান্তারী—এই আখ উড়িষ্যায় চাষ হয়। (৪) কাজলা—ত্বক আরক্ত কৃষ্ণবর্ণ, রসপূর্ণ; কিন্তু সহজে পোকা ধরে। (৫) বোম্বাই—স্থূল, দীর্ঘ কোমল ত্বক, আনীলরক্তবর্ণ; প্রায়ই রোগগ্রস্ত হয়। (৬) শ্যামসাড়া—রসাল, দীর্ঘ, স্থূল, কঠিনত্বক। (৭) জবা—জাভা দ্বীপ হইতে আনীত। ইহা অল্প শ্রমে হয়; ত্বক শক্ত, ডাঁটা সরু। (৮) কয়েম্বটর দঃ ভারতে উক্ত স্থানে পরীক্ষিত বলিয়া ঐ নামে পরিচিত। বর্তমানে সর্বত্র ইহারই চাষ চলিতেছে।···ভারতে এককালে ইক্ষুর চাষ বেশ ছিল, মাঝে চিনি বিদেশ হইতে আসিত বলিয়া আখের চাষ খুব হ্রাস পায়, এখন আবার বাড়িতেছে। পৃথিবীর কোথায় কিরূপ ইক্ষুচিনি হইতেছে তাহার তালিকাঃ—ভারত ৩১ মিলিয়ন কুইন্টল; কিউবা দ্বীপ ২২ মিলিয়ন; ফরমোসা ৯,২৩৫,০০০; হাওই দ্বীপ ৮,৭০০,০০০; ফিলিপাইন ৭,৬০০,০০০; ব্রেজিল ৭ মিঃ; জাভা ৪,৭৮৬,০০০; ৫ বৎসর পূর্বে জাভায় ছিল ২৯,১৫৯,০০০; ইত্যাদি মোট পৃথিবীতে ১৯৩৩-৩৪এ ১৪৫ মিঃ চিনি উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৩৫-৩৬এ মোট ৪০,০৭,০০০ একার জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। ইহার পূর্বে পাঁচ বৎসরে গড়ে ২৯,৮০,০০০ একার চাষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই অধিক চাষ হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জাভা ছিল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ভারতবর্ষে আখের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাভার সর্বনাশ হইয়াছে; ১৯৩১এ জাভায় ছিল ২৭,৭২,০০০ একার। ১৯৩২এ ২৫,৬০,০০০; ১৯৩৩এ হয় ১৩,৭২,০০০; ১৯৩৪এ হয় ৬,৩৬,০০০; ১৯৩৫এ হইল ৫,০৪,০০০ একার।

১৯২৯-৩০এ জাভায় চিনি হইয়াছিল ২৯,১৫৯,০০০ কুইন্টল, ১৯৩৪-৩৫এ ৪,৭৮৬,০০০ কুঃ ভারতে সেই সময়ে ১৬,৮০০,০৮০ কুঃ হইতে ৩১,০০০,০০০ কুঃ হইয়াছিল।

ভারতের কোন প্রদেশে কত একার ইক্ষুচাষ হয় (১৯৩৪-৩৫)—

যুক্তপ্রদেশ	১৮,১১, ২৩০ একার
পঞ্জাব	৪,৬২,৪৪২ "
বিহার উড়িষ্যা	৪,৪৪,৭০০ "
বঙ্গদেশ	২,৭৬,২০০ "
মাদ্রাজ	১,২৫,৩১০ "
বোম্বাই	৭৯,১২২ "
উ-প-সী-প্রদেশ	৪২,৮৪৪ "
বর্মা	৪০,৬৩২ "
আসাম	৩৫,৯৩৪ "
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	২৮,৮৯০ "
দিল্লী	৭৬২১ "
আজমের	২২২ "
কুর্গ	১৯ "
মোট বৃটিশ ভারত	৩৩,৫৭,১৬৬ একর

ইক্ষাকু

(১) সূর্যবংশীয় রাজা ; ইনি অযোধ্যার রাজাদের আদিপুরুষ ; বৈবস্বত মনু ইহার পিতা ও শ্রদ্ধা জননী। ইনি শত পুত্রের জনক।…(২) বারাণসীর এক রাজার নাম।

ইখতিয়ার উদ্দীন (মহম্মদ বখতিয়ার)

লক্ষ্মণাবতীর প্রথম মুসলমান মালিক (১১৯৯-১২০৫)। ইনি ইতিহাসে সাধারণত বখতিয়ার উদ্দিন খলজি নামে পরিচিত ; কিন্তু বখতিয়ারার পিতার নাম।…ইখতিয়ার খল্‌জিজাতীয় আফগান ছিলেন ও জীবিকার্জনের চেষ্টায় প্রথমে গজনী যান ; কিন্তু দেহের খর্বতার জন্য সৈনিক বিভাগে কাজ পাইলেন না। তথা হইতে দিল্লী আসেন ; দিল্লী ও উত্তর ভারত তখন মোহম্মদ ঘোরী কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। দিল্লীতে মুসলমান শাসনকর্তা ঐ একই কারণে তাঁহাকে সৈনিক করেন নাই। ইহার পর আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া আউধে আসেন ও একটি অশ্ব ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া আউধের মালিক ইঁহাকে দুইটি পরগণা দান করেন। এই স্থান হইতে তিনি বিহার লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন ; লুণ্ঠনলব্ধ অর্থে ইখতিয়ার অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিয়া পূর্ব ভারতে আক্রমণে মন দিলেন। বিহারের পালরাজাদের দুর্গাদি দখল করিয়া তিনি মালিক কুতব্‌উদ্দীন ইবাকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বোধহয় ১১৯৯এ সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী নবদ্বীপ বা নোদিয়া অধিকৃত হয়। ইহা ধ্বংস করিয়া লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় অধিকার করেন ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজ্যর অন্যান্যাংশ অধিকার আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি তিব্বত জয় মনস্থ করিয়া যাত্রা করেন, কিন্তু কামরূপ রাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন ও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। দেবকোটে অসুস্থ অবস্থায় আলিমর্দ্দন খলজি কর্তৃক নিহত হন। ইঁহার ইতিহাস বহু অসম্ভব কাহিনীর সহিত মিশ্রিত। (দ্রঃ লক্ষ্মণসেন)

ইঁচলা মাছ

ইঁচামাছও বলে ; চিংড়ি মাছের জাতি, বর্ণ শাদা এবং কালো।

ইছাই ঘোষ

মধ্য যুগের বাঙলার গোপবংশীয় গ্রাম্য বীর। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অজয়নদের দক্ষিণের গোপেরা অত্যন্ত বলশালী ও দুর্ধর্ষ ছিল। ইছাই পালবংশীয় রাজচক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হন ও ঢেকুরগড় (দ্রঃ) নির্মাণ করিয়া তথায় এক কালী প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন বা লবসেন ইছাইকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই আখ্যান লইয়া বাংলা ভাষায় 'ধর্মমঙ্গল' (দ্রঃ) সাহিত্যের সৃষ্টি। অজয়ের দক্ষিণে ইছাই গড় ও দেউল বনের মধ্যে ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়।

ইচ্ছা (Will)

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইচ্ছাকে মনের একটি শক্তি (energy) বলা যায়। কোন কর্ম করিবার অভিলাষ হইলে মনের মধ্যে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই ইচ্ছা। কিভাবে এই শক্তিকে প্রয়োগ করিতেছি, তাহা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এবং কিভাবে তাহা প্রয়োগ করা উচিত তাহা শীলধর্ম (Ethics) বিষয়ভূত।

ইচ্ছাধীন পেশি (Voluntary muscle)

(দ্রঃ পেশি)

ইজ্জল গাছ

(দ্রঃ হিজল)

ইট (Brick)

ইমারত আদি নির্মাণের জন্য ইট ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে বাবিলনীয় ও মিশরীয়রা রোদে শুকাইয়া বা আগুনে পুড়াইয়া ইট প্রস্তুত করিত। রোমানরা বোধহয় মিশরীয়দের নিকট হইতে ইহা তৈয়ারী করিতে শেখে। প্রাচীন ভারতে ইট সুপরিচিত ছিল ; মহেঞ্জোদেড়ো ও হারাপ্পা (দ্রঃ) অঞ্চলের শহর ইটের নির্মিত। বোধহয় এখানকার এই বৈদেশিক

ঔপনিবেশিকদের নিকট হইতে এদেশের আর্যরা ইট প্রস্তুত প্রণালী আয়ত্ব করেন। আদিম আর্যদের নিকট ইহা অজ্ঞাত ছিল এবং স্থানীয় লোকেও ইহার ব্যবহার জানিত না। লোকে কাঠ খড় মাটি দিয়া ঘর করিত—এখনো গ্রামে যেরূপ করে।…বর্তমান যুগে কয়লা শস্তা ও সহজে রেলে করিয়া চারিদিকে আনা যায় বলিয়া ইটের প্রচলন বেশি হইয়াছে। পূর্বে ইট পুড়াইবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হইত; বর্মার পাগান মহানগরীতে প্রায় ৫০০০ বুদ্ধমন্দির ইটের নির্মিত। এই ইট তৈয়ারীর ফলে ঐ অঞ্চলের অরণ্য এমনই লোপ পাইয়াছিল যে দেশের আবহাওয়া ও বারিপাতের পরিবর্তন হইয়া যায়।…ইটের জন্য ভালমাটি প্রয়োজন, বেলে মাটি বা বেশী আঁটাল মাটিতে ইট হয় না। মাটি কাটিয়া জল দিয়া কয় দিন পচাইতে হয় ও খুব ভাল করিয়া ছানিয়া বা মাখিয়া ফর্মা বা কাঠের ছোট বাক্সর মতো কাঠামোতে কাদা ফেলিয়া ইট তৈয়ারী হয়। ইট শুকাইয়া পুড়াইবার জন্য গনিয়া ছড় দেয়; তার পর পাঁজায় সাজানো হয়। পাঁজায় ইট পোড়ানো হয়। (দ্রঃ পাঁজা, পাগমিল)

ইড়া

(১) বৈবস্বত মনুর কন্যা; বুধ ইহাকে বিবাহ করেন—পুরূরবা পুত্র। (২) শরীরের বামপার্শ্বস্থ রক্তবহা নাড়ী। (৩) তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মিলনকে ত্রিবেণী বলে।

ইডিপাস (Oedipus)

গ্রীক পুরাণ মতে থীবসের রাজা লেইয়াস (Laius) ও রানী জোকাস্টার পুত্রর নাম ইডিপাস। দৈববাণী রাজাকে বলে যে জোকাস্টার পুত্র হইতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য ইডিপাসের জন্মের পরই তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয় কিন্তু এক মেষপালক কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে প্রতিপালন করে। বড় হইয়া পিতাকে না জানিয়া কোন বিবাদের ফলে তাহাকে হত্যা করে ও নিজ জননীকে বিবাহ করে। মাতার গর্ভে দুইটি সন্তান জন্মে। দেবতারা লেইয়াসের হত্যাকারী কে জানিতে চাহেন, তাহার ফলে সমস্ত ঘটনা একে একে ব্যক্ত হয়। জোকাস্টা আত্মহত্যা করিল; ইডিপাস্ নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।…সোফো-ক্লিস এই কাহিনী লইয়া দুইখানি ট্র্যাজেডি নাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইডিপাস কম্প্লেক্স্ Oedipus Complex)

অব-মনোবিজ্ঞানের (Abnormal Psychology) শব্দ। মাতার প্রতি শিশু পুত্রের যে যৌন আকর্ষণ তাহাকে ইঃ কঃ বলে; এই কম্প্লেকস্তত্ত্ব ডাঃ ফ্রয়েড কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

ইডেন (Eden, Sir Ashley ১৮৩১—৮৭)

বাঙলার ছোটলাট; ইহার পূর্বে স্যর রিচার্ড টেম্পল ছোটলাট ছিলেন। ইঁহার সমকালীন বড়লাট লর্ড লীটন। ১৮৫২এ ভারতে সিভিল সার্বিস চাকুরি লইয়া ইডেন আসেন ও ১৮৮২ তে দেশে ফেরেন। মুর্সিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৫৬; ইঁহার সুব্যবস্থায় সাঁওতাল বিদ্রোহ এই অঞ্চলে আসিতে পারে নাই। বাংলা-গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী ১৮৬০-৭১; ভুটানে দূত হইয়া যান (১৮৬৫), কিন্তু অবাঞ্ছিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে ভুটান যুদ্ধ হয়। বাংলার গভর্নর ১৮৭৭-৮২; কে. সি. এস. আই. ১৮৭৮। ইংল্যান্ডে গিয়া ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য ১৮৮৪।

ইডেন গার্ডেন (Eden Gardens)

কলিকাতা গড়ের মাঠের কাছে একটি প্রমোদ কানন আছে। ইডেন শব্দের অর্থ খৃস্টীয় শাস্ত্রমতে নন্দন কানন। এইখানে আদি মানব 'আদম' ও আদি নারী 'হবা' (Eve) বাস করিত। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল; সর্পরূপী সয়তানের পরামর্শে হবা আদমকে ফল ভক্ষণ করিতে প্ররোচিত করে এবং সেই অপরাধে ঈশ্বর তাহাদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করেন। সেই হইতেই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি। বাবিলনের সমতল ভূমিকে সুমেরীয় ভাষায় Edinu বলিত; ইরাকের Elqurnah নামক স্থান প্রাচীন ইডেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ইৎ-সিঙ (Yitsing ৬৩২—৭১৩ খৃঃ অঃ)

চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। জন্ম বর্তমান চি-লি প্রদেশের চো-শাও বারো বৎসর বয়সে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন সুরু ও ১৪ বৎসরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ৬৭১ অব্দে জলপথে ভারতবর্ষে আসেন; পথে শ্রীবিজয় (সুমাত্রা দ্বীপে) থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ৬৭৩এ তাম্রলিপ্তি (দ্রঃ) আসেন ও পূর্ব-ভারত ভ্রমণ করিয়া (৬৮৫) ঐ বন্দর হইতে চীনাভিমুখে যাত্রা করেন। সিংহলাদি স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীবিজয় গিয়া বহু কাল থাকেন। চীনদেশে ফিরিবার পর মৃত্যু হয় ৭১৩। ইনি ৫৬ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় তর্জমা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ও হুয়েন সাঙের পরবর্তী ৬০ জন চীনা পরিব্রাজকের জীবনী লেখেন। ফরাসীতে ইহার অনুবাদ আছে। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী ইংরেজিতে অধ্যাপক তাকাকুসু কর্তৃক অনুদিত হইয়াছে। (দ্রঃ P. K. Mukherji, Indian Literature in China The Far East, p. 262-88)

ইতিমাদ-ইদ্ দৌলা

আগ্রার নিকট নুরজাহানের পিতার সমাধি: ইহার সৌন্দর্য

ও কারুকার্য অপরূপ ; কাহারোও কাহারো মতে ইহা তাজমহল হইতে সুন্দর। ইতিমাদ জাহাংগীরের উজীর ছিলেন।

ইতুপূজা

কোন কোন মতে 'মিত্র' (সূর্য) শব্দ হইতে মিতু ও মিতু হইতে ক্রমশ ইতু হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে হিন্দু গৃহস্থরা শস্যসম্পত্তির কামনায় পূজা করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বালিকারাও এই পূজা করে। দ্বাদশটি ক্ষুদ্র ঘটে দ্বাদশ সূর্যের পূজা হয়।

ইতো (Ito Hirobumi ১৮৩৮—১৯০৯)

জাপানের রাষ্ট্রনীতিক। বিদেশী জাহাজে সামান্য চাকুরী লইয়া ইংল্যান্ডে যান ১৮৬৩ ও দুই বৎসর পর দেশে ফেরেন। নানাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো দেখিয়া ১৮৮৯ এ জাপানের শাসন কাঠামো রচনা করেন। দেশের শিল্প, সমর বিভাগ তাঁহার চেষ্টায় বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকায় যান। ইনি শিক্ষা-সচিব ও চারিবার প্রধান মন্ত্রী হন। রুশ-জাপানের যুদ্ধের পর কোরিয়ায় জাপানের রেসিডেন্ট হইয়া যান ; সেখানে এক কোরিয়ান কর্তৃক নিহত হন।

ইথার (Ether)

(১) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত অল্‌কোহল মিশ্রিত করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা চোলাই করিলে এক প্রকার বর্ণহীন, উদ্বায়ী, উগ্র প্রীতিপ্রদ, গন্ধযুক্ত, অতিদাহ্য তরল পদার্থ পাওয়া যায়। আলকাতরা হইতে রঙ্গন বা রং প্রস্তুত করিবার প্রণালীপথে ইহার প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম রেশম (রেয়ন), করডাইট বারুদ ও নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুতিতে, ফোটোগ্রাফির প্লেট তৈয়ারি করিতে ইহা লাগে।…শরীরের উপর দিলে উহা উবিয়া যায় এবং স্থানটিকে এত শীতল করিয়া দেয় যে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার বিনা যাতনায় করা যায়। ক্লোরোফর্মের পরিবর্তে উহা শুঁকাইয়া চেতনাও অসাড় করা যায়।

(২) বৈজ্ঞানিকরা কল্পনা করিতেন যে আকাশের সর্বত্র ইথার নামে একটি পদার্থ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছে বলিয়া আলোক-ছটা, তাপ, বৈদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ (electro-magnetic wave) একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন সব জটিল প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, যাহা ইথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াও সমাধান করা গেল না। বর্তমানে অনেকে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ইঁদুর

সুপরিচিত ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জীব। ইহারা শস্যভুক, কোন অপরিচ্ছন্ন খাদ্য খায় না। স্তন্যপায়ী প্রাণী ; ৪।৫টি বাচ্চা একসঙ্গে জন্মায়। নানা জাতিতে বিভক্ত। গেছো ইঁদুর ৫-৮ ইঞ্চি লম্বা হয় ; নারিকেল, তালগাছে বাস করে। ধুমসা ইঁদুরের পিঠের উপর ও নীচে ঈষৎ খয়রা, দেহ অপেক্ষা লেজ ছোট, মাটিতে গর্ত করিয়া থাকে। নেংটি ইঁদুর ৩।৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, লেজ লম্বা, লোমশূন্য ; প্রায়ই ঘরে থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির খাদ্য। ইহা প্লেগের বাহক। হঠাৎ কোথায় ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করিলে প্লেগের জীবাণুর দ্বারা উহা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা উচিত।…ইঁদুরের কামড়ানো হইতে এক প্রকার জ্বর হয় ; জীবাণু এক প্রকার 'স্পাইকো' কীট। ইঃ কামড়াইলে ঘা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। প্রায় ২ হইতে ৬ সপ্তাহ পরে ক্ষতস্থানে ছোট ফোসকা হয় ও চারিদিকে গ্লান্ড্ আওরাইয়া ওঠে। ইহার পর হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসে। কয়েকদিন পরে রোগী সুস্থ হইয়া ওঠে। কিন্তু বারবার এইভাবে কম্প দিয়া জ্বর আসে। চিকিৎসিত না হইলে রোগীর মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। জাপানে এই রোগে শতকরা ১০ জনের মৃত্যু হয়। (দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি পৃঃ ৬৭৮) ইঁদুর মাঠের শস্যর খুব ক্ষতি করে ; মাঠে সাপ থাকায় অনেকটা কম থাকে। ইঁদুরের গর্তে অনেক সময় বিষধর সাপ বাস করে। ইঁদুর গণেশঠাকুরের বাহন।

ইঁদুরকানী (Salvinia cucullata)

জলের বর্ষায়-পানা, পাতা বাঁকা যেন ইঁদুরের কাণের মত। (যোগেশ)।

ইদ্দিশ (Yiddish)

হীব্রু ভাষার উপভাষা ; ইহাতে প্রচুর জারমেন শব্দ আছে এবং ইউরোপের ইহুদীরা এই ভাষা বলে এবং এই ভাষায় বিশিষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে।

ইন্অকিউলেশন (Inocculation)

কোনো কোনো ব্যাধিতে প্রতিশেধক-ভ্যাক্‌সিন বা সিরাম্ জীবদেহের ত্বকছেদ করিয়া (যেমন বসন্তের টীকা), দেওয়া হয় ; কলেরা, টাইফয়েড্, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগে চামড়া ফুটাইয়া ঔষধ প্রবেশ করানো হয়। ইন্অকিউলেশন দ্বারা এইসব রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। (দ্রঃ ইনজেকশন ; ভ্যাক্‌সিন ; সিরাম)

ইনকম ট্যাক্সের হার—

১। বাৎসরিক ২০০০৲ ন্যূন আয়ের উপর কর নাই।
২। ২০০০৲—৫০০০৲ পর্যন্ত—টাকায় ৬$\frac{১}{২}$ পাই হিসাবে
৩। ৫০০০৲—১০,০০০৲ পর্যন্ত—টাকায় ৯$\frac{১}{৪}$ পাই „

৪। ১০,০০০৲—১৫,০০০৲ পর্যন্ত—টাকায়—/১ আনা

৫। ১৫,০০০৲—২০,০০০৲ পর্যন্ত—টাকায়—/৫১/৩ আনা

৬। ২০,০০০৲—৩০,০০০৲ পর্যন্ত—টাকায়—/৮৭/১২ আনা

৭। ৩০,০০০৲—৪০,০০০৲ পর্যন্ত—টাকায়—৶১/১২ আনা

৮। ৪০,০০০৲—১ লক্ষ পর্যন্ত—টাকায়—৶৩১/১২ আনা

৯। ১ লক্ষ ও তদূর্ধ্বে— টাকায়—৶৪১/৬ আনা

অপিস বা রেজিস্টার্ড কোম্পানীকে তাহাদের আয়ের প্রতি টাকায় ৶৪১/৬ আনা দিতে হয়।

ত্রিশ হাজার টাকার আয়ের উপর ১৯১৭ হইতে সুপারট্যাক্স বা অতিরিক্ত কর ধার্য হইয়াছে। (ক) কোম্পানী সম্বন্ধে নিয়ম এই যে ত্রিশ হাজারের উর্দ্ধে প্রথম ২০,০০০৲ র উপর কোনো কর নাই; তাহার অতিরিক্ত প্রত্যেক টাকায় এক আনা দিতে হয়। (খ) হিন্দুপরিবারকে প্রথম ৪৫,০০০৲ আয়ে টাকায় /১ আনা ও ইহার পর দ্বিতীয় ২৫,০০০৲এ কোন সুপার-কর নাই। (গ) ব্যক্তি বিশেষ, আনরেজিস্টার্ড ফার্ম প্রভৃতিকে প্রথম ২৫,০০০৲ আয়ে টাকায় ৯ পাই; এবং তদূর্ধ্বে ৫০,০০০৲ আয়ে টাকায় /১ আনা সুপার-কর দেয়। ইহার পরে পঞ্চাশ হাজার আয়ে টাকায় /৯ আনা এবং তদূর্ধ্বে পঞ্চাশ হাজার আয়ে টাকায় ৶৩ আনা কর দেয়। ইহার পর প্রতি পঞ্চাশ হাজারে যথাক্রমে প্রতি টাকায় ৶৯ আনা, ৵৩ আনা, ৵৯ আনা ।৩ আনা, ।/৩ আনা, ।/৯ আনা ।৶৩ আনা পর্যন্ত দিতে হয়। ... (দ্রঃ আয়কর) ইনকম্ ট্যাক্স কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আদায় করা হয় এবং কয়েক বৎসর হইতে ইহার কিছু অংশ প্রাদেশিক শাসন বিভাগকে দেওয়া হইতেছে। ১৯৩৯ হইতে বাংলা গভর্নমেণ্ট নূতন আয়কর ধার্য করিতেছেন—ইহা আয় অনুসারে শ্রেণীত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার আয় দুই হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব তাহাকে বৎসরে ৩২৲ টাকা প্রাদেশিক আয়কর দিতে হইবে।

ইন্‌কিউবেটর (Incubator)

মুরগীর ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটিতে ২১ দিন লাগে। একটি মুরগী একসঙ্গে ৫।৬ ডিমে তা দিতে পারে। কিন্তু ইন্‌কিউবেটর কলে ডিম ফুটাইবার জন্য—মুরগীর গায়ের যে ১০৪° তাপের প্রয়োজন হয় তাহা পাওয়া যায়। সাধারণ ইঃ-এ ২৫ হইতে ৫০ টি ডিম তায়ে দেওয়া যায়। আমেরিকায় হাজার ডিম বসানোর মতো ইঃ আছে; ১০।২০ হাজার একসঙ্গে বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। বড় ইঃ-এ বৈদ্যুতিক তাপ প্রয়োগ করা হয়। (দ্রঃ গোপালচন্দ্র বসু, মুরগীপালন পৃঃ ৮৫)।

ইন্‌কুইজিশন (Inquisition)

খৃষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসীদের মতবাদ অনুসন্ধান ও দমন করিবার জন্য পোপ ৪র্থ ইনোসেণ্ট ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এই পবিত্র বিচারালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। প্রোটেস্টাণ্ট প্রভৃতি পোপ-বিরোধী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইলে, এই প্রতিষ্ঠান ১৫শ শতকে প্রবলভাবে পাষণ্ড-দলন পুণ্য কর্মে লাগিয়া যায়। উহা স্পেনীশ-আমেরিকা এবং পোর্তুগীজ-ভারতে পর্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছিল। গোপনে সংবাদ সংগ্রহ, গোপনে পাদরীদের দ্বারা বিচার ও হত্যা ছিল প্রধান অস্ত্র; পাষণ্ডকে জীবন্ত দগ্ধ করাকে তাঁহারা পুণ্য কর্ম্ম মনে করিতেন। জেসুইটরা (দ্র.) ছিল ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৯ শতক পর্যন্ত এই বিচারালয় কোনো কোনো দেশে ছিল।

ইন্‌চ্‌কেপ কমিটি (Inchcape Committee)

মহাসমরের পর ভারতের শাসন বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ১৯২২এ ভারত গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবে আর্ল অব্ ইন্‌চকেপকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি বসানো হয়। ১৯২৩এ কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাসের সুপারিশ করেন। ·· ইন্‌চকেপ একজন বৃটীশ বণিক ও মহাজন (১৮৫২-১৯৩২)। ১৮৭৪এ জেমস্ লাইল ম্যাকে (James Lyle Mackay) ভারতে আসেন ও নানা কোম্পানীর সহিত যুক্ত হইয়া ধনী হন। ১৯০২ এ স্যর, ১৯১১ এ ব্যারন, ১৯২৪ এ ভাইকাউণ্ট, ১৯২৯ এ ম্যাকে ইন্‌চকেপের আর্ল হন।

ইন্‌জাংশন (Injunction)

উভয় পক্ষের মধ্যে আদালতে কোন মামলা থাকিলে ঐ সময়ে একপক্ষ ইচ্ছা করিলে অন্য পক্ষের ক্ষতি বা সম্পনাশ করিবার জন্য যেসব বিষয় বা অর্থ লইয়া বিবাদ হইতেছে, তাহা বিক্রয়, দান, হস্তান্তরাদি করিতে পারে অথবা ঐসব সম্পত্তির ক্ষতি করিতে পারে; সেই ক্ষতি যাহাতে না হয়, তজ্জন্য অপর পক্ষ আদালতের নিকট ইনজাংশন চাহিয়া উহা বন্ধ করিতে পারেন। ইহা দেওয়ানী আদালতের এলাকাভুক্ত। মামলার নিষ্পত্তি ও ইনজাংশন উঠাইয়া বিজ্ঞপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কেহ ঐ সম্পত্তি বা ধন ব্যবহার করিতে পারে না।

ইন্‌জিন (Engine)

স্টীম বা বাষ্প, তেল বা জল শক্তির সাহায্যে কোন মেসিন্ বা কলকব্জা চালিত হইলে এই সমগ্র জিনিসটির সাধারণ নাম দেওয়া হয় 'ইন্‌জিন'। ধানকল, সুরকির কল প্রভৃতিতে সাধারণ ইঃ চলে; রেলের ইঃকে লোকোমোটিভ ইঃ বলে। এগুলি বাষ্প চালিত। মোটরকারের ইঃ, এরো-ইঃ পেট্রোল চালিত; ডিজেল ইন্‌জিনসমূহ অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়াম দ্বারা চালিত হয়। জলশক্তির দ্বারাও ইন্‌জিন চালিত হয়। (দ্রঃ মোটরকার ডিজেল ইন্‌জিন, টারবাইন্)

ইন্‌জিনীয়ারিং (Engineering)

ইনজিন শব্দের গোড়ার অর্থ কলকব্জা লইয়া প্রস্তুত কোন জিনিষ। কলকব্জা নির্মাণে বুদ্ধিকৌশল (ingenious, ingenium, cleverness) প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া উহাকে ইন্‌জিন বলে। ইন্‌জিন সম্বন্ধে অভিজ্ঞকে ইন্‌জিনীয়ার বলে ; ইঃ চালককে বলে ড্রাইভার। বর্তমানে ইন্‌জিনীয়ারিং শব্দের অর্থ বহুব্যাপক ; বহুবিষয়ের ইন্‌জিনীয়ার আছে। এইসব বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলেজ স্কুল প্রভৃতি আছে। সিভিল ইঃ—রাস্তা, সেতু বা ব্রীজ, ইমারত, কারখানা, ডক্ প্রভৃতি নির্মাণ কুশলতা। মেকানিকেল ইনজিয়ারিং—ইন্‌জিন ও কারখানার কল প্রভৃতি গঠন নির্মাণ কৌশল ইলেকট্রিক ইঃ—বিদ্যুৎশক্তি সৃজনের জন্য ইন্‌জিন, মোটর, ডাইনামো, আক্যুমুলেটর প্রভৃতি পরিচালন ও বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালনাদি কার্য। এ ছাড়া মাইন বা খনিসংক্রান্ত কার্য বিশেষ ইন্‌জিনীয়ারিং বিদ্যার অন্তর্গত হইয়াছে ; রাসায়নিক ইঃ, বেতার ইঃ, রেলওয়ে ইঃ, এরোপ্লেন ইঃ, মিলিটারী ইঃ প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র শাখায় আজ বিভক্ত।

ইন্‌জিনীয়ারিং শিক্ষা

ইঃ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বাঙলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়, গভর্নমেণ্ট ও পাবলিক কয়েকটি বিদ্যায়তন পরিচালন করেন। হাওড়া-শিবপুরে ইঃ কলেজ কলিঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন ; এখানে I.Sc. পাশ না করিলে ঢুকা যায় না। পাঁচ বছর পড়িতে হয়। শ্রেষ্ঠ উপাধি B.E.। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। এই কলেজ ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কতকগুলি স্কুল আছে, সেগুলি গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত। গভর্নমেণ্ট তাহাদের পরীক্ষাদি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ পরিচালিত যাদবপুরের কলেজ অব্ টেক্‌নলজি এন্ড ইন্‌জিনীয়ারিং বিখ্যাত। বালিগঞ্জে অল্পকাল হইল একটি ইঃ স্কুল হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-অন্তর্গত ইঃ কলেজ খুবই বিখ্যাত। যুক্ত প্রদেশে রুরকীতে উচ্চশ্রেণীর কলেজ আছে। বাঙলায় সরকারী স্কুল—ঢাকা আসানুল্লা ইঃ স্কুল ; পাবনা ইলিয়ট বনমালি টেক্‌নিক্যাল স্কুল ; রংপুর বেইলি-গোবিন্দ লাল টেক্‌নিক্যাল স্কুল ; বরিশালে গভর্নমেণ্ট টেঃ স্কুল। এ ছাড়া কাঁচড়াপাড়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল ঈস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক ও জামালপুরের স্কুল ঈঃ, আই, আর, কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিদেশে ইঃ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে। গ্লাসগোতে উৎকৃষ্ট ইন্‌জিয়ারিং কলেজ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস্-এর টেক্‌নোলজিক্যাল বিদ্যায়তন খুবই বিখ্যাত।

ইন্‌জেক্‌শন (Injection)

সেবনের জন্য রোগীকে ঔষধ না দিয়া প্রয়োজনবোধে চিকিৎসক রোগীর গাত্রত্বক বিদ্ধ করিয়া একপ্রকার পিচ্‌কারিদ্বারা ঔষধ বা খাদ্য জলীয় আকারে প্রবেশ করাইয়া দেন। এই পিচ্‌কারিকে হাইপোডারমিক্ সিরিন্‌জ্ (Hypodermic Syringe) বলে। পিঃ কাঁচের ; ইহার অগ্রভাগে ফাঁপা তীক্ষ্ণাগ্র সূচ থাকে। ঐ সূচ যথা স্থানে ফুটাইয়া ঔষধ দেহের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। কতকগুলি ব্যাধিতে ত্বকের নিচে ঔষধ ফুঁড়িয়া দিলেই চলে, আবার কতকগুলি ব্যাধিতে শিরা বা পেশীর মধ্যে সূচ চালাইতে হয়। মেরুদণ্ডে ইঃ দিয়া দেহ অসাড় করিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ইন্‌টারন্যাশনাল (International)

কার্ল মার্কস (দ্রঃ) ও এনগেলস্ (দ্রঃ) ১৮৬৪তে লনডনে শ্রমিক ও সোসিয়ালিস্টদের লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন করেন। ১৮৭৭এ এই 'প্রথম আন্তর্জাতিক' (First International) ভাঙিয়া যায়। পনের বৎসর পর ১৮৮৯এ 'দ্বিতীয় ইঃ' প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহা নরমপন্থী বা নিয়মতান্ত্রিক সোসিয়া-লিস্টদের প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই দলে ম্যাক্‌ডোনালড প্রমুখ নেতারা ছিলেন ; এবং তাঁহাদের অনেকেই পরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। মহাসমরের পর পুনরায় দ্বিতীয় ইঃর কাজ সুরু হয় (১৯২৩) ; কিন্তু তাহা শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন হয় নাই। ইতিমধ্যে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৯এ তৃতীয় ইন্‌টারন্যাশনাল সুরু হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠান আহূত হইয়াছিল। ১৯২১এর মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট দলকে মানিয়া চলিতে হয়। সর্বত্র সর্বহারাদের (Proletariat) আধিপত্য স্থাপন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'কোমিণ্টার্ন'।

ইন্‌টারমিডিএট্ (Intermediate)

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে যে দুইবৎসর পড়া হয়, তাহাকে ইঃ বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাকে ইনঃ পরীক্ষা বলে। সাহিত্য বা আর্টস বিষয়কে Intermediate in Arts ও বিজ্ঞান বিষয়কে I. in Science বলে। ইহা ডিগ্রী পরীক্ষা নহে—সুতরাং উপাধির ন্যায় I.A. ও I.Sc. রূপে ব্যবহার করা নিরর্থক।... কতকগুলি কলেজে হাই স্কুলের প্রথম দুই শ্রেণী ও I.A. ISc. ক্লাস পড়ানো হয় ; এই শ্রেণীর কলেজ গভর্নমেণ্টনিযুক্ত বিশেষ বোর্ডের দ্বারা চালিত হয়। ১৯২১এ ঢাকায় ইনঃ কলেজ স্থাপিত হয়। সংক্ষেপে আই.এ এবং আই.এস-সি (দ্রঃ) বলা হয়।

(২) রেল গাড়ীতে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস ও থার্ড ক্লাস যাত্রীবাহী গাড়ী ছাড়া একপ্রকার 'মধ্যম' শ্রেণীর গাড়ী আছে যাহা সেকেন্ড ও থার্ডের মাঝামাঝি। সাধারণ লোকে 'দেড়া ভাড়া'র গাড়ী বলে। কোন কোন রেলওয়েতে এই শ্রেণীর গাড়ী নাই।

ইনটার্নমেণ্ট (Internment)

দ্রঃ অন্তরীণ।

ইনডিয়া অফিস (India Office)

ভারত শাসনের জন্য ভারতসচিবের লনডনস্থ অপিস বা দপ্তর-খানা। ভারতসচিব ছাড়া দুইজন স্থায়ী সহকারী ও কয়েকজন পরামর্শদাতা লইয়া যে সভা আছে তাহাকে ইঃ কাউনসিল বলে। ১৯১৯এর পূর্বে ইনডিয়া অপিসের যাবতীয় খরচা ভারত সরকার বহন করিত। ঐ বৎসরে হাই কমিশনরের পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপর ভারতসরকারের এজেন্টের কাজ অর্পিত হয়। ঐ সময়ে স্থির হয় যে অতঃপর বৃটিশ উপনিবেশ-সচিবের অনুরূপে ভারতসচিবের বেতন (বাৎসরিক ৫০০০ পা) ও তাঁহার অধস্তন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারির বেতন (১৫০০ পা) এবং ইনডিয়া অপিসের খরচের প্রায় অর্ধেক বৃটিশ সরকার দিবেন। ইনডিয়া অপিসে ভারতসচিব ও হাই কমিশনরের পৃথক অপিস বসে। তা ছাড়া এখানে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সুবৃহৎ লাইব্রেরী আছে; সমস্ত দেশীয় ভাষার বই এখানে প্রেরিত হয়; সংস্কৃত লাইব্রেরী বিখ্যাত। ইঃ অপিসের বাড়ীটি ১৯৩০এ নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ইহা নির্মাণ করিতে ৩২৪,০০০ পাঃ খরচ হয়। প্রাচীর চিত্রগুলি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়

ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরী (India Office Library)

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থ, পুঁথি, ইঃ ইঃ কোম্পানীর যুগের হস্ত লিখিত চিঠিপত্র, রেকর্ড, দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদি ইনডিয়া অফিসে সংগৃহীত আছে। ভারত হইতে মুদ্রিত গ্রন্থাদি বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ হয়। এখানে ১২,০০০ পুঁথি আছে; ১০০০এর উপর আরবী পুঁথি; ৩০০০ এর উপর মুগল সম্রাটের দপ্তর হইতে সংগৃহীত পুঁথি। ৩০০০ পার্সী গ্রন্থ পুঁথি। এ ছাড়া সংস্কৃত পালি, বর্মী প্রভৃতি বহু সহস্র পুঁথি আছে। দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ১৪,০০০; প্রাচ্য দেশসংক্রান্ত ৪২,০০০ গ্রন্থ। ক্যাটালগ বা পুস্তক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে।

ইনডিয়া কাউনসিল (India Council)

Council of the Secretary of State for India.

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮এ বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন ভার গ্রহণ করিলে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদের একজন সদস্য বা সেক্রেটারী অব স্টেটের উপর ভারত-শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। তখন কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে ভারতীয় সমস্যায় অভিজ্ঞতাশূন্য একজন মন্ত্রীর উপর ভারত-শাসন ভার অর্পণ করা সঙ্গত হয় না। সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ইঃ কাঃ নামে সভা সৃষ্ট হয়। এই সভায় পূর্বে ১৫ জন সভ্য ছিল। ১৯০৭এ মর্লি মিণ্টো সংস্কারের ফলে স্থির হয় একজন ভারতীয় এই সভার সদস্য থাকিবেন। প্রথম ভারতীয় সদস্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ১৯১৯ মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের ফলে সদস্য সংখ্যা ভারত-সচিবের ইচ্ছানুসারে ৮ হইতে ১২ মধ্যে হইতে পারে স্থির হইল। প্রতি সভার বার্ষিক বেতন ১০০০ পাউণ্ড, এবং কাউনসিলে যে তিন জন ভারতীয় সদস্য ছিলেন, তাহারা অতিরিক্ত ৬০০ পাঃ পাইতেন।... ভারতসচিব যে কয়জনকে লইয়া ইঃ কাঃ গঠন করিতেন, তাহাদের অর্ধেক সংখ্যক সভার এই কাউন্সিলে যোগদান করিবার উর্ধ্বপক্ষে পাঁচ বৎসর পূর্বে অন্তত ১০ বৎসর ভারতে বাস করা প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য সাধারণত ভারতের পেনশনভোগী I.C.S., পুলিশ কর্মচারী অথবা ব্যবসায়ীরা ভারতসচিবের পরামর্শদাতা সদস্য হইতেন।... ১৯৩৫এর নূতন আইনানুসারে ইঃ কাঃ উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতসচিবকে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কতিপয় লোককে 'ভারতসচিবের পরামর্শদাতা' রূপে (Advisory Committee to the Secretary of the State for India) নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। (দ্রঃ ভারতসচিব; হাইকমিশনর।)

ইনডিয়ান এসোসিএশন (Indian Association)

১৮৭৬, ২৬ জুলাই আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সভা স্থাপন করেন; রাজনৈতিক আন্দোলন করা ইহার উদ্দেশ্য। শ্যামাচরণ সরকার প্রথম ও রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় দ্বিতীয় সভাপতি। আনন্দমোহন প্রথম সম্পাদক। বৃটিশ ইনডিয়ান এসোসিএশন (১৮৫১) কলিকাতার ধনীদের সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; নবীনদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে উহা যথেষ্ট ছিল না বলিয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

ইনডিয়ান ফুটবল এসোসিএশন (Indian Football Association.) দ্রঃ আই.এফ.এ।

ইনডেনচার (Indenture)

আইন বিষয়ক শব্দ। জমিদার ও প্রজা বা কোনো দুই পক্ষর মধ্যে কোন চুক্তিলিখিত দলিল। পূর্বে চুক্তিপত্রের দুটি কপি একই কাগজে হইত; কাগজের মাঝখানে দাঁত কাটা কাটা

করিয়া (Indented) কাটা থাকিত; ইহার একখানি এক পক্ষের কাছে অপর খানি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট থাকিত। সেই হইতে এই চুক্তিপত্রের নাম হয় ইন্‌ডেনচার। বর্তমানে একই দলিলে যথোপযুক্ত স্ট্যাম্প দিয়া উহা রেজিস্টারি করা হয়।... চা-বাগান বা বিদেশে কুলির কাজ করিবার জন্য যাহারা চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহাদিগকে 'ইন্‌ডেনচারড লেবর' বলে। দাসশ্রম বৃটিশ সাম্রাজ্যে রদ হইয়া গেলে ১৮৩৪ অব্দে প্রথম চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় কুলির দল মরিশাস দ্বীপে চালান হয়। (দ্রঃ কুলি, প্রবাসী ভারতবাসী)।

ইন্‌ডো-ইউরোপিয়ান ভাষা (Indo-European Languages)

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা জারমেন পণ্ডিত বপ (Bopp) এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষা এবং পারসিক ভাষা ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতজ ভাষাসমূহ একটি আদি আযভাষা হইতে উদ্ভূত। বপের পর ম্যাক্সমূলার, শ্রোএডর (Schroeder) প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় জ্ঞানী এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। আর্য ভাষাগুলিকে প্রধানত Satem ও Centum অর্থাৎ যাহারা 'স'-কে 'শ' ও যাহারা 'শ'-কে 'ক' রূপে উচ্চারণ করে, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (শঙ্খ = কংখোস = conch, শ্রদ্ধা = credo, সমিতি = comitium ইত্যাদি)। প্রধান আযভাষার মধ্যে (১) গ্রীক (২) লাতিন (৩) টিউটনিক (৪) স্লাভনিক ভাষাগুলি ইউরোপের মধ্যে আবদ্ধ; কেল্টিক ভাষা প্রায় লুপ্ত। এশিয়ায় সম্পূর্ণ লুপ্ত ক -কটি আর্যভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথা পঃ এশিয়ার হিটাইট ভাষা ও মধ্য এশিয়ার 'তুখার' ভাষা (দ্রঃ)। এশিয়ার আযভাষার মধ্যে আর্মেনিয়ান্‌, পারসিক ও ভারতের সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত ভাষাসমূহ প্রধান। আমরা নিম্নে আর্য ভাষাগুলির ঠিকুজী দিলাম—

সতেম ও কেন্‌টুম বর্গে বিভক্ত।

কেন্‌টুম বর্গের মধ্যে (১) কেল্‌টিক (২) জারমেনিক (৩) ইতালীয়। (৪) গ্রীক (৫) হিটাইট (৬) তুখারীয়। সতেম বর্গের মধ্যে—(১) অ্যালবেনিয়ান্‌ (২) লেটিক (৩) স্লাভিক (৪) আর্মেনিয়ান্‌ (৫) ইন্দো-ইরানীয় —(ক) ইরানীয়ান (খ) ভারতীয় (সংস্কৃতমূলক)।

কেন্‌টুমবর্গের বিস্তারিত বিবরণ—

(১) কেল্‌টিক

(ক) গেইলিক, স্কচ, ম্যানকস (ম্যান দ্বীপের ভাষা)। (খ) গলিক—প্রাচীন আইরিশ ফ্রান্স বা গেলিয়া (Gaulia)র ভাষা। (গ) ব্রিটানিক—সিমারিক Cymaric, ওএলসের ভাষা, কার্নিশ (Cornwall-এর ভাষা); বৃটন—ফ্রান্সের বৃটানির ভাষা।

(২) জারমেনিক

(ক) পূর্ব জারমেনিক (খ) পশ্চিম জারমেনিক

(ক) পূর্ব জারমেনিক—পশ্চিম নর্স (Norse)

(১) আইসল্যানডীয় (২) নরওয়েজিয়ান

পূর্ব জারমেনিক—পূর্ব নর্স—(১) সুইডিশ (২) দিনেমার।

(খ) পশ্চিম জারমেনিক

১। দঃ জারমেনীর ভাষা—আলামানিক, সোয়াবিয়ান, ব্যাভেরিয়ান—এইগুলি মধ্য-হাই-জারমান ভাষা; ইহা হইতে আধুনিক জারমেন ভাষার উৎপত্তি।

২। প্রাচীন ফ্রাংকিশ (Old Frankish) দক্ষিণ, মধ্য ও প্রাচীন; প্রাচীন লোফ্রাংকিশ (Old Low F.) হইতে ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ, বরবণ্ড (Barabant)

৩। ওলড্‌ ফ্রিজিয়ান্‌—পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ফ্রিজিয়ান্‌।

৪। ওলড্‌ সাক্সন (ক) কন্টিনেন্টাল সাক্সন—ইহা হইতে প্লাট্‌ ডয়েৎস (Platt-Deutsch)। (খ) অ্যাংলো-সাক্সন...ওএসেক্স (Wessex), মার্সিয়ান্‌ (Mercia) এবং নর্থহাম্‌ব্রিয়ান। মার্সিয়ান হইতে মিডল ইংরেজি; উহা আধুনিক ইংরেজির জনক; নর্থহাম্‌ব্রিয়ান হইতে আধুনিক স্কচ উপভাষাসমূহ উদ্ভূত।

(৩) ইতালীয় ভাষা

প্রাচীন ইতালির ভাষা ১। আম্‌ব্রো-সামনেটিক (Umbro-Samnitic); রোমের নিকটে আম্‌ব্রিয়ান, অস্কান, সাবাইন প্রভৃতি উপজাতিদের ভাষা।

২। লাতিন—(ক) ক্লাসিকাল, (Classical)

(খ) ভালগার (Vulgar) লাতিন হইতে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি উদ্ভূত:—

ইতালীয়, স্পেনীশ, পোর্তুগীজ, রুমানিয়ান্‌, প্রোভেন্সাল, ফরাসী।

(৪) গ্রীক

(হেলেনীয় শাখা), হোমারিক ক্লাসিকাল— আইওনিক— আধুনিক গ্রীক।

(৫) হিটাইট (Hittite)

লুপ্ত ভাষা; এশিয়ামাইনরে প্রচলিত ছিল। (দ্রঃ)

(৬) তুখারীয় (Tokharien)

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধগ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত হইত; এখন লুপ্ত।

সতেম বর্গের বিস্তারিত বিবরণ—

(১) অ্যালবেনিয়ান্

(ক) ইলিরিয়ান্—ভেনেতিয়ান্ (ভেনেতি জাতির ভাষা), লিবারনিয়ান্।

(খ) এপিরোট—(১) অ্যালবেনেয়িন্—ঘেগ, টস্ক (২) মেছাপিয়ান্—ইয়াপিজিয়ান্।

(২) লেটো-স্লাভিক (বাল্টো-স্লাভিক)

(ক) লেটিক—ওল্ড প্রুসিয়ান্, লিথুয়ানিয়ান্, লেটিক।

(৩) স্লাভিক

পূর্ব স্লাভিক—(অ) রুশীয়—গ্রেটরুশীয়, শ্বেত রুশীয় (আ) লিট্‌ল্ রুশীয় (ই) গির্জা স্লাভিক—বুলগেরিয়ান (ঈ) ইলিরিয়ান্ স্লাভিক—সর্বো ক্রোএটিয়ান্, স্লোভেনিয়ান্।

পশ্চিম স্লাভিক—(অ) চেক্—চেক্ (বোহেমিয়ান্), স্লোভাকিয়ান্ (আ) সোরাভিয়ান্ (বণ্ডিক) (ই) লেচিস্—পোলিস্, পোলাবিশ।

(৪) আর্মেনিয়ান্

(ক) ফ্রিজিয়ান্ (খ) প্রাচীন আমেনিয়ান্—নিও-আমেনিয়ান্—আরারত উপভাষা, (এশিয়া), ইস্তাম্বুল (ইউরোপ)।

(৫) ইন্দো-ইরানীয়ান্ (আর্য শাখা)

(ক) ইরানীয়ান্ ভাষা সমূহ—(১) পূর্বশাখা (২) পশ্চিম শাখা

(১) পূর্ব শাখা—আবেস্তা গাথা পরবর্তী আবেস্তা পামির ভাষাসমূহ, আফগান বা পুস্‌তো, বেলুচি।

(২) পশ্চিম শাখা—(অ) মিডিয়ান্ মধ্য এশিয়ার ভাষাসমূহ, কাস্পিয়ান ভাষাসমূহ, কুর্দিশ, অছেটিক্।

(আ) প্রাচীন পারসিক পহলবী (মধ্য পারসীক) আধুনিক পারসীক।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় বা বৈদিক ভাষাসমূহ (১) আযাবর্তের কথ্য ভাষাসমূহ (২) অধস্তন বৈদিক (সাহিত্যিক ভাষা) (৩) বৈদিক সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাষা (লৌকিক) গাথা।

(১) আর্যাবর্তের কথ্য ভাষাসমূহ—(অ) দাক্ষিণাত্য (দক্ষিনী ভাষা) (আ) প্রাচ্য (ই) মধ্য দেশীয় (ঈ) প্রতীচ্য (উ) উদীচ্য।

(অ) দাক্ষিণাত্য—মহারা প্রাকৃত—মহারাষ্ট্রী—মারাঠী, কঙ্কনী গোয়ান্।

(আ) প্রাচ্য (১) মাগধী মাগধী প্রাকৃত আসামী, বাঙ্‌লা, ওড়িয়া এবং বিহারী শাখাভুক্ত মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরিয়া

(২) অশোকের শিলালেখের ভাষাসমূহ

(৩) অর্ধমাগধী অর্ধমাগধী পুরবীয়া বা পূর্বীহিন্দী আবধী, বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।

(ই) মধ্যদেশীয় শৌরসেনী অবহচ্চ পশ্চিমী হিন্দী বুন্দেলী, কনৌজী, ব্রজ, বাঙ্গরূ, হিন্দী, উর্দু; হিন্দু ও উর্দু এই দুই ভাষার মিশ্রণে হিন্দোস্থানী

(ঈ) প্রতীচ্য অশোক (গির্নার শিলালেখের ভাষা) লাটী, সৌরাষ্ট্রী, আভীরী ও আবন্তী, (ইহাদিগকে নাগর বলে)—রাজস্থানী উহা হইতে মালবী, নিমারী, মেবারী, গুজরী, জয়পুরী, হারোতী, মারওয়ারী ও গুজরাটী।

(উ) উদীচ্য—

(১) খস্ খস্ পাহাড়ী—নেপালী, গড়বালী, পশ্চিমী উপভাষা সমূহ।

(২) কেকয় ইত্যাদি ব্রাচড় পাঞ্জাবী, লাহণ্ডা, সিন্ধী।

(৩) খোটান প্রাকৃত (মধ্যএশিয়ায় আবিষ্কৃত পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে)

(৪) অশোক (খরোষ্ঠী)।

(৫) কোনও (?) বিভাগ হইতে জিপ্‌সী উপভাষা সমূহ।

(ঊ) ?—পালী—এলু—সিংহলী, মালদ্বীপ

(গ) দার্দিক—পৈশাচী—কাশ্মীরী, সীনা, কোহিস্তানী, চিত্রালী, কাফির উপভাষা।

ইনফর্মার (Informer)

অপরাধীদের দলের মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি পুলিশকে সংবাদ সরবরাহ করে তাহাকে ইনফর্মার বলে। সকল অপরাধীদের সহিত সে ধরা দেয়, কিন্তু পরে বিচারের সময় রাজসাক্ষী হইয়া গভর্নমেণ্ট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

ইনফ্লুএনজা (Influenza) সংক্রামক ব্যাধি।

শব্দটি ম্যালেরিয়ার ন্যায় ইতালীয়। ইহার অর্থ Influence of heavens, অর্থাৎ দৈব প্রভাব। ১৭৪৩এ সেখানে প্রবল আকারে এই ব্যাধি দেখা দেয়। এই ব্যাধির সাধারণ লক্ষণ সর্দি কাশি জ্বর হইলেও ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাধি। ১৯১৮এ পৃথিবীব্যাপী এই রোগ হয়, এবং একমাত্র সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশ এই ব্যাধি হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। অনুমান দেড় বৎসরের মধ্যে ২ কোটি লোক মরিয়াছিল। ১৯২১ সালের ভারতীয় আদমসুমারীর অধ্যক্ষ অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতে কমসে-কম ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে মারা পড়ে।...ফাইফার (Pfeiffer) নামক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম একপ্রকার জীবাণুকে ইহার প্রসারের জন্য দায়ী মনে করেন; কিন্তু এখনো এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে একপ্রকার অদৃশ্য উদ্ভিদণু (micro-organism) বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া নাকের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহাতেই রোগ দ্রুত সংক্রামিত হয়। ইহার সহিত অনেক সময়ে

অন্যান্য ব্যাধির জীবাণু থাকিয়া রোগকে জটিল করিয়া তোলে। জ্বর, সর্দি, কাশি, গায়ে ব্যথা প্রথম লক্ষণ। হৃদপিণ্ডকে এই ব্যাধিবিষ অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দেয় এবং 'হার্ট ফেলে'ই বেশি মৃত্যু ঘটে। ইহার প্রধান উপসর্গ ব্রংকোনিউমোনিয়া; কখনো হাঁপানি, কখনো বা প্লুরেসি হয়। *ইহা রোগীকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলে; সারিয়া উঠিতে প্রায় একমাস সময় লাগে।*

ইনশিওরেন্স কোম্পানী

ভারতে ৩১৯টি বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে ১৬৯টি ভারতে প্রতিষ্ঠিত। অবশিষ্ট ১৫০ বিদেশী কোম্পানী। ইহার মধ্যে ৬৮টি বোম্বাই প্রদেশ, ৩১টি বাংলা, ২৬টি মাদ্রাজ, ১৯টি পঞ্জাব, ৯ দিল্লী, ৫টি বিহার-উড়িষ্যা, ৬টি করিয়া আজমের, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ এবং ১টি করিয়া আসাম, বর্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদেশী ১৫০টির মধ্যে ৭১টি ব্রিটেনে, ৩১টি বিটিশ কলোনীতে, ১৮টি ইউরোপীয় দেশে, ১৬টি আমেরিকায়, ৯টি জাপানে এবং ৫টি জাভাদ্বীপে আদি অপিশ। ভারতের অধিকাংশ কোম্পানী কেবলমাত্র 'জীবন বীমা' করিয়া থাকে—১৬৯টির মধ্যে ১২৪টি জীবন বীমাই একমাত্র ব্যবসায়। অন্যেরা জীবন বীমা ছাড়া অন্য বীমা কার্য করিয়া থাকে। বিদেশী ১৫০টির মধ্যে ১২৬টিই জীবন ছাড়া অন্য বীমা যথা অগ্নি, সামুদ্র বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের বীমা করিয়া থাকে। মাত্র ১১টি জীবন বীমা কার্য করে ও ১৩টি সাধারণ ও জীবন বীমার কার্য করে।... ১৮৮৩এ ভারত গভর্নমেণ্ট পোস্টাপিসের কর্মচারীদের জন্য জীবন-বীমা বিভাগ খোলেন। (দ্রঃ জীবন বীমা)

ইনশিওরেন্স (Insurance), পোস্টাল

ডাকঘরের মারফত কোন মূল্যবান সামগ্রী অথবা দলিল পত্র বা কারেন্সি নোট দূরে পাঠাইবার সময় বিশেষ ফী দিয়া বীমা করা যায়; অর্থাৎ যে মূল্য ধার্য করিয়া প্রেরক পাঠাইবে, তাহা পোস্টাপিসের গাফলতির জন্য নষ্ট হইলে গভর্নমেণ্ট উক্ত টাকা দিতে বাধ্য থাকেন। চিঠি বা পুলিন্দা পাঠাইবার সময় শীলমোহর করিয়া দিতে হয়, এবং গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে পোস্টমাস্টারের সম্মুখে পুলিন্দা খুলিয়া দেখিয়া লইতে পারেন। বীমার হার—১০০৲ পর্যন্ত ৶০ আনা; ১৫০৲—।০; ২০০৲—।৶০; তদূর্ধ্বে ১০০০৲ পর্যন্ত শতকরা ৶০ আনা। ১০০০৲ টাকার উপর—শতকরা ।০ দিতে হয়। ইঃ পাঠাইলে পোস্টমাস্টার রসিদ দিয়া থাকেন।

ইন্‌স্ অব্ কোর্ট (Inns of Court)

ব্যারিস্টারি পড়িতে-হইলে 'ইন্'-এ প্রবেশ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়। লনডনে চারিটি ইন্ আছে—Lincolns Inn, Grey's Inn, Inner Temple, Middle Temple; এ ছাড়া আয়রল্যান্ডে দুইটি ইন্ আছে। স্কটল্যান্ডে ফ্যাকাল্‌টি অব্ অ্যাডভোকেটস অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ইন্ ঐ ইন্ হইতে উত্তীর্ণ ব্যারিস্টারদের দ্বারা চালিত হয়; একজন বৎসরের জন্য ট্রেজারার বা ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রত্যেক ইনের *নিজ নিজ হল্, লাইব্রেরী, চার্চ প্রভৃতি থাকে।* ছাত্রদের পক্ষে *প্রতিবৎসর ২৪দিন হলে ডিনার খাওয়া আবশ্যক।* তিন-বৎসর ইনের মেম্বর থাকিলে পরীক্ষার অধিকারী হওয়া যায়। ইনের পরিচালক সভাকে বেঞ্চার (Bencher) বলে। চারি ইনের বেঞ্চারদের মধ্য হইতে Council for Legal Education পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করে। (দ্রঃ ব্যারিস্টার)

ইন্‌সপেক্টর জেনারল অব পুলিশ (Inspector General of Police)

প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগের কর্তা। সংক্ষেপে আই-জি I.G. বলা হয়।

ইন্‌সপেক্টর জেনারল অব প্রিজনস্ (Inspector General of Prisons.)

প্রাদেশিক জেলখানাসমূহের কর্তা।

ইন্‌সপেক্টর জেনারল অব্ রেজিস্‌ট্রেশন (Inspector General of Registration)

প্রাদেশিক দলিলাদি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্তা।

ইন্‌সলভেন্‌সি (Insolvency) বা দেউলিয়া।

অধিক দেনার দায়ে কোনো ব্যক্তি বা ফার্ম জড়িত হইয়া পড়িলে এবং ঐ টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে আদালতের শরণাপন্ন হয়। তখন কোর্ট হইতে নিযুক্ত লিকুইডেটর দেউলিয়া ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, দেউলিয়া ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া উত্তমর্ণ-দিগকে যথাসাধ্য দিয়া দেয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায়, দেউলিয়া ব্যক্তি বেনামী করিয়া বা স্ত্রীর নামে বা দেবত্র করিয়া সম্পত্তি প্রভৃতি এমনভাবে রাখিয়াছে যে লিকুইডেটররা তাহার কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ইন্‌সলভেনসি আইন খুব জটিল। দেউলিয়া ব্যক্তি সরকারী কাজ ও বহু নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

ইন্‌সুলিন (Insulin)

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর Pancreas gland বা অগ্ন্যাশয়স্থিত গ্লান্ড হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। কানাডার ডাক্তার F. G. Banting ইহার আবিষ্কারক (১৯২২) ডাঃ কোলিপ Collip, এবং Sjogreer এ বিষয়ে

অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইনজেকশন দ্বারা এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। (দ্রঃ ডাইবেটিস্)

ইন্‌সুলেটর (Insulator)

যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ বা তাপ পরিচালিত হইতে পারে না তাহাদিগকে বিদ্যুৎ বা তাপের ইন্‌সুলেটর বলে। খাঁটি ইন্‌সুলেটর বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকল পদার্থের ভিতর দিয়াই কিছু-না-কিছু বিদ্যুৎ বা তাপ পরিচালিত হয়। কাঁচ, গন্ধক, Ebonite, সিল্ক প্রভৃতি জিনিসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত করিতে গেলে তাহা অত্যন্ত বেশি প্রতিহত হয়। এইজন্য এইসব পদার্থকে বিদ্যুতের ইন্‌সুলেটর বলে। উল, কাঠ, মোম, কাগজ, এইসব পদার্থের ভিতর দিয়া তাপের সহজ গতি খুব বেশি বাধা পায় বলিয়া ইহাদের তাপের ইন্‌সুলেটর বলা হয়।

ইনার্শিয়া (Inertia)

পদার্থবিদ্যা বা Physics মতে জড়পদার্থ মাত্রই অচল-ধর্মী; অর্থাৎ বাহির হইতে প্রযুক্ত কোন শক্তি ব্যতিরেকে উহা নিত্য-অচল। কিন্তু যদি তাহাকে একবার সচল করা যায় তবে তাহা চিরকাল এক সরল রেখায় চলিবে; কিন্তু ঘর্ষণ (friction), বায়ুর বাধা, মাধ্যাকর্ষণের টান প্রভৃতির জন্য তাহা সম্ভব হয় না। এই চল-শক্তি সংবৃত হইলেও বস্তুর যে ধর্ম উহাকে অচল-ধর্মী করে এবং চালিত অবস্থায় উহাকে অনন্ত চল-শক্তি সম্পন্ন করে, তাহাই ইনার্শিয়া নামে জ্ঞাত। নিউটন্ বস্তুর এই ধর্ম আবিষ্কার করেন।

ইন্দিরা দেবী (চৌধুরী)

সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কন্যা; সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর পত্নী। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুসাহিত্যিক, সুলেখিকা; ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত।

ইন্দিরা দেবী (মুখোপাধ্যায়)

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেবের নিকট সংস্কৃত ও বাঙলা ভাল করিয়া পড়েন। বাঙলায় অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন—স্পর্শমণি, পরাজিতা, স্রোতের গতি, প্রত্যাবর্তন, সৌধরহস্য, নির্মাল্য, কেতকী, মাতৃহীন, ফুলের তোড়া ইত্যাদি।

ইন্দুমতী

বিদর্ভরাজকন্যা; স্বয়ম্বর সভায় অযোধ্যারাজ রঘুর পুত্র অজকে বিবাহ করেন; ইহার গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। গগনবিহারী নারদের বীণা হইতে পারিজাত মালা ইহার গায়ে পড়ায় মৃত্যু হয়। কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে অজ-বিলাপ ইন্দুমতীর মৃত্যুর উপর রচিত।

ইন্দ্র

বৈদিক দেবতা। হিন্দু-ইরানীয় আর্যসমাজ যখন একস্থানে বাস করিত, ইন্দ্র তখনকারও প্রাচীন দেবতা। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে ইন্দ্রর দুটি রূপ দেখা যায়। বৈদিক ইন্দ্রর অপর নাম বৃত্রঘ্ন; পারসিকরা বেত্রঘ্নকে শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু ইন্দ্রকে সুর বা দেবতা বলিয়া ঘৃণা করিত। ইন্দ্র জন্মগ্রহণের পর পিতাকে হত্যা করেন। তিনি বহু অসুরহন্তা। বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য দধীচি মুনির অস্থি লইয়া ইনি বজ্র নির্মাণ করেন। বেদে ইহার উদ্দেশে বহু ঋক মন্ত্র আছে। পুরুষ সুক্তমতে ইন্দ্র অগ্নির সহিত পুরুষের মুখ হইতে নির্গত হন; অন্যমতে তিনি অদিতির গর্ভসম্ভূত। পৌরাণিক ইন্দ্র দেবরাজ, বৈজয়ন্ত তাঁহার রাজসভা, তিনি অপ্সরা কিন্নরী পরিবৃত; পুলোমা দানবের কন্যা শচী তাঁহার পত্নী; পুত্র জয়ন্ত; বজ্র তাঁহার অস্ত্র; অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা; হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান; সারথি মাতলি; ধনু ইন্দ্রচাপ। ইন্দ্র সম্বন্ধে বহু আখ্যান মহাভারত ও পুরাণাদিতে আছে।

ইন্দ্রজিৎ

লঙ্কার রাজা রাবণের পুত্র; মেঘনাদের এক নাম। ইন্দ্রকে পরাভূত করেন বলিয়া ইন্দ্রজিৎ নাম হয়। লঙ্কা সমরে লক্ষ্মণের দ্বারা অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন। ইঁহার বীরত্ব কাহিনী অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন

(১) পৌরাণিক রাজা; বিষ্ণুভক্ত। (২) জগন্নাথের মন্দির ও তথায় কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার দারুময় মূর্তি স্থাপয়িতা (১১৯৪ খৃঃ অঃ)।

ইন্দ্রধনু (Rainbow) রামধনু

বর্ষাকালে সূর্যের বিপরীত দিকে মাঝে মাঝে আকাশে সপ্তবর্ণ অর্ধবৃত্তাকার দেখা যায়। বৃষ্টির গোলাকৃতি ক্ষুদ্র জলকণায় সূর্যরশ্মি পড়িলে—পরকোলা বা Prism কাঁচের মধ্যে আলোকপাতের ন্যায় উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া আকাশে সপ্তবর্ণ হইয়া দেখা দেয়। প্রায় দুটি ধনু দেখা যায়; রাত্রেও চন্দ্রের আভা পড়িলে এরূপ রামধনু ওঠে। (দ্রঃ বর্ণালী বা স্পেকট্রাম)

ইন্দ্রধ্বজ

দেবাসুরের যুদ্ধের যুগে দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাদিগকে একটি ধ্বজ দেন; ইন্দ্র ইহা পাইয়া অসুরদের ধ্বংস করেন। যে রাজা ইন্দ্রধ্বজ পূজা করে তাহার সর্বৈব মঙ্গল হয় বলিয়া প্রাচীনদের বিশ্বাস ছিল।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৯—১৯১১)
বাংলার রসরচয়িতা। 'পঞ্চানন্দ' নামে এককালে সুপরিচিত ছিলেন। পিতা বামাচরণ পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন ; আদি নিবাস বর্ধমান জিলার গঙ্গাটিকরি গ্রাম। বি.এ পাশ করিয়া বীরভূম-হেতমপুরে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৮৭১এ বি.এল পাশ করিয়া পূর্ণিয়াতে ওকালতী সুরু করেন ও কিছুকাল মুন্সেফী করিয়া উহা ত্যাগ করেন এবং দিনাজপুর, হাইকোর্ট ঘুরিয়া অবশেষে বর্ধমানে ওকালতী আরম্ভ করেন সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'পঞ্চানন্দ' নাম দিয়া বহু রস ও রঙ্গ রচনা লেখেন। 'ভারত উদ্ধার' ১৮৭৬, 'কল্পতরু' ১৮৭০ 'ক্ষুদিরাম' ও 'পাঁচুঠাকুর' বিশেষ জনাদর লাভ করে। মাইকেলের অমৃতাক্ষর ছন্দ ও রাজনৈতিক হুজুগকে ব্যঙ্গ করিয়া 'ভারত উদ্ধার' রচিত। ১৩১৭, ৯ চৈত্র নৈহাটিতে মৃত্যু হয়। ইহার গ্রন্থাবলী 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্রঃ বঙ্গভাষার লেখক, স্বরচিত জীবন কাহিনী।

ইন্দ্রনীল (Emerald)
এক প্রকার মূল্যবান পাথর ; নীলকান্ত মণি, মরকত, পান্নাও বলে ; ইহা ছয়-পাশ-স্বচ্ছ ক্রিস্টালের ন্যায়। ইঃ আমেরিকার কলাম্বিয়া দেশে ও সাইবেরিয়ায় বর্তমানে পাওয়া যায়। পূর্বে ভারতের খনিতে পাওয়া যাইত এবং বিদেশে রপ্তানী হইত। (দ্রষ্টব্য নীলা)

ইন্দ্রবারুণী (Colocynth)
দ্রঃ মাকাল।

ইন্দ্রযব (দ্রঃ কুরচি) Habenaria Antica
যবাকৃতি বলিয়া কুরচির এক নাম।

ইন্দ্রিয় (Senses)
পঞ্চ ইন্দ্রিয় –১ চক্ষু, গুণ দৃষ্টি ; ২ কর্ণ, গুণ শ্রবণ ; ৩ নাসিকা, গুণ ঘ্রাণ ; ৪ জিহ্বা, গুণ স্বাদ ; ৫ ত্বক, গুণ স্পর্শ। এগুলি দিয়া বাহ্যজগত সম্বন্ধে জ্ঞান হয় বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ (শিশ্নাদি)—পাঁচ কর্ম-ইন্দ্রিয়। মনসকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। (দ্রঃ নার্ভতন্ত্র)

ইপিকাক (Cephælis Ipecacuanha)
কদম্ব পরিবার ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুপ (Shrub)। আমেরিকার ব্রেজিলে আর্দ্র ছায়াযুক্ত বনভূমিতে জন্মায়। কাণ্ড মসৃন এবং খুব অল্প পত্রযুক্ত। ফুল ক্ষুদ্র, ও শাদা রংএর এবং ফলগুলি গোলাকার। শিকড় সরু, কুঞ্চিত এবং ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। ইপিকাক্ নামক ঔষধ এই শিকড় হইতে সুরা সংযোগে প্রস্তুত। ব্রেজিল হইতে রপ্তানী হইয়া সর্বত্র যায়। ইহা বমনকারী ; ইহা হইতে প্রস্তুত ঔষধ আমাশয়াদি রোগে প্রযুক্ত হয় ; হোমিও-প্যাথীর একটি সুপরিচিত ঔষধ।

ইপির ফকির (Faqir of Ipi)
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরস্থানের মুসলমান ফকির ও উপজাতিদের নেতা। সীমান্তের মুসম্মাৎ রাম নামে এক জন হিন্দু বালিকা নুর আলী শাহ নামক মুসলমানকে বিবাহ করে ; বালিকার অভিভাবকগণ আইনের সাহায্যে বালিকার উদ্ধার করে, যুবকের কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ফকির সর্ব প্রথম উপজাতিদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ ও যে বৃটিশ আদালত নুর আলী শাহর দণ্ডবিধান করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন (১৯৩৬ নভেম্বর)। এছাড়া লাহোরের শহীদগঞ্জ মসজিদ ব্যাপার এবং 'রঙ্গিলা রসুন' নামে গ্রন্থের লেখক রাজপালের হত্যাকারীর ফাঁসির ব্যাপার লইয়া তিনি উপজাতি সমূহকে উত্তেজিত করেন। ইপির ফকিরের সহিত যুদ্ধে বৃটিশ ভারতের ১৯৩৭এর শেষ পর্যন্ত ২২,৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে ও ১৫,০০০ ভারতীয় ও ইংরেজ সৈন্যের প্রাণ গিয়াছে।

ইফেল তোরণ (Eiffel Tower)
প্যারিসে লৌহনির্মিত ৯৮৪ ফুট উচ্চ তোরণ। ১৮৮৯এ প্যারিস প্রদর্শনীর সময়ে নির্মিত হয়। ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট (Lift) করিয়া উপরে উঠা যায়। বর্তমানে বেতার বার্তার কেন্দ্র। আলেকজেন্ডার ইফেল (১৮৩২—১৯২৩) নামে ফরাসী ইন্‌জিনীয়ারের কীর্তি। এ ছাড়াও ইন্‌জিনীয়ারিং কাযে তাহার অনেক কীর্তি আছে।

ইব্‌ন ইউকল মোহম্মদ (: ৯৭৬)
আরব ভৌগোলিক ও পরিব্রাজক ; জন্মস্থান বাগদাদ। ত্রিশ বৎসর নানাদেশ ভ্রমণ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থে সিন্ধু দেশের প্রথম মানচিত্র পাওয়া যায়।

ইব্‌ন খল্লিকান, আব্বাস আহমদ (১২১১—৮২)
আরব ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত। জন্মস্থান আরবেলা ; সীরিয়া, মিশর প্রভৃতি ভ্রমণ করেন ও কাইরোতে কাজি ও দামাস-কাসে বড় কাজির কাজ করেন। একখানি জীবনীকোষ সম্পাদন করেন।

ইব্‌ন খালদুন, (১৩৩২—১৪০৬)
আফ্রিকাবাসী আরব দার্শনিক ও লেখক। জন্মস্থান টিউনিস। তৈমুরের সাম্রাজ্যে দামসকাসের কাজি, পরে মিশরের প্রধান কাজি। ইঁহার রচিত 'তারিখ ইব্‌ন-খালদুন' নামে আরবী গ্রন্থে সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইনিই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন।

ইব্‌ন তোফাইল, আবুবকর মোঃ ইব্‌ন আবদুল মালিক (মৃঃ ১১৮৮) ।

স্পেন দেশীয় আরব দার্শনিক। চিকিৎসা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও খলিফ আবুইয়াকুফ ইয়ুসুফের চিকিৎসক ; তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাইজ ইব্‌ন ইয়াকজান' ইংরেজিতে তর্জমা হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি বস্তু হইতে জীবজগতের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করেন।

ইব্‌ন বাতুতা, আবু আবদুল্লা মোঃ ইব্‌ন আবদুল্লা (১৩০৪-৭৮)

আফ্রিকাবাসী আরব পরিব্রাজক ; জন্মস্থান মরোক্কোর তানজিয়ার (Tangiers)। পারস্য, ইরাক, আরবিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়ামাইনর, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, সুমাত্রা ও দঃ স্পেন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরিয়া ফেজ নগরীতে বাস করেন ; তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী অতি মনোহর। মোঃ তুগলকের রাজত্বকালের ইতিহাস ইঁহার গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। মোঃ তুগলক ইঁহাকে দিল্লীর কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন : অতঃপর বাদশাহর দূতস্বরূপ চীন দেশে গমন করেন। তিনি চীনের পথে চট্টগ্রামে অবতরণ করিয়া বিখ্যাত মুসলমান পীর শাহ জলালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইংরেজি (১৮২৯) ও ফরাসী ভাষায় (১৮৫৯) ইঁহার ভ্রমণ কাহিনী অনুদিত হইয়াছে।

ইব্‌ন রুশীদ (১১২৬—১১৯৮) Averroes

স্পেনের আরব ; জন্মস্থান কর্দোভা। তথাকার প্রধান কাজী নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে প্রচলিত ধর্ম মতে অবিশ্বাসী সন্দেহে কার্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হয় ; কিন্তু নিরপরাধ প্রমাণ হইলে পুনরায় বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিজ্ঞান, দর্শন, ও ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল ; প্রেমের কবিতাও সুন্দর লিখিতেন। আরিস্তোতলের গ্রন্থ গ্রীক হইতে আরবীতে তর্জমা করেন। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল ; ধর্মমতে তিনি বৈদান্তিকদের ন্যায় ছিলেন বলিয়া গোঁড়া মুসলীমরা তাঁহাকে পছন্দ করিত না। তাঁহার গ্রন্থ বহু শতাব্দী ইউরোপের পণ্ডিতরা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এমনকি কলম্বাস শ্রদ্ধার সহিত ইঁহার নাম করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ 'কুল্লিয়াৎ' সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ ; ইহা স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ তুল্য।

ইব্‌ন সউদ

(দ্রঃ আবদুল আজিজ ইব্‌ন সউদ)।

ইব্‌ন সিনা (Avicenna ৯৮০—১০৩৭)

আরব দার্শনিক ও চিকিৎসক ; জন্মস্থান বোখারা। নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে ইসপাহানে আসিয়া বাস করেন। হামদানে মৃত্যু হয়। চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ লাতিন ভাষায় তর্জমা হয় এবং ১৭ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা পাঠ্য ছিল। একখানি বিরাট গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক মত সংগ্রহ করেন ; তাঁহার মত আরিস্তোতলের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১২ শতকে লাতিনে এই দার্শনিক গ্রন্থের তর্জমা হয়

ইবনাইট্ (Ebonite)

অপরিস্কৃত সাধারণ রবারকে ২০-৩ গন্ধকের সহিত অত্যন্ত তপ্ত (৩০০°) করিয়া যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে চাপ দিয়া ও পালিশ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ শি[illegible] ন্যায় যে বস্তু প্রস্তুত হয়, ইহা বিদ্যুত নন-কনডাক্টর বা অপরিবাহী এবং ক্ষারাদির দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহার দ্বারা চিরুনী, কলম প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী তৈয়ারী হয়।

ইবসেন (Henrik Ibsen, ১৮২৮—১৯০৬)

নরওয়ে দেশের নাট্যকার ও কবি। সামান্য ব্যবসায়ীর পুত্র। ইবসেন যৌবনে ঔষধের দোকান দেন। বাইশ বৎসর বয়সের (১৮৫০) মধ্যে পত্রিকায় লিখিয়া জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হন। ১৮৫১এ Bergen থিএটরের পরিচালক হন ও ১৮৫৭ রাজধানী খৃশ্চিয়ানার জাতীয় নাট্যশালার পরিচালনা ভার প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পর দেশ ভ্রমণে বাহির হন ও বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া ১৮৯১ হইতে খৃশ্চিয়ানাতেই বর্তমান Oslo বাস করেন। নাট্যকার হিসাবে বর্তমান যুগে তিনি সর্বোত্তম বলিয়া সমালোচকদের মত। বার্ণার্ড শ' ও উইলিয়াম আর্চার ইবসেনকে ইংরেজ পাবলিকের কাছে পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার Brand (১৮৬৬) Peer Gynt ('৬৭), A Dolls' House বিখ্যাত নাটক। বর্তমান নারী আন্দোলনের জন্য শেষোক্ত গ্রন্থখানি বিশেষভাবে দায়ী। ইনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ঋষি ছিলেন। ডলস্ হাউস্ বাঙলায় তর্জমা হইয়াছে।

ইবানেজ (Ibanez, Vicento Blasco ১৮৬৭-–১৯২৮)

স্পেনীশ লেখক, রাজনৈতিক ও রাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচক শেষোক্ত অপরাধের জন্য বহুবার কারাভোগ করেন ; তবুও জনপ্রিয়তার জন্য বারবার স্পেনীশ কোর্টেসে (পার্লামেন্ট) সদস্য নির্বাচিত হইতেন। শেষ জীবনে প্যারিসে কাটান ও রাজতন্ত্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। বহু উপন্যাস রচয়িতা।

ইব্রাহিম

(১) কুতুবশাহী—গোলকুণ্ডার রাজা (১৩৫০—৮০)।

(২) ইব্রাহিম আদিলশাহী ১ম (১৫৩৫ –৫৮), বিজাপুরের

রাজা, শেরশাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক। (৩) ইব্রাহিম আদিলশাহী ২য় (১৫৮০—১৬২৬), বিজাপুরের রাজা, আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমকালীন। (৪) ইব্রাহিম খাঁ, বাঙলার সুবাদার (১৬১৮)। (৫) ইব্রাহিম খাঁ, ২য় বাঙলার সুবাদার (১৬৮০)। (৬) ইব্রাহিম খাঁ, সুরবংশীয় রাজা (১৫৫৬-৬৭) ২য় পাণিপথের যুদ্ধের পর পঞ্জাবের কিয়দংশে রাজত্ব করেন। (৭) ইব্রাহিম পাশা (১৭০৮—১৭৪০) মিশরের বিখ্যাত সেনাপতি মোহম্মদ আলির পুত্র। আরবিয়াতে ওহাবিয়াদের গ্রীসে (১৮২৫) ও সীরিয়াতে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। (৮) ইব্রাহিম বারিদশাহী, বিদরের রাজা (১৫৮২—৮৯)। (৯) ইব্রাহিম রুকনুদ্দিন খলজিবংশের বাদশাহ, ১২৯৬এ সিংহাসন চ্যুত। (১০) ইব্রাহিম লোদি, লোদি বংশের বাদশাহ, (১৫১৭—২৬), ১ম পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হন। (১১) ইব্রাহিম শাহ; জৌনপুরের রাজা (১৪০১—৪০); জৌনপুরের বহু অট্টালিকা ইঁহার সময়ে নির্মিত হয়।

ইভ (Eve)

ইহুদী শাস্ত্রমতে আদি নারী 'হবা' (Havvah)। আদমের কুক্ষির অস্থি লইয়া ঈশ্বর ইহাকে সৃষ্টি করেন। নন্দন কাননে আদম ও হবা বাস করিত; হবার পরামর্শে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে ইহাদের তাড়াইয়া দেন।

ইমাম (Imam)

আভিধানিক অর্থ অগ্রণী, নেতা; ইস্‌লামী পরিভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। সমস্ত মুস্‌লিম-জগতের নেতা খলিফাগণ।

২। নমাজে যিনি একসঙ্গে নমাজে রত সমস্ত নমাজীদের নেতৃত্ব করেন; এই কাযের জন্য যিনি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কোরান পড়িতে পারেন অথবা যিনি ইস্‌লাম ধর্মশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন সেইরূপ মুসলমানকে যোগ্যতম মনে করা হয়।

৩। ইসলামের বিভিন্ন ধর্মমতের নেতাগণ যথা হানাফী মতের নেতা ইমাম আবু হানীফা, ২। শাফেয়ীর মতের নেতা ইমাম শাফেয়ী, ৩। মালেকী মতের নেতা ইমাম মালেক, ৪। হাম্বলী মতের নেতা ইমাম আহম্মদ ইব্‌ন্ হাম্বল। ৪। তফসীর, হাদীস, ফেকাহ প্রভৃতি ধর্মীয়শাস্ত্রে যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং গবেষণাদ্বারা অন্যের অনুকরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে ঐ সমস্ত বিষয়ে সর্বজনমান্য মত প্রকাশ করিতে সক্ষম তাঁহাদিগকে ইমাম বলা হয়, যথা ইমাম ইব্‌ন্ জরীর তাবারী, ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রভৃতি তফসীরে, ইমাম বুখারী ইমাম্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস্ শাস্ত্রে, ইমাম নববী, ইমাম আবু ইউসুফ প্রভৃতি ফেকাহ ইমাম ছিলেন।

৫। শীয়াদের ধর্মনেতাগণকে ইমাম বলা হয়। তাঁহাদের সর্ব বৃহৎ সম্প্রদায় ইস্‌না-আশারিয়া-গণের (দ্বাদশীয়) মতে ইমাম দ্বাদশজন। ১। হজরত আলী (৬৫৬-৬৬০) ২। তৎপুত্র হজরত হাসান (৬৬০-৬৭০) ৩। তদীয় ভ্রাতা ইমাম হোসান (৬৭০-৬৭৯) ৪। তৎপুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন আলী (৬৭৮-৭১২) ৫। তৎপুত্র মুহম্মদ অল বাকের (৭১২-৭৩৫) ৬। তৎপুত্র জাফর সাদেক (৭৩৪-৭৬৫), ৭। তৎপুত্র মূসা কাযিম (৭৬৫-৭৯৯) ৮। তৎপুত্র আলী রেজা (৭৯৯-৮১৮) ৯। তৎপুত্র মুহম্মদ তকী (৮১৮-৮৩৫) ১০। তৎপুত্র আলী নকী (৮৩৫-৮৬৮) ১১। তৎপুত্র হাসান আসকরী (৮৬৮-৮৭৩) ১২। তৎপুত্র মুহম্মদ আবু মাহদী (৮৭৩); ইনি শৈশবেই নিরুদ্দেশ হইয়া যান। দ্রঃ 'শীয়া'।

৬। হজরত উসমান কর্তৃক নিযুক্ত কমিটী কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রচারিত কোরানকেও ইমাম বলা হয়। (দ্রঃ) কোরান।

ইমামবারা

শিয়া সম্প্রদায় হঃ আলি প্রমুখ দ্বাদশ জনকে 'ইমাম' বলেন। যে বাড়ীতে মহরমোৎসবে (দ্রঃ) তাজিয়া বা গোমারা রক্ষিত হয় এবং যাহা প্রতিষ্ঠাতার পারিবারিক সমাধি স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইমামবারা বলে। বাংলাদেশে হুগলীর ইঃ বিখ্যাত; ইহা মোঃ মোহসীন কর্তৃক নির্মিত। লখনৌর ইমামবারা বিখ্যাত।

ইমারত, ঘরবাড়ী, অট্টালিকা

আদিম যুগে অর্ধবন্য মানব গৃহহীন ছিল বলিয়া মনে হয়; ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও সজ্ঞশক্তির বিকাশের ফলে সে হিংস্র প্রাণীর পর্বত গুহাসমূহ দখল করিতে সক্ষম হইল। গুহাবাসী আদিম মানুষ সেই প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে গুহাভ্যন্তরে চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছিল; সে সবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সে-সময়ে মানুষ ছিল মাংসাসী জীব। ক্রমে হিংস্রজন্তুশূন্য স্থানে যখন সে উদ্ভিদাদি পাইয়া প্রাণধারণ করিবার সুযোগ পাইল তখন সে পাতা, কাঠকুটা দিয়া কুঁড়ে বানাইল। বনের মধ্যে যাহারা হিংস্র জন্তুর কাছাকাছি বাস করিতে বাধ্য ছিল, তাহারা বৃক্ষবাসী হইল; ইহারা প্রাচীনকালের বানর ও বর্তমানযুগের বোর্নিও দ্বীপের ডায়াক জাতি। কৃষি বিস্তারের ফলে মানুষ হইল গ্রামবাসী; সহজজাত গাছপালা, কৃষিজাত বা বন্য তৃণাদি, মঞ্জু প্রভৃতির সাহায্যে সে কুটীর নির্মাণ করিল, গ্রাম গড়িল। সে শ্রেণীর কুটীর পৃথিবীর বহুদেশে এখনো রহিয়াছে, বাংলার গ্রাম সেই আদিম যুগেরই চিহ্ন।...ক্রমে শিল্প সৃষ্ট হইতে বাণিজ্যর উৎপত্তি হইল; বাণিজ্য হইতে

ধনাগম ও ধন হইতে বিলাস ও বিলাস হইতে সম্পত্তি সৃষ্টি ও তাহা রক্ষার জন্য নগর, পুর (Polis) প্রভৃতির উদ্ভব। স্বোপার্জিত ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য গভর্নমেন্টের উৎপত্তি এবং সেই হইতে নগরোৎপত্তি। নগরে বা পুরে ইস্টক, প্রস্তরাদি দিয়া ইমারত বা অট্টালিকা নির্মাণ সুরু হয়। রাজশক্তি ও ধনতন্ত্রবাদের সহিত স্থপতি ও অট্টালিকার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তথাচ এই নগরাদি নির্মাণ ব্যাপারে স্থানীয় উপাদান, স্থানীয় জলবায়ু প্রভৃতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বারিশূন্য দেশে মাটির বাড়ী, রোদে-পোড়া ইটের গৃহ, জলাদেশে কাঠের উঁচুপোতা ঘর, কাষ্ঠপ্রধান স্থানে অথবা ভূমিকম্পপ্রধান দেশে কাঠের বাড়ী হইয়াছে। আবার যেখানে মাটি ভাল, ইট পোড়াইবার উপযুক্ত কাঠ সহজলভ্য, সেখানে পোড়া-ইটের গৃহাদি হইয়াছে। যেখানে পাথর পাওয়া যায়, শ্রম সহজলভ্য অথবা দাসশ্রম প্রচুর, সেসব স্থানে, বিশালাকার অট্টালিকাদি নির্মিত হইয়াছিল। মিশরের ও প্রাচীন আমেরিকার পিরামিড ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতে প্রাচীনকালে বৃহদাকার প্রাসাদাদির বর্ণনা বেদাদি গ্রন্থে, মহাকাব্যে, মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মহেন্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে যে ইস্টক-নির্মিত ইমারতাদির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা আর্যদের নহে। আর্যরা নির্মাণ-শিল্পে খুবই পিছাইয়া ছিল। মহাভারতে প্রধান শিল্পী ময় দানবজাতীয়, কুবের যক্ষ; রাবণ রাক্ষস। এই যুগের কার্য প্রাক্-আর্য বা আর্য-ইতর স্থপতির নমুনা। ভারতের প্রাচীনতম প্রাসাদাদি কাষ্ঠনির্মিত হইত; পাটলিপুত্রে প্রথম যুগে তাহাই ছিল; ক্রমে অর্থবল ও জনবল বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পারস্য হইতে শিল্পীরা এদেশে আসায় প্রাসাদাদি প্রস্তর নির্মিত হইল। প্রাচীনতর ভারতের দ্রাবিড়জাতি শিল্পকুশল ছিল; এখনো দক্ষিণ ভারতে গোপুরমাদি তাহারই পরিচয় দিতেছে। প্রাচীনকালে লোক ইহলোক অপেক্ষা পরলোক সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করিত এবং সেইজন্য দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য মন্দির ও নিজের আত্মার 'সদ্‌গতি' করিবার জন্য কবরগৃহ, পিরামিড্ আদি বহু ব্যয়ে নির্মাণ করিত। ইউরোপে খৃস্টানরা মধ্যযুগে কাস্‌ল ও চার্চ নির্মাণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল; উদ্দেশ্য ইহলোকে আত্মরক্ষা ও পরলোকে আত্মারক্ষা। আত্মরক্ষার জন্য দুর্গাদি ও আত্মার রক্ষার জন্য চার্চ প্রভৃতি রচিত হইত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাসাদ, মসজিদ ও কবর নির্মাণে এবং তাহা স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাপত্যে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য মানুষের চেষ্টা চিরন্তন। মুসলমান স্থাপত্যে, খৃস্টানদের চার্চে ও হিন্দুদের মন্দিরে নিজ নিজ ধর্মের অনুযায়ী বিশ্বাসমতে মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে।...উনবিংশ শতাব্দী হইতে মানুষ বস্তুতন্ত্রবাদী; বস্তু উৎপাদন, বস্তু সরবরাহ ও বস্তু বিনিময় হইয়াছে মানুষের প্রধানতম কার্য; ফলে ইমারতসমূহ তাহারই উপযোগী করিয়া গঠিত। ফ্যাকটরি, মিল্, অফিস, ব্যাংক প্রভৃতি ইমারত নূতন ঢঙে তৈয়ারী হইতেছে। শহরে, শহরতলীতে, শিল্পপত্তনে ঘরবাড়ীর নূতন সমস্যা হইয়াছে এবং তাহা পূরণ করিবার জন্য ২০ শতকে সর্বত্র চেষ্টা চলিতেছে। উচ্চ ইমারত বা অট্টালিকা নির্মাণ কয়েকটি কারণের জন্য সম্ভব হইয়াছে; প্রথমত ফেরো-কন্‌ক্রীট আবিষ্কার, এবং দ্বিতীয় এলিভেটর বা lift আবিষ্কার; কারণ ইহাদের ফলে ইমারত বহুতলা উচ্চ করা সম্ভব হইয়াছে। শহরে স্থানাভাব বলিয়াও বাড়ী বহুতলা উঁচু করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। (উচ্চ অট্টালিকা দ্রঃ)।

ইমিউন বডি (Immune Bodies)

দেহের মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের (antigen) সহিত অ্যান্টিবডি (দ্রঃ) সংগ্রাম করে। কিন্তু দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডির জীবাণু প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক শক্তির ঘাটতি হইতে পারে; তখন বাহির হইতে ইন্‌জেকশনের দ্বারা অ্যান্টিবডিদের তাজা করিবার জন্য ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই অস্বাভাবিক বা অর্জিত পদার্থগুলিকে বলা হয় ইমিউন বডি।

ইমিউনিটি (Immunity)

কোনো বিষাক্ত জীবাণু যদি একই সময়ে অনেকগুলি সুস্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে, তাহার ফলে দেখা যায় যে কয়েকটি প্রাণী অসুস্থ হয়, কয়েকটি হয় না। যেগুলি অসুস্থ হইল না, তাহাদের শরীরে এমন শক্তি নিহিত আছে, যাহাদ্বারা বিষাক্ত জীবাণুগুলি (antigen) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, বা নিষ্ক্রিয় হয়। এই বিজয়ী শক্তির নাম দেওয়া হয় ইমিউনিটি বা রোগ-প্রতিরোধন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন জাতীয় রোগের পক্ষে ইমিউন—যেমন ছাগলের যক্ষারোগ হয় না; এই শক্তিকে স্বাভাবিক ইমিউনিটি (Natural immunity) বলা হয়। আবার কতকগুলি ব্যাধি হইয়া গেলে কিছুকালের জন্য বা চিরকালের জন্য একটি বিরুদ্ধ শক্তি দেহমধ্যে জন্মিয়া থাকে; এই অর্জিত শক্তিকে (acquired im.) বলে, যেমন হুপিং কাশি টাইফয়েড ও মেনিনজাইটিস প্রভৃতি। কিন্তু কতকগুলি রোগ একবার হইলেও রোগীর দেহে ইমিউনিটি হয় না, যেমন ইন্‌ফ্লুএনজা। (দ্রঃ অ্যান্টিবডি ইমিউন বডি)।

ইমিগ্রেশন

একদেশ হইতে অন্যদেশে গিয়া বসবাস করার সাধারণ সংজ্ঞা হইতেছে ইমিগ্রেশন, (Immigration); একদেশ ত্যাগ করাকে বলে এমিগ্রেশন (Emmigration)। একদেশ ত্যাগ করিলে সে-দেশের জনসংখ্যা কমে যে-দেশে গিয়া বাস করে, সে-দেশের জনসংখ্যা বাড়ে। যুগ-যুগান্ত হইতে মানুষের এই চলাফেরা চলিতেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ইমিগ্রেশনের ইতিহাস আরম্ভ আমেরিকা

আবিষ্কার হইতে। ১৭ শতক হইতে আমেরিকায় গিয়া ইউরোপীয়দের বসতি সুরু হয়। ইউরোপের মধ্যেও নিরন্তর এই চলাফেরা চলিতেছে। ১৯ শতক হইতে ইউরোপে যন্ত্র-যুগের আরম্ভ হওয়ায় ও মিতশ্রমিক যন্ত্রপাতির প্রচলন হওয়ায় অসংখ্য কারিগর ও শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে এবং দলে দলে আমেরিকায় যাইতে আরম্ভ করে। রাজনৈতিক অশান্তির জন্যও মধ্যইউরোপের দেশগুলি হইতে বহুলোক বিদেশে যায়। দঃ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীলান্ড প্রভৃতি দেশেও লোকে এইসকল কারণে বাস করিতে যায়। অর্থের সন্ধানে কৃষি বিস্তারের জন্য আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ছাড়া পশ্চিম হইতে চীনা, জাপানী, শিখ প্রভৃতিরা গিয়া বাস সুরু করিয়াছিল।...বাহির হইতে অবারিত জনস্রোত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনবোধে সকল দেশই ধীরে ধীরে আইন করিয়াছে। বর্তমানে কোন দেশ বাহির হইতে কতলোক লইবে সে সম্বন্ধে একটী চুক্তি পরস্পরের মধ্যে হইয়াছে। তবে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এশিয়াটিকদের উপনিবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সকল দেশেই ভারতবাসী ও চীনাদের বাস সম্বন্ধে বিশেষ আইন রচিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৩১—১৯৩০ পর্যন্ত একশত বৎসরে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ লোক বিদেশ হইতে আসিয়াছে। ১৯২০এ মার্কিন সরকার জাপানীদের প্রবেশ ও বসবাস সম্বন্ধে কঠোর আইন জারি করে। অস্ট্রেলিয়া বাঞ্ছনীয় ও অবাঞ্ছনীয় ভাগ করিয়া বহু লোককে প্রবেশে বাধা দিতেছে। দঃ আফ্রিকা অনুরূপ আইন পাশ করিয়াছে; তবে তাহারা অস্থায়ী শ্রমিক আসিতে দেয়। কান্'ডা সাধারণত শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের বাস করিবার জন্য উৎসাহিত করে; তবে চীনা, জাপানী ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইন করিয়াছে।...বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১৯২৩—১৯২৭এর মধ্যে প্রায় ৮,৭২,৩২১ জন লোক বিদেশে যায়।...বাঙলাদেশে বিহারী, হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়ারা ইমিগ্রাণ্ট; বর্মায় বাঙালী, কুরঙ্গী-কুলি প্রভৃতি ভারতীয়রা তাহাদের দেশের পক্ষে ইমিগ্রাণ্ট।... বাঙালীরা বিহারে 'বিদেশী'ও আসামে 'বিদেশী'রূপে ব্যবহৃত হয়; ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ছাড়া সরকারী কাজ, বৃত্তি প্রভৃতি পায় না।

ইম্পিচ্‌মেণ্ট (Impeachment)

গ্রেটবৃটেনের হাউস অব্ লর্ডস-এর সম্মুখে হাঃ অব্ কমন্স রাজকর্মে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে। এই ক্ষমতা ও বিচারকে ইম্পিচমেণ্ট বলে। প্রথম ইঃ হয় ১৩৭৬এ ও শেষ ইঃ হয় ১৮০৬এ। ১৩৭৬এ 'গুড্‌পার্লামেণ্ট' লাটিমোর, নেভিল প্রভৃতিকে ইঃ করে। ১৮৩৬এ ২য় রিচার্ডের প্রিয়পাত্র সাফোক ও ১৩৮৮এ আরও কয়েকজনকে ইঃ করা হয়। ১৬২১এ লর্ড চানসেলার বেকন, ১৬৪০এ লড, ১৬৭৮—৮৫এ ড্যানবি, ১৭৮৮—৯৫এ ওয়ারেন হেস্টিংস ও ১৮০৬এ হেনরী ডানডাস। সর্বাপেক্ষা ইতিহাস বিশ্রুত ইঃ হইতেছে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার; ইহা সাত বৎসর (১৭৮৮-৯৫) ধরিয়া চলিয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল এয়ার রুট (Imperial Air Route)

১৯২৪এ ইংল্যান্ডের চারিটি এরোপ্লেন কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সরকারী সাহায্য লাভ করিয়া গভর্নমেণ্ট মনোনীত বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ইহারা নিম্নলিখিত পথে সরকারী ডাক (Mail) ও যাত্রী লইয়া এরোপ্লেন সার্বিস চালাইবার অনুমতি পাইয়াছে:—(১) লন্‌ডন—প্যারিস ২২৫ মা...২-১৫ মিঃ। (২) লন্‌ডন-জুরিক (সুইস দেশ) ৫৩৫ মা ৬-১৫মিঃ। (৩) লন্‌ডন—কোলন (জারমেনী) ৩২০ মা...৪-১০ মিঃ। (৪) ইংল্যান্ড—ভারত, কলিকাতা পর্যন্ত ৬৫০০ মা...৭ দিন; সপ্তাহে দুই দিন যায় শুক্র ও মঙ্গলবার। (৫) ইং—মধ্য আফ্রিকা ৫১১৪ মা...৭ দিন। ১৯৩১ হইতে কেপটাউন পর্যন্ত চলিতেছে...৮০০০ মা... ১১ দিন। ইউরোপ ও ভারতে যেখানে যেখানে ইঃ এয়ারওয়েস্ কোম্পানীর এরোপ্লেন নামে, সেখান হইতে অন্য কোম্পানীর এরোপ্লেন অন্যত্র যায়। (দ্রঃ এরোপ্লেন)

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স (Imperial Conference)

১৯০৭এর পূর্বে উপনিবেশ-সচিবদের সভাকে কলোনিয়াল কন্‌ফারেন্স বলা হইত। ঐ সভা ১৮৮৭, ১৮৯৪, ১৯০২, ১৯০৭এ লন্‌ডনে বসে। ১৯১৭এ স্থির হয় চারি বৎসর অন্তর এই সভা আহূত হইবে; ঐ বৎসর ইঃ কঃ নামাকরণ হয়। মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭এ ভারতবর্ষ এই কনফারেন্সে যোগদানের অধিকার পায় এবং স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (S.P.Sinha) ইহার অন্যতম সদস্যরূপে যান। ১৯২৬এ বৃটিশ সাম্রাজ্যর নানা কলোনীর প্রধান মন্ত্রীদের সভা হয়। ১৯২৬এর সভায় স্থির হয় Dominions as "autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any respect of their domestic and foreign affairs though united by a common allegiance to the crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations." এই সময় হইতে বৃটীশ এম্পায়ার শব্দের বদলে বৃটীশ কমনওএলথ ব্যবহৃত হইতেছে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংক্ অব্ ইন্‌ডিয়া (Imperial Bank of India)

ভারত গভর্নমেন্টের বিশেষ আইনের ফলে মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার

প্রবর্তিত হইবার সময় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক (কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) ১৯২১, ২৭ জানুয়ারী সম্মিলিত হইয়া ইঃ ব্যাঃ নামে পরিচিত হইল। সম্মিলিত ব্যাংকগুলির মূলধন ছিল ৩৭½ কোটি টাকা। প্রতি শেয়ারের মূল্য ছিল ৫০০৲ করিয়া। এই সময়ে আরও ৭½ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। শেয়ারের ১২৫৲ করিয়া লওয়া হওয়ায় এখন যথার্থ মূলধন দাঁড়াইয়াছে ৫,৬২,৫০,০০০ টাকা। রিজার্ভ ফান্ডে ৫,৪৭,৫০,০ টাকা আছে। ১৯৩৫এ কোম্পানীর কাগজপত্রে আমানত জমা ছিল ৭৯·০৯ কোটি টাকা; এবং নগদ আমানত ছিল ১৯,৫৮, ৬৪,০০০ টাকা।...ইঃ ব্যাঃ পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক বোর্ড আছে; কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাসের স্থানীয় বোর্ডের সভাপতি, সহকারী-সভাপতি, সেক্রেটারি ৩ জন করিয়া ৯ জন; ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৪ জন ও মূল ম্যানেজিং ডিরেকটর ও ডেপুটি-ডিরেকটরকে লইয়া ডিরেকটর বোর্ড বা পরিচালক সভা গঠিত। প্রায় ১৬০ টি শহরে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে। এই ব্যাংক একস্‌চেন্‌জ কাজ করে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দ্রঃ) স্থাপিত হওয়ায় ইঃ ব্যাঃর কতকগুলি কাজ হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (Imperial Library)
কলিকাতার লাইব্রেরী। Calcutta Public Library ও তৎকালীন ইঃ লাঃ ১৯০২এ যুক্ত করিয়া বর্তমান লাইব্রেরী তৈয়ারী হয়। ১৮৯১এ অনেকগুলি সরকারী লাইব্রেরী যুক্ত করিয়া প্রথম ইঃ লাঃ গঠিত হয়। ১৯০২—১৯২৩ পর্যন্ত মেটকাফ হলে এই গ্রন্থাগার ছিল। তৎপরে এস্‌প্ল্যানেডের সরকারী বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে ৩,৪০,০০০ গ্রন্থ আছে। ইহা ভারত গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চলে।

ইম্পিরিয়ালিজম্‌ (Imperialism)
দ্রঃ সাম্রাজ্যবাদ

ইম্পে (Impey, Sir Elijah ১৭৩২—১৮০৯)
বাঙলার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক। ইংলান্ডে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহপাঠি। কেম্‌ব্রিজের এম.এ ১৭৫৯। ১৭৭৪এ প্রথম চীফ্‌ জাস্টিস হইয়া এদেশে আসেন। ইঁহারই বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৪। পরে হেস্টিংস ইম্পেকে বার্ষিক ৬৫০০ পাউণ্ড বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি করিয়া দেন ১৭৮০। ১৭৮৩এ তাঁহাকে বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়রা 'হেস্টিংসের সঙ্গে সড় করিয়া তিনি নন্দকুমারকে হত্যা করেন' এই অভিযোগে ইম্পিচমেণ্টের সময় ডাকিয়া পাঠান। ইহা প্রমাণিত হয় নাই। ১৭৯০-৬ পার্লামেণ্টের সদস্য।

ইয়ং ইন্‌ডিয়া (Young India)
মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত সাপ্তাহিক ইং পত্রিকা (১৯২২), আহমদাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত। এখন নাই। ইয়ং জারমেনী, ইয়ং ইতালি, ইয়ং আয়ারল্যান্ড, ইয়ং তুর্কি প্রভৃতি অন্দোলন তুলনীয়।

ইয়ং প্ল্যান (Young Plan)
মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে জারমেনীতে ডএস প্ল্যান Dawes Plan (দ্রঃ) ১৯২৯ পর্যন্ত চলে। এই বৎসর মিঃ ওয়েন ডি ইয়ং নামে এক মার্কিন আইন ব্যবসায়ী ও অর্থশাস্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি ক্ষতি [illegible]ণের নূতন পরিকল্পনা করেন। দুই বৎসর মাত্র তদনুযায়ী কাজ চলিবার পর ইহা পৃথিবীব্যাপী অর্থ দুর্গতির জন্য অচল হইয়া গেল। Owen D. Young. জঃ ১৮৭৪। ১৮৯৬ ১৯১৩ বষ্টনের উকিল।

ইয়ংমেনস্‌ ক্রিশ্চান অ্যাসোসিএশন (Young Men's Christian Association)
দ্রঃ 'ওয়াই. এম. সি. এ'

ইয়ংহাস্‌ব্যান্‌ড (Younghusband, Sir Francis ১৮৬৩)
বৃটিশ সামরিক পরিব্রাজক ও পণ্ডিত। জন্মস্থান ভারতবর্ষ মারি নগরে। বিলাতে শিক্ষা; ১৮৮২ সৈনিক বিভাগে যোগদান। ১৮৮৬-৭ মাঞ্চুরিয়া, চীন, মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৮৯০এ রাজনৈতিক বিভাগে বদলী হন। চিত্রল অভিযানের (১৮৯৫) নেতা। ট্রান্সভাল, রোডেশিয়া ভ্রমণ ১৮৯৬-৭; ইন্দোরের রেসিডেন্ট ১৯০২-৩। তিব্বত অভিযান ১৯০২-০৪। কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট ১৯০৬ ৯। কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক। Kashmir 1909; India and Tibet 1912; Dawn in India 1930।

ইয়াক (Yak)
হিন্দীতে বনচোর, বাঙলায় চামরী গাই। এক-ক্ষুরী গোজাতীয় প্রাণী, তিব্বত ও হিমালয়ের অঞ্চলে বাস করে। খুব মজবুত গড়ন দেহ, পা খাটো এবং লম্বা লোম গায়ের নানা জায়গায় থাকে; লেজের কাছে বড় এক থোপা হয়, এই থোপা পুচ্ছ আমাদের দেশে 'চামর' নামে পরিচিত; রাজসভায়, দেবতার পূজায় বাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়। জন্তুগুলির খাড়াই প্রায় ৫½ ফুট। বন্য ও গৃহপালিত দুই জাতের ইয়াক আছে; দুগ্ধ ও মাংসের জন্য লোকে পোষে, এবং ভারবহনের জন্য ব্যবহার করে।

ইয়াংকি (Yankee)
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে ইয়াংকি বলে।

স্বাধীনতা সমরের সময় বৃটিশ সৈনিকরা মার্কিন সৈন্যদের অবজ্ঞাভরে ইয়াংকি বলিত। শব্দের উৎপত্তি অজ্ঞাত, তবে কেহ কেহ মনে করেন লাল মানুষরা ইংলিশ বা আঙলেস্ শব্দটি 'ইয়াংকি' উচ্চারণ করিত ও সেই হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

ইয়েটস্ (Yeats, William Butter ১৮৬৫ — ১৯৩৮)

আয়ারল্যান্ড দেশীয় ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিক। একুশ বৎসর হইতে সাহিত্যচর্চা সুরু করেন; বহুগ্রন্থের লেখক। ১৯১২এ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লেখেন। ১৯২৩এ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আইরিশ আর্ট থিএটরে একজন উদ্যোক্তা ও পরিচালক। আয়ার দেশে কেল্‌টিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা; ১৯২২-২৯ পযন্ত আইরিশ ফ্রী স্টেটের সেনেটর।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (Yale University)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনেকটিকাট স্টেটের নিউহ্যাভেন শহরে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭০১এ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সনন্দ পায়। ১৭১৮ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত; বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। এলিহু ইয়েল (Elihu Yale)-এর নামানুসারে বিঃ বিঃ হইয়াছে। এ-ইয়েলের (১৬৪৯—১৭২১) জন্ম নিউ হ্যাভেনে। ইহার পিতামাতা ওএলসের বাসিন্দা, অস্থায়ীভাবে আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন; পরে লনডনে ফিরিয়া যান। এলিহু ঈস্ট ইঃ কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ (১৬৭২) করেন; ক্রমে মাদ্রাজের সেণ্টজর্জ দুর্গের গভর্নর (১৬৮৭—৯২) হন; ভারতে প্রাইভেটে ব্যবসা করিয়া বিপুল ধনশালী হইয়া ইংল্যান্ডে ফেরেন। নিউ হ্যভেন বিদ্যালয়ে ৮০০ পাঃ ও কিছু গ্রন্থ উপহার দেন তাঁহারই স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। ১৯৩৪এ তথায় ১৫১২ জন অধ্যাপকাদি ও ৫৪৭৫ ছাত্র ছিল।

ইয়েলো ফিবার (Yellow Fever)

পীত জ্বর দ্রঃ

ইরাবান

পৌরাণিক নাম। অর্জুনের ঔরসে নাগকন্যা উলূপীর গর্ভজাত পুত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় অলম্বুষ রাক্ষসের দ্বারা নিহত হয়।

ইরাসমাস (Erasmus ১৪৬৬ – ১৫৩৬)

ওলন্দাজ পণ্ডিত। গ্রীক বাইবেল লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকদের সম্বন্ধে গবেষক; কেমব্রিজের অধ্যাপক। সুইসদেশের বাসেলে (Basel) বহুকাল বাস করেন; সেখানেই মৃত্যু হয়। লুথারের সমসাময়িক।

ইরিডিয়াম্ (Iridium)

মৌলিক ধাতু পদার্থ। পরমাণবিক ওজন ১৯৩.১। ২৯০° সেণ্টঃ তাপে ইহা দ্রব হয়। প্লাটিনামের সহিত মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়। ইহা উজ্জ্বল শ্বেত এবং অত্যন্ত কঠিন কিন্তু ভঙ্গুর পদার্থ। অ্যাসিডের দ্বারা কোন পরিবর্তন হয় না। ফাউণ্টেন-পেনের স্বর্ণ নিবের অগ্রভাগে ইহা থাকে বলিয়া নিবগুলির ডগা সহজে ক্ষয় হইতে পারে না। অ্যাটমিক সংখ্যা ৭৭; আপেক্ষিক গুরুত্ব ২২.৪০।

ইরিসিপ্লাস্ (Erysipalas)

(দ্রঃ ওষ্ঠব্রণ)

ইরেপসিন (Erepsin)

আন্ত্রিক রসে (succus entericus) এক প্রকার জারক আছে, তাহার দ্বারা প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের পেপ্‌টোন শেষ পর্য্যন্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডে (animo-acid) রূপান্তরিত হয়, এবং তখন রক্ত মধ্যে গ্রাহ্য হয়। (দ্রষ্টব্য পশুপতি ভট্টাচার্য; দ্রঃ এনজাইম (enzyme)

ইলখান (Ilkhan)

মুগল সর্দার চেংগিস খাঁর সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পোল্যান্ড পযন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পারস্যের খাঁ বা প্রাদেশিক খাঁনকে 'ইল খাঁন' বলিত। হুলাগু খাঁ ইলখান রাজ্য এইখানে স্থাপন করেন; মুগলরা বোগদাদ ও আরব সভ্যতা ধ্বংস করে।

ইলতুতমিস বা আলতামাস

দিল্লীর দাস রাজবংশের ৩য় সুলতান (১২১১-৩৬)। বাল্যে ক্রীতদাস ছিলেন; পরে কুতবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি ও জামাতা হন। কুতবের মৃত্যুর পর বহু বাধা দূর করিয়া রাজা হন ও ২৬ বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করেন। মুগল সর্দার চেংগিস খাঁ খিভার পলায়নপর রাজা জেলালুদ্দিনকে তাড়া করিয়া আসেন; ইলতুতমিস তাঁহাকে আশ্রয় না দেওয়ায় চেংগিস মুলতান পযন্ত আসেন আরও ভিতরে প্রবেশ করিলেন না (১২২৩)। ইলতুতমিস কুতবমিনার নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন (১২৩১-৩২)। ইহার কন্যা রাজিয়া বেগম।

ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill)

লর্ড রিপনের সময় আইন সদস্য Sir Courtney Ilbert গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে এক বিলে (১৮৮২) প্রস্তাব করেন যে অতঃপর দেশীয় সিভিলিয়ন ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট শ্বেতাঙ্গ সাহেব-অপরাধীদের বিচার হইবে। ইতিপূর্বে দেশীয় ম্যাঃর এই অধিকার ছিল না। রমেশচন্দ্র দত্ত (I. C. S.) প্ররোচনায়

প্রেসিডেন্সি ম্যাঃ বিহারীলাল গুপ্ত (B. L. Gupta, I. C. S.) এই ভেদ নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের নিকট পত্র দেন। এই আলোচনার ফলে এই বিল প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়ানরা ও ফিরিঙ্গীরা একযোগে ভারতবর্ষময় আন্দোলন সুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত বিল যে-ভাবে খশড়া হইয়াছিল সে-ভাবে পাশ হইল না। সাহেবদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এই সময় গঠিত হয়, এবং তাহারা স্থির করিয়াছিল যে এই বিল আইনে পরিণত হইলে লর্ড রিপনকে জোর করিয়া বিলাতে চালান দিবে। মুষ্টিমেয় ইংরেজের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের ফলে গভর্নমেণ্ট কত দূর কাবু হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙালীকে রাজনীতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করে। বাঙলা দেশে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় হইত।

ইলবিলা

যক্ষরাজ কুবেরের মাতা, বিশ্বশ্রবা মুনির পত্নী, তৃণবিন্দুর কন্যা। কুবেরের এক নাম ঐলবিল।

ইলা

বৈবস্বত মনুর কন্যা; বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নাম হয়; পরে কার্তিকেয়র বিহার কাননে গিয়া পুনরায় স্ত্রীভাব হয়। স্ত্রীভাবে বুধের পত্নী হন ও তাঁহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। পুরুষভাবে ইনি উৎকল, গয় ও বিমলের পিতা।

ইলাহি, দীন ইলাহি

আকবর শাহ নানাধর্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য ১৫৭৫এ ইবাদৎখানা বা আরাধনা গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি এইখানে সকল ধর্মের আলোচনা শুনিতেন। ইলাহি ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম চেষ্টা; এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন আবুল ফৈজী। গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দু কেহই তাঁহার এই উদার ধর্মনীতি পছন্দ করিতেন না।

ইলিয়ট (Eliot, Sir Chalrles Alfred) ১৮৩৫—১৯১১)

বাংলার লেফঃ গভর্নর। ১৮৫৬ খ্রীঃ ইঃ কোঃর চাকুরী লইয়া ভারতে আসেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যুদ্ধ করেন। ১৮৬৩ পর্যন্ত অযোধ্যার সহঃ কমিশনর; তথাকার লোক-সাহিত্য ও ইতিহাস সংগ্রহ করেন। সরকারী বহু বিভাগের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৭৮এ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রতিবেদন লেখেন। ১৮৮১-৮৩ আসামের তৃতীয় চীফ কমিশনর। বাংলার ছোটলাট ১৮৯০—৯৫। ইঁহার সময়ে লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট ছিলেন। অনেক বাধার মধ্যে বিহারের রায়তের রেকর্ড অব্ রাইটস্ প্রস্তুত করেন। ১৮৯৫এ অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে ফেরেন। ইঁহার নামে 'ইলিয়ট শীল্ড' ফুটবল খেলা হয়; এই খেলার প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হয়।

ইলিয়ট (Eliot, Charles William ১৮৩৯—১৯২৬)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট (১৮৬৯—১৯০৯); ইঁহার পরিচালনায় হার্ভার্ড পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হয়। ধর্মমতে ইনি ইউনিটেরিয়ান্ ও রাজনীতিক মতে শান্তিবাদী ছিলেন।

ইলিয়ট, জর্জ (Eliot George, ১৮১৯—৮০)

ইংরেজ নারী ঔপন্যাসিক। আসলনাম মেরি অ্যান্ ইভান্স। ১৮৪৯ লন্ডনে আসেন ও ১৮৫১ Westminster Review এর সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়ে দার্শনিক জর্জ হেনরি লিউস (Lewis)এর সহিত তাঁহার প্রণয় হয় এবং লিউসের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সহিত বাস করেন। লিউসের নামের 'জর্জ' তিনি নিজ নামে জুড়িয়া দেন। বহু উপন্যাস রচয়িতা, যথাঃ অ্যাডাম বীড ১৮৫৯; দি মিল অন্ দি ফ্লস ১৮৬০; সাইলাস মার্নার ১৮৬১; রোমোলা ১৮৬৩; ফেলিকস হোলট ১৮৬৬; মিড্ল মার্চ ১৮৭১—২; ড্যানিএল ডেরোনডা ১৮৭৬; এ ছাড়া The Spanish Gypsy ও The Legend of Jubal নামে কাব্য রচনা করেন। ১৮৭৮এ লিউসের মৃত্যু হয়; ১৮৮০তে জন্ ক্রস্কে বিবাহ করেন ও সেই বৎসরেই মারা যান।

ইলিয়াড্ (Iliad)

গ্রীক মহাকাব্য; অন্ধকবি হোমারের রচিত বলিয়া প্রবাদ। স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী হেলনকে ইলিয়াম্ দেশের রাজপুত্র প্যারিস অপহরণ করিয়া লইয়া যান। হেলেন উদ্ধারের জন্য গ্রীকরা ইলিয়ামের রাজধানী ট্রয় (এশিয়া মাইনর) আক্রমণ ও অবরোধ করে; দশ বৎসর পর ট্রয় ধ্বংস হয়। ইলিয়াড কাব্যে শেষ বৎসরের ৫১ দিনের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি ২৪ পর্বে বিভক্ত। বাংলায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইলিয়াডের গল্প অবলম্বনে 'হেকটর বধ' কাব্য রচনা করেন। (দ্রঃ নবকৃষ্ণ ঘোষ, ইলিয়াডের গল্প)।

ইলিশ মাছ (Clupea ilisha)

বাঙালীর পরিচিত মাছ; বর্ষাকালে গঙ্গা ও পদ্মাতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহারা স্রোতের উজানে চলে। গোয়ালন্দ ব্যবসায়ের কেন্দ্র, রেলযোগে নানাস্থানে রপ্তানী হয়; কলিকাতার গঙ্গায় পাওয়া যায়; মাছ তৈলযুক্ত, গুরুপাক। শুঁটকি ও নোনা ইলিশ বিক্রয় হয়।

ইলেকট্রন (Electron)

১৮৭৪ অব্দে আইরিশ বিজ্ঞানী ডাঃ জনস্টোন স্টোনী (Stoney) বিদ্যুতের পরমাণু ('atom of electricity') লইয়া সর্ব প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৯১এ তিনি এই বৈদ্যুৎকণার 'ইলেক্‌ট্রন' নামাকরণ করেন। কিন্তু ইলেকট্রন-মতবাদের পত্তন করেন Zeeman (১৮৯৬), এবং তৎপরে টমসন (১৮৯৭) ও কুরিযুগল (১৮৯৮) এ বিষয়ে বহু গবেষণা করেন। Sir J. J. Thomson বিরল (rarefied) হাওয়ার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিয়া প্রথম প্রমাণ করিলেন যে পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়। হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে প্রায় দুই হাজার গুণ হালকা বৈদ্যুৎ-কণা তাঁহার পরীক্ষায় ধরা পড়িল। যে কোন পদার্থ হইতে বৈদ্যুৎশক্তি বা পার-বেগুনি (ultra-violet) রশ্মির প্রভাবে অনুরূপ বৈদ্যুৎকণা বিচ্ছিন্ন করা যায়। বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তেজপ্রিয় পদার্থ হইতে মহাবেগে নির্গত আলফাকণার সাহায্যে প্রমাণ করেন প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎওয়ালা একটি কেন্দ্রবস্তু। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তুর নাম প্রোটোন। ইলেকট্রন হইতেছে নেগেটিভ বা না-ধর্মী, প্রোটোন পজিটিভ বা হা-ধর্মী। ইলেকট্রন হালকা, চঞ্চল, প্রোটোন রাশভারি; কিন্তু উহাদের বিদ্যুতের পরিমাপ ঠিক এক। প্রোটোন ও ইলেকট্রন এই দুই বিপরীত-ধর্মী ও অসম ওজনের কণা মিলিয়া কিউপায়ে পরমাণুর ভিতর শান্তি স্থাপন করিয়া আছে তাহা প্রথম স্থির করিয়াছেন বিজ্ঞানী রাদার-ফোর্ড ও নিল বোর। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটোন ও তাহাকে ঘিরিয়া বিভিন্ন গোলাকার পথে অদ্ভুত দ্রুতবেগে পাক খাইতে খাইতে ঘোরে ইলেকট্রনের দল, যেমন সৌরমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের দল পাক খাইয়া ক্রমাগত তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।

ইলেকট্রিসিটি (Electricity)

(দ্রঃ তড়িৎ)

ইলেকট্রোকিউশন (Electrocution)

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে আমাদের দেশে ফাঁসি দিয়া বধ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুৎ-চার্জের দ্বারা এই মৃত্যু সংঘটিত হয়। অপরাধীকে বিশেষ একপ্রকার চেয়ারে বসাইয়া খুব উচ্চ ভোলটের (Voltage) বৈদ্যুৎ প্রবাহ উহা দিয়া পাঠানো হয়; মৃত্যু নিমেষের মধ্যে হয়। নিউইয়র্ক স্টেটে এই পদ্ধতি ১৮৮৮ অব্দে গৃহীত হয় এবং ১৮৯০এ প্রথম ইলেক্‌ট্রোকিউশন হয়।

ইলেকট্রা (Electra)

গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিসের একখানি নাটক। ইলেকট্রা ছিল আগামেনন ও ক্লাইটেমনেস্ট্রার কন্যা। ক্লাঃ তাহার পিতাকে হত্যা করিলে, সে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরেস্‌টিসকে (Orestes) রাজা স্ট্রোফিয়াসের নিকট প্রেরণ করে। ভ্রাতা বড় হইলে ইলেক্‌ট্রা তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করে এবং অরেস্‌টিস্ ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে হত্যা করে। অতঃপর অরেস্টিস্ তাহার বন্ধু পাইলেডিসের (Pylades) সহিত ভগ্নীর বিবাহ দেয়।

ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং (Electroplating)

লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু বায়ুর স্পর্শে মরিচা ধরে বা ক্ষইয়া যায়; ইহা রোধ করিবার জন্য অন্য কোন দামী ধাতু যাহা সহজে বায়ু বা জলের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, তাহার পাতলা দ্রবন ইহার উপর প্রলেপ করিয়া দিলে ঐসব কমদামী ধাতু নির্মিত সামগ্রী দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। উপরে ধাতুপ্রলেপ দেওয়ার কাজ বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা সম্পন্ন হয়। তামার সামগ্রীর উপর রৌপ্যের প্রলেপ, লৌহ ও পিতলের উপর নিকেল প্রলেপ দেওয়া হয়।...একটি কাঁচের পাত্রে এক প্রকার লবণের জল ভরিয়া তাহার উপরে দুইটি দণ্ড রাখিয়া একটি হইতে একখানি রৌপ্য ও অপরটি হইতে যেসব জিনিস রূপালি করা হইবে সেইগুলিকে দ্রবণের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর যে দণ্ড হইতে রৌপ্য খণ্ড ঝুলানো আছে তাহাতে পজিটিভ বিদ্যুতের তার লাগাইয়া এবং যে দণ্ডে তামার সামগ্রীগুলি ঝুলানো আছে তাহাতে নেগেটিভ বিদ্যুতের তার লাগাইয়া চার্জ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে রৌপ্য খণ্ড ক্ষইয়া গিয়া তাম্র সামগ্রীতে স্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়।...নিকেল প্লেটিং বহু সামগ্রীতে প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্তমানে মোটরগাড়ীর উপর ক্রোমিয়ম ধাতুর ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং হইতেছে।

ইলেক্‌শন (Election)

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্মতলতা বা ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। আমাদের দেশে ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসি-প্যালটি, জেলা বোর্ড, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থা সভায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচক-মণ্ডলী গভর্নমেণ্ট ঘোষিত নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া নিজ পক্ষের প্রতিনিধিকে ভোট দেয়; নির্বাচন ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্ট-মনোনীত ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট থাকেন (Presiding Officer)। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা আছে, যেমন ভারতীয় সম্মিলিত পরিষদ বা হাউস্ অব্ এসেম্বলিতে। প্রতিষ্ঠান ভেদে ৩-৫ বৎসর অন্তর নূতন নির্বাচন হয়; গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টে ৭ বৎসর অন্তর ইলেকশন হয়, তবে ইতিমধ্যে যদি মন্ত্রীপরিষদ পার্লামেণ্টের বিশ্বাস হারান এবং নূতন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করিবার মত লোকও যদি তৎকালীন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে

রাজাদেশে নূতন ইলেকশন হয়। প্রার্থীকে ইলেকশন খরচ গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিতে হয়। নির্বাচনের পূর্বে বা সময়ে কতকগুলি অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের বিশেষ আইন আছে। ইং প্রার্থীদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গভর্নমেণ্টকে তাহাদের নির্বাচনে দাঁড়াইবার অভিপ্রায় গোপন করিতে হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া অন্য নির্বাচনে প্রার্থীদের টাকা গভর্নমেণ্টের কাছে জমা দিতে হয়। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ভোট না পাইলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়।

ইম্বল

বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। এই দানব ব্রাহ্মণবেশে আর্য ভাষায় ব্রাহ্মণগণকে আতিথ্য করিত; তৎপরে হরিণরূপী ভ্রাতা বাতাপিকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণদের আহার করিতে দিত। আহারান্তে বাতাপিকে ডাকিলে সে অতিথির উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। (দ্রঃ বাতাপি)

ইশা, ইশার মূল, ইশে (Aristolochia Indica)

সং অর্কমূলা। বারমাসের লতানে গাছ, ভারতের সর্বত্র জন্মে। ইহার পাতা ত্রিশিরা-আকৃতি, নোনা আতার পাতার ন্যায়, কিনারা ঢেউ খেলানো। ফুল বিচিত্র, নিম্নভাগ ঘটাকার, ঊর্ধ্বাংশ শরের মতন; ফল প্রায় ষটকোণ। মূল অত্যন্ত তিক্ত, উত্তেজক। বিছার কামড়ের অব্যর্থ ঔষধ; উহা সেবন ও কাটার স্থানে মালিশ করিতে হয়। লোক বিশ্বাস সর্পাঘাতের ঔষধ। নানা টোটকা ঔষধে লাগে। (যোগেশ; Chopra 468, 566)

ইষলাঙ্গলা (Gloriosa superba)

সং অগ্নিশিখা, লাঙ্গলিকী। রজনী গন্ধাদি বর্গের বন্য রোহিনী বর্ষাকালে তেউড় হইতে জন্মে। শরৎকালে ফল পাকিলে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়; পাতা একোত্তর, মৎস্যাকার, অগ্রভাগে অঙ্কুশযুক্ত। ফুল বড়, অগ্নিবর্ণ, দল ৬, ধার তরঙ্গিত। গর্ভকেশর বাঁকিয়া পুংকেশরের উপর পড়ে, দেখিতে যেন লাঙ্গলের ইষ। গর্ভঘাতিনী বলিয়া বিশ্বাস। (দ্রঃ উলটা চণ্ডমূল) Chopra ইষলাঙ্গলাকে Hydrolea zeylancia বলিয়াছেন (p. 499)।

ইস্কাইলাস (Æschylus খৃঃ পূঃ ৫২৫—৪৫৬)

গ্রীক নাটক রচয়িতা। যৌবনে পারসিকদের বিরুদ্ধে মারাথন ও সালামিসের যুদ্ধে লড়াই করেন। আথেন্স ও সাইরাকিউসে বাস করেন। ৬০খানি নাটক লেখেন বলিয়া প্রবাদ; কিন্তু মাত্র ৭ খানি আছে।

ইসপ (Æsop খৃঃ পূঃ ৬২০—৫০০)

এশিয়া মাইনরস্থ ফ্রিজিয়া দেশে জন্ম। সামোসদ্বীপে দাস ছিলেন; পরে লিডিয়ার রাজা ক্রোসাস্ কর্তৃক সম্মানিত হন; জনপ্রবাদ ডেলফি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরোহিতরা তাঁহার মৃত্যু ঘটান। অপর প্রবাদ ইসপ কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করেন মাত্র। পণ্ডিতদের অনুমান গল্পগুলি ভারত হইতে পশ্চিমে গিয়াছিল। গল্পগুলি সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রীক গল্পগুলি কবিতায় Babrius নামে লোকের রচনা; লাতিনে কবিতাকারে Phaedrus রচনা করেন। এইসব গল্প রচনায় ইসপের কৃতিত্ব কতখানি জানা যায় না।

ইসপগুল, ইসফ্‌গুল Plantago ovata)

পারস্যদেশের ছোট শাক, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশেও জন্মে। বৈদ্য শাস্ত্রে এই গাছ অজ্ঞাত; যুনানি ও হেকিমী চিকিৎসকেরা ইহার প্রচুর ব্যবহার করেন। সর্দিকাশি, প্রমেহ ও সকল প্রকার বস্তি রোগে ইহা সেব্য। ভিজাইলে লালাটে হয়; ইহা স্নিগ্ধ কারী (দ্রঃ যোগেশঃ ভারতদর্পণ)। প্লানটাগো জাতের ৫০ রকমের গাছ আছে; তন্মধ্যে ভারতে ১০ রকম জন্মে। কর্নেল চোপ্‌রা বহু বিস্তারে তাঁহার গ্রন্থে ইসপগুলের বর্ণনা করিয়াছেন (Indigenous Drugs of India p. 354—64)। ইহা ১২—২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেবনের পর মলরূপে নির্গত হয়; ইহা কোষ্ঠবদ্ধতার উত্তম ঔষধ; প্যারাফিন প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ অপেক্ষা ইহা নির্দোষ। প্যারাফিনাদি ব্যবহারে অনেক সময়ে বৃহদন্ত্র, গুহ্যদ্বার প্রভৃতির নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা দেয়, ইসপগুল সেবনে সেপ্রকার কিছু দেখা যায় না।

ইসমৎ পাশা (১৮৮৪)

তুর্কী রাজনীতিজ্ঞ। ১৯০৩এ তুর্কী সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন ও ১৯০৮এ 'ইয়ং তুর্কী' বিপ্লবের অন্যতম নেতা হন। মহাযুদ্ধের সময় তুর্কী সৈন্যের নায়ক ছিলেন; যুদ্ধান্তে জাতীয় দলে যোগদান করেন। ১৯২২ বৈদেশিক মন্ত্রী ও ১৯২৪ হইতে কামাল পাশার প্রধান মন্ত্রী হন। নব্য তুর্কীর পুনর্গঠনে অন্যতম সহায়ক।

ইসমাইল পাশা (১৮৩০—৯৫)

মিশরের খেদিভ বা তুর্কি সুলতানের প্রতিনিধি। ইব্রাহিম পাশার (দ্রঃ) পুত্র। ইনি সুয়েজ খাল কাটিবার পক্ষপাতী ছিলেন ও তুর্কির সুলতান কর্তৃক ১৮৬৭তে খেদিভ মনোনীত হন। অমিতব্যয়ীভাবে রাজ্যশাসনের ফলে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সের চাপে ১৮৭৯এ তাঁহাকে খেদিভ পদ ত্যাগ করিতে হয়।

ইসমাইলি সম্প্রদায়

মুসলমান শীয়া সম্প্রদায়ের উপশাখা। জাফর পুত্র ইসমাইল হইতে সম্প্রদায়ের নাম। শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর অস্-সাদিক বা 'সত্যবাদী' জাফরের (৭৩৪—৬৫) মৃত্যু হয়; জ্যেষ্ঠ

পুত্র ইসমাইল ইমাম ইঁহার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পিতার জীবিত কালে মদ্যপান অপরাধ হেতু ইমামত্ব হইতে বিচ্যুত হন, জাফর নিজ কনিষ্ঠ পুত্র মুসা অল কাজিমকে (৭৬৫—৯৯) ইমাম করিয়া যান। ইহাতে একদল লোক প্রীত হয় নাই; তাহারা ইসমাইলের পুত্র মোঃ অল মক্তুমকে ইমাম করিয়া গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে ইসমাইলি পৃথক শাখা-সম্প্রদায় হইল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মনিধর্মের বহু গুহ্য সাধন ক্রিয়া গ্রহণ করে; এবং ইহাদের মধ্যে একদলকে লোকে বাতিনিয়া (তাত্বিক) বলিত। মোঃ অল্ মক্তুমের পর তাঁহার পুত্র জাফর অল্ মুসাদেক ইমাম হন; তৎপুত্র মোঃ অলহবীর ইমাম হন। ইঁহার সময়ে ইস্মাইলি সাধনা আরবের নানাস্থানে, সিন্ধু, ভারত, মিশর, উত্তর আফ্রিকা প্রচার লাভ করে। আবু আবদুল্লা নামে একজন ইসমাইলি মুয়াল্লিম আফ্রিকায় গিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন ও অবশেষে ৯০৯ অব্দে ফতেমীয় খলিফা বংশ স্থাপন করেন। সকলে ইহাদিগকে ফতেমীয় বলিয়া স্বীকার করে না। (দ্রঃ ফতেমীয় খলিফা)। ইহারা নগণ্যই ছিল; অবদুল্লা ইসলামের সকলপ্রকার বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এই সম্প্রদায় হইতে দূর করিয়া দেন। তিনি নিজে মাহদী হইয়া লোকদের উপর গুরুগিরি করেন। ৮৯১এ হামদান করমৎ নামে একজন বাবিলনীয় ইসমাইলিদের সহিত জুটিয়াছিলেন; তিনি অল্পকাল পরে কারমাথিয়ান সম্প্রদায় (দ্রঃ) গড়িয়া তুলিলেন। প্রায় ২০০ বৎসর ইহারা ইসলামের মধ্যে অনেক রক্তারক্তি করে। এই সম্প্রদায় হইতে বোম্বাইএর খোজা (দ্রঃ) সম্প্রায়ের উদ্ভব।

ইসরেল (Israel)

ইহুদীদের প্রজাপতি (Patriach) ইয়াকুব (Jacob)এর ১২টি পুত্র বারোটি জাতির জনক; ইসরেল ইহাদের সকলের সাধারণ সংজ্ঞা।

ইসলাম

হজরত মোহম্মদ প্রচারিত ধর্মকে ইসলাম বলে। ইসলাম শব্দের অর্থ 'ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ'। ইসলামের মূল কথা,—ঈশ্বর এক ও ধর্ম নিরাকার—হঃ মোহম্মদ শেষ নবী বা প্রেরিত পুরুষ। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান (দ্রঃ); উহা ব্যতীত হাদীস ধর্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাসীরা মানেন। (দ্রঃ মুসলমান)

ইসলাম খাঁ

(১) বাঙলার সুবেদার (১৬০৮); রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী পরিবর্তিত করেন। (২) মশহাদি; বাঙলার সুবেদার (১৬৩৭)।

ইসলাম সুর

দিল্লীর পাঠান বাদশাহ (১৫৪৫—৫৪); শের শাহের পুত্র। সম্রাট হইবার পূর্ব্বে নাম ছিল সলিম।

ইসাইয়া (Isaiah)

ইহুদীদের ঋষি; জেরুসালেমবাসী। বাইবেলের প্রাচীন অংশে ইসাইয়ার গ্রন্থ (Book of Isaiah) আছে; ইহা ভগবৎ ভক্তিতে অতুলনীয়। খৃঃ পূঃ ৮ম শতকে অসীরিয়ার রাজা সেনাচেরিব ইহুদীদের দেশ আক্রমণ করিলে ইসাইয়া ঘোষণা করেন যে জিহোভার পূজা হয় না বলিয়া ইহুদীদের শাস্তি দিবার জন্য সেনাচেরিব আক্রমণ করিয়াছেন।

ইসাবেলা (Isabella ১৪৫১—১৫০৪)

স্পেনের অন্তর্গত কাস্টাইলের রাজা ২য় জনের (১৪০৬-৫৪) কন্যা। আরাগনের রাজা ফার্দিনান্দের সহিত বিবাহ হওয়ায় (১৪৬৯) কাস্টাইল ও আরাগন (১৪৭৮) মিলিত রাস্ট্র হইল। ইহারা মুসলমান মুরদের বিতাড়িত করিয়া একটি অখণ্ড স্পেনীশ রাজ্য গঠন করেন। ইঁহারই সহায়তায় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে যাইতে পারেন। ইংল্যান্ডে এই সময়ে ৪র্থ এডোয়ার্ড ও ৭ম হেনরী রাজা। ইসাবেলা ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন ও ১৫০৪এ মৃত্যু হয়। ইহার পর ফার্দিনান্দ ১৫১৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর চার্লস (৫ম) রাজা হন।

ইসাবেলা (১২৯২—১৩৫৮)

ইংলান্ডের রাজা ২য় এডওয়ার্ডের স্ত্রী ১৩০৮। ইনি ফরাসীরাজ ৪র্থ ফিলিপের কন্যা। ইহার স্বভাবমন্দ ছিল এবং স্বামীর মৃত্যু ঘটাইয়া পুত্রকে রাজা করেন (১৩২৬) এবং চারি বৎসর নিজে সর্বেসর্বা হইয়া রাজত্ব করেন। ৩য় এডোয়ার্ড ১৩৩০এ স্বয়ং রাজ্যভার লইয়া মাতাকে এক দুর্গে পাঠাইয়া দেন। রোজার মর্টিমার নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাণীর প্রীতি-পাত্র ছিলেন।

ইসিস (Isis)

প্রাচীন মিশরের দেবী, অসিরিসের স্ত্রী ও হোরাসের মাতা। পূর্বে ছিলেন ধরিত্রীদেবী ও পরে চন্দ্রমা দেবী। খৃস্টানদের মেরী ক্রোড়ে যীশুর ভাব ইসিস্ কোলে হোরাস হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

ইসোথার্ম (Isotherm)

(দ্রঃ সমোষ্ণ রেখা)

ইসোবার (Isobar)

(দ্রঃ সমাপ্রেষ রেখা)

ইস্পন্দ, ইসবন্দ (Syrian rue; Peganum Harmala; Ruta graveolens)

নারঙ্গাদি বর্গের ক্ষুপ. ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়; উত্তর-পশ্চিম

ভারত, সিন্ধু, কাশ্মীর, পারস্য, আরব, উত্তর আফ্রিকা, হাংগেরী, স্পেন প্রভৃতি স্থানে জন্মে। পারস্য হইতে প্রচুর বীজ আমদানী হয়; ইহা হইতে একপ্রকার লাল রঙ পাওয়া যায়। উহা নানা প্রকার ঔষধে লাগে; ফিতা-ক্রিমি নাশক; বীর্যকর। (দ্রঃ Chopra 347—9)

ইস্পাত (Steel)

বেসেমার (Bessemer) ও সিমেন্স-মার্টিন (Siemens-Martins) পদ্ধতি অনুসারে ঢালাই লৌহকে পুনরায় গলাইয়া ইহা হইতে অঙ্গার ফসফরাস প্রভৃতি খাদ বাহির করিয়া দেওয়া যায়; এই ইস্পাত সাধারণত অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়। কিন্তু প্রয়োজন মত শক্ত করিবার জন্য অঙ্গার, (০·৬ হইতে ২%) টাঙসটান, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ম্যাংগানিস, নিকেল প্রভৃতি পদার্থ মিশাইয়া নানা জাতের ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইস্পাত দ্রব করিয়া নানাবিধ কল কব্জার অংশ, হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি বানানো হয়। পৃথিবীতে আমেরিকা, জারমেনী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়ামে প্রচুর ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর কারখানার কিছু ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে। (দ্রঃ বেসেমার পদ্ধতি)

পৃথিবীর মোট তৈয়ারী ইস্পাত (১৯৩৪ অব্দের হিসাব ০০০ মেট্রিক টন)

মার্কিনদেশ ২৬,৩৭০ ;	লাক্সেমবুর্গ ১,৯৩২ ;
সোভিয়েট ৯,৬০০ ;	ইতালি ১,৮৫০ ;
ইংল্যান্ড প্রভৃতি ৯,০০০ ;	চেকোস্লোভাকিয়া ৯৫৩ ;
ফ্রান্স ৬,১৪৭ ;	সুইডেন ৮৬১ ;
জাপান ৩,৮১০ ;	পোল্যান্ড ৮৫৬ ;
বেলজিয়াম ২,৯৮৮ ;	ভারতবর্ষ ৮১৩ ইত্যাদি।

ইহুদীজাতি (Jews)

সেমেটিক জাতীয় লোক। বর্তমানে ইহারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া বাস করিতেছে। জনসংখ্যা ১½ কোটির উপর। ইহাদের জাতীয় ভাষাকে হীবরু বলে; জারমান ও হীবরু ভাষা মিশ্রিত। এই ভাষায় বহু গ্রন্থ বর্তমানে লিখিত হইতেছে। ইহুদীরা একেশ্বরবাদী। পূর্ব ইউরোপেই বেশি বাস করে। বাইবেলের প্রাচীন গ্রন্থে ইহুদীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। অতি আদিমযুগে ইহারা মেসোপটেমিয়ায় বরাবর জীবন যাপন করিত। নানাদেশে ঘুরিয়া মিশরে যায় (খৃঃ পূঃ ১৫০০) এবং বহু কষ্টের পর তাহারা মুসার (Moses) নেতৃত্বে সে-দেশ ত্যাগ করিয়া কানান্ বা ফিলিস্তিনে (Palestine) আসিয়া বাস করে (? খৃঃ পূঃ ১২৫০)। ক্রমে ইহারা ১২টি জাতিতে বিভক্ত হয়। লেভি পরিবার পুরোহিতের কার্য করিয়া খ্যাতি লাভ করে। প্রথমে 'জজ' এবং পরে রাজারা ইহুদীদের শাসন করেন। সল, দাউদ, সলোমন ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত রাজা; সলোমনের সময়কে স্বর্ণময় যুগ বলা হয়। স্বাধীন হইয়া তাহারা মাক[illegible] নামে পুরোহিত-রাজাদের শাসনাধীন থাকে; এই সম[illegible] যীশু খৃস্টের জন্ম হয়। ৭০ খৃঃ অব্দে রোমানরা ফিলিস্তিন অধিকার করে ও জেরুসালেম ধ্বংস করিয়া ইহুদীদের বিতাড়িত ক[illegible]। সেই হইতে ইহারা নিজের দেশ ছাড়িয়া ভবঘুরে। দুই হাজার বৎসর পর ইহারা পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরিয়া আসিয়া বাসের চেষ্টা করিতেছে। ইহারা সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী; কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বদেশ বলিতে কোন দেশ ইহাদের ছিল না। ১৯ শতকে ফিলিস্তিনে এই প্রত্যাবর্তন আন্দোলন বা Zionism সুরু হয়। মহাযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিন তুর্কদের হস্ত হইতে ইংরেজদের সহায়তায় উদ্ধার হয় এবং যুদ্ধান্তে স্থির হয় যে ঐদেশ ইংরেজের হেপাজতে ইহুদীদের আবাস-ভূমি হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু লক্ষ ইহুদী এখানে আসিয়া বসতি করে। ধনী ইহুদীদের অর্থ-সাহায্যে ফিলিস্তিনের বিশেষ আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। জেরুসালেমে হীবরু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ফিলিস্তিনে আরবরা কোনঠাসা হইতেছে। এই ইহুদী আগমন বন্ধ করিবার জন্য আরবরা চেষ্টা করিতেছে (দ্রঃ ফিলিস্তিন)। জারমেনী হইতে হিটলার ইহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছে। সর্বদেশে ইহুদীদের উপর অত্যাচার চলিতেছে, অথচ জ্ঞানে বিজ্ঞানে ধনে ইহারা ইউরোপে অগ্রণী। বৃটিশ দ্বীপে প্রায় ৩,০০,০০০ ইহুদী এখন বাস করিতেছে; বৃটিশ সাম্রাজ্যে ৫,৫০,০০০। সমগ্র পৃথিবীতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ইহুদী আছে; ইহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষ ইউরোপে এবং ৪২ লক্ষ উত্তর আমেরিকার বাসিন্দা।...ইহুদী পঞ্জিকার নববর্ষ আরম্ভ হয় ৫ই অক্টোবর। (দ্রঃ জিওন আন্দোলন)

ঈগল (Eagle)
ইউরোপের অতিকায় পক্ষী ; ঠোঁট মাংসাসী পক্ষীর স্থায় বাঁকা ও তীক্ষ্ণ ; মাথায় লোম আছে, আকারে ২ হাত লম্বা। স্কটল্যান্ডে স্বর্ণ ঈগল অত্যন্ত দুর্গম পর্বতে বাসা বানায় ; ইহাদের শক্তি এত বেশী যে জীবন্ত ভেড়ার ছানা নখে ধরিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। জারমেনীর নিশানে ঈগল পক্ষী অঙ্কিত।

ঈজিয়ান সভ্যতা (Ægean Civilisation)
ভূমধ্যসাগরে ক্রীট দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ২০ শতকের প্রারম্ভে স্যর জন ইভান্স (Evans) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তৎপূর্বে শ্লিমান (Schlimann) এশিয়া মাইরের উঃ-পঃ-কোণে ট্রয়, দঃ গ্রীসে মিকিনি, টিরিনস প্রভৃতি স্থান খনন করেন। এইসব স্থানে প্রাচীন নগরী, গৃহ, প্রাচীর-চিত্র, মূর্তি, লেখ পাওয়া গিয়াছে। ক্রীটের লিপি কেহ পড়িতে পারেন নাই। মিশরীয় সভ্যতা ক্রীটে ও সেখান হইতে গ্রীসের দক্ষিণে যায়। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে ও চারিদিকের দেশে এই সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা ঈঃ সঃ নামে ইতিহাসে খ্যাত। এই প্রাচীন সভ্যতাকে ঈজিয়ান সঃ বলে।

ঈদ্ (আরবীশব্দ অর্থ আনন্দ, খুশী)
(১) ঈদ্-উল্-ফিৎর ; মুসলমানদের পর্বদিন। রমজানের (দ্রঃ) দীর্ঘ উপবাসের পর আনন্দ ও বিশ্রামের দিন। এই দিন সকল সম্প্রদায়ের মুসলমান পরস্পরকে আদব করে। গ্রামের দীন দুঃখীকে খাদ্যদান করা হয়।

(২) ঈদ্-উজ-জোহা বা বকর-ঈদ্। বাঙলায় বলে বকরীদ। জিলহিজ মাসের ১০ম দিনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী দেওয়া হয়। ঈদগাহ্ বা সাধারণ নামাজের স্থানে এই দিন প্রাতে সমস্ত মুসলমানকে সমবেত হইয়া প্রার্থনাদিতে সময় ক্ষেপণ করিতে হয়। তৎপরে পশু কোরবানী করিবার নিয়ম। কোরবানীর উদ্দেশ্য সংসারের মায়াবন্ধন কামাদি রিপু বা যা-কিছু ঈশ্বর-বিরোধী তাহাকে জবাহ্ দেওয়া।

ঈনীড (Æneid)
রোমান কবি ভার্জিল (খ্রঃ পূঃ ৭০-২১) রচিত লাতিন ভাষার মহাকাব্য, ১২ কাণ্ডে বিভক্ত। কবির জীবনের শেষাংশে রচিত। ইহা রোমানদের জাতীয় কাব্য, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড, ওডেসীর অনুকরণে লিখিত। ঈনিয়াস ট্রয়ের রাজকুমার ; ট্রয় ধ্বংসের পর বৃদ্ধ পিতা ও শিশু পুত্রকে লইয়া দেশত্যাগ করেন ও পথে বহু বিপদের মধ্যে পড়েন। কার্থেজে আসিয়া রানী দিদোকে (Dido) বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে ঈঃ তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, দুঃখে দিদো আত্মঘাতী হন। সেখান হইতে ইতালীতে গিয়া ঈনিয়াস্ বাস করেন ও সেখানকার রাজ-কুমারীকে বিবাহ করেন। এই ঘটনা মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

ঈমান
ঈমান শব্দের অর্থ নিরাপদ করা বা বিপদের আশঙ্কাহীন করা। শ্রোতা বর্ণনাকারীর বর্ণনা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়া-রূপ বিপদ হইতে নিরাপদ করে বলিয়া ঈমান শব্দের অন্য অর্থ 'বিশ্বাস করা'। ইস্‌লামী পরি-ভাষানুসারে হজরত মুহম্মদ (দ্রঃ) যাহা প্রচার করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। এই হিসাবে ঈমান ও ইস্‌লাম প্রায় সমার্থবাচক। এই জন্য মুসলিম-দিগকে ঈমান হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ মুমিন (বিশ্বাসী) বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে।

ইস্‌লামের পঞ্চস্তম্ভের (যে পাঁচটী স্বেচ্ছায় ও উহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিলে যে মুস্‌লীম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা তাহা, এই—ঈমান নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত) মধ্যে ঈমান সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান স্তম্ভ। ইহার প্রধান অঙ্গ "লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্" (আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নহে, মুহম্মদ (দ্রঃ) তাঁহার প্রেরিত) এই কলেমা বা বাক্য মুখে উচ্চারণ, উহাতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন এবং কার্যে উক্ত বিশ্বাসের প্রকাশ। এতদ্ব্যতীত কোরাণের ঐশী বাণী হওয়া, হজরত মুহম্মদের (দ্রঃ) পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁহাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা, ফেরেশতা, (ক্ষুৎ-পিপাসা, ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপু বর্জ্জিত, ঈশ্বর আরা-ধনায় নিযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টি বিশেষ) পরকাল ও পরকালে পাপ পুণ্যের বিচার, স্বর্গ, নরক, নরকের উপরে স্থাপিত ভীষণ, পুল (যাহার উপর দিয়া পুণ্যবান ও পাপীগণকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পুণ্যবানগণ অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে গমন

করিবেন কিন্তু পাপীগণ উহার তীক্ষ্ণধারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া নরকে পতিত হইবে) পাপ পুণ্য পরিমাণার্থে শেষ দিবসে স্থাপিত তৌল যন্ত্র প্রভৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপনও ঈমানের অঙ্গ।

ঈশান

একাদশ রুদ্রের অন্যতম। শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে সূর্য মূর্তি। ঈশান-কোণ পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ। (North-East : NE)

ঈশান বৃত্তি (Eshan Scholarships)

কলিকাতার ঈশান চন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১২,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া বলেন যে বি.এ.তে প্রথম ছাত্রকে ঐ টাকার সুদ হইতে বৃত্তি দিতে হইবে। ছাত্র এম.এ. পড়িলে তবে উহা পায়। হিন্দু ছাত্রই কেবল ইহা দাবী করিতে পারে। প্রথম বৃত্তি ১৮৬৬ অব্দে প্রদত্ত হয়।

ঈশান নাগর (১৪৯২—১৫৭০ ?)

'অদ্বৈত প্রকাশ' রচয়িতা। অদ্বৈতের জন্মস্থান সিলেটের লাউড় পরগণার নবগ্রাম। ঈশান-জননী পিতৃহীন শিশুকে লইয়া শান্তিপুর আসেন ও অদ্বৈতের মৃত্যু পর্যন্ত (১৫৮৫) সেখানে থাকেন, তৎপরে লাউড়ে ফিরিয়া যান ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর অনুরোধে ৭০ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। ৭৬ বৎসর বয়সে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' সম্পূর্ণ করেন। (বঃ সাঃ সেঃ)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১২৬৭—১৩৪২)

যশোহর জেলার গ্রামে জন্ম। ১৮৮৫ সরকারী শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ। কলিকাতার হেয়ার স্কুলে বহুকাল শিক্ষক; এ ছাড়াও অন্যত্র এবং শিক্ষা বিভাগের দপ্তরে কাজ করেন। পালি 'জাতক' ৬ খণ্ডে বাঙলায় অনুবাদ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ইঁহার পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পিতার নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন (১৯৩৫); উদ্দেশ্য প্রাচ্য গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় 'ঈশান মালা' অনুবাদ প্রকাশ।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬২—১৩০৪)

পিতা কৈলাশচন্দ্র; কবি হেমচন্দ্রর ভ্রাতা। 'যোগেশ কাব্য' এবং 'সুধাময়ী' উপন্যাস রচয়িতা। হুগলীর উকিল। ইঁহার উৎসাহে 'পূর্ণিমা' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৩০১)। (বঃ সাঃ সেঃ)।

ঈশ্বরকৃষ্ণ

হিন্দুদর্শন—সাংখ্য-কারিকরা রচয়িতা। (দ্রঃ সাংখ্যদর্শন)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৩—৬৫) বাঙলা কবি ও লেখক।

পিতা হরিনারায়ণ। কাঁচড়াপাড়াবাসী; কলিকাতায় মাতুলালয়ে অল্প বয়সে আসেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭এর ১৬ মাঘ 'সংবাদ প্রভাকর' নামে সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন। ১২৩৯এ যোগেন্দ্র মোহনের মৃত্যু হইলে কাগজ উঠিয়া যায়। পুনরায় ১২৪৩ ২৭ শ্রাবণ 'সংবাদ প্রভাকর' বাহির করেন, তখন উহা সপ্তাহে তিনবার বাহির হইত। ১২৪৬, ১লা আষাঢ় হইতে দৈনিক হয়, ইহাই প্রথম বাংলা দৈনিক। বিদ্যাসাগরের বিধবা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ রচনা লিখিতে থাকেন। ১২৫৩এ 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে পত্রিকা সম্পাদন করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে উঠিয়া গেলে ১২৫৪ ভাদ্র মাসে 'সাধুরঞ্জন' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে ইঃ কবির দলের জন্য গান বাঁধিয়া দিতেন। ইনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিদের কবিতা বহু ক্লেশে সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। ইনি প্রাচীন কবিওয়ালাদের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি। ১২৬০ 'প্রভাকর' বড় করিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১২৬৫, ১০ মাঘ মৃত্যু হয়। ইহার রচিত গ্রন্থ—প্রবোধ প্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ, কলিনাটক, লুপ্ত রত্নোদ্ধার ইত্যাদি। (বঙ্গ ভাষার লেখক ২৭১-৬)

ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা (১৭১৮—১৮০০)

কৃষ্ণনগরের রাজা (জমিদার); পিতা শিবচন্দ্র। ইনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। 'সারদা মঙ্গল' নামে বাঙলা মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১)

বাঙলার লেখক ও সমাজসংস্কারক। মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম; পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ১৮২৯এ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হন; ১৮৪০এ বিশবৎসর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়া ১৮৪১এ ৪০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী'তে মহাভারতের অনুবাদ (১৮৪৮) আরম্ভ করেন। কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদকও ছিলেন। ১৮৪৬এ সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। ১৮৪৯ পুনরায় ফোঃ উইঃ কলেজের অধ্যাপক; ১৮৫০এ সংস্কৃত কলেজে ৯০৲ টাকা বেতনে অধ্যাপক পদ পাইলে ফোর্ট উইলিয়ামের কাজ ছাড়িয়া দেন। ১৮৫১এ তথাকার প্রিন্সিপাল হন, তখন বেতন হয় ১৫০৲, ক্রমে ৩০০৲ হয়। ইহার উপর স্কুল পরিদর্শকরূপে ১৮৫৫ হইতে ২০০৲ টাকা অতিরিক্ত পাইতে থাকেন। এই সময়ে বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে চলিত করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহে ও প্রচার কর্মে লিপ্ত হন। ইহার ফলে বহু শত্রু সৃষ্টি হয়।

১৮৫৬এ তাঁহার চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১২৬৩, ১২ই শ্রাবণ এক বাল-বিধবার সহিত নিজ পুত্র *নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ দেন, এবং ৬০টী বিধবার বিবাহে নিজে* ৮২,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। স্কুল পরিদর্শকরূপে বহু বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। অবশেষে একবার কর্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দেন (১৮৫৮)। ইহার পর বাঙালী ছাত্রদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন; সে-যুগে বাঙালী ছেলের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক খুব কমই ছিল। 'বর্ণপরিচয়' হইতে 'সীতার বনবাস'—২৫ খানি গ্রন্থ লেখেন। সংস্কৃত 'ব্যাকরণ কৌমুদী' এবং 'উপক্রমণিকা' বাংলা ভাষায় লিখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজ সাধ্য করিয়া দেন, ইতিপূর্বে এভাবে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত শিখাইবার মত গ্রন্থ ছিল না। ১৮৭২এ মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৮০এ C.I.E. উপাধি লাভ হয়। দানে তাঁহার নাম অমর হইয়াছে। বহু বিধবা, দরিদ্র ছাত্র ও সাহিত্যিক পণ্ডিত তাঁহার দান পাইয়াছেন। ধর্ম বিষয়ে তিনি উদারনীতিক ছিলেন; বহু বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন (দ্রঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর জীবনী। শম্ভুচন্দ্র, সুবলচন্দ্র মিত্র (ইংরেজি) রচিত জীবনী; রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, চরিত্র পূজা) অধুনা মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। সজনীকান্ত দাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ সমূহের কালানুক্রমিক তালিকা :—

১৮৪৭ (২৭ বয়স) বেতাল পঞ্চবিংশতি [হিন্দী বৈতাল পচ্চীসীর অনুবাদ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষর আদেশে রচিত] অন্নদামঙ্গল সম্পাদন।
বাঙ্গালার ইতিহাস (১৭৫৬—১৮৩৫) [মার্শমনের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত]

১৮৪৯ (২৯) জীবনচরিত [Chamber's Biography পুস্তকের অনুবাদ]

১৮৫১ (৩১) শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ (বোধোদয়)। [ইংরেজি পুস্তক হইতে সংকলিত] সংস্কৃতব্যাকরণের উপক্রমণিকা। ঋজু পাঠ ১ম ভাগ, ৩য় ভাগ।

১৮৫২ (৩২) ঋজুপাঠ ২য় ভাগ।

১৮৫৩ (৩৩) রঘুবংশম্‌। কিরাত-অর্জুনীয়ম্‌। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম, ২য় ভাগ।

১৮৫৪ (৩৪) ব্যাকরণ কৌমুদী ৩য় ভাগ; শকুন্তলা [কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার বাংলার উপাখ্যান]। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তিকা।

১৮৫৫ (৩৫) বর্ণপরিচয় ১ম, ৩য়।

১৮৫৬ (৩৬) কথামালা [Æsops' Fables অবলম্বনে]। চরিতাবলী ১৮৫৩-৫৮। সর্বদর্শন সংগ্রহ (এশিয়াটিক *সোসাইটি হইতে প্রকাশিত*)।

১৮৫৭ (৩৭) শিশুপাল বধ (সংস্কৃত) সম্পাদন।

১৮৫৯ (৩৯) পাঠমালা।

১৮৬০ (৩৮) মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১৮৪৮]। সীতার বনবাস।

১৮৬১ (৪১) কুমারসম্ভব মল্লিনাথকৃত টীকা সমেত। রামায়ণ সটীকা সম্পাদন।

১৮৬২ (৪২) ব্যাকরণকৌমুদী ৪র্থ ভাগ; সংস্কৃত কাদম্বরী।

১৮৬৩ (৪৩) আখ্যানমঞ্জরী [ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে রচিত]

১৮৬৩ (৪৬) শব্দমঞ্জরী [বাংলা অভিধান, অসমাপ্ত]

১৮৬৮ (৪৫) আখ্যানমঞ্জরী ১ম, ২য় ভাগ।

১৮৬৯ (৪৯) ভ্রান্তিবিলাস [শেকসপিয়ারএর Comedy of Errorsএর গল্পাংশ]। মেঘদূতম্‌।

১৮৭১ (৫১) বহুবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধাদি। অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

১৮৭২ (৫২) উত্তরাচরিতম।

১৮৮৩ (৫৩) হর্ষচরিতম্‌।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শ্লোক, আত্মজীবনী (১৮৯১) ও বহু পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

ঈশ্বরপুরী

শ্রীচৈতন্যর অন্যতম গুরু। গয়ায় পিতৃ-পিণ্ড দান করিতে গেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট।

ঈস্‌ট্‌ ইন্‌ডিয়া কোম্পানী (East India Company)

১৭শ-১৮শ শতকে ইউরোপের নানা দেশে কতকগুলি কোম্পানী গঠিত হয়; নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া পূর্বভারতে (ঈস্‌ট ইন্‌ডিস) একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার তাহারা লাভ করে।

(১) ইংরেজ ঈস্‌ট ইন্‌ডিয়া কোঃ লন্ডনের কয়েকজন বণিক লইয়া গঠিত হয়। ইহারা ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০, রানী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনদ লাভ করে; তখন নাম ছিল The Governor and the Company of Merchants of London trading with the East Indies; পনের বৎসরের জন্য ইহারা প্রথম একচেটিয়ার অধিকার পায়। ২১৭ জন অংশীদার ৬৮,৩৭৩ পাউণ্ড মূলধন দিয়া কোঃ গঠন করে। ১৬১২এ দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে সুরাট বন্দরে ফাকটরি বা গুদাম স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করে। ১৬৪৫এ মাদ্রাসে ফোর্ট সেণ্টজর্জ নির্মাণের অধিকার লাভ করে।

১৬৬১এ ২য় চার্লস এই কোম্পানীকে 'বিধর্মী'দের দেশে যুদ্ধ, সন্ধি, দুর্গনির্মাণ ও উপনিবেশে দেওয়ানী ও 'ফৌজদারী ক্ষমতা প্রয়োগ' প্রভৃতির অধিকার দান করেন। ১৬৬৮তে বোম্বাই দ্বীপ (দ্রঃ) চার্লসের নিকট হইতে ঈঃ ইঃ কোঃ পায়। ১৬৭৫ বঙ্গদেশের গঙ্গা নদী তীরে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৭৭এ চার্টারে কোম্পানী নিজস্ব টাঁকশাল স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৬৯৯এ কলিকাতার পত্তন হয়। (দ্রষ্টব্য. কলিকাতা ভৌঃ অংশ) ১৮শতকের মধ্যভাগ হইতে দেশীয় রাজাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক বিবাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমে দঃ ভারতে (১৭৪৯) ও পরে বঙ্গদেশে (১৭৫৭) আধিপত্য সৃষ্টি করে। ১৭৭২এ সর্বপ্রথম বৃটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর পরিচালন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে (Regulating Act) ও সেই সময়ে স্থির হয় প্রতি ২০ বৎসর অন্তর কোম্পানীকে নূতন করিয়া সনদ লইতে হইবে এবং ঐ সময়ে কোম্পানীর কাজ কর্ম সম্বন্ধে বহু বিস্তারে তদন্ত হইবে। ১৭৮৩ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর পরিচালকবর্গের উপর একটি নিয়ামক সমিতি (Board of Control) গঠন করেন। ১৭৯৩র সনন্দ গ্রহণের পরে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত হয়। ১৮১৩এ কোঃর বাণিজ্য বিষয়ে একচেটিয়াত্ব নষ্ট হয়। ১৮৩৩এ কোম্পানী বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিতে বাধ্য হইল এবং ভারতের শাসন ভার Governor-General in Councilএর হস্তে অর্পিত হইল। ১৮৫৩এ শেষ সনন্দ; সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ হয়। ১৮৫৭এ সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঈঃ ইঃ কোঃ লোপ পায় ও পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করে। বোর্ড অব্ কনট্রোলের সভাপতি ভারতসচিব হইলেন।

(২) দিনেমার ঈঃ ইঃ কোঃ ১৬১৮ অব্দে সৃষ্ট হয় ও ১৬৩৩এ লোপ পায়। ১৬৭৩এ পুনরায় গঠিত হয় ও ১৭২৯এ শেষ লোপ পায়। বাঙলাদেশে শ্রীরামপুর দিনেমার অধিকৃত স্থান ছিল। তথাকার খৃস্টান কলেজ দিনেমার রাজার সনন্দ-বলে ডিগ্রী দেয়।

(৩) ডাচ্ ঈঃ ইঃ কোঃ কয়েকটি ছোট কোম্পানী একত্র হইয়া ১৬০২, মার্চ ২০এ গঠিত হয়। গভর্নমেণ্ট হইতে এই কোঃ উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে মাগেলিন প্রণালী পর্যন্ত বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ১৬১৯এ যবদ্বীপের বাটাভিয়াতে কুঠি স্থাপিত হয় ও ১৭শতকে আফ্রিকার দক্ষিণে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, সিংহলের বহু স্থানে ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৯৫, ১২ সেপ্ঃ কোম্পানী উঠিয়া যায় ও ইহার রাজ্য প্রভৃতি ডাচ্ গভর্নমেণ্টের অধীন চলিয়া যায়।

(৪) ফরাসী ঈঃ ইঃ কোঃ ১৬৬৪তে মন্ত্রী কলবার্টের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ১৬৭৫এ সুরাটে ফ্যাকটরি স্থাপন করে; ও করমণ্ডল উপকূলে পন্দিচেরি ইহারা পায়। ১৭৬০, ১৩ অগস্ট এই কোম্পানী লোপ পায়। এই কোম্পানী বহু কাল ভারতে ইংরেজ ঈঃ ইঃ কোঃর সহিত যুদ্ধ করে। বাণিজ্য বিষয়ে ইহারা কখনো তেমন মনোযোগ দেয় নাই। ইহা ফরাসী সরকারের একটি বিভাগ মাত্র ছিল।

(৫) সুইডিশ ঈঃ ইঃ কোঃ ১৭৪১এ সুইডেনের Gothenburg শহরে গঠিত হয়; ১৮০৬এ সংস্কার করিয়া পুনর্গঠিত হয়।

(৬) অস্টেন্ড ঈঃ ইঃ কোঃ অস্ট্রিয়ান বণিকদের সঙ্ঘ। ১৭২৩এ স্থাপিত হয়; কয়েক বৎসর মাত্র কার্য করে; সম্রাট ৬ষ্ঠ চার্লস্ ইংরেজকে খুশী করিবার জন্য উহা বন্ধ করিয়া দেন ১৭৩১।

ঈস্ট্ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (E. I. Ry.)

১৮৪৫ বিলাতের একটী কোম্পানী ভারতে রেলপথ নির্মাণ সুরু করে। ১৮৮০ ভারত সরকার উহা ক্রয় করিয়া লন, কিন্তু উক্ত কোম্পানীকেই পরিচালকরূপে রাখেন। ১৯২৫ Oudh & Rohilkhand Ry. ইহার সঙ্গে মিশিয়া যায়। ১৯২৫এ কোম্পানীর কার্যকাল শেষ হইলে উহা ভারত সরকারের খাশ হয়। প্রথমে এই রেলপথ হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত তৈয়ারী হয় (১৮৫৪, ২৫ অগস্ট)। বর্তমানে ঈঃ ইঃ রেলপথ ৩৩৯১ মাইল। কোম্পানীর মূলধন ১৪৫·৫০ কোটি টাকা। বাৎসরিক আয় ৭·১০ কোটি। লাভ শতকরা ৪·৯২%। উত্তর পশ্চিম ভারতে এই রেলপথ গিয়াছে।

ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (E. B. Ry.)

বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথ। ভারত সরকার ১৮৫৯এ একটি বিলাতী কোম্পানীকে মুনফা গ্যারাণ্টি দিয়া এই রেলপথ নির্মাণের জন্য আহ্বান করেন। কলিকাতা হইতে সারাঘাট পর্যন্ত রেল ১৮৬২, ২ জানুঃ খোলা হয়। ১৮৫৯এ কলিকাতা সাউথ ঈস্টার্ণ অংশ সুরু হয়। গঙ্গার উত্তরে নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ১৮৭৪এ মিটার গেজ মাপে হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত নির্মিত হয়। ১৮৮২তে খুলনা শাখা তৈয়ারী হয়। ১৮৮৪এ সমস্ত রেল কোম্পানীগুলিকে স্টেট্ রেলওয়ে করা হয়। ১৮৮৫ ঢাকা শাখা খোলা হয়। পদ্মার উপর হার্ডিং ব্রীজ নির্মিত হওয়ায় ও উত্তর বঙ্গের রেলপথ মিটার গেজ মাপের পরিবর্তে ব্রড্ গেজ করায় কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে ট্রেন বদল না করিয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায়।...মোট রেলপথ ২০০৮ মাইল। মূলধন ৫১·১০ কোটি টাকা; বাৎসরিক আয় ১·০৪ কোটি টাকা; লাভ শতকরা ২·০৫%।

ঈস্টম্যান (Eastman, George ১৮৫৫—১৯৩২)

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক। ১৮৮০এ তিনি ফোটো তুলিবার শুষ্ক প্লেট, ১৮৮৪এ গুটান ফিলম্, ১৮৮৮তে কোডাক ক্যামেরা প্রস্তুত করেন। রচেষ্টারে ক্যামেরা নির্মাণের বিপুল কারখানা করিয়া

প্রভূত ধনশালী হন। তিনি দেড় কোটি পাউণ্ড নানা প্রতিষ্ঠানে দান করেন। ১৯৩২এ জীবনের কার্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া ৭৭ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করেন।

ঈস্টার (Easter)

যীশু খৃস্টের মৃত্যুর চারিদিন পরে তিনি কবর হইতে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যান—এইরূপ একটি ধারণা গোঁড়া খৃস্টানদের মধ্যে ছিল। সেই পুনরুত্থানের দিন হইতেছে ঈস্টার। আসলে ঈস্তার হইতেছে জারমানদের বসন্ত কালের দেবীর নাম। বসন্ত কালের বৃক্ষাদির নব জন্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। ২২এ মার্চ হইতে ২৫এ এপ্রিল মধ্যে ঈস্টার সাধারণত পড়িত। ১৯২৮ অব্দে লীগ অব্ নেশানস-এর অনুরোধে উহা এপ্রিলের ২য় শনিবারের পর প্রথম রবিবার ধার্য হইয়াছে। শুক্রবারে যীশুর কবর হয়, চারিদিন পরে সোমবার তিনি ওঠেন, সেইজন্য Easter Monday'ও পবিত্র দিন।

ঈসা খাঁ

আকবরের সময়ে বাঙলাদেশে বারোভুঁইয়ার অন্যতম; পূর্ববঙ্গে সুবর্ণগ্রামের অধিপতি। ইঁহার পিতা (বা পিতামহ) কালিদাস গজদানী পশ্চিম ভারত হইতে পূর্ববঙ্গে আসেন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ঈসা খাঁ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলে প্রথমে সেনাপতি শাহবজ খাঁ প্রেরিত হন। তিনি পরাভূত হন। অতঃপর মানসিংহকে আকবর ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; ঈসা খাঁ পরাভূত হইয়া মুগল সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। আকবর তাঁহাকে দেওয়ান নিয়োগ করিয়া উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। বিখ্যাত ভুঁইয়া বীর চাঁদরায়ের কন্যা সোনামণিকে হরণ করার পর হইতে অধঃপতন সুরু হয়।

ঈষৎ স্বচ্ছ (Translucent)

যে সব পদার্থের মধ্য দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারেনা তাহাকে অস্বচ্ছ (opaque) বলে; এবং যাহাদের ভিতর দিয়া আলো অল্প প্রবেশ করে, তাহাদিগকে ঈষৎস্বচ্ছ বলা হয়। অভ্র, অত্যন্ত পাতলা ধাতব পাত, পাতলা পোর্সিলেন প্রভৃতিকে ঈষৎ স্বচ্ছ বলা যায়।

(Termite, White Ant ; Neuroptera)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই কীট বাস করে; মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ ও নীচে গর্ত করিয়া মৌমাছির চাকের মত ছোট খুপরীওয়ালা কামরা বানায়। উপরে টিপি কোনো কোন স্থানে ২০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়। ইহাদের রানী খুব বড়, রাজা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। রানী প্রতি সেকেণ্ডে একটি ডিম দেয়। অন্য উইরা রানীর বাড়ীর সৈনিক বা ভৃত্য। রানীর মৃত্যু হইলে অন্য কুমারীকে তাহারা আহারাদি দিয়া রানী করে। ইহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ শাসন ও ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকবা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। উই কাঠ, কাগজ কাটিয়া ক্ষতি করে। আলকাতরা মাখানো থাকিলে সহজে কোন জিনিষ কাটিতে পারে না। ইহাদের ডানা বাহির হইলে আর ঘরে থাকে না; বৃষ্টির পর যে বাদল-পোকা উড়িতে দেখা যায়, তাহারা এই ডানাওয়ালা উইপোকা।

উইক্লিফ (Wycliffe, John ১৩২৪—৮৪)

ইংরেজ ধর্মসংস্কারক পণ্ডিত। অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজের অধ্যক্ষ। তৎকালীন ধর্মযাজক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; সন্ন্যাসীরাও তদ্রূপ জীবন যাপন করিতেন। উইক্লিফ এইসকলের সংস্কারে মন দেন। 'বাইবেল' ইংরেজিতে তর্জমার জন্য তিনিই প্রথম দায়ী। ইঁহার দলভুক্ত যাজক-গণকে লোকে 'ললার্ড' বলিত; ইঁহাকে লোকে রিফর্মেশনের শুকতারা (Morning-Star of the Reformation) বলিত। পুরোহিতরা উইক্লিফের শক্তি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজকুমার জন (অব্ গন্ট্) তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া তাহা সম্ভব হয় নাই। উইক্লিফের প্রচারফলে ইংল্যান্ডে চাষীদের বিদ্রোহ (Peasants' Revolt) হয় ১৩৮১। ১৩৮৪, ৩১ ডিসেম্বর মৃত্যু হয়।

উইটান (Witan বা Witenagemot)

বিজ্ঞজন সমাগম। ইংল্যান্ডের অ্যাঙলো-স্যাক্সন যুগের বিদ্বান ও জ্ঞানীদের সভা। রাজা ইহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। রাজপরিবারের লোক, আর্চবিশপ, বিশপ, অ্যাবট্, জমিদারদের লইয়া এই সভা বসিত। নর্মানরা

বৃটেন জয় করিলে তাহারা সামন্তচক্র বা ফিউডাল প্রণালী প্রবর্তন করে; তখন এই উইটান বা বিদ্বানদের সভা বন্ধ হইয়া যায়।

উইন্ড মিল (Wind Mill)

বাতাসের সাহায্যে বড় বড় পাখা (fan) ঘুরাইয়া শক্তি সৃষ্টি করিয়া যে কল চালানো হয় তাহাকে উইন্ড মিল বলে। হল্যান্ডে বহুকাল হইতে জল পাম্প করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাতের পাখা করিয়া মজবুত কাঠামো বানাইয়া পাম্পের কাজে ও এমনকি বিজলি সৃষ্টির কাজে লাগানো হইতেছে। ভারতে যে পরিমাণে হাওয়া চলে তাহাতে সমুদ্রতীরে উইন্ড মিল চলিতে পারে।

উইন্ডসর বংশ (House of Windsor)

ইংল্যান্ডের বর্তমান রাজাদের রাজবংশকে হাউস অব উইন্ডসর বলা হয়। ৫ম জর্জ ১৯১৭ অব্দে পরিবারের জারমান সংস্রব ও উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজবংশের এই নূতন নাম দেন। ইতিপূর্বে এই বংশ 'হ্যানোভার বংশ' নামে খ্যাত ছিল। সম্রাট ৮ম এডোয়ার্ড এই বংশের ২য় রাজা। রাজপদ ত্যাগ করিয়া তিনি ডিউক অব্ উইন্ডসর নামে খ্যাত হইয়াছেন।

উইল্ (Will) বা দানপত্র

নিজ সম্পত্তি বা ধনের মালিক, সুস্থচিত্তে লিখিত আকারে দুই জন সাক্ষীর সহি লইয়া ইচ্ছামত নিজ সম্পত্তি বা স্বোপার্জিত ধন দান করিতে পারেন। বৃহৎ সম্পত্তি হইলে আইনজীবীর দ্বারা উহা লিখাইতে হয়; একাধিকবার উইল করা যায় ও শেষের উইলই আদালতে গ্রাহ্য। উইলে এক্সিকিউটর বা অছির নাম থাকে; উইল সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর অছিগণ তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন। উইলের আইন অত্যন্ত জটিল। আদালতে উইল জাল ও উইল রদের মোকদ্দমা প্রায়ই হয়।

উইল্কিস (Wilkes, John ১৭২৭—৯৭)

ইংরেজ সাংবাদিক ও রাজনীতিক। ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইলেও ইংল্যান্ডে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও রাজনীতিক বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকার লাভের জন্য দায়ী। 'নর্থ বৃটন' নামে পত্রিকায় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ লেখার জন্য পার্লামেন্ট হইতে বিতাড়িত হন। পার্লামেন্টে তিনবার সদস্য নির্বাচিত হইলেও ১৭৭৪র পূর্বে তাঁহাকে তথায় বসিতে দেওয়া হয় নাই। ঐ বৎসর লনডনের লর্ড মেয়র হন।

উইল্কিন্স্ (Wilkins, Sir Charles ১৭৫০-১৮৩৬)

ইংরেজ ভাষাবিদ্। ১৭৭০এ ইস্ট ইনডিয়া কোংর চাকুরী লইয়া ভারতে আসেন। মালদহের কুঠির অধ্যক্ষ। সংস্কৃত, বাঙলা, উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। গীতার অনুবাদ (১৭৮৫); ১৭৭৯ সংস্কৃত ব্যাকরণ; 'এশিয়াটিক রিসার্চস' নামে গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশ। ১৭৮৬ বিলাত প্রত্যাবর্তন; ১৮০৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা। ১৮৩৩এ স্যার উপাধি। ১৮৩৬ মৃত্যু। ইনি হুগলী জিলার পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে ১৭৭৮এ বাঙলা অক্ষর খোদাই করিয়া বই ছাপান। ফারসী অক্ষরও তিনি খোদাই করেন।

উইল্ডে (Wilde, Oscar: Oscar Fingall O'Flahertie Wills, ১৮৫৬-১৯০০)

আইরিশ নাট্যকার, লেখক। তিনি Art for Art's Sake এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। ডাবলিনের এক ডাক্তারের পুত্র; অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমেরিকায় বক্তৃতা করেন। ফিরিয়া বহু নাট্য লেখেন। ১৮৯৫ কোনো নৈতিক অপরাধহেতু তাঁহার দুই বৎসর জেল হয়। ইহার পর ফ্রান্সে গিয়া বাস করেন। উইল্ডে ১ খানি উপন্যাস Dorian Grey (১৮৯৫), ৫ খানি নাটক, ১ খানি কাব্য ও কয়েকটি প্রবন্ধ-বহি রচনা করেন। তাঁহার De Profundis বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ফ্র্যাংক হ্যারিস নামে এক লেখক উইল্ডের জীবনী লিখিয়া অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছিল; অধুনা তদ্‌বিরুদ্ধে বহু মত প্রকাশিত হইতেছে। প্যারিসে মৃত্যু হয় ১৯০০, নভেম্বর ৩০।

উইলবারফোর্স (Wilberforce, William ১৭৫৯-১৮৩৩)

মানব প্রেমিক ও জনসেবক। জন্ম ইংল্যান্ডের হাল শহরে। ১৭৮০ পার্লামেণ্ট প্রবেশ করেন। ১৭৮৮ হইতে বিশ বৎসর চেষ্টার পর ১৮০৭এ ক্রীতদাসপ্রথা রদ বিষয়ক আইন পার্লামেণ্টে পাশ করিতে পারেন। বৃটেনের বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৩এ হাল নগরীতে শতবার্ষিকী উৎসব হইয়াছিল।

উইলসন্ (Wilson, Horace Hayman ১৭৮৬-১৮৬০)

সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্ম ইংল্যান্ডে। ১৮১৬-৩২ কলিকাতা টাঁকশালের অ্যাসে-মাস্টার। ১৮১১-৩৩ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক। মেঘদূত (১৮১৩) মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, উত্তর রামচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী নাটকের অনুবাদক। Theatre of the Hindus, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামে ইংরেজি গ্রন্থের লেখক; ঋক্‌বেদ, বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক। মিলের (James Mill) 'বৃটিশ ভারতের ইতিহাস' নামে গ্রন্থ সটীক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৩৩এ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক ; ১৮৩৬ ইন্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ।

উইলসন, উড্রো (Wilson, Thomas Woodrow ১৮৫৬-১৯২৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৯তম প্রেসিডেণ্ট। ভার্জিনিয়া স্টেটবাসী। প্রিনস্টন ও জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রিনস্টনের রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ১৯০২এ বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। ১৯১০এ ঐ পদ ত্যাগ করেন ও নিউ জারসি স্টেটের গভর্নর নির্বাচিত হন। ১৯১২এ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হন। মহাযুদ্ধের সময় ইনি প্রথম দিকে নিরপেক্ষ ছিলেন ও যুদ্ধ হইতে আমেরিকাকে দূরে রাখিতে পারায় দ্বিতীয় বার (১৯১৬ নভেঃ) সভাপতি পদে নির্বাচিত ছিলেন। ১৯১৭ এপ্রিল মাসে নানা রাজনৈতিক কারণে মহাযুদ্ধে উইলসনকে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। ১৯১৮, ৮ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রীয় কন্‌গ্রেসে উইলসন্ বিশ্বশান্তির জন্য ১৪ দফা সর্ত উল্লেখ করেন। সে-যুগের আমেরিকার মিত্র পক্ষকে সমর্থনের ফলেই জারমেনীর পরাজয় ঘটে। যুদ্ধান্তে শান্তি বৈঠকে ইনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন ; ইনি লীগ্ অব্ নেশনস্ গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৯২০এ ভার্সাই সন্ধির সর্ত প্রকাশিত হইলে আমেরিকা লীগে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইল। ১৯২০এ প্রেসিডেণ্ট পদের কাল শেষ হইলে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৪, ৩ ফেব্রুঃ মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে The State নামে বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক।

উইল্‌হেলমিনা (Wilhelmina)

হল্যান্ডের বর্তমান রানী ও শাসক ; ৩য় উইলিয়ামের কন্যা, জন্ম ১৮৮০। উইলিয়ামের পুত্র না থাকায় ইনি ১৮৯০ এ রানী হন। ১৮৯৮এ অভিষেক হয় ও ১৯০১ এ জারমেনীতে বিবাহ হয়। ইঁহার একমাত্র কন্যার জন্ম হয় ১৯০৯। ইনি হল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রানী।

উইলিংডন (Willingdon, Freeman Thomas Earl of, ১৮৬৬)

ভারতের বড়লাট। ১৯০০এ বৃটিশ পার্লামেণ্ট প্রবেশ। ১৯০৫—১২ জুনিয়ার লর্ড ট্রেজারি। ১৯১৩—১৯ বোম্বাই-এর গভর্নর। ১৯১৯—২৪ মাদ্রাসের গভর্নর। ১৯১০ এ ব্যারন, ১৯২৪ ভাইকাউণ্ট। ১৯২৬—৩১ কানাডার গভর্নর জেনারেল। লর্ড আরউনের পর ১৯৩১—৩৬ ভারতবর্ষের বড়-লাট। এই সময়ে Earl, হন। এখন ইংল্যান্ডে ভারত স্বাধীনতা বিরোধীদের অন্যতম। ইনি গান্ধীজিকে জেলে পাঠান এবং ইঁহার সময়ে বহু অর্ডিন্যান্স পাশ হয়। ইঁহার সময়ে ভারত-সচিব ছিলেন স্যর স্যামুএল হোর ; এবং বাংলার গভর্নর স্যর জন্ অ্যানডারসন।

উইলিয়াম (William)

এই নামে ইংল্যানডে চারিজন রাজা ছিলেন।

১ম উইলিয়াম (জন্ম ১০২৭ ; রাজা ১০৬৬-১০৮৭।

ডিউক অব্ নরমানডি। ফ্রান্সের নরমানডি প্রদেশের ডিউক হন ১০৩৫। ইনি ইংল্যানডের রাজা হ্যারলড্‌কে সেনলাক্ বা হেস্‌টিংসের যুদ্ধে ১০৬৬, অক্টোবর ১৪, পরাজিত করিয়া জোর করিয়া বৃটেন দখল করেন। অবশেষে ইংরেজদের বিজ্ঞজনপরিষদ (Witenagemot) তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। উইনচেস্টারের Chapel of Domesday নামক চার্চে এই ফিরিস্তি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া এই দপ্তরের নাম হয় Domesday Book। ইহাতে প্রত্যেক প্রজার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। ইনি বৃটেনে ফিউডাল সিস্‌টেম্ বা সামন্তচক্রতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মৃত্যু ১০৮৭।

২য় উইলিয়াম (জঃ ১০৫৮ ; রাজা ১০৮৭-১১০০)

উইলিয়াম, ডিউক অব্ নরমানডির দ্বিতীয় পুত্র। নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র রাজা। কেণ্টারবেরির সাধুচরিত্র আর্চবিশপ আন-সেলমের সহিত বিরোধ করেন। ১১০০ অব্দে 'নূতন বনে' মৃগয়া করিতে গিয়া কোন অজ্ঞাত আততায়ীর তীরে নিহত হন।

৩য় উইলিয়াম (জঃ ১৬৫০ ; রাজা ১৬৮৯-১৭০২)

ইংল্যানডের রাজা ২য় জেমস্‌কে পদচ্যুত করিয়া পার্লামেণ্ট ১৬৮৮ অব্দে তাঁহার কন্যা মেরী (১৬৮৯-৯৪) ও জামাতা উইলিয়ামকে রাজরানীরূপে আহ্বান করে। উঁর পিতা হল্যান্ডের অন্তর্গত অরেন্‌জ প্রদেশের প্রিন্স ও তাঁহার মাতা ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের কন্যা।...১৬৭৬এ ২য় জেমসের কন্যা মেরীকে ইনি বিবাহ করেন। এই উইলিয়াম ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ফ্রান্সের ১৪শ লুইএর শক্তি ধ্বংসের জন্য দায়ী। ইঁহার সময়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেণ্ট জাতীয় ঋণ (National Debt) স্বীকার করিয়া লন, এতদিন ঋণ রাজার ব্যক্তিগত দায় ছিল। ১৭০২এ মৃত্যু হয়। ইঁহার সময়ে মন্ত্রিসভা (Cabinet) ও দলগত শাসন-তন্ত্রের (Party Govt.) সূচনা হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর জেমসের ২য় কন্যা অ্যানি রানী হন (১৭০২-১৪)। ইঁহার নামানুসারে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম হয়।

৪র্থ উইলিয়াম (জঃ ১৭৬৫ ; রাজা ১৮৩০—৩৭)

তৃতীয় জর্জের ৩য় পুত্র। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৪র্থ জর্জের মৃত্যুর পর ইনি

রাজা হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। তাই ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব্ কেন্টের কন্যা ভিক্টোরিয়া ইঁহার মৃত্যুর পর রানী হন। ইঁহার সময়ে রিফর্ম অ্যাক্ট (১৮৩২) পাশ হয়; কলোনি-সমূহে দাসপ্রথা রদ হয়। ১৮৩০এ লিভারপুল, ম্যানচেস্টার রেলপথ খোলা হয়। ভারতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ হয় (১৮৩৪)।

উইলিয়াম (Wilhelm)

(১) প্রুশিয়ার রাজা ও জারমেন সম্রাট। জঃ ১৭৯৭। ১৮৬১ হইতে ১৮৮৮ প্রুশিয়ার রাজা ও ১৮৭২-৮৮ পর্যন্ত জারমান সম্রাট, ১৮৬২ হইতে বিসমার্ককে (দ্রঃ) জারমেন রাষ্ট্রর নিয়ন্তা হন। অস্ট্রিয়াকে পরাভূত (১৮৬৬), ডেনমার্ককে পরাজিত করিয়া (১৮৬৪) শ্লেজউগ-হলস্ট-ইনের অংশ গ্রহণ (১৮৬৭) করেন। ফ্রান্সকে হারাইয়া (১৮৭১) আলসেস-লোরেন প্রদেশ প্রুশিয়া ভুক্ত করেন ও ১৮৭২এ ইনি জারমান সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন। মৃত্যু ১৮৮৮। (২) ২য় উইলিয়াম—সাধারণত 'কাইসার' নামেই পরিচিত। ইঁহার সময়ে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ হয়। জন্ম ১৮৫৯। ইঁহার পত্নী (বিবাহ ১৮৮১) ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিকটোরিয়ার কন্যা ছিলেন। উইলিয়াম ১৮৮৮ জারমান সম্রাট হন। ১৮৯০এ মতভেদ হওয়ায় বৃদ্ধ বিসমার্ককে অবসর লইতে বাধ্য করেন। সেই হইতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইনি প্রধান ব্যক্তি হন। ১৯১৪এ যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা ইঁহারই প্ররোচনায় হইয়াছিল, একথা বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। ১৯১৮ নভেম্বর ৯ই রাজ্য ত্যাগ করিয়া হল্যানডে পলায়ন করেন। ইংরেজরা তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইবার ও যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করিবার চেষ্টা করে; হল্যান্ড আশ্রিতকে ত্যাগ করে নাই। ১৯২০ প্রথমা পত্নীর বিয়োগ। ৯২২এ পুনরায় বিবাহ করেন।

উইলিয়ামস্ (Williams, Sir George ১৮২১—১৯০৫)

Young Men's Christian Association সংক্ষেপে YMCA নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। লনডনে আসিয়া দর্জির কাজে ভাগিদার হন। ইনি অতি ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ১৮৪৪এ ১২ জন বন্ধুতে মিলিয়া Y.M.C.A ওয়াই.এম.সি.এ (দ্রঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ স্যর উপাধি লাভ করেন।

উকিল (Pleader ; Vakil)

"যে ব্যক্তি বিচারালয়ে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যের সাহায্যার্থে প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহারকার্য সমাধা করেন। বাদী প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষার্থ যে মোকদ্দমা পরিচালিত করেন।" (জ্ঞানেন্দ্র মোহন)। আইন ব্যবসায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুএট হইয়া তিনবৎসর আইন কলেজে পড়িতে হয়। তথা হইতে পাশ করিলে B.L. (Bachelor of Law) উপাধি পাওয়া যায়। হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে হইলে একজন প্রবীন উকিলের নিকট article clerk বা শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়; তৎপরে তথায় উপযুক্ত ফী দিয়া ভর্তি হইতে পারা যায়। শিক্ষানবীশীর নিয়ম মফঃস্বলের আদালতেও প্রবর্তিত হইয়াছে। উকিলরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় উপস্থিত হইতে পারেন। হাইকোর্টের উকিলকে Vakil বলা হয়, অন্যত্র উকিলকে Pleader বলে। (দ্রঃ আডভোকেট ব্যারিস্টার)। শব্দটি পার্সী। মুসলমান যুগে এক শ্রেণীর ক[র্মচা]রীর উপর সরকারী কাজ কর্মর ভার অর্পণ করা হইত, তিনি সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেন। এখনো উকিলরা মোকদ্দমাকারীদের প্রতিনিধিরূপে কাছারীতে হাজির হন। ছো· আদালতের উকিলগণের ফী :— দোতরফা ১০৲র মামলায় ১৲ ফী; ২০৲—২৲; ৫০৲—৫৲ ১০০৲—১০৲; ২০০৲—১৫৲; ৩০০৲—২০৲; ৪০০৲—২৫৲; ৫০০৲—৩০; ৭০০৲—৩৫৲; ৮০০৲—৪০৲। তদূর্ধ্বে প্রতি ২০০৲ বা তদংশ টাকায় ৫৲। ১০০০৲ উর্ধ্বে ২০০০৲ পর্যন্ত দাবীর উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে। জজের কোর্টে একতরফা মামলায় উপরিউক্ত হারের অর্ধেক ফী দিতে হয়। ডিক্রীজারি পাইলে এই হিসাবে উকীলের খরচ পাওয়া যায়।

উক্তি, উপাত্ত (Data)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। সম্পাদ্য (Problem)র সাধারণ নির্বচনের দুইটি ভাগ—(১) উক্তি ও (২) করনীয়। উক্তি—যাহা দেওয়া আছে এবং করনীয় (Questia) যাহা অংকন করিয়া দেখাইতে হইবে।

উগ্র

(১) শিবের অষ্টমূর্তির বায়ুমূর্তি। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (৩) হিন্দুদের একটি বর্ণ; উগ্র বা 'উগ্রক্ষত্রিয়কে' গ্রাম্যভাবে 'আগুরি' (দ্রঃ) বলা হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া জিলায় ইহারা প্রবল। ইহারা সাহসী ও ভাল চাষী। লেখাপড়া শিখিয়া অনেকে পদস্থ চাকুরি সুযোগ্যতার সহিত করিতেছেন।

উগ্রচণ্ডা

ভগবতী চণ্ডীর একপ্রকার মূর্তি; অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মহিষাসুরকে বধ করেন। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য প্রথম আবির্ভূতা হন।

উগ্রতারা

শুম্ভ, নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়কে বধ করিবার জন্য ভগবতী দেবতাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া নিজ দেহ হইতে উগ্রতারারূপে আবির্ভূতা হন।

উগ্রসেন

(১) মথুরার যদুবংশীয় রাজা ; ইনি আহুকের পুত্র এবং কংস ও দেবকের পিতা। কংস উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হন। কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া ইহাকে পুনরায় রাজা করেন। যদুবংশের ধ্বংসের পর বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হয়। (২) পরীক্ষিতের একপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র।

উচ্চিংড়া (Grasshoppers)

ঋজুপত্রী (orthoptera) পতঙ্গ, দেখিতে কদাকার। ষটপদী, মাথা গোল, গোঁফ লম্বা চাবুকের মত, পিঠের উপর উহা পড়িয়া থাকে। পাছালী পা দ্বারা লাফায়। ইহাদের দুইখানা মোটা এবং একখানা ডানার গায়ে আর একখানি পাতলা ডানা আছে। ইহারা বাগানের কচি ঘাস নষ্ট করে। এক একজাত বর্ষাকালে রাত্রে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে; ইহারা ডানা ঘষিয়া শব্দ করে, পুরুষ উচ্চিংড়ারা এই শব্দের জন্ত দায়ী। (দ্রঃ ঘুরঘুরে পোকা)

উচণ্ডি (Ageratum Conyzoides)

সংস্কৃত উষ্ট্রকাণ্ডী, রক্তপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী। সোমরাজাদিবর্গের শাক বিশেষ। গাছ সোজা ; বর্ষে বর্ষে হয়, পাতা অভিমুখী, পুষ্প মঞ্জরীতে ফুল একবিধ। মঞ্জরীর নীচে দুই তিন সারি উপগুচ্ছ জন্মে। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। (যোগেশ)

উচ্চতম অট্টালিকা

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (মার্কিন দেশ)	১২৫০ ফুট	
ক্রাইসলার বিল্ডিং	,,	১০৪৮ ,,
ব্যাংক অব্ মানহাট্টা	,,	৯২৭ ,,
উলওয়ার্থ	,,	৭৯২ ,,
মেট্রোপলিটান বিলডিং	,,	৭০০ ,,
চানিন বিলডিং	,,	৬৮০ ,,
লিনকলন বিলডিং	,,	৬৩৮ ,,

উচ্চতম আরোহণ, এরোপ্লেন

১৯০৮ ফ্রান্সের রাইট (Wright) এরোপ্লেনে যুক্তরাষ্ট্রর W. Wright ৩৬১ ফুট উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন।

১৯০৯ ,, Antoinette এ করিয়া ফরাসী বিমানী Latham ১৪৮৬ ফুট উঠেন

১৯১১ ,, Bleriot প্লেনে ফরাশী বিমানী Farros ১২,৯৫০ ফুট (২½ মাইলের উপর)

১৯১৩ ,, ফ্রান্সের নিউপোর্ট এরোপ্লেন করিয়া ফরাশী Legagneux ২০,০৭৮ (৩⅘ মাইলের উপর)

১৯১৯ যুক্তরাষ্ট্রর কার্টিস প্লেনে Rohlps ৩২,৪৫০ (৬মা ৭৭০ ফু)

১৯২৯ জারমেনীর Junkers প্লেনে জারমেন বিমানী Neuenhofen ৪১,৯৯৪ (৭মা ১২৩৪ ফুট)

১৯৩২ ইংল্যানডের Vickers কোং-র প্লেনে বৃটিশ বিমানী Uwins ৪৩,৯৭৬ (৮⅓ মা)

১৯৩৪ ইতালীর প্লেন Caproni করিয়া ইতালীর বিমানী Donati ৪৭,৩৫২ (প্রায় ৯মাঃ)

১৯৩৭ ইংল্যানডের লেফঃ অ্যাডামস্ ৫৩,৯৩৭ (১০মা ১১৩৭ ফুট)

১৯৩৪ বেলুনে একজন সোভিএট বৈমানিক ৫৯,০০০ ফুট বা প্রায় ১১মা উঠেন।

১৯৩৫ স্টিভেন্সন ও অ্যানডারসন নামে দুইজন মার্কিন বেলুন-বীর ১৯৩৫এ রাপিড্সিটি Arizona, U.S.A. হইতে ৭২,০০০ ফুট উর্ধ্বে উঠেন।

গ্লাইডার (Glider) ১৯৩৪ এ জারমেন Diltmann ১৩,৬৫০ ফুট উঠেন।

উচ্চতম কবরগৃহ ও স্মৃতিস্তম্ভ

পিরামিড	৪৮১ ফুট
কুতুব মিনার (দিল্লী)	২৪০ ফুট
মনুমেন্ট (কলিকাতা)	১৯০ ফুট

উচ্চতম চার্চ

উলম্	ক্যাথিড্রাল	(জারমেনী)	৫২৯ ফুট
কোলন	,,	,,	৫১২ ,,
রোঁও	,,	(ফ্রান্স)	৪৮৫ ,,
স্ট্রাসবুর্গ	,,	(জারমেনী)	৪৬৮ ,,
সেন্ট পিটার	,,	ইতালী	৪৪৮ ,,
সেন্ট স্টিফেনস্	,,	ভিয়েনা	৪৪১ ,,

উচ্চতম নগরী

দঃ আমেরিকাতে পেরুদেশের Pasco নামে রৌপ্য খনির নগর—১৩,৭২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বলিভিয়ার La Paz নগরী ১১,৮০০ ফুট উচ্চে। এশিয়াতে তিব্বতের জুংলাকে নামে শহর (Junglache) ১৩,৬০০ ফুট উচ্চে স্থাপিত।

উচ্চতম পর্বত

(অস্ট্রেলেশিয়া)

মৌনা কিআ (হাওই দ্বীপ) ১৩,৯৩৫। ওয়েনস্টানলি (অস্ট্রেলিয়া) ১৩,১৭০। কুক (নিউজীল্যানড) ১২,৩৪৮। এরেবাস ১২,৭৬০।

(আমেরিকা)

আন্দিজ পর্বত—আকোংকাকুআ (Aconcaqua) ২৩,০৮১। সোরাতা ২১,৪৭০। শিম্‌বোরাজো ২০,৬১০। লোগন (আলাস্কা) ১৯,৫৪০। রকি পর্বত—ম্যাককিনলে (আলাস্কা) ২০,৪৬৪। সেন্ট ইলিয়স (আলাস্কা) ১৮,০২০। মেক্সিকো দেশের ওরিজাবা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ১৯,৩১৪। পোপোকাটেপেটল্ ১৭,৫৪০।

(আফ্রিকা)

কিলমনজেরো ১৯,৭০০। কেনিয়া ১৭,২০০। রুয়েনজোরি ১৬৮১৫। রাস্ দশান (আবিসিনিয়া) ১৫,২০০। আয়াশিন (আটলাস) ১৪,১৫০।

(ইউরোপ)

আলপস্ অন্তর্গত—মঁ ব্লাঁ (Mount Blanc) ১৫,৭৮০। মঁ রোসা ১৫২১৭। মাতেরহের্ণ ১৪,৭৮০। মুলাহাচেন (সিএরা নেভেদা, স্পেন) ১১,৪২০। মালাদেটা (পিরীনিস্ পর্বত) ১১,১৭০।

(এশিয়া)

কারাকোরম্ (গড্‌উইন অস্‌টেন্) ২৮,২৭৮ ফুট (ভারত দ্রঃ)। তিএন শান্ (খান তেংগরি) ২৪,০০০ ফুট। কুইনলুন ২২,৩৮০। হিন্দুকুশ ১৮,৮৭০। এলবুর্জ (দেমাবন্দ) ১৮,৫০০। কূ-তি-দিনার (ইরান মালভূমি) ১৮,০০০। আরারাট (আর্মেনিয়া) ১৬,৯২০। কিনিবালু (বোর্নিও দ্বীপ) ১৩,৭০০।

(ভারত)

হিমালয়ের—মাউন্ট এভারেস্ট ২৯১৪১ ফিট। গড্‌উইন অস্টেন কে (২) ২৮,২৫০ ফিট। কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮,১৪৬ ফিট। মাকালু ২৭,৭৯০। ধবলগিরি ২৬,৭৯৫ ফিট। নাঙ্গা পর্বত ২৬,৬২০ ফিট। কামেত ২৫,৪৪৭ ফিট। গুর্লা মান্ধাতা ২৫,৩৫৫ ফিট। বদ্রিনাথ ২৩,৩৯৯ ফিট। গৌরীশঙ্কর ২৩,৪৪০ ফিট। কৈলাস, ২২,০২৮ ফিট।

উচ্চতম মূর্তি

স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি (নিউইয়র্ক)	১৫১ ফুট

উচ্চতম স্তম্ভ ও তোরণ

ইফেল টাওয়ার (প্যারিস)	৯৮৪ ফুট
ক্রেন টাওয়ার (মার্কিন)	৮৮০ „
টারমিনাল „ „	৭০৮ „
ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট „	৫৫৫ „

উচ্চতা, উন্নতি (Hight : altitude) জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

কোনো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হইতে যদি ভূমির (Base) উপর লম্ব (দ্রঃ) টানা যায়, তাহা হইলে এই লম্বকে ঐ শীর্ষবিন্দুর উন্নতি বা উচ্চতা বলা হয়। সামান্তরিক সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য।

উচ্চৈঃশ্রবা

ইন্দ্রের অশ্ব। সমুদ্রমন্থনে (দ্রঃ) উঠে; ইহার ছয়টি মাথা।

উচ্ছে (Momordico [illegible]arantia)

কুষ্মাণ্ড বর্গের প্রতানী, ফুল হলদে ; ফলের ত্বক উচুনীচু ; স্বাদ তিক্ত। বসন্তকালে উচ্ছে আহার করিলে গুটিকারোগ হয় না বলিয়া লোক বিশ্বাস ; এমনকি উচ্ছে পাতার রস গুটিকা প্রতিসেধক। বড় জাতের ফলকে করোলা বলে। (দ্রঃ যোগেশ)

উজবেক, উজবক (Uzbegs)

মধ্য এশিয়ার তাতার জাতীয় তুর্কি উপজাতি। খশগরিয়া হইতে ইহারা পশ্চিম দিকে গিয়া বাস করে; আয়, কিপ্‌চাক, কালমুক ও খিরগিজ উপজাতিদের সহিত মিশ্রিত হয়। খিভা, বোখারা প্রভৃতি স্থানে ইহারা বর্তমানে প্রবল। ১৯ শতকে ইহারা রুশের অধীন আসে। রুশ বিপ্লবের পর ঐ দেশে সোভিএট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। উজবেকদের সংখ্যা ৪৫·৫০ লক্ষ। দ্রষ্টব্য উজবেকিস্থান।

চামচ (Deflagrating Spoon)

রাসায়নিক বীক্ষণাগারে ব্যবহৃত হয়।

উজির হোসেন, স্যর সৈয়দ (Kt. B.A.LL.B.)

জাতীয়তাবাদী মুসলমান। ১৯০৩এ লখ্‌নৌএর উকিল। নিখিল মোসলেম লীগের সম্পাদক ১৯১২—১৯১৬। ১৯১৬এ লখ্‌নৌ কনগ্রেসে হিন্দু-মুসলমান চুক্তির জন্য দায়ী। অযোধ্যার জুডিশিয়াল কমিশনর ১৯২০ ; অযোধ্যার চীফ্ কোর্টের প্রধান বিচারক ১৯৩০—৩৪। ১৯৩৪এ অবসর লইয়া আলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতি সুরু করেন।

‘উজ্জ্বলনীলমণি’

রূপ গোস্বামী (দ্রঃ) বিরচিত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ। জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার টীকা রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গছলে সমস্ত রসের আলোচনা হইয়াছে। বৈষ্ণবদের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত। সংস্কৃত ভাষায় রসগ্রন্থের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত।

উট, উষ্ট্র, ক্রমেলক (Camel)

মরুবাসীর গৃহপালিত প্রাণী। দুই জাতের উট আছে, পিঠে

একটি কুঁজ ও পিঠে দুইটি কুঁজ। এক-কুঁজ উটকে Camel dromedary ও দুই-কুঁজ উটকে C. bactriane বলে। মরুভূমি প্রদেশের বাহন; পাকস্থলীতে প্রায় তিন দিনের জল ভরিয়া লইতে পারে; পা মোটা, পদতল বিস্তৃত। ইহাদের আদিম বাসস্থান আরব। এখন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায়, উত্তর ভারতে, উঃ আফ্রিকা, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় পালিত হইতেছে। উটের লোম বা পশম হইতে felt কম্বল, রঙের তুলি বুরুশ প্রস্তুত হয়। মরুদেশে উট-সোয়ার যুদ্ধবাহিনী (Camel Corps) আছে। সংস্কৃতে 'ক্রমেলক' শব্দ গ্রীক্ হইতে আসিয়াছে।

উটপাখী (Ostrich) (দ্রঃ অস্‌ট্রিচ্)

উড্ হেনরী (Wood, Mrs. Henry ১৮১৪—৮৭)

মহিলা ইংরেজ ঔপন্যাসিক। আসল নাম Ellen Wood ১৮৩৬এ বিবাহ হয়। অধিকাংশ সময় ফ্রান্সে কাটাইয়া ১৮৫৬এ লন্ডনে আসেন। East Lynne (১৮৬১) বিখ্যাত উপন্যাস, পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। Mrs. Haliburton's Troubles (১৮৬৩). The Channings (১৮৬২)।

উড্‌কাট্ (Woodcut) বা পাটার ছাপ)

কাঠের উপর ছবি খোদাই করিয়া তাহা হইতে কাগজের ছাপ লইলে যে ছবি ওঠে তাহাকে উড্‌কাট্ বলে। দুই প্রকার রীতিতে খোদাই হয়। প্রাচ্যদেশে বিশেষভাবে চীন, জাপান ও ভারতে লম্বা তক্তা বা পাটার উপরে ছবি খোদাই হয়; ইউরোপে গাছ চাকাচাকা কাটিয়া যে পাটা পাওয়া যায় তাহার উপর খোদাই করা হয়। এদেশে লম্বা তক্তার উপর খোদাই হয় বলিয়া রঙ দিয়া ছবি করা সহজ হইয়াছে; নানা প্রকার রঙের দ্বারা ছবির পক্ষে আলো-ছায়ার (Shade) কাজ পাওয়া যায়। পাশ্চত্য দেশে চাকা-তক্তা উড্‌কাটে ব্যবহার হওয়ার জন্য কাঠের আঁশ অন্যভাবে পাওয়া যায়। এইজন্য ইহার উপর যেসব ছবি করা যায় তাহা রেখা দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রঙ দেওয়া কষ্টকর; কিন্তু রঙের প্রয়োজনও কম হয়। কারণ ছবির পক্ষে প্রয়োজনীয় আলো-ছায়ার কাজ রেখার দ্বারা সম্পন্ন হয়। জারমান শিল্পী ডুয়ার, ইংরেজ হুইস্‌লার, জাপানী হোকুশাই, হিরোশিগে, উতামারো প্রভৃতি বিখ্যাত। আমাদের দেশে কাপড়ের উপর এক প্রকার পাটার ছাপ চলিয়া আসিতেছে তাহা 'বৃন্দাবনী ছাপ' নামে খ্যাত।

উড়ো প্রাণী (Swooping or Parachuting mammals)

স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে বাদুড়ের হাতের আঙ্গুলের চামড়া অখণ্ড-ভাবে যুক্ত থাকায় উহা ডানা বা প্যারাশুটের ন্যায় উড়িতে সাহায্য করে। বাদুড় ছাড়া কোলুগো (Colugo, flying lemur) নামে প্রাণী মালয় উপদ্বীপে আছে; আকারে বিড়ালের মত এবং ৭০ গজ পর্যন্ত এক লাফে উড়িয়া যায়। এক জাতীয় উড়ো কাঠবিড়ালী (Flying Squirrel) ও উড়ো ফ্যালঙ্গার (Flying Phalanger) আছে। শেষোক্ত প্রাণী অস্ট্রেলিয়াবাসী। তবে ইহাদের মধ্যে সত্যকার উড়ো প্রাণী বাদুড় ছাড়া কেহই নহে। অন্যদের ওড়াকে বলা যায় বড় রকমের লাফ। স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া উড়োমাছ সমুদ্রে দেখা যায়; ইহারা ২০।২৫ হাত লাফায়। এক জাতের উড়ো ব্যাঙ আছে, তাহাদের পাগুলি হাঁসের পায়ের মত বড়ো বড়ো।

উৎকারিকা (Massive pultices)

সুশ্রুতের পরিভাষা। ক্ষতের পুলটিশ।

উৎকোচ, ঘুস (Bribe)

সরকারী কাজে লিপ্ত লোকের পক্ষে সাধারণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান গ্রহণ করা বিধিবিরুদ্ধ। ঈঃ ইঃ কোম্পানীর যুগে উৎকোচ গ্রহণ কর্মচারীদের ধর্ম ছিল; ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরেজরা বহু লক্ষ টাকা এইভাবে অর্জন করেন। ক্রমে আইন দ্বারা সমস্ত বন্ধ হয়; উৎকোচ লওয়া প্রমাণ হইলে সরকারী কর্মচারীর চাকুরি যায়, উৎকোচ-দাতার শাস্তি হয়। Corrupt Practice Actএর ধারার মধ্যে অনেক অন্যায় পড়ে। ভোট দান ব্যাপারে ভোট দাতাকে কেহ যদি কোনো প্রকার উৎকোচের প্রলোভন দেখান তবে ভারতীয় দণ্ড বিধির অপরাধের অন্তর্গত হইবেন।

উৎক্ষেপী পম্প (Force Pump) (দ্রঃ পাম্প)

উৎসাদন (সুশ্রুতের পরিভাষা)

দুষ্ট ক্ষতের পচা বা মরা মাংস বাদ দেওয়া বা চাঁচিয়া ফেলা। Scraping of the margin or side of the ulcer। দ্রঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন।

উতঙ্ক

(১) উতঙ্ক বেদ নামক মুনির শিষ্য। তিনি অত্যন্ত সংযমী ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুদক্ষিণা কালে গুরু পত্নীর ইচ্ছায় পৌষ্যরাজ মহিষীর কুণ্ডলসংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য যান; পথে তক্ষক কর্তৃক উহা অপহৃত হয়। বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়া গুরুকে উহা দান করেন। অতঃপর উতঙ্ক জনমেজয়ের নিকট গিয়া নাগ বংশ ধ্বংসের জন্য রাজাকে উত্তেজিত করেন। (২) গৌতম মুনির শিষ্য। গুরুপত্নী অহল্যার আদেশে সৌদাস রাজমহিষীর কুণ্ডল আনেন। গুরু-গৃহে শতবর্ষ শিক্ষা করিয়া মুনির কন্যা

বিবাহ করেন ও মরুভুমির মধ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন। ইহার প্ররোচনায় কুবলাশ্ব রাজ দৈত্য ধুন্দুর বিনাশ করেন।

উতথ্য মুনি

বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পিতা অঙ্গিরা, মাতা শ্রদ্ধা, পত্নী মমতা। পুত্র দীর্ঘতমা অন্ধ।

উৎপাদক, গুণনীয়ক (Factor) গাণিতিক সংজ্ঞা

গুণ্য এবং গুণককে গুণফলের উৎপাদক বলে। যেমন ৩, ৫, ৭ কে গুণ করিলে ১০৫ হয়। অতএব ৩, ৫, ৭ ইহারা ১০৫এর উৎপাদক।

উত্তম

রাজা উত্তানপাদ ও সুরুচির পুত্র; ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভাই মৃগয়া করিতে গিয়া হিমালয়ে যক্ষের হাতে নিহত হন।

উত্তম পরিবাহী (Good conductor)

(দ্রঃ অন্তরক; সুপরিবাহী)

উত্তর

মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজার পুত্র। কৌরবগণ বিরাটের গোগৃহ লুণ্ঠন করিতে আসিলে উত্তর বৃহন্নলাকে (ছদ্মবেশী অর্জুনকে) সারথি করিয়া যুদ্ধে যান। যুদ্ধ না করিয়া উত্তর পলায়ন করিতে চাহিলে, অর্জুন তাঁহাকে রথে বাঁধিয়া কৌরবগণকে পরাজিত করেন। কুরুক্ষেত্রের প্রথম দিনের যুদ্ধে শল্যর হস্তে উত্তর নিহত হন। ইঁহার ভগিনী উত্তরার সহিত অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়।

উত্তর আষাঢ় নক্ষত্র

রাশিচক্রের ২৭ নক্ষত্রের ২১তম। এই নক্ষত্রে আষাঢ়মাস পড়ে।

উত্তর দিক (North)

সাধারণত ধ্রুব নক্ষত্রর (Polo Star) অবস্থানকে (direction) আমরা উত্তর দিক বলিয়া থাকি; ইহা ছাড়া চৌম্বক উত্তর (Magnetic North) আছে। কম্পাসের কাঁটা যখন পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে স্থির হইয়া থাকে, উহার উত্তর মেরু চৌম্বক উত্তর দিক নির্দেশ করে। ধ্রুব উত্তর হইতে সামান্য তফাৎ।

উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (North temperate zone)

দ্রঃ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল।

উত্তরফাল্গুনী (Denevola)

২৭ নক্ষত্রের দ্বাদশ। ইহা সিংহে $\frac{1}{4}$কলা, কন্যায় $\frac{3}{4}$ কলা থাকে। উঃ ফাল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রে ফাল্গুন মাস হয়। সিংহরাশির অন্তর্গত একটি উজ্জ্বল তারা।

উত্তর বস্তি (Uterine douche)

জরায়ু মধ্যে যন্ত্রদ্বারা জলধারা প্রক্ষেপরূপ চিকিৎসা।

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র

২৭ নক্ষত্রের ২৬শতম (দ্রঃ নক্ষত্র)

উত্তরমেরু, সুমেরু (North Pole)

পৃথিবীর চাপা প্রান্তদ্বয়ের মধ্যস্থল দিয়া যে কল্পিত মেরুরেখা গিয়াছে, তাহার উত্তর বিন্দুকে উত্তর মেরু বলে। (দ্রঃ মেরু, আর্কটিক অভিযান) উঃ মেরুতে ধ্রুবতারা ঠিক মাথার উপর দেখা যায়।

উত্তরমেরুবৃত্ত (The Arctic circle)

উত্তর মেরু হইতে ২৩$\frac{1}{2}$° ডিগ্রী দূরে স্থিত কল্পিত বৃত্ত। এই বৃত্তের অন্তর্গত স্থানকে মেরুমণ্ডল বলে।

'উত্তররাম-চরিত'

ভবভূতি কৃত সংস্কৃত নাটক, সীতার বনবাস আখ্যান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'উত্তর রাম চরিত' অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' রচনা করেন। দ্রঃ ভবভূতি।

উত্তরসন্ধানী (North-seeking)

একটি চুম্বক শলাকাকে তাহার কেন্দ্র হইতে ভূমি-সমান্তরালে ঝুলাইয়া রাখা হইলে, দেখা যাইবে যে শলাকাটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। শলাকার উত্তর দিকস্থ মেরুটিকে উত্তর সন্ধানী ও দক্ষিণ মেরুটিকে দঃ সন্ধানী বলা হয়। দুইটি বিভিন্ন শলাকার উত্তর-সন্ধানী মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ (repulsion) করে এবং একটির উত্তর-সন্ধানী মেরু অপরটির দক্ষিণ-সন্ধানী মেরুকে আকর্ষণ করে। (চুম্বক দ্রষ্টব্য)

উত্তরা

বিরাট রাজার কন্যা, উত্তরের ভগিনী। বৃহন্নলার (ছদ্মবেশী অর্জুনের নাম) নিকট ইনি নৃত্যাদি শিক্ষা করেন; অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হয়। অভিমন্যুর মৃত্যুর সময়ে পুত্র পরীক্ষিৎ তাঁহার গর্ভে ছিল।

উত্তরাধিকার

সম্পত্তি ও অর্থাদি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সাধারণত ভোগ দখল

করে ; কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে, ও বিভিন্ন ধর্মে বিচিত্র নিয়ম আছে। হিন্দুদের মতে স্বধর্মনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষে পিতার ধন সম্পদে প্রথম অধিকার ; কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় পিতার ইচ্ছাব্যতীত পিতৃ সম্পত্তিতে পুত্রের কোনো অধিকার জন্মায় না। পুত্র থাকিলে কন্যারা হিন্দু স্মৃতি-অনুসারে সম্পত্তি পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। হিন্দু নিয়ম মতে সকল পুত্র সমান অধিকারী, কিন্তু বস্তু বিশেষে বিশেষ বিশেষ সন্তানের অধিকার আছে। মায়ের সম্পত্তিতে কন্যাই অধিকারী। বর্তমানের নূতন আইনানুসারে পুত্রহীন বিধবাকে স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী করা হইতেছে ; পূর্বে বিধবাদের অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা গ্রন্থে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বহু বিস্তারে আলোচনা হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে পুত্র, কন্যা, বধূ, মাতা এবং বহু আত্মীয় সম্পত্তির নানারূপ অংশ পায়।... ইংরেজদের মধ্যে কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তি পায়।...সকল দেশেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক।

উত্তরা মহাশিরা (Superior venacava)

হৃৎপিণ্ড দ্রঃ। দেহের উর্ধ্বাংশের, অর্থাৎ বাহুদ্বয়, ও হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগস্থ অংশ, অর্থাৎ কণ্ঠ, মস্তক প্রভৃতির শিরাসমূহ ধীরে ধীরে সমবেত হইতে হইতে একটী বৃহত্তর শিরায় পরিণত হয় ; এই উর্ধ্ব মহাশিরা দিয়া দূষিত রক্ত দক্ষিণ অলিন্দের (right auriole) উপরি ভাগে একটী ছিদ্র দিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। দ্রঃ নিম্ন মহাশিরা।

উত্তরায়ণ (North Solstice)

সূর্য উত্তর দিকে চলিতে চলিতে রবিমার্গের একটি চরম বিন্দুতে অর্থাৎ বিষুবরেখার ২৩½° অক্ষাংশ উত্তরে উপস্থিত হয় ; ইহার পর তাহার গতি দক্ষিণমুখী হয় ; ঐ বিন্দুকে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু বলে। ইহার পরে সূর্যের দক্ষিণে গমন বা দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়। সেইরূপ দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে যে বিন্দু হইতে সূর্যের গতি উত্তরমুখী হয় তাহাকে দক্ষিণায়ণান্ত বিন্দু বলে। এই বিন্দুতে উপস্থিত হইবার পর সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ২২শে ডিসেম্বরের পর ছয় মাস ২২শে জুন পর্যন্ত উত্তরায়ণ। (ক্রান্তিপাত দ্রঃ)

উত্তল (Convex) দ্রঃ উদ্ভাবতল

উত্তানপাদ

স্বায়ম্ভব মনুর পুত্র। রাজা উত্তানপাদের দুই রানী, সুরুচি ও সুনীতি। প্রথমার গর্ভে উত্তম, দ্বিতীয়ার গর্ভে ধ্রুবর জন্ম হয়। রাজা প্রথমার প্ররোচনায় সুনীতি ও ধ্রুবকে বনে নির্বাসিত করেন ; পরে অনুতপ্ত হইয়া ধ্রুবকে রাজ্য দান করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন (দ্রঃ ধ্রুব)

উত্তাপের ফল

ফারেনহাইট ডিগ্রী (Fahrenheit)

—৩৭,৯°	পারদ জমিয়া যায়
৩২°	জল বরফ হয়
৯৫°	ইথার ফুটিতে থাকে
৯৮°	মানুষের রক্তের তাপ
১৬৭°	অলকোহল ফুটে
২১২°	জল ফুটে
২১৩.২°	সমুদ্রজল ফুটে
৩১৫°	তার্পিন তেল ফুটে
৪৪২°	টিন (বঙ্গ) গলে
৫৯৪°	সীসা গলে
৬১৭°	বিশুদ্ধ সীসা গলে
৬৪৪°	পারদ ফুটে
৭৪০°	দস্তা গলে
৯৫১°	আণ্টিমনি গলে
১৯০০°	পিত্তল গলে
১৯৫০°	রৌপা গলে
২১৭৭°	কাঁচ গলে
২৫০০°	ইস্পাত গলে
২৫৪৮°	তামা গলে
২৫৯০°	স্বর্ণ গলে
৩০৮০°	প্লাটিনাম গলে
৩৪৭৯°	ঢালাই লোহা গলে

(দ্রষ্টব্য গলনাঙ্ক Melting point)

উদগ্রহ (Deliquescence) অপগ্রহ

কতকগুলি পদার্থ বায়ু হইতে বাষ্প গ্রহণ করিয়া সহজে গলিয়া যায়, যেমন বর্ষাকালে লবণকে দেখা যায়। পাথুরে চুণ বাষ্প গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া যায় ; কস্টিক সোডা, ম্যাগনেসিয়াম্ ক্লোরাইড্, পটাশিয়াম ব্রোমাইড্ প্রভৃতিকে ভাল করিয়া শিশির মধ্যে কাঁচের ছিপি লাগাইয়া না রাখিলে গলিয়া যায়।

উদজন, উদযান (Hydrogen) (দ্রঃ হাইড্রোজেন)

উদ্‌ঘাতন (Involution) বীজগাণিতিক সংজ্ঞা

কোন রাশিকে যে কোন শক্তিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়াকে উদ্‌ঘাতন বলে ; এবং কোন রাশির উঃ প্রক্রিয়া দ্বারা যে রাশি-মান পাওয়া যায়, তাহাকে ঐ রাশির বিস্তৃতি (expansion)

বলে ; বর্গমূল (Square root) বা যে কোন মূল আকর্ষণ করিবার প্রক্রিয়াকে অবঘাতন বলে।

উদ্‌বিড়াল (Otter)

চতুষ্পদ জন্তু, লেজ শুদ্ধ প্রায় আড়াই হাত লম্বা। মাথা চেপ্টা, লেজ লম্বা ও চেপ্টা, পা ছোট, আঙুল জোড়া। এই কারণে জলে সাঁতরাইতে এবং ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে। ডাঙায়ও শিয়ালের ন্যায় কিয়দ্দূর ছুটিতে পারে। ইহা ভোঁদড় হইতে পৃথক্, বিড়ালের সহিত সাদৃশ্য নাই। গায়ে লোমশ চামড়া (fur) আছে। বৎসরে একবার বাচ্চা হয় ; ধাড়ীরা নদীর ধারে গর্তে বাসা করে ও বাচ্চারা প্রায় বৎসরকাল মায়ের সঙ্গে থাকে। (যোগেশ)

উদয়ন (৯৪৪—১০৪৪ ?)

নৈয়ায়িক। বাচস্পতিমিশ্রর বা ন্যায়বর্তিক-তাৎপর্যটীকার উপর 'ন্যায়তাৎপর্যটীকা পরিশুদ্ধি' রচনা করেন। বর্ধমান (১২২৫) ইহার উপর 'ন্যায়নিবন্ধ' নামে ভাষ্য লেখেন। উদয়নের অন্যান্য গ্রন্থ—লক্ষণাবলী (৯০৬ শক), কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি, আত্মবিবেক ইত্যাদি। কিম্বদন্তী কল্যাণরক্ষিত নামে বৌদ্ধ লিখিত 'ঈশ্বরভঙ্গ কারিকা' নামক ন্যায়গ্রন্থর মত নিরাকরণার্থ 'কুসুমাঞ্জলি' রচিত হয়। বিহার-দ্বারভঙ্গ জিলার করিয়ন বলাহা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী।

উদয়নারায়ণ

মুর্শিদ কুলি খাঁর সুবেদারীকালে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের পরাক্রান্ত ভূস্বামী। 'লালা' উপাধি থাকিলেও ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। রামপুরহাটের অপরাজিতা দেবীর মন্দির, মুর্শিদাবাদ জিলার বড়নগরের মদন গোপালের মন্দির প্রভৃতির নির্মাতা। বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদ নামে গ্রাম ছিল তাঁহার জন্মস্থান। মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে ভীত হইয়া সামান্য অজুহাতে ইঁহাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন ; কারাগারে মৃত্যু হয়। জমিদারী রামজীবন ও কুমার কানুর উপর ন্যস্ত হয়। রামজীবন নাটোরের আদিপুরুষ রঘুনন্দের ভ্রাতা।

উদয়শঙ্কর (জঃ ১৯০০)

নৃত্যশিল্পী। জন্মস্থান উদয়পুর ; সেখানে ইঁহার পিতা পণ্ডিত শ্যামাশঙ্কর কাজ করিতেন। আদি নিবাস যশোহর পাজিয়া। ১৭ বয়সে বোম্বাইতে শিল্প শিক্ষা করিতে যান ; পরে লন্ডনের রয়েল কলেজ অব্ আর্টস-এ অধ্যয়ন করেন। রুশীয় নর্তকী অ্যানা প্যাবলোবার (Pavlova) দলে যোগদান করিয়া আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। ১৯২৫এ প্যারিসে নিজ নৃত্য দেখাইয়া প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২৭এ বার্লিন, প্যারিস, ভিয়েনা প্রভৃতি মহানগরীতে নৃত্য প্রদর্শন করেন। ১৯২৯এ ভারতে বিশেষ সম্বর্ধনা পান। ভারতীয় দল লইয়া একবার আমেরিকায় যান। বর্তমানে ভারতে নৃত্যকলা শিখাইবার জন্য আলমোড়ার নিকট বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

উদয়সিংহ

মাড়োয়ারের সামন্ত ; আকবরের সভাসদ। ইঁহার কন্যা বালমতীর সহিত সেলিমের (জাহাঙ্গীর) বিবাহ হয় ; শাহজাহান তাঁহার গর্ভের সন্তান। আকবর উদয়সিংহকে যোধপুরে জায়গীর দান করেন। ১৫৯৪এ মৃত্যু হয়

উদয়সিংহ (১৫৩৭-৭২)

মেবারের রানা সংগ বা সংগ্রামের পুত্র ও প্রতাপসিংহের পিতা। সংগর মৃত্যুর পর কিছুকাল (১৫৩০-৩৭) অরাজকতার মধ্যে বনবীর নামে এক সাহসিক রাজা হন। তাঁহার পরে উঃ নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। ইঁহার সময়ে আকবর (১৫৬৭) চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করিলে রানা আরাবল্লী পর্বতে গিরওয়া নামক উপত্যকায় নিজ নামে (উদয়পুর) নগরী স্থাপন করেন। ১৫৭২এ মৃত্যু হইলে রানা প্রতাপ রাজা হন। (দ্রঃ চিতোর)

উদয়াদিত্য

(১) যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যর পুত্র। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। প্রতাপাদিত্যর বিষয়ে নাটকে উদয় সম্বন্ধে বহু আখ্যান রচিত হইয়াছে। (দ্রঃ প্রতাপাদিত্য)

(২) মালবের পরমার বংশীয় ১১শ রাজা (১০৮০-৮৫)। ভোজ-রাজের পুত্র জয়সিংহের পর রাজা হন ; চেদি ও চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধ হয়। ইঁহার কন্যা শ্যামলদেবীর সহিত মেওয়ারের রাজা বিজয় সিংহের বিবাহ হয়।

উদর (Abdomen)

দেহের উত্তর অংশ উরোগুহ্য (Thorax) বা বক্ষ্যগহ্বর ও নিম্নাংশ উদরগুহ্য বা চলতি ভাষায় পেট বলে। উদরের উপরের দিকে আমাশয় বা পাকস্থলী, পক্বাশয় বা অন্ত্র (Intestine), গ্রহণী (Deudenum), যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয় বা ক্লোম (Pancreas), বৃক্ক (Kidney) আছে। নিম্নভাগে শ্রোণিফলকের (Pelvis) মধ্যে বস্তি বা মূত্রথলি (Bladder) ও স্ত্রীলোকের জরায়ু বা গর্ভাশয় (Uterus) থাকে। সমস্ত উদরের উপর (Peritonium) ঝিল্লীর আবরণ আছে।

উদরাময় (Diarrhœa)

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অপরিষ্কৃত জল পান, উত্তেজক ঔষধ সেবন, গরম শরীরে হঠাৎ শীতল জল পান বা বরফ সেবন,

প্রভৃতির ফলে বিনা কুন্থনে বারম্বার তরল ভেদ নির্গমন হয়। উদরাময়ে কুন্থনাদি থাকে না, 'আমাশায়' উহা থাকে।

উদরী (Dropsy)

চর্মের নিচে বা দেহগহ্বরে জল জমিয়া যে ব্যাধি হয় তাহাকে জলাতিসার বলে। সূক্ষ্ম রক্ত-নালির প্রাচীর দুর্বল হইয়া গেলে, অথবা রক্তের চাপ অধিক হইলে, অথবা রক্তের মধ্যে জলের অংশ অত্যাধিক হইলে উহা শিরা হইতে চুয়াইয়া বাহির হইয়া গিয়া চর্মের নিচে বা অন্তত্র জমা হয়। চর্মের নিচে জমিলে এই ব্যাধিকে Oedema বলে, সর্বদেহে হইলে anasarca, উদরে হইলে ascites, মাথায় জমিলে hydrocephalus বলে। অত্যাধিক জল হইলে ছিদ্র করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া যায়; তবে তাহাতে সারে না।

'উদান'

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ। ইহা বুদ্ধের বাণী। সংস্কৃতে 'উদানবর্গ' নামক গ্রন্থে পালি 'ধর্মপদে'র অনুরূপ বুদ্ধ উপদেশ ছিল। উদানবর্গের সংস্কৃত খণ্ডিত পুঁথি মধ্যএসিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। (দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ধম্মপদ ও উদানবর্গ' হর প্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯-৬৪)।

উদারনীতিক দল (Liberal Party) দ্রঃ লিবারেল

উদাসী

শিখধর্মের এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়; 'গ্রন্থসাহেব' উপাস্য; ইহারা মঠে বাস করে; সকল জাতিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করে।

উদগত কার্য (Relief work)

স্থপতি শিল্পে প্রাচীরাদিতে খোদাই করা কাজ।

উদ্‌গার উঠে কেন?

পাকস্থলীতে খাদ্যের যথোপযুক্তভাবে হজমের ব্যাঘাত জন্মিলে উহা গাঁজাইয়া উঠে এবং সেইজন্য বায়ু জমিয়া উপরে ঠেলিয়া ওঠে। খাদ্যদ্রব্য অন্ত্রের মধ্যে যখন পচিতে থাকে তখন বায়ু অধঃদিকে নিঃসৃত হয়।

উদ্দালক

(১) বৈদিক ভারতের ঋষি; যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার শিষ্য ও শ্বেতকেতু পুত্র। (২) আয়োদধৌম্যঋষির শিষ্য; আরুণির এক নাম। (দ্রঃ আরুণি)।

উদ্ধব

শ্রীকৃষ্ণের সখা; সত্যকের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন; শেষ জীবন ইনি বদরিকায় কাটান।

উদ্ধবদাস

এইনামে তিনজন বৈষ্ণব লেখকের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে (১) প্রথম পদকর্তা উদ্ধব ২টি পদের রচয়িতা বলিয়া 'পদকল্পতরু'তে উল্লিখিত (Sen, Brajabuli ৪৪)। ইহার সময় ১৬শতক (১৫৮৩)। ইনি গদাধরের শিষ্য এবং খেতারির মেলায় তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলেন।

(২) ১৮ শতকের পদকর্তা (১৭১৮); রাধা মোহন ঠাকুরের শিষ্য ও 'পদকল্পতরু'র সংগ্রহকর্তা বৈষ্ণবদাসের মিত্র। মুর্শিদাবাদ জিলার টেঁয়া-বৈদ্যপুর (কাটোয়ার নিকট) জন্মস্থান। ৯০টির উপর পদ 'পদকল্পতরু'তে আছে। (Sen, Brajabuli, 297-9; পদকল্পতরু ৫ম, ২২-৩৪)।

(৩) বোধহয় কবি কর্ণপুরের শিষ্য এবং 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে গ্রন্থের রচয়িতা। (Sen, Brajabuli, 491)।

উদ্ধারণ দত্ত (১৪৭৮—১৫৩৮)

ভক্ত বৈষ্ণব। বাংলার সপ্তগ্রামে ধনী শ্রীকর দত্তের ঔরসে ভদ্রাবতীর গর্ভে জন্ম। জমিদারী ক্রয় করিয়া গ্রামের নাম উদ্ধারণপুর (কাটোয়ার কাছে) রাখেন। শ্রীনিত্যানন্দ এই ধনীর গৃহে গিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেন। শেষ কালে ইনি সংসার বিরাগী হইয়া নীলাচলে ও পরে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। এই ভক্ত সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের মধ্যে বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany)

উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত ক্ষার ও লবণাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া, জল এবং বায়ুর অন্তর্গত যবক্ষারযান, অঙ্গার-অম্লযান প্রভৃতি অজৈব (inorganic) বস্তুসমূহ আহরণ করিয়া নিজ দেহে ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থকে জৈবপদার্থরূপে (organic) রূপান্তরিত করিয়া জীবের খাদ্য ও ব্যবহার্য করে। উদ্ভিদ জীবমাত্রেরই প্রাণস্বরূপ! প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের শ্রেণীকরণের চেষ্টা করিতেছেন। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে উদ্ভিদের গুণাগুণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ভিদের প্রথম আলোচনা করেন Linneus ১৭৩৫। উদ্ভিদের সংখ্যা অগণ্য; লিনিয়াস্ প্রথমে উদ্ভিদকে দুইভাগে শ্রেণীত করিয়া দেন, যথা সবীজ (Phanerogams) ও অবীজ (Cryptogams)। পুনরায় সবীজ উদ্ভিদকে ২৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। অ-পুষ্পক উদ্ভিদকে (Cryptogams)

একটিমাত্র শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়। ভারতীয় গাছপালাকে Roxburgh এই ২৪টি ভাগেই ভাগ করিয়াছিলেন। ইহার পর আরও কয়েকটি বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে; যথা (ক) বেন্থাম ও হুকার ১৮৬২-৮৩, (খ) আইখ্লার Eichler, ১৮৮৩; (গ) এংগলার ও প্রান্তল (Engler and Prantl, ১৮৮৭—১৯০৯; (ঘ) রেন্ডেল্, ১৯১৪; (ঙ) হাচিন্সন ১৯২৬। ইহার মধ্যে এংগলার ও প্রান্তলের পদ্ধতিই বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করিতেছেন।...উদ্ভিদ জগৎকে আধুনিক পণ্ডিতরা প্রথমে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেন; ৩টি অবীজ উদ্ভিদ এবং দুইটি সবীজ উদ্ভিদ। যথা, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms। বর্তমানে অভিব্যক্তির (evolution) দিক হইতে উদ্ভিদজগতের বর্গীকরণ হইতেছে; পূর্বে বাহ্যিক সৌসাদৃশ্যের দিক হইতে বিচার হইত। সবীজ গাছ হইতেছে মটর আম প্রভৃতি। অবীজ বা অপুষ্পক উদ্ভিদের দেহের উপর এক প্রকার গুঁড়া পদার্থ বা স্পোর (spores) জন্মে; তাহা হইতেই নূতন গাছ জন্মে। শৈবাল বা শেওলা (algae), ছাতা (fungi), মস (moss), ফার্ণ (fern) অপুষ্পক বা অবীজ উদ্ভিদের অন্তর্গত। সবীজ উদ্ভিদকে পুনরায় আবৃতবীজ (Angiosperms) ও নগ্নবীজ (Gymnosperm) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে একদলবীজ (Monocotyledon) উদ্ভিদসমূহ, যেমন ভুট্টা, ধান এবং দ্বিদলবীজ (Dicotyledon) যেমন মটর, আম প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পাইন বা সরলবর্গীয় গাছ পড়ে; ইহাদের বীজের উপর কোন আবরণ নাই; সেইজন্য ইহাদের নগ্নবীজ বলে। উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনার ফলে কৃষির উন্নতি, বহুবিধ গাছপালার নূতন সৃষ্টি, ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীতে কত জাতের গাছ আছে, তাহা নির্দেশ করা কঠিন; পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে সবীজ গাছই ১,২০,০০০ রকমের আছে। অতি ক্ষুদ্র ছাতা, শেওলা হইতে উচ্চ বৃক্ষ সব্জি জগতের অন্তর্গত। অল্পকালস্থায়ী ছাতা হইতে বহু বৎসরজীবী বৃক্ষও ইহার অন্তর্গত। মেক্সিকোতে The Big Tree of Tuleএর বয়স ৬০০০ কি ৭০০০ বৎসরের কম নয়। ইহার ব্যাস ৫০ ফুটের উপর।

উদ্যোতকর (খৃঃ অঃ ৬৩৫)

নৈয়ায়িক। অক্ষপাদকৃত 'ন্যায়সূত্র' কালে দিগ্‌নাগ, বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। উদ্যোতকর দিগ্‌নাগাদির যুক্তি খণ্ডন করিয়া বাৎস্যায়নের ভাষ্যকে সমর্থন করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের উপর 'বার্তিক' রচনা করেন। 'ত্রিসূত্রী' বার্তিক পণ্ডিত সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। কালক্রমে এই 'বার্তিক' অচল হইয়া পড়ে এবং বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০খৃঃ অঃ) উদ্যোতকরের বার্তিকের উপর 'তাৎপর্য' টীকা রচনা করেন।

উদ্বায়ী তৈল (Essential or Volatile oil)

কোন কোন গাছেতে একটি গন্ধ পাওয়া যায়। কখনো ঐ গন্ধ থাকে পাতায়, কখনো থাকে ফুলের পাপড়িতে, সমগ্র গাছে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মশলাপাতির গাছে শিকড়ে ও ছালে গন্ধ থাকে। আবার কোন কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদাঙ্গের নানাস্থানে ঐ গন্ধ পাওয়া যায়। গাছের মজ্জা বা ফুল বা পাতা বা মূলে তরলভাবে এই গন্ধকোষ থাকে। নানাভাবে এই গন্ধ পদার্থকে পৃথক করা যায়। সরিষা, রেড়ি, নারিকেল প্রভৃতির মধ্যে যে তৈল থাকে, তাহা এই উদ্বায়ী তৈল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; এই জাতীয় তৈলকে fixed oil বলে এবং সাধারণত উহা বীজকে পিশিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায় নানাপ্রকার ভাঁটিতে চোলাই করিয়া। বিভিন্ন গাছের উদ্বায়ী তৈল নিষ্কাষণের পদ্ধতি পৃথক।...উদ্বায়ী তৈল হইতে নানাপ্রকার সুগন্ধি নির্যাস হয়; আতর, গোলাপজল, কেওড়াজল, সাজিরা, জোয়ান, ধনিয়া, জিরা, মৌরি, কালজিরা, মেথি প্রভৃতি হইতে উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়।

উন্‌কি পোকা (Sandfly)

সন্ধ্যার সময়ে যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি আসিয়া মুখের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং না তাড়াইলে দংশন করে, বিশেষত গোয়াল ঘরে যেসকল পোকা গরুর কাছে থাকে তাহাদিগকে আমরা সচরাচর উন্‌কি পোকা বলি; ইহাদের মধ্যে সাদা ও কালো দুই প্রকারের পোকা থাকে। যেগুলি কালো সেগুলি স্যানড্ ফ্লাই নহে, যেগুলি শাদা সেইগুলি স্যাঃ ফ্লাই। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষ একটি জাত [Phlebotomus argentipes, Silver-footed sandfly] কালাজ্বরের বাহন। ১৯২৪এ কলিকাতা স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের নেপিয়ার, নোলস্ ও স্মিথ [Napier, Knowles, Smith] ইহা আবিষ্কার করেন। [দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি পৃঃ ৩৮৪]

উনজন (Minority)

সংখ্যালঘিষ্ঠ শব্দর স্থানে কেহ কেহ 'উনজন' শব্দ ব্যবহার করেন। অতিজন (majority) সংখ্যা-গরিষ্ঠ।

উন্নতি (Altitude of a Star)

ক্ষিতিজ (horizon) হইতে ধ্রুব নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্বকে উহার উন্নতি বলে।

উন্মাদরোগ (Insanity)

মানুষের মনের মধ্যে নানা চিন্তা ওঠে—সম্ভব অসম্ভব অদ্ভুত কুৎসিৎ। কিন্তু সহজ মানুষ সেগুলি তাহার বুদ্ধি বা চিত্তবলে

সংযত করিতে পারে। চিকিৎসকরা বলেন মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে মানুষের এই সংযমের ক্ষেত্র আছে; ঐ ক্ষেত্র আঘাতের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। অথবা ব্যাধির জীবাণু রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মস্তিষ্কের এই অংশকে আক্রমণ করিয়া বিকল করিতে পারে। জ্বরবিকারে তাহাই ঘটে। মোট কথা মস্তিষ্কের এই বিশেষ অংশের বিকৃতি হইলে উন্মাদ হয়।...বর্তমান সভ্যতা মানুষকে নানা কারণে অত্যন্ত স্নায়বিক (নার্ভাস্) করিয়া তুলিতেছে; একদল পণ্ডিত মনে করেন মানুষের জীবনে অতিসভ্যতার অস্বাভাবিক চাপ উন্মাদ রোগের অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্র উন্মাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। মদ্যপান এই রোগ বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলিয়া এক পক্ষের মত। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ফলে যেসব সন্তান জন্মে তাহারা অনেক সময়ে মানসিক দুর্বল হয়। • বাংলাদেশে ১৯৩১এ উন্মাদের অনুপাত লক্ষকরা ৪৪ ছিল, ১৯২১এ ছিল ৪১। পার্বত্য চট্টগ্রাম (১২১), কুচবিহার (৭৯), জলপাইগুড়ি (৭৩), জেলায় উন্মাদের অনুপাত বেশি; বীরভূম (২৫) ও দার্জিলিঙে (১৪) সব থেকে কম। বোম্বাই (৫৯) ও বর্মা (৯৯) ছাড়া আর কোন প্রদেশে উন্মাদের হার বাংলাদেশ হইতে বেশি নয়। বাংলাদেশে সরকারী উন্মাদাশ্রম নাই, বহরমপুর ও ঢাকার হাসপাতাল ১৯২৫এ গভর্নমেণ্ট উঠাইয়া দেন। তৎপরে রাঁচিতে উন্মাদ হাসপাতাল খোলা হয়। বাংলাদেশে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি প্রাইবেট উন্মাদাশ্রম অল্পকাল হইল স্থাপিত হইয়াছে।...বাংলাদেশে উন্মাদের সংখ্যা ২২,৪০২ (পু ১৩,০৪৬; নারী ৯,৩৫৬)।

উপকূল-বাণিজ্য (Coasting trade)

এক দেশের উপকূলস্থ বন্দরের মধ্যে জাহাজে করিয়া যে বাণিজ্য চলাচল করে তাহাকে উঃ বাঃ বলে। সরকারী বিশেষ রিপোর্টে ইহার হিসাব-নিকাশ পৃথকভাবে দেখানো হয়। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজ-ওয়ালারা জাহাজ চালায়; ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা সভায় বহু আলোচনা হয়; কিন্তু উহা বন্ধ করিবার আইন পাশ হইতে পারে নাই। বর্তমানে সিন্ধিয়া স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানী উঃ বাঃ চালাইবার জন্য অনেকগুলি জাহাজ ক্রয় করিয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো প্রদেশের উপকূলে বৈদেশিক জাহাজ-কোম্পানীকে জাহাজ চালাইতে দেওয়া হয় না।

উপক্রমণিকা (Introduction)

(১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বাংলা ভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, শিশুদের জন্য রচিত। ১২৫৮, ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হয়। (২) বীজগাণিতিক সংজ্ঞা।

উপগুপ্ত

বৌদ্ধভিক্ষু। অশোককে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত করেন বলিয়া প্রবাদ। জাতিতে শূদ্র; ১৭ বৎসর বয়সে ইনি ভিক্ষু হন। মথুরায় বহু লক্ষ লোককে বৌদ্ধ করেন বলিয়া কিম্বদন্তী।

উপগ্রহ (Satellite)

গ্রহের চতুর্দিকে যেসব জ্যোতিষ্ক আবর্তিত হয় তাহাদের সাধারণের নাম। গ্রহগুলি সৃষ্টি হইবার পরও তাহারা জলন্ত বাষ্প বা জলন্ত তরল অবস্থায় ছিল; সেই অবস্থায় তাহাদের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহগুলি সৃষ্ট হয়। বুধ শুক্র ও প্লুটো ব্যতীত প্রত্যেক গ্রহের উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর উপগ্রহ ১টি (চন্দ্র); মঙ্গলের ২, বৃহস্পতির ১০, শনির ১০, ইউরেনাসের ৪, নেপচুনের ১। শনি গ্রহের একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী আছে; পূর্বে ইহা উপগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন, গ্রহের টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার ঠিক রাখিতে পারে না, শেষ পর্যন্ত ডিম্বাকার হয় পরে তাহার আকর্ষণের একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে আসিলে সেটা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হয়। ক্রমে সেগুলি লক্ষ লক্ষ টুকরায় পরিণত হয় এবং গ্রহের চারিদিকে দ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকে। এইভাবে শনির বেষ্টনী সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞানীরা বলেন বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি এত নিকটে আসিয়াছে যে কালে হয় ত' সেগুলি ভাঙিয়া শনির ন্যায় বেষ্টনী তৈয়ারী করিবে। চাঁদেরও একদিন ঐ দশা হইবার কথা। (দ্রঃ পৃথক পৃথক গ্রহ)।

উপচাপ (Minor arc) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

(দ্রঃ জ্যা, chord)।

উপচ্ছায়া (Penumbra)

আলোকরশ্মির ঋজুরেখার গতিপথে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে তাহার ছায়া প্রায় অবিকলভাবেই পড়ে। এক্ষেত্রে কোন একটি বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মির উৎপত্তি হইতেছে এবং তাহাদ্বারা যে ছায়া পড়িতেছে, তাহার গাঢ়ত্ব সর্বত্র সমান। কিন্তু আলোকের উৎস যদি বিন্দু না হইয়া ব্যাপ্ত হয়—যেমন সূর্য—তাহা হইলে ইহার দ্বারা যে ছায়া সৃষ্ট হয়, তাহার গাঢ়ত্ব সর্বত্র সমান হয় না।
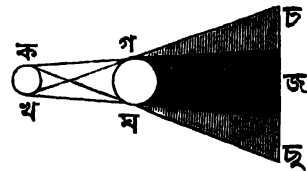
ছবিতে ক খ একটি ব্যাপ্ত আলোক-উৎস (light source); গ ঘ একটি অস্বচ্ছ পদার্থ; এবং চ, জ, একটি পরদা যাহার উপর গ ঘ-এর ছায়া পড়িতেছে। 'জ' চিহ্নিত অংশটি আলোক-

উৎসর কোনও অংশ হইতে আলো পায় না ; কিন্তু 'চ' ও 'ছ' অংশ যথাক্রমে 'খ' ও 'ক' হইতে আলোক পায়। এই 'চ' ও 'ছ' অংশকে প্রচ্ছায়া বলে।

উপজাতি (Tribe)

বাংলায় জাতি শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়, ইংরেজি caste, nation, race, people প্রভৃতি শব্দের অনুবাদকালে 'জাতি' ব্যবহৃত হয় দেখা যায়। ইতিহাসের আদিম যুগে মানুষ কতকগুলি ক্ষুদ্র দল বা সঙ্ঘে বদ্ধ হইয়া থাকিত ও সাধারণত আদিপুরুষ বা প্রজাপতি হইতে অনেক সময় ঐ দলের নাম হইত। বৈদিক যুগে 'পঞ্চজনে'র নাম পাওয়া যায়—অনু, যদু, তুর্বসু, পুরু ও ভরত ; ইহারা উপজাতি। বর্তমানে উ-প-সীমান্ত প্রদেশে জাকাখেল, মোহমন্দ, ইউসুফজাই প্রভৃতি বহু উপজাতি বাস করিতেছে। সাঁওতাল, কোড়া, ভিল, হো প্রভৃতিরা উপজাতি। সেন্সাসে ইহাদিগকে পৃথকভাবে দেখানো হয়। (দ্রঃ অ্যানিমিস্ট)

উপদংশ (Syphilis)

মারাত্মক ইন্দ্রিয়দোষজ ব্যাধি। এই ব্যাধি কলম্বাসের নাবিকরা পশ্চিম ইন্ডিস্ হইতে আমদানী করে এবং ১৫ শতকের শেষে ইউরোপে ইহা প্লেগের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে ইহা পোর্তুগীজরা আনে এবং সেইজন্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থপ্রণেতা ভাবমিশ্র ইহাকে 'ফিরঙ্গ' ব্যাধি বলিয়াছেন। Spirochœta pallida নামে জীবাণু কাকস্ক্রুর মত দেখিতে ; রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অধমাঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে ইহা সুস্থ দেহেও প্রবেশ করে। এছাড়া উপদংশগ্রস্ত রোগীর কাপড়, গামছা, গেলাস, পেয়ালা, হুঁকা, ক্ষুর, কমোড্ প্রভৃতি জিনিষ ব্যবহার হইতে সংক্রামিত হয়। জার্মান ডাক্তার Ehrlich ও জাপানী রসায়নী S. Hatta, Salvarsan 606 নামে ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন (১৯১০)। এই ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করিলে রোগ নিরাময় হয়। গ্রামে অনেক সময়ে পারার ঔষধ খাইয়া লোকে পারার ঘায়ে ভোগে। ইউরোপে এই রোগ ভীষণভাবে প্রবল হইয়াছে। শোনা যায় ভারতে ব্যাপ্ত হইতেছে। কুষ্ঠব্যাধির অন্যতম কারণ উপদংশ। ইহা বহুরূপী রোগ ; সদ্যজাত শিশুর শরীরে ইহা বসন্তের ন্যায় দেখা দেয়। এই রোগাক্রান্ত শিশু অনেক সময়ে অন্ধ হইয়া জন্মায়। বয়স্কদের সিফিলিস হইলে লিঙ্গস্থানে আদিক্ষতের (primary sore) চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং কুঁচকির গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি স্ত্রী পুরুষের শরীর জীর্ণ করে এবং বংশধরগণ জীর্ণদেহ ও অল্পায়ু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

উপদ্বীপ (Peninsula) ভৌগোলিক সংজ্ঞা

অন্তরীপ দ্রষ্টব্য। যে ভূখণ্ডের তিনদিকে সাগর তাহাকে উপদ্বীপ বলে। যথা ইতালী, আইবেরিয়ান উপদ্বীপ, স্কান্দানভিয়ান উপদ্বীপ, ভারত উপদ্বীপ প্রভৃতি।

উপধাতু (Non-metals)

রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ বা element সমূহকে ধাতব (metalic) ও উপধাতব এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ খুব স্পষ্ট নয়। উপধাতুগুলির সাধারণত কোন প্রকার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। কতকগুলি ছাড়া অধিকাংশ উপধাতুই বিদ্যুত-তরঙ্গের সুপরিবাহী নহে। ধাতু সাধারণত কঠিন হয় ; উপধাতু কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় হয়। অ্যাসিডে ইহারা সাধারণত গলে না। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, আওডিন, গন্ধক, নাইট্রোজেন, সিলিকিন, ফসফরাস অঙ্গার, ক্লোরিন, ব্রোমিন উপধাতব। ব্রোমিন তরল উপধাতু।

উপনদী (Tributary)

যেসব নদী প্রধান নদীতে আসিয়া পড়ে তাহাকে উপনদী বলে। যমুনা গঙ্গার উপনদী।

উপনন্দ

(১) নন্দের ভ্রাতা, গোপরাজ। (২) কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ; রাজপুরোহিতের ভ্রাতা কুহলের পরামর্শে যুবরাজ নন্দের প্রাণবধের চেষ্টা করেন

উপনয়ন

আর্য জাতির মধ্যে দ্বিজ বা প্রথম ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর পুত্রদের সংস্কারকালে গলে যে সূত্রগুচ্ছ বা উপবীত দেওয়া হয় তৎবিষয়ে অনুষ্ঠানকে উপনয়ন বলে। পূর্বকালে গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপস্থিত হওয়া বা 'উপনীত' হওয়াকে শিষ্যর দ্বিতীয় জন্ম (দ্বি-জ) বলিয়া অভিহিত করা হইত, অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান দ্বারা সে সমাজের ও ধর্মের রহস্য জানিবার অধিকার লাভ করিয়া নূতন জন্ম পাইত। নবজন্মের প্রতীক ছিল চর্মের আবরণ, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যেমন জরায়ু-চর্ম দ্বারা সে আবৃত ছিল, তদ্রূপ আবরণ দেওয়া বিধি ছিল। 'দ্বি-জ'র প্রতীক ছিল চর্মাচ্ছাদন। পরে চর্মাচ্ছাদনের পরিবর্তে হইল উত্তরীয় ; ক্রমে তাহাও সংক্ষিপ্ত হইয়া সূত্র হইল। বর্তমানে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণেরা নানা মাপের কয়েকগাছি সূত্র বাম স্কন্ধ লইতে দঃ হস্তের নিম্নভাগ পর্যন্ত লম্বমানভাবে ধারণ করে। পার্শীদের মধ্যে নওজাত (নবজাত) উপনয়নের নামান্তর ; তাহারা সূত্র কোমরে ধারণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণ উপবীত গ্রহণ করিতেছে। সন্ন্যাসীরা উপবীত ত্যাগ করেন। ভারতের বাহিরে বহু আদিম জাতির মধ্যে কোনো না কোন প্রকার দীক্ষা বিধি আছে। উপনয়নও সেই আদিম যুগের দীক্ষা বিধির সংস্কৃত রূপ মাত্র। হিন্দুদের মধ্যে উপনয়নের সময়ে শূদ্রের মুখ দেখিতে নাই বলিয়া যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা

বৈদিক যুগের আর্য ও শূদ্রের বিবাদের পরিচায়ক। আর্য অনুষ্ঠানে বিজিত শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না।

উপনিবেশ (Colony)

মানব ইতিহাসের আদিমযুগ হইতে মানুষ একস্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া বাস করিয়াছে। দেশে স্থানাভাব, ধর্মবিরোধ, রাজার সহিত মতান্তর, নূতন দেশে কৃষিক্ষেত্র বা বাণিজ্য কেন্দ্রর সন্ধান ইত্যাদি বিচিত্র কারণে লোকে নূতন দেশে উপনিবেশ গড়িয়াছে। ফিনিকরা ও গ্রীকরা ভূমধ্যসাগরতীরে উঃ করে। ভারতীয়রা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, চম্পা, বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে উঃ গড়ে। বর্তমান যুগে উপনিবেশ সুরু হয় ১৬ শতক হইতে আমেরিকা আবিষ্কারের পর (১৪৯২)। স্পেনীশ ও পোর্তুগীজরা মধ্য আমেরিকা ও দঃ আমেরিকায়, ফরাশীরা কানাডায়, বৃটিশরা বর্তমান মার্কিন রাজ্যে গিয়া বাস করিতে থাকে। ইংল্যান্ড ১৫৮৩এ নিউফাউন্ডল্যান্ডে প্রথম কলোনী স্থাপন করে; কিন্তু যথার্থ উপনিবেশ স্থাপন করে Pilgrim Fathers (দ্রঃ) ১৬২০। ১৮ শতক কলোনীর দখল লইয়া ফরাশী ও ইংরেজে লড়াই চলে। এই বিরোধের ফলে ফরাশীরা আমেরিকা হারায় ১৭৬৩ ও ইংরেজ কানাডা পায়। কিন্তু ১৩টি মার্কিন কলোনী ইংরেজদের বশ্যতা শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করে। ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের ধারণা ছিল যে কলোনীগুলি তাহাদের জমিদারী মাত্র এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহারা কাঁচামাল উৎপন্ন করিবে। মার্কিনরাজ্য হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর ১৭৮৩ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট কলোনীদের কঠোর হস্তে শাসন করেন তাহাদের উপকারের জন্য দাসপ্রথা প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে বন্ধ করেন। কিন্তু কানাডার ফরাশীদের মধ্যে বিদ্রোহ হইবার পর ১৮৪০ হইতে বৃটিশরা কলোনীদের প্রতি ব্যবহার ভদ্র ও সাম্যাত্মক করিতে বাধ্য হইল। ১৮৫৪এ বৃটিশ কাবিনেটে উপনিবেশ-সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়। ১৮৬২ হইতে কলোনীসমূহকে স্বায়ত্বশাসন দিতে আরম্ভ হয়। অস্ট্রেলিয়া (১৭৮৭-১৮৬০), নিউ জীল্যান্ড (১৮৪০), দক্ষিণ ও পূঃ আফ্রিকা ইংরেজদের কলোনী। ১৮৮৭এ বৃটিশ উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিদের প্রথম কনফারেন্স হয়; তারপর ১৮৯৪, ১৯০২, ১৯০৭, ১৯১১ সভা হয়; ১৯০৭এ স্থির হয় যে প্রতি চারি বৎসর অন্তর এই সভা 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স' (দ্রঃ) নামে আহুত হইবে। ১৯২৬এর কন্‌ফারেন্সে বৃটেন ঘোষণা করেন যে কলোনী সমূহ বৃটিশ সম্রাজ্যের মধ্যে "autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or foreign affairs though united by a Common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations"...১৯শতকের প্রথম দিকে আমেরিকার পোর্তুগীজ ও স্পেনীশ কলোনীসমূহ স্বাধীন হয়।...আফ্রিকায় কলোনী স্থাপনের জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে ভাগাভাগি সুরু হয় ১৯শতকের শেষ দিকে; উঃ আফ্রিকা পায় ফরাশীরা; পোর্তুগীজ, জারমান, বেলজিয়ন্, ইতালিয়ন ও ইংরেজরা নানা অংশ পায়। মহাযুদ্ধের পর জারমান কলোনীসমূহ বাজেয়প্ত হয় ও ইংরেজ, জাপানী, ফরাশীরা সেগুলি ভাগ করিয়া লয়; জারমেনীর ১১ লক্ষ বর্গ মাঃ স্থান মিত্রশক্তি কাড়িয়া লয়। ইতালী আফ্রিকার উঃ অংশে কলোনী স্থাপন করিয়াছিল (ত্রিপোলিয়ানা দ্রঃ)। ১৯৩৬এ ইতালী আবিসিনিয়া জয় করে।...এশিয়ার মধ্যে উঃ অংশে রুশরা কলোনী করিতেছে। মানচুরিয়া, মংগোলিয়া প্রভৃতি স্থানে চীনারা বাস করিতেছে। জাপানীরা এইখানে কলোনী ও রাজ্য করিতে প্রয়াসী। জাপানের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাদের কলোনীর বিশেষ প্রয়োজন। প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড বৃটিশ শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া কলোনী। জাপানের দৃষ্টি সেই দিকে নাই তাহা বলা যায় না। ১৮ শতকে যেমন কলোনীর অধিকার লইয়া ইংরেজ ফরাশীর মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে জাপানের সঙ্গেও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বিবাদ বাধিতে পারে। (দ্রঃ ভৌগোলিক অংশে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য দেশ)।

উপনিষদ

বেদের পরবর্তী সাহিত্য বা বৈদিক সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। কোনো কোনো উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গভীর তত্ত্বকথা আছে। প্রাচীন উপনিষদগুলি প্রধানত ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ। প্রধান উপনিষদ ১০ খানি; তবে অর্বাচীন উঃ একত্র করিলে ১৫০র উপর হয়। ইহার অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক। ৮ম শতকে শঙ্করাচার্য ১১ খানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, এবং পরযুগে ঐ ১২ খানি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক দার্শনিক উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাঙলাদেশে রাজা রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদ বহুল প্রচলিত করেন, তৎপূর্বে এদেশে ইহার আলোচনা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল।...পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই ইহার অনুবাদ আছে। শাহজাহানের পুত্র দারাসিকো পার্শী ভাষাতে ৪০ খানি উপনিষদের তর্জমা করেন। জাপানী ভাষায় ১২৮ খানি উপনিষদের অনুবাদ হইয়াছে। প্রধান ১২খানি উপনিষদের নাম:—ঋক্‌বেদীয় (১) ঐতরেয় (২) কৌশীতকী।

সামবেদীয়—(৩) ছান্দগ্য (৪) কেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়—(৫) তৈত্তিরীয় (৬) কঠ (৭) শ্বেতাশ্বতর।

শুক্লযজুর্বেদীয়—(৮) বৃহদারণ্যক (৯) ঈশ (১০) প্রশ্ন (১১) মুণ্ডক (১২) মাণ্ডুক্য।

অবশিষ্ট সবই অথর্ববেদীয়।…বাঙলা ভাষায় উপনিষদের টীকা ও অনুবাদ সহ বহু সংস্করণ আছে; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংস্করণ—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কৃত।

উপন্যাস (Romance ; Novel)

আমাদের দেশে প্রাচীন সংস্কৃতে গদ্য কাব্য 'কাদম্বরী' প্রাচীনতম গল্পের বই। 'দশকুমার চরিত' গদ্য গ্রন্থ, কিন্তু 'কথাসরিৎসাগর' পদ্যময় গল্প। গল্প বা উপন্যাসজাতীয় গ্রন্থ প্রাচীনকালে খুব বেশি ছিল না। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার চলন হইবার পর হইতে গদ্য গল্প ও উপন্যাস লিখিবার পদ্ধতি ১৯ শতক হইতে সুরু হয়; বাঙলাভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' (দ্রঃ) প্রাচীনতম উপন্যাস। তবে যথার্থ উপন্যাসের সূত্রপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙলা ভাষায় বাহ্যিক ঘটনা নিরপেক্ষ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়' লিখিয়া। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে অমরস্থান লাভ করিয়াছেন।…ইউরোপে অতিপ্রাকৃত বা আজগুবি গল্প মধ্যযুগে চলিত, নভেল অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ লইয়া গল্প রচনার সুরু হয় ইতালীতে। বোকাচ্চিও এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক। তাঁহার পদ্ধতি ধরিয়া ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালীর লেখকগণ বহুকাল চলিয়াছিলেন। এই যুগের স্পেনীশ লেখক সেরভানেটিসের (Cervantes) ডনকুইকসোট্‌ সর্বদেশে সুপরিচিত হয়। ১৯ শতকের আরম্ভ হইতে ইংল্যান্ডে নূতন লেখকদল উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অতিমানবীয় আখ্যান ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যুগের সাধারণ মানুষ লইয়া কাহিনী রচনা সুরু হইল। ঐতিহাসিক আখ্যান লইয়া স্কট (Scott) নভেল রচনা করেন। স্কটের গল্প অতিপ্রাকৃত নহে তবে তাহা অবাস্তব, কারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাহিরের ঘটনাই আখ্যানবস্তুর প্রধান উপাদান ছিল। কিন্তু যথার্থ মানবের ঘরোয়া জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া উপন্যাস লিখিলেন ডিকেন্স, জেন অস্টেন, থ্যাকারে। ফ্রান্সে হিউগো (Hugo) 'লে মিজারাবল'এ দরিদ্রের দুঃখ বিবৃত করিলেন; ইহাকে সর্বহারাদের বাইবেল বলা হয়। রুশিয়ার টলস্টয় ও ইংল্যান্ডের জর্জ ইলিয়ট মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত।…বর্তমানে উপন্যাস লেখকের সংখ্যা অগণ্য; তাহাদের অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী, পাঠকদের সাময়িক উত্তেজনা ও আমোদ দানই একমাত্র উদ্দেশ্য; ডিটেক্‌টিভ, অপরাধ ও ষড়যন্ত্রমূলক গল্পের চাহিদা বর্তমানে বেশী।…এক ভাষার উপন্যাস অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হয়।

উপপত্র (Stipule)

পাতার বোঁটার নীচের দিকের একপ্রকার ক্ষুদ্র বহির্বৃদ্ধি (outgrowth)। সাধারণত বোঁটার দুইদিকে থাকে, যেমন জবার পাতায়। কাঁঠাল ও বট প্রভৃতি গাছের উপপত্র পত্র-কোরককে ঢাকিয়া রাখে।

উপপাদ্য (Theorem) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

যে প্রতিজ্ঞায় (Proposition) কোন জ্যামিতিক সত্য প্রমাণ করিতে হয়, তাহাকে উপপাদ্য বলে।

উপপুরাণ

ব্যাসোক্ত অষ্টাদশ পুরাণ সদৃশ গ্রন্থ, নানা মুনি বিরচিত। ১। সনৎ কুমার উক্ত আদি উপপুরাণ ২। নৃসিংহ। ৩। কার্তিকেয় উক্ত বায়ু ৪। শিব-ভাষিত শিবধর্ম ৫। দুর্বাসা। ৬। নারদীয়। ৭। নন্দিকেশ্বর ৮। উশনস ৯। কপিল ১০ বরুণ ১১। শাম্ব ১২। কালিকা ১৩। মহেশ্বর ১৪। পদ্ম ১৫। দেব ১৬। পরাশর ১৭। মারীচ ১৮। ভাস্কর (দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম) মতান্তরে নন্দিকেশ্বর, পদ্ম ও দেব পুরাণ স্থলে বামন, ব্রহ্মাণ্ড ও ভার্গব পুরাণ; পুনশ্চ মতান্তরে বায়ু, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, মারীচ ও ভার্গব স্থলে নন্দিকেশ্বর, আদিত্য, ভাগবত ও বশিষ্ঠ পুরাণের উল্লেখ আছে। (দ্রঃ পুরাণ)

উপবাস (অনশন দ্রঃ)

হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বহু ব্যাপারে উপবাসী থাকিয়া পূজা তর্পণাদি করিতে হয়। সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই কিছু কিছু উপবাস ব্রত পালন করিতে হয়; যেমন বিবাহের দিনে, শ্রাদ্ধের সময়ে, পূজার সময়ে, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অর্ধ উপবাস বা নিশিপালন বা রাত্রে উপবাস করিবার নির্দেশ আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবারা একাদশীর দিন অনেকস্থলে উপবাস করে। মুসলমানদের মধ্যে 'রমজান' (দ্রঃ) আছে। মাঝে মাঝে উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বলিয়া চিকিৎসকেরা বলেন। উপবাসের পর গুরু ভোজন নিষিদ্ধ।

উপবৃত্ত (Ellipse) দ্রঃ অধিবৃত্ত।

উপমন্যু

আয়োদধৌম্য মুনির গুরুভক্ত শিষ্য। গুরুর আদেশ বিনা কিছুই আহার না করিয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়নে আকন্দর ফল খাইয়া অন্ধ হইয়া যান। অশ্বিনীকুমারদের কৃপায় চক্ষু আরোগ্য ও গুরুকৃপায় সর্বশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন।

উপরিচর

পুরুবংশীয় রাজা; ইনি ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্তক; আকাশে বিহার করিতেন বলিয়া উপরিচর নাম। ইনি মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধার পিতা; মৎস্যগন্ধার গর্ভে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম হয়।

উপরিপাতন (Superposition) জ্যাঃ সংজ্ঞা
একটি জ্যামিতিক চিত্রকে একস্থান হইতে তুলিয়া ও উহার আকার পরিবর্তন না করিয়া অপর একটি চিত্রের উপর স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে উপরিপাতন বলে। জ্যামিতিতে কোন কোন প্রতিজ্ঞা এই প্রক্রিয়াদ্বারা প্রমাণিত হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মানসিক ; কারণ, বস্তুত কোন জ্যামিতিক চিত্রকে একস্থান হইতে তুলিয়া এবং উহার আকার পরিবর্তন না করিয়া অন্য চিত্রের উপর স্থাপন করা সম্ভব নহে।

উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream)
উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের সামুদ্রিক স্রোত। উ-প বাণিজ্য বায়ুর দ্বারা তাড়িত উষ্ণ স্রোত পশ্চিম ইন্‌ডিস্ দ্বীপালির কাছে আসিয়া দ্বিধা হইয়া একটি কারিবিয়ান সাগরে, অপরটি মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। দুইটি ধারা পুনরায় ফ্লোরিডার নিকটে মিশিয়া প্রবল স্রোত উৎপন্ন করে। প্রথম দিকে উহা ৩০।৪০ মাঃ প্রস্থ ; ঘণ্টায় ৪।৫ মাঃ গতি ; গভীরতা প্রায় ৮০০০ ফুট। পাশের সমুদ্র জল হইতে এই জলস্রোতের উষ্ণতা ২০।৩০ ডিগ্রী অধিক। এই স্রোত যতই উত্তর-পূর্ব দিকে চলিতে থাকে তাপ ততই কমিতে থাকে। এই উষ্ণ স্রোতের জন্য ইংল্যান্ড তাহার অবস্থান অনুপাতে অধিক উষ্ণ।

উপালি
বৌদ্ধভিক্ষু। বুদ্ধের মহানির্বাণের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় যে সঙ্গীতি হয়, তাহাতে ইনি 'বিনয়' সম্বন্ধে বলেন। ইহাকে 'বিনয়ধর' বলা হইত।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১২৭০—১৩২২)
ফটোএনগ্রেভিং কোম্পানী U. Roy & Sons-এর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বঙ্গদেশে এই শিল্পের প্রথম প্রবর্তক। ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের জমিদার বংশে জন্ম ; পিতা কালীনাথ ; জ্যেষ্ঠ সহোদর অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর তাঁহার খুল্লতাত হরিকিশোর কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি সুগায়ক ও বেহালাবাদক ছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকা শিশুদের জন্য সম্পাদন করেন। 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত,' 'মহাভারতের গল্প'—শিশু সাহিত্যের সুপরিচিত গ্রন্থ। ইঁহার পুত্র সুকুমার রায় (দ্রঃ) 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫—১৩০২)
সমাজ সংস্কারকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। 'শরৎসরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামে সামাজিক নাটিক অভিনয় করান ; রাজপুরুষের অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত থাকায় কারাগারে যাইবার আশঙ্কা হয়। বারো বৎসর বিলাতে কাটাইয়া আসেন ; দেশে ফিরিয়া থিএটারে নামেন। কোনো বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই। কায়স্থ হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় বিবাহ করেন। ইহার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'সময়' কাগজ বহু বৎসর পরিচালনা করেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিকতলা বোমার মামলার (দ্রঃ) অন্যতম আসামী। ১৯০৮এ ঐ মামলায় দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন ; ১৯২০এ মুক্তি পান। 'আত্মশক্তি' নামে সাপ্তাহিক সম্পাদন করেন ও 'আত্মকাহিনী', 'জাতের বিড়ম্বনা', 'বর্তমান সমস্যা', 'ধর্ম ও কর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যর (জঃ ১৮৭৫)
কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া স্টিবামাইন (দ্রঃ) আবিষ্কার করিয়া (১৯২২) খ্যাত হন।

উভচর (Amphibia)
মেরুদণ্ডী প্রাণী। শিশু অবস্থায় ইহারা জলে বাস করে এবং তখন মাছের মত ফুল্‌কোর (Gill) সাহায্যে নিশ্বাস লয় ; বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা স্থলাশ্রয়ী হয় এবং নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস লয়। ইহাদের গায়ে আঁশ থাকে না। ব্যাং ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। (ব্যাং দ্রঃ)

উভয়ভারতী
সুরেশ্বরাচার্য বা মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী পত্নী। কথিত আছে মাহিষ্মতী নগরীতে সুরেশ্বরের সহিত শঙ্করাচার্যের যে শাস্ত্রবিচার হয়, তাহার মধ্যস্থ ছিলেন উভয়ভারতী। উভয়ভারতী সুরেশ্বরকে বিচারে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ফলে সুরেশ্বর সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া মণ্ডনমিশ্র নাম গ্রহণ করেন। (দ্রঃ মণ্ডনমিশ্র)

উভাবতল (Double Concave)
কোন বক্রতলের (দ্রঃ) যে কোনও বিন্দুর ভিতর দিয়া এমনি একটি গোলক রচনা করা যায় যে, সেই গোলকের বক্রতা (Curvatur) এবং বক্রতলের সেই বিন্দুতে বক্রতা সমান। ঐ গোলকটির কেন্দ্র যেদিকে অবস্থিত সেই দিক হইতে দেখিলে বক্রতলটিকে 'অবতল' বলা হয়, এবং তার উলটা দুটী দিক হইতে দেখিলে তাহাকে 'উত্তল' বলা হয়। কোনও lensএর দুটী তলই যদি 'অবতল' হয়, তাহা হইলে সেই লেনস্‌কে 'উভাবতল' বলা হয়।

উভোত্তল (Double Convex)
কোনও lensএর দুইটি তলই যদি উত্তল হয়, তবে তাহাকে উভোত্তল বলে। (দ্রঃ উভাবতল)

উমা
সতী (দ্রঃ) দেহত্যাগের পর হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম লইয়া শিবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। মেনকা কন্যাকে 'উ' সম্বোধন করিয়া এইরূপ তপস্যা করিতে নিষেধ ('মা') করেন। তাহাতেই কন্যার নাম হয় 'উমা'।

উমাদেবী (১৯০৮—৩১)
বঙ্গের মহিলা কবি। অধ্যাপক মোহিত চন্দ্র সেনের কন্যা ও শিশির কুমার গুপ্তের পত্নী। 'বাতায়ন' নামে কবিতাগুচ্ছের রচয়িতা। ইনি বিশিষ্ট প্রতিভাসম্পন্না ছিলেন।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯০০)
জন্মস্থান কাশী। এম.এ পাশ করিয়া কিছু কাল আগ্রায় অধ্যাপক। ঢোলপুর রাজ্যের নাবালক রাজার শিক্ষক। পরে রাণা নেহাল সিংহের প্রাইভেট সেক্রেটারী। ১৮৯৮ রাণা ইহাকে 'সর্দার' উপাধি দেন। ফরাশী, জারমান, হিন্দী ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

উমিচাঁদ বা আমীনচাঁদ
পঞ্জাব দেশীয় বণিক, আলিবর্দীর সময় এদেশে আসে ও বাঙলায় বাণিজ্যাদি করিয়া প্রভূত ধনশালী হয়। সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যগণ কলিকাতা লুণ্ঠনের সময় (১৭৫৬) উমিচাঁদের ৪ লক্ষ টাকা লইয়া যায়। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে উমিচাঁদ ছিল; এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া ক্লাইবের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা দাবী করে; ক্লাইব জাল চুক্তিপত্র করিয়া উমিচাঁদকে বলেন পলাশী যুদ্ধের পর টাকা দিবেন। কিন্তু শেষকালে উহাকে ফাঁকি দেন। নিরাশ হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় উমিচাঁদের ১৭৫৮এ মৃত্যু হয়। (দ্রঃ সত্যচরণ শাস্ত্রী, জালিয়াৎ ক্লাইভ)।

উমেশচন্দ্র দত্ত (১) (১৮২৭—১৮৬১)
কলিকাতার অক্রুর দত্তের পৌত্র। 'সংবাদ প্রভাকরের' লেখক নবীন লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কার দিতেন। গোল্ড্‌স্মিথ, মুর প্রভৃতির কবিতা বাঙলায় করেন। ব্যঙ্গ রসাত্মক বহু গানের রচয়িতা।

উমেশচন্দ্র দত্ত (২) (১৮৪০—১৯০৭)
শিক্ষাব্রতী। ২৪ পরগণা মজিলপুর গ্রামে জন্ম। ১৮৬৭ বিএ পাশ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও নানা স্থানে শিক্ষকতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অন্যতম নেতা। সিটি স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা; মূকবধির স্কুলের অন্যতম স্থাপয়িতা। স্ত্রী শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী; 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ৪৫ বৎসর চালনা করেন। ১৩১৪, ১১ আষাঢ় মৃত্যু হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত (৩) (১৮২৯—১৯১৬)
জন্ম কৃষ্ণনগরে। ১৮৪৯ সিনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা পাশ করিয়া চট্টগ্রামে শিক্ষক, ঢাকায় হেডমাস্টার ও ১৮৬৭ কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ হন। ১৮৮১তে অবসর গ্রহণ। ৮৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

উমেশ চন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২—১৮৯৮)
হুগলি-খানাকুল-রামনগরে জন্ম। ১৮৭৫এ এম. এ., ৭৫এ বি.এল পাশ। মোআট মেডাল ১৮৭৬; রায়চাঁদ বৃত্তি (১৮৭৬)। ১৮৭৭এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৯৮তে ৪৬ বয়সে মৃত্যু হয়। 'সাহিত্য' ও 'সাধনা পত্রিকায় বহু গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লেখেন। বৈদিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত; তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রণিধানযোগ্য। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন ও বৈদিক কালে একেশ্বরবাদ ছিল তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। 'সাংখ্যদর্শন', 'বেদপ্রবেশিকা' গ্রন্থ রচয়িতা।

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee ১৮৪৪—১৯০৬)
কলিকাতা খিদিরপুরে জন্ম। পিতা গিরীশচন্দ্র এটর্নী ছিলেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬৮ বিলাতে ব্যারিস্টারী শিক্ষা। কলিকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস। ১৮৮০ কলিঃ বিশ্বঃর সভ্য মনোনীত। ১৮৯৪-৯৫ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। প্রথম দেশীয় স্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিল। প্রথম কন্‌গ্রেসের (বোম্বাই ১৮৮৫) সভাপতি; ১৮৯২এ পুনরায় কন্‌গ্রেস সভাপতি। হাইকোর্টের জজিয়তি দুইবার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০২এ বিলাতে গিয়া প্রিভি-কাউন্সিল-এর বিচারালয়ে আইন ব্যবসায় সুরু করেন ও কন্‌গ্রেসের কাজ করিতে থাকেন। ১৯০৬এ বিলাতে মৃত্যু।

উম্মিয় বংশ (Ommaide Dynasty ৬৬১-৭৫৯)
আরবের ইতিহাসে প্রথম চারিজন খলিফার (৬৩২—৬৬১) পর মোয়াবিয়া হইতে এই বংশের আরম্ভ; মোয়াবিয়ার পূর্বপুরুষ উম্মিয় হইতে বংশের নাম। ইঁহাদের রাজধানী ছিল দামেশ্‌ক (Damascus)। এই বংশের খালিকগণ:—
১ম খালিফ—মোয়াবিয়া (৬৬১—৬৮০)
২য়—য়েজিদ (৬৮০—৮৩)
৩য়—মোয়াবিয়া ২য় (৬৮৩)
৪র্থ—মেরবান (৬৮৩—৫)

৫ম—আবদুল মালিক (৬৮৫—৭০৫)
৬ষ্ঠ—ওয়ালিদ ১ম (৭০৫—১৫); ইহার সময়ে আরব সাম্রাজ্য পূর্বে সিন্ধুনদ ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।
৭ম—সুলেমন (৭১৫—১৭)
৮ম—ওমর ২য় (৭১৭—২০)
৯ম—ইয়েজিদ ২য় (৭২০—২৪)
১০ম—হিসাম (৭২৪—৪৩)
১১শ—ওয়ালিদ ২য় (৭৪৪)
১২শ—ইব্রাহিম (৭৪৪)
১৩শ—মেরবন ২য় (৭৪৫)। এইখানে উম্মিয় বংশের শেষ এবং আব্বাসী বংশের (দ্রঃ) অভ্যুত্থান। স্পেনের কর্দোভাতে উম্মিয় বংশীয়রা ৭৫৬ হইতে রাজত্ব করেন।

উরঃফলক (Sternum)

বক্ষের সম্মুখভাগে অবস্থিত ফলাকা আকার অস্থি। মেরুদণ্ডের সহিত বারখানি করিয়া পঞ্জরাস্থির (ribs) দ্বারা যুক্ত। এই অস্থি তিন খণ্ডে বিভক্ত, গ্রৈবেয়ক, মধ্যফলক, অগ্রপত্র। যকৃতাদির বৃদ্ধি হইলে অগ্রপত্র অংশ উন্নত হয়; লোকে, তখন বলে 'কড়া'।

উরফী, জামাল উদ্দিন (মৃঃ ১৫৯১)

পারস্য কবি; জন্মস্থান শিরাজ। ভারতের দাক্ষিণাত্যে প্রথম আসেন, পরে আকবরের দরবারে উপস্থিত হন ও সম্রাট তাঁহাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

উর্দি (Uniform) দ্রঃ ইউনিফর্ম

উর্দুভাষা

আফগান ও তুর্কীরা ভারতে আসিয়া পার্শী শব্দ ও হিন্দী ব্যাকরণ জুড়িয়া যে-ভাষায় কথাবার্তা বলিত এবং যে-ভাষা সাধারণত বাজারে বা সৈন্য-ছাউনীতে বলা হইত, তাহাকে উর্দু বলে। ইহার লিপি পারসিক। ইসলামের প্রভাবে বহু আরবী শব্দ ইহাতে আসিয়াছে। বাহমনি রাজ্যে কয়েকজন কবি এই মিশ্রিত ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন। উঃ ভারতে এই ভাষা বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার করেন। দঃ ভারতে নিজাম হায়দ্রাবাদে ইহা রাজভাষা এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা; ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় ইউরোপীয় ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থের উর্দু তর্জমা হইয়াছে। গালেব, আনিস, ইকবাল উর্দুভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উর্বশী

স্বর্গের স্বাধীনা নারী, স্বর্গের নর্তকী। বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গর জন্য ইন্দ্রের প্ররোচনায় কামদেব তাঁহাকে উরু হইতে সৃষ্টি করেন। স্বর্গে বাস করিবার জন্য অর্জুন ইহার অনুরোধ রক্ষা না করায় অভিশপ্ত হন এবং বৃহন্নলা নপুংসক হইয়া বিরাট রাজগৃহে বাস করেন। ইনি পুরুরবা রাজাকে কয়েক বৎসর স্বামিত্বে বরণ করেন।

উল (Wool) দ্রঃ পশম

উলটকম্বল (Abroma augusta; Devil's cotton)

বন্ধুকাদি বর্গের ছোট তরু, ৫।৭ হাত উঁচু হয়। শৈত্যপ্রধান স্থানে জন্মে, সরু ডাল লোমশ, পাতা বড় ও লোমশ। বর্ষাকালে ফুল ফোটে; ফুলে পাঁচটি দল। প্রত্যেক ফুলের গোড়ার দিকে ছোট কটোরার মতন। ফুল কৃষ্ণরক্ত, পাপড়ী অধোমুখী; এই হেতু নাম উলট কম্বল। ফল পাঁচ কোণা। ছালের আঁশে দড়ি হইতে পারে। শিকড়ের ছাল স্ত্রীলোকের রোগের ঔষধ। (Watt; যোগেশ; Chopra 261-2)।

উলটচণ্ডাল (Glorissa superba)

সংস্কৃত অগ্নিশিখা, লাঙ্গলিকী; বাঙলায় বিষলাঙলা বলে। বাঙলা, বর্মা, ও সিংহলের বনে প্রচুর জন্মে। দুই জাতের গাছ দেখা যায়,—খণ্ডিত মূল ও অখণ্ডিত মূল। পুষ্পিত হইবার সময় প্রথম জাতীয় গাছের মূল সংগৃহীত হয়; মূলগুলিকে কাটিয়া মাখন, দুধ কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়; রাত্রিকালে ভিজাইয়া, দিনে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়; ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া লোকে যত্নপূর্বক তুলিয়া রাখে। ইহা সাপ কামড়ের ঔষধ বলিয়া লোক-বিশ্বাস। তবে বিছা কামড়াইলে ঐ মূল বাঁটিয়া লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়। অল্প মাত্রা সেবনে শরীরে বিষ ক্রিয়া হয় না। (Chopra 580)

উলসি (Wolsey, Cardinal Thomas ১৪৭১—১৫৩০)

ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল। ইংল্যান্ডের ইপস্উইচের সামান্য ঘাসিয়াড়ের পুত্র। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করেন; চরিত্র ও বুদ্ধিবলে রাজার চ্যাপলেন্, ইয়র্কের আর্কবিশপ ও অবশেষে কার্ডিনাল হন। ১৫১৫ অব্দে ৮ম হেনরীর চানসেলার বা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাজনীতিতে সেই যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত। কিন্তু হেনরী তাঁহার পত্নী ক্যাথারিনকে তালাক দিতে চাহিলে ইনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন

করেন। এই অপরাধে মন্ত্রিত্বচ্যুত হন এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। রাজার নিকট বিচারের জন্য আসিবার পথে মৃত্যু হয়, ২৯ নভেম্বর ১৫৩০।

উলার ম্যালেরিয়া

চুর্ণী নদীর তীরে উলা বা বীরনগর একখানি সুবৃহৎ গ্রাম ছিল। ঈঃ বেঃ রেলপথ খোলার পর দক্ষিণ বঙ্গে ম্যালেরিয়া প্রথম মহামারীরূপে নদীয়ার এই অঞ্চলে দেখা যায়। ১৮৫৬ অগস্ট (১২৬৩ ভাদ্র) প্রথম জ্বর দেখা দেয়; গ্রামে ৩২,০০০ লোকের বাস ছিল, চারি বৎসরে ২০,০০০ লোক মারা যায়। এই গ্রামের সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে।

উলুখড় (Imperata arundinacea)

ধান্যাদি বর্গের দীর্ঘায়ু তৃণ বিশেষ। ডাঁটা ফাঁপা নয়; পাতা সবুজ, খরস্পর্শী. মঞ্জরী মৃদুরোমা। এককালে বাংলাদেশে এই খড় দিয়া ঘর ছাওয়া হইত; পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না; এখন পূর্ববঙ্গেও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে। লোকে অগ্নিভয়ে বা মহার্ঘ বলিয়া ইহার স্থানে করোগেট 'টিন' ব্যবহার করিতেছে। (দ্রঃ যোগেশ)।

উলূক

(১) মহাভারতোক্ত শকুনির পুত্র; কুরুক্ষেত্রের শেষ দিবসে সহদেবের হস্তে নিহত হয়। (২) বৈশেষিক দর্শনের স্রষ্টা কণাদের এক নাম; সেইজন্য কণাদ দর্শনকে ঔলূক্য দর্শন বলে। (৩) পেঁচাকে উলূক বলে। ইহা নিশাচর পক্ষী, মাংশাসী; ইঁদুর প্রধান খাদ্য। নখ ও ঠোঁট তীক্ষ্ণ। কোনো কোনো জাতের উঃ দিনেও শিকার করে। সবদেশেই পেঁচার ডাক অমঙ্গলসূচক চিহ্ন। হিন্দুদের বিশ্বাস পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন। হিন্দুরা পেঁচা মারে না। (দ্রঃ পেঁচা)

উলূপী

কৌরব্যনাগের কন্যা। দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে অর্জুন এক সময়ে ইহাকে বিবাহ করেন; ইহার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। বঃ মাতার সঙ্গে থাকিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বভ্রুবাহন আটক করে ও তজ্জন্য অজ্ঞাতে পিতা পুত্রে যুদ্ধ হয়। অর্জুন পরাভূত ও মৃতকল্প হন; উলূপী জানিতে পারিয়া চৈতন্য সম্পাদন করেন।

(Meteor ; Meteorite)

আকাশের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্ক কণা—তবে ইহাদের নিজেদের কোন জ্যোতি নাই। পৃথিবী ও অপর গ্রহাদির উপকরণে ইহাদের দেহ গঠিত। ইহারা পৃথিবীর গতিপথে অথবা স্বীয় গতিপথে যখন ভূবায়ুর সংস্পর্শে আসে, তখন বায়ুর ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে; তখনই ইহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলে আসে; অতিক্ষুদ্র পিণ্ডগুলি বায়ুমণ্ডলে আসিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে ছাই হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তরগুলি দগ্ধ হইতে হইতে পৃথিবীর উপর পড়ে। কলিকাতার যাদুঘরে কয়েকটি উল্কা আছে। ১৮৬১ অব্দে দঃ ভারতে মহাশব্দ করিয়া একটি উল্কা পাঁচ টুকরা হইয়া মাটিতে পড়ে। আফ্রিকায় ৭০ টন ওজনের উল্কা পড়িয়াছিল। ১৯০৮এ সাইবিরিয়াদেশে এক উল্কাপাত হয়, তাহার প্রচণ্ড বেগ ও আঘাতে বায়ুমণ্ডলে এক প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হয়; তাহার বলে ৩০ মাইলের মধ্যে বনভূমির গাছপালা মাটীতে পড়িয়া যায়। মার্কিন রাষ্ট্রের আরিজোনা স্টেটে একটি উল্কা পড়িয়া ৪৪০ ফুট গভীর একটি গর্ত করে। গর্তের পাড় আরও ১৪০ ফুট উচ্চ হইয়া ওঠে। ইহার নিকট একটি সুবৃহৎ উল্কাপিণ্ড ১৪০০ ফুট নিম্নে প্রোথিত আছে; ইহা আন্দাজ ১ কোটি টন ভারি; ইহার অধিকাংশ নিকেল ধাতু। একটি কোম্পানী উহা ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৩৭এ ভারতে ঝান্সি হইতে ৫০ মাইল দূরে এক গ্রামে উল্কাবৃষ্টি হয়; উহাতে তিনজন লোক মারা পড়ে।

সাধারণত নভেম্বর মাসে উল্কা-বৃষ্টি হইতে দেখা যায়; এ ছাড়া ১০ই অগস্ট ও ২০এ এপ্রিলের কাছাকাছি সময়ে বহু উল্কা দেখা যায়। বৎসরে গড়ে ঘণ্টায় ৮।১০টি উল্কা খালি চোখে দেখা যায়; তবে শরৎ হইতে শীতকালে ঘণ্টায় প্রায় ২৫টি দেখা যায়।...কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টায় ২ কোটি উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করে; ইহার মধ্যে বালুকণার ন্যায় উল্কাও আছে। সৌর জগতে কয়েকটি উল্কাস্রোতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ইহারা সকলেই দীর্ঘ বৃত্তাকারে নিজ কক্ষপথে চলিতেছে। ঐ সকল কক্ষপথ কোন না কোন বিন্দুতে ধরা-কক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ করাতে পৃথিবী তথায় উপস্থিত হইলেই আমরা উল্কাবৃষ্টি দেখিতে পাই। ১৩ই নভেম্বর একটি উল্কাস্রোত পৃথিবীর কক্ষপথে আসিয়া পড়ে বলিয়া ঐ দিন উল্কা বৃষ্টি দেখা যায়।

উল্কি (Tatoo)

হাতে, পায়ে, মুখে, পিঠে, সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ শলাকার দ্বারা নীল কখনো অন্য রঙ দিয়া নানাভাবে চিত্র বিচিত্র করার প্রথাকে উল্কি পরা বলে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আদিম জাতির মধ্যেই এই প্রথা আছে। আফ্রিকা, আমেরিকা, নিউ জীল্যান্ডের আদিমদের মধ্যে খুবই প্রচলিত; ভারতে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি, নিম্ন শ্রেণী হিন্দু, বেদুইন আরবরা উল্কি পরে। বৃটেনে প্রাচীন প্রথা ছিল; উহা এখনো সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে আছে। নিউ জীল্যান্ডের মাওরিরা দেহকে অপরূপভাবে চিত্রিত করে। উহা স্থায়ী হয়।

উল্লম্ব (Vertical) বীজঃ সংজ্ঞা

(দ্রঃ বর্গাঙ্কিত কাগজ)

উল্লুক (Gibbon)

বানর জাতীয় প্রাণী; আসাম, মণিপুর, মালয় উপদ্বীপ অঞ্চলে

এই লাঙ্গুলহীন জীব দেখা যায়। খাড়াই ৩ ফুট। ইহাদের দীর্ঘ হাত গুল্‌ফ স্পর্শ করে। মাটিতে বেড়াইলেও ইহারা বৃক্ষবাসী; বহুজন একত্রে বাস করে। স্বভাবত গোলমালপ্রিয় ও চঞ্চল। সুমাত্রার সিয়ামঙ্‌ সর্ববৃহৎ, বর্মার শ্বেত-হস্ত উল্লুক, সিয়ামের টুপিমাথা উল্লুক ও যবদ্বীপের রৌপ্য বর্ণ উল্লুক বিখ্যাত।

পৌরাণিক রাজা। ইঁহার পিতার নাম মহামন, ও পুত্রের নাম রাজা শিবি। রাজার ধর্ম পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র ও অগ্নিদেব শ্যেন ও কপোত মূর্তি লইয়া রাজার কাছে উপস্থিত হন। রাজা কপোতকে রক্ষার জন্য শ্যেনের ভক্ষ্য কপোত পরিমাণ মাংস নিজ অঙ্গ হইতে দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি প্রীত হইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

উষ্ণতা ও উত্তাপ (Temperature & Heat)

কোন জিনিষ কত উষ্ণ, তাহা সেই পদার্থের ভিতর কত উত্তাপ আছে তাহার উপর নির্ভর করিলেও উষ্ণতা ও উত্তাপ এক বস্তু নহে। একটি জ্বলন্ত লৌহ-শলাকার মধ্যের উত্তাপ এক কাৎলি গরম জলের উত্তাপের চেয়ে কম হইতে পারে। কিন্তু প্রথমটির উষ্ণতা বেশি। দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিলে যে বস্তুটি হইতে উত্তাপ অন্য বস্তুটিতে যায়, সেইটি দ্বিতীয় বস্তু অপেক্ষা উষ্ণতর বলা হয়।...উত্তাপ দিলেই অনেক সময়ে উষ্ণতা বাড়ে না; ফুটন্ত জল বা গলমান (Melting) বরফকে উত্তাপ দিলে উহাদের উষ্ণতার কোনও পরিবর্তন হয় না। তাপমান যন্ত্র (Thermometer) দিয়া উষ্ণতা মাপা হয়। সেন্টিগ্রেড্‌ স্কেলে (Centigrade Scale) ফুটন্ত জলের উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী এবং গলমান বরফের উষ্ণতা 0° ডিগ্রী। ফারেনহাইট (দ্রঃ) তাপমান এককে ফুটন্ত জলের উষ্ণতা ২১২° ডিগ্রী ও গলমান বরফের উষ্ণতা ৩২° ডিগ্রী। রয়মার (Raumer) তাপমান অনুসারে উহা যথাক্রমে ৮০° ও ০° ডিগ্রী।

উষ্ণ প্রস্রবণ (Hot Springs, Thermals.)

ভূগর্ভের উষ্ণ মণ্ডল হইতে অথবা আগ্নেয়গিরি মণ্ডলে ভূগর্ভ হইতে সুড়ঙ্গপথ দিয়া স্বাভাবিক উষ্ণ জল উপরে উঠিয়া আসে। ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে গাইসার (দ্রঃ) বলা হয়। এই সব প্রস্রবণের জল ধাতব শিলার মধ্য দিয়া আসে বলিয়া, ঐ সব ধাতুর কণা জলের সহিত মিশিয়া আসে; তখন এইসব প্রস্রবণকে ধাতব প্রস্রবণ (Mineral Spring) বলে।...উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিলে বাতাদি ব্যাধির উপসম হয়। বাঙলাদেশে বীরভূম জিলার বক্রেশ্বর, চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কুণ্ড, বিহার-মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড সুপরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সহস্রাধিক ধাতব প্রস্রবণ আছে। ইহার মধ্যে ৮০০টি ব্যবসাদারের দ্বারা চালিত; আধুনিক চিকিৎসকরা ইহাতে স্নান সম্বন্ধে খুব উৎসাহী নহেন।

উসূলে তফসীর

যে শাস্ত্রে কোরানের ব্যাখ্যা করিবার রীতি, ব্যাখ্যাকারী কি কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, উহার বিভিন্ন আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও সময়, উহার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিবার উপায় ও কোরান সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় উহাকে উসূলে তফসীর বলে। কথিত আছে সর্বপ্রথম ইমাম শাফেয়ী (রা) বাগদাদের আব্বাসীয় বংশীয় কোন খলিফাকে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন, অতঃপর পরবর্তী কালে উসূলে তফ্‌সীর ও উহার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে জালালুদ্দীন বাসকিয়ানীর মাওয়াকে-উল উলূম, বদরুদ্দীন যরকশীর বোরহান ফি উলূমেল কোরান, সমধিক প্রসিদ্ধ ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী কৃত 'এৎকান ফি উলূমেল কোরান' সর্বাশ্রেষ্ঠ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। দ্রঃ তফসীর।

উসূলে ফেক্‌হ্‌

কোরান, হাদীস, এজমা ও কেয়ামের সাহায্যে ইস্‌লামী বিধানগুলি জ্ঞাত হইবার ও অবিহিত পূর্ব বিষয়ে বিধান প্রণয়নের নিয়ম যে শাস্ত্রে জানা যায় উহাকে উসূলে ফেকহ বা ইসলামী আইনতত্ত্ব (Principles of Muslim Law) বলা হয়, শাফেয়ী মতের নেতা ইমাম শাফেয়ী (৭৬৭—৮২০) সর্বপ্রথম এই শাস্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা রেসালাহ্‌ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে রচিত, সদরুশ্‌ শরিয়ৎ কৃত তালুবিহ্‌, গাযালীকৃত মুস্তাস্‌ফী, শাশীকৃত গ্রন্থ ও মোল্লা জিয়াকৃত 'নূরুল আনওয়ার' সমধিক প্রসিদ্ধ। দ্রঃ কোরাণ, হাদীস, এজমা ও কেয়াম।

উসূলে হাদীস

যে শাস্ত্রে হাদীস সমূহের বিশ্বস্ততা জানিবার উপায়, হাদীস বর্ণনা করিবার শর্ত, উহার নিয়ম, কোন প্রকার লোকের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করা যাইতে পারে, হাদীসের প্রকার ভেদ প্রভৃতি জানিতে পারা যায় তাহাকে উসূলে হাদীস বলে। ইস্‌লাম বা ইস্‌লামের কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হাদীস ও উসূলে হাদীসে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই শাস্ত্রে কাজী রামহরমুযী 'মুহাদ্দিসুল ফাজেল,' হাকিম আবু আবদিল্লাহ নিসাপুরীকৃত একখানি গ্রন্থ, অবু নয়ীম ইসপাহানী একখানি গ্রন্থ, খতীব বাগদাদী 'কেফায়হ্‌,' ও 'জামে' আদাবেশ্‌ শায়খ্‌ ওয়াস্‌ সামে,' কাজী আয়াজ 'ইলমা' আবু হাফছ মিয়াঁজী একখানি গ্রন্থ, ইবনে সালাহ্‌ 'মুকাদ্দিমা' ইবনে হাজার আসকালানী 'নুখবাতুল ফিকর' ও উহার টীকা 'তওজী হুন নজর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে ইবনে মাসাহর 'মুকাদ্দিমা', আসকালানী নুখবাতুল ফিকর ও জাযাচেরীর 'তওজীহ্‌,' বহুল প্রচারিত।

উনহারে (Below par)

কোন সামগ্রীর বাজার মূল্য বা স্টক শেয়ারের আসল মূল্য হইতে কম দামে কেনা বেচা হইলে 'উনহারে' বিকিকিনি হইয়াছে বলা হয়।

উধ্বক্রম (Ascending order) বীজঃ সংজ্ঞা

(দ্রঃ অধঃক্রম)

উধ্বপাতন (Sublimation)

সাধারণ কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে উহা প্রথমে গলিয়া যায়; কিন্তু কতকগুলি পদার্থ উত্তপ্ত করিলে একেবারে বাষ্পীভূত হইয়া যায়। সেই বাষ্পকে শীতল করিলে তাহা জমিয়া আবার সেই কঠিন পদার্থ হইয়া যায়। পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি বাষ্পে পরিণতি এবং বাষ্প হইতে সরাসরি পুনরায় কঠিন অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে 'উধ্বপাতন' বলে।

উধ্ববাহু

শৈব সন্ন্যাসী। ইহারা এক বা কখনো দুই হস্ত উধ্বে উঠাইয়া রাখিয়া ক্রমে উহাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভিক্ষা উপজীবী।

উর্বস্থি (Femur)

উরুর হাড়। খুব শক্ত। ইহা সমস্ত নলকাস্থি বা ফাঁপা হাড় অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ; মধ্যস্থানে বাঁশের ন্যায় গোলাকার ও ঈষৎ বক্র। ইহার উপরের অংশ শ্রোণিফলকের সহিত এবং নিম্নাংশ জঙ্ঘাস্থির সহিত যুক্ত।

উর্মিলা

শিরধ্বজ জনকের কন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী। ইহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর জন্ম হয়।

উষা

(১) বৈদিক দেবতা। ঋকবেদে ২০টি সূক্তে ইনি স্তুত হইয়াছেন। সূক্তগুলি অসাধারণ কবিত্ব-মণ্ডিত। তিনি জ্যোতিবসনা; প্রাচীনা হইয়াও নিত্য-নবীনা; তাঁহার জন্মে মানুষের আয়ুক্ষয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা বেদে আছে। উষা প্রাতঃকালের দেবতা।

(২) দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধের পত্নী। দ্রঃ অনিরুদ্ধ; বাণ।

ঋ

ঋক্‌বেদ

ইহা চতুর্বেদের প্রাচীনতম অংশ। ইহার মধ্যে সামবেদ সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্ধেক এবং অথর্ববেদের অনেকাংশ বিনিবিষ্ট আছে। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। আদি যুগে উহা গুরুশিষ্য পরম্পরা শুনিয়া শুনিয়া চলিত; সেইজন্য ইহার এক নাম 'শ্রুতি'। একসময়ে ২১ শাখায় ঋকমন্ত্রগুলি পরিজ্ঞাত ছিল; বর্তমানে প্রচলিত ঋকবেদ শাকল শাখার পাঠ। ১০১৭ সূক্ত ও বালখিল্য শাখা ১১—মোট ১০২৮। ঋকবেদ ১০টি মণ্ডলে বিভক্ত, এক এক মণ্ডল এক এক ঋষি কর্তৃক 'দৃষ্ট'। ১ম ও ১০ম মণ্ডল বহু ঋষি কর্তৃক রচিত।

১ম মণ্ডল—১৯১ সূক্ত আছে। বহু ঋষি কর্তৃক রচিত।

২য় মণ্ডল—ভৃগুবংশীয় গৃৎসমেদ ও তাঁহার বংশীয়গণ কর্তৃক রচিত। ইহাতে ৪৩ সূক্ত আছে

৩য় মণ্ডল—বিশ্বামিত্রবংশীয় রচিত ৬২ সূক্ত।

৪র্থ মণ্ডল—বামদেববংশীয় রচিত ৫৮ সূক্ত।

৫ম মণ্ডল—অত্রিবংশীয় ৮৭ সূক্ত।

৬ষ্ঠ মণ্ডল—ভরদ্বাজবংশীয় রচিত ৭৫ সূক্ত।

৭ম মণ্ডল—বশিষ্ঠবংশীয় রচিত ১০৪ সূক্ত।

৮ম মণ্ডল—কণ্বংশীয় রচিত ১০৩ সূক্ত।
৯ম মণ্ডল অঙ্গিরাবংশীয় রচিত ১১৪ সূক্ত।
১০ম মণ্ডল—বহু ঋষি রচিত ১৯১ সূক্ত।
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতি ছাড়া বহু বিচিত্র বিষয়ের সূক্ত আছে যেমন সপত্নীর বিনাশ, জুয়াড়ীর গান, প্রভৃতি। (দ্রঃ বেদ, বৈদিক ধর্ম)। বাংলায় সর্ব প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৬৯ শক ফাল্গুন (১৮৪৪)। ইতিপূর্বে কোনো আধুনিক ভাষায় বেদের অনুবাদ হয় নাই। পরে রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদ করেন (১৮৮৫)। ইহার পর বহু অনুবাদ হইয়াছে যথা উমেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কৃত। প্রথম সংস্কৃত বেদ ম্যাক্সমুলার সাহেব বিলাতে ছাপান। জারমেন পণ্ডিতরা বেদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। বেদের অনুবাদ—ইংরেজিতে উইলসন, গ্রীফিথস্; ম্যাক্সমুলার (আংশিক)। জারমেন—লুড্‌বিগ, গেল-ডনার, ওলডেনবর্গ (টীকা)।

ঋক্ষমণ্ডল (Usra major)

(দ্রঃ সপ্তর্ষি)

ঋচীক

ভৃগু মুনির অপর নাম ঋচীক (দ্রঃ ভৃগু)

ঋজুরেখ ক্ষেত্র (Rectilineal figure)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। যে সমতল ক্ষেত্র কেবলমাত্র সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাকে ঋজুরেখ ক্ষেত্র বলে।

ঋণ (Debt)

হ্যান্ডনোট্ (দ্রঃ) লিখিয়া, গয়না, বাড়ী, জমি, কোম্পানীর কাগজ, জীবন বীমাপত্র, বা ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার করা যায়। ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যাংক হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যাংক উপযুক্ত পরিমাণ বন্ধক বা credit দেখিয়া ধার দেয়। সমবায় ঋণদান সমিতির ঋণদান পদ্ধতি অন্য প্রকার; সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যক্তি বিশেষকে টাকা ধার দেয় না; গ্রাম্য সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে টাকা লইয়া সমিতির সভ্যগণকে টাকা ধার দেয়। প্রত্যেক সমিতির সভ্য ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে কর্জ-টাকার জন্য কেন্দ্রীয় কোষের কাছে দায়ী থাকে।...ব্যবসায়ীরা বা কারবারীরা ব্যাংক হইতে চালু কারবারের জন্য টাকা ধার পায়। বিদেশী ব্যাংক হইতে বিদেশী কারবারীরা ধারের যে সুবিধা পায়, দেশীয় লোকেরা বিদেশী ব্যাংক হইতে তাহা পায় না। ঋণ করিলে সুদ দিতে হয়। ঋণদাতার পক্ষে ইহা investment বা লগ্নী। ঋণ-গ্রহিতা সেই টাকা দিয়া ব্যবসা করিয়া লাভবান হন বা কোন দায় হইতে অব্যাহতি পান বলিয়া তিনি ঋণ দাতাকে সুদ দেন। ঋণ শোধ না দিলে নালিশ হয়। তিন বৎসরের মধ্যে কোন টাকা আদায় না হইলে, বা নালিশ না করিলে তামাদি হয়; রেজিস্ট্রারি দলিল বারো বৎসর চলে। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে উত্তমর্ণ আর টাকা দাবী করিতে পারেন না। (দ্রষ্টব্য ঋণসালিশী বোর্ড।)

ঋণ, জাতীয় (National Debt)

সমগ্র জাতির কোন কাজের জন্য গভর্নমেণ্ট টাকা কর্জ করেন, যেমন যুদ্ধ করিবার জন্য বা রেলওয়ে প্রভৃতি স্থাপনের জন্য। গভর্নমেণ্ট কোম্পানীর কাগজ, পোস্টাল সার্টিফিকেট War Bond প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা সাধারণের নিকট হইতে সেই টাকা ধার করেন। এই ঋণ শোধ ও ইহার বার্ষিক সুদ দিবার জন্য গভর্নমেণ্ট বাজেটে প্রতি বৎসর টাকা ধরিয়া রাখেন।...ইংল্যানডে ৩য় উইলিয়মের সময় জাতীয় ঋণ স্থাপিত হয়, তৎপূর্বে উহা রাজার ব্যক্তিগত দায় ছিল; এই সময় হইতে হইল জাতীয় দায়।...ঋণের টাকা দেশের মধ্যেও তোলা হয়, আবার বিদেশ হইতে গৃহীত হয়। ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে ইংল্যান্ডকে আমেরিকা হইতে বহু টাকা ধার করিতে হয়।...কতকগুলি জাতীয় ঋণ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঋণ করা হয়, যেমন রেললাইন প্রস্তুত, খাল খনন প্রভৃতি আবার যুদ্ধাদি অপব্যয়ে যে ঋণ হয়, তাহার আসল ও সুদ জাতিকে বহুকাল বৃথায় বহন করিতে হয়। তাহার কোনো মুনফা স্টেট বা ব্যক্তি পায় না।...ভারতের জাতীয় ঋণ ১২০৮·৭২ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে ভারতে ৭০৫·৪০ কোটি এবং ইংল্যান্ডে ৫০৩·৩২ কোটি ঋণ গৃহীত আছে। ১৯৩৬-৩৭এ ভারত গভর্নমেণ্টকে এই ঋণ বাবদ ১২·২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় আসল শোধ ও বার্ষিক সুদে। ভারতের অধিকাংশ জাতীয় ঋণ ব্যবসায়ে খাটানো হইতেছে। ইংলান্ডের জাতীয় ঋণ ৭৫৮ কোটি পাউণ্ড ২২·৪০ কোটি পাউণ্ড বছরে সুদ দিতে হয়।

ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society.)

মহাজনের নিকট অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার লইয়া কৃষকরা বিপন্ন ও সর্বস্বান্ত হয়; মহাজনদের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে সমবায় সমিতি (দ্রঃ) স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (দ্রঃ) হইতে গ্রাম্য ঋণদান সমিতি টাকা কর্জ লয়। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ধার দেয় না। গ্রাম্য সমিতির যাহারা টাকা ধার লয় তাহারা ঐ টাকা পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে দায়ী। ঋণগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা নিজ নিজ সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়া, ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঋণের দায়িত্ব লইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে টাকা কর্জ করিতে পারে। সমবায় সমিতির ইন্স্পেক্টর ও তাঁহার কর্মচারীরা

গ্রামে গিয়া ঋণ-গ্রহণেচ্ছুদের আর্জির সত্যতা সম্বন্ধে তদারক করিয়া কোষকে অর্থ ধার দিতে সুপারিষ করেন বা না-মঞ্জুর করেন। ভারতবর্ষে কৃষি ঋণদান সমিতির মূলধন ৩৩,৯৯ কোটি টাকা। ব্যক্তিবিশেষের কাছে ঋণ ২৭.০৩ কোটি; অনাদায় ১৩,০১ কোটি (১৯৩৬)। ঋঃ দাঃ সমিতির সংখ্যা ১,০৫,০৮৩ (কৃষি সমিতি ৯২,৪৬৭; অ-কৃষি সমিতি, ১১,১২৪)। বাঙলাদেশে ১১৯টি কেন্দ্রীয় কোষ বা সেন্ট্রাল ব্যাংক; ২১,২১৪টি কৃষি ঋণদান সমিতি, ২,২০২টি অ-কৃষি ঋণদান সমিতি (মোট ২৩,৫১৮)। কৃষি সমিতির সদস্য ৫,১২,৮২৩। অ-কৃষির সদস্য ২,৬৪,৯৮৬ (মোট ৭,৭৭,৮০৯)। বাঙলার ঋণদান সমিতির মোট মূলধন ৬.০৯ কোটি টাকা; ঋণ ৪,১৭ কোটি; অনাদায় ৩.১১ কোটি টাকা। রিজার্ভ ১.৭০ কোটি।

ঋণপত্র (Debenture)

(দ্রঃ ডিবেন্চার)।

ঋণরাশি, ঋণাত্মক, নেগেটিভ (Negative)

বীজঃ সংজ্ঞা। (দ্রঃ ধনাত্মক)।

ঋণসালিসী বোর্ড (Bengal Agricultural Debtors Act ১৯৩৫ : Bengal Act VII of 1936.)

বাঙলার ঋণগ্রস্ত কৃষক ও খাতকদিগকে মহাজনের সুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেন্ট একটি আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। এই আইন বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ কৃষি-খাতকদের নিকট হইতে ঋণসালিসীর জন্য আবেদন পাইয়া ইউনিয়নের মধ্যে বা কয়েকটি ইউনিয়ন লইয়া একটি ঋণসালিসী বোর্ড গঠন করিয়া দেন। পাঁচজন লোককে লইয়া বোর্ড গঠিত হয়; একজন মহাজনের পক্ষের প্রতিনিধি, একজন খাতকদের প্রতিনিধি, দুই একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও প্রেসিডেন্ট। ঋণগ্রস্ত কৃষকমাত্রেই এই সভার নিকট সালিসীর জন্য আবেদন করিতে পারে; দীর্ঘকাল মেয়াদে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা হয়।...১৯৩৮এ ৩০৯০টি ঋঃ সাঃ বোর্ড ও ১০২টি স্পেশাল বোর্ড ছিল।...সমবায় ব্যাঙ্ক, বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতেও সালিসী কোর্ট খোলা হইয়াছে। ঋণসালিসী বোর্ডে ১৯৩৭এ ৩,৭৭,৩৫২ খানা এবং ১৯৩৮এ ৫,৮৫,০১১ খানা দরখাস্ত পেশ হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ২,৭৩,০০,০০০ টাকা।

ঋণাত্মক (Negative) জ্যাঃ সংজ্ঞা

একটি বিন্দুতে একটি সরল রেখা যে-কোন অবস্থানে দুইদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে; দক্ষিণ দিকে বা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিলে তাহাকে ঋণাত্মক মনে করিলে, তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাম দিকে যখন ঘুরিবে তখন তাহাকে ধনাত্মক বলা যাইতে পারে। সুতরাং একই স্থানে দুই কোণের একটি ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক।

ঋতধ্বজ

পৌরাণিক রাজা। শত্রুজিতের পুত্র; গালব মুনির সূর্যপ্রদত্ত কুবলয় নামে অশ্বে চড়িয়া দানব বজ্রকেতুর পুত্র পাতালকেতুকে বধ করিয়া মদালসাকে উদ্ধার ও বিবাহ করেন।

ঋতপর্ণ বা ঋতুপর্ণ

পৌরাণিক রাজা। অযোধ্যার নৃপতি; অক্ষক্রীড়া ও গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত। নল ছদ্মবেশে এক সময়ে ইঁহার সারথি ছিলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহ হইতে মিথ্যা স্বয়ম্বরের ঘোষণা করিলে ঋতপর্ণ সারথি নলকে লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হন। সেখানে দময়ন্তীর পিতা উভয়ের পরিচয় পাইয়া যথোপযুক্ত সম্মান ও ব্যবস্থা করিলেন। ঋতপর্ণ নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করেন।

ঋতু (Menstruation)

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ২৮দিনে জরায়ু-দ্বার দিয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ লাল বর্ণের পাতলা রক্তস্রাব নির্গত হয়। ৩-৫ দিন ইহা থাকে; পরিমাণে ১-১½ পোয়া পর্যন্ত। বারো-তেরো বয়স হইতে প্রায় ৪৫ বৎসর পর্যন্ত ইহা থাকে। হিন্দুশাস্ত্রমতে এই সময়ে নারী অস্পৃশ্য। গর্ভাবস্থায় ঋতু বন্ধ থাকে।

ঋতু পরিবর্তন (Change of Season)

পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫¼ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর মেরুরেখা (Axis) খাড়া হইলে কোন স্থানেই সূর্যের তাপের পরিবর্তন হইত না; কিন্তু পৃথিবীর মেরুরেখা (Axis) হেলানো (৬৬½°ডিগ্রী); সেইজন্য সূর্যের চারিদিকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবীর উত্তরাংশ যখন সূর্যের দিকে হেলিয়া পড়ে তখন উঃ গোলার্ধ বেশি আলো পায়; তখন সেখানে দিন বড়। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটে। আবার যখন সুমেরু সূর্য হইতে দূরে চলিয়া যায়, তখন পূর্বের বিপরীত অবস্থা হয়। এইভাবে পৃথিবীর কোন স্থান কখনো সূর্যের কাছে, কখনো দূরে পড়ে, আর সেইজন্য সারা বৎসর সমানভাবে আলো ও তাপ একস্থানে লাগে না। সূর্য-রশ্মি খাড়া-ভাবে না পড়িয়া তেরচাভাবে পড়ে বলিয়া সূর্য-করের তেজ কম হয়। সূর্যর চারিদিকে পৃথিবীর এই প্রদক্ষিণের জন্য ঋতু পরিবর্তন হয়। ভারতীয় মতে ঋতু ছয়টি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। ইংরেজি মতে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, বসন্ত।...উত্তর গোলার্ধে যখন শীতঋতু, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্ম। অস্ট্রেলিয়াতে পৌষমাসে খৃস্টানোৎসবের সময় গ্রীষ্মকাল।

ঋভু

(১) সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিলে যখন ভূত প্রেতগণ দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ করে, তখন ভৃগুমুনি ঋভু নামে দেবগণকে সৃষ্টি করেন। (২) ব্রহ্মার মানস পুত্র। (৩) সুধন্বার পুত্রগণ ; ইহারা শিল্পকলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল।

ঋষভ

(১) হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট পর্বত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে এইখানে বিশল্যকরনী, মৃত সঞ্জীবনী, সন্ধিনী, সুবর্ণকরনী প্রভৃতি ঔষধ পাওয়া যায়। (২) নাভিরাজ পুত্র ; ভরত প্রভৃতি শত পুত্রের পিতা। ভরতকে রাজ্যভার দিয়া ইনি সংসারত্যাগী হন ও ভগবৎ-চিন্তায় দিনাতিপাত করেন। কুটকাচল দাবানলে ভস্মীভূত হন। বৈষ্ণবমতে ইনি ২২ অবতারের ৮ম। বোধ হয় ইনিই জৈন তীর্থঙ্কর বা সাধকদের প্রথম।

ঋষি

সপ্ত-ঋষির নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ।

ঋষি ৭ প্রকার—ব্যাসাদি মহর্ষি, ভেলাদি পরমর্ষি, কণ্বাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সুশ্রুতাদি শ্রুতর্ষি, ঋতুপর্ণাদি রাজর্ষি, জৈমিনি আদি কাণ্ডর্ষি।

আরও ২০ প্রকার ঋষি ছিল—বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলূখল, অশয্যা, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্রপটবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, উর্দ্ধবাস, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতাপান্বিত, সযপ।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২—১৯৩৫)

কাশ্মীরের বিচারপতি ও জম্মু প্রদেশের শাসনকর্তা। নিবাস বাঁকুড়া জিলা। কলিকাতা মেডিকাল স্কুল ও কলিকাতার মেঃ কলেজে বহু অর্থ দান করেন। ইহার এক জামাতা ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (দ্রঃ)। অবসর গ্রহণের পর কাশ্মীররাজ হরি সিংহের সহিত বিলাত যান।

ঋষ্যশৃঙ্গ

বিভাণ্ড ঋষির পুত্র ; দশরথের কন্যা শান্তা অঙ্গরাজ লোমপাদের দ্বারা পালিতা হন। অঙ্গরাজ্যে ১২ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইলে লোমপাদ ঋষ্যকে আনাইয়া শান্তার সহিত বিবাহ দেন ও তাঁহার যজ্ঞবলে অনাবৃষ্টি দূর হয়। ইনি দশরথের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যায়িকা লইয়া 'পতিতা' কবিতা লেখেন।

এ

এআর মেল (Air Mail)

এরোপ্লেন করিয়া যে সব ডাক যায়। ইউরোপের যে সব দেশে পত্রাদি পাঠাইতে যে ডাক খরচ হয়, তাহার উপর আরও ।৵০ আনা দিতে হয়। ইরাক, ফিলিস্তিন, মিশরে ।০ আনা লাগে। Air Mail লেখা একটি সবুজ লেবেল দিতে হয় ; উহা ডাকঘরে পাওয়া যায়।

এআরশিপ্ (Airship)

বেলুনের উন্নততর আকাশযান। ইহা বায়ু হইতে লঘু ও আকাশে আপনি উঠে ও ভাসে। ইহা দেখিতে সিগারের মত লম্বা। জারমেন কাউন্ট জেপলিন্ এই আকাশযান বিশেষভাবে উন্নত করেন। ইংল্যান্ড ও ইতালি এ বিষয়ে জারমেনীর সহিত প্রতিযোগিতা করে। ইংরেজের R 100 পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ; কিন্তু R 101 ভারতে আসিতে গিয়া ১৯৩০এ ফ্রান্সের উপর পুড়িয়া নষ্ট হয়। ইংল্যান্ড বর্তমানে এঃ নির্মাণ ত্যাগ করিয়াছে। জারমেন গ্রাফ জেপলিন কয়েকবার পৃথিবী ঘুরিয়াছে। মার্কিন রাজ্য 'আক্রন্' নামে এআরশিপ গড়িয়াছে। এআরশিপ ৭০০।৮০০ ফিট লম্বা হয়। ইহার কাঠামো বেলুনের মতো ফুলো হয় না ; পুরাপুরি শক্ত কাঠামো (Rigid = R) অথবা মাঝারি রকমের শক্ত (Non-Rigid = N R) হয়। ফ্রেমগুলি ইস্পাত বা ডুর-আলুমিনিয়াম নামে এক রকম মিশ্র ধাতু দিয়া নির্মিত হয়। ফ্রেমের মাঝে গ্যাস ব্যাগ থাকে। এই ব্যাগে হিলিয়াম গ্যাস তদভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা হয়। যাত্রীদের গাড়ীও কাঠামোর মধ্যে থাকে। ইন্‌জিনের সাহায্যে প্রোপেলার চলে। সেগুলি জাহাজ হইতে ঝুলে। (দ্রঃ বেলুন, জেপলিন্)

১৮৫২ হেনরি গিফার্ড (Henry Giffard) সবপ্রথম ইন্‌জিন সাহায্যে এআরশিপ চালনা করেন। ইহা বেলুনাকৃতি ছিল।

১৮৮৩ টিসান্ডার (Tisander) ৯১ ফুট লম্বাটে এঃ বানাইয়া ইলেক্‌ট্রিক মোটর দিয়া চালনা করেন।

১৮৯৩ ডেভিড শোয়ার্জ (D. Schwartz) সবপ্রথম আলুমিনিয়ামের অতি পাতলা পাত দিয়া শক্ত-কাঠামো এঃ নির্মাণ করেন।

১৮৯৯ জারমেনীতে কাউন্ট জেপলিন শক্ত কাঠামের (Rigid) এঃ তৈয়ারী করেন। ১৯০১এ ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

১৯০২ সান্তোস্ ডুমোনট্ (Santos Dumont) প্যারিসের ইফেল তোরণের চতুর্দিকে তাঁহার এঃ করিয়া ঘুরিলেন; উহা ১১০ ফুট লম্বা ও পেট্রল ইন্‌জিন দ্বারা চালিত হয়।

১৯০৭ গ্রেটবৃটেনে যুদ্ধের জন্য এঃ বানাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়।

১৯০৯ জারমেনীতে কৃতকার্যতার সহিত জেপলিন্ এআরশিপ উড়িল।

১৯১৯ বৃটিশ এয়ারশিপ R 34 (শক্তকাঠামো এআরশিপের ৩৪নং উড়োজাহাজ) স্কটল্যান্ডের East Fortune নামক স্থান হইতে উড়িয়া আমেরিকার নিউ ইয়র্কে (Long Island) ৪১/২ দিনে পৌঁছায় (৩,১৩০ মাঃ)। ফিরিবার সময় ৩ দিন ৩ ঘঃ লাগিয়াছিল।

১৯২১ R 38 ভাঙিয়া যায়।

১৯২৬ মে ১৬ই, ইতালীয় এঃ Norge উত্তরমেরু বিন্দুর উপর দিয়া গিয়া আলাস্কায় যায়।

১৯২৮ অক্‌টোবর গ্রাফ্ জেপলিন' নামে এআরশিপ যাত্রী, ডাক্ ও মালপত্র লইয়া ১১০ ঘণ্টায় আমেরিকায় যায় ও ৭২ ঘঃ ১৫ মিঃ ফিরিয়া আসে।

১৯৩০ বৃটিশ R. 101 ভারতে আসিবার সময় ফ্রান্সের উপর পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া জ্বলিয়া ধ্বংস হয়।

একক রাশি (Unit) গণিতসংজ্ঞা

কোন রাশির (quantity) পরিমাণ করিতে তজ্জাতীয় অপর যে রাশির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে তজ্জাতীয় একক রাশি বা একক বলে। ১ হাত একক লইলে একখানি ধুতির মাপ ১০ হাত বলা হয়।

এককেন্দ্রীয় বৃত্ত (Concentric circles)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। যে সকল বৃত্তের কেন্দ্র একই, কিন্তু বিভিন্ন ব্যাসার্ধ ও পরিধি তাহাদিগকে এককেন্দ্রীয় বৃত্ত বলে। (দ্রঃ সমকেন্দ্রীয়)

একচেটিয়া (Monopoly)

ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের একমাত্র অধিকারকে monopoly বলে। কতকগুলি জাতি বা বর্ণের পেশায় একচেটিয়াত্ব ছিল। একচেটিয়া ব্যবসা মুষ্টিমেয় বণিকদের হাতেই আছে। গভর্নমেন্ট কতকগুলি বিষয়ে এঃ ব্যবসা করেন; যেমন এদেশে আবগারী মাল তৈরী ও বিক্রয় এবং লবণ বিক্রয়। ফ্রান্সে দিশলাই তৈয়ারী সরকারের এঃ। আমেরিকায় এক-ব্যবসায়ী বণিকরা মিলিত হইয়া ট্রাসট্ (trust) গঠন করিয়াছেন, যেমন স্টীল ট্রাস্ট। (দ্রঃ ট্রাস্ট)

একজটা দেবী

পার্বতীর এক রূপ; কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা ও মুণ্ডমালা ভূষিতা। দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ ও পদ্ম, বাম করে কর্ত্রী ও খর্পর, শিরে জটা। ইঁহার আটটি যোগিনী আছে। অসুর-ভয়ে দেবগণ মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করিলে এই মূর্তিতে দেবী প্রকাশিত হন। বৌদ্ধ মহাযান অন্তর্গত বজ্রযান মতে এই দেবীর পূজা আছে।

একজিকিউটর (Executor)

উইলের সর্তাদি যাহাতে পালিত হয় তজ্জন্য উইলকর্তা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে একজিকিউটর নিযুক্ত করিতে পারেন। উইলের প্রোবেট (দ্রঃ) লইয়া এঃগণের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইতেছে দেনাপত্র শোধ দেওয়া। উইলে লেখা না থাকিলে এঃগণ কোন বেতন বা ফী লইতে পারেন না, তবে তাঁহারা প্রয়োজন হইলে সলিসিটর বা এটর্নী নিযুক্ত করিতে পারেন।

একজিবিশন (Exhibition) প্রদর্শনী

দেশের শিল্পকলা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাধারণকে প্রদর্শন করাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই মাঝে মাঝে মেলা হয়। সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় লনডনে ১৮৫১এ। সেই সময়ে ক্রিস্টাল প্যালেস (দ্রঃ) নির্মিত হয়; এই প্রদর্শনী মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার দ্বারা উন্মোচিত হয়। ৬১ লক্ষ লোক পাঁচ মাস ধরিয়া দেখে। ১৮৬২ লনডনে পুনরায় এঃ হয়। বর্তমান শতাব্দীতে Wemblyর একজিবিশন (১৯২৪—২৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বৃটিশ ডোমিনিয়নের প্রত্যেক দেশের বিশেষ গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাদের দর্শনীয় বস্তু দেখানো হইয়াছিল। ভিয়েনা ১৮৭৩; প্যারিসের ১৮৭৮, ১৮৮৯, ১৯০৫, ১৯৩৮ একজিবিশন বিখ্যাত। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা শত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৭৬এ ফিলাডেলফিয়ায় বড় একটি এঃ হয়। ১৮৯৩এ চিকাগোতে আমেরিকা আবিষ্কারের চারিশত বার্ষিকী এঃ হয়। ১৯৩৩এর চিকাগো এঃ খুব আড়ম্বরের সহিত হইয়াছিল। ভারতে কয়েক বৎসর হইতে কন্‌গ্রেসের সহিত একজিবিশন হইতেছে।

একদন্ত (একদংষ্ট্র)

গণেশের এক নাম। কথিত আছে পরশুরামের সহিত যুদ্ধে তাঁহার একটি দাঁত ভাঙ্গে; অন্যমতে রাবণের পাশক্রীড়ায় পাশার প্রয়োজন হইলে গণেশের একটি দন্ত ভাঙিয়া লন। অপরপক্ষ, কার্ত্তিকের সঙ্গে ক্রীড়াযুদ্ধে ভাঙে।

একনাথ স্বামী (১৫৪৮—১৬১১)

মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ, ধর্মগুরু, কবি, মনীষী। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির মারাঠী ভাষায় অনুবাদক। ইনি সন্ন্যাসী জীবনের পরিবর্তে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন এবং জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া মহার প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিকে ধর্মজ্ঞান দান করেন এমন কি গৃহেও আশ্রয় দেন। মহারাষ্ট্র জাতীয় জীবন গঠনের অন্যতম স্রষ্টা।

একনায়ক (Dictator)

(দ্রঃ ডিকটেটর)

একপদ বা সরল রাশি (Monomial expression)

বীজঃ সংজ্ঞা। যে রাশিমালাতে একটি মাত্র পদ থাকে, অর্থাৎ যোগ বা বিয়োগাদি চিহ্নসম্বলিত বীজগাণিতিক সংখ্যারাশি থাকে না—তাহাকে একপদ বা সরল রাশি বলে। একাধিক পদ বিশিষ্ট রাশিমানকে মিশ্ররাশিমালা (compound expression) বলে।

একরেখীয় (Collinear points) জ্যাঃ সংজ্ঞা

তিন বা ততোধিক বিন্দু একই সরল রেখায় অবস্থিত হইলে তাহাদিগকে একরেখীয় বিন্দু বলে।

একলব্য

মহাভারতোক্ত নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। ক্ষত্রিয় গুরু দ্রোণাচার্যর নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে যান; কিন্তু অনার্য বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হন। বনে গিয়া দ্রোণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া একলব্য অস্ত্র শিক্ষা অভ্যাস করেন। একদা দ্রোণ ও পাণ্ডবগণ বনে বেড়াইতে আসিয়া অনার্য বীরের অস্ত্র নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হন ও অর্জুনের প্ররোচনায় দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসাবে একলব্যর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিক্ষা চান। একলব্য দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া গুরুকে দান করিলেন।

একশিরা ব্যাধি (Orchitis)

অণ্ডকোষস্ফীতি ও জলসঞ্চয়কে বলে। কোষবৃদ্ধিও বলে; ইহা টন টন করে; সাধারণত যন্ত্রণাশূন্য; তবে একাদশী পূর্ণিমাদিতে রোগ বৃদ্ধি পায়। একশিরা বড় হইলে একটি বড় তরমুজের মত দেখায় এবং অস্ত্রোপচার ছাড়া সারে না।

একশৃঙ্গি নক্ষত্রমণ্ডল (Monoceros constellation) (দ্রঃ মনোসেরস্)

একস্‌চেঞ্জ (Exchange) দ্রঃ বিনিময়

এক্স্‌-রে (X-Ray)

বাঙলায় রোনটগেন রশ্মি (Rontgen Rays) বলে। ১৮৯৫এ জারমেন বিজ্ঞানী W. K. Rontgen (১৮৪৫—১৯২৩) বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে একটি অদৃশ্য অনচ্ছভেদী রশ্মি আবিষ্কার করেন। সাধারণ আলোক রশ্মি অনচ্ছ পদার্থর অতি সামান্য অংশ ভেদ করিতে পারে; কিন্তু এই রশ্মি কতকগুলি অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করিতে পারে। অনচ্ছভেদী কোন আলোক রশ্মি তৈয়ারী করা যায় কিনা তাহার ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে ১৮৯৫এ (W. K. Rontgen) রোনটগেন কর্তৃক একস-রে আবিষ্কৃত হয়। তিনি কাঁচের নলে আবদ্ধ বিরল হাওয়ার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ (electric discharge) পরিচালিত করিয়া বেগুনি পারে এক নূতন রশ্মি সৃষ্টি করেন। বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়নাইড্ নামে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত কাগজের পরদার উপর এই রশ্মি পড়িলে ঐ পরদা হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; ঐ কাঁচের নলকে অনচ্ছ কাগজে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিবার পরেও দেখা গেল, এই নূতন রশ্মি অনচ্ছ কাগজ ভেদ করিয়া পরদার উপর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরদা ও নলের মধ্যে কোন ভাবে ধাতব পদার্থ রাখিলে এই রশ্মি ঐ বাধা ভেদ করিতে পারে না। রোনটগেনের পরীক্ষা হইতে প্রমাণ হইল যে বিরল হাওয়ার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালনার ফলে এক নূতন রশ্মির সৃষ্টি হইয়াছে। ভারি ধাতব জিনিষ ছাড়া সাধারণ অনচ্ছ পদার্থ তাহা গতিপথে বাধা জন্মাইতে পারে না। এই রশ্মির ধর্ম তখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল বলিয়া রোনটগেন ইহার নাম দেন X-Rays. পরে দেখা গেল এই রশ্মি সাধারণ আলোর মতই ফোটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়ে এবং কোন গ্যাসের মধ্যে পরিলে তাহার পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন মুক্ত করিয়া দেয়। এই আলোক ধাতবপদার্থ ছাড়া অন্য কঠিন মাধ্যমের (medium) মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; পেশিসমূহের মধ্যে যে সামান্য ধাতবপদার্থ আছে, তাহা এই আলোককে অবরোধ করিতে পারে না; কিন্তু অস্থির মধ্যে কালসিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকায় একস্‌রেতে ইহার ফোটোর ছায়া পড়ে। অন্ত্রর মধ্যে কোন প্রকার ধাতব বস্তু পয়সা, পিন্ প্রভৃতি অথবা যে জিনিষের মধ্যে ধাতব রাসায়নিক আছে যথা মাছের কাঁটা, প্রবেশ করিলে ফোটো প্লেটে তাহাদের ছায়া পড়ে। অন্ত্রের মধ্যে ক্ষতাদি বর্তমান থাকিলে তাহা জানিবার জন্য উহার ফোটোর প্রয়োজন হয়; এইসব ক্ষেত্রে Bismuth বা Barium ধাতব ঔষধ রোগীকে সেবন করানো হয়। ক্ষত স্থানে এই ধাতব ঔষধগুলি লাগিয়া থাকে এবং একস্‌রে ফোটো লইলে সেই জায়গা প্লেটে চিহ্নিত হয়। আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে। এই রশ্মির দ্বারা ক্যানসার ব্যাধির চিকিৎসা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এক্‌সাইজ (Excise)

যে সব দেশে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসৃত হয়, তথায় আমদানী

রপ্তানীতে কোনো প্রকার শুল্ক থাকে না। তবে ভারতে গভর্নমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আমদানী মালের উপর শুল্ক ধরা হয় এবং এখন পাট রপ্তানীর উপরও শুল্ক আদায় হইতেছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির উদারতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং দেশীয় শিল্পকে পীড়ন না করিয়া যেসব শিল্প বাহিরের আমদানী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সরকারের শুল্ক-আয় কমাইয়া দেয়, সেইরূপ শিল্পের উপর কর বসানোকে এক্সাইজ বলে। ভারতে কাপড়ের কলের উপর এই একসাইজ কর ১৮৯৬এ ধরা হয়। ১৯১৭এ উঠিয়া যায়। বর্তমানে দিশলাই তামাক প্রভৃতির উপর এঃ কর ধার্য হইয়াছিল। (১৯২৯ হইতে উঠিয়া গিয়াছে)। এদেশে গত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে চিনির কারখানায় খুব উন্নতি হইয়াছে; ইহাতে বিদেশী আমদানী চিনির উপর শুল্ক হইতে ভারত সরকারের আয় কমিয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের সেই লোকসান পুরাইবার জন্য ভারতের চিনি কলের উপর শুল্ক বসানো হইয়াছে। সাধারণত মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির উপর করকে একসাইজ বলা হয় (দ্রঃ আবগারী)।

একসারসাইজ (Exercise)
(দ্রঃ ব্যায়াম)

একসেলী (Unicellular; monocellular)
প্রাণীমাত্রেরই শরীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বা cell দ্বারা প্রস্তুত। যে প্রাণী যত ক্ষুদ্র, তাহার দেহে কোষ বা cellএর সংখ্যা ততই কম। জীবজগতে এককোষী প্রাণী আছে।

একাংশ, সমাংশ, (Aliquot part)
গণিতে কোন রাশিকে কয়েকটি সমান অংশে বিভক্ত করিলে, উহার প্রত্যেক অংশকে রাশিটির একাংশ বা সমাংশ বলে। একাংশদ্বারা রাশিটি নিঃশেষে বিভাজ্য।

একাদশভুজ (Hendecazon) জ্যাঃ সংজ্ঞা
একাদশ বাহুবিশিষ্ট ঋজুরেখক্ষেত্রকে বলে।

একাদশী তিথি
চন্দ্রের অর্ধাংশ সূর্যালোকে আলোকিত হয়; কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিনে উহার আলোকিত-অর্ধের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে; এই জন্য চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যে সময় সূর্যর দৃষ্টি হইতে চন্দ্রের ১১শ অংশ বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময়ে শুক্লপক্ষীয় একাদশী; বিপরীত হইলে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী হয়। অনেক হিন্দু ঐ দিন অন্নগ্রহণ করে না। হিন্দু বিধবারা এই দিন উপবাসী থাকে। কোনো কোনো স্থানে এঃ দিনে বিধবারা 'নির্জলা' উপবাসী হয়।

একান্তর কোণ (Alternate angle) জ্যাঃ সংজ্ঞা
(দ্রঃ বহিঃকোণ)

একান্তর ক্রিয়া (Alternando) বীজঃ সংজ্ঞা
সমানুপাত (Proportion) বিষয়ে চারিটি রাশি সমানুপাতী হইলে, উহাদিগকে একান্তরভাবে (Alternately) একটার পর একটা লইলেও উহারা সমানুপাতী হইবে। (দ্রঃ সমানুপাত)

একার (Acre)
জমির ইংরেজি মাপ। আজকাল এদেশে সেটেল্‌মেণ্টের সময় 'পড়চা' (দ্রঃ) প্রভৃতিতে এই মাপ দেওয়া হইয়াছে। ৪৮৪০ বর্গ গজে এক একার। বাঙলায় ৩ বিঘা জমির সমান। ১ একার=৩ বিঘা ৮ ছটাক। ৪০ একার=১২১ বিঘা।

একেশ্বরবাদ (Monotheism)
বহুদেববাদ বা খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ ত্যাগ করিয়া একদল লোক নিরাকার, একেশ্বর পূজা করিয়া থাকে। ভারতে ব্রাহ্ম ও খৃস্টীয় ইউনিটেরিয়ানরা এঃ বাদী। মুসলমানরাও একেশ্বর-বাদী। হিন্দুধর্মের তত্ত্বের মধ্যে এঃ থাকিলে ব্যবহারে বহু দেববাদ প্রচলিত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক একেশ্বরবাদীরা কোনো প্রকার প্রতীক চিহ্ন, সমাধিস্থান বা কবর, জীবিত বা মৃত মনুষ্যকে পূজা দেয় না। মার্টিন লুথার রোমীয় চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তিনি খৃস্টীয় একেশ্বরবাদীদের নিষ্ঠুর নির্যাতন দ্বারা হত্যা করিতে দিলেন। (দ্রঃ ইউনিটেরিয়ান)।

এচিং (Etching)
সাধারণত তামার পাতের উপর মোম বা বিটুমেনের প্রলেপ দিয়া চিত্রী উহার উপর কোনো তীক্ষ্ণ পেন্সিল দিয়া ছবি আঁকিতে থাকেন; ফলে সেই স্থানের মোম উঠিয়া যায়। অতঃপর পাতখানিকে নাইট্রিক এসিডে ডুবাইয়া দেওয়া হয়; ছবির কাটা কাটা স্থানগুলিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রবেশ করিয়া তামা ক্ষয়াইয়া দেয় ও রেখা রাখিয়া যায়। তারপর মোমটাকে তারপিন তেলের সাহায্যে ধুইয়া ফেলিলে তামার পাতে ছবির নেগেটিভ ওঠে; তখন ছাপানোর উপযোগী হয়। ইউরোপে আলবার্ট ডুরার (Durer) ও রেমব্রাণ্ট বিখ্যাত এচার। বাঙলাদেশে উহার চল কিছু কিছু হইয়াছে; তবে কাঠ খোদাই বা লিনোলিয়াম খোদাই বেশী চলতি হইতেছে।

এজেণ্ট (Agent)
কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর আদেশে যে প্রতিনিধিরূপে তাহার কাজকর্ম করে তাহাকে সাধারণত এজেণ্ট বলে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এজেণ্ট দ্রব্যাদি ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহার

পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা কিছু পায়, তাহাকে 'কমিশন' বলে।... রাষ্ট্রনীতিতে এই শব্দের প্রয়োগ আছে। করদ রাজ্যগুলি সাধারণত বড়লাট বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে থাকে; তিনি 'এজেণ্ট' বা তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাহার কার্য করেন।

এডওয়ার্ড ১ম, ইংল্যান্ডের রাজা (১২৭২—১৩০৭) জন্ম ১২৩৯; পিতা ৩য় হেনরী। সামন্তদের সহিত হেনরীর যুদ্ধের সময় সাইমন দ মণ্টফোর্টের হস্তে পিতাপুত্র বন্দী হন (১২৬৪)। কৌশলে পলায়ন করিয়া ইভেসহাম (Evesham)এর যুদ্ধে সাইমনকে পরাজিত ও নিহত করেন (১২৬৫)। অতঃপর তিনি ৭ম ক্রুজেড্ যুদ্ধে এশিয়া যান (১২৭২-৭৪)। তাঁহার অনুপস্থিত কালে হেনরীর মৃত্যু (১২৭২) হইলে তিনি রাজা ঘোষিত হন। ক্রুজেড হইতে ১২৭৪এ ফেরেন। ১২৭৬ ওয়েলসের সহিত যুদ্ধ সুরু হয় ও ১২৮৪ উহা রাজ্যভুক্ত হয়। স্কটল্যান্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন (১২৮৬)। ঐদেশকে প্রায় অধীন করেন। ওয়ালেসের বিদ্রোহ (১২৯৭)। ব্রুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ১৩০৫এ ওয়ালেসের মৃত্যুদণ্ড। তাঁহার বিশেষ কার্য মডেল 'পার্লামেণ্ট' (১২৯৫) স্থাপন। বহু আইন প্রণয়ন করিয়া শাসন সংস্কার করেন। ১৩০১এ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ পদ সৃষ্টি হয়।

এডওয়ার্ড ২য়, ইংল্যান্ডের রাজা (১৩০৭—২৭) ১ম এ:র পুত্র; জন্ম ১২৮৪ ওয়েলসে। ১৩০১এ প্রিন্স অব্ ওয়েলস পদ সৃষ্ট হয়। ইনিই প্রথম প্রিন্সওয়েলস অব্ ওঃ। স্কটদের সহিত সন্ধি করেন। অযোগ্য রাজা। বানকবার্নের যুদ্ধে (১৩১৪) রবার্ট ব্রুস্ কর্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার এক পত্নীর ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন।

এডওয়ার্ড ৩য়, ইংল্যান্ডের রাজা (১৩২৭—৭৭) ২য় এঃর পুত্র; জন্ম ১৩১২। ইঁহার মাতা ইসাবেলা ফ্রান্সের রাজার ভগ্নী; তাঁহার ষড়যন্ত্রের ফলে ২য় এঃর মৃত্যু ঘটে। ১৩২৮এ স্কটদের সহিত সন্ধি করিয়া রবার্ট ব্রুসকে স্কটদের রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ১৩৩০ শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন—মাতার প্রণয়ী রবার্ট মর্টিমারের শিরশ্ছেদ ও মাতাকে বন্দী করিয়া রাখেন। ১৩৩৯ ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; এই যুদ্ধ ইতিহাসে শত-বার্ষিকী যুদ্ধ (Hundred Years War) নামে খ্যাত। ১৩৬০এ Bretignyর সন্ধি হয়; তদনুসারে তিনি ফরাসী সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেন; কিন্তু কয়েকটি প্রদেশ পান। ১৩৬৯ পুনরায় যুদ্ধ বাধে ও ফ্রান্সের মধ্যস্থিত বরদো (Bordeaux) বেয়ন (Bayonne) ও ক্যালে (Calais) ছাড়া সমস্ত রাজ্য ইংরেজের হাতছাড়া হয়। মহামারী (Black Death) ১৩৪৮-৪৯,৬১,৬৯ হয়। ইংরেজ কবি চসার (Chaucer), ধর্মসংস্কারক ওয়াইক্লিফ এই সময়ের লোক। এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্লাক্ প্রিন্স পিতার জীবিত কালে মারা যান। অন্যান্য পুত্র ক্লেরেন্স, ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক নামে পরিচিত। গোলাপযুদ্ধ ইয়র্কের ডিউক ও ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউক পরিবারের মধ্যে চলিয়াছিল।

এডওয়ার্ড ৪র্থ, ইংল্যান্ডের রাজা (১৪৬১—৮৩) জন্ম ১৪৪১ ফ্রান্সে। ইঁহার পিতা ছিলেন রিচার্ড, ইয়র্কের ডিউক, ৩য় এডওয়ার্ডের কনিষ্ঠ পুত্র এডমণ্ডের পৌত্র। গোলাপ যুদ্ধের সময় ল্যাঙ্কাস্টার দলকে পরাজিত করিয়া ইনি রাজা হন। ইঁহার মাতুল ওয়ারউইকের ডিউক রিচার্ড নেভিল (R. Neville)—রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। কিন্তু লাঃ বংশীয় একটি কন্যাকে বিবাহ করায় (১৪৬৪) ওয়ারউইক প্রভৃতি বিদ্রোহী হন; এঃকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হয়। ১৪৭১এ ফিরিয়া আসিয়া ওয়ারউইককে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করেন।

এডওয়ার্ড ৫ম, ইংল্যান্ডের রাজা (১৪৭০—১৪৮৩) ৪র্থ এঃর পুত্র। খুল্লতাত রিচার্ড ৫ম এডওয়ার্ড ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেন।

এডওয়ার্ড ৬ষ্ঠ, ইংল্যান্ডের রাজা (১৫৪৭—৫৩) জঃ ১৫৩৭। ৮ম হেনরী ও জেন সিমুর (Seymour)এর পুত্র। ইনি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত বিশ্বাসী ছিলেন। এই সময়ে ইংল্যান্ডে গির্জায় ইংরেজি ভাষায় প্রার্থনার নিয়ম প্রচারিত ও Books of Common Prayer সঙ্কলিত হয়। যক্ষারোগে ১৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

এডওয়ার্ড ৭ম, গ্রেটবৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা এবং ভারতবর্ষের সম্রাট (১৯০১—১০) জন্ম ১৮৪১; পিতা প্রিন্স অ্যালবার্ট ও মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ১৮৬৩ ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজেণ্ড্রাকে বিবাহ করেন। ১৮৭৫এ ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। ১৯০১এ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে ইনি ৬০ বৎসর বয়সে রাজা হন। ১৯১০, ৬ মে মৃত্যু হয়। ইঁহার সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন A. J. Balfour, Campbell-Bannerman, Asquith। ভারতবর্ষে এই সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড কর্জন, আর্ল অব্ মিন্টো।

এডওয়ার্ড ৮ম, গ্রেটবৃটেন ও নর্থ আয়ারল্যান্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট (১৯৩৬) জন্ম ১৮৯৪, ২৩ জুন। ৫ম জর্জের ২য় পুত্র। ইঁহার অগ্রজ

পিতার জীবিতকালে মারা যান। ৫ম জর্জ রাজা হইলে ইনি ১৯১০এ প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস হন। মহাযুদ্ধের সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কানাডা, ভারতবর্ষ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া দঃ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৬. জানুয়ারী রাজা হন। ১১ মাস পরে সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া ডিউক অব্‌ উইনডসর নামে পরিচিত হন। মিসেস্ সিমসন নামে এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পার্লামেন্টের সহিত তাঁহার মতভেদ হয় ও সেইজন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৬ষ্ঠ জর্জ নামে রাজা হন।

এডিংটন (Eddington, Sir Arthur Stanley ১৮৮২—)

ইংরেজ জ্যোতি-বিজ্ঞানী। ১৯০৪ কেমব্রিজে র‍্যাঙলার বৃত্তি পান। গ্রীনবীচের প্রধান সহকারী। ১৯১৩ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৩০এ স্যর উপাধি। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া খ্যাত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্যোতিষ্কে ঔজ্জ্বল্য পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ওজন (mass) নিরূপণ করিবার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন (Mass-lumimousity relation)।

এডিকং (Aides de Camp)

ফরাসী শব্দ। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের পার্শ্বচর। প্রায়ই উচ্চবংশের সন্তানদিগকে রাজদরবারে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়।

এডিসন্‌ (Edison, Thomas Alva ১৮৩৭—১৯৩১)

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কর্তা। জন্মস্থান ওহাইও, ১১ ফেব্রু ১৮৪৭। প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফ অপারেটর; ১৮৭১-৭৬ Law Gold Indicator কোংর অধ্যক্ষ। ১৮৭৬এ নিজে Menlo Parkএ (New Jersey) নিজের কারখানা ও বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ১৩০০ জিনিষ তিনি আবিষ্কার করিয়া পেটেন্ট লন। ফোনোগ্রাফ, বিজ্‌লি বাতি, পেট্রোল আলো, মেগাফোন, বায়স্কোপ প্রভৃতি সুপরিচিত।

এড্ডা (Edda)

আইসল্যান্ডের নর্স ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচিত সাহিত্য। পদ্যাংশ ১১ শতকের রচনা; গদ্যাংশ ১২ শতকে সংগৃহীত। পুরাণ, উপাখ্যান, অলঙ্কার, ছন্দ সম্বন্ধে রচনা আছে।

এডিড (Eddy, Mary Baker ১৮২১—১৯১০)

'ক্রিশ্চান সায়ান্স' নামে মতবাদ প্রচারক। তাঁহার মত এই যে, ব্যাধিমাত্র মনের বিকার, এবং মনের চিকিৎসা হইতে ব্যাধি নিরাময় হয়। ইঁহার জন্ম ইংল্যান্ডে; ১৮৮৯এ বস্টন নগরে চার্চ স্থাপন করেন; বহুলক্ষ লোক এই মত বিশ্বাসী। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এই সমিতি সর্বোৎকৃষ্ট খবরের কাগজ প্রকাশ করেন।

এণ্ডি, এঁড়ি

এরণ্ড (বা রেড়ির গাছ) পত্রভোজী কোষ কীটের (attacus ricini) গুটির সুতা। গুটীতে তসর বা অতিসূক্ষ্ম আঁশ জড়াইয়া থাকে তাহা টানিয়া পাকাইলে রেশম সুতা হয়। আসাম এঁড়ীর জন্য বিখ্যাত।

এনগ্রেভিং (Engraving)

ফোটোগ্রাফী বিদ্যা উন্নতির পূর্বে কাগজের উপরে চিত্র ছাপাইবার জন্য কাঠ, পাথর বা ধাতুর উপর খোদাই করিয়া ছাঁচ তৈয়ারী হইত। ১৫ শতকে ইউরোপে কাঠ খোদাই খুব উন্নত হয়। ছবিতে যে অংশর ছাপ পড়া দরকার, সেই অংশগুলি ছাড়া অন্য অংশ কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ১৯ শতকে তাম্র ও ইস্পাত-চাদরের ছবি খোদাই খুব প্রচলিত হয় (দ্রঃ এচিং)। ফোটো আবিষ্কারের পর এসব শিল্প প্রায় অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে লিনোলিয়মে বেশি খোদাই কাজ চলে। পাথরে খোদাইকে লিথোগ্রাফি বলে; উর্দু, পার্শী বই ছাপাইতে লিথোর প্রচলন এখনো দেখা যায়। (লিথোগ্রাফি দ্রঃ)

এনজাইম (Enzyme)

বৈজ্ঞানিকদের নবাবিষ্কৃত কাটালিস্ট-ধর্মী পদার্থ। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে থাকিয়া উহাকে বিশ্লেষণ ও পরিপাচনে সহায়তা করে। ইহার গুণ অনেকটা য়ীস্ট (yeast) এর ন্যায়; অর্থাৎ খাদ্যকে গাঁজাইয়া ফেলিবার শক্তি ইহাতে আছে। লালারস ও অন্যান্য যে সকল পাচক রসের সাহায্যে খাদ্য জীর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে এক বা একাধিক এমন পদার্থ থাকে যাহার উপস্থিতি দ্বারা খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া খাদ্য জীর্ণ হয়। কিন্তু এনজাইমের কার্য খুব সীমাবদ্ধ; কেবল মাত্র কতকগুলি রাসায়নিক সংযোগে ইহার কার্য অর্থাৎ গাঁজানো দেখা যায়। সীমার বাহিরে অণুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনিতে পারে না। জৈব পদার্থে এনজাইম পরিমাণ প্রায় অদৃশ্য; কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞান বলে যে উহা প্রায় খাঁটি অবস্থায় (purity) পাওয়া যাইতেছে।

এন্‌টনি সাহেব

(দ্রঃ আণ্টনি)

এন্‌টারাইটিস (Enteritis)

(দ্রঃ অম্লপ্রদাহ)।

এন্‌টেনা (Antenna)

পোকা, পিঁপড়ে, শামুক, কেন্নো, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণীর মাথার সামনের দিকে এক জোড়া বা দুই জোড়া শুঁড় জাতীয় দণ্ড থাকে। ইহাকে নড়ান যায় এবং ইহা প্রাণীর স্পর্শেন্দ্রিয়। পিঁপ্‌ড়েরা ইহার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

এন্‌ট্রান্স্‌ (Entrance Examination)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১০এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম পরীক্ষা। যাহাকে বর্তমানে মাট্রিকুলেশন বলে, তাহাকে এঃ পরীক্ষা বলা হইত। সে-সময়ে ছাত্রদের সমস্ত বিষয় ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে হইত। বাঙলা আদৌ পরীক্ষনীয় বিষয় ছিল না। ইংরেজি ২০০ মার্ক, গণিত ১৬০, ইতিহাস ১২০ (ইতিহাস বলিতে ভারত-ইতিহাস, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, ও Lee-Warner's Citizen of India); ভূগোল ১২০ (Clark-General Geography, Huxley-Science Primer, Gregory-Physical Geography); সংস্কৃত ১২০। ড্রয়িং (ইহা আবশ্যক ছিল না; তবে যাহারা ড্রয়িংএ পাশ করিত তাহাদের মার্ক মোটের সঙ্গে যোগ হইত। সমস্ত বিষয় ইংরেজির মধ্য দিয়া পড়ানো হইত। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে First Arts পরীক্ষার জন্য পড়িতে পারা যাইত। ১৯১০এ এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার বদলে মাট্রিকুলেশন প্রবর্তিত হয়।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (Encyclopædia),

বিশ্বকোষ। বিবিধ জ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিয়া আভিধানিকভাবে সাজাইয়া যে গ্রন্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে বিশ্বকোষ বলে। গ্রীক্‌ ও রোমান যুগে এই ধরণের বই সম্পাদিত হয়; সংস্কৃতে 'বীরমিত্রোদয়' প্রভৃতি বহু ব্যবহার গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইউরোপে ১৭শতকে লাতিনে বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়; ফরাসী ভাষায় কতকগুলি হয়। তবে এসব গ্রন্থ আক্ষরিক ভাবে সজ্জিত নহে। আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ হইতেছে এফরাম চেম্বার্স-এর সাইক্লোপিডিয়া (১৭২৮)। ইহার অনুবাদ ফরাসীতে হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার একদল পণ্ডিত গ্রহণ করেন। দ' আলেমবার্ট, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি মিলিয়া উহা প্রকাশ করেন। (১৭৫১-৭২)। সে যুগের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তাধারা এই গ্রন্থের মধ্য দিয়া ২৮ খণ্ড প্রচারিত হয়; ফরাসী-বিপ্লবের কারণ সমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার অন্যতম বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। ইংল্যান্ডে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা (এডিনবরা ১৭৬৮-৭১) উইলিয়াম স্মেলি (Smellie) নামে একটি লোক প্ল্যান করেন। ইহার ১৪টি সংস্করণ হইয়াছে। শেষ সংস্করণ (১৯২৯এ) আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। ফরাসী Larousseএর জ্ঞানাভিধান (১৮৬৫-৭৮), জারমেন ব্রকহাউসের লেক্সিকন (২৪ খণ্ড) ইউরোপে বিখ্যাত। এ ছাড়া বিশেষ বিষয়ের এনঃ আছে, যেমন ইংরেজি Dict. of National Biography (১৮৮৫-১৯০১) ও পরে অতিরিক্ত খণ্ড বাহির হইয়াছে। হেস্টিংস সম্পাদিত Enc. of Religion & Ethics (১২ খণ্ড) পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে পূর্ণ। Seligman প্রভৃতি কর্তৃক সম্পাদিত Enc. of Social Sciences (আমেরিকা) অতি বিখ্যাত। ইংরেজিতে সাধারণ এনঃ অনেক আছে। বাঙলায় বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

এনামেল (Enamel)

ইট, টালি, কুম্ভকারকৃত সামগ্রীসমূহ পাথর, লৌহ প্রভৃতি নির্মিত সামগ্রীর উপর রাসায়নিক প্রলেপ দিয়া বস্তুকে মসৃণ করার পদ্ধতিকে 'এনামেল' করা বলে। এই আর্ট অতি প্রাচীন; বাবিলন, অসীরিয়া, পারস্যে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে বহুবর্ণে চিত্রিত এবং বিচিত্র নক্সা-অঙ্কিত এনামেল পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে লোহার পাত্রে একটি প্রলেপ দিয়া 'এনামেলে'র বাসনাদি তৈয়ারী হয়। সিলিকা, মিনিয়াম, (Minium), পটাশ (Potash)এর তাপযোগে সংমিশ্রিত করা হয় ও প্রলেপ দেওয়া হয়। এনামেল সামগ্রী পূর্বে অস্ট্রিয়া হইতে আসিত; বর্তমানে প্রধানত জাপান হইতে এদেশে আসিতেছে। কলিকাতায় সুর কোং এনামেল কারখানা খুলিয়াছেন। এনামেলের থালা, বাটী, গেলাস, মগ, বালতি, প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য হয়। ইহাতে অম্ল দ্রব্য রাখিলে নষ্ট হয় না বলিয়া ইহার এত আদর।...দাঁতের উপর একটি আচ্ছাদনকে এনামেল বলে। ইহা ভাঙিয়া গেলে টক্‌ খাইতে কষ্ট হয়।

এনেমা (Enema)

অন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ মল বাহির করিবার জন্য ডাক্তাররা একটি রবারের নলের সাহায্যে গুহ্যদ্বার দিয়া সাবান জল বা অন্য কোনো প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন; এছাড়া পাকস্থলীর যন্ত্রণা, ক্রিমিনাশ প্রভৃতি নানা কারণেও এনেমা দেওয়া হয়। সাধারণত ইহাকে 'ডুশ' (Douche) বলে।

এপ্‌সটাইন (Epstein, Jacob) ১৮৮০—

রুশ-স্পেনীশ বংশীয় বৃটিশ ভাস্কর। জন্মস্থান নিউইয়র্ক; প্যারিসে (Rodin) রোদাঁর শিষ্য ছিলেন।

এপিক্‌টেটাস (Epictatus)

গ্রীক দার্শনিক। জন্ম এশিয়া মাইনরের ফ্রিজিয়াদেশে; মৃত্যু গ্রীসে (১১৮ খৃঃ অঃ)। রোমে দাসভাবে নীত হন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া নিকোপোলিসে বাস করেন; জীবনের প্রধান

বাণী ছিল, 'সহ্য ও সংযম' অর্থাৎ মানবের যাহা প্রাপ্য তাহাকে সহ্য কর। যাহা অপ্রাপ্য সে-বিষয়ে সংযম অভ্যাস কর। ইঁহার উপদেশ বাংলায় অনূদিত হইয়াছে।

এপিকিউরাস (Epicurus ৩৪১ খৃঃ পূঃ—২৭০)
গ্রীক দার্শনিক। স্যামস্ দ্বীপে জন্ম। তাঁহার মতে দুঃখের অভাবেই সুখ এবং সুখের নাম আনন্দ। কিন্তু এই সুখের যথার্থ অর্থ মনের সম্পূর্ণ শান্ত সদানন্দ ভাব; এবং ইহার জন্যই শুদ্ধাত্মা বা ধর্মপ্রাণ হইতে হয়। পরবর্তী যুগে এপিকিওয়রবাদ অর্থে বুঝাইত দায়িত্বহীন বিলাসপ্রিয়তা; এই মত এপিকিউরাস প্রচার করেন নাই।

এপ্রিল (April)
ইউরোপীয় মতে বৎসরের চতুর্থ মাস। প্রাচীনতম রোমান ইতিহাসে ৩৬ দিনে এই মাস ছিল বৎসরের প্রথম মাস। রোমিউলাস ৩০ দিন করেন বলিয়া বিশ্বাস। লাতিন শব্দের অর্থ 'বিকশিত হওয়া'। বাংলা ১৪।১৫ই চৈত্র হইতে ১৪।১৫ই বৈশাখ।

এপ্রিল ফুল (April Fool)
১লা এপ্রিল, ইংরেজিতে All Fool's Day বলে। ঐদিনে ইউরোপে লোকে পরস্পরকে কৌতুক করিয়া ঠকায়। এখন এদেশেও চলিতেছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

এফিডেবিট (Affidavit)
আদালতে বিচারের সময়ে যে কোনো উক্তিকে এঃ বলে; উহা মিথ্যা প্রমাণ হইলে শাস্তি হয়। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যে উক্তি করিতে হয় তাহা মৌখিক এঃ। কাহারও বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ করিতে হইলে লিখিত এঃর প্রমাণ প্রয়োজনীয়; সাবালকত্ব প্রমাণ, জীবন-বীমায় বয়স প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়ে এঃ করিতে হয়।

এফ.এ. (F. A) First Arts
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১০এর পূর্বে I. A. ও I. Scর সমতুল্য পরীক্ষা। (First Arts.) এফ.এ-তে ইংরেজি, সংস্কৃত, লজিক, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য ছিল। এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া এফ.এ. পড়িতে পারা যাইত। এফ.এ. পাশ করিয়া বি.এ পড়া যাইত এবং প্লীডারশিপ বা একপ্রকার ওকালতী পড়িয়া পাশ করা যাইত।

এ.বি.আর (আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। Assam Bengal Railway)
চট্টগ্রাম হইতে মিটার গেজ রেলপথ; উত্তর আসামের তিনসুকিয়া পর্যন্ত ও লামডিং হইতে গৌহাটি দিয়া পাণ্ডুঘাট পর্যন্ত। পূর্ব বঙ্গে ও আসামে বহু শাখা লাইন আছে। মোট ১৩০৭ মাইল। মূলধন ২৩,৬৫,৬২,০০০ টাকা। বাৎসরিক আয় ৪৮,৭৭,০০০৲ শতকরা ২·০৬%। সীমাবদ্ধ গ্যারান্টি প্রথায় বৃটিশ কোম্পানী রেল পরিচালনা করে। লামডিঙের পর রেলপথে অনেকগুলি টানেল আছে।

এম্ডেন (Emden)
জারমেনী-প্রুশিয়ার বন্দর। 'এম্ডেন' নামে যুদ্ধ জাহাজ মহা-যুদ্ধের সময় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটীশ বাণিজ্যের খুব ক্ষতি করে। বঙ্গোপসাগরেও এই ক্রুজার আসে। ১৯১৪, ৯ নভেম্বর অনেক চেষ্টার পর ধরা পড়ে ও বিনষ্ট হয়। ভারতে 'এমডেন' আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল।

এম.সি.সি (M.C.C. মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব Marylebone Cricket Club)
লনডনের একটি পাড়া বা বরোর নাম মেরিলেবোন। এখানকার ক্রিকেট ক্লাব ১৭৮৭-তে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান গ্রেট বৃটেনের যাবতীয় ক্রিকেট খেলার নিয়ামক। এই ক্লাবের ⅔ ভাগ সদস্যরা ইচ্ছা করিলে খেলার নিয়মের পরিবর্তন করিতে পারে।

এম.এ. (M.A.), এম.এস-সি (M.Sc)
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অর্থাৎ Master of Arts। বি.এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া একটি বিষয় বিশেষভাবে এম.এ. ক্লাশে অধ্যয়ন করিতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজে এম.এ. ও এম. এসসি. সাধারণত অধ্যাপনা করান; ইহার পরীক্ষার ফী ৮০৲। ৮ খানি প্রশ্নপত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে শিল্পীরা যখন কোন শিল্প বা Arts নিজে পরিচালনা করিবার যোগ্যতা লাভ করিত, তখন তাহাকে Master of Arts বলিত। এখন ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ উপাধি নাই। ইংল্যানডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা প্রায় গৌরবজনক উপাধি মাত্র। কতকগুলি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্স তিন বৎসর পড়িয়া এম.এ. এক বৎসরেই দেওয়া যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানে উপাধি এম. এসসি. দেওয়া হয়।

এমার্সন (Emerson, Ralph Waldo ১৮০৩—৮২)
মার্কিন লেখক। জন্ম মে ২৫। পিতা একেশ্বরবাদী। শিক্ষা বস্টন ও পরে হার্ভাডে; গ্রাজুয়েট ১৮২১; ইউনিটেরিয়ান পাদরী (১৮২৯-৩২); উহা ছাড়িয়া বক্তার কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৩৪এ কনকর্ড নামক স্থানে বাস করেন। বক্তৃতা করিবার জন্য ইংল্যানডে যান। সেখানে কার্লাইল, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহিত সখ্যতা হয়। ইংল্যানডে

Representative Men (১৮৪১) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। The Dial নামে পত্রিকার দুই বৎসর সম্পাদক; তাঁহার প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

এমিবা (Amoeba)

(দ্রঃ অ্যামিবা)।

এমু (Emu)

অস্ট্রেলিয়া ও নিকটবর্তী দ্বীপের অস্ট্রিচ্ জাতীয় পাখী; পাখা নামে-মাত্র আছে। খুব দৌড়াইতে পারে; দলবদ্ধভাবে ইহারা বাস করে। বন্দী অবস্থায় ফার্ম করিয়া ইহাদের চাষ চলে। পুং পক্ষী দেখিতে একটু ছোট, এবং ডিমে তা দেয়।

এরণ্ড (Castor : Recinus Communis)

ভাষায় ভেরেণ্ডা বা রেড়ী বলে। গাছ ১০।১৫ হাত উচ্চ; পাতা পেঁপের পাতার মত দেখিতে। যে-রেশমকীট এরণ্ড পাতা খায় তাহাকে 'এণ্ডি' বলে। এরণ্ডর ফল হইতে যে তেল বাহির হয় তাহাকে 'রেড়ীর তেল' বলে। উহা জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়; পরিস্রুত (refined) রেড়ির তেল রেচক হিসাবে ডাক্তাররা রোগীকে (দ্রঃ ক্যাস্টর অইল) দেন। ইহা হইতে মাথার তৈল প্রস্তুত হইতেছে—তাহার মধ্যে চট-চটানি ভাব নাই। বীজ তপ্ত করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া তেল পাওয়া যায়। রেড়ীর খৈল বিষাক্ত, কিন্তু আখের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সার।

এরাটোস্থিনিসের চালুনি (Eratosthenes, Sieve of)

গ্রীক গণিতজ্ঞ এরাটোস্থিনিস একখানা কাগজে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি পর পর লিখিয়া যে যে সংখ্যাগুলি মৌলিক (দ্রঃ) নহে, তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলাতে, কাগজখানি চালুনির মত দেখিতে হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এরাটোস্থিনিসের চালুনি। এরোটোস্থিনিসের জন্মস্থান উত্তর আফ্রিকার কিরিনি (Cyrene); ইঁহার জন্ম হয় খৃ পূ ২৭৬ অব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৯৬ খৃ পূ। আশী বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্টলেমি ইউরেজিতিস্ (২৪৭—২২১ খৃ পূ) ইঁহাকে আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। এঃ সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁহার সকল গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। স্ট্রাবো ইঁহার রচিত ভূগোল গ্রন্থ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এরারুট (Arrowroot)

নানা জাতীয় গাছ হইতে এরারুটের স্থায় শ্বেতসার পদার্থ নিষ্কাশিত করা হয়। আমেরিকার পশ্চিম ইন্ডিস দ্বীপে Maranta arundinacea নামে এক জাতীয় চিরস্থায়ী ক্ষুপের কন্দ হইতে আসল এরারুট পাওয়া যায়। ইহা রোগীর খাদ্য। ইহার শ্বেতসার হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ইংল্যান্ডে আলু হইতে এরারুট বাহির করা হয়।

এরিদেনাস (Eridanus) বা যামী নক্ষত্রমণ্ডল।

ভাদ্র মাসে ইহাকে দক্ষিণে আকাশের বহুদূর ব্যাপিয়া দেখা যায়। ইহা নদীর ন্যায় আঁকা বাঁকা। আচেরনার (Achernar ০·৫) উজ্জ্বলতম তারা; উহা দক্ষিণ আকাশের এত নিচে যে আমাদের এখান হইতে দেখা যায় না।

এরিয়াস (Arius ২৫৬-৩৩৬)

খৃস্টান প্রচারক। জন্মস্থান উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া। ইনি আলেকজেণ্ড্রিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহার মতে খৃস্ট ঈশ্বরের সমকক্ষ নন। এরিয়াস্ ত্রিত্ববাদের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার মত নিসিয়ার ধর্ম কৌন্সিলে (৩২৫ খৃ অ) নাস্তিক সাব্যস্ত হয়। গসদের মধ্যে ইঁহার মত প্রচার লাভ করে; অনেক অত্যাচারের ফলে এই সম্প্রদায় লোপ পায়। বহু শতাব্দী পরে Unitarian বা একত্ববাদীদের মধ্যে ঐ মত রূপ পাইয়াছিল।

এরোড্রোম (Aerodrome)

এরোপ্লেনের ঘাটি; এরোপ্লেন এখান হইতে ছাড়ে ও নামে। এরোপ্লেন রাখিবার ঘর (Hanger), কারখানা, যাত্রীদের বিশ্রামাগার, অপিষ, শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা, বেতার ঘাঁটি প্রভৃতি আছে। যেখানে রাতেও এরোপ্লেন নামে বা উঠে সেখান আলোক ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার নিকট দমদমে, লন্ডনের দশ মাইল দূরে ক্রয়ডন (Croydon) নামক স্থানে এরোড্রোম আছে।

এরোপ্লেন (Aeroplane)

বায়ু হইতে ভারি আকাশযান। দুই জোড়া বা এক জোড়া ডানা বা 'প্লেন' গাড়ী বা 'ফুসিলেজ'এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। সম্মুখ ভাগে পেট্রোল ইন্‌জিনের সাহায্যে দুই খানি ফ্যান বা পাখা বা প্রোপেলার অতি বেগে ঘুরে; পোপেলার বা ফ্যানের সাহায্যে উহা আগাইয়া চলে। এরোপ্লেনের এক জোড়া ডানা হইলে তাহাকে মনোপ্লেন (Monoplane) ও দুই জোড়া পাখা হইলে বাইপ্লেন (Biplane) বলে। মনোপ্লেনের গতি বেশি; বাইপ্লেনের ভারোত্তলন শক্তি বেশি, চলিতেও ইহা নিরাপদ। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি নগরীতে

এরোপ্লেন ক্লাব আছে। কলিকাতার নিকট দমদমে এরো-ঘাঁটি বা এরোড্রোম হইতে এঃ যাওয়া-আসা করে। এরোপ্লেন স্থল হইতে উড়িয়া স্থলে নামে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এরোপ্লেন ৩৮ জন যাত্রী বহন করে। এক রকম এঃ জল হইতে ওড়ে; ইহাদের তলদেশে নৌকা থাকে। ইহাকে সী-প্লেন বলে। বৃহত্তম জারমেন সীপ্লেন ১৭০জন যাত্রী লয়। ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের এঃ আজকাল জলে নামে। আকাশ যান প্রবন্ধে এরোপ্লেনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে ১৯০৯এ ব্লেরোআ (Bleroit) ৩৭ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ডোভারে আসেন ও ১০০০পাঃ পুরস্কার পান। ১৯১৯এ আল্‌কাক ও ব্রাউন (Sir. John Alcock, Sir A. Whitten Brown) আমেরিকা হইতে ইউরোপের নিকটতম অতলান্তিকের ব্যবধান অতিক্রম করেন। ঐ বৎসর রস স্মিথ ও তাঁহার ভ্রাতা কীথ্‌স্মিথ লন্‌ডন হইতে মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া) যান। ঐ বৎসর ইংল্যানড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে যাত্রী লইয়া এরোপ্লেন চলিতে সুরু করে। ১৯২৪ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ স্থাপিত হয়। ১৯৩০এ ইহারা ১৬ঘ—১২মিঃ অতলান্তিক পার হন। ১৯২৭এ লিনডেবার্গ ৩৩½ ঘণ্টায় একাকী নিউইয়র্ক হইতে প্যারিস আসেন। ১৯১১এ ইউরোপে Scheider Cup সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এরোপ্লেনকে দেওয়া হইবে ঘোষণা হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান ৩৩২ মাঃ ঘণ্টায় গিয়াছিল। ১৯৩১ ইংল্যানড-অস্ট্রেলিয়া ডাক-বাহী এরোপ্লেন চলিতে আরম্ভ করে। ১৯৩৩এ এঃ উড়িয়া এভারেস্ট পাহাড় অতিক্রম করে। ১৯৩৪ ইতালীয় সী-প্লেন ঘণ্টায় ৪৪০ মাঃ বেগে চলিতে পারে। ঐ বৎসর De Haviland কোম্পানীর 'কমেট' নামে এঃ করিয়া স্কট ও ব্লাক্ ইংল্যানড হইতে অস্ট্রেলিয়া ২ দিন ২৩ ঘণ্টায় পৌছিয়া রেসে প্রথম হয়। ১৯৩৫ মার্কিন সৈনিক বিভাগের ম্যাক্‌গিনিস্ পানামা হইতে আলামিডা ৩৩৮৭ মাঃ না-থামিয়া সী-প্লেনে করিয়া ৩৪ ঘঃ ৫১ মিঃ যাইতে সক্ষম হন। ১৯৩৬ টমী রোজ (T. Rose) কেপ-টাউন (দঃ আফ্রিকা) হইতে ক্রয়ডন (ইংল্যান্‌ড) ৭৮৬৩ মাঃ পথ ৬ দিন ৬ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে অতিক্রম করেন। মিস্ অ্যামি জনসন ঐ পথ যাওয়া-আসা করেন ১০ দিন ২২ ঘঃ ৪৩ মিঃ। ...সোভিএট বিমানী Chakloff,, Baidukoff, Beliakoff না-থামিয়া ৫৮১০ মাঃ মস্কো হইতে Nikolayevsk ৫৬ ঘণ্টায় যায়। অক্টোবর মাসে মিস জীন ব্যাটেন ইংল্যানড হইতে অস্ট্রেলিয়া ১০,০০০ মা ৫ দিন ২১ ঘঃ ৩ মিনিটে একা অতিক্রম করেন। ১৯৩৭ মাসাকি, তিসুমা, কেন্‌জি ও সুকাগোশি নামে চারিজন জাপানী বিমানী টোকিও হইতে ক্রয়ডন পর্যন্ত ১০,০০০ মাঃ পথ ৯৪ ঘঃ ১৮ মিনিটে অতিক্রম করে। H. F. Broadbent একা অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যানডে ৬ দিন ৮ ঘঃ ২৫ মিঃ এ পৌছায়। H. L. Brook কেপ্‌টাউন হইতে ক্রয়ডন ৬৯৮০ মাঃ ৪ দিন ১৮ মিনিট আসে এবং তথা হইতে কেপটাউন এবং পুনরায় তথা হইতে ক্রয়ডন ১৩,৯৬০ মাঃ পথ ৯ দিন ৯ ঘঃ ৩০ মিনিটে পার হয়। ১৯৩৭ জুন মাসে পূর্বোল্লিখিত সোভিএট বিমানীগণ মস্কো হইতে উড়িয়া, পথে না থামিয়া, উত্তর মেরু পার হইয়া মার্কিন রাষ্ট্রে ৬৫ ঘঃ ১৭ মিনিটে পৌছায়। উত্তর মেরু পার হইয়া ইতিপূর্বে আর কেহ এভাবে যায় নাই। একমাস পরে আরও তিনজন সোভিএট বিমানী Gromoff, Jumasheff, ও Daniliu মস্কো হইতে কালিফোর্নিয়া (মার্কিনরাষ্ট্র) ৬৭৫০ মাঃ পথ না থামিয়া ৬২ ঘঃ ১৭ মিঃ অতিক্রম করে। ১৯৩৮ ইংরেজ বিমানী গিলিআন্ ৪৮ মিনিটে এডিনবরা হইতে লনডনের নিকট আসেন; ঘণ্টায় ৪০৯ মাঃ গতি হয়; আমেরিকান ধনকুবের হাওয়ার্ড হিউজেস চারিজন সঙ্গী লইয়া নিউইয়র্ক হইতে বাহির হইয়া প্যারিস, মস্কো, ওমসক, ইর্কুটস্ক, ফেআরব্যাংকস, মিনেপোলিস হইয়া নিউইয়কে প্রত্যাবর্তন করেন; ১৪,৬৯০ মাঃ পথ ৩ দিন ঘঃ ১৭ মিঃ লাগিয়াছিল। উচ্চতায় ৫৩,৯৩৭ ফুট এঃ উড়িয়াছে। এরোপ্লেনে নানা রকম রেকর্ড সাহসিকরা এ পর্যন্ত করিয়াছেন। আমেরিকার অর্ভিল রাইট (Orville Wright) ১৯০৩, ডিসেম্বর ১৭ সর্বপ্রথম পেট্রোল শক্তি তাড়িত এরোপ্লেন চালনা করেন। প্রথম দিকে গতি ছিল ঘণ্টায় ২৭ মাইল; ক্রমে গতি ৪৪০·২৯ মাঃ উঠিয়াছে।...বর্তমানে যুদ্ধের জন্য এঃ নির্মিত হইতেছে; এই গুলিতে বোমা গ্যাস প্রভৃতি ফেলা হয়। (দ্রঃ আকাশ যান)

এরোপ্লেনের গতি-রেকর্ড (Speed Record)

	দেশ	পাইলট	ঘণ্টায়
১৯০৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অলিভার রাইট	৩০ মা
১৯০৯	ফ্রান্স	কার্টিস্	৪৭ মা
১৯১০	মার্কিন দেশ	লেব্লাংক	৬৬ "
১৯১২	ফ্রান্স	Vedrines	১০৬ "
১৯১৩	ঐ	Prevost	১২৬ "
১৯১৯	মার্কিনদেশ	Rohlfs	১৬২ "
১৯২০	ফ্রান্স	Leconte	১৯৪ "
১৯২১	ঐ	Leconte	২০৫ "
১৯২২	মার্কিন দেশ	Mitchell	২২২ "
১৯২৩	ঐ	Williams	২৬৬ "
১৯২৪	ফ্রান্স	Bonnett	২৭৮ "
১৯২৭	ইতালী	De Bernardi	২৯৭ "
১৯২৮	ঐ	ঐ	৩১৮ "
১৯২৯	ইংল্যানড	Orlebar	৩৫৭ "
১৯৩১	ঐ	Stainforth	৪০৬ "
১৯৩৩	ইতালী	Agello	৪২৩ "
১৯৩৪	ঐ	ঐ	৪৪০ "

—না থামিয়া চলা

মার্কিন দেশের নিউ ইয়র্ক হইতে সীরিয়া পর্যন্ত ৫৬৭৫ মাঃ ফরাসী বিমানবীর Codos ও Rossi ৫৪ ঘণ্টা ৪৫ মিঃএ আসেন। ইহার পর রুশ বৈমানিক মাইকেল গ্রোভার মস্কো হইতে উত্তর মেরু পার হইয়া সানফ্রানসিস্কো পৌছান (১২—১৪ জুলাই ১৯৩৭)।

—না নামিয়া চলা

ফ্রেড কিস্ ও আন কিস্ (Keys) দুই ভাই ২৭ দিন ক্রমান্বয়ে আকাশে ছিল।

—তেল একবার ভরিয়া

মার্কিন বৈমানিক W. Lees ও F. Brossby ১৯৩১এ ৮৪ঘঃ ৩৬ মিনিট আকাশে ছিল।

—লনডন হইতে মেলবোর্ন দৌড়পাল্লায় ইংরেজ বৈমানিক স্কট ও ক্যাম্পবেল ২ দিন ২৩ ঘণ্টা ১৮ সেকনড়ে পৌছাইয়া ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পায়।

—উচ্চে কতদূর উঠিয়াছে (দ্রঃ উচ্চতা)

এরোপ্লেন ওড়ে কেন ?

যে সব উড়ো যন্ত্র পাখার সাহায্যে হাওয়ার উপর ভাসিতে পারে তাহাদের Aeroplane বলা হয়। এই যন্ত্রের সম্মুখ-ভাগে সংযুক্ত একটি 'প্রপেলার' (বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডের মতন দুইটি পাখা) মোটরের সাহায্যে অতিদ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকে এবং তাহারই ফলে হাওয়া এরোপ্লেনের পশ্চাৎদিকে তাড়িত হয়; হাত দিয়া জল পিছনের দিকে ঠেলিয়া মানুষ যেভাবে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হয় এ° প্লেনও ঠিক তেমনি প্রপেলারের সাহায্যে হাওয়া পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া অগ্রসর হয়। এরোপ্লেন হালকা ও শক্ত ধাতু দিয়া তৈরি করা হয় এবং রবার টায়ার সংযুক্ত চাকার উপর বসান থাকে। এক বা একাধিক ডানার সাহায্যে এই যন্ত্র হাওয়ার উপর ভাসিয়া থাকে। এই ডানার উপরিভাগ সমতল নয়, মধ্যভাগ একটু স্ফীত (cambered)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই স্ফীতির উপরই ইহার উড়নশক্তি নির্ভর করে। ইহার গতির দিক নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পশ্চাৎদিকে একটি দাঁড় থাকে। হাওয়ার উপর ভাসিয়া থাকিতে হইলে ইহাকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে হইবে। খুব উর্ধ্বে (যেখানে হাওয়ার ঘনত্ব খুব কম) উড়িতে হইলে এরোপ্লেনের ডানা প্রকাণ্ড বড় করিতে হইবে আর তাহা না হইলে ইহার ভিতর এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে এই যন্ত্র অতি দ্রুতবেগে চলিতে পারে।

এল্‌ক্ (Elk)

বৃহত্তম হরিণ; উঃ ইউরোপ, সাইবেরিয়া, আমেরিকায় আছে; আমেরিকায় ইহাকে মুজ (Moose) বলে। আলাস্কার এল্‌ক ৮ ফিট হয়।

এল্‌গিন, লর্ড (James Bruce ১৮১১—৬৩)

স্কটল্যানডের এলগিনের ৮ম আর্ল। বৃটীশ রাজনীতিক। ১৮৪১এ প্রথম রাজকীয় কার্যে প্রবেশ করেন। জামাইকার গভর্নর (১৮৪২—৪৬); কানাডার গভর্নর (১৮৪৭—৫৪)। ইহার সময়ে কানাডায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৭ পূর্ব-এশিয়ায় দূতরূপে প্রেরিত হন ও চীনের সহিত ১৮৫৮এ তিয়েনৎসিনের সন্ধি করেন, কিন্তু চীনারা উহা পালন না করায় ১৮৬০এ পেকিং অবরোধ করেন। ১৮৬২ ক্যানিং চলিয়া গেলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ শিমলার কাছে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতা গ্রীস্ হইতে প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ লইয়া আসেন। সেসব ঐশ্বর্য বৃটীশ মিউজিয়মে (১৮১৬) প্রদত্ত হয়। সেগুলি এলগিন মার্বেল নামে খ্যাত।

এলগিন, লর্ড (১৮৪৯—১৯১৭)

লর্ড এলগিনের পুত্র। জন্ম কানাডায়। গ্লাডস্টোনের মন্ত্রিত্ব কালে রাজকার্যে প্রবেশ করেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় হন (১৮৯৪—৯৯)। ইঁহার সময়ে সীমান্তের আফ্রিদিদের সহিত যুদ্ধ হয়। লর্ড কর্জন ইঁহার পরে বড়লাট হন। বিলাতে ১৯০৫—৮ উপনিবেশসমূহের সেক্রেটারী ছিলেন।

এলফিনস্‌টোন (Elphinstone, Mounstuart

১৭৭৯—১৮৫৯) ঐতিহাসিক ও রাজকর্মচারী।

স্কটল্যানডের ব্যারনের পুত্র। এডিনবরায় শিক্ষা লাভ করিয়া ১৭৯৫এ ইস্ট ইঃ কোম্পানীর চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮০৩ ওয়েলেসলির এডিকং (Aide-de-camp) হন ও ১৮০৮ কাবুলে দূতরূপে প্রেরিত হন। ১৮১০—১৭ পুণার রেসিডেন্ট। ১৮১৭ মারাঠাদের বিরুদ্ধে কিরকির যুদ্ধে ইংরেজদের জয়ের জন্য ইনি দায়ী। ১৮১৯—২৭ বোম্বাইএর গভর্নররূপে বিশেষ সদবুদ্ধির সহিত দেশ শাসন করেন। ইনি বড়লাটের পদ লইতে অস্বীকৃত হন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ Account of the Kingdom of Kabool 1814; History of India 1841. শেষোক্ত গ্রন্থ বহু বৎসর ভারতের মুসলমানযুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-রূপে পরিগণিত ছিল; ইহা প্রধানত ফেরিশতার ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া রচিত।...বোম্বাইতে এঃ কলেজ আছে।

এল্‌মে রেজাল (Biographical Dictionary)

ইহা উসুলে হাদীসের অন্তর্গত একটী বিরাট শাস্ত্র। ইহাতে যে সমস্ত ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করিয়াছে এরূপ লক্ষাধিক লোকের জীবনী ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও ধর্মমতের দোষগুণ বর্ণিত আছে; ইহা দ্বারা হাদীস বর্ণনাকারীর দোষগুণ ও তাহার জীবনকাল অবগত হইয়া তাহার বর্ণিত হাদীস প্রমাণক্ষেত্রে

গ্রহণযোগ্য বা অগ্রাহ্য তাহা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। এই শাস্ত্র প্রথমে লোকমুখেই প্রচারিত হইত। পরবর্তীকালে বর্ণনাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আব্দুল বর্র (৯৭৮—১০৭০) কৃত ইস্তিয়াব, ইবনুল আসীর (১১৬০—১২৩২) কৃত তাজরীদু আসমা-ইস্-সাহাবা, জাহাবী (মৃঃ ১৩৪৭) কৃত তাজ্কিরাতুল হোফ্ফাজ, ইবনে হজর আসকালানী (মৃঃ ১৪৪৮) কৃত ১। তা'জীলুল মানফা'আ, ২। ইসাবা ফি তাবিজেস্ সাহাবা (কলিকাতায় মুদ্রিত), ৩। লিসানুল মীযান্ (হায়দরাবাদ) ৪। তাহজীবুৎ-তাহজীব্ (হায়দরাবাদ) ও সুয়ুতী কৃত খাসায়েসুল কোবরা প্রভৃতি এলুমে রেজালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। (দ্রঃ হাদীস ও উসুলে হাদীস)

এলাইচ (Cardamum)

দ্রবিড় বা দক্ষিণ ভারতীয় তরু। সংস্কৃতানুসারে এলাইচ গাছের বহু বিস্তৃত মূল বা কন্দ হইতে বহু স্থান ব্যাপিয়া নূতন গাছ জন্মে, সেইজন্য (এলয়তি) এলা নাম। ইহা দ্বিবিধ। একজাত স্থূল, হ্রস্ব, বহু কৃষ্ণ বীজ যুক্ত। অন্য জাত সূক্ষ্ম সরু লম্বা সাঁকা। হরিদ্রাদি বর্গের বহু পত্রময়, ৪।৫ হাত উচ্চ শাক বিশেষের (Elettaria Cardamomum) ফল; ইহাকে 'ছোট এলাচ' বলি। মালাবার পর্বতে ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজের পশ্চিমদিকের পর্বতে এই গাছ জন্মে। অপর জাতের গাছের (Amomum subulatum) পাতা লম্বা; ইহাকে আমরা 'বড় এলাচি' বলি। ইহা বায়ুনাশক ও বহু গুণসম্পন্ন। ফুলের মঞ্জরী ঘন শিষের মতন, কন্দ হইতে নূতন গাছ জন্মে। বঙ্গদেশে গাছ জন্মে, কিন্তু ফলিতে দেখা যায় না। ছোট এলাইচ সুমাত্রা হইতে আসে। দাম প্রায় ৪০০৲ টাকা মণ। রন্ধনে ও পানে সুগন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। আয়ুর্বেদেও ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ Chopra 186—7).

এলিজাবেথ (Elizabeth, Empress জঃ ১৭০৯; সম্রাজ্ঞী ১৭৪১—৬২)

রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী। রুশিয়ার বিখ্যাত জার পিটারের কন্যা। ১৭৪১এ শিশুজার ৬ষ্ঠ আইভানকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া স্বয়ং সম্রাজ্ঞী হন। প্রুশিয়ার ফ্রেডরিকের সহিত বহুকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের অ্যাকাডেমি অব্ আর্টসের ইনি প্রতিষ্ঠাতা।

এলিজাবেথ (Elizabeth)

ইংল্যান্ডের রানী। ৮ম হেনরী ও অ্যানিবোলেনের কন্যা। মেরীর পর ১৫৫৮ রানী হন ও ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি কখনো বিবাহ করেন নাই। ভারতের আকবর ইঁহার সমসাময়িক। ইনি গোড়া প্রোটেস্টান্ট হইলেও ধর্মবিষয়ে মধ্যপন্থী ছিলেন। সিংহাসন সম্বন্ধে স্কটল্যান্ডের রানী মেরী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। ক্যাথলিকরা মেরীকে রানী করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। ১৯ বৎসর মেরীকে বন্দিনী রাখার পর তাঁহাকে বধ করিয়া নিশ্চিত হন (১৫৮৭)। স্পেনের নৌবাহিনী (দ্রঃ আর্মাডা) ধ্বংস হওয়ায় (১৫৮৮) ইংল্যান্ডের লোক ক্যাথলিক দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পায়। ইঁহার সময়ে আমেরিকায় ইংরেজের উপনিবেশ আরম্ভ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেক্সপীয়র এই সময়ের লোক। ইংল্যান্ডের এই সময়ের ইতিহাস গৌরবময় বলিয়া কীর্তিত (Age of Elizabeth)।

এলিস (Ellis, Havelock ১৮৫৯—১৯৩৯)

ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ ও লেখক। কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে উপাধি লন। কিন্তু চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য সেবা শুরু করেন। Man and Woman, Psychology of Sex (৬ খণ্ড) The Dance of Life, Impressions প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁহার অনেক গ্রন্থ অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

এলেনবরা, লর্ড (Edward Law ১৭৯০—১৮৭১)

বৃটিশ রাজনীতিক। ইঁহার পিতা ১৮০২এ এলেনবরা গ্রামের ব্যারন সৃষ্ট হন। ১৮২৮এ এলেনবরা ইঃ ইঃ কোং'র বোর্ড অফ কনট্রোলের সভাপতি হন। ১৮৪২—৪৪ ভারতের বড়লাটের কাজ করেন। ইঁহার সময়ে ২য় আফগান যুদ্ধের অবসান হয়, কাবুল বিধ্বস্ত করিয়া বৃটিশ সৈন্য ফিরিয়া আসে। সিন্ধু দেশের আমীরদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে তাহাদের দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য ইনি দায়ী (১০৪১)। গোয়ালিয়রের সহিত যুদ্ধ ও সিন্ধিয়ার সৈন্যকে পরাজিত করিয়া শাসনভার অমাত্য সভার হস্তে অর্পণ করেন (১৮৪৩)। ১৮৪৪ ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে কর্মচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিংজকে বড়লাট করিয়া পাঠান। ঐ বৎসর এলেনবরা আর্ল হন। ইঁহার শাসন সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্ট হয়। বিলাতে গিয়া বহু রাজকর্মে নিযুক্ত হন।

এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society)

১৭৮৪ অব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্স (W. Jones) কলিকাতায় এই নামে সভা স্থাপন করেন। এশিয়ার ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্বর নিদর্শন সংগ্রহ ও আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। Asiatic Researches নামে পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জেম্স্ প্রিন্সেপ (Prinsep) ১৮৩৪ হইতে এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্নাল প্রকাশিত করেন। ইঁহার পর

এখানকার দেখাদেখি ইংল্যানডে রয়েল এঃ সোঃ স্থাপিত হয় ও তথা হইতে Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland বাহির হয়। জারমেনীতে প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে সমিতি ও পত্রিকা Zeitschrift der morgenlandische Gesselschaft, প্যারিস হইতে Journal Asiatique বাহির হয়। এ ছাড়া বোম্বাই, চীন, স্ট্রেট সেটেলমেন্ট প্রভৃতি নানা স্থানে এশিয়াটিক সমিতি আছে। বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী ও পুঁথিশালা ভারতের ইতিহাস, ভূতত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রত্নতত্ব, গবেষণার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সংগ্রহ; শতাধিক খণ্ড পত্রিকা, বহুখণ্ড Memoirs বা বিশেষ বিষয়সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ পুস্তিকা, সংস্কৃত, পার্শি, আরবী গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছে। কলিকাতা, ১নং পার্ক স্টীটে অফিস ও লাইব্রেরী। এখানকার সংগ্রহ হইতে কলিকাতা মিউজিয়ামের উৎপত্তি। বর্তমানে ইহার নাম রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল।

এস্কিমো (Eskimo)

উত্তর মেরু প্রদেশে, আর্কটিক মহাসাগর তীরে, আলাস্কা, সাইবেরিয়া, গ্রীনল্যানডের যাযাবর জাতি; মেরু মণ্ডলের প্রায় ৫,০০০ মাঃ জুড়িয়া ইহারা বিচরণ করে। এসকিমো ভাষায় ইহাদের 'ইনুনিত' (মানুষ) বলে। ইহাদের মাথা লম্বা, মুখ চওড়া, চুল খাড়া ও শ্রীহীন; ইহাদের বর্ণ হলুদে-পাটকিলে। জনসংখ্যা আন্দাজ ৩০,০০০। কস্তুরী বৃষ, বলগা হরিণ, সীল মাছ প্রভৃতি হারপুন বা বল্লম দিয়া শিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। গ্রীষ্মকালে সীলের চামড়ার তাঁবুতে ও শীতকালে মাটিতে গর্ত করিয়া ও বরফ-পাথর দিয়া 'ইগলু' ঘর বানায়। চামড়ার নৌকায় (কায়াক ও উমিয়াক) চড়িয়া মাছ ও সীল শীকার করে। বগালুর মেদ হইতে রন্ধনাদির ও জ্বালানীর তেল পায়। ইহারা চামড়ার পোষাক পরে। কুকুরের স্লেজ গাড়ী প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। এই কুকুররা নেকড়ে জাতের; মাছ ও বরফজল ইহাদের খাদ্য ও পানীয়; ৩-৩।০ মণ মালশুদ্ধ স্লেজ ৩৫ মাঃ দিন টানিতে পারে। দীর্ঘ শীতের সময়ে মেয়েরা তাঁবু ও পোষাক তৈয়ারী করে।

এস্কোয়ার (Esquire, Squire)

ভদ্রলোকের নামের শেষে সংক্ষেপে Esq. লেখা হয়। ইহা বিলাতী কায়দা। পূর্বে ইংল্যানডে নাইটদের সঙ্গে যেসব যুবক যুদ্ধের ঢাল বহন করিয়া লইয়া যাইত তাহাদের এস্কোয়ার বলিত; কালে গাঁয়ের মোড়ল জাতীয় ছোট জমিদার শ্রেণীর লোককে বুঝাইত। প্রাচীন ফরাসী ভাষায় escuyer-এর অর্থ ঢাল-বাহক।

এস্পারেন্টো (Esperanto)

কৃত্রিম, বিশ্বভাষা। ১৮৮৭ ডাঃ জামেনহোফ (Zamenhof) নামে পোলীশ কর্তৃক উদ্ভাবিত। নানা ভাষা হইতে ২৫০০ ধাতু লইয়া ও মাত্র ত্রিশটি উপসর্গ ও তদ্ধিত লইয়া শব্দ গঠিত। ইহাতে ২৮টি মাত্র অক্ষর আছে। প্যারিস এই আন্দোলনের কেন্দ্র; প্রায় ৪০০০ বই এই ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। বৎসরে ১০০ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৫০টি রেডিও স্টেশন হইতে এই ভাষায় বক্তৃতা ও খবর বিলি হয়।

এসেন্স (Essence)

এসেন্স কথাটি সকল ভাষায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়; যে কোনো উদ্ভিজ্জের নির্যাসকেই এসেন্স বলা হয়, যেমন বাসকের এসেন্স, নিমের এঃ ইত্যাদি। কিন্তু যথার্থ এসেন্স উদ্বায়ী তৈলের সহিত মিশ্রিত খাঁটি অলকোহল বা rectified spirit দ্বারা প্রস্তুত। চন্দন, গোলাপ, অগুরু গাছের সুগন্ধির উপাদান বা উদ্বায়ী তৈল হইতে ঐসব পদার্থের এসেন্স বা নির্যাস প্রস্তুত হয়; গোলাপের এসেন্সকে আতর বলে। (দ্রঃ আতর, উদ্বায়ী তৈল)

এসোসিয়েটেড্ প্রেস (Associated Press)

সংক্ষেপে এ পি (A. P.) বলে। ভারতে সংবাদ সংগ্রহ ও দৈনিক পত্রিকাসমূহকে সংবাদ বন্টন করিবার জন্য একটি কোম্পানী; ইহা ভারত গভর্নমেন্ট হইতে বার্ষিক সাহায্য পায়। বিদেশে 'রয়টার' যে কাজ করে, ভারতের মধ্যে এ-পি ও ইউ-পি (দ্র) ঐ কার্য করে।

এয়ার পাম্প (Air Pump) বাতপাম্প

১৬৫০এ বাতপাম্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বাতপাম্পের দ্বারা ফাঁপা জিনিষকে বায়ুশূন্য করা যায়; আবার ঐ যন্ত্রকে অন্যভাবে প্রয়োগ করিলে ঐ জিনিষের মধ্যে বায়ু ভরা যায়। ফুটবলের ব্লাডার, সাইকেল, মোটরের টিউব প্রভৃতিতে বাতপাম্প দিয়া বায়ু ভরা হয়। জারমেনী মাগ্‌ডেবুর্গ (Magdeburg)এর ওটো ভন্ গেরিকে (Otto von Guericke) ১৬৫৪এ বায়ুমণ্ডলের চাপ পরীক্ষা করিবার জন্য এক যন্ত্র নির্মাণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে উহা 'মাগডেবুর্গ হেমিস্ফিয়ার' (দ্রঃ) নামে খ্যাত। তাঁহার নির্মিত দুইটি ডিবার মত বাটী মুখোমুখি আঁটিয়া দিয়া তাহা বাত পাম্পের সাহায্যে একদিকের ছিদ্র দিয়া বায়ুশূন্য করা হইলে উহাকে উভয় দিক হইতে কয়েকটি ঘোড়া জুতিয়া টানাইলেও খোলা যায় নাই।

এয়ারগান (Airgun)

সাধারণ ছেলেদের খেলার বন্দুক। কিন্তু এক শ্রেণীর এঃ বন্দুক মারাত্মকও হয়। বায়ুর সহিত সম্বন্ধ নাই; একটা স্প্রিং টানিয়া ভিতরে প্রেক্ষণী বা ছুঁড়িবার কলটাকে আটকাইয়া রাখা হয়; ট্রিগার টানিলে স্প্রিং খুলিয়া যায় ও নলের মধ্যস্থিত পদার্থকে বেগে বাহির করিয়া দেয়।

ঐকিক নিয়ম (Unitary method)

পাটীগণিতের এক প্রকার নিয়ম। কতকগুলি নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্য বা ওজন হইতে আর কতকগুলি দ্রব্যের মূল্যাদি নিরূপন পদ্ধতি। শুভঙ্করীতে মোকরা বলে।

ঐতরেয়

(১) ব্রাহ্মণ। ঋক্‌বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে—কৌষীতকি ও ঐতরেয়। ঐতরেয় ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে সোমযজ্ঞ বিবৃত হইয়াছে। ১-১৬ অধ্যায় একদিন-ব্যাপী অগ্নিষ্টোম, ১৭-১৮এ গবাময়ন; ১৯-২৪এ দ্বাদশাহ্ যজ্ঞ; ২৫-৩২এ অগ্নিহোত্র এবং ৩৩-৪০ রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহার বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছেন।

(২) আরণ্যক। ইহা ৫ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ আছে। ইহাতে জগতের উৎপত্তি, জীবের জন্ম, পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা ছাড়া অনেকগুলি কাহিনী আছে, যেমন হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেপ।

ঐরাবত

ইন্দ্রের হস্তী; সমুদ্র-মন্থনে (দ্রঃ) উত্থিত হয়।

ওক (Oak) গাছ

ওক নামে পরিচিত প্রায় ৩০০ প্রকারের গাছ নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে আছে। দীর্ঘ প্রায় ১২০ ফুট হয়। ফলকে acorn বলে। পূর্বে জাহাজ, আসবাব প্রভৃতি তৈয়ারীতে ওক কাঠ ব্যবহৃত হইত। ছাল হইতে কাষায় (ট্যানিন) হয়; ফল শূকরের প্রিয় খাদ্য। প্রাচীন বৃটনরা এই বৃক্ষকে ভক্তি করিত এবং ইহার শাখাশ্রয়ী মিসলটো (misletoe) নামে পরগাছা ড্রুয়িদ নামে পুরোহিতগণ বিশেষ দিনে উৎসব সহকারে সংগ্রহ করিত। এখনো নববর্ষের দিন ইংরেজরা ঘর সাজানোর সময় ওক পত্র ও শাখা ব্যবহার করে।

ওকড়া (Triumfetta rhomboidea)

চাষের পাটের বর্গের বন্য ক্ষুপ; পথের পার্শ্বে জন্মে। পাতায় কোণ আছে, ধার কাটা কাটা। ফুল ছোট, পীত বর্ণ, ফল প্রায় গোল, শুঁয়া আছে; কাপড়ে জড়াইয়া যায়। বন ওকড়া (Urena lobata) জবাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ। পাতায় কোণ, ও ডাঁটায় লোম আছে। ফুল ছোট ও ঈষৎ লাল; ফলে শুঁয়া থাকে। ছাল হইতে পাটের মতন আঁশ বাহির করা যাইতে পারে (যোগেশ)

ওকাপি (Okapi)

আফ্রিকার অ্যালবার্ট হ্রদের নিকট ১৯০১এ স্যর হ্যারি জনসন্ জিরাফ পরিবারের রোমন্থনকারী তৃণভুক প্রাণীকে দেখেন। ইহারা অত্যন্ত ভীরু এবং মানুষের কাছ দিয়া আসে না। প্রায় ৫ ফুট উচ্চ। ধ্বংসোন্মুখ প্রাণী।

ওকালতনামা (Power of Attorney)

আইন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভার অর্পণ। ইহা দুই প্রকারের —সাধারণ (General) ও বিশেষ (Special)। সাধারণ ওকালতনামায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আইনত এমন ক্ষমতা দেন, যদ্বারা তিনি প্রথম ব্যক্তির আইনসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম, যেমন মামলা, দলিল সম্পাদন প্রভৃতি কার্য করিতে পারেন। উকিলরা আদালতে যে মামলা চালান তাহা 'বিশেষ' ওঃর দ্বারা সম্পাদিত হয়। 'বিশেষ' বলিতে সাধারণের যে কোনো একটি অঙ্গ বুঝায়, যেমন দলিল সম্পাদন; অর্থাৎ এক্ষেত্রে দলিল সম্পাদন ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর কোনো বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

ওঙ্কার

ভগবান। বৈদিক বীজ। মাঙ্গলিক। স্বীকারোক্তি। ঐ বীজের

জপ ও মননের দ্বারা অতি প্রাচীন যুগ হইতে হিন্দুদের উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক মন্ত্রের ও পরে অন্যমন্ত্রের আদিতে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষরের মিলনে শব্দটি উৎপন্ন, জগতের সৃষ্টি স্থিতি, ও লয়ের অর্থজ্ঞাপক।

ওজন (Weight)

পৃথিবী তাহার উপরিস্থিত সকল পদার্থকেই উহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে; ইহাকে মাধ্যাকর্ষণ (Gravity) বলে। একটি জিনিসের 'ওজন' বলিতে উহার প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ বুঝায়। এই আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ বা তীব্রতা পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই কমিয়া যায়; কাজে কাজেই একই জিনিসের ওজনে তারতম্য হয়—সেই জিনিসের ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা বা ভূকেন্দ্র হইতে দূরত্বর অনুপাতে। একটি ২০ সের ওজনের জিনিসের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ একটি এক সের জিনিসের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি। বিভিন্ন বস্তুর উপর বিভিন্ন আকর্ষণ নির্ভর করে বস্তুবিশেষের গুরুত্ব বা massএর উপর। পৃথিবীর আকর্ষণ বস্তুর গুরুত্বের (quality of atter) অনুপাতে কমে বা বাড়ে। যেসব বস্তুর অণুসমূহ অত্যন্ত সংহতিবদ্ধ তাহাদের Volume বা আকার কম হইলেও পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি হয় এবং ফলে ওজনও বেশি হয়।

ওজন—দেশীয়

৪ গণ্ডায় (৴১) = ১ তোলা বা ভরি।

৫ তোলা = ১ ছটাক (/০)। ৫ গণ্ডায় (৴১) = ১ কাঁচ্চা (৴৫)।

৪ কাঁচ্চা = ১ ছটাক (/০)।

৫ ছটাক = ১ পোয়া। ৪ পোয়া (১৬ ছটাক) = ১ সের (/১)।

৫ সের = ১ পশুরি (/৫)। ২ পশুরি বা ১০ সের = ১ চৌক (।০)

৪ চৌক বা ৪০ সের = ১ মণ (১/০) মণ।

১ মণ = ৪০ সের = ১৬০ পোয়া = ৬৪০ ছটাক = ২৫৬০ কাঁচ্চা = ৩২০০ তোলা বা ভরি = ১২,৮০০ গণ্ডা।

ওজন—ডাক্তারী

২০ গ্রেণ = ১ স্ক্রুপল। (Scruple Scr,)

৩ স্ক্রুপল = ১ ড্রাম। Drachm (Dr.)

৮ ড্রাম বা আড়াই ভরি = ১ আউন্স। Ounce (Oz.)

১২ আউন্স = ১ পাউণ্ড। Pound (lb)

১৮০ গ্রেন ১ তোলা ওজনের সমান।

ডাক্তারী গ্রেন

আভোর্দুপাই; কিন্তু

১ ডাক্তারী আউন্স = ৪৮০ গ্রেন

১ আ (ডাক্তারী আউন্স) = ৪৩৭½ গ্রেন

ওজন—কবিরাজী

৪ ধানে = ১ রতি।

৮ রতি = ১ মাসা।

১২ মাসা = তোলা

ওজন—ভিন্ন ভিন্ন স্থানের

৮০ তোলার কলিকাতায় /১।

৮২ তোলা হুগলীর কোন কোন স্থানে /১ সের।

৮৪ তোলা কাশী মিরজাপুরে /১ সের।

৯৩ তোলা লখনৌএ /১ সের।

৬৬ তোলা এলাহাবাদে /১ সের।

৯৬ তোলা বাখরগঞ্জে /১ সের।

(দ্রঃ মাপ)

ওজন—বিলাতী

স্বর্ণ রৌপ্যাদির ওজনের জন্য ট্রয় (Troy) মান ব্যবহৃত হয়। এই ওজন পূর্বে ফ্রান্সের Troyes নামক স্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া Troy নাম।

২৪ গ্রেন (grain) = ১ পেনিওয়েট (Pennyweight; dwty)। পেনিওয়েট = ১ আউন্স (Ounce oz.)

১২ আউন্স = পাউণ্ড (Pound lb)।

১০০ পাউণ্ড = ১ হন্দর (hundredweight; cwt)।

১ পাউণ্ড (ট্রয়) = ৫৭৬০ গ্রেন

১ পাউণ্ড। (আভোর্দুপাই) = ৭০০০ গ্রেন।

১ পাউণ্ড (ট্রয়) = ৩২ তোলা।

১ তোলা = ১৮০ গ্রেন।

আভোর্দুপাই (Avoirdupois) = ভারি বস্তু (ফরাসী কথা)।

১৬ ড্রাম (Drachm) = ১ আউন্স (Ounce; Oz)

১৬ আউন্স = ১ পাউণ্ড (Pound : lb)

১৪ পাউণ্ড = ১ স্টোন (Stone : St)।

২ স্টোনে বা ২৮ পাউণ্ড = ১ কোয়ার্টর (Quarter : qr)।

৪ কোয়ারটার বা ১১২ পাউণ্ড = ১ হন্দর Hundredweight : Cwt)।

২০ হন্দর = ১ টন (ton) = প্রায় ২৭ মণ।

(দ্রঃ হন্দর, টন, মাপ ইত্যাদি)

ওজোন (Ozone)

এক প্রকার গ্যাস অক্সিজেনের সহিত প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া আছে। ইলেট্রিক চার্জ বা স্ফুলিঙ্গ বাতাসে বা শুদ্ধ অক্সিজেনের উপর বার বার পড়িলে এক প্রকার বিশেষ গন্ধ নির্গত হয়, উহাই ওজোন; বায়ুর মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র আছে। সামুদ্র বায়ুর মধ্যে ইহা একটু অধিক থাকে। ইহা উদ্ভিজ্জ রঙকে বিবর্ণ বা শাদা করিতে পারে; জৈব পদার্থ ধ্বংস করার শক্তিও ইহাতে

আছে। ইহা জল পরিশোধনে, কোন বস্তুকে শ্বেতীকরণে (ব্লীচিং), তৈল ঘনকরণে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৮৪০এ Sohonbein ইহার নাম করণ করেন; ওজোনের অর্থ 'আমি গন্ধ পাই' গ্রীক শব্দ। ১৭৮৫ অব্দে Von Marun একটি ইলেকট্রিক কলের নিকট এই গন্ধ প্রথম পান। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি লইয়াই কাজ করিবার সময়ে ল্যাবোরেটরিতে এই গন্ধ পাওয়া যায়।

ওট (Oat)
ইউরোপ, আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বাৎসরিক শস্য। প্রধানত অশ্ব খাদ্য; এখন মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। উনানে শুকাইয়া খোশা ছাড়াইয়া 'ওট্‌মিল' প্রস্তুত হয়। 'পরিজ' বা সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ মিশাইয়া ইউরোপীয়রা খায়। 'কোয়েকার ওট' পরিচিত। পৃথিবীতে ১৯৩৩এ ৫৬,০০০,০০০ হেক্‌টর ভূমিতে ওট চাষ হয়; ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪·৮৫ মিলিয়ন ও সোভিএট রুশিয়ায় ১৬·৭ মিলিয়ন হেক্‌টর ভূমিতে চাষ হয়; পৃথিবীর মোট উৎপন্ন ৬১০,০১০,০০০ কুইণ্টল। সোভিএটে হয় ১৫৪,১০০,০০০ এবং মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে হয় ১০৬,১৭৭,০০০ কুইণ্টল। (জই দ্রঃ)

ও-ডি-কোলন (Eau de Cologne)
বিখ্যাত সুগন্ধি। কোলন (জারমেনী) নগরীতে ১৭০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে জোহন মেরিয়া ফেরিনা ইহা প্রস্তুত করে; বহুকাল উহার প্রস্তুতবিধি অজ্ঞাত ছিল, এবং ঐ স্থানের ঐ পরিবারের উহা একচেটিয়া ছিল। এখন অনেক দেশেই প্রস্তুত হয়। লেবু, কমলা, প্রভৃতির ফুল হইতে নির্যাস বাহির হয়। বর্তমানে কয়লার উপসামগ্রী হইতে প্রস্তুত হয়।

ওডিন (Odin)
প্রাচীন নর্স ও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের প্রধান দেবতা; আদিতে ঝঞ্ঝা-দেবতা ছিলেন। ইনি এক-চক্ষু। ইহার নাম হইতে Wednesday বা ওডিনের দিন (বুধবার) হইয়াছে। বোর (Bor) ইহার পিতা; ফ্রিগ পত্নী; থর, বলডার, হোডর (Hodr) তাঁহার তিন পুত্র; তাঁহার অশ্বের নাম স্লাইপনার; গ্লাইডস্‌হাইম্‌ বা সুখাবাস হইতেছে তাঁহার স্বর্গ। হুগিন ও মুনিন নামে দুইটি দাঁড়কাক তাহার পার্শ্বচর।

ওডেসী
গ্রীক বীর ইউলিসিসের (দ্রঃ) কাহিনী অবলম্বনের গ্রীক ভাষায় রচিত মহাকাব্য। ইহা গ্রীসের আদি কবি হোমরের রচনা বলিয়া কিম্বদন্তী। গ্রন্থ ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত।

ওথমান তুর্ক (Ottoman Turks
তুর্কী জাতের শাখা; নেতা ওসমান (১২৮৮—১৩২৬) বা ওথমান হইতে জাতির নামাকরণ। ইহারা ১৪৫৩এ কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করে। ইউরোপের ইতিহাসে 'অটোম্যান' নামে পরিচিত। (দ্রঃ তুর্কি)

ও'নীল (O'Neill, Eugene Gladstone)
মার্কিনদেশীয় ইংরেজি নাট্যকার; জন্ম ১৮৮৮, ১৬ অক্টো। বিচিত্র পেসা অনুসরণ করিয়া শেষ কালে সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। ১৯১৪—১৫ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটান; পরবৎসর প্রিন্সটনে; সেখানে তাঁহার নাট্য প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৩৬এ সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। কয়েকখানি নাটক: The Moon of the Caribbees '19; Emperor Jones '21; The Hairy Ape '22; Marco Millions '24; Desire under the Elms '24; Strange Interlude '27; Mourning Becomes Electra '31; Ah, Wilderness '33. ইত্যাদি।

ওজু
ইসলাম ধর্মমতে নমাজ, পবিত্র কোরান পাঠ, খাদ্যার্থে বা উৎসর্গার্থে কোনও প্রাণী জবাহ্‌ করার পূর্বে ও অন্যান্য কাজ করার পূর্বে শরীরের নির্দিষ্ট কয়েকটী স্থান ধৌত করতঃ যে শারীরিক শুচি সম্পাদিত করা হয় উহার সাধারণ নাম ওজু।
ওজুর নিয়ম, "বিস্‌মিল্লাহের্‌ রহমানের্‌ রহীম" করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া পবিত্র জলদ্বারা প্রথমে দুই হস্তের মণিবন্ধ পর্যন্ত ধৌত করিতে হয়। অতঃপর উত্তমরূপে মুখ পরিষ্কার করিয়া, নাকে জল দিয়া নাক পরিষ্কার করিতে হয়। তৎপর সমস্ত মুখমণ্ডল (ললাটের উপর কেশোদ্‌গমের স্থান হইতে চিবুক পর্যন্ত ও দাড়ি উঠিলে দাড়িসহ) ধৌত করিবার নিয়ম। অতঃপর দুই হস্ত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিয়া, সিক্ত হস্ত দ্বারা মস্তক, দুই কানের পিছন ও মধ্যভাগ মুছিয়া ফেলিতে হয়। সর্বশেষে পদদ্বয় গিরার উপর পর্যন্ত ধৌত করিবে, ধৌত করিবার সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম অঙ্গ ধৌত করিতে হইবে।
একবার ওজু করিলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওজু ভঙ্গকারী কোন অবস্থা না ঘটে ততক্ষণ ওজু থাকে এবং ঐ ওজু দ্বারাই নমাজ ইত্যাদি কার্য সমাধা করা চলে। প্রত্যেক কার্যের জন্য বা একই কাজ একাধিকবার করিবার জন্য এই অবস্থায় নূতন প্রয়োজন হয় না। (দ্রঃ নমাজ)

ওপোসাম (Opossum)
একজাতীয় প্রাণী। আমেরিকার লালমানুষদের ভাষায় ওপোসাম বলে। উঃ ও দঃ আমেরিকায় এই মার্স্যুপিয়াল বা শাবকবাহী চর্মস্থলীযুক্ত প্রাণী আছে। প্রাচীন জগতে

ইহাদের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, জীবন্ত প্রাণী কোথায়ও নাই। ইহারা বৃক্ষারোহী এবং নিশাচর; একটি জাত জলচর। সাধারণত মাংসাশী বা কীটভুক। ইহাদের ৫০টি দাঁত আছে। ইহারা দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট। সকল জাতের শাবকবাহীর পকেট থাকে না। প্রধান জাত Didelphysএর ২৩টি উপজাতি আছে, এবং আকারে ইঁদুর হইতে বিড়াল পর্যন্ত হয়। মার্কিনদেশে ভার্জিনিয়া স্টেটে একপ্রকার সচরাচর দেখা যায়। এক জাতের শাবকরা মায়ের লেজে নিজ লেজ জড়াইয়া থাকে; তাহাদের মায়ের পকেট নাই। অস্ট্রেলিয়ার Phalangerকে ওপোসাম বলা হয়। ইহাদের 'ফার' বা লোমশচর্ম সেখান হইতে বছরে ৩০,০০০ ইংল্যানডে রপ্তানী হয়।

ওফিউকস্ (Ophiucus Serpentarius)
সর্পধারী নক্ষত্রপুঞ্জ। এই পুঞ্জে ৭৫টি তারা আছে। ইহা হারকিউলেস হইতে আরম্ভ করিয়া বিষুব-রেখার উপর হইয়া বৃশ্চিক পর্যন্ত বিস্তৃত। আষাঢ় মাসে মাথার উপর আকাশে দেখা যায়। ইহাতে বড় তারা না থাকিলেও অনেকগুলি যুগ্ম তারা ও পুঞ্জতারা আছে।

ওভিড্ (Publius Ovidius Naso খৃঃ পূঃ ৪৩—খৃঃ অঃ ১৭)
রোমান কবি; সম্রাট অগস্টাসের অনুগ্রহে পালিত। শেষ-জীবনে রাজরোষে পড়িয়া দানিউব তীরে নির্বাসিত হন। ইহার কারণ অজ্ঞাত। ইনি দেশে ফিরিতে পারেন নাই এবং সেখানেই মারা যান। তাঁহার রচিত অনেক কাব্য নষ্ট হইয়াছে; Metamorphosisএ গ্রীক পৌরাণিক গল্পগুলি লিখিত। Ars Amateria (প্রেমকলা) মধ্যযুগে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত।

ওম (Ohm)
বিদ্যুৎবিজ্ঞানের একপ্রকার একক (unit)। জারমেন বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওম (১৭৮৭—১৮৫৪) এই ' ‍ৃ প্রকাশ করেন বলিয়া, উহা Ohm's Law নামে খ্যাত।

ওমর ১ম (৫৮১—৬৪৪) **ইসলামের ২য় খলিফা।**
হজঃ মোহম্মদের সহচর ও শ্বশুর। আবু বকরের পর ৬৩৪এ খলিফা হন। ইনি ফিলিস্তিন, সীরিয়া, মিশর জয় করেন। জেরুসালেমে ওমরের মসজিদ এখনো আছে। ৬৪৪এ নিহত হন; ইঁহার পর ওসমান খলিফা হন।

ওমর খাইয়াম (মৃ ১১২৩)
পারস্যের গাণিতক জ্যোতির্বিদ, পণ্ডিত ও কবি। ইঁহার পিতা তাবু নির্মাতা (খাইয়াম) ছিলেন। পারস্যের বাদশাহ মালিক শাহের (১০৭২—৯২) আদেশে মুসলমান পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। অলজেবরা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার জন্য ইউরোপে তিনি বিখ্যাত হন। তিনি আজ জগতে কবি বলিয়া খ্যাত; সেই খ্যাতির জন্য দায়ী ইংরেজ কবি Fitzgerald যিনি ওমরের 'রুবায়ৎ' ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন (১৮৫৯)। ফিটজারাল্ডের ইংরেজি রুবায়েৎকে পারসির ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। জন্ পোলেন (J. Pollen) কৃত অনুবাদ ১৯২৫ মূলের অনুগত। বাংলায় কান্তি চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ সুপরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার অনুবাদ আছে।

ওমর ২য় (৭১৭—২০) উম্মিয় খলিফা
খলিফা ওয়ালিফের আত্মীয়, আবদুল আজিজের পুত্র। ইনি হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মক্কা ও মদিনায় বহু ইমারত নির্মাণ করিয়া নগরগুলিকে সুন্দর করেন। খলিফা সুলেমান ইঁহাকে খলিফত্বে মনোনীত করেন। সুন্নিরা ইঁহাকে পঞ্চম রাশিদীন খলিফা বলিয়া মানে। স্পেনে অসমাঃ নামে উপযুক্ত এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার ন্যায্য ও কঠোর শাসন ও বিচারের জন্য উম্মিয়রা অসন্তুষ্ট হয় ও তাঁহাকে বিষ দ্বারা হত্যা করে। ইনি হাদীস্ শাস্ত্র সংগ্রহ করিবার আদেশ দান করেন।

ওয়াই.এম্.সিএ. (Y.M.C.A. Young Men's Christian Association)
যুবকদের অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যুবকদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ১৮৪৪এ জর্জ উইলিয়ামস্ (দ্র) লন্ডনে সামান্যভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। অল্পকালের মধ্যে ইংল্যানডের নানাস্থানে ও আমেরিকার বহু শহরে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হয়। ১৯৩২এ ১০,৬১৪টি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সদস্য সংখ্যা ১৬,৯১,৬৪৬। ভারতবর্ষে ৬০টি স্থানে Y.M.C.A. আছে; অধিকাংশ শহরে ছাত্রদের ও সদস্যদের থাকিবার আবাস আছে। কলিকাতার হেড অফিসের ঠিকানা, ৫ রাসেল স্ট্রীট্।...ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ (Y. W. C. A.) বা Young Women's Christian Association ১৮৫৫এ Y.M.C.Aর মত করিয়া লন্ডনে স্থাপিত হয়। ৩৫টি কেন্দ্র আছে। কলিকাতার কেন্দ্র, ১৩৫ কর্পোরেশন স্ট্রীট।

ওয়াইসমান (Weismann, August ১৮৩৪—১৯১৪)
জারমেন জীবতত্ত্ববিদ্। ব্যক্তি বিশেষের অধীত বিদ্যা বা স্বভাব পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় না এই মতের প্রবর্তক। বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ওয়াক্‌ফ্ (Wakf) এস্‌টেট্

মুসলমান ধর্মকার্য করিবার জন্য যে সব সম্পত্তি দান করা আছে, তাহাকে ওয়াক্‌ফ্ বলে। গভর্নমেণ্টের একটি আইনের দ্বারা এই সকল স্টেট দেখিবার জন্য বিশেষ একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন বর্তমানে ওঃ স্টেটের রিসিভার বা পরিচালক।

ওয়াগ্‌নার (Wagner, Richard ১৮১৩—৮৩)

জারমেনীর সুরস্রষ্টা; জন্ম লাইপৎজিক; প্রথম জীবনে সাহিত্য সাধনা করিতে গিয়া চরম দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করেন। অবশেষে বেভেরিয়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু নাট্য ও সঙ্গীত রচনা করেন; ১৮৮৩এ ভেনিসে মৃত্যু হয়। তাঁহার সুরসৃষ্টির ভঙ্গী ইউরোপীয় সঙ্গীতে নূতন প্রাণ ও পদ্ধতি দান করে।

ওয়াজিদ (Yezid ৬৭৯—৮৩) ইয়াজিদ

উম্মিয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোয়াবিয়ার পুত্র ঐ বংশের ২য় খলিফা। ইনি বাগ্মী, কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; কোনো কোনো লেখক ইঁহাকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়াছেন। ইঁহার পর ২য় মোয়াবিয়া খলিফা হন। ইহার সময়ে কারবালার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

(২) উম্মিয় বংশের ১০ খালিফ আবদুল মালিকের ৩য় পুত্র; ৭২৪এ নিহত হন।

ওয়াজেদ আলিশাহ

অযোধ্যার শেষ নবাব (১৮৪৭—৫৬) বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লখনৌতে কৈসারবাগ নামে উদ্যান প্রস্তুত করেন। শাসন কার্য্যে অযোগ্যতার জন্য ডালহৌসি কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন ও সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের হাতে বন্দী হইয়া শেষ জীবন কলিকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজে কাটান। ইনি গীতবাদ্য নিপুণ ও কবি; লখ্‌নৌ ঠুংরির আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রবাদ।

ওয়াজেব

ইস্‌লামের যে সমস্ত বিধান সম্বন্ধে কোরানে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে কোন আদেশ পাওয়া যায় না, কিন্তু বিশ্বস্ত হাদীসে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে আদেশ এবং কোরানে পরোক্ষভাবে উহার সমর্থন পাওয়া যায় উহাদিগকে ওয়াজেব বলে। ফরজের পরেই ওয়াজেবের স্থান। ওয়াজেব কার্যগুলি পালন না করিলে বা অস্বীকার করিলে গুরুতর পাপ হয়, কিন্তু ইস্‌লামের গণ্ডীর বাহির বলিয়া গণ্য হয় না। (দ্রঃ ফরজ)।

ওয়াট্ (Watt, James ১৭৩৬—১৮১৯)

ইংরেজ কল নির্মাতা। ১৭৫৪এ গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা নিযুক্ত হন। স্টীম ইন্‌জিন লইয়া গবেষণার ফলে ১৭৭৪এ ইন্‌জিন তৈয়ারীর পেটেন্ট লন। পূর্বের ইন্‌জিন হইতে কয়লার খরচ অনেক কম করায় ওয়াটের কৃতিত্ব। ওয়াট ইন্‌জিনের আবিষ্কর্তা নহেন; তাঁহার পূর্বে উহা চলিত হইয়াছিল। এইসব ইন্‌জিন দিয়া জল পাম্প হইত। ইহার প্রায় ৬০ বৎসর পর স্টিভেনসন্ রেলের লোকোমটিভ ইন্‌জিন প্রস্তুত করেন।

ওয়াটার প্রুফ (Water proof)

যে পদার্থের ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে সাধারণভাবে ওঃ বলে। বর্ধিত অর্থে এই কথাটি ব্যবহার হয়। তিরপল (আচ্ছাদন), ছাতার কাপড় ওয়াটার প্রুফ হয়। (দ্রঃ অইল ক্লথ)

ওয়ারেন (Warren, Henry Clarke ১৮৫৪—৯৯)

মার্কিন দেশীয় পালি-পণ্ডিত। ব্রিস্টলে জন্ম। পালিভাষা শিক্ষা করিয়া 'বিশুদ্ধি মগগ্'র ইং অনুবাদ করেন। Buddhism in Translation নামে গ্রন্থের লেখক। ইনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন ও সম্পত্তি 'হার্ভাড ওরিয়েন্টেল সিরিস' প্রকাশের জন্য দান করেন।

ওয়ারেণ্ট (Warrant)

বাঙলায় সাধারণত শমন ধরানো বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানাকে ওঃ বলে।...আদালতের যে অধিকার-বলে বা সরকারী শীলমোহর ও উপযুক্ত ব্যক্তির সহিযুক্ত কাগজের বলে কাহাকে কোনো অধিকার দান করা হয় তাহাকে ওঃ বলে। ম্যাজিস্ট্রেটেরা কাহাকে গ্রেপ্তারের পূর্বে ওঃ বাহির করেন; ইহার বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বে হাজতে রাখা যায়। ডিস্‌ট্রেস ওঃ, বডি ওঃ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ওয়ারেণ্ট আছে।

ওয়ার্ড এস্‌টেট্ (Ward estate), নাবালকী সম্পত্তি।

১৮ বৎসর বা কোন কোন ক্ষেত্রে ২১ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে নাবালক বলে। অভিভাবকশূন্য সম্পত্তিশালী ও ধনবান্ বালকের আইনত অছি বা গার্জেন হইতেছেন গভর্নমেণ্ট। সরকারকর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী সম্পত্তি তদারক করেন ও মালিক বয়প্রাপ্ত হইলে সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন। সরকারের এই অছিত্বে যে, কেবল নাবালক আছেন তাহা নহে, বয়স্ক অপারক, ঋণগ্রস্ত, অপব্যয়ী জমিদারগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঙলাদেশের ১১৩টি জমিদারী ওয়ার্ড স্টেটের অধীন আছে।

ওয়ার্ড (Ward, Rev. William ১৭৬৯—১৮২৩) পাদরী মার্শমানের সঙ্গে ১৭৯৯এ শ্রীরামপুরে মিশনারী হইয়া আসেন। তথায় কেরীর সহিত মিশিয়া 'মিশন' কার্য আরম্ভ করেন। ইনি ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও বাঙলা বাইবেল অনুবাদের জন্য হরফ প্রস্তুত করেন। ২০টি ভাষায় বাইবেল এখান হইতে অনুদিত ও মুদ্রিত হয়। ১৮১১এ হিন্দুদের দেবদেবী, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরে ওলাওঠা রোগে মারা যান।

ওয়ার্ডসবার্থ (Wordsworth, William ১৭৭০—১৮৪২)
ইংরেজ কবি। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদে প্রথম বয়সে মুগ্ধ হন। ইংল্যান্ডের উত্তরাংশে গ্রাস্‌মিয়ারে বাস করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া তাঁহার ন্যায় সুন্দরভাবে কেহ ইতিপূর্বে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। গদ্য স্টাইলও খুব ভাল।

ওয়ালপোল (Walpole, Sir Robert ১৬৭৬—১৭৪৫)
ইংরেজ রাজনীতিক। ১৭০১ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন ও ১৭০৮এ সমর-সচিব নিযুক্ত হন। ১ম জর্জ রাজা হইলে ইনি চান্‌সেলার অব্ এক্সচেকার (১৭১৫—১৬) হন; ১৭২১—৪২ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী। রাজা জর্জ জারমেন ছিলেন বলিয়া ইংরেজি বুঝিতেন না; ফলে সমস্ত কাজ ইঁহাকেই করিতে হইত; সেই হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ ও সম্মানের সৃষ্টি। তিনি সমস্ত দলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন বলিয়া এতকাল একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

ওয়ালিদ
(১) উম্মিয় বংশের ৭ম খলিফ (৭০৫—৭১৫)। নিজে খুব কর্মঠ না হইলেও সেনাপতিরা পশ্চিমে স্পেন ও পূর্বে সিন্ধু নদ মোহনা পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করে। সুলেমন ইঁহার পর খলিফা হন।

(২) উম্মিয়বংশের খলিফা ২য় ওয়ালিদ ৭৪৪এ বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন; উম্মিয় বংশের অধঃপতন অতঃপর সুরু হয়।

ওয়ালুন (Walloon)
বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের একটি জাতি। ভাষা ফরাসীর মত; কিন্তু প্রাচীন কেল্টিক প্রভাব প্রচুর। জনসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ মাত্র। ইংল্যান্ডে ইহাদের একদল উপনিবেশ করিয়াছিল: রেশম ও অন্যান্য শিল্পে ইহারা বিশেষ পারদর্শী ছিল।

ওয়ালেস (Wallace, Sir William ১২৭০—১৩০৫) স্কচ স্বদেশসেবক। একজন উদ্ধত ইংরেজকে হত্যা করার অপরাধে তাঁহাকে আইনের আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত করা হয় (outlaw)। বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদিগকে স্কটল্যান্ড হইতে বিতাড়িত করেন; কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজা ১ম এডওয়ার্ড কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হন। বাঙলায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত 'জীবনী' আছে।

ওয়ালেস (Wallace, Alfred Russell ১৮২৩—১৯১৩)
ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ। ডারুইন-এর শিষ্য হইয়াও তাঁহার সহিত অনেক অমিল ছিল; বহু গ্রন্থের লেখক।

ওয়ালেস (Wallace, Edgar ১৮৭৫—১৯৩২)
ইংরেজ ঔপন্যাসিক। জন্ম লন্ডনে। বাল্যকালে মাছ মাথায় করিয়া বহিতেন। দঃ আফ্রিকার যুদ্ধে সৈন্য হইয়া যান; পরে যুদ্ধের বার্তালেখক ও সাংবাদিক হন। অপরাধীদের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল বলিয়া গোয়েন্দা-গল্প রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৫০ নভেল, ১৪ নাটক লেখেন। আমেরিকার হলিউডে মৃত্যু হয়।

ওয়ালেস রেখা (Wallace's Line)
এশিয়া মহাদেশ ও ভারতীয় দ্বীপালি এবং অস্ট্রেলেশিয়ার বৃক্ষ ও প্রাণীসমূহের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। পণ্ডিত ওয়ালেস (দ্রঃ) এই সকল দ্বীপসমূহের মধ্যে একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার সীমানা নির্ধারণ করিয়া দেন।

ওয়াশিংটন (Washington, George ১৭৩২-৯৯)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট, ভার্জিনিয়া স্টেটের বড় রকম চাষী ছিলেন। ১৭৫১-৫৮ ফরাসীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে যুদ্ধ করেন। ঔপনিবেশিকদের সহিত বৃটীশ গভর্নমেন্টের বিবাদ উপস্থিত হইলে ১৭৭০ হইতে ইনি উপনিবেশীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৭৫এ ঔপনিবেশিক সৈন্যের অধ্যক্ষ হন। ১৭৭৬ ইংরেজ সৈন্যের নিকট হইতে বস্টন অধিকার করেন। বহু যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিয়া যশস্বী হন। ১৭৮১ গভর্নর কর্নওয়ালিশ ইঁহার হস্তে বন্দী হন। ১৭৮৭এ ফিলাডেলফিয়ার যে কন্‌গ্রেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হয় সেই সভায় ইনি প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৭৮৮ United Statesএর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইয়া ২য় বার প্রেসিডেন্টের কাজ করেন। ইহার পর নিজ গ্রামে গিয়া চাষ বাসে মন দেন।...ঈশানচন্দ্র ঘোষের লিখিত জীবনী দ্রষ্টব্য।

ওয়াশিংটন (Washington, Booker Taliaferro ১৮৫৮—১৯১৫)
নিগ্রোদের শিক্ষাগুরু। ভার্জিনিয়ার এক চাষ-খামারে ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম। শিক্ষা লাভ করিয়া নিগ্রোদের উন্নতির জন্য টাস্কাজি (আলাবামা রাস্ট্রে) কলেজ স্থাপন করেন। ২০ বৎসরের চেষ্টায় ইহা নিগ্রোদের একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যায়তন হয়। সহস্রাধিক ছাত্র ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। তাঁহার আত্মজীবনী Up from Slavery বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' নামে বাঙলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ওয়েডারবার্ন (Wedderburn Sir William M. P.)
১৯১০এ এলাহাবাদ কনগ্রেসের সভাপতি। ইংল্যানডের একজন ভারতবন্ধু।

ওয়েবর (Weber, Albrecht, Friedrick ১৮২৫—১৯০১
জারমেন দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮৪৯—৫৯এর মধ্যে শ্বেত-যজুর্বেদের বিশুদ্ধ সংস্করণ জারমেনীতে প্রকাশিত করেন। প্রুশিয়ার রাজকীয় গ্রন্থালয়ের সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা-প্রণেতা। জৈনধর্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৮২) তাঁহার একখানি প্রধান গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ আছে।

ওয়েবস্টার (Webster, Noah ১৭৫৮—১৮৪৩)
ইংরেজি অভিধানকার। জন্মস্থান মার্কিন রাস্ট্র কনেকটিকাট স্টেট। ইনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২৮ ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করেন। ইহার পর 'ওয়েবস্টার ডিক্‌শনারী' বহুবার নূতন শব্দযোগ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

ওয়েলস (Wells, Herbert George)
ইংরেজ লেখক। জন্ম সেপ্ট ২১, ১৮৬৬। ১৮৮৮ নরমাল স্কুল অব্ সায়েন্স হইতে গ্রাজুএট। ১৮৯৩ পর্যন্ত জীবতত্ত্বের অধ্যাপক; ও তৎপরে সাংবাদিক। প্রথম গ্রন্থ ১৮৯৫এ প্রকাশিত হয়। বহু উপন্যাস ও প্রবন্ধ-গ্রন্থের লেখক। তাঁহার রচিত Outline of History (১৯২০) ইতিহাসের নূতন ধরণের গ্রন্থ। The Science of Life নামে গ্রন্থ তিনি, তাঁহার পুত্র ও টমসন একসঙ্গে লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সামাজিক শিক্ষা, রাজনীতিক সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে নূতন কথা বলিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত সমাজে তিনি সমাদৃত।

ওয়েলিংটন (Wellington, Duke of ; Arthur Wellesley ১৭৬৯—১৮৫২)।
বৃটীশ সেনাপতি। ১৭৯৬এ ভারতে সেনাপতি হইয়া আসেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা ওয়েলেস্‌লি বড়লাট। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইনি পরাভূত করেন। ১৮০৫এ দেশে ফেরেন। ১৮০৮—১৪ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনে যুদ্ধ (পেনিনসুলার যুদ্ধ) করেন; স্পেন হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি দায়ী। ১৮১৪এ ডিউক অব্ ওয়েলিংটন উপাধি লাভ করিয়া প্যারিসে রাজদূতরূপে গমন করেন। ১৮১৫এ ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেন। ১৮১৫ ভিয়েনা কংগ্রেসে কাস্টারলিগের সহিত বৃটিশ প্রতিনিধি হইয়া যান। ১৮২৮—৩০এ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী। ১৮৪২ হ[illegible] মৃত্যু পর্যন্ত বৃটীশ সৈন্যাধ্যক্ষ।

ওয়েলেসলি (Wellesley, Marquess of ; ১৭৬০—১৮৪২)
ইংরেজ রাজনীতিক। জন্মস্থান ডাবলিন। ভারতের গভর্নর-জেনারেল (১৭৯৮—১৮০৫) ও ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary alliance) করিয়া পেশোয়া, নিজাম, গয়কাবাড় প্রভৃতিকে স্ববশে আনয়ন করেন। টিপু সুলতান যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত (১৭৯৯) হন। মহীশূরে হিন্দু রাজবংশ পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুরাট, তাঞ্জোর, কর্ণাটক, আলিগড়, অযোধ্যারাজের অংশ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়; মারাঠা যুদ্ধে কৃতকার্য না হওয়ায় ডিরেক্টরগণ ইঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যান। ১৮০০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিয়া নবীন ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে কলিকাতায় গভর্নর-জেনারেলের প্রাসাদ নির্মিত হয়। রবিবার বিশ্রাম দিন বলিয়া ঘোষিত হয়। দেশে ফিরিয়া ১৮০৯—১২ বৈদেশিক সচিব; আয়রলান্ডের লর্ড লেফনেন্ট ১৮২১—২৮। ১৮৩৫ হইতে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ওয়েসলিয়ান (Wesleyan Methodist Church)
জন ওয়েসলি (John Wesley) নামে ইংরেজ পাদরী (১৭০৩—৯১) প্রবর্তিত সম্প্রদায় মেথডিস্ট নামে পরিচিত (১৭৩৯) ভারতের বহুস্থানে ইহাদের মিশন ও চার্চ আছে।

ওরঙ-ওটঙ
মালয় ভাষায় 'বনমানুষ'; বোর্নিও ও সুমাত্রায় পাটকিলে রঙের, দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ বনমানুষ। দাঁড়াইলে ৪ফুঃ ৪ইঃ হয়। দীর্ঘহস্ত প্রায় গুলুফে পৌঁছায়। গরিলা ও শিম্পাঞ্জি হইতে কম মানুষের মত। ইহারা গাছে গাছে ভ্রমণ করে ও গাছের উপর পরিবারশুদ্ধ বাস করিবার মত বাসা বানায়।

ওরাইয়ন (Orion)
গ্রীক পুরাণ মতে ইনি একজন সুপুরুষ দৈত্য। কিওস দ্বীপের জঙ্গলের বন্য পশু প্রভৃতি বধ করিয়া তিনি

রাজা ইনোপিওনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে রাজা ইহাকে রাত্রে মদ্যপান করাইয়া অন্ধ করিয়া দেন; সূর্যোদয় হইলে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া রাজাকে বধ করেন। ক্রীট দ্বীপে শিকার করিতে গিয়া একবার নিহত হন এবং আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ হইয়া উঠিয়া যান। সংস্কৃতে ইহার নাম কালপুরুষ। বালগঙ্গাধর টিলক Orion নামে একখানি গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে পূর্বকালে আর্যদের আদিবাস উত্তর মেরুর নিকট ছিল। (দ্রঃ কালপুরুষ)

ওল (Amorophophallus companulatus)

কচু আদি বর্গের প্রসিদ্ধ কন্দ গাছ। প্রতি গাছে একটি পাতা, এবং পাতার বোঁটায় অর্বুদ থাকে। যে-গাছে ফুল হয়, সে-গাছে পাতা থাকে না। বর্ষাকালে গর্ত করিয়া গোবর দিয়া ওল পুঁতিতে হয়। সাধারণত ওলে মুখ ধরে। ওল সমস্ত বৎসর রাখিলেও নষ্ট হয় না। দুই তিন বৎসর একই ওল পুঁতিলে খুবই বড় আকারের হয়। এমনকি একমণ পর্যন্ত হয়। এক বিঘায় ১০০ মণ ওল হয়।

ওলন্দাজ (Dutch)

হল্যান্ডের অধিবাসী। 'হল্যান্ড' নেদারল্যান্ডের ৭টি প্রদেশের অন্যতম। ফরাসী Hollandais শব্দ হইতে ওলন্দাজ হইয়াছে। ১৬০২ অব্দে ওলন্দাজগণ ইউনাটেড্ ঈস্টইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। (দ্রঃ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী)।

ওলাওঠা

সংস্কৃতে বিসূচিকা, ইংরেজি কলেরা রোগ। ওলা অর্থে দাস্ত, ওঠা বমি। কেহ কেহ বলেন এদেশে পূর্বে ওঃ ছিলনা। ১৮১৭ অব্দে নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জিলায় প্রথম দেখা দেয়, এবং সেখান হইতে ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে। চলিতে চলিতে পূর্বে জাপান ও পশ্চিমে ইউরোপে এই রোগ বিস্তার লাভ করিয়া অবশেষে ১৮৩২এ বৃটিশ দ্বীপে পৌছায়। পূর্বে এই রোগ হইলে লোকে বাঁচিত না; রোগীকে জল পান করিতে দেওয়া হইত না। বর্তমানে সালাইন চিকিৎসা (Saline injection) আবিষ্কৃত হওয়ায় খুব কম রোগী মরে; লবণ জল শিরা ভেদ করিয়া ঢুকাইতে হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় বহু লোক আরোগ্য হয়। এশিয়াটিক কলেরার জীবাণু অত্যন্ত মারাত্মক; উহা সাধারণ কলেরার জীবাণু হইতে পৃথক। ওলাওঠা প্রতিশেধক টীকা বা inoculation আবিষ্কৃত হইয়াছে। ওঃর সময়ে খালিপেটে কোথায় যাইতে নাই; টক খাইতে হয়। জল ফুটাইয়া খাওয়া উচিত। খাদ্য দ্রব্যে মাছি না বসে দেখা দরকার। মাছি বমি ও দাস্তে বসিয়া জীবাণু বহন করিয়া লইয়া যায়। রোগীর সেবার সময় হাত ঔষধ দিয়া বার বার ধোয়া দরকার। মড়করূপে দেখা দিলে গভর্নমেন্ট চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন। প্রায় দেখা যায় জল দুষিত হইলে ইহার প্রসার হয়। (দ্রঃ কলেরা)।

ওষ্ঠব্রণ বা দুষ্টব্রণ (Erysipelas)

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সংক্রামক ব্যাধি; সাধারণত মুখে ব্রণাকারে দেখা দেয়; জীবাণুকে Streptococcus pyogenes বলে, দাড়ি কামানোর ক্ষত বা অন্য কোনো আঘাতের দরুণ কাটা দিয়া এই বিষ দেহে প্রবেশ করে। ৭-২১ দিন পর্যন্ত বিষ কার্য করে। জ্বর ও বিকার লক্ষণ। ইনজেকশন খুব কৃতকার্য হয় নাই। পরের ব্যবহৃত পোষাক বা বিছানা অনেক সময় এই রোগ প্রসার করে।

ওসমান (৬৪৪—৬৬১) খলিফা

ইসলামের ৩য় খলিফা; ওমরের পর ইনি খলিফা হন। অত্যন্ত দুর্বলচেতা শাসক ছিলেন; ফলে শাসনের সমস্ত ক্ষমতা কোরায়েশ পরিবারের উপর গিয়া পড়ে। অবশেষে লোকে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাসাদে ঢুকিয়া হত্যা করে ৬৬০। তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। তৎপর তাঁহার জামাতা আলি খলিফা হন। কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যে নিহত হন (৬৬১) এবং উম্মিয় বংশের মোয়াবিয়া নূতন খলিফা হন।

ওসমান (১২৫৯-১৩২৬)

ওসমান বা ওথমান তুর্কী রাজ্যের স্থাপয়িতা। এশিয়া মাইনরে বিথিনিয়ার জন্ম; ইহার পিতা তুগরল (Ortughral) গুজতুর্কীদের (Orguzian) উপজাতির সর্দার ছিলেন। চেংগিস খাঁর আক্রমণে সেলজুক তুর্কীদের রাজ্য ধ্বংস হয়। এই শাখার উপর মংগোলদের ঝড় বহিয়া যায় নাই। ওসমান ১২৯৯এ তুর্কী-সৈন্য লইয়া গ্রীকদের নিসিয়া প্রদেশ ও পাঁচ বৎসর পর নিসিয়া নগরী দখল করেন। গ্রীক সম্রাট্ ২য় আন্দ্রোনিকাসকে পরাভূত করেন (১৩০১)। ক্রমে রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ও ওসমান 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। (২) ২য় ওসমান—তুর্কীর ১৬শ সুলতান (১৬১৮-২২)। জানিসারি (Janissari)-দের দ্বারা নিহত হন। (৩) ৩য় ওসমান ১৭৫৪-১৭৫৬ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন।

ওসমান দিগনা (১৮৩৬-১৯০০) সুদান সর্দার।

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর পুত্র। নিজেও ঐ ব্যবসায় করিত; কিন্তু মিশরের সহিত ইংল্যান্ডের দাসপ্রথা রদ সম্বন্ধে চুক্তি হওয়ায়

তাহার দাস-বোঝাই জাহাজ বৃটিশদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ইহার পর সে বিদ্রোহী মাহদির সঙ্গে যোগ দেয় এবং বহুকাল যুদ্ধ চালনা করে। ১৮৯৮এ সুদান বিদ্রোহে পুনরায় যোগ দেয় ও ১৯০০ অব্দে যুদ্ধে নিহত হয়।

ওসমান পাশা (১৮৩২-১৯০০)

তুর্কির সেনাপতি ও রাজনীতিক। তুরস্কের বহু যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেন, বিশেষভাবে রুশ-তুরস্ক সমরে ১৮৭৭ প্লেভনার যুদ্ধে বীরত্ব দেখান।

ওহাবী (Wahabi)

ইহাকে সাধারণতঃ একটী পৃথক নূতন ধর্মমত বলিয়া মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন নূতন বা পৃথক ধর্মমত নহে, যে সময় আরবে বৃক্ষ, পীর, প্রভৃতির পূজা ও অন্যান্য নানাপ্রকার কুসংস্কারের আবর্জনায় প্রকৃত ইসলাম চাপা পড়িবার ও ইস্‌লাম নাম মাত্র ইসলাম থাকিয়া ঐ সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ একটী পৃথক ধর্মে পরিণত হইবার উপক্রম হয় সেই সময় ইব্‌নে আব্দুল ওহাব (১৬৯১ ১৭৮৭) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কর্তৃক প্রচারিত কোরান ও হাদিসে (বর্ণিত) প্রকৃত ইসলামের প্রচার করেন, তাঁহার প্রচারে কুসংস্কারাপন্ন মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি শত্রুতাভাবাপন্ন হয় ও তাঁহার প্রচারিত মতবাদকে ওহাবী মতবাদ নাম দেয়, এই মতবাদের সমর্থকগণ নিজদিগকে হাম্বলী বলিয়া থাকেন ও ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বেলের মতামত সমর্থন করিয়া থাকেন।

কালক্রমে ১৭৪২ খৃঃ আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ নামক বর্তমান সউদীয় বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ এই মতবাদ গ্রহণ করেন ও আরবে একটী ওহাবী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন (১৮০৪) অতঃপর ১৮১৮ খৃঃ মিশরের মোহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তৎপর বিংশ শতকে আরবের বর্তমান অধিপতি সুলতান আব্দুল আজিজ ইব্‌নে সউদ কর্তৃক নষ্ট সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষের বহু মনিষী যথা সৈয়দ আহমদ বেরেলবী, মাওলানা কেরামত আলী, ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লাহ্, চব্বিশ পরগণার তিতুমীর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত মোঃ ইব্‌নে আব্দুল ওহাবের প্রভাবিত হইয়া ইস্‌লামের যথেষ্ট সংস্কার করেন, তন্মধ্যে মাওলানা কেরামত আলীর অনুবর্তী হানাফী থাকিয়া পুনরায় পূর্বের কুসংস্কারগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, হাজী শরিয়তুল্লার অনুবর্তীগণ ফরাজী (ফরায়েজী) নামে অভিহিত, এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষার প্রভাবাধীন হন তাঁহারা ভারতে সাধারণতঃ আহলে সাদীস বা মুহম্মদী নামে পরিচিত। ইহারা হানাফী, শাফেয়ী মালেকী, হাম্বলী এই চারি মতের কোনও একটী মতের অন্ধ অনুকরণ করা আবশ্যক মনে করেনা বলিয়া ইহাদের বিরোধীগণ ইহাদিগকেও ওহাবী এবং লা মজহাবী, নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

ঔষধ

দেহযন্ত্র স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকিলে তাহার জন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু অনাহার, অতিআহার, অমিতাচার, এবং বীজাণু আক্রমণহেতু নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দেয়। অবস্থায় ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য যেসব সামগ্রী সেবন বা ব্যবহার করিয়া নিরাময় হওয়া যায় তাহাকে ঔষধ বলা হয়। ব্যাধি হইলে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় এ জ্ঞান কেবল মানুষের মধ্যে সীমায়িত নহে; কুকুর বিড়ালের মধ্যেও ঔষধ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ হইতে মানুষ গাছপালার পাতা, ছাল, শিকড়, বীজ নানাপ্রকার লবণ, ক্ষার, ধাতু, প্রাণীসমূহের মাংস, বসা প্রভৃতি নানাভাবে ব্যবহার করিয়া যেসব ফল পাইয়াছিল তাহা পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জমা হইয়াছে; নূতন নূতন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এখনো চলিতেছে। নিম্নতম জাতির মধ্যেও টোটকা ঔষধ জানা আছে। ভারতবর্ষের এই সব অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক ভাবে বহু ঋষি দ্বারা সংগৃহীত হয়; ইহার মধ্যে অনেক কিছুই লুপ্ত হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুত প্রাচীন জ্ঞান ও পরীক্ষা সমূহ সংগ্রহ করিয়া যেসব গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন তাহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। গ্রীকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি করে, এবং বহু শতব্দী ইউরোপে গ্রীক রীতি চলিতছিল; আরবরা রস বা পারদ বিদ্যায় বহু গবেষণা করে। ১৮ শতকে রসায়ন শাস্ত্রের (কেমিস্ট্রি) উন্নতির ফলে ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়; ১৯ শতকে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়। ইতর

প্রাণীর উপর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হয়।···আয়ুর্বেদ, হেকিমি, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বাইওকেমিক ঔষধ সুপরিচিত; এ ছাড়া প্রত্যেক দেশে দেশজ ঔষধ বা টোটকা ব্যবহৃত হয়। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বাহ্যিক কোনো প্রকার ঔষধ সেবন বা লেপনের জন্য প্রয়োগ করেন না। তাঁহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করেন; উপবাস, জলপান প্রভৃতি তাঁহাদের প্রধানতম ঔষধ।

ঔরঙজেব আওরঙজেব (১৬১৮—১৭০৭) ভারতে ৬ষ্ঠ মুগল সম্রাট। শাহজাহানের ও মমতাজ বিবির তৃতীয় পুত্র।···আঠারো বৎসর বয়সে (১৬৩৬) দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া তথায় যান; কিন্তু কিছু কাল পরে উহা হইতে বিচ্যুত হন এবং পরে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৪৯ ও ১৬৫২এ পারস্যের নিকট হইতে কান্দাহার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন ১৬৫৩এ পুনরায় দাক্ষিণাত্যর সুবাদার মনোনীত হন এবং গোলকুণ্ডা বিজাপুরের যুদ্ধ নিরত হন। শাহজাহান অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িবার সংবাদ পাইয়া ঔরঙজেব উঃ ভারত যাত্রা করেন। পথে গুজরাটে মুরাদের সহিত সন্ধি করিয়া লন। উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মৎ-এর যুদ্ধে দরবারী সৈন্য ঔরঙজেবও মুরাদের সৈন্যর নিকট পরাভূত হইল (১৬৫৮) দারা সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তখন ঔরঙজেব আগ্রা অধিকার করিয়া শাহজাহানকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন ও 'আলমগীর' উপাধি লইয়া সিংহাসন আরোহণ করিলেন। কিছুকাল পরে মুরাদকে মিথ্যা অভিযোগে বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুজাকে খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) পরাজিত করিলে তিনি বঙ্গদেশ অভিমুখে পলায়ন করেন। দারা পুনরায় দেওরাই-এর যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। ধর্মদ্রোহের অজুহাতে দারার প্রাণদণ্ড হইল। দারার পুত্র সুলেমান বন্দী হন; দুই বৎসর পরে তিনিও নিহত হন। শাহজাহান মৃত্যুকাল পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় আগ্রাদুর্গে বাস করেন (১৬৬৬)। ঔরংজীব ১৬৫৮—১৭০৭ পর্যন্ত ৫৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৬১ সেনাপতি মীর জুমলা আসাম ও কোচবিহার জয় করিবার জন্য প্রেরিত হন। ১৬৬৬ শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৬৭৪ শিখগুরু তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড করিয়া তিনি শিখদের উত্তেজিত করেন। রাজপুত, জাঠ, বুন্দেল খণ্ডীরা, সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয় এই সময়ে মারাঠাজাতি শিবাজীর দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮০) ঔঃ দক্ষিণ ভারতে যান ও জীবনের শেষ ২৬ বৎসর তথায় কাটান। এই সময়ে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও মারাঠাদের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ চলে। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর মুগল সম্রাজ্যভুক্ত হইল। এত কাল দুইটি রাজ্য মারাঠাদের ধাক্কা সামলাইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহারা এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে উহারা মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলে মারাঠা রাজ্যভুক্ত হইতে। ঔর সময়ে মুগল সম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়; কিন্তু তিনি জীবিত কালেই বুঝিয়াছিলেন যে ঐ সাম্রাজ্য অধিককাল স্থায়ী হইবে না। নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল; মুগল সম্রাটদের সকলেই পরম মদ্যপ ছিলেন, কিন্তু ঔঃ কখনো সুরা স্পর্শ করেন নাই। ইনি নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলীম ছিলেন এবং পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার জন্য শিয়া মতাবলম্বী গোলকুণ্ডা বিজাপুর ও উত্তর ভারতের হিন্দুদের উপর সমভাবে অবিচার করিয়াছিলেন। ইনি সুন্নীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহার ফতোয়াগুলি একত্র করিয়া একখানি গ্রন্থ (ফতোয়া আলমগীরী) প্রণয়ন করেন; উহা এখনো ভক্ত মুসলমানরা পাঠ করেন। ঔরংগবাদে ঔর মৃত্যু হয় এবং এবং সেখানে তাঁহার কবর আছে। স্যর যদুনাথ সরকার History of Aurangzeb (৪ খণ্ডে) গ্রন্থে এই যুগের বিস্তৃত ও প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন।

কইমাছ (Anabus Scandeus)

কাঁটা ও আঁশযুক্ত মাছ। লম্বায় ৮½ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। পিঠের পাখনায় করাতের মতন দাঁত। ফুলকা চারিটা; ফুলকার উপর দিকে ছোট ছোট কোটর তাহাতে পাথর (Carbonate of lime) জমে। শ্বাসযন্ত্র স্থলচর জীবের ন্যায় বলিয়া জলের বাহিরে বহুক্ষণ বাঁচিতে পারে। স্রোতের উজানে চলিয়া বহুদূর যায়; গাছেও ওঠে বলিয়া শোনা যায়। ইহা পুকুর ও বিলের মাছ। কই মাছকে কাটিবার পর এমন কি গরম তৈলের উপর দিবার পরও নড়িতে দেখা যায়; কিন্তু তখন উহার প্রাণ থাকে না, নার্ভ যন্ত্রসমূহের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণের জন্য এই রূপ দেখায়।

কংস

মথুরার রাজা। দানবরাজ দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। ইনি জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার সহায়তায় উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের কন্যার সহিত বসুদেবের বিবাহকালে কংস জানিতে পারেন যে দেবকীর ৮ম গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে বধ করিবে। সেইজন্য কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে বন্দী রাখেন ও ৭টি সন্তানকে পর পর বধ করেন। অষ্টম সন্তান কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের বাড়ীতে পালিত হন। কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়; অবশেষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁহাদের বধের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে নিজেই নিহত হন। অতঃপর উগ্রসেন মথুরার রাজা হন।

কংসাবতী

কংসের ভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের ভ্রাতার সহিত বিবাহ হয়।

কক্সা মাছ (Barillius shacra; B. vagra)

ছোট জাতের মাছ; উত্তর ভারতের প্রায় নদীতে দেখা যায়; ৫ ইঞ্চি দীর্ঘতম। দেহ রূপালী; পিঠ সবুজে। পাশে ১২।১৪টা কালচে দাগ থাকে। মুখের নিচদিকটা খুব ছোট।

কক্সওয়েল (Coxwell, Henry Tracy ১৮১০-১৯০০)

ইংরেজ বেলুন-বিহারী। ইনি দন্ত-চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৪৪এ প্রথম বেলুন আরোহন করেন ও ইহার পরে বেলুন চড়াই পেশা করেন; ইংল্যান্ডে ও অন্যান্য দেশে তিনি ৭০০ বার আকাশে ওঠেন। ফরাসী-জারমেন যুদ্ধের সময় বেলুনে চড়িয়া জারমেনদের সাহায্য করেন। ১৮৬২ জেমস্ গ্লেইশারকে (Glaisher) লইয়া বেলুনে করিয়া ৭ মাঃ উচ্চে ওঠেন।

ককুৎস্থ

সূর্যবংশীয় নরপতি পুরঞ্জয়ের এক নাম; দানবদের সহিত যুদ্ধে দেবগণ পরাভূত হইয়া পুরঞ্জয়ের নিকট সাহায্য চান। রাজা ইন্দ্রের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিবেন বলেন; ইন্দ্র বৃষরূপে রাজাকে পৃষ্ঠে (ককুদ) গ্রহণ করেন। যুদ্ধে দানবরা পরাভূত হয়। সেই হইতে রাজা পুরঞ্জয় 'ককুৎস্থ' নামে পরিচিত হন।

কক্ষ (Orbit)

জ্যোতিষ্কসমূহ যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি যেপথ দিয়া চলে, তাহার সাধারণ নাম। পৃথিবী বার্ষিক গতিবশে সূর্য্যের চারিদিকে যেপথে ঘুরে, সেই উপবৃত্ত (Ellipse) বা প্রায়বৃত্ত পথকে পৃথিবীর 'কক্ষ' বলে। সূর্য পৃথিবী হইতে সর্বত্র সমান দূরে নহে; সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব (পরম দূরত্ব, Aphelion) ৯,৪৫,০০,০০০ মাঃ; ও ন্যূনতম দূরত্ব (অধম দূরত্ব, Perihelion) ৯,১৫,০০,০০০ মাঃ। ১লা জুলাই সূর্য পরমদূরে ও ৩১এ ডিসেম্বর অধমদূরে থাকে। প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের কক্ষই অপরিবর্তনীয়।

কঙ্ক

(১) যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসকালে এই ছদ্মনামে বিরাটরাজ গৃহে সভাসদরূপে ছিলেন। 'কঙ্ক' শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয় ও ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ, সুতরাং যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশেও সত্য কথা বলিয়াছিলেন। (২) উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। কঙ্কা কংসের ভগ্নী ও উগ্রসেনের এক কন্যা।

কঙ্কাল (Skeleton)

প্রাণীকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী জীব, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী ও মৎস্য পড়ে। এইসব প্রাণীর অস্থি সন্নিবেশকে কঙ্কাল বলে। কঙ্কালের কাজ দেহকে সোজা রাখা, দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলিকে বাহিরের আঘাত হইতে

রক্ষা করা। ইহা পেশিসমূহের আশ্রয়স্থল। যোয়ান মানুষের দেহে প্রায় ২০৬ খানি অস্থি থাকে। মানুষের কঙ্কালের কোন্ অস্থি কোথায় এবং কয়খানি থাকে তাহা প্রদত্ত হইতেছে; কঙ্কালের তিনটি অংশ, শাখাস্থি (Limbs), দেহ (Thorax) ও মস্তক (Head)।

শাখাস্থি (Limbs)। প্রত্যেক পদের এক এক অঙ্গুলিতে তিন তিনখানি ও পদাঙ্গুষ্ঠে বা বুড়ো আঙুলে দুইখানি, অর্থাৎ পায়ের আঙুলে মোট ১৪ খানি এবং ৫ খানি অঙ্গুলিনলক (Phalanges) আছে। পায়ের পাতা যাহাকে চেটো বলে সেখানে ৫ খানি মূলশলাকা (Metatarsals) নামক নলকাস্থি আছে। মূলশলাকাগুলির পশ্চাতে গোড়ালিতে ৭ খানি বিষমাকার কূর্চাস্থি (Tarsals) আছে। জঙ্ঘায় ২ খানি অস্থি—জঙ্ঘাস্থি (Tibia) ও অনু-জঙ্ঘাস্থি (Fibula)। উরুতে ১ খানি ঊর্বস্থি (Femur) এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে হাঁটুতে একখানি মালুই চাকির ন্যায় হাড়কে জান্বস্থি (Patella) বলে। এইরূপে প্রত্যেক সক্‌থিতে ৩০ করিয়া দুই সক্‌থিতে ৬০ খানি অস্থি হইল।...

পায়ের অনুরূপ হাতেও ১৪ খানি করিয়া হাড় আছে এবং প্রত্যেক আঙুলের মূলে এক একখানি করিয়া ৫ খানি শলাকা-অস্থি আছে (metacarpas); উহাদের পিছনে হাতের কব্‌জির নিচে ৮ খানি করকূর্চাস্থি (Carpals) আছে; ইহাদের সহিত যুক্ত আছে প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠে ২ খানি অস্থি, বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি (Radius) ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna); উপরের হাতের দীর্ঘ অস্থিখানিকে প্রগণ্ডাস্থি (Humerus) বলে। এইরূপে প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি করিয়া, দুই বাহুতে ৬০ খানি অস্থি আছে।

শাখাস্থির পর মধ্যশরীর বা trunk আলোচ্য। পৃষ্ঠবংশ (Vertebral column, Spine) বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন। ইহা ধনুকের ন্যায় কিঞ্চিৎ বক্র। পৃষ্ঠবংশে ২৬খানি অস্থি আছে; তন্মধ্যে সর্বনিম্নের ২ খানিকে ত্রিকাস্থি (Sacrum) ও অনুত্রিকাস্থি (Coccyx) ও অপর ২৪ খানিকে কশেরুকা (Vertebra) বলে। কোমরের সম্মুখে ও পার্শ্বভাগ জুড়িয়া ২ খানি কপালাস্থি হইয়াছে (Os-innominate)। বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে ১ খানি উরঃফলক (Sternum), কণ্ঠের দুই দিকে ২খানি অক্ষকাস্থি (Clavicle; collar bone); স্কন্ধের পশ্চাতে পৃষ্ঠের উপর দুইদিকে আছে ২ খানি অংসফলক (Scapula); পাশে পাঁজরার (ribs) প্রত্যেক দিকে ১২ খানা করিয়া দুইদিকে ২৪টি অস্থি আছে। মধ্য শরীরে মোট ৫৮টি অস্থি আছে।

মস্তকে মোট ২২ খানি অস্থি; তন্মধ্যে ৮ খানি দিয়া করোটি (Cranium) নির্মিত হয়। অবশিষ্ট ১৪ খানি দিয়া মুখমণ্ডল নির্মিত। নীচের চোয়ালে ১, উপরের চোয়ালে ২, (দুই গালে ২, তালুতে ২, দুই নাসিকায় ২, নাসিকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে ১, নাসিকার ভিতরে দুই পার্শ্বে ২,) দুই চক্ষুর দুই পার্শ্বে ২ খানি—এইরূপে ১৪ খানি অস্থি মস্তকের নিম্নভাগকে নির্মাণ করিয়াছে। এ ছাড়া প্রত্যেক কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে ৩ খানি করিয়া দুই কর্ণে ৬ ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ৬ খানি ক্ষুদ্রাস্থি যোগ করিলে মস্তকে ২৮ খানি মোট অস্থি হয়। এই হিসাবে সমগ্র শরীরে ২০৬ খানি অস্থি হইল। কর্ণাস্থি বাদ দিলে ২০০ হয়।

কঙ্গুশস্য (Setaria italica)

ধান্যাদি বর্গের শস্যতৃণ; বাঙলায় ইহার চাষ নাই; বোম্বাইতে লোকে ইহার চাষ করে ও আটা হইতে পিঠা, জাউ রাঁধিয়া খায়। কঠিন তুষের মধ্যে চাল থাকে, ইহার ওষধিগুণ আছে; বাতের অন্যতম ঔষধ। (যোগেশ; Chopra 527)

কঙ্গুনী, কঙ্গু, কঙ্গুলিকা, প্রিয়ঙ্গু (Panicum Italicum)

দ্রঃ কাউন্, কাংনিদানা বা ধান। শাদা, হলুদ, লাল ও কালো ভেদে চারি জাতের এই ঘাস আছে। পিত্ত শ্লেষ্মাদি রোগনাশক ও রুক্ষ। বাতবর্ধক, অপুষ্টিকারী, হইলেও ইহা স্বাদু, মধুর, রুচ্য, কষায় প্রভৃতি গুণযুক্ত। (দ্রঃ বৈদ্যশব্দসিন্ধু ১৭৮)

কচ

দেব বৃহস্পতির পুত্র। মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ-বলে অসুররা যুদ্ধে মরিয়াও পুনরায় বাঁচিয়া উঠিত। ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেবতাদের পুনর্জীবন দানের জন্য কচ অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসুররা কচকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু আচার্যের কন্যা দেবযানী তাঁহাকে রক্ষা করে ও বহুবার জীবন দান করে। বিদ্যা শিক্ষান্তে কচ স্বর্গে ফিরিতে চাহিলে দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কচ গুরুকন্যা বিবাহ অসঙ্গত বিবেচনায় উহা করিতে অস্বীকৃত হন। দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করেন যে কচ যে বিদ্যা শিখিয়া গেলেন তাহা তিনি প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। কচ দেবপুরীতে ফিরিয়া অন্যকে বিদ্যা শিক্ষা দেন। মৃত সঞ্জীবনী লাভে দেবসৈন্যরা যুদ্ধে মরিয়াও জীবন লাভ করিল। (দেবযানী দ্রঃ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কচ ও দেবযানী দ্রষ্টব্য)

কচাগাছ (Jatropha curcas)

সংস্কৃতকানন-এরণ্ড, পর্বত-এরণ্ড। দেশী ভাষায় ভেরেণ্ডা, বাগ ভেরেণ্ডা, বনভেরেণ্ডা প্রভৃতি বলে। গ্রামে বেড়া দিবার জন্য ব্যবহার হয়। পাতার বৃন্ত লম্বা, ভাঙিলে দুধের ন্যায় চটচটে আঠা পড়ে। বীজ হইতে একপ্রকার পাণ্ডু হরিদ্রাবর্ণের তৈল পাওয়া যায়, ইহা রেড়ির তৈলের ন্যায় রেচক; বীজেও

রেচক ক্রিয়া হয়, তবে ইহাকে কিছু বিষাক্ত পদার্থ আছে। ইহার রসে কাটা-ছেঁড়া রক্ত বন্ধ করে। পাতা সিদ্ধ জল কুলি করিলে মাড়ি শক্ত হয়। (দ্রঃ Chopra 583)

কচুগাছ (Colocasia antiquorum)

কৃষিজাত কন্দ শাক। প্রায় সর্বত্র বর্ষাকালে চাষ হয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ও ডাক্তারী গ্রন্থে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মত আছে। ডাঁটার রস রক্তস্রাব বন্ধ করে। সার কচু (C. nymphaeifolia) প্রায়ই জলের ধারে জন্মে। এ ছাড়া ঘেঁটু-কচু (Typhonium trilobatum) ও কাঁটা-কচু গাছ Lasia heterophylla আছে। ফুল বাগানে লাল পাতা ও সাদা-লাল ছিটাযুক্ত কচু গাছ দেখা যায়। (যোগেশ ৯৬; Chopra 477)

কচুরায়

রাঘব রায়। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যর পিতৃব্য (জানকীবল্লভ গুঃ) বা বসন্ত রায়ের পুত্র। প্রতাপ বসন্ত রায়কে সবংশে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন; মহিষীর চেষ্টায় কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায়ের জীবন কচুবনে লুকাইয়া রক্ষা পায়; সেইজন্য 'কচু রায়' নাম হয়। তিনি পলায়ন করিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলে মানসিংহ যুদ্ধে আসেন ও কচুরায়ের পরামর্শে জয়ী হন: জাহাঙ্গীর কচুরায়কে যশোহরজিৎ উপাধি দান করেন। কচুরায়ের বংশ বর্তমানে যশোহরের জমিদার। (দ্রঃ প্রতাপাদিত্য)

কচুরিপানা (Water Hyacinth)

জলজ উদ্ভিদ। বড় পাতা, সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল হয়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ প্রবাসী শ্রীমতী মর্গান নামে এক ইউরোপীয় মহিলা দঃ আমেরিকা হইতে এই গাছ আনাইয়া বাগানের পুকুরে লাগান। সেখান হইতে পূর্ববঙ্গের বিলে পুকুরে নদীতে উহার বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে এই সামান্য উদ্ভিদ্ বাঙলার নদী পুকুর ও বিলের ভীষণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বর্মাদেশের নদীতেও দেখা দিয়াছে। ইহার উৎপাতে খালে বিলে মাছ হইতেছে না, ধানের জমি এই আগাছায় পূর্ণ হইয়া চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার পাতা গোরুতে বেশি খায় না; পাতা পোড়াইয়া ক্ষারজাতীয় উপসামগ্রী প্রভৃতি প্রস্তুতির কল্পনা মাঝে মাঝে শোনা যায়। বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট ইহা দূর করিবার জন্য বহু গবেষণা করিতেছেন। বর্তমান বাংলা গভর্নমেণ্ট ইহার উচ্ছেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

কচ্চায়ন (কাত্যায়ন)

পালি ব্যাকরণ 'সুসন্ধিকপ্প' রচয়িতা। ইহা 'কচ্চায়ন ব্যাকরণ' নামে খ্যাত; সিংহলে প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠে ইহা অধীত হয়। কচ্চায়ন মথুরাদেশবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কচ্ছপ (Tortoise)

সরীসৃপ জাতীয়; স্থলচর চতুষ্পদ খোলাকী প্রাণী। ইহাদের দেহ কঠিন খোলের মধ্যে থাকে; ইহা দন্তহীন, দীর্ঘায়ু প্রাণী। সাধারণ কচ্ছপ ১০০ বৎসর ও অতিকায় কচ্ছপ ৩০০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। বহু জাতের কচ্ছপ আছে। ইউরোপে ৬ ইঃ হইতে ৫ ফুট দীর্ঘ কচ্ছপের জাত আছে। জলে যে কচ্ছপ থাকে তাহাকে সুঁদি বা কাঠুয়া (turtle) বলে। পূর্ববঙ্গে ও সুরমা উপত্যকার নদী ও বিলে বড় বড় কাঠুয়া পাওয়া যায়। মথুরায় যমুনা নদীতে অসংখ্য বৃহদাকার কাঠুয়া দেখা যায়; ইহারা হিংস্র।... প্রাচীন যুগের বহু প্রাণী লুপ্ত, কিন্তু কচ্ছপ এখনো আছে। সে-যুগের বৃহৎ কচ্ছপের খোল কলিকাতার যাদুঘরে আছে। ইউরোপে চিত্রিত কচ্ছপ পাওয়া যায়। কচ্ছপের খোলের নানাপ্রকার শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয় বলিয়া জীবন্ত প্রাণী বিক্রীত হয়।...এদেশে লোকে ইহার মাংস খায়। মুসলমানরা কচ্ছপ খায় না।

কচ্ছিভাষা

সিন্ধী ও গুজরাঠি ভাষার মিশ্রিত উপভাষা, কচ্ছ দেশে চলিত। কোনো সাহিত্য নাই। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

কট্‌কটিয়া পাখী (Fly Catcher)

শাখাশ্রয়ী বর্গের পাখী। নীল কটকটিয়া, কীটগ্রাহী, ৮ আঙুল দীর্ঘ। ইহারা দেখিতে চুটকীর ন্যায় (Stoparola melanops)। কালো কট্‌কটিয়ার চক্ষু বড়, পক্ষ খয়রা, ধারে নীল, উদর শাদা (Hypothymis azurea) (যোগেশ)।

কট্‌কটে ব্যাঙ (Toad)

সাধারণ ব্যাঙের সহিত আপাত মিল থাকিলেও কট্‌কটে ব্যাঙ অন্য জাতের উভচর। ইহাদের চামড়া শুক্‌না থাকে, গণ্ড হইতে একপ্রকার অ্যাসিড বা স্রাব নির্গত হয়; ইহাদের দাঁত নাই, পা হ্রস্ব, ডিম জলে হয়। কিন্তু শূক অবস্থার পর স্থলে আসিয়া বাস করে। বহু জাতের এই ব্যাঙ আছে; সুরিনাম ব্যাঙ তাহাদের ডিম পাড়িয়া পিঠের উপর লয়, এবং পুং ব্যাঙের দ্বারা বীর্যবন্ত হইলে ঐভাবে ডিম বহন করে এবং তথায় ডিম হইতে বাচ্ছা হয়; ইহারা আদৌ জলে যায় না। আর একজাতি (Nursetoad) ইউরোপের কোন কোন স্থানে বাস করে। স্ত্রী ব্যাঙ ডিম পাড়িবার পর পুং ব্যাঙ আসিয়া ডিমগুলি বীর্যবন্ত করিয়া নিজের পায়ের নীচে সংগ্রহ করিয়া

রাখে। তিন সপ্তাহ পরে সে জলে নামিয়া যায়; এবং সেখানে ছোট বাচ্চাগুলি জলের মধ্যে চলিয়া যায়। বিচিত্র জাতির বর্ণনা সম্ভব নহে।

কট্‌কবালা, কটকোবালা

কোন ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া মহাজনের নিকট টাকা ধার করিলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ টাকা সুদে আসলে শোধ করিতে না পারিলে, আবদ্ধ সম্পত্তি মহাজনের হইয়া যাইবে এই সর্তে যে খত সম্পাদিত হয় তাহাকে কট্‌কবালা বলে।

কট্‌কী, কটুকা, কটুরোহিনী (Picrorhiza kurrooa)

কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্যন্ত হিমগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে এই উদ্ভিদ জন্মে। এই উদ্ভিদ গ্রন্থিবহুল (শতপর্বা), কাণ্ডরুহা; গায়ে অঙ্গুরীয়বৎ চিহ্নযুক্ত; ডাঁটা শরের ন্যায় মোটা। স্বাদ অতি-তিক্ত বলিয়া কটুকী নাম। বহু রোগে ইহা আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়; কফ পিত্ত জ্বর প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক বলিয়া কীর্তিত। বনৌষধি; Chopra 177-80)

কটন্, হেনরী Cotton, (Sir Henry ১৮৪৫—১৯১৫)

ইংরেজ সিভিলিয়ান। ইঁহার পিতা মাদ্রাজের সিঃ ছিলেন। কুম্ভকোনমে হেনরীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতা-মহ সকলেই ভারতে চাকুরী করিতেন। হেনরী ২২ বৎসর বয়সে (১৮৬৭) ভারতীয় সিবিল সার্বিসে যোগ দেন। ১৮৯৬-১৯০২ আসাম প্রদেশের চীফ কমিশনার। পঁয়ত্রিশ বৎসর চাকুরী করিয়া ১৯০২এ অবসর গ্রহণ করেন। ইনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; New India নামে গ্রন্থ ইঁহার পরিচায়ক। তাঁহার চেষ্টায় আসামে কুলি নির্যাতন হ্রাস পায়। ১৯০৪ বোম্বাই-কন্‌গ্রেসের সভাপতি। ইংল্যান্ডে ফিরিয়া পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন ও ভারতের জন্য অনেক কাজ করেন। রজনীকান্ত গুপ্ত 'নিউ ইন্‌ডিয়া' 'নবা ভারত' নাম দিয়া তর্জমা করেন।

কটন কলেজ (Cotton College)

আসাম গৌহাটির কলেজ। বি.এ., বি.এস-সি পর্যন্ত পড়ানো হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। হেনরী কটনের নামানুসারে ১৯০১ এ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় কিছুকাল পূর্বে 'কটন স্কুল' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় ছিল; ইহা দুষ্ট ছাত্রদের সংশোধনাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। হেনরী কটনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই।

কটন মিলস্ (Cotton Mills)

কাপড়ের কল দ্রঃ।

কটফল (Myrica sapida, M. nagi)

এই গাছ হিমালয়ের নিকটস্থ নেপাল প্রভৃতি দেশে, খাসিয়া পাহাড় ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। ইহার ধূম নস্য লইলে হাঁচি হয়; ইহার গন্ধ উগ্র। রঞ্জনার্থ ক্বাথ ব্যবহৃত হয়; ক্বাথের স্বাদ কষা ও ঝাল। কটফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু জায়-ফলের ন্যায় তৈলাক্ত নহে। ঔষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি ও আদার সহিত কটফল সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ ব্রংকাইটিস হাঁপানি ও সর্দি প্রভৃতির বিশেষ ঔষধ; উদরাময় ও আমাশয়ে উহা প্রযুক্ত হয়। (দ্রঃ Chopra 586)

কটাল (Tide)

জোয়ার ভাঁটার বিশেষ কালের নাম। (দ্রঃ জোয়ার)

কটিবাত (Lumbago)

পিঠের দিকে কোমরে মাংসপেশির মধ্যে বেদনা ও আড়ষ্ট-ভাব হয়। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষদের এই ব্যাধি বেশি হয়; হঠাৎ ভেজা ও ঠাণ্ডা লাগানো ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। রোগাক্রান্ত হইলে দেহ বাঁকানো কষ্টকর হয়। আঘাত লাগিলে বা বাত হইলেও কটিবাত দেখা দেয়। পেট পরিষ্কার, অঙ্গমর্দন, গরমজলের সেঁক প্রভৃতিতে বেদনা কমে।

কটিস্নায়ু, গৃধ্রসী (Sciatica)

সায়াটিক নার্ভ দেহের মধ্যে বৃহত্তম নার্ভ; ইহার বেড় প্রায় কনিষ্ঠ আঙুলের মতন। ইহা পায়ের সমস্ত নার্ভের মূলাধার। হাঁটুর পিছনদিকে ইহা দুইভাগে বিভক্ত; একটি অংশ হাত দিয়া টিপিয়া অনুভব করা যায়। এই নার্ভের যেসব পেশি--আবরণ আছে, তাহাদের প্রদাহকে সায়াটিকা বলে; সত্যকার সায়াটিক-নার্ভগুলি কচিৎ আক্রান্ত হয়। এই ব্যাধির কারণ অজ্ঞাত; তবে আঘাত, ঠাণ্ডা লাগানো প্রভৃতি কারণে হয়। পাছার নিচ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত সায়াটিক নার্ভ বরাবর তীব্র বেদনা ইহার লক্ষণ। বিশ্রাম করিলে অনেক সময় বাড়ে না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বেশি হয়। গরীব হইতে ধনীর হয়। ইহার সঙ্গে বাতব্যাধির যোগ আছে।

কঠ উপনিষৎ

প্রধান দশ উপনিষদের অন্যতম। নচিকেতা পিতৃসত্য পালনার্থ যমালয়ে জীবন্ত গমন করিয়া যমের নিকট হইতে আত্মতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। শ্রাদ্ধাদির সময়ে কঠোপ-নিষদ্ পঠিত হয়। কঠ ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। (নচিকেতা দ্রঃ)।

কঠিন (Solid)

দ্রঃ সংহতি, সংশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে পদার্থের তিনটি মাত্র অবস্থা হইতে পারে, যথা কঠিন, তরল ও বায়ব। কতকগুলি পদার্থ স্বভাব-কঠিন। যেমন প্রস্তর, খনিজ, কাষ্ঠ, অস্থি প্রভৃতি; ইহাদিগকে তরল করা যায় না। কতকগুলি পদার্থ স্বভাব-তরল যেমন, জল ও তেল। জলকে কঠিন করিয়া বরফ করা যায় এবং তপ্ত করিয়া বায়ব (বাষ্প) করা যায়। কতকগুলি তৈল কঠিন ও বায়ব হয়। কতকগুলি পদার্থ স্বভাব-বায়ব; ইহাদের মধ্যে কার্বনিক এসিড গ্যাসকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। ... কঠিন পদার্থমাত্রর নির্দিষ্ট রূপ আছে। বাহিরের চেষ্টা বা আঘাত ছাড়া ইহাদের অবয়বের পরিবর্তন হয় না। তরল পদার্থ আধার ছাড়া থাকিতে পারে না, এবং যে-আধারে থাকে সেই আধারের আকার গ্রহণ করে। মাটিতে পড়িয়া গেলে নিম্নাভিমুখে চলিতে থাকে। গ্যাস বা বায়ব পদার্থের কোন আধারের প্রয়োজন হয় না; আকাশে উহা ভাসিয়া থাকিতে পারে। তরল নিম্নাভিমুখী, গ্যাস সাধারণত উর্ধ্বগামী, কঠিন অচল।

কড্ মাছ (Cod fish)

অস্থিবান মাছ; উঃ অতলান্তিকে বিশেষত নিউফাউন্ড্ল্যান্ডে ও উত্তর সাগরে পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে এই মাছ ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। ছিপ ও চার দিয়া ধরা যায়। ইহা লম্বায় ২ হইতে ৪ হাত এবং ওজনে ১মণ, ১½মণ হয়। ইহাদের মুখবিবর অত্যন্ত বড়; কাঁকড়া, শামুক, হেরিং প্রভৃতি জলজীব ইহাদের আহার। কড্ মাছ ধরা ও বিক্রয় একটা বড় রকম কারবার। ৩০।১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কড্ বৃটিশ দ্বীপে আমদানী হয়। ইহার যকৃৎ (Liver) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; পিত্তও কাজে লাগে। ডিজনের (Dijon) 'কডলিভার অইল' কাশিগ্রস্ত লোকে খায়।

কড় হাঁস (Greyleg goose ; Anserserus)

শীতকালে ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশে এই উড়ো হাঁস আসে। প্রায় ২ হাত লম্বা; দেখিতে রাজহাঁসের মত। ইহাদের মাথা ঈষৎ খয়রা, পিঠের পাখা পাংশু বর্ণ; গলা লম্বা, চঞ্চু ছোট, পক্ষ বহু, পুচ্ছ হ্রস্ব ও গোল, পা ছোট। জলের ধারে ভূমিতে চরে। (যোগেশ)

কড়া (Corns)

প্রায়ই দেখা যায় যাহারা জুতা পরে, তাহাদের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে 'কড়া' পড়ে; ইহা শক্ত, ফোলাটে। উপরে একটা চোখের মতন হয়; সেটা মাঝে মাঝে কাটিয়া ফেলা যায়। সময় সময় উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। ভাল জুতা পরিলে ইহা প্রায় হয় না। যাহারা কুড়ুল, দা প্রভৃতি লইয়া সর্বদা কাজ করে, তাহাদের হাতের মধ্যে কড়া পড়ে। কড়া আনাড়ীভাবে কাটিলে সেপটিক প্রভৃতি হয়; সেইজন্য ডাক্তারের উপদেশ মত মৃদু চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

কড়ি, কড়া (Cowrie)

সমুদ্রজ খোলক প্রাণী বিশেষের (cypraca moneta) খোল। ছোটগুলিকে কড়ি, বৃহৎগুলিকে কড়া বলে। ইহারা mollusca জাতের উপশাখা। দঃ ভারত হইতে ইহা বাঙলা দেশে আসিত ও মুদ্রা বা প...র প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্বে ২০টা (৫ গণ্ডা) কড়ি ... পয়সার সমান ছিল; এবং এক কাহন (১২৮০টি) কড়িতে এক টাকা হইত। পয়সা লইয়া যেমন জুয়াখেলা হয় পূর্বে কড়ি-খেলা হইত। আফ্রিকাতে ইহাই বিনিময়ের প্রতীক ছিল।

কণা (Particle)

অতিক্ষুদ্র দৃশ্যমান সামগ্রীকে কণা বলে; অণু (molecule) অদৃশ্য।

কণাদ

বৈশেষিক দর্শনের আদি গুরু; ইঁহার অপর নাম উলুক। এই জন্য বৈশেষিকের অপর নাম ঔলুক্য দর্শন। ইনি পরমাণুবাদী; তাঁহার মতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু সমুদয়ের সংযোগ হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষড় পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মুক্তি হয়। তিনি প্রথমে দেখান তেজ ও আলোক একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। ইনি খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

কণিক

ধৃতরাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী; ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বদাই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। শত্রুকে যেকোন উপায়ে ধ্বংস করা ইঁহার রাজনীতিক মত ছিল।

কণিষ্ক

কুষাণ রাজগণের শ্রেষ্ঠ নরপতি। অনেকের মতে ৭৮ খৃঃ অব্দে বিম কদফিসের পর সিংহাসনে বসেন; অন্যমতে ২য় শতকে আবির্ভূত হন। রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল; সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন ও বহু বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য ইনি মহাসঙ্গিতি আহ্বান করেন। অশ্বঘোষ, চরক, নাগার্জুন

বসুমিত্রকে তাঁহার সম-সাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। মথুরার নিকট কনিষ্কের মস্তকহীন প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মুদ্রায় গ্রীক অক্ষর, শিব, ত্রিশূল, বুদ্ধ প্রভৃতির প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়া মনে হয় তিনি সাম্রাজ্যের সকল সম্প্রদায়কে পরিতুষ্ট করিতে চাহিতেন। চীনের রাজাকে পরাজিত করিয়া এক চীন রাজকুমারকে প্রতিভূরূপে নিজ রাজধানীতে আটকাইয়া রাখেন।

কণ্ঠনালী (Trachea) শ্বাসনালী।

নিশ্বাস টানিলে বায়ু নাকের মধ্য গিয়া মুখের পশ্চাৎ ভাগে গলকক্ষে (Pharynx) ঢোকে। এইখান হইতে দুটি নালী হইয়াছে—একটি অন্ননালী (gullet) পশ্চাতে স্থিত; দ্বিতীয়টি কণ্ঠনালী সম্মুখে থাকে। গলকক্ষ দিয়া খাদ্য ও নিশ্বাস দুই যায়; খাদ্য অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীতে ও নিশ্বাস কণ্ঠনালী দিয়া ফুসফুসে যায়। শ্বাসনালীর প্রবেশপথে একটি উপাস্থিময় দ্বার আছে উহা সর্বদাই খোলা থাকে; কিন্তু খাদ্যাদি খাইবার সময় হইলে, সেটি বন্ধ হয় এবং খাদ্য যথাস্থানে যায়। খাইবার সময় কথা বলিবার চেষ্টা করিলে কণ্ঠনালীর উক্ত কবাট (valve) দিয়া খাদ্যাংশের কণামাত্র প্রবেশ করিলে মানুষে 'বিষম' খায়। কণ্ঠনালী ছেদ করিলেই মৃত্যু হয় না, উহার উভয় পার্শ্বে যেসব রক্তবাহী শিরা আছে, তাহা ছেদিত হইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাবে জীবের মৃত্যু হয়।

কণ্ডু

জনৈক পৌরাণিক তপস্বী; ইহার কঠোর তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরীকে তপোভঙ্গের জন্য পাঠান। অপ্সরী দর্শনে মুনির তপোভঙ্গ হয় ও তিনি বহু বৎসর অপ্সরীর সহিত বাস করেন। একদিন হঠাৎ নিজ অধোগতির কথা স্মরণ হইলে তিনি প্রম্লোচাকে ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে চলিয়া যান ও উর্ধ্ববাহু হইয়া তপস্যা করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন।

মুনি; পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং কণ্ডুমুনির জনক। মালিনী নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। ইনি যজুর্বেদীয় কাণ্ব শাখার প্রণেতা। (দ্রঃ কাণ্ববংশ) মেনকা কর্তৃক শকুন্তলা বনে পরিত্যক্ত হইলে ইনি তাঁহাকে পালন করেন; ইঁহার আশ্রমে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গন্ধর্বমতে গোপনে বিবাহ করেন। (দ্রঃ শকুন্তলা)

কতক (Strychnos potatorum)

বাঙলায় নিমালী ফল বলে; এই গাছ দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে প্রচুর জন্মে। কুচিলার বৃক্ষাপেক্ষা উচ্চতর। পুষ্প হরিদ্রাভ পীতবর্ণ। পক্কফল কৃষ্ণবর্ণ। বীজ চ্যাপ্টা, বোতামের মত। বীজে বিশেষ কোনো স্বাদ নাই। আয়ুর্বেদে ব্যবহার হয়। বারোমাসের আমাশয় রোগে হেকিমগণ ইহার বীজ ঔষধরূপে দেন। (Chopra 5960) জল সংশোধনে ইহার শক্তি অত্যধিক।

কথকতা

পুরাণাদির গল্প সুরসংযোগে ব্যাখ্যান করিয়া কথক ঠাকুররা সাধারণ লোকের নিকট ধর্ম ও নীতি প্রচার করিতেন। নিরক্ষর লোকের মধ্যে জন-শিক্ষার এই ব্যবস্থা মধ্যযুগে প্রবর্তিত হয়। ইহা ব্রাহ্মণদের প্রচারপদ্ধতি ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগেও খ্যাতনামা কথক ছিলেন। আজকালও নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে কথক বা পুরাণপাঠক বিরল নহে। তবে ইঁহাদের আদর সমাজে কমিয়া গিয়াছে।

কথাকলি

দঃ ভারতের মালাবারে নৃত্য-কলা। নর্তক মুখে রঙ মাখিয়া উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া আসরে নামে ও বাদ্যের তালে নাচে। নর্তক পৌরাণিক আখ্যান নৃত্য ছন্দ ও হস্তের মুদ্রাসঙ্কেতদ্বারা ব্যাখ্যান করিয়া যান। যবদ্বীপের নৃত্যকলা কথাকলির অনুরূপ।

'কথাসরিৎসাগর'

সংস্কৃত কথা বা গল্প-কাব্য, সোমদেব ভট্ট বিরচিত (১০৬৩—১০৮৮)। ইহা ২৪,০০০ শ্লোক ও ১২৪টি তরঙ্গে (খণ্ডে) বিভক্ত। সোমদেব বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় লিখিত 'বৃহৎকথা'র সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত সংস্করণ। কাশ্মীররাজ অনন্তর (১০২৯—৭৪) মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য ইহা বিরচিত হয়। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ইহার সংস্কৃত গদ্য সংস্করণ করিয়াছেন। Tawney সাহেব ইহার অনুবাদ করেন; N. M. Penzar ১০ খণ্ডে এই অনুবাদের রাজসংস্করণ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন।

কদফিস—কুষাণরাজ

খৃষ্টীয় ১ম শতকে কুষাণ দলপতি কুযুল বা ১ম কদফিস্ আপনাকে সমগ্র ইউচি (দ্রঃ) জাতির একমাত্র অধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করেন। কাবুল, গান্ধার জয় করিয়া পারস্যর সীমান্ত হইতে বিতস্তা (ঝিলাম) নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড ইনি জয় করেন। তাঁহার পুত্র বিম বা ২য় কদফিস্ ভারতের অভ্যন্তরে বোধহয় কাশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার পর কণিষ্ক রাজা হন। কদফিসের সহিত কণিষ্কের কি সম্বন্ধ জানা যায় না।

কদমগাছ (Anthocephalus Cadamba)

বৃহৎ তরু, পত্র প্রশস্ত। ফুল বর্ষাকালে ফোটে; বহু পুষ্প গোলাকারে সন্নিবিষ্ট থাকায় কন্দুকবৎ দেখায়। ভারতের সর্বত্রই

জন্মে। বৈদ্যশাস্ত্রে ঔষধার্থে প্রয়োগ হয়। দরিদ্র লোকে কদম্ব ফল টক রাঁধিয়া খায়। কেলি কদম্ব পর্বতে ও অরণ্যে জন্মে—নদীসন্নিহিত গ্রামেও দেখা যায়। কদম্বর ফল পরস্পরের সহিত জুড়িয়া থাকে; কেলি কদম্বর ফল তেমন জোড়ে না। পাতাও একপ্রকার নয়। কাঠ হলুদবর্ণ। সংস্কৃত নাম ধরা কদম্ব। বৈষবদের পবিত্র তরু। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 462)

কদম রসুল

বাঙলার সুলতান শমস-উদ্দীন ইউসফ শাহ্ (১৪৭৪—৮২) সময়ে গৌড়ে ১৪৮০ খৃঃ নির্মিত মসজিদ।

কদম্ব রাজবংশ

দঃ ভারতে কর্নাটক প্রদেশের রাজবংশ। ৪র্থ শতকে (৩৪০—৬০ খৃঃ অঃ) ময়ূরবর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ এই বংশের স্থাপয়িতা বলিয়া কিম্বদন্তী। রাজধানী বনবাসি (জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তী নামেও চলিত)। অশোকের অনুশাসনে কদম্বর উল্লেখ আছে, কিন্তু নূতন বংশের সহিত পুরাতনের সম্বন্ধ স্পষ্ট নহে। ১১ শতকে কীর্তিবর্মা ২য় (১০৬৮—৭৫) এই বংশের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। ১৪ শতক পর্যন্ত ইঁহাদের বংশধরদিগকে সামান্যভাবে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। গোয়াতে ১০ম হইতে ১৩শ শতক পর্যন্ত একটি কদম্ব বংশ রাজত্ব করে।

কদ্রু

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপ ঋষির পত্নী। সপত্নী ভগিনী বিনতার সহিত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ কিরূপ তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা হয়। কদ্রু উহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলেন, কিন্তু যথার্থ উহা ছিল শ্বেত বর্ণ। কদ্রু তাঁহার সহস্র নাগপুত্রকে অভিশাপের ভয় দেখাইয়া শ্বেতপুচ্ছ আবৃত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ করিতে বলেন। সুতরাং পূর্ব পণানুসারে বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। দীর্ঘকাল পরে গরুড় বিনতাকে কদ্রুর দাসিত্ব হইতে উদ্ধার করে।

কনক চাঁপা (Pteraspermum acerifolium)

বন্ধুকাদিবর্গের দীর্ঘ তরু; পাতা বড়, চওড়া, অণ্ডাকার, লোমশ, ফুল উগ্রগন্ধী; পাপড়ি শাদা। ফল লম্বা, পক্ষপার্শ্ব যুক্ত। কোথাও কোথাও কনক চাঁপাকে মুচুকুন্দ বলে। ফুল ও ছাল বসন্তগুটিকার ঔষধ; গুটিকা ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য গ্রাম্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

কনকমুনি

বৌদ্ধ পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে তিনজন বুদ্ধ ছিলেন ও পরে একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে কল্পিত হয়। আদি বা ১ম—বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ, ২য়—কনকমুনি, ৩য়—কশ্যপ, ৪র্থ—গৌতম বুদ্ধ ও ৫ম—মৈত্রেয়ী। শ্রাবস্তীর নিকট কনকমুনির জন্মস্থানে অশোকের এক স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কন্‌ক্রীট্, কংক্রীট্ (Concrete)

স্থপতি কার্যে কৃত্রিম প্রস্তর প্রস্তুত-পদ্ধতি। কন্‌ক্রীট-তৈয়ারীর নিয়ম—সিমেণ্ট, বালি ও পাথরের টুকরা মিশাইয়া জল ঢালিয়া দিলে উহা কিছু কালের মধ্যে জমিয়া যায়। অনুপাত ১ সিমেণ্ট; ১ বালি; ২ পাথর হইতে ১ : ৪ : ৯ পর্যন্ত চলে। মশলাগুলি কোদাল দিয়া মিশান হয়; তবে বড় ও মজবুত কাজে কলে পেশাইকাজ চলে। ছাদ প্রভৃতি করিতে হইলে লোহার শিক দিয়া ফ্রেম তৈয়ারী করিতে হয়। ইউরোপে, আমেরিকায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সেতু কন্‌ক্রীটের নির্মিত হইতেছে। বাংলাদেশে বহু স্থানে ইহার প্রচলন হইয়াছে। ১৮৬৭ অব্দে মনিয়ার নামে ইন্‌জিনীয়ার ফুলবাগানের টবের জন্য সর্বপ্রথম কন্‌ক্রীট ব্যবহার করেন।

কন্‌গ্রেস্ (Congress) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের (U. S. A.) উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভা। মার্কিন রাজ্যে ২টি পরিষদ (House) আছে; প্রত্যেক স্টেট (৪৮ টী) হইতে জনানুপাতে একদল (বর্তমানে ৪৩৫) সদস্য নির্বাচিত হন; ইঁহারা House of Representativesএর সদস্য। অপর হাউসকে সিনেট (Senate) বলে; এই সভায় ৪৮ স্টেট হইতে ২ জন করিয়া ৯৬ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়া আসেন। ওয়াশিংটনে সভা বসে; কিন্তু উভয় প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে বসেন। সিনেটররা ৬ বৎসর ও প্রতিনিধি ২ বৎসর সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা কনগ্রেসের সদস্য নহেন। মার্কিন রাষ্ট্রের লিখিত কনস্টিটিউশন বা রাষ্ট্র কাঠামো অনুযায়ী কন্‌গ্রেসের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্র-কাঠামোর মূলধারা বদলাইতে হইলে প্রত্যেক হাউসের ⅔এর মত এবং তাহার পর স্টেটগুলির ¾ অংশ বা ৩৬টি স্টেটেরও মত প্রয়োজন হয়। ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়ন বিষয়ে প্রত্যেক স্টেট স্বাধীন; কেবল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আইন এই কেন্দ্রীয় সভায় আলোচিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট কন্‌গ্রেসের যে কোনো আইনকে নাকচ করিতে পারে, যদি তাহার বিচারে সাব্যস্ত হয় যে এই আইন পাশ করার অধিকার কন্‌গ্রেসের নাই। ১৭৮৯এ মার্কিন দেশের কনস্টিটিউশন লিখিত হয়। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অনেক। তিনি কন্‌গ্রেসের সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে পারেন; ইহার পর ⅔ অংশ সদস্যের মত ছাড়া সে-মত পুনরায় বদলাইবার ক্ষমতা কন্‌গ্রেসের নাই। মার্কিন পদ্ধতি অনেক দেশে অনুসৃত হইতেছে।

কন্‌গ্রেস (Congress, ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদ

ভারতের জাতীয় আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত করিবার সমিতি; ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। মিঃ এ. ও. হিউম নামে জনৈক রাজকর্মচারী ভারতবাসীদের এইরূপ

একটি সভা স্থাপনের জন্য উপদেশ দেন। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্রঃ)। ১৮৮৫-১৯০৫ প্রতিবৎসর এক এক স্থানে সভা হইত,—কোনো বিশেষত্ব ছিল না। ১৯০৬এ নৌরজী 'স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার করেন। স্বদেশীযুগের প্রারম্ভে ১৯০৭এ সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধে কন্‌গ্রেস সভা ভাঙিয়া যায়। কন্‌গ্রেস নরমপন্থীদের হাতে পড়ে ও চরমপন্থীরা কন্‌গ্রেস হইতে দূরে চলিয়া যান। ১৯১৬এ লক্ষ্ণৌতে সর্বদল সম্মেলন হয়। ১৯২১ হইতে গান্ধীজির প্রভাব সুরু হয়। এই সময় হইতে অসহযোগ ও চরকা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৩১এ পুরীতে কন্‌গ্রেস হইবার কথা ছিল। গভর্নমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩৮এ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। ঐ বৎসর সুভাসচন্দ্র বসু হরিপুরীতে সভাপতি হন। কন্‌গ্রেস ক্রমেই দেশের প্রধানতম দল হইয়া উঠিতেছে।

কন্‌গ্রেসের অধিবেশন ও প্রেসিডেণ্টগণ—

১। ১৮৮৫ বোম্বাই—উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। ১৮৮৬ কলিকাতা—দাদাভাই নৌরজী।
৩। ১৮৮৭ মাদ্রাস—বদরুদ্দিন তায়েবজী।
৪। ১৮৮৮ এলাহাবাদ—জর্জ ইয়ল।
৫। ১৮৮৯ বোম্বাই—স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন।
৬। ১৮৯০ কলিকাতা—ফিরোজ শাহ মেটা।
৭। ১৮৯১ নাগপুর—আনন্দ চার্লু।
৮। ১৮৯২ এলাহাবাদ—উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। ১৮৯৩ লাহোর—দাদাভাই নৌরজী।
১০। ১৮৯৪ মাদ্রাস—মিঃ ওয়েব।
১১। ১৮৯৫ পুনা—সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। ১৮৯৬ কলিকাতা—রহিমতুল্লা মোহম্মদ সিয়ানী।
১৩। ১৮৯৭ অমরাবতী—শঙ্কর নায়ার।
১৪। ১৮৯৮ মাদ্রাস—আনন্দ মোহন বসু।
১৫। ১৮৯৯ লক্ষ্ণৌ—রমেশ চন্দ্র দত্ত।
১৬। ১৯০০ লাহোর—নারায়ণ চন্দ্রভারকর।
১৭। ১৯০১ কলিকাতা—দীনশাহ ওয়াচা।
১৮। ১৯০২ আহমদাবাদ—সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯। ১৯০৩ মাদ্রাস—লালমোহন ঘোষ।
২০। ১৯০৪ বোম্বাই—হেন্‌রী কটন।
২১। ১৯০৫ কাশী—গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।
২২। ১৯০৬ কলিকাতা—দাদাভাই নৌরজী।
২৩। ১৯০৭ সুরাট—কন্‌গ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়।
২৪। ১৯০৮ মাদ্রাস—রাসবিহারী ঘোষ।
২৫। ১৯০৯ লাহোর—মদন মোহন মালবীয়া।
২৬। ১৯১০ এলাহাবাদ—স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন।
২৭। ১৯১১ কলিকাতা—পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর।
২৮। ১৯১২ বাঁকিপুর—আর. এন্‌. মুধোলকর।
২৯। ১৯১৩ করাচী—নবাব সৈয়দ মামুদ।
৩০। ১৯১৪ মাদ্রাস—ভূপেন্দ্র নাথ বসু।
৩১। ১৯১৫ বোম্বাই—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।
৩২। ১৯১৬ লক্ষ্ণৌ—অম্বিকা চরণ মজুমদার।
৩৩। ১৯১৭ কলিকাতা—আনি বেসান্ত।
বোম্বাই—(বিশেষ) সৈয়দ হাসান্‌ ইমাম্‌।
৩৪। ১৯১৮ দিল্লী—মদন মোহন মালবীয়া।
৩৫। ১৯১৯ অমৃতসর—মতিলাল নেহেরু।
কলিকাতা—লজপত রায়। (বিশেষ অধিবেশন)
৩৬। ১৯২০ নাগপুর—বিজয় রাঘবাচারী।
৩৭। ১৯২১ আহম্মদাবাদ—হাকিম আজমল খাঁ।
৩৮। ১৯২২ গয়া—চিত্তরঞ্জন দাশ।
দিল্লী—আবুল কালাম আজাদ। (বিশেষ অধিবেশন)
৩৯। ১৯২৩ কোকনদ—মোহম্মদ আলী।
৪০। ১৯২৪ বেলগাঁও—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।
৪১। ১৯২৫ কানপুর—সরোজিনী নাইডু।
৪২। ১৯২৬ গোহাটী—শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার।
৪৩। ১৯২৭ মাদ্রাস—ডাঃ আনসারী।
৪৪। ১৯২৮ কলিকাতা—মতিলাল নেহেরু।
৪৫। ১৯২৯ লাহোর—জহরলাল নেহেরু।
৪৬। ১৯৩০ করাচী—বল্লভভাই পাটেল।
১৯৩১ পুরীতে হইবার কথা ছিল, গভর্নমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন
১৯৩২ দিল্লী—রণছোড় লাল।
১৯৩৩ কলিকাতা—নেলি সেনগুপ্তা।
(এই তিনটি সভা ধরা হয় না।)
৪৭। ১৯৩৪ বোম্বাই—রাজেন্দ্র প্রসাদ।
৪৮। ১৯৩৫ লখ্‌নৌ—জহরলাল নেহেরু।
৪৯। ১৯৩৬ ফৈজপুর—জহরলাল নেহেরু।
৫০। ১৯৩৮ হরিপুর—সুভাস চন্দ্র বসু।
৫১। ১৯৩৯ ত্রিপুরী, সুভাস চন্দ্র বসু, রাজেন্দ্র প্রসাদ।
৫২। ১৯৪০ বিহার—রামগড় (হাজারিবাগ)

কনট্‌ (Connaught, Duke of, Prince Arthur.)

বর্তমান ইংলানডেশ্বর ৬ষ্ঠ জর্জের পিতামহ। ইনি ৭ম এডওয়ার্ডের ভ্রাতা; মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৩য় পুত্র। জন্ম ১৮৫০। ইনি ২৫,০০০ পাউণ্ড বৎসরে ভাতা পান। ১৮৭৪ হইতে প্রিন্স আর্থার এই উপাধি পান। ইনি সৈনিক বিভাগে কার্য করিতেন। ১৯১১—১৬ কানাডার গভর্নর-জেনারল ছিলেন। ১৯২০এ ভারতে আসেন ও ১৯২১এ দিল্লীর নূতন ব্যবস্থাপক-সভা উদ্‌ঘাটন করেন।

কন্‌ট্রাক্ট (Contract)

দুই ব্যক্তি বা পক্ষর মধ্যে কোন কাজ সম্বন্ধে যে চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্ট হয়, তাহা আইনের চক্ষে অবশ্য পালনীয়। চুক্তির মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকিলে চলে না। কন্‌ট্রাক্ট সর্বদা লিখিত হয় না, যদিও বর্তমান যুগে ইহা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশ চুক্তি মুখে মুখে সম্পাদিত হয়। চুক্তি-ভঙ্গ আইনের চোখে বিশেষ অপরাধ। প্রত্যেক দেশে কন্‌ট্রাক্ট সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আইন-গ্রন্থ আছে। ব্রিজ তাস খেলার এক প্রকার বিশেষ খেলাকে 'কন্‌টাক্ট ব্রিজ' বলে।

কন্‌ট্রাক্টর (Contractor)

যে ব্যক্তি বা ফার্ম নির্দিষ্ট মূল্যের বা ব্যয়ের চুক্তিতে গভর্নমেন্ট বা মিউনিসিপালিটিকে অথবা বেসরকারী লোক বা সমিতিকে কোন দ্রব্য সরবরাহ বা কোন কার্য সম্পন্ন করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তাহাকে কঃ বলে। প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন করিবার চুক্তি কন্‌ট্রাক্টরকে করিতে হয়।...গভর্নমেন্টের কাজের জন্য গেজেট ও সংবাদপত্রে 'টেন্‌ডার কল' (দ্র) (tender call) বা দর ও পড়তা পেশ করিবার জন্য কন্‌ট্রাক্টরদিগকে আহ্বান করা হয়। যাহার টেন্‌ডার গৃহীত হয়, সেই কাজের কন্‌ট্রাক্ট পায়। নিম্নতম টেন্‌ডার দাতাকেই যে কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কোন সরকারী কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বা কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটির সদস্য নিজ এলাকায় কোন কন্‌ট্রাক্ট গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা করিতে হইলে ঐ পদে ইস্তফা দিতে হয়। বাংলায় একশ্রেণীর কন্‌ট্রাক্টরকে ঠিকাদার বলে।

কন্‌ট্রোলার (Controller ; comptroller)

কোন বিভাগ বা বিষয় বা ব্যবসায়ের যথাযথ নিয়ন্ত্রনের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত হয়, তাহাকে সাধারণভাবে কনট্রোলার বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদির নিয়ামক কঃ নামে পরিচিত। স্টেশনের যে কর্মচারী কোন্ লাইনে কোন্ গাড়ী যাইবে বা আসিবে তাহার ব্যবস্থা করেন, তাঁহাকে কঃ বলে। যুদ্ধের সময় খাদ্য, কয়লা, কাঠ, কাগজ, প্রভৃতির অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য কন্‌ট্রোলার নিযুক্ত হয়।

কন্‌ভেণ্ট (Convent)

ক্যাথলিক খৃস্টানদের মঠ। Monastery বলিতে সন্ন্যাসীদের ও কন্‌ভেণ্ট বলিতে সন্ন্যাসিনীদের মঠ বুঝায়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের আবাস ও বিদ্যালয়কেও কন্‌ভেণ্ট বলে।

কনভোকেশন (Convocation) সমাবর্তন, উপাধি দান।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাৎসরিক উপাধি বিতরণের সময় যে সভা হয়, তাহাকে কঃ বলে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্‌সেলার ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চান্‌সেলার উপাধি বিতরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। উপাধি বিতরণ সভায় প্রত্যেক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পোষাক (গাউন বা বিলাতী ধরণের আলখেল্লা ও টুপি) পরিতে হয়। এই পোষাক ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কৃত। কিছুকাল হইতে উপাধি বিতরণ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ছাত্রদের উপদেশ দিবার জন্য আহ্বান করার রেওয়াজ বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে দেখা যাইতেছে।...অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরিচালক সভার নাম কঃ।...কেণ্টারবেরী ও ইয়র্কের চার্চ-সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য সভাকে কঃ বলে। ইহা দুইটি কোঠায় (House) বিভক্ত; প্রথম বা উচ্চ পরিষদে বিশপেরা সভ্য; নিম্ন পরিষদে ডীন, আর্কডীন, প্রোক্টর প্রভৃতিরা সভ্য।

কন্‌রাড্‌ (Conrad. Joseph ১৮৫৭-১৯২৩)

ইহার পুরা নাম (Josef Konrad Korzeniowski)। জন্মস্থান ইউকরেন (Ukraine)। ইনি পোল্যান্ডে শিক্ষা লাভ করেন ও সেখানে বাল্যকাল কাটে। কিছুকাল ফরাশী ও ইংরেজি জাহাজে চাকুরী করেন ও ১৮৯৪এ ইংল্যান্ডে আসিয়া বাস করেন। ইংরেজি ভাষায় বহু উপন্যাস ও গল্প লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হন।

কন্‌সাল (Consul)

বিদেশের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দরে প্রবাসী ব্যবসায়ী, বাসিন্দা, পরিব্রাজক প্রভৃতির নিরাপত্ত, ব্যবসায়ীর বাণিজ্যর স্বার্থ পরিদর্শন প্রভৃতির জন্য যে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হন তাহাকে কঃ বলে। কলিকাতায় প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের কন্‌শাল আছেন। কনসাল তাঁহার দেশস্থ প্রবাসীদের স্থানীয় অত্যাচার অবিচার হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে স্থানীয় অ্যাম্‌বাসাডার বা রাজদূতকে জানাইয়া দেন। অধীন দেশে অ্যামঃ আসেনা, কনসালরা সব কাজ করেন।... ভারতের কোন কন্‌সাল বিদেশে নাই, এবং কোন রাজদূতও এখানে আসে না।...প্রাচীন রোমের গণতান্ত্রিক যুগে দুইজন কনসাল এক বৎসর করিয়া একত্রে দেশ শাসন করিতেন। ফরাসী রিপাব্‌লিকে ১৭৯৯-১৮০৪ তিনজন শাসককে কঃ বলিত। নেপোলিয়ন ছিলেন প্রথম কন্‌সাল। (First consul)

কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সান (Conscription)

সৈন্যদলে সাধারণ লোককে বাধ্য করিয়া ভর্তি করিবার নিয়ম ১৭৫৭ প্রথম ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত হয়। ১৭৯৮এ ফ্রান্সে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়। জারমেনদের নিকট ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান

যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ফরাসীরা ১৮৭২ হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে রণবিদ্যা শিখিতে বাধ্য করে। ১৮০৮এ প্রুশিয়া ও ১৯ শতকে ইউরোপের প্রায় সর্ব দেশে উহা প্রচলিত হয়। মহাসমরের সময় বৃটেন ১৯১৬ ও পরে কানাডা, মার্কিন রাজ্যে উহা প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে প্রায় সব দেশেই কঃ চলিতেছে। সাধারণত ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত সুস্থ পুরুষ মাত্রকেই রণশিক্ষা লইতে বাধ্য করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিলে বা স্বয়ং অসহযোগ করিলে শাস্তি পাইতে হয়।

কন্‌সটাবল (Constable)

বাংলায় পুলিশকে কঃ বলে। কয়েকজন পুলিশের উপর একজন 'হেড্ কনস্টাবল' থাকে।…দেশের মধ্যে কোন অশান্তি দেখা দিলে সাধারণ লোকের মধ্য হইতে 'স্পেশাল কঃ' নিযুক্ত করা হয়।…বাংলাদেশে ১৯৩১-৩২এ ১৯,৬৮৬ জন স্থায়ী ও ১৬৫৪ অস্থায়ী কনঃ ছিল। এ ছাড়া খাস কলিকাতায় ৪৫২৪ জন কঃ ছিল।…লাতিন ভাষায় Comes stabuli বা Count of the stable বা অশ্বাধিপতি হইতে শব্দর উৎপত্তি। ইউরোপে এই শব্দ নানাদেশে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কন্‌সটাণ্টাইন (Constantine ২৮৮—৩৩৭)

রোমান প্রথম খৃস্টান সম্রাট। জন্ম ২৮৮ খৃঃ অঃ; পিতা কনস্টান্টিয়াস ক্লোরাস্ (২৫০—৩০৬)। কঃ পিতার মৃত্যুর পর ৩০৬এ সম্রাট্ হন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করিয়া বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ৩১১ অব্দে ম্যাকেসনটিয়াস্ নামে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত রোমের নিকট যুদ্ধের সময় ইনি আকাশে যীশুর ক্রুস্ দেখেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে; এবং সেই সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে জয়ী হইলে খৃস্টান হইবেন; যুদ্ধে মাঃ নিহত হন ও কঃ জয়ী হয়। ৩৩০ খৃ অব্দে রোম হইতে বৈজয়ান্তমে (Byzantium) রাজধানী পরিবর্তন করেন। ইহাই কনস্টান্টিনোপল নামে খ্যাত হয়।…এই নামে ১০ জন রোমান্ সম্রাট্ ছিলেন। শেষ কঃর সময়ে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল ১৪৫৩এ অধিকার করে।

কন্‌সটাণ্টাইন (Constantine ১৮৬৮—১৯২৩)

আধুনিক গ্রীসের রাজা। রাজা জর্জের পুত্র। জারমেনীর ভূতপূর্ব কাইসার ২য় উইলিয়ামের ভগ্নীপতি। ১৯১৩এ গ্রীসের রাজা হন। মহাযুদ্ধের সময় কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; ফলে ইংরেজের প্ররোচনায় দেশে বিদ্রোহ হয় এবং ইনি ১৯১৭এ গ্রীস হইতে বিতাড়িত হন। নাবালক পুত্র রাজা হন ও তাহার মৃত্যুর পর ১৯২০এ পুনরায় রাজা হন। পুনরায় নির্বাসিত হন। ১৯২৩এ মৃত্যু হয়।

কন্‌সটিটিশউন (Constitution), রাষ্ট্রকাঠামো,

বিধি, বিধান। Constitutional, বিধিসঙ্গত।

রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও শাসন বিষয়ে পরস্পরের অধিকার ও সম্বন্ধ যে মূলবিধি বা বিধান অনুসারে রচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে কঃ বলা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিধি বা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র লিপিবদ্ধ করে (১৭৮৯)। ইহার কিছুকাল পরে ফরাসী বিপ্লবের সময় নূতন আদর্শে রাষ্ট্র শাসনের এক দলিল প্রস্তুত হয়। লিখিত কঃএর ইহাই আরম্ভ। যুক্তরাষ্ট্রের আদি ১৩টি স্বায়ত্ত শাসিত স্টেটের প্রতিনিধি সমবেত হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মূল কতকগুলি সূত্র লিপিবদ্ধ করেন; সেই দলিল বলেই যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক স্টেটসমূহ নিজ নিজ স্টেট্ চালনা করিবার ও সমবেতভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই মার্কিন অথবা ফরাসী রিপাবলিকের আদর্শে নিজ নিজ কঃ প্রণয়ন করিয়াছে। ইংল্যান্ডে লিখিত কঃ নাই; মাগনা কার্টাকে প্রজাধিকারের প্রাচীনতম দলিল বলিলেও উহাকে কঃ বলা যায় না। বৃটিশ শাসনের রাষ্ট্রকাঠামো উহার পার্লামেন্টের আইন করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে; পার্লামেণ্ট এখানে Sovereign authority বা চরম নিয়ন্তা। ফ্রান্স ফরাসী বিপ্লবের সময় ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রিকের (Citizen) ইচ্ছাই রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে চরম (National Sovereignty)।…মহাযুদ্ধের পর অধিকাংশ প্রাচীন রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়া সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে বহুক্ষেত্রে নূতন কঃ রচিত হয়। ফ্রান্স ব্যতীত অধিকাংশ স্টেটেই বর্তমানে নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার কনস্টিটিউশনে স্বীকৃত হইয়াছে। রুশ বিপ্লবের পর সেখানে রাষ্ট্রশাসনের নূতন পরীক্ষা সুরু হইয়াছে; এখানে ধনী, নির্ধনের মধ্যে রাষ্ট্রিক অধিকারে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভেদ লোপ করিয়া নূতনতর কঃ গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েট আদর্শে কোন কোন দেশ রাষ্ট্রকাঠামো রচনা করিতেছে।

(পৃথক পৃথক দেশের রাষ্ট্রকাঠামো ভূগোল-কোষের অংশে দেশের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে)।

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ

পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের একটি শাখা। কান্যকুব্জ বা কনৌজের নিকট ইহাদের আদিবাস ছিল। বর্তমানে বহু শাখায় বিভক্ত, যেমন মিশ্র, শুক্ল, তিওয়ারী, দোবে, পাঠক, পাণ্ডে, উপাধ্যায়, চোবে,দীক্ষিত, বাজপেয়ী, সরযুপারী ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শাখা বহু উপশাখায় বিভক্ত। বাঙলার ব্রাহ্মণরা এককালে কনৌজ হইতে আসিলেও তাহাদিগকে কঃ বলে না। (দ্রঃ কনৌজ; ভূগোল-কোষ)

কণ্টকারী, কন্টিকারী (Solanum Xanthocarpum).

উদ্ভিদ ; লতানিয়া ক্ষুপ, উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে জন্মে ; নদীচরেও হয়। শীতকালে বাড়ে। পাতা প্রচুর কণ্টকযুক্ত। ফুল নীল বর্ণ ও মিলিত দল ; দলাগ্র পাঁচ ভাগে চেরা। পরাগ কোষ স্থূল, পীত বর্ণ। ফল গোল, সবুজ, গায়ে শাদা ডোরা ; পাকিলে হলুদে হয়। বীজ বেগুণের মত। শ্বেত কঃর ফুল শাদা, উহা অতীব দুর্লভ। আয়ুর্বেদে নানা ব্যাধিতে ইহার শিকড় প্রচুর ব্যবহৃত হয়। বসন্তকালে ইহার শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে মারি বা বসন্ত নিবারণ হয় বলিয়া লোকবিশ্বাস। (দ্রঃ Chopra 596 ; যোগেশ)।

কণ্টকত্বক প্রাণী (Echinoderma)

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীজগতের জীব। এই বর্গের সকল জাতের জীব সমুদ্রবাসী জলচর। ইহাদের গতি মন্দ এবং দেহ-তন্তুতে চূণঘটিত পদার্থ প্রচুর থাকে। নার্ভ-তন্ত্রের কোন কেন্দ্র ইহাদের দেহে নাই। সাধারণত পাঁচ জাতির প্রাণী এই বর্গে পড়ে, যথা (১) তারামাছ (Starfish), (২) বালুতারা (Brittle-stars, Sand-stars or Ophiuroids), (৩) Sea-urchins বা Echinoids, (৪) Sea-cucumbers or Holothurians ও (৫) Feather-stars, Sea-lilies or Crinoids। তারা-মাছ দেখিতে তারার মতন ; ইহার শরীর হইতে ৫টি হাতের মত অঙ্গ বাহির হয় ; সমুদ্রের অল্প জলে পাথরের গায়ে ও ফাটলে লুকাইয়া বাস করে। গায়ের উপর সজারুর কাঁটার মত কাঁটা আছে। পা দেহের তলায় লুকানো থাকে ; মুখ আছে দেহের নীচে। ছোট মাছ, গুগলি কাছে আসিলে ধরে ও শরীরের তলায় ফেলিয়া শুষিয়া লয়। খাওয়া শেষে শিকারের অস্থি, খোলা পড়িয়া থাকে। (দ্রঃ জগদানন্দ রায়, পোকা মাকড় ৬৪ - ৭১)

কণ্টি (Conti, Nicolo ১৫ শতক)

ইতালীয় পরিব্রাজক। আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশ পর্যটনে বাহির হন। সীরিয়া দেশ হইয়া বাবিলন বসোরা এবং তথা হইতে সমুদ্রপথে মালাবার, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও দক্ষিণ চীন ভ্রমণ করেন। ১৪২০এ বিজয়নগরের রাজা ২য় দেবরায়ের সময়কার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কণ্টী গাছ (Caesalyinia dignya)

কৃষ্ণচূড়াদি বর্গের বন্য বৃহৎ অল্প কণ্টকময় ক্ষুপবিশেষ ; পাতায় ৫—৯ জোড়া পর্ণ ; ফুল হলদে ; বর্ষাকালে ফোটে। ফল বা শুঁটী চেপটা, ২।৩ অঙ্গুলি লম্বা হয়। কষায় রস নিমিত্ত শুঁটী প্রসিদ্ধ। ইহাতে ৫৩%এর উপর কাষায়িন (tannin) আছে বলিয়া চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার চাহিদা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এই গাছ বাংলাদেশ, আসাম, উত্তর মাদ্রাস ও বর্মায় এবং মধ্য প্রদেশের কোনো কোনো স্থানে পাওয়া যায়। (দ্রঃ যোগেশ ; Watt)

কন্দনল (Bulb tube)

একটি কাঁচের ফাঁপা নলের একদিকে কন্দ বা Bulbএর আকার বিশিষ্ট যন্ত্র ; রাসায়নিক বীক্ষণাগারে ব্যবহৃত হয়। থার্মোমিটার এক প্রকার কন্দনল, তবে তাহার ঊর্ধ্বমুখ বন্ধ থাকে।

কন্দর্প

অনঙ্গ, কামদেব, মদন, মনোজ। ব্রহ্মার মানসপুত্র। এই দেবতা মহাদেবের তপোভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করেন ও শিবের ক্রোধানলে দগ্ধ হন। কিন্তু দেবতাদের অনুরোধে এই বর পান যে জীবগণের উপর তাঁহার আধিপত্য চিরকাল থাকিবে। সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া কোনো জীব কামের বশ্যতা না স্বীকার করিয়া জগতে থাকে না।

কন্দর্প নারায়ণ রায়

বাংলার (দ্বাদশ ভৌমিক) বারো ভূঞার অন্যতম রাজা। ১৫৮৬ অব্দে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন ; ইহার পুত্র রামচন্দ্রের সহিত যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ হয়। কন্দর্প নির্মিত পিত্তলের কামান (দৈর্ঘ্য ৭৸০ ফুট, গোড়ার বেড় ২।০ ফুট, মুখের ফুটা ১৯।০ ইঞ্চি) এখনো সেখানে আছে। (দ্রঃ বারোভূঞা)

কন্দলী

ঊর্ব ঋষির জানুসম্ভূতা কন্যা, দুর্বাসার সহিত বিবাহ হয়। কন্যা অত্যন্ত কোপনস্বভাবা (কন্দলী) ছিলেন। ঋষি শতাধিকবার তাহার ক্রোধ ক্ষমা করিয়া অবশেষে তাহাকে দগ্ধ করেন। পরে ইনি কন্দলী (কদলী) গাছ হইয়া পৃথিবীতে জন্মিলেন। বাংলা কোঁদল অর্থ ঝগড়া।

কন্‌ফিউসিয়াস্ (Confucius)

(দ্রঃ ক-ফু-ৎ্‌সু)

কন্যা (Virgo) রাশি

সূর্যের পরিভ্রমণ-পথের দ্বাদশ রাশিচক্রের ষষ্ঠ রাশি। প্রাচীন বাবিলনবাসীরা আকাশে নক্ষত্রদের মধ্যে এক কন্যা মূর্তি কল্পনা করে এবং মিশরীয়রা ঐ প্রতীক গ্রহণ করে ও তথা হইতে গ্রীসে যায়। পশ্চিম এশিয়া হইতে এই কল্পনা ভারতে আসে। Spica নামে উজ্জ্বল যুগ্ম তারা ইহাতে আছে ; একটি ঔজ্জ্বল্য ১·২ magnitude, অপরটি ৩·৬ ; ইহারা ১৮০ বৎসরে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। ৩০টি তারার ঔজ্জ্বল্য ৪·৪ হইতে ৫·২। সূর্য ২২শে অগস্ট সায়ন (দ্রঃ, সিংহরাশি হইতে সায়ন

(দ্রঃ) কন্যায় প্রবেশ করে ; এবং ভাদ্র সংক্রান্তিতে সূর্য নিরয়ন (দ্রঃ) সিংহরাশি হইতে নিরয়ন কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে ও আশ্বিন মাস সুরু হয় ; এই রাশি উত্তর-ফাল্গুনী ¾, হস্তা ৪ ও চিত্রা ½ এই ৯টি নক্ষত্র পাদদ্বারা গঠিত। [সায়ন, The longitude of a planet reckoned from the vernal equinoctial point.]

কন্যাকুব্জ

কান্যকুব্জ দেশ (দ্রঃ)। পবনদেব রাজা কুশনাভের একশত কন্যার রূপে আকৃষ্ট হন ; কিন্তু কন্যারা তাঁহাকে উপেক্ষা করে ; তজ্জন্য পবন ঝটিকার দ্বারা ইহাদের দেহ কুব্জ করেন।

কপ্‌টস (Copts)

মিশরের প্রাচীন খৃস্টানদের ও তাহাদের আধুনিক বংশধরগণের নাম। ইহারা কাইরো ও নিকটবর্তী স্থানে বাস করে। ইহারা মিশরের মধ্যে সুশিক্ষিত। গ্রীক্ চার্চের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে মিল থাকিলেও বহু শত বৎসর মুসলমানদের দ্বারা শাসিত ও উৎপীড়িত হইয়া নানা বিষয়ে গ্রীকচার্চ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের কপ্‌টিক চার্চভুক্তর সংখ্যা ৮·৫০ লক্ষ। কপ্‌টস্‌রা আরবী ভাষী।...ইহাদের প্রাচীন্ ভাষাকে কপ্‌টিক বলে ; ইহা প্রাচীন মিশরীয় ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং ঐ ভাষায় গ্রীক হইতে বাইবেলাদি খৃস্টীয় গ্রন্থের তর্জমা হয়। কিন্তু কালে ঐ ভাষা অচল ও দুর্বোধ হইয়া যায় এবং কপ্‌টরা আরবী ভাষাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

কপাট (Valve)

পাম্প বা নলের মধ্য দিয়া কোন তরল বা গ্যাস্ চালিত হইবার সময় উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে কলের প্রয়োজন হয় তাহাকে 'ভাল্‌ভ' বলে। ইহার অনেকগুলি স্বয়ংক্রিয় (automatic)। শোষা-পাম্পের (Suction Pump) মধ্যে একটি ছোট চাক্‌তি চামড়ার কব্জায় আঁটা থাকে ; উহাও অটোমেটিক।...সাইকেলের টিউব বা নলের সঙ্গে এক প্রকার Valve Tube দিলে তবেই হাওয়া পাম্প করা যায়।

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। ১৮৬৭এ প্রকাশিত হয়।

কপিকল (Pulleys)

একটি কাঠামোর মধ্যে একটি খাঁজকাটা চাকা থাকে ; এই চাকার উপর দিয়া রশি বা শিকল ঝুলাইয়া দিয়া কোন ভারি জিনিষ টানিয়া তুলিতে মেহনত অনেক কম লাগে। স্টাটিক্স (Statics) বা স্থিতিবিজ্ঞানে এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়। ভার উত্তোলনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক কপিকল ব্যবহৃত হয়। কপিকল আদিমযুগের মানুষের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার।

কপিরাইট (Copyright)

কোনো লেখকের গ্রন্থ ও রচনা, শিল্পীর চিত্র, সঙ্গীতকারের স্বরলিপি প্রভৃতি রচয়িতার বা প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত অন্য কেহ প্রকাশ বা এমনকি সমালোচনার জন্য যেটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন তদতিরিক্ত উদ্ধৃত করিতে পারে না ; করিলে আইনত দণ্ডনীয় হয়। রচয়িতার জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকে, তাহার পর যে কেহ প্রকাশ করিতে পারে। কপিরাইট বিক্রয় করা যায়, অর্থাৎ নিজের রচনা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অন্যকে হস্তান্তরিত করা যায়। প্রায় সকল দেশেই একটা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা কপিরাইট নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্কিনদেশ, হল্যান্ড ও রাশিয়া ইহার মধ্যে নাই, সেইজন্য অনেক কোম্পানী ইংরেজি বই একই সময়ে ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় ছাপে।

কপিল মুনি

(১) ষড় দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্যসূত্রের রচয়িতা। কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই—অন্ততঃ অস্তিত্বের প্রমাণা-ভাব এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ প্রকৃতি (জড়) হইতে উদ্ভূত। সাংখ্য মতের তিনখানি মাত্র গ্রন্থ আছে, 'তত্ত্বসমাস সূত্র,' 'সাংখ্যপ্রবচন সূত্র' ও ঈশ্বরকৃষ্ণের 'কারিকা'। অনেকে 'তত্ত্বসমাস সূত্রকে' কপিল মুনির মূলদর্শন মনে করেন। তবে ইহাকে সূত্র না বলিয়া সূচী বলা উচিত। এই তত্ত্বসমাসের কপিলশিষ্য-আসুরির নামে প্রচলিত এক ভাষ্য এবং ১৭৯১ শকাব্দে লিখিত শ্রীনরেন্দ্রকৃত এক টীকা প্রচলিত আছে। (দ্রঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাংখ্য পরিচয়)।

(২) ইন্দ্র সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া পাতালে ধ্যান-রত কপিল মুনির আশ্রম সমীপে রাখিয়া আসেন। সগর তনয়গণ উহা আবিষ্কার করে ও মুনিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে। মুনির কোপানলে সগরের ৬০ হাজার সন্ততি ধ্বংস হয়। পরে অংশুমান (দ্রঃ) পাতালে গিয়া মুনিকে সন্তুষ্ট করেন ও জানিতে পারেন জাহ্নবীর জলে সগর বংশের উদ্ধার হইবে। ইহার পর ভাগীরথী মর্ত্যে আনীত হয়।

কপিলা

পৌরাণিক জীবধাত্রী দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী ; তিলোত্তমা রম্ভা প্রভৃতি কন্যা, অতিবাহু, হাহা, হুহু, গো ও গন্ধর্ব প্রভৃতি বহু জীবের জননী। পশ্চিমবঙ্গে পটুয়ামালেরা কপিলার গান গাহিয়া গৃহস্থকে গোসেবা শিক্ষা দেয়।

কপোত নক্ষত্রমণ্ডল (Columba)

দক্ষিণ আকাশে ১০টি তারা সমন্বিত নক্ষত্রমণ্ডল।

কফ (Phlegm)

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে মানুষের দেহবিকার তিনটি ধাতুর বায়ু, পিত্ত ও কফ, একটি বা দুইটি বা তিনটিই কুপিত হইলে হয়। সাধারণত কোনো রোগীর শ্লেষ্মা প্রবল হইলে তাহাকে কফ-কুপিত বলা হয়।......বায়ুনালী নির্গত শ্লেষ্মাকে (expectoration, sputum) কফ বলে। মুখের মধ্যে যাহা থুথু ভাবে জমে, তাহা মুখের ভিতরের নিষ্ঠীবন গণ্ড (Salivary glands) হইতে নির্গত হয়।

কফী (Coffee)

আরবী কাভে শব্দ। আবিসিনিয়া ও আরবদেশ কফী গাছের আদি স্থান। আবিসিনিয়ার একটা স্থানের নাম আছে Kaffa; বোধ হয় সেই স্থানের নাম হইতে গাছের নামকরণ হইয়াছিল। আবিসিনিয়া হইতে আরবে ও তথা হইতে ইউরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। এখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সর্বত্রই চাষ হইতেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলে ছায়া ও অল্প আওতায় ইহার চাষ ভাল হয়; কলা গাছের তলায় বা ব্রেজিলে এক প্রকার দীর্ঘ মটর শুঁটি গাছের নীচে ইহার চাষ হইতেছে। কফী গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ; পাতা চির-হরিৎ, মসৃণ, ফুল শাদা, ছোট গুচ্ছে বদ্ধ। ফলে দুটি কোষ; দুটি বীজ। এই বীজ শুকাইয়া বা ভাজিয়া গুঁড়া করিলে 'কফী' তৈয়ারী হয়; ইহা গরম জলে ভিজাইয়া বা ফুটাইয়া চিনি দুধ দিয়া লোকে চায়ের ন্যায় পান করে। ডাচ্‌রা ও ভারতের মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির লোকে সব চেয়ে বেশী কফীখোর। সিংহল, মেক্‌সিকো ও আফ্রিকার কাফী জোরালো; য়েমেনের (Yemen) কাফী উৎকৃষ্ট। মধ্য আমেরিকা, জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ, সিংহল, আরব, হাওই, পশ্চিম ইনডিস্ ও ব্রেজিল হইতে কফী রপ্তানি হয়। সমগ্র উৎপন্নর ৬০% ব্রেজিলে হয়। কেনিয়ায় (Kenya) চাষ সুরু হইয়াছে। দঃ ভারতে একজন মুসলমান হজ হইতে ১৮ শতকে ফিরিয়া আসিয়া এই চাষ প্রবর্তন করেন। তবে ১৮৪০ হইতে যথার্থ চাষ আরম্ভ হয়। ডাচ্ পূর্ব দ্বীপালিতে ইহার চাষ প্রবর্তনের জন্য আরবরা দায়ী। ১৯৩৩-৩৪এ পৃথিবীতে অনুমান ২৪,৯৮০,০০০ কুইন্টল ওজনের কফী উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে ব্রেজিলে হয় ১৭,৭৬৬,০০০ কুঃ। ইহার পর কলাম্বিয়া রাজ্যে ২,০৩০,০০০ কুঃ। তৎপরেই পূর্ব-দ্বীপালি (ওলন্দাজ ভারত) ১,০৬৪,০০০ কুঃ। ভারতবর্ষে সাধারণত ১,৫০,০০০ কুঃ উৎপন্ন হয়। লনডনে ১৬৫২এ প্রথম কফীর দোকান হয়।

কব্‌ডেন (Cobden, Richard ১৮০৪-৬৫)

ইংরেজ অর্থনীতিক ও সংস্কারক। ১৯ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যানডে শিল্পোন্নতি হওয়ায় বিদেশী খাদ্য শস্যর চাহিদা বাড়ে। বিদেশী শস্য আমদানী হইতে থাকিলে স্থানীয় শস্যের মূল্য কমিয়া যায়। ইহাতে সাধারণ লোকের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ধনী জমিদার শ্রেণীর চাষাদের ক্ষতি হইল। তাহারাই পার্লামেন্টে প্রবল ছিল এবং তাহার ফলে আইন দ্বারা বিদেশী শস্য আমদানি বন্ধ করিল। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কব্‌ডেন আন্দোলন সৃষ্টি করেন, ও উহা আন্টিকর্ণ ল লীগ্ (Anti-corn Law League) নামে খ্যাত হয়। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৮৪৬এ ঐ আইন উঠিয়া যায়। কবডেন অবাধ বাণিজ্য ও বিশ্বশান্তি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.-তে রাজনীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রকে বিলাতের কবডেন সোসাইটি ১৮৭৯ হইতে একটি মেডেল উপহার দিয়া থাকেন।

কবন্ধ

কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত ঋষি-উৎপীড়ক দৈত্য। কোনো মহর্ষির অভিশাপে বিকট রাক্ষসরূপী হয়। কবন্ধ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ু বর লাভ করে ও গর্বভরে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণে চেষ্টা করে। ইন্দ্র তাহার মস্তক ও হস্তচ্ছেদন করেন; কিন্তু ব্রহ্মার বর স্মরণ করিয়া তাঁহার হস্ত দীর্ঘ ও কুক্ষিদেশে মুখ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া দীর্ঘ হস্তের সাহায্যে প্রাণী ধরিত। রামের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পায়।

কবর প্রথা

মৃতদেহকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়ার নাম কবর দেওয়া বা মাটি দেওয়া। প্রায় সব ধর্মেই কবর প্রথা দেখা যায়। খৃস্টান ও ইসলাম জগতে, চীন ও জাপানে মৃতকে মাটির মধ্যেই পোঁতার রীতি আছে। মৃত্যুর পর মানুষ মাতৃ অঙ্কে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, এই ভাব হইতে মানুষকে বসাইয়া কোনো কোনো ধর্ম-সমাজে কবর দেওয়া হয়। মানুষ পুনরায় বাঁচিবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া মিশরে মামি (দ্রঃ) করা হইত। সেমেটিক জাতির বিশ্বাস পৃথিবীর ধ্বংসের পর 'কেয়ামত' দিনে (Doomsday) ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিবেন, সেইদিন সকলে কবর হইতে উঠিবে, ও পাপ পুণ্যের বিচারের পর পাপীকে অনন্ত নরকে ও পুণ্যাত্মাকে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করা হইবে। এই ধারণা খৃস্টান, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে আছে। হিন্দুদের মধ্যে বৈরাগী বা বোষ্টমরা শবকে বসাইয়া সমাধি দেয়। খৃস্টান ও মুসলমানেরা শবকে কাফনে পুরিয়া মাটিতে পুঁতিয়া থাকে। মুসলমানদের কবর নাভি বা বুক পর্যন্ত গভীর করা হয়। তাহাদের কবর দুই প্রকার, বগ্‌লী ও সিন্দুকা। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ স্থপতি শিল্প এই কবর গৃহে প্রকাশ পাইয়াছে। তাজমহল, ইতমদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। মিশরের পিরামিডও

কবরগৃহ। ইসলামের নিয়মানুসারে কবরের উপর কোনো চিহ্ন রাখা নিষেধ এবং তিন হইতে বার বছরের মধ্যে কবর ভূমি চষিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ আছে।...ইউরোপের বড় বড় শহরে কবরের স্থান পাওয়া কঠিন হইয়াছে, সেইজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাহকার্য প্রবর্তিত হইতেছে (দ্রঃ ক্রিমেটোরিয়াম্)। মানুষ যখন যাযাবার ছিল তখন মৃতদেহ কবরিত করার রেওয়াজ হয়। জলাভূমিতে বা অতিরিক্ত জলপূর্ণ দেশে কবর অনেক সময়ে অস্বাস্থ্যকর হয়।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'

কবি মুকুন্দরামের উপাধি কবিকঙ্কণ। তাঁহার রচিত 'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যর সাধারণ নাম কবিকঙ্কণ চণ্ডী। (দ্রঃ মুকুন্দরাম) তাঁহার কাল সম্বন্ধে বহু মত; ১৫৩৬-৪৭।

কবিকণ্ঠহার

কবি ভূপতি কণ্ঠহার, জনৈক বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা; বোধ হয় শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের শিষ্য; ১৬।১৭ শতকের লোক। (দ্রঃ Brajabuli 207-9; পদকল্পতরু ৫ম পৃঃ ২৪-২৬)

কবি কর্ণপূর

(দ্রঃ কর্ণপুর) আসল নাম পরমানন্দ দাস।

কবিগান

বাঙলাদেশে ১৮ শতকের শেষ ভাগে কবিগানের চল হয়, তাহার পূর্বে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কবির আসরে প্রথমে ভবানী বিষয়, পরে সখী সম্বাদ, তারপর বিরহ এবং সবশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম ছিল। কবির মধ্যে যাহারা দাঁড়াইয়া ঢোল ও কাঁসির সঙ্গতের সঙ্গে গান গাহিতেন, তাহারা দাঁড়া-কবি নামে পরিচিত ছিলেন। কবি গানের কয়েকটি ঢঙ ছিল; প্রথমে তাঁহারা যে সুর ধরিতেন তাহাকে বলিত চিতেন, ইহার পর ফুকা, মেলৃতা, মহড়া, শওয়ারি; খাদ, পুনরায় মেলৃতা ও অন্তরা; অন্তরা সমাপনে দ্বিতীয় চেতন সুরু হইত। ...কবির দুই দল থাকে, এক দল গান গাহিয়া থামিলে, অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে; গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া আসরের লোকেরা জয় পরাজয় নির্ধারণ করেন। কবিগানের সৃষ্টিকর্তা রাসু নৃসিংহ, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস গোঁজলা গুঁই। তবে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় হরু ঠাকুরের সময় হইতে কলিকাতার ভদ্র সমাজে ইহার প্রচলন হয়। নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী চরণ বণিক, ভীমদাস মালাকর, রামবসু, ভোলা ময়রা, নীলু ও রামপ্রসাদ ঠাকুর, মোহন সরকার, লক্ষ্মী নারায়ণ যোগী, নীলমণি পাটুনী, রামসুন্দর স্বর্ণকার, আণ্টুনী সাহেব, গুরোদুম্বো, মহেশ কানা, সৃষ্টিধর ছুতার প্রভৃতি ঐ কালে কবির দল করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। গদাধর মুখো, রামচন্দ্র বন্দ্যো, ঠাকুর দাস চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্ট, রাজকিশোর বন্দ্যো, রামসুন্দর রায়, গোরক্ষ নাথ যোগী, রাম বসু, প্রভৃতি ঐ সকল দলের গান রচনা করিতেন; ইহাদের মধ্যে রাম বসুই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কবিগানের চলতি ঢঙ ভাঙ্গিয়া হাফ-আখড়াই, ফুল আখড়াই গড়ে; নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তরজা, খেউড় প্রভৃতি চলতি হয়।...কবি গানের প্রধান কলঙ্ক ছিল অশ্লীলতা; পূর্বে সমস্ত শুভ কর্মে কবির গান হইত। রাধাকৃষ্ণ বিষয় সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল।...বাঙালীর চিত্ত বিনোদনের জন্য কবিগান, হাফ-আখড়া, যাত্রা, থিএটর, ও বর্তমানে সিনেমা পর পর আসিয়াছে।

কবিচন্দ্র (১৬ শতক)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রকৃত নাম বোধহয় অযোধ্যারাম বা নিধিরাম। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। নিবাস বাঁকুড়া-দানুস্যা। 'দাতাকর্ণ' 'কলঙ্ক ভঞ্জন' 'গুরু দক্ষিণা' 'সত্যনারায়ণ কথা' প্রভৃতি রচয়িতা।

কবিচন্দ্র চক্রবর্তী (১৬ শতক)

মধ্যযুগের বাংলার কবি। পিতা মুনিরাম; নিবাস মানভূম জিলার অন্তর্গত পাণ্ডরা (পাণ্ডুয়া)। পূর্বে উহা বীরভূমের মধ্যে ছিল। ইনি রাজা গোপাল সিংহের আদেশে 'মহাভারত' 'ভারত কথা' নামে বাঙলা কবিতায় রচনা করেন। (ব-সা-সে ৫৩)

কবিতা কাব্য

কবিতা বা কাব্যই সাহিত্যের জননী। আদিযুগের মানুষ আপনার হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করে কাব্যের ভাষায়, আপনার কর্ম ও কীর্তির ইতিকথা লিপিবদ্ধ করে কবিতায়। লিখিত ভাষার জন্মের পূর্বে ভাষার ছন্দরূপ মানুষের স্মরণ থাকিত অধিক সহজে।

সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন হইলেও মোটামুটি বলা চলে, মানবহৃদয়ের ভাবের আবেগের স্বতঃউৎসারিত ছন্দময় রূপই কবিতা। ভাষার বিশিষ্ট বিন্যাস (Diction), ছন্দের বিচিত্র গতি (Metre or Rhythm), পঙ্‌ক্তি শেষে অনুরূপ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বা মিল (Rhyme), সাধারণত এই গুলিই হইল কবিতার বাহিরের বা আঙ্গিক পরিচয়। আধুনিক অনেক কবিই কবিতার গঠনের এইসব প্রাচীন রিতিতে ব্যতিক্রম আনিতেছেন। পঙ্‌ক্তিশেষের মিল যে কবিতার পক্ষে চরম প্রয়োজনীয় নহে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সেকালের Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য এবং একালের Free Verse বা 'মুক্ত ছন্দ' সাহিত্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে অনেকে 'গদ্য কবিতা'ও বলিয়া থাকেন।

কবিতার রূপের দিকে দৃষ্টি রাখিলে বলিতে হয় গদ্য-ই হইল ইহার বিপরিত রূপ। উহার অন্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় বলিতে হয় কবিতার বিপরিত প্রকাশ গদ্য নহে,—বিজ্ঞান (Science)। সৃষ্টির সত্যবস্তু ও ঘটনাগুলিকে কল্পনাময় এক নবীন দৃষ্টি ভঙ্গিতে অবলোকন যিনি করেন তিনিই কবি। ছন্দে ও ভাষার ব্যঞ্জনায় তিনি যাহা বলেন তাহা মানব হৃদয়ে ভাষার অতীতলোকের আভাস আনিয়া দেয়। ব্যঞ্জনা, রসাবেগ ও কল্পনাকে সেই কারণে কাব্যের প্রাণবস্তু বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাদের বাদ দিয়া কাব্য রচনার অসম সাহস আজো কোনো সত্য-কারের কবি করেন নাই, করা সম্ভবও নহে।

কবিতা প্রধানত দুই প্রকারের, আখ্যানমূলক কবিতা (Narrative Poetry), ও ভাবপ্রধান কবিতা (Subjective Poetry)। আঃ মূলক রূপই কবিতার আদিরূপ। প্রাচীন লোকসাহিত্যের ছড়া ও গাথায় ইহার প্রথম প্রকাশ। মহা-কাব্যে ইহার পরিণততম বিকাশ। আধুনিক যুগে উৎকৃষ্ট আখ্যানমূলক কাব্য দুর্লভ। এই সূত্রে বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' ও 'পলাতকা' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তুলির লিখন' উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যে চসার, স্পেন্সর, মিলটন, বায়রন, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবিরা অতি উৎকৃষ্ট আখ্যানপ্রধান কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ভাবপ্রধান কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মানব মনের পরিণতির পরিচায়ক। গীতিকাব্যে (Lyrics) ইহার পূর্ণপ্রস্ফুট বিকাশ। গীতিকাব্য গানের সগোত্র কারণ উহা সুর প্রধান। আপন হৃদয়ের গভীরতম বেদনার সুরটিকে কবি যখন ছন্দোবদ্ধ ভাষার সাহায্যে পাঠকের মনেও অনুরণিত করিতে সক্ষম হন তখনই তাঁহার কাব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। কাব্যের ইতিহাসে গীতিকবিদের স্থানই সকলের উচ্চে। এই গীতি-কবিতার যাদুমন্ত্রেই বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথ আজ জগতের হৃদয় জয় করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যই কাব্য সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, বায়রন, কীট্‌স প্রভৃতি অমর ইংরেজ কবিদের কাব্য ভাষার মহার্ঘ সম্পদস্বরূপ।

সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা বিশিষ্ট এক গঠনসম্পন্ন লিরিক্ বা ভাবপ্রধান কবিতা। ভাবের ঐক্য এবং গঠনের নির্দিষ্টতায় (চতুর্দ্দশ লাইন এবং পয়ার ছন্দ) ইহা এক সম্পূর্ণ বিশিষ্ট ধরণের কবিতা। ইতালীয় কবি প্রেত্রার্ক (Petrarch) ইহার জন্মদাতা। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্স্‌পীয়র ও মিল্‌টন ইহার নবরূপে উৎকর্ষ সাধন করেন। বাঙলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম এই কাব্যরূপ প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' ও 'নৈবেদ্যে' ইহা সুপরিনত আধুনিক-রূপ লাভ করিয়াছে।

কবিপতি বলরাম

(দ্রঃ বলরাম)

কবিবল্লভ (১৬-১৭ শতক)

মধ্যযুগের বাংলার কবি। 'রসকদম্ব' নামক শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাব্য রচয়িতা; ইহাতে ১০০০ শ্লোক আছে। ১৫২৮এ রচিত। করিব। পিতার নাম রাজবল্লভ; বগুড়া জিলার করতোয়া তীরে মহাস্থানের নিকট আরোড়া গ্রামে বাস ছিল। নরহরি সরকারের শিষ্য মুকুটরায় নামে এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে 'রসকদম্ব' রচিত হয়। তারকেশ্বর ভট্টাচা কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩৩২ কর্তৃক প্রকাশি । (দ্রঃ Brajabuli 163-5)

কবিরঞ্জন

বৈষ্ণব কবি; শ্রীখণ্ডে বাস ছিল। ইনি রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। লোকে ইঁহাকে ছোট বিদ্যাপতি বলিত, যদিও ইনি মৈথিলি ঢঙে কবিতা লেখেন নাই। 'পদকল্পতরু'তে ৩টী পদ আছে। রঘুনন্দন ঠাকুরের কবিশেখর নামে বোধহয় অপর একজন শিষ্য ছিলেন। (দ্রঃ Brajabuli 141-6)

কবিরাজ ও কবিরাজী

(১) বাঙলার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসককে কবিরাজ বলে। বোধ হয় পূর্বে বৈদ্য শ্রেণীর মধ্যে অনেকে কবি ছিলেন অথবা পণ্ডিতদের উপাধি ছিল বলিয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের 'কবিরাজ' নামের ব্যবহার হয়, যেমন ইউরোপীয় 'ডক্টর' শব্দ (দ্রঃ)। পূর্বে বৈদ্যরা নিজ পুত্র ও শিষ্যদিগকে নিজ গৃহেই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন; এখনো সে প্রথা উঠিয়া যায় নাই। বর্তমানে আয়ুর্বেদের প্রতি লোকের দৃষ্টি গিয়াছে এবং পাশ্চাত্য ধরণে কয়েকটি কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে যেমন—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ, বিশুদ্ধানন্দ আয়ুর্বেদ কলেজ ইত্যাদি। পূর্বে বৈদ্যজাতির পেশা ছিল চিকিৎসা, এখন সকল শ্রেণীর লোক এই সকল কলেজে পড়িতে পারে। কবিরাজী সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় বহু গ্রন্থ অনূদিত আছে। (দ্রঃ আয়ুর্বেদ)

(২) উৎকলের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিরাজ নামে এক শ্রেণীর সদাচারী বৈষ্ণব বাস করে। রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া প্রবাদ। শিষ্যরা ত্রিকণ্ঠি মালার পরিবর্তে এককণ্ঠি মালা ধারণ করে।

কবিরাজ পণ্ডিত (১২ শতক)

'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামে সংস্কৃত কাব্য (১৩ সর্গ) রচয়িতা। কাব্যখানি দুই অর্থে রচিত, রাম ও পাণ্ডবদের কথা একই শ্লোকে প্রকাশিত। বাঙলার চতুষ্পাঠিতে ছাত্ররা পড়িত। গ্রন্থকার দঃ ভারতের কদম্ব বংশীয় রাজা কামদেবের (১১৮১ খৃঃ অঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবিরাজের পিতার নাম কীর্তিনারায়ণ; তিনি রাজ-সেনাপতি ছিলেন। কবিরাজের অপর গ্রন্থ 'পারিজাত হরণ' (১০ কাণ্ড); ইহা দ্ব্যর্থবোধক কাব্য নহে। ইহাতে ইন্দ্রের

উদ্যান হইতে কৃষ্ণ কর্তৃক পারিজাত হরণ কাব্যাকারে বর্ণিত আছে।

কবিশেখর

পদকর্তা; শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য; বর্ধমান জিলার পরাণগ্রামে নিবাস ছিল। ইনি কবিশেখর, রায়শেখর, শেখররায় নামে পরিচিত; ধনী জমিদার ছিলেন। (দ্রঃ রায়শেখর)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর (১৫ - ১৬ শতক)

বাংলার কবি। 'মহাভারত' আদি হইতে অভিষেক পর্ব পর্যন্ত (১৭,০০০ শ্লোক) বাংলা কবিতায় রচনা করেন। গৌড়াধিপ হোসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২৫) রাজত্ব কালে তাঁহার সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে উহা রচিত হয় বলিয়া ইহা 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। (দ্রঃ পরাগল খাঁ) পরমেশ্বরের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম—কারণ পরাগল খাঁ সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। বিজয় পণ্ডিতের রচনার সহিত ইহার রচনা কোনো কোনো স্থানে মিলিয়া যায়।

কবীর

ঈশ্বর প্রেমিক, মহাপুরুষ ও কবি। জাতিতে মুসলমান জোলা। রামানন্দর ১২ জন শিষ্যর অন্যতম বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ১৩৮০—১৪২০র মধ্যে নিজ ধর্ম মত উত্তর ভারতে প্রচার করেন। ইনি গৃহী ছিলেন এবং দোঁহা রচনা করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। ইনি বৈদান্তিক ও মূর্তিবিরোধী। শিষ্যদের কবীরপন্থী (দ্রঃ) বলে। মৃত্যুর পর হিন্দু শিষ্যরা কাশীর নিকট কবীর চৌর ও মুসলমানরা মগর নামক স্থানে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পীঠস্থান বলিয়া ঘোষণা করে; মগরে তাঁহার কবর আছে বলিয়া মুসলমানরা ও কবীরচৌরে তাঁহাকে দাহ করা হয় বলিয়া হিন্দুরা দাবী করে। উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থস্থান। তাঁহার দোঁহা ইংরেজিতে ওয়েস্টকট্ ও মেকলিফ সাহেব এবং বাঙলায় ক্ষিতিমোহন সেন তর্জমা করিয়াছিলেন। কবীর পন্থীদের সাহিত্য সবই হিন্দীতে ছন্দে রচিত; ইহা একটি বিরাট সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ কবীরের একশত দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

কবীরপন্থী

কবীর জাতিতে জোলা মুসলমান ছিলেন; তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই ছিল। কালে কবীরের শিষ্যরা বারোটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। 'সুখনিধান' নামক গ্রন্থ রচয়িতা শ্রুতগোপাল দাসের শিষ্যরা বারাণসীর কবীরচৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার আখড়ার মালিক। 'বীজক' রচয়িতা ভগোদাস ও ইঁহার শিষ্যরা ধনৌতি নামক স্থানে বাস করে। নারায়ণ দাস ও চূড়ামণ দাস নামে দুই ভ্রাতা জব্বলপুরের নিকট বন্ধো নামক স্থানে আখড়া করেন, এখন এই ধারা লুপ্ত। কমাল—কাহারও মতে কবীরের পুত্র—বোম্বাই নগরে, জগোদাস ও সাহেবদাস কটকে, টাকশালি নামে শিষ্য বরদা গ্রামে, জ্ঞানী মঝনিগ্রামে; পরে ধরণী দাস ছত্রিশগড়ে, নিত্যানন্দ ও কমলানন্দ দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে আখড়া স্থাপন করেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ আড়ম্বর প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে। (দ্রঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃঃ ৪০-৬৭)।

কবেট (Cobbett, William ১৭৬২—১৮৩৫)

ইংরেজ সংস্কারক ও লেখক। ইনি সৈন্য বিভাগে যোগ দেন; এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৭৮৪এ সেখানে সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন, কিন্তু উৎপীড়িত হইয়া ইংল্যান্ডে ফেরেন। Weekly Political Register নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮১০ অব্দে সৈন্য বিভাগে বেতমারার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইহার ১০০০ পাঃ জরিমানা ও কিছুকাল জেল হয়। Advice to Youngmen (১৮২৯), Rural Rides নামে গ্রন্থদ্বয় ইংরেজি সাহিত্যে সুপরিচিত। ১৮৩২ পার্লামেন্টের সদস্য হন।

কমন্স্, হাউস অব্ (House of Commons)

বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যদের সভা। এই নাম সর্বপ্রথম ১৪ শতকে ব্যবহৃত হয়; এই সময় হইতে শায়ার (জিলা)-এর নাইট ও বরো (Borough)-র প্রতিনিধিগণ পৃথক বাড়ীতে (House) মিলিত হইতে আরম্ভ করিল। পার্লামেন্ট গৃহে লর্ডরা (Lords) থাকিলেন। বৃটিশ পার্লে সদস্যগণ বরাবরই নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। পূর্বে ইহা পুরুষদের মধ্যে ছিল; ১৯২৮ হইতে একুশ বৎসর বয়সের উপরে সকল নরনারীকে ভোটাধিকার দান করা হয়। ব্যালট প্রথার দ্বারা ভোট প্রদত্ত হয়। ১৭০০ অব্দে ৫১৩ জন সদস্য ছিল; ১৭০৭এ স্কটল্যান্ড বৃটেনের সহিত যুক্ত হইলে ৪৫ জন নূতন সদস্য যুক্ত হয়। ১৮০০এ আয়ারল্যান্ডের ১০০ সদস্য যোগ করা হয়। ১৮৮৪তে মোট ৬৭০ জন ও ১৯১৮এ ৭০৭ জন সদস্য ছিল। ১৯২২এ আয়ারল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট (Dail) হইলে সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ৬১৫ করা হয়।...বর্তমানে হাউস্ অব্ কমন্সের সদস্য সংখ্যা ইংল্যান্ড ৪৯২, ওএলস্ ৩৬, স্কটল্যান্ড ৭৪, উত্তর আয়ারল্যান্ড ১৩, মোট ৬১৫। অন্য ভাবে—কাউন্টি ৩০০, বরো বা শহর ২৪১, লনডন্ ৬২, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ১২ মোট ৬১৫।...সভাপতিকে 'স্পীকার' বলে। সভার পদ্ধতি ও আদবকায়দা সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আইন কানুন আছে। ১৯১১ হইতে হাঃ অব্ কমন্স আইন প্রণয়নের কর্তা হইয়াছে; লর্ড সভা খুব জোর ঐ আইনকে দুই বৎসরের জন্য মুলতুবী রাখিতে পারেন। কিন্তু লর্ডরা সে-শক্তি প্রয়োগ করেন না। ১৯১১এ স্থির হয় যে সদস্যগণ বৎসরে ৪০০ পাঃ (৫৩০০)

টাকা) বেতন পাইবেন এবং নিজ নিজ এলাকা হইতে আসা-যাওয়ার সুবিধা পাইবেন। ১৯৩১এ বেতন ৩৬০পাঃ (৪৭০০৲ টাকা) হয়।

কমন্‌ওএলথ (Commonwealth)
গণতন্ত্র শাসিত দেশকে বলা হয়। ইংল্যান্ডে ১ম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর এবং ২য় চার্লসের সিংহাসন আরোহণ সময় পর্যন্ত (১৬৪৯-৬০) পর্বকে কমনওএলথ বলে। এই সময় ক্রমওএল রাজ্যের পরিচালক ছিলেন।...... বর্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্য (British Empire) শব্দের পরিবর্তে বৃটিশ কঃ অব্ নেশনস্ (Br. C. of Nations.) প্রযুক্ত হইতেছে। ১৯০১এ অস্ট্রেলিয়ায় কমন্‌ওএলথ বা সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়।

কম্‌প্‌টন (Compton, Arthur Holly ১৮৯২)
ইনি রন্টগেন রশ্মি বা এক্‌সরে-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার জন্য ১৯২৭এ নোবেল পুরস্কার পান। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। ১৯২৩ হইতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

কম্‌রেড্ (Comrade)
রুশীয় বিপ্লবের পর এই শব্দটি কমিউনিস্ট বন্ধুরা নিজেদের নামের পূর্বে Mr. বা শ্রী প্রভৃতির ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। ইহার অর্থ সহকর্মী। ফরাশী Camarade, স্পেনীশ Camarada, (Chamber-mate) লাতিন Comera হইতে হইয়াছে।

কমলাকান্ত দাস (১৮০৬)
'পদরত্নাকর' নামে বৈষ্ণব পদসংগ্রহকর্তা। কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। কাটোয়ার নিকটস্থ সিউর গ্রাম জন্মস্থান; পিতা ব্রজকিশোর, জাতিতে করণ কায়স্থ। (দ্রঃ Brajabuli. 845-6; পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃঃ ৬-১২) পদরত্নাকর পুঁথিতে ৪৩ তরঙ্গ, ১৩৫৮টি পদ আছে। স্বরচিত ১০টি। (দ্রঃ সতীশচন্দ্র রায় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)।

কমলকৃষ্ণ দেব (১৮২০)
কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজা নব কৃষ্ণ দেবের পৌত্র; হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র প্রচারের বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 'ভাস্কর' ও 'গুণাকর' নামে সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক। ইনি সদকর্মে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৭৭ 'রাজা,' ১৮৮০ 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। (দ্রঃ দীনেশ চন্দ্র সেন. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৪৫)।

কমলকৃষ্ণ সিংহ (১৮৩৯-১৯১২)
ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজা। বড় শিকারী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 'সঙ্গীত শতক,' 'তুর্যতরঙ্গিনী' (সেতারশিক্ষা), 'অশ্বতত্ত্ব,' 'গোপালন' 'আম্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

কমললোচন, দ্বিজ (১৭শতক)
'চণ্ডিকা বিজয়' কাব্য রচয়িতা। রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে; কবি উত্তর বঙ্গের লোক ছিলেন। পিতার নাম ছিল যদুনন্দন।

কমলাকর ভট্ট
১৭ শতকের বিখ্যাত স্মৃতি গ্রন্থকর্তা। 'তত্ত্বকমলাকর,' 'পূর্ত কমলাকর,' 'নির্ণয়সিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ঔরঙ্গাবাদ নিকট পৈঠানপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর'
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধাবলী। 'বঙ্গদর্শন' মাসিকে প্রথম প্রকাশিত হয় (১২৮০-৮৬)।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
শক্তি উপাসক ও কালী সঙ্গীত রচয়িতা। ১২১৬ কালনা হইতে বর্ধমান আসেন; মহারাজ তেজেশ্চন্দ্র ইঁহাকে গুরু করেন। ইনি কোটালহাট গ্রামে বাস করিতেন।

কমলাগুঁড়ি (সং কাম্পিল্ল) Mallotus Philippinensis.
মুক্তিকাদি বর্গের ছোট, আরণ্যতরু বিশেষের ফলের পৃষ্ঠজাত লাল গুঁড়া। ভারতের সর্বত্র কাশ্মীর হইতে সিংহল পযন্ত জন্মে। পুরী ও মানভূম জিলার অরণ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এক সময়ে বীরভূমের ইলামবাজার এই রঙের কেন্দ্র ছিল। ইহা এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় আছে এবং ইন্দোচীন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী হয়। ফল ছোট কুলের মত; ইহা হইতে লাল গুঁড়া (Kamela) সংগৃহীত হয়। কমলাগুঁড়ি দিয়া পাট ও তসর নারঙ্গ বর্ণ করা হয়। ইহা গন্ধহীন। পাতা ডুমুরের পাতার ন্যায়। পত্রবৃন্তের নিকট দুইটি অর্বুদাকৃতি গ্রন্থি আছে। ঔষধার্থ বৈদ্যক শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিকরা কমলাগুঁড়ি লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 838-40, Watt 755-57)। এক সময়ে ইহা বৃটিশ ঔষধাবলির মধ্যে ছিল, এখন নাই। ইহা কৃমির খুব ভাল ঔষধ।

কমলা দেবী (চট্টোপাধ্যায়)
রাজনৈতিক নেতা ও বাগ্মী। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। মাদ্রাজ প্রদেশের মাঙ্গালোরে

জন্ম ১৯০৩। বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী। ইনি স্বামীর সহিত পৃথক হইয়া বাস করিতেছেন।

কমলা নেহেরু

রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল নেহেরুর পত্নী; পিতার নাম জওহরলাল কাউল; ইঁহারা কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিতবংশীয়। কমলা দেবী কয়েকবার রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যু হয়।

কমলা লেবু (Orange Citrus aurantium)

সুপরিচিত মিষ্ট লেবু। ভারতে ৪।৫টি ভূখণ্ডে ইহা পাওয়া যায়; আসামের সিলেট ও খাশি পাহাড়, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চল, হিমালয়ের সানুপ্রদেশ যেমন সিকিম, নেপাল, গড়বাল ও কুমায়ুন। দিল্লীর উপকণ্ঠ ও দাক্ষিণাত্যের পুণা, কুর্গ প্রভৃতি স্থানেও পাওয়া যায়। সিলেটের কমলা গাছ বীজ হইতে হয় ও ৪।৫ বৎসরে ফল ধরে। খাশি পাহাড়ের কমলার চাষ ১০০ বর্গ মাইল মাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ এবং পাহাড়ে চুনাপাথর থাকায় এই গাছ বিশেষভাবে ভাল হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস। এখানে ৮।১০ বছরের গাছে ফল হয়। নভেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ফল ধরে। পাহাড় হইতে ছাতক নামক স্থানে লেবু আসে ও সেখান হইতে উহা সর্বত্র প্রেরিত হয়। কলিকাতা ইহার প্রধান বাজার।...নাগপুরের লেবু বৎসরে দুইবার ধরে, পৌষ মাস এবং ফাল্গুন চৈত্র; কলিকাতায় প্রায় বারো মাস এই লেবু পাওয়া যায়।...আসামের লেবু বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার উপর রপ্তানী হয়; চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিলে ইহার প্রসার করা যায়।...এই লেবুর আদিবাস বোধ হয় দঃ চীন বা বৃহত্তর ভারতের কোনস্থানে ছিল। চীন হইতে আসাম ও তথা হইতে ভারতের নানাস্থানে যায় ও সেখান হইতে ১৬ শতকের মধ্যে ইতালি, স্পেন, পোর্তুগাল পর্যন্ত পৌছায়। তথা হইতে এখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গিয়াছে এবং জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুকূল হইলে একটি গাছে ১০,০০০ ফল ধরে। আমেরিকার শীতের দেশের কমলা গাছের সহিত একপ্রকার শক্ত জাপানী লেবু গাছের কলম করিবার চেষ্টা হইতেছে; এই গাছ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও জন্মিতে পারিবে। পশ্চিম ইন্ডিস, দঃ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র কালিফোর্নিয়া স্টেট্ হইতে প্রচুর কমলা বিদেশে রপ্তানি হয়।...কমলার পাতা ঔষধে ব্যবহৃত হয়; ইহার ফুল চোলাই করিয়া নেরোলি তৈল ও নেরোলি কর্পূর (Neroli) বাহির করা যায়।...কমলা লেবুর খোসা হইতে আচার হয়।

কমলে-কামিনী

ভগবতীর এক রূপ। ধনপতি নামে বণিক বাণিজ্য-পোতে বিদেশে যাইবার সময়ে দেখেন কোনো কামিনী কমলে বসিয়া একটি হস্তী এক হস্তে ভক্ষণ করিতেছেন ও উদ্গীর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। তদ্দেশীয় রাজাকে এই অসম্ভব গল্প বলায় তিনি উহা দেখিতে চান। উহা দেখাইতে অপারক হইলে ধনপতি কারারুদ্ধ হন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সেই পথে আসিতে গিয়া কমলে-কামিনী দেখেন ও রাজাকে গিয়া গল্প বলেন; কিন্তু তিনিও রাজাকে ঐরূপ বীভৎস ব্যাপার দেখাইতে না পারায় রাজা তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দেন। শ্মশানে রাজভৃত্যরা মহামায়ার অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ভীত হইয়া ধনপতি ও শ্রীমন্তকে ছাড়িয়া দিল। পিতা পুত্র দেশে ফিরিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকের নাম কমলে কামিনী; অন্য উপাখ্যান লইয়া ইহা রচিত।

কমিউনিজম্ (Communism)

সোশিয়ালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদের একান্ত উগ্র মতবাদ। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই চিরকাল ব্যথিত করিয়াছে এবং তাঁহারা আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক' গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন, কিন্তু তিনি দাসশ্রমহীন সমাজের কথা ভাবিতে পারেন নাই। মধ্যযুগে স্যর টমাস্ মুর তাঁহার Utopia গ্রন্থে আদর্শ সমাজের নিখুঁত চিত্র-অঙ্কন করেন। ফরাসী লেখক সাঁং-সিমন (Saint-Simon) ও ফুরিয়ের (Fourier) সাম্যবাদের পোষক ছিলেন। কিন্তু যথার্থ ইহা কার্ল মার্কস্, এঙ্গেলস্ প্রভৃতির দ্বারা প্রচারিত হয়। ১৮৪৮এ মার্কস্ কঃ সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। বিগত মহাসমরের পর রুশিয়ায় লেনিন্ কমিউনিজম্ মতবাদের আদর্শে রাষ্ট্র গঠনে ও সমাজ শাসনে প্রবৃত্ত হইলে ইহা পৃথিবীর লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।...বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি আছে।...ইহাদের মতে পৃথিবী—শোষক ও শোষিত, ধনিক ও শ্রমিক, সর্বগ্রাসী ও সর্বহারা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; উভয় শ্রেণীর মধ্যে নিরন্তর বিরোধ ও সংগ্রাম চলিতেছে এবং এই সংগ্রামকে কায়েম করিয়া ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস করা হইতেছে কঃএর মত। এই উদ্দেশে পৃথিবীর সকল সর্বহারা (Proletariat) ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন; কারণ, সকল ধন উৎপন্ন হইতেছে শ্রমিকদের শ্রম হইতে এবং তাহাদের বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় ধনিক তাহা উপভোগ করিতেছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উচ্ছেদ সাধন কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য। (দ্রঃ মার্কস্, ট্রট্স্কি, লেনিন ও সমাজতন্ত্র, ইণ্টার ন্যাশন্যাল কোমিণ্টার্ণ)

কমিশন, দস্তুরি (Commission)

কোনো ব্যবসায়ী তাঁহার এজেণ্ট বা প্রতিনিধিকে ব্যবসায়াদি কার্য্য কতকগুলি সর্তানুসারে করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এজেণ্টকে বেতন না দিয়া কাজের পরিমাণ ও প্রসারের উপর টাকা দিলে তাহাকে কমিশন বলে।...দালালরা তাহাদের

বিকিকিনির জন্য যে অর্থ পান তাহা একপ্রকার কমিশন। কমিশন এজেন্সিতে অনেক লোক ব্যবসা করে; এজেন্টরা মফঃস্বলের বা বিদেশের গ্রাহকদের জিনিষ-পত্র সুবিধা দরে খরিদ করিয়া একটা কমিশন বা দস্তুরি লইয়া মাল পাঠাইয়া দেয়।

কমিশন ও কমিটি (Commission, Committee)

রাজা বা সম্রাটের আদেশে কোনো বিশেষ বিষয় তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন (Report) পেশ করার জন্য যে বৈঠক বসে তাহাকে 'রয়েল কমিশন' (Royal C.) বলে। ব্যবস্থাপক সভা বা প্রাদেশিক আইন সভা যে তদন্ত বৈঠক গঠন করেন তাহাকে কমিটি বলে। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কমিশনর (Commissioner)

ভারতের কতকগুলি প্রদেশে চার পাঁচটি জিলা লইয়া একটি বিভাগ (Division) গঠিত। বিভাগের কর্তাকে কমিশনার বলে। প্রায় সিবিল সার্বিসের লোকেরা এই পদে নিযুক্ত হয়। ইহারা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপরওয়ালা তবে বিচারাদি বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ইহাদের নাই; রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিশেষভাবে ইহাদের উপর ন্যস্ত। মাদ্রাজ, বোম্বাইতে কঃ প্রথা নাই। এইজন্য বাংলা প্রভৃতি প্রদেশে যেখানে কঃ প্রথা আছে—তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বহুবার কথা উঠিয়াছে।......মিউনিসিপালটির চালকবর্গকে কঃ বলে।......কতকগুলি ছোট প্রদেশের শাসককে 'চীফ কমিশনার' বলে।

কম্পাউন্ডার (Compounder)

অ্যালোপেথি চিকিৎসক বা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থানুসারে যাহারা ঔষধ মিশাইয়া (compound) প্রস্তুত করে তাহাদিগকে কঃ বলে। ইহাদিগকে গভর্নমেন্টের পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়।

কম্পাস (Compass)

দিক নির্ণয় যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে লোকে সমুদ্রপথে দিক নির্ণয় করিতে পারে। এই যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে নাবিকেরা ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া উত্তর দিক স্থির করিত। কিন্তু রাত্রে ছাড়া উহা দেখা যাইত না, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ঐ নক্ষত্র দৃষ্টি গোচর হইত না, দক্ষিণ গোলার্ধে উহা দেখা যায় না।...পৃথিবীর উত্তর দিকে চুম্বক আকর্ষণ শক্তি আছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত। যন্ত্রটি দেখিতে ঘড়ির মত। একটি বাক্সের মধ্যে একটি দণ্ডের উপর একটি পাতলা অথচ জোরাল চুম্বক-লৌহ স্থাপিত থাকে; উহা এমন আলগাভাবে লাগানো থাকে যে, সহজেই কাঁটাটি ঘুরিতে পারে। ইহার নিম্নে ঘড়ির সময়দাগের ন্যায় ১৬ বা ৩২টি দিক চিহ্নিত একটি চাকতি থাকে। বাক্স বা জাহাজের মুখ যে দিকেই থাক্, চুম্বক-লৌহ উত্তর দিকে থাকিবে। চুম্বক ও চাকতি আলগাভাবে এক অ্যাগেট (agate) পাথরের কীলকের উপর রহিয়াছে। সহজে ক্ষয় হইবে না বলিয়া অ্যাগেট্ দেওয়া হয়। জাহাজ চালনায় এই যন্ত্র অপরিহার্য। চীনেরা ইহার আবিষ্কারকর্তা এবং বোধহয় আরবরা চীনাদের নিকট হইতে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। কেহ বলেন ইউরোপীয়রা স্বাধীনভাবে ইহা আবিষ্কার করে; কাহারও মতে মার্কো পোলো চীন হইতে উহা লইয়া যান। বর্তমানে যে কম্পাস ব্যবহৃত হয় তাহা লর্ড কেলভিনের আবিষ্কার (১৮৭৬)।

কম্পাস কাঁটা (Divider)

মানচিত্রাদি বা জরিপের ম্যাপ প্রভৃতি অঙ্কন করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র। কম্পাসের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

কম্প্রেস (Compress)

ফোড়া বা ক্ষত স্থলে বোরিক তুলা গরম জলে ডুবাইয়া ও পরে জল শূন্য করিয়া ঐ স্থলে দেওয়াকে কঃ বলে। (দ্রঃ কোমেনটেশন)

কম্প্রেস্ড্ এআর (Compressed air)

দ্রঃ সংহত বায়ু।

কয়লা (Coal)

কয়লা অঙ্গারীয় খনিজ, অর্থাৎ অঙ্গারই ইহার প্রধান উপাদান। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর আকার ও জলবায়ু অন্যরূপ ছিল। ভূপৃষ্ঠ অরণ্য পূর্ণ ছিল। ভূকম্পন ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রায়ই হইত। ইহার ফলে ঐসব অরণ্য পাতালে ডুবিয়া যায়। ভূগর্ভে অল্প বাতাসের মধ্যে জীবাণু ইহাদের ধ্বংস করিতে পারিত না। উপরি স্তরের মাটির চাপ ও উত্তাপ দ্বারা অরণ্য উদ্ভিদের দেহ কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া কয়লায় পরিণত হয়। কোন কোন অঞ্চলে ব-দ্বীপে মাটির নীচে কয়লা পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন স্রোত বাহিত গাছপালা পলিস্তরে সমাহিত হইয়া ঐ সকল স্থানে কয়লার সৃষ্টি করিয়াছে। অক্সিজেনের অভাব ঘটিলে পাতা, ডাল, কাণ্ড আদি না পচিয়া ক্রমে অঙ্গারে পরিণত হয় এবং দীর্ঘকাল এরূপভাবে জমিতে থাকিলে অঙ্গারের স্তর অধিকতর পুরু হয়।...কয়লার বহু শ্রেণী আছে। (১) পৃথিবীর নানাস্থানে পীট (peat বোদোমাটি) নামে এক প্রকার উদ্ভিদ অবশিষ্ট দেখা যায়; ইহা প্রধানত শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ দ্বারা গঠিত, কিন্তু ইহাদের অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অঙ্গারে পরিণত হয় নাই। ইহার পর হইতেছে (২) লিগ্‌নাইট lignite বা brown coal বা বাদামি কয়লা। ইহা পীট্ হইতে আরও জমাট আঁটা ও

উজ্জ্বল ; তবে বৃক্ষাদির অবশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। জারমেনী, হাঙ্গেরী ও মার্কিন রাষ্ট্রের মিসিসিপি উপত্যকায় লিগ্‌নাইট কয়লা ভূপৃষ্ঠে প্রচুর পাওয়া যায়। (৩) লিগ্‌নাইটের পরের অবস্থা হইতেছে bituminus বা soft coal বা নরম কয়লা। ইহার মধ্যে উদ্ভিজ্জবিশেষ ফসিল অবস্থায় দেখা যায় ; ইহাতে অঙ্গারের ভাগ অধিক থাকে ও উদ্বায়ী পদার্থ প্রচুর থাকে। পুড়িবার সময় ইহা হইতে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘ অগ্নিশিখা উঠে ; উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম হয়। শহরের আলো জ্বালাইবার জন্য যে গ্যাস্ ব্যবহৃত হয়, তাহা এই নরম কয়লা জাত। (৪) সর্বোৎকৃষ্ট কয়লাকে আনথ্রাসাইট (Anthracite) বলে ; ইহার মধ্যে অধিকাংশই অঙ্গার। ইহাকে শক্ত (Hard) কয়লা বলে। পুড়িবার সময় ধূম হয় না এবং উত্তাপ অধিক হয়। সেইজন্য এই কয়লা ইন্‌জিন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। (৫) গ্রাফাইট (Graphite) উদ্ভিজ অঙ্গারের চরম পরিণতি ; ইহাতে অতি সামান্য হাইড্রোজেন থাকে। কোন্ অঙ্গারজ পদার্থে কি পরিমাণ অঙ্গার থাকে ও জ্বালাইলে কি পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কয়লার প্রকার	শতকরা পরিমাণ অঙ্গার	হাইড্রোজেন	অক্সিজেন	B. Th. U. উত্তাপ ক্যালোরি প্রত্যেক পাউণ্ডে
সেলুলোস (Cellulose)	৪৪·৫	৬·২	৪৯·৩	৭,৫০০
কাঠ	৫০·০	৬·০	৪৪·০	৭,৪০০
পীট peat	৬০·০	৫·৯	৩৪·১	৯,৯০০
লিগ্‌নাইট	৬৭·০	৫·২	২৭·৮	১১,৭০০
নরম কয়লা	৮৮·৪	৫·৬	৬·০	১৪,৯৫০
আনথ্রাসাইট	৯৪·১	৩·৪	২·৫	১৫,৭২০
তুলনীয়—				
পেট্রোলিয়াম	৮৫·৫	১৪·২	·৩	১৯,৮০০
কয়লার গ্যাস (দ্রষ্টব্য গ্যাস)				১৯,২২০
হাইড্রোজেন		১০০·০		৬২,১০০০
মিথিলেটেড স্পিরিট	৫২·২	১৩·০	৩৪·৮	১১,১৬০

কয়লার দ্বারা সমস্ত স্টীমার, রেলওয়ে, কারখানার ইন্‌জিন, ইটের পাঁজা, বাড়ীর রন্ধনকার্য, শীতের দেশে তাপ সৃষ্টি, ইন্‌জিন চালাইয়া বিজলি-শক্তি সৃষ্টি প্রভৃতি হয়। কয়লার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী পেট্রোল। পৃথিবীতে ১৯৩৭এ ১,৪৪৬,০০০,০০০ মেট্রিকটন্ কয়লা ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ১ম, বৃটেন ২য়, জারমেনী ৩য়। ভারতবর্ষর প্রদেশের মধ্যে বিহারে ও বাংলার জিলার মধ্যে বর্ধমানে প্রধানত কয়লা পাওয়া যায়। ইউরোপে ৮২৩,০০০,০০০ মেট্রিক টন্ (গ্রেট বৃটেন ২৪৪,০০০,০০০ টন্) ; আমেরিকা ৪৬০,০০০,০০০ টন্ (যুক্তরাষ্ট্র ৪৪২,০০০,০০০ টন্) ; এশিয়া ১৩৩,০০৫,০০০ টন্ ; অস্ট্রেলিয়া ১৬৬,০০০,০০০ টন্ ; আফ্রিকা ১৫,০০০,০০০ টন্ কয়লা উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর মজুত কয়লা—উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় ২,২২০,০০০, মিলিয়ন টন্ ; এশিয়ায় ১,৩৪৫,০০০, মিঃ টন্, ইউরোপে ৭৮০,০০০, মিঃ টন্ ; আফ্রিকায় ২২,০০০, মিঃ টন্।

ভারতে উৎপন্ন কয়লা (সাধারণ টন্)

	ওজন	মূল্য
১৯৩০	২,৩৮,০৩,০৪৮ টন্	৯,২৬,২৫,৩২৩৲
১৯৩৩	১,৯৭,৮৯,১৬৩ „	৬,১১,৮৬,০৮৩৲
১৯৩৫	২,৩০,১৬,৬৯৫ „	৬,৫২,২০,৮৪০৲

বঙ্গদেশে উৎপন্ন কয়লা—

	ওজন	মূল্য
	৬৬,৮২,৭৫২ টন্	১.৭২.৭৬.৪৬৩৲
বিহারে উৎপন্ন	১,২৭,৪৭,৩৪০ টন,	৩.৩৯.৬৬.৩৫৪৲

কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া যে ধূম চোঙের মধ্য দিয়া নির্গত হয় তাহা চোলাই হইলে দুইটি জিনিষ পাওয়া যায়। একটি কয়লার গ্যাস ও অপরটি আলকাতরা (দ্রঃ)। এই কয়লার গ্যাসের মধ্যে নানা পদার্থের অণু মিশ্রিতভাবে থাকে ; সেগুলিকে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা পৃথক্ করা যায়। আলো জ্বালাইবার গ্যাস ছাড়া Ethylene, Prophylene, Acetylene, Benzene প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়। (দ্রঃ আনিলিন্, গ্যাস্) এক টন্ পাথুরে-কয়লা হইতে প্রায় ৭½ পাউণ্ড তরল যাহা হইতে বিস্ফোরক, কৃত্রিম সার ও কৃত্রিম বরফ তৈয়ারী করা যায়, ৪৬২ পাঃ গ্যাস্, যাহা হইতে আলো, রান্না প্রভৃতি হয় ; ১৫৬৮ পাঃ পোড়া কয়লা ১৭৫ পাঃ আলকাতরা হয় যাহা হইতে বহু প্রকার উপসামগ্রী হয়।

কয়লার খনি—ভারতের

১৯৩২—৩৩ ২১২টি খনি ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূলধন

১৯৩৫—২৬ ২১৭ „ ১০ „ ৪৫ লক্ষ টাকা „

মজুর গড়সংখ্যা দৈনিক—১,৭৯,১৫২ জন।

জনপ্রতি গড়পড়তা কয়লা খরচ—

ভারতবর্ষ	·০৬ টন্	জারমেনী	১·২৭ টন্
দঃ আফ্রিকা	·৯৮ „	কানাডা	২·০২
অস্ট্রেলিয়া	১·১৭	যুক্তরাষ্ট্র	২·৪৮ „
নিউ জীল্যান্ড	১·২৫ „	ইংল্যান্ড	৩·৫৫ „

কয়লার খাদ ও খনি

কয়লা কখনো কখনো মৃত্তিকার উপরিভাগে বা পাহাড়ের মধ্যে পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ কয়লা মৃত্তিকার নিম্নে নানা স্তরে পাওয়া যায়। সেইজন্য ভূগর্ভে কয়লার সন্ধানে নামিতে হয়। কূপের ন্যায় গর্ত কাটিয়া খাঁচায় করিয়া খাদে নামিতে

হয় ; নিম্নে খাদের মুখ হইতে চারিদিকে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া কয়লা বাহির করা হয়। ছোট রেলপথের উপর ট্রলি গাড়ী করিয়া খাদের মুখে কয়লা আনা হয় ও সেখান হইতে গাড়ী শুদ্ধ কয়লা খাঁচায় করিয়া উপরে উঠানো হয় ও দূরে লইয়া জমানো হয়। খনির নীচে জল জমে এবং উহা পাম্প করিয়া সর্বদা বাহিরে ফেলিবার ব্যবস্থা আছে। নিচে বহু লোকে কাজ করে বলিয়া উপর হইতে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাঠাইবার ও দূষিত বায়ু নির্গত করাইবার জন্য কল আছে। নিচে যেখানে কয়লা কাটা হয় (গ্যালারি) সেখানে এক প্রকার দূষিত গ্যাস সাধারণত জমে, সেই গ্যাসে আগুন লাগিয়া খনিতে দুর্ঘটনা হয়। গভর্নমেন্টের খনি-আইন খুব কড়া, কিন্তু স্বার্থপর খনি-মালিকদের অতি-লোভের ফলে এইসব নিয়ম সাধারণত উপেক্ষিত হয়।

কয়েদী

ফৌজদারী বা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি যাহাদের জেল হয় তাহাদের কয়েদী বলে। কোন কোন দেওয়ানী মামলায় অপরাধীর জেল হয়—যেমন ঋণদায়, মানহানি ; ইহাকে Civil Jail বলে। কয়েদী দুই প্রকারের, বিনাশ্রম ও সশ্রম দণ্ডিত। কয়েদীদের মধ্যে শিক্ষা, বয়স, পেশা প্রভৃতি বিচার করিয়া ৩টি শ্রেণী (A B C) বিভাগ করা হয়। সশ্রম কয়েদীদের কোনো-না-কোনো প্রকার কাজ করিতে হয়। সাধারণত ঘানিতে তেল পেষা, কম্বল-বোনা, ছুতারের কাজ, দড়ি বোনা, জেলের বাহিরে বাগান করা, রাস্তা মেরামতি প্রভৃতি কাজে লাগানো হয়। জেলে কয়েদীরা তিন বার আহার পায়। সন্ধ্যার পূর্বে নিজ নিজ ঘরে আটক হয়। জেলের নিয়ম খুব কঠোর ; নিয়ম পালনে শৈথিল্য বা বিদ্রোহ ভাব দেখাইলে নানা প্রকার কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য খারাপ হইলে তাহাদের বিশেষ খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। বালক ও স্ত্রীলোক অপরাধীদের পৃথক জেল ও ব্যবস্থা আছে। রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর কয়েদী ১,৩২,৬৮৩ (১৯৩৪)। (দ্রঃ কারাগার)

কয়েদীর শাস্তি (১৯৩৪), ভারতের

১ মাসের কম শাস্তি	৫২,৮৬৯
১ মাস—৬ মাস কয়েদ	৮৪,৯৪২
৬ মাস—১২ মাস (১ বৎসর)	৪২,৫৩১
১ বৎসর—৫ বৎসর	৩২,০৫৯
৫ বৎসর—১০ বৎসর	৪,৮০১

দ্বীপান্তর—(ক) যাবজ্জীবন ১,৮৪৮ (খ) স্বল্পকাল ৬৩

মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ১২৯৩

বৃটিশ ভারতের সমস্ত জেলের খরচ ১,৬০,৯৭,৯৯৮ টাকা।

ভারতের জেলে কয়েদীর সংখ্যা—

১৯২৫	পু ২,৬২,৪৮৪	স্ত্রী ৫,৯৬৪
১৯৩২	পু ৩,৮৩,৬১৮	স্ত্রী ১০,২০১
১৯৩৩	পু ৩,৫৫,৭২৯,	স্ত্রী ৯,০৮১

আন্দামানে কয়েদী—

১৯২৯-৩২	পুরুষ ৮০২০ + ১৬৮ স্ত্রী।
১৯৩২-৩৩	,, ৬৬৯০ + ১০১ ,,
১৯৩৩-৩৪	, ৫৯০০ + ৮৬ ,,

কর (Tax)

জমিজমার জন্য রায়ত যে টাকা জমিদারকে বা গভর্নমেন্টকে দেয় তাহা জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা বা ভাড়া; অর্থাৎ যতদিন সে ঐ টাকা দিবে, ততদিন সে উক্ত জমিজমা ভোগ করিতে পারিবে। ইহাকে rent বলে। কিন্তু Tax বা কর শাসন-পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দিতে হয়। এই কর দুই ভাবে আদায় হয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ কর হইতেছে ইনকম্ ট্যাক্স বা আয়কর। অন্য সমস্ত করই প্রায় পরোক্ষ, যেমন লবণ কর, শুল্ক, দিয়াশলাই, চিনির উপর একসাইজ (Excise) কর, মদ্যাদির উপর আবগারী কর। লবণ, চিনি, দিয়াশলাইএর ক্রেতাই এই কর দেয় জিনিষের চড়া দামের ভিতর দিয়া। বিদেশী মাল ক্রয় করিলে শুল্ক দিতে হয় ; মোটর গাড়ী চড়িলে তেলের দামের উপর রোড ট্যাক্স দিতে হয়—তাছাড়া দিতে হয় তেলের আমদানীর উপর শুল্ক কর। সিনেমা দেখিলে আনন্দ-কর দিতে হয়। এই ট্যাক্সের কতকগুলি ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের প্রাপ্য যেমন আয়কর, শুল্ক, লবণ কর ইত্যাদি। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট পাইবে তামাকাদির উপর কর এবং নূতন আয়কর। পাটের শুল্কের কিয়দংশ এখন হইতে প্রাদেশিক সরকার পাইতেছে। এ ছাড়া স্বায়ত্বশাসন বিভাগের জন্য কর আছে; যেমন জেলাবোর্ড রায়ত ও জমিদারের নিকট হইতে রোড্সেস্ (পথকর দ্রঃ) আদায় করে; খাজনার প্রতি টাকায় এক আনা দেয় (জমিদার ৩০ পয়সা, রায়ত ৩০)। ইহার নিচে আছে ইউনিয়ন বোর্ড, সেখানকার জন্য প্রত্যেক উপার্জনক্ষম লোককে তাহার আয়ের শতকরা কিয়দংশ কর দিতে হয় (নিম্নতম কর।৵০, উচ্চতম কর ৮৪৲)। যেসব জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে সেখানে প্রজাকে খাজনার প্রতি টাকার উপর সাড়ে তিন পয়সা ও জমিদারকে দেড় পয়সা দিতে হইতেছে। সুতরাং একটি লোককে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য, প্রাদেশিক সরকারের জন্য, জেলা বোর্ডের জন্য, ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালটির জন্য নানাভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিতে হয়। (দ্রঃ আয়কর, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, রাজস্ব)।

করভার (Incidence of Taxation per head)
ভারতবর্ষ ও অন্যান্যদেশে জনপ্রতি করভার (১৯৩১-৩২ বা ১৯৩২-৩৩এর হিসাব মত)

ভারতবর্ষ (৫।৶০)	·৪২	পাউণ্ড	ফ্রান্স	১০·৯	পাউণ্ড
জাপান	১·৭	,,	আমেরিকা	১৭·৩	,,
ইতালী	৭·৩	,,	ইংল্যান্ড	১৯·৩	,,
জারমেনী	৭·৮	,,			

করগেট টিন (Corrugated Iron)
লোহার পাতলা চাদর খাঁজ-কাটা প্রেস বা চাপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালাইয়া ঢেউ-খেলানো করা হয়। মরিচা হইতে রক্ষার জন্য গলানো দস্তার দ্রাবকে ডোবান হয়। বেড়া, ঘরের চাল প্রভৃতিতে কাজে লাগে। বর্তমানে ভারতে বহুল পরিমাণে করগেট চাদর ব্যবহৃত হইতেছে। আজকাল টাটা কোং কিছুটা প্রস্তুত করে। পূর্ববঙ্গে ছন দুর্লভ হওয়ায় এবং পাট বিক্রয় করিয়া লোকের অর্থাগম হওয়ায় এখন গ্রামে গ্রামে কঃ টিনের ঘর দেখা যায়। পূর্ব হইতে আগুনের ভয় অনেক কমিয়াছে। (দ্রঃ গ্যালভানাইজিং দস্তা)

করঞ্জা (ডহর করগঞ্জা, নাট করঞ্জা, কাঁটা করঞ্জা)
(১) ডহর করঞ্জা শিম্বাদি বর্গের তরু (Pongamia glabra), নিম্ন জলা ভূমির পার্শ্বে হয়, ফলে একটি চেপটা বীজ থাকে; বীজে তৈল হয়, মণে প্রায় দশ সের। এই তেল চর্মরোগের ঔষধ। পাতা পাকুড়ের পাতার মত; কাণ্ডত্বক মসৃণ। পুষ্প নীল বর্ণ, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছাকারে স্থিত। চৈত্র বৈশাখে ফুল হয়। (২) নাট করঞ্জা বা পুতি কঃ (Caesalpinia bonducella) ধৃহত লতানিয়া কাঁটা গাছ। বেড়া ও পুকুর পাড়ে এবং সমুদ্র-তীরে জন্মে। শুঁটী কাঁটাযুক্ত, পত্র রোমাবৃত; জোড়া পাতার মধ্যে কাঁটা। পুষ্প বৃহৎ, গন্ধক বর্ণ। প্রতি শিম্বিতে ১।২ বীজ থাকে। ইহার বীজ সবিরাম জ্বরের ঔষধ। বীজের বর্ণ কড়ির মত। রাঢ়ে বীজকে 'কুঁদুলে বিবি' বলে। বৈদ্যশাস্ত্রে বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (বনৌষধিদর্পণ পৃঃ ১৪৩—৪৫) (৩) কাঁটা করঞ্জা (Carissa Carandas) পাতা ছোট, ফুল শাদা, ফল প্রায় গোল, অম্লস্বাদ। অনেকে রান্না করিয়া খায়। (দ্রঃ বনৌষধি; Chopra, 306,307)

করণী (Surd)
গণিতে এমন সংখ্যা থাকিতে পারে, যাহার বর্গ মূল সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা যায় না—(যেমন $\sqrt{১০}$, $\sqrt{১১}$, $\sqrt{১২}$…)। তবে সেই প্রকার বর্গ মূলের যে ব্যবহার হয় না, তাহা নহে; এই সবের বর্গ মূলকে সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও আবশ্যক মত যেকোন দশমিক স্থান পর্যন্ত ইহার মান নির্ণয় করা যায়। এই প্রকার বর্গ মূলকে 'করণী' বা অমেয় সংখ্যা (Incommensurable number) বলে।

করণী নিরসন (Rationalization)
বীজগণিতের সংজ্ঞা।

করণীয় (Quaesita) জ্যাঃ সংজ্ঞা।
দ্রঃ উক্তি (Data)।

করতল মণ্ডল (Corvus)
দ্রঃ হস্তা বা কর্ভাস নক্ষত্রপুঞ্জের নাম।

করদ নদী (Affluent)
দ্রঃ উপনদী

করদ রাজ্য (Native, Feudatory States)
ভরতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮,০৭৯ বর্গ মাইল; জনসংখ্যা ৩৫,২৮,৩৮,৫০০। ইহার মধ্যে খাশ বৃটিশ শাসনের বাহিরে ৭,১২,৫০৮ বর্গ মাঃ ও ৮,১৩,১০,০০০ লোক দেশীয় রাজাদের রাজ্যে বাস করে। এই করদ রাজ্যর সংখ্যা ৭০৩। ইহাদের আকার বিচিত্র; ইহার মধ্যে ইতালির ন্যায় বৃহৎ হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও একখানি গ্রাম লইয়া গঠিত রাজ্য আছে। ৩৫৪টি রাজ্য কাথিবাড় ও গুজরাটের মধ্যে। বৃটিশ সরকারের সহিত ইহাদের সম্বন্ধও বিচিত্র। বাহিরের আক্রমণ হইতে বৃটিশরাজ ইহাদের রক্ষা করেন; তেমনি ইহারাও বাহিরের সহিত কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। করদ রাজ্যসমূহে জেল, পুলিশ বিচার ইত্যাদি বিষয়ে বৃটিশ প্রদেশ সমূহের ন্যায় অধিকার আছে; এমনকি রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, মুদ্রা, লবণ, বহির্বাণিজ্য, আফিম ইত্যাদি ব্যপারে বিশেষ কতকগুলি অধিকার আছে। আটটি রাজ্যে নিজ মুদ্রা তৈয়ারী হয়। ভারত সরকারের পর্যবেক্ষণাধীন কতিপয় রাজ্যে সৈন্য আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সশস্ত্র পুলিশ বলিলে ভাল হয়। ৪০টি রাজ্যে হাইকোর্ট আছে; ৩৫টি রাজ্যে কার্যনির্বাহক সভা ও আইন সভা পৃথকভাবে গঠিত। ৩০টিতে আংশিক নির্বাচিত আইন সভা আছে। বড় রাজ্যে রেসিডেণ্ট সাহেব থাকেন; অনেকগুলি ছোট রাজ্যের জন্য গভর্নর-জেনারেলের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট থাকেন। করদ রাজাদের রাষ্ট্র-সভাকে 'নরেন্দ্র মণ্ডল' বলে। ভারতের নূতন শাসন-সংস্কারে যে ফেডারল বা যুক্তরাষ্ট্র পরিষদ (দ্রঃ) গঠিত হইতেছে তাহাতে করদ রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধি থাকিবে। (দ্রঃ রাষ্ট্র পরিষদ, হাউস অব অ্যাসেমব্লি) বিশেষ রাজ্যগুলি 'ভুগোলকোষ' খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

করদ রাজ্যের কর
কতকগুলি করদ রাজ্য ভারত গভর্নমেণ্টকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। রাজাদের সহিত সন্ধির সময় নানা সর্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি হইতেছে রাজাদের ব্যয়ে ভারত সরকার

তাহাদের নিরপত্তার জন্য সৈন্য রক্ষা করিবেন; সেইজন্য অনেকে টাকা দেন; অন্যেরা রাজ্য বিনিময় প্রভৃতির জন্য দিয়া থাকেন। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল :—

জয়পুর ২৬,৬৬৭ পাউণ্ড মধ্যপ্রদেশের ছোট স্টেট
কোটা ১৫,৬৪৮ „ হইতে কর— ১৫,৬৯৬ পাউণ্ড
বর্মার
উদয়পুর ১৩,৩৩৩ „ শান স্টেট ২৮,৫২৪
যোধপুর ৬,৫৩৩ „ অন্যান্য স্টেট ১৩৬৭
আসাম
বুন্দি ৮,০০০ „ মণিপুর ৩৩৩
অন্যান্য রামব্রাই ৭
রাজ্য ১৫,১৭০ „
সৈন্য রক্ষার জন্য যোধ বঙ্গদেশ
পুরের বার্ষিক দেয়— কোচবিহার ৪,৫১৪
৭৬৬৭ „ পঞ্জাব
ঐ জন্য কোটার মন্ডি ৬৬৬৭
দেয় ১৩,৩৩৩ পাঃ
ঐ জন্য ভুপালের অন্যান্য ৩০৮৬
দেয় ১০,৭৫৩ পাঃ
মাদ্রাজ
জাওড়ার দেয় ৯,১৪২ পাঃ ত্রিবঙ্কুড় ৫৩,৩৩৩
মালব ভিল বাহিনীর জন্য মহীশূর ২৩৩,৩৩৩
প্রাপ্য ২,২৮০ পাঃ
ত্রিবঙ্কুড় ৮৮৮ পাউণ্ড
বোম্বাই কাথিবাড় ৩১,১২৬ কোচিন
অন্যান্য স্টেট্ ২,৮২৫ „
বড়োদা ২৫,০০০ „
দক্ষিণ মহারাষ্ট্র জাইগীরদারদের
নিকট হইতে— ৫,৭৬৫ পাউণ্ড
কচ্ছ ৫,৪৮৪ „

১৯১১ হইতে রাজাদের গদি পাইবার সময় বৃটীশ রাজকে নজর দিতে হয় না। (Indian Y. B. 1937-38 P. 230)

করবী (Oleander : Nerium odorum)

তগরাদি বর্গের পুষ্প ক্ষুপ। প্রতি গাঁইটে তিনটি পাতা। ফুলে ঈষৎ মধুর গন্ধ। লাল ও শাদা দুই জাতের গাছ সচরাচর দেখা যায়। পীত করবীকে কল্কে ফুলের (দ্রঃ) গাছ বলে। কৃষ্ণ করবী দুর্লভ। ইহার পাতা গরু ছাগলে খায় না। বৈদ্যক ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ে বিষ আছে। (বনৌষধি দর্পণ ১৪৯-৫১)। করবীর ছালের গুঁড়ার দ্বারা কীটাদি বিনষ্ট হয়। লোক বিশ্বাস শ্বেত করবীর শিকড় সাপের ঔষধ।

করাইত, কিরাইত সাপ (Bungarus caerulens)

ছোট নাগপুর প্রভৃতি পার্বত্য দেশে প্রায় এই অতি বিষাক্ত সাপ দেখা যায়। বাঙলায় 'ধুমণ চিতি' বলে। ধুম বর্ণ, প্রায় নীল, জিহ্বা শাদা। লেজের ৭।৮ আঙুল ছাড়া দেহ সম স্থূল; দেড় হাত বা দুই হাত লম্বা, বেড়ে প্রায় ৪ আঙুল। বিষ অত্যন্ত তীব্র, কামড়াইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

করাত (Saw)

সাধারণত কাঠ চিরিবার জন্য যে ইস্পাতের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে কঃ বলে। ছুতার মিস্ত্রিরা হাত-করাত (hand saw) ব্যবহার করে। করাতীরা ঠেলা-করাতে গাছ, তক্তা, কড়ি প্রভৃতি ফাড়ে; ঠেলা করাতে একজন লোক উপর হইতে টানে, দুই জন নিচে হইতে টানে। ইহা ৮।৯ ফুট লম্বা হয় (crosscut saw)। আর এক প্রকার পাতলা করাত পশ্চিমা করাতীরা ব্যবহার করে: সেগুলি হালকা, পাতলা, দুইজনে চালাইতে পারে; এই করাতে কাঠ নষ্ট হয় কম। করাতের দাঁত পরে পরে বিপরীত পাশে বাঁকা হয় (bevelled alternately)। চাক্তি-করাত (circular saw) মিলে ব্যবহৃত হয় এবং উহা বিজলি বা অন্য কোন শক্তিবলে চলে। ইহা পরিধিতে (rim) মিনিটে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত ঘুরে। আমেরিকার কাঠের কলে এই চাক্তি-করাতের চল বেশি। আর এক ধরণে করাতকে Band Saw বলে; ইহা চেইনের মতন গোল; এই পাত ¼ ইঞ্চি হইতে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়।… Gang Saw বা অনেকগুলি করাত পাশাপাশি একটা বিশেষ মাপ অন্তর সাজানো থাকে; এই গ্যাং-করাতের দ্বারা কারখানায় বড় বড় গুঁড়ি একই মাপে অতি সত্বর কাটা হয়। করাত তৈয়ারী করিতে খুব ভাল ধরণের ইস্পাতের প্রয়োজন। করাত দিয়া কাঠ ব্যতীত পাথর, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত সামগ্রী কাটা যায়; অবশ্য সেসব করাত তৈয়ারীও হয় অন্যভাবে। আমাদের দেশে শাঁখা কাটিবার জন্য এক প্রকার করাত ব্যবহৃত হয়। … করাতের গুড়া (Saw dust) এদেশে বরফ ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইহার নানা প্রকার সদব্যবহার হইতেছে।

করাত মাছ (Saw fish)

হাংগর জাতীয় বৃহদাকার মৎস্য; ইহাদের মুখ সরু হইয়া দস্তর ঠোঁটের মত হইয়াছে; ইহা করাতের ন্যায় চ্যাপটা ও উভয় পার্শ্বে করাতের দাঁতের মত দাঁত যুক্ত। গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে ইহাদের পাওয়া যায়; ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় ও করাত ৬ফুট হয়।

করাত মাছি (Saw fly : Tenthredinidae)

চর্মপত্রী (hymenopterous) মক্ষিকা জাতীয় পতঙ্গ; ইহাদের প্রায় ২০০৳ জাত (species) আছে। স্ত্রী মাছির ডিম-ছাড়ার

যন্ত্রে করাতের মত হুল থাকার জন্য বিজ্ঞানীরা ইহাকে এই নাম দিয়াছেন। পাইন্ গাছের এক জাতীয় করাত মাছি ঐ গাছের সর্বনাশ করে। গোলাপ গাছে আর এক জাতের করাত মাছি উৎপাত করে।

করিতা পাতা

দঃ ভারতে এই গাছ জন্মে। মূলের আস্বাদ তিক্ত ও ইহাতে গঁদের ন্যায় আঠালো পদার্থ আছে। শুঠ সহযোগে সবিরাম জ্বরে ও অম্লের পীড়াতে ব্যবহৃত হয়। (ভারত দর্পণ ২০০)।

করিমুণ্ড নক্ষত্র মণ্ডল (Coma Bereneis)

(দ্রঃ কোমা-বার্নেসিস্)

করীব (Capparis Aphylla)

হিন্দীতে করণী বা টাউর গাছ বলে। মরু দেশের গাছ, উটের প্রিয় খাদ্য। পত্রাদি তীক্ষ্ণ কণ্টকান্বিত। ইহা কটু, তিক্ত, ঘর্মকারক, উষ্ণবীর্য, ভেদক এবং অর্শ, কফ, বায়ু প্রভৃতি দোষ নাশক। পাতা চিবাইলে দাঁতের বেদনা যায়। চর্মরোগ ও ফোড়ার ঔষধ। ফুলের কুঁড়ি ও সুপক্ক ফল হইতে আচার হয়।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার কবি। জন্ম, নদীয়া-শান্তিপুর ১২৮৪। 'প্রসাদী' 'ঝরাফুল,' 'শান্তিজল,' 'ধানদুর্বা,' 'শতনরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করেন; সুন্দর স্বভাবের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

করেলা, করলা, করোলা (Momordica Charntia)

কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের দীর্ঘ প্রতানী বিশেষ; ফল উচ্ছে হইতে বড়, তিক্ত, গাত্র উঁচু উঁচু। বনজ করেলা বীজ অধিক, ত্বক উচ্ছের ন্যায় মাংসল নহে; রাঢ়ে 'কাশীর উচ্ছে' বলে। লতা ক্ষীণ ও অতি দীর্ঘ। এক প্রকার জলজ করেলাও আছে। সংস্কৃত কারবেল্ল। বৈদ্যক শাস্ত্রে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রেচক, সর্পদংশনের অন্যতম ঔষধ। (Chopra 508, যোগেশ)

করেলি (Corelli, Marie ১৮৬৪—১৯২৪)

ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৮৬ হইতে ১৯১৭র মধ্যে বহু গ্রন্থ লেখেন; গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মভাব ও সামাজিক প্রশ্নর আলোচনা থাকায় এককালে খুব আদৃত ছিল। The Romance of Two Worlds (1886), The Sorrows of Satan (1895), The Mighty Atom (1896), The Master Christian (1900)—তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থ।

করোনার (Coroner)

ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম রাজ কর্মচারীদের অন্যতম। রাজকীয় রাজস্ববিষয় তদারক ছিল আদি কর্তব্য। বর্তমানে ব্যারিস্টার অথবা মেডিক্যাল উপাধিধারী ডাক্তারকে করোনার পদে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার কর্তব্য নগরীর মধ্যে অপঘাত বা আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে তৎসম্বন্ধে তদারক করা। মৃত্যু অস্বাভাবিক বলিয়া সন্দেহ হইলে তিনি বিচারের জন্য উপযুক্ত আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। কলিকাতায় করোনার কোর্ট আছে; ইহাকে বাঙলায় 'ময়না তদন্ত' বলে।

করোটি, করোটিকা (Skull, Cranium)

মস্তকের দুইটি অংশ করোটি বা মাথার খুলি এবং মুখের হাড়। করোটিকার মধ্যে মস্তিষ্ক বা ঘিলু আছে। মস্তিষ্কে মোট ২২খানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে আটখানি হাড় সংযুক্ত হইয়া করোটিকা রচিত; অবশিষ্ট ১৪খানি দিয়া মুখমণ্ডল নির্মিত। করোটির গঠন পর্যবেক্ষণ করিয়া একদল নৃতত্ত্ববিদ মানবের জাতি (races of mankind) নির্দেশ করেন। নিগ্রো, মংগোলীয়, পলিনেশীয়, লালমানুষ ও আর্যজাতীয় লোকের করোটির গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে।...করোটির প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত (cephalic index) অনুযায়ী একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ নৃতত্ত্ববিদগণ করেন। অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লম্বা-মাথা লোকদের বলা হয় dolicho cephalic; ইউরোপীয় জাতিদের গোল-মাথাকে mesati-cephalic এবং আমেরিকায় লালমানুষের চাওড়া-মাথাকে brachy-cephalic বলে।... বয়স অনুযায়ী করোটির বদল হয়; শিশুদের মাথা বড় থাকে ও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অনুপাত-মত হয়।...নারীদের করোটি সাধারণত পুরুষদের হইতে ছোট হয়; পুরুষদের করোটি হইতে ইহার অভ্যন্তর $\frac{1}{10}$ ভাগ, অর্থাৎ মস্তিষ্কর পরিমাণ ও ওজন সেই অনুপাতে কম।

করোনা অস্ট্রালিস (Corona Australis)

দক্ষিণ কিরীট তারকা মণ্ডল। ইহা দক্ষিণ আকাশের ক্ষুদ্র তারকা পুঞ্জ; সেন্টাউরিসের সামনের পায়ের কাছে অবস্থিত।

করোনা বোরিআলিস (Corona Borealis)

উত্তর কিরীট তারকা মণ্ডল। বুটিস বা ভূতেশ নক্ষত্রপুঞ্জের পূর্ব দিকে অবস্থিত; ২১টি তারার সমষ্টি। অলফিক্কা (Alphecca) উজ্জ্বলতম (২·৫) নক্ষত্র; সমগ্র পুঞ্জটি দেখিতে মুকুটের ন্যায় বলিয়া এই নাম।

করোনেশন (Coronation)

দ্রঃ অভিষেক।

কর্ক (Cork; Quercus suber)

শিশি বোতলের ছিপির জন্য ব্যবহার লাগে। ইহা একপ্রকার

চিরহরিত বৃক্ষের ত্বক। ভূমধ্যসাগর তীরে, স্পেন, পোর্তুগল ও ফ্রান্সে চাষ হয়। গাছের ছাল নমনীয়; ছুরি দিয়া সযত্নে কাটিয়া উহাকে সিদ্ধ বা বাষ্পে শোধন করিতে হয়। পরে চাপ দিয়া চাদরের মত করিয়া যথাপ্রয়োজন কাটা যায়। ইহা লাইফ-বেল্টের উপাদান। প্রতি গাছ হইতে ১০ বৎসর অন্তর ছাল কাটা যায় ও ১৫০ বৎসর পর্যন্ত কাটা চলে। স্পেন হইতে প্রচুর রপ্তানী হয়।

কর্কট ক্রান্তি (Tropic of Cancer)

সূর্য বৎসরের মধ্যে দুইদিন পৃথিবীর উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, অর্থাৎ দুইদিন মধ্যাহ্নে সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে। উত্তর গোলার্ধে সূর্যের চরমগতি যেখান পর্যন্ত হয়, তাহাকে কর্কট ক্রান্তি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঐ প্রকার বৃত্তকে মকরক্রান্তি বলে। কর্কট ক্রান্তি নিরক্ষ বা ভূবিষুব রেখা হইতে ২৩½" ডিগ্রী উত্তরে এবং মকরক্রান্তি ২৩½" ডিগ্রী দক্ষিণে অবস্থিত।

কর্কট রাশি (Cancer)

সূর্যের আকাশ পরিক্রমণ পথে একটি নক্ষত্র পুঞ্জ; দ্বাদশ রাশির ৪র্থ। উত্তরায়ণে সূর্যের চরম গতি কর্কট পর্যন্ত। (দ্রঃ কর্কটক্রান্তি) এই তারকাগুচ্ছে পুষ্যা নক্ষত্র আছে। ইহাতে Praesape বা Beehive বা মৌমাছির ন্যায় গুচ্ছবদ্ধ নীহারিকা খালি চোখে দেখা যায়। সূর্য ২২শে জুন সায়ণ (দ্র) মিথুন রাশি হইতে সায়ণ কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে; এবং আষাঢ় সংক্রান্তিতে সূর্য নিরয়ণ (দ্রঃ) কর্কটে প্রবেশ করে ও সেইক্ষণে শ্রাবণ মাসে আরম্ভ হয়। পুনর্বসু নক্ষত্রর ¼ কলা, পুষ্যা ও অশ্লেষার ৪ কলা করিয়া মোট ৯ কলায় কর্কট গঠিত।

কর্কট রোগ

(ক্যানসার দ্রঃ)।

কর্কটীয় শান্তবলয় (Calms of Cancer)

নিরক্ষ প্রদেশস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া অতি উপর দিয়া কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার নিকটে আসিয়া শীতল ও ভারি হইয়া নিচে নামিয়া আসে। এইজন্য এখানে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। এদিকে মেরু প্রদেশ হইতেও শীতল বায়ু এই মণ্ডলে নামিয়া আসে; ফলে এই দুই অঞ্চলে (৩০°—৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে) চাপ অত্যন্ত বেশি হয়। এই স্থানে বায়ু ক্রমাগতই উপর হইতে নিচে নামিয়া আসে বলিয়া এখানে বায়ু প্রবাহ নাই; এই দুই মণ্ডলকে কর্কটীয় শান্তবলয় ও মকরীয় শান্তবলয় বলে। (দ্রঃ অশ্ব অক্ষাংশ; নিরক্ষীয় শান্তবলয়)।

কর্কোটক

কশ্যপ ও কদ্রুর নাগ তনয়। নারদকে বঞ্চনা করিবার অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়া একস্থানে অবরুদ্ধ থাকে; দাবানলে আক্রান্ত হইয়াও নড়িতে পারিতেছিল না। সেই সময়ে রাজা নল কলিপীড়িত হইয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও নাগের কাতর উক্তি শুনিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। নাগ কৃতজ্ঞতা বশত তাঁহাকে দংশন করিয়া বিবর্ণ করিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে আর চিনিতে পারিল না। এই নাগ নলকে ঋতুপর্ণ রাজার কাছে গিয়া অক্ষ-ক্রীড়া শিখিতে উপদেশ দেন। (দ্রঃ নল)

কর্ণ

(১) কুন্তীর কুমারী অবস্থায় ইঁহার জন্ম হয়। লোকলজ্জা ভয়ে কুন্তী নদীতে এই শিশুকে ভাসাইয়া দেন; অধিরথ নামে সূত ও তাহার পত্নী রাধা শিশুকে নদীতীরে পাইয়া পালন করেন। পরশুরামের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে কর্ণ বহু অস্ত্র-বিদ্যা শিখেন। পরে হস্তিনাপুরে গিয়া দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্র পরীক্ষায় ইঁহাকে অর্জুনের সমকক্ষ দেখিয়া দুর্যোধন ইঁহাকে নিজ দলে আনেন ও অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দেন। দানে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া দাতাকর্ণ কথা প্রবাদগত। কর্ণ অর্জুনের বিদ্বেষী এবং দুর্যোধনের পরম মিত্র ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ১৬শ দিবসে সেনাপতি হন ও পরদিন অর্জুন কর্তৃক নিহত হন। বৃষকেতু ইঁহার পুত্র। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদ।

(২) কলচুরি বংশীয় রাজা (১০৩৭); বঙ্গদেশের রাজা বিগ্রহপাল ইঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও তদীয় কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। ইহার অপর কন্যা চন্দ্রদ্বীপের রাজা বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মার সহিত বিবাহিত হয়।

(৩) মেবারাধিপতি অমরসিংহের পুত্র (১১৯৩)। নাবালক অবস্থায় মাতা কর্মদেবী রাজ্য পরিচালনা করেন।

(৪) মেবারপতি প্রতাপসিংহের পৌত্র, সমরসিংহের পুত্র। ১৬২১—১৬২৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। (৫) বিকানীরের রাজা (১৬৩২-৭৪)।

কর্ণ (জ্যামিতিক সংজ্ঞা) Diagonal, Hypotenuse.

(১) যে সরলরেখা কোনো চতুর্ভুজের দুই সম্মুখস্থ কোণ সংযুক্ত করে তাহাকে কর্ণ বলে (২) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু। দ্রষ্টব্য—কান Ear।

কর্ণওয়ালিস, (Cornwallis, Charles, Marquis ১৭৩৮-১৮০৫)।

১ম কর্ণওয়ালিসের আর্লের পুত্র। ১৭৬১ ইউরোপীয় সমরে যুদ্ধ করেন। ১৭৮০ আমেরিকার যুদ্ধে বিদ্রোহী দমনে গিয়া পর বৎসর মার্কিন-সৈন্যের হাতে বন্দী হন। ১৭৮৬ ওয়ারেন হেস্টিংসের পর ইনি বড়লাট হইয়া ভারত আসেন। ইংল্যান্ডের মন্ত্রীমণ্ডল

তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন এবং কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধেও তিনি নিজের বিবেচনামত কাজ করিতে পারিবেন এইরূপ অধিকার দিয়া আইন পাশ করেন। তীপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তৃতীয় মহিশূর যুদ্ধ ১৭৯০-৯২ দ্রষ্টব্য। ১৭৯৩এ কোম্পানির সনদ দ্বিতীয়বার প্রদত্ত হয় ও ঐবৎসর চিরস্থায়ী বন্দবস্ত (দ্রঃ) প্রবর্তিত হয়। জিলার কলেক্টরের হাত হইতে বিচারের ভার তুলিয়া লইয়া জজের হাতে দেন। ইহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের জন্য কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্সিদাবাদে ৪টি প্রভিন্সিয়েল কোর্ট স্থাপন করেন। সামান্য মামলা বিচারের জন্য মুন্সেফ নিযুক্ত হয়। দারোগা ও থানা প্রথা তাঁহার সৃষ্টি। বিলাতে ফিরিয়া ১৭৯৮-১৮০১ আয়রল্যানডের ভাইসরয় হন। ১৮০৫এ ওয়েলেসলির পর পুনরায় ৬৭ বৎসর বয়সে গভর্নর-জেনারল হইয়া ভারতে আসেন, কিন্তু গাজিপুরে মারা যান।

কর্ণপুর, কবি (১৫২৭ ?)

বৈষ্ণব কবি। আসল নাম পরমানন্দ দাস; কাঁচরাপাড়া নিবাসী চৈতন্য-ভক্ত শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর অনুরোধে তাঁহার গুরু পরমানন্দ পুরীর নামানুসারে শিবানন্দ-পুত্রের নাম পরমানন্দ রাখেন। চৈতন্যদেব ইঁহার কাব্যশক্তি দেখিয়া 'কর্ণপুর' উপাধি দেন। 'চৈতন্য চরিতামৃত' (১৫৭০ ?) মহাকাব্য সংস্কৃতে রচনা করেন; এ ছাড়া 'অলঙ্কার কৌস্তুভ', 'আর্য্যাশতক', 'আনন্দ বৃন্দাবন' প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। বিখ্যাত গ্রন্থ 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক (১৫৭২) তাঁহাকে অমর করিয়াছে। 'গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা' শেষ গ্রন্থ (১৫৭৬)। বাঙলার পদরচয়িতা; পদকল্পতরুতে ৬টি পদ আছে। (দ্রঃ S. Sen. Brajabuli 61-3; পদ-কল্প-তরু ৫ম; পৃ ১৪৫-৮)

কর্ণবতী

চিতোর রাণা সংগ্রাম সিংহের পত্নী। মালবরাজ বাহাদুর শাহ (১৫৩৩) চিতোর অধিকার করিলে কর্ণবতী সম্রাট হুমায়ুনকে রাখি পাঠাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। সম্রাট চিতোর হইতে বাহাদুরকে দূর করিয়া দেন। রাণী কর্ণবতী পৌত্রের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হুমায়ুন বাংলাদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে বাহাদুর পুনরায় চিতোর আক্রমণ করে; যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয় ঘটিলে কর্ণবতী বহু রাজপুত মহিলা লইয়া 'জহরব্রত' (দ্র) করেন।

কর্ণবেধ

হিন্দুদের উপনয়নের সময় কান বিদ্ধ করা হয়। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়ার প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যে কর্ণবেধ সংস্কার আছে; ইহা ভারতের আর্যদেরই বিশেষত্ব নহে। কর্ণে কুণ্ডল পরার অভ্যাস পুরুষদের সর্বত্রই ছিল এবং এখনো সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ৬—১০ম মাসের মধ্যে কর্ণবেধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন চূড়াকরণ উপনয়ন, কর্ণবেধ প্রায়ই একসঙ্গে হয়। শাস্ত্রমত শুক্লপক্ষে ও শুভদিনে ইহা করণীয়। এবিষয়ে শাস্ত্রের নানা ব্যবস্থা আছে।

কর্ণসেন

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কর্ণসেন গৌড়রাজের সামন্ত। ঢেকুরের রাজা গোপসর্দার ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। তৎপরে গৌড়রাজ নিজ ভগ্নী রঞ্জাবতীর সহিত ইহার বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর গর্ভে লবসেন বা লাউ-সেনের জন্ম হয়। মেদিনীপুর জিলায় কর্ণসেনের গড় নামক স্থান আছে। দ্রঃ 'ধর্মমঙ্গল', লাউসেন।

কর্ণিস (Cornice)

বাংলায় কার্ণিশ চলিত। অট্টালিকার উপরিভাগে যে অংশ প্রাচীর হইতে বাড়ানো থাকে, তাহা কঃ নামে পরিচিত।

কর্ণিয়া (Cornea)

চক্ষু গোলকের বহিরাবরণ দৃঢ়; উহা শাদা ও অস্বচ্ছ। কেবল সম্মুখাংশ স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছাংশকে কর্ণিয়া বলে।

কর্জন (Curzon of Kedleston, Marquess ১৮৫৯—১৯২৫)

ভারতের বড়লাট। আইরিশ পীয়ার লর্ড স্কার্সডেলএর পুত্র; ইঁহার পূর্বপুরুষগণ ডার্বিশায়ারের কেডলস্টোনে গত আটশত বৎসর বাসিন্দা ছিলেন। জর্জ ন্যাথনীল কর্জন অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট গ্রাজুয়েট্। ইনি ১৮৮৬এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন ও লর্ড সেলিসবেরির সহকারী-প্রাইবেট-সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮৯১-৯২ ভারত সচিবের আন্ডার-সেক্রেটারী হন। মধ্য এশিয়া, পারস্য ও পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৯ ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসেন। পঞ্জাব হইতে কয়েকটি জেলা লইয়া ১৯০১এ উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ গঠন ও তিব্বতে মিশন প্রেরণ প্রভৃতি করেন। ১৯০১ মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় ও কর্জন কলিকাতায় ভিঃ মেমোরিয়াল সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ১৯০২-০৩এ ৭ম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লীতে দরবার হয় ও কর্জন রাজপ্রতিনিধিরূপে দরবার পরিচালনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার করিয়া আইন পাশ, প্রাচীন কীর্তিসমূহ রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন ও কৃষি বিভাগ স্থাপন ও বঙ্গচ্ছেদ ইঁহার কীর্তি। ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হয়। এইজন্য দেশময় তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় হন। ঐ বৎসর জঙ্গীলাট কিচেনারের সহিত ফৌজ বিভাগের উপর কর্তৃত্ব লইয়া মতভেদ হয় ও তিনি পদ-ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ১৯০৭এ অক্সফোর্ড বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের চানসেলার হন। মহাযুদ্ধের সময় লয়েড-জর্জের সমর্থক ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপিষ পরিচালন করেন। বৈদেশিক ব্যাপারের সেক্রেটারি ছিলেন (১৯১৯-২৩)। ১৯২৫এ মৃত্যু হয়।

কর্ড (Chord), পূর্ণজ্যা, চাপকর্ণ

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। বৃত্তের পরিধিতে অবস্থিত যে কোন দুইটি বিন্দুকে যে সরল রেখা যোগ করে তাহাকে কর্ড বলে। বৃত্ত পরিধির অংশকে চাপ (arc) বলে।

কর্ড লাইন (Chord line)

ঈঃ আইঃ রেলওয়ের যে পথ আসানসোল হইতে মধুপুর, দেওঘর পাটনা প্রভৃতি হইয়া মুগলসরাই-তে গিয়া গ্রান্ড কর্ডের সহিত মিলিয়াছে তাহাকে বলে 'কর্ড লাইন'। গ্রান্ড কর্ড লাইন আসানসোল হইতে গয়া প্রভৃতি দিয়া গিয়াছে।

কর্তাভজা সম্প্রদায়

আউলচাঁদের (দ্রঃ) শিষ্যেরা তাঁহাকে 'জয়কর্তা' বলিয়া ডাকিত ও সেই হইতে কর্তাভজা নাম প্রচলিত। ঈ. বি. রেলের কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের নিকট ঘোষপাড়া এই সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র; প্রতি বৎসর এখানে মেলা হয়। সম্প্রদায়ের গুরুকে 'মহাশয়' শিষ্যকে 'বরাতি' বলে। ইহাদের দশটি কর্ম নিষেধ, পরস্ত্রী গমন, পরদ্রব্য হরণ ও পরহত্যা বা পীড়ন - এই তিনটি কায়কর্ম; পরদ্রব্য হরণেচ্ছা, পরহত্যা করণেচ্ছা; পরস্ত্রী গমনেচ্ছা এই তিনটি মনঃকর্ম এবং মিথ্যা কথন, কটু কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ এই ৪টি বাক্যকর্ম পরিহার্য। ইন্দ্রিয় সংযম এই সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান কর্তব্য; ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে 'মেয়ে হিজড়া পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্তাভজা।' শোনা যায় যে উক্ত আদর্শ হইতে শিষ্যরা চ্যুত হইয়াছে। (দ্রঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)।

কর্দম

কীর্তিমানের পুত্র, প্রজাপতি; স্বয়ম্ভু মনুর কন্যা দেবাহুতিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র কপিল; কন্যা অরুন্ধতী, শান্তি, কলা প্রভৃতি নয় জন।

কর্পূর শাক (Limnophilila Gratioloides)

জলাভূমির কর্পূর গন্ধি শাক বিশেষ। পাতায় চিহ্ন আছে; ফুল পঞ্চদল, ওষ্ঠাকার, কেশর ৪ ফল বহুবীজ, দ্বিকোষযুক্ত। গাছ লতাইয়া পড়ে; বর্ষাকালে ফুল ফোটে। কালো কর্পূর শাক প্রায় ঐরূপ; পাতা গুচ্ছাকারে না হইয়া মুখমুখি দুইটি হয়। পাতার শিরা অস্পষ্ট; ফুল ছোট একত্রে অনেক হয়; বেগুনী বর্ণ; হঠাৎ ব্রাহ্মীর মত দেখিতে হইলেও পরাগাশয়ে প্রভেদ আছে (যোগেশ; Chopra 508)

কর্পূর (Camphor Cinnamomum Camphoria)

জাপান, চীন, ফরমোজা (Taiwan) প্রভৃতি স্থানের চির-শ্যামল বৃক্ষ বিশেষের কাঠের মধ্যে প্রাপ্ত নির্যাস। তাইওয়ান দ্বীপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কঃ উৎপাদক স্থান। ৭১৮ বছরের পুরাতন গাছের কোটরে কর্পূর মিশ্রির দানার ন্যায় দানা-বাঁধা অবস্থায় থাকে। পুরাতন গাছে গড়ে ৫½ সের কঃ হয়। ইহা অপক্ক কর্পূর। কাঠ টুকরা টুকরা করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পরে শীতল করিলে কর্পূর দানা বদ্ধ হয়। ইহাকে পক্ক কঃ বলে। কর্পূর নানা ঔষধে লাগে। বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইহার প্রয়োগ আছে। অতিরিক্ত সেবনে বিষক্রিয়া হয়। কর্পূর গাছের তক্তার সুগন্ধ থাকে। চীনে বই-এর পাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। কর্পূর দেখিতে শাদা, গন্ধ উগ্র, স্বাদ ঝাঁঝালো। ১৭৫° সেন্টিগ্রেড তাপে দ্রব হয় ও ২০৪° সেন্টিঃ তাপে ফুটিতে থাকে। সাধারণত উদ্বায়ী এবং পোড়াইলে উজ্জ্বল ধোঁয়াটে শিখা হয়। সেল্যুলয়েড (celluloid) শিল্পে, নানা ঔষধ প্রস্তুতিতে এবং বিস্ফোরকে প্রয়োজন হয়।...পৃথিবীর মধ্যে জাপানে কর্পূর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত হয় (৭০%); সেখান হইতে প্রায় ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কর্পূর ও ৯৭ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কর্পূর তৈল বিদেশে রপ্তানি হয় (১৯২১এ)। ১৯৩৪এ জাপান হইতে ৪,৬০৩,২২৪ য়েন্ মূল্যের কর্পূর রপ্তানী হয়। ১৯৩৪ হইতে টাইওয়ানের কর্পূর শিল্প গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে গিয়াছে। ভারতবর্ষে কঃ প্রস্তুত হয় না; তবে ১৮৯৬ এর পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের নীলগিরিতে কিছু প্রস্তুত হইত। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে কর্পূর বিদেশ হইতে আমদানী হয়; ১৯২৮-২৯এ ২৭·৭৯ লক্ষ টাকার কর্পূর আমদানী হয়।...বর্তমানে কৃত্রিম কর্পূর রাসায়নিক সংশ্লেষন পদ্ধতির দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে এবং হয়ত ভবিষ্যতে উদ্ভিজ্জ কর্পূর লোপ হইবে। বর্তমানে ৭১৮ হাজার টন্ কৃত্রিম কর্পূর প্রস্তুত হইতেছে। (দ্রঃ Chopra, 113-117; The Japan Year Book 1934.)

'কর্পূরমঞ্জরী' (৯ম শতক)

রাজশেখর বিরচিত নাটক; প্রাকৃত ভাষায় রচিত বলিয়া ভাষা-বিদদের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ প্রিয়। কবির স্ত্রী অবন্তি সুন্দরীর অনুরোধে ইহা রচিত। ইহা নাট্যশাস্ত্রের শট্টক শ্রেণীর অন্তর্গত, ৪ অঙ্কে সম্পূর্ণ। অধ্যাপক স্টেন্ কোনো (Konow) হার্ভাড্ ওরিএন্টাল সিরিজে এই গ্রন্থের মূল প্রকাশ ও C. R. Lanman ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ডাঃ মনোমোহন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। (দ্রঃ রাজশেখর)।

কর্পোরেশন (Corporation)

ব্যবসায়ী বা বণিকসঙ্ঘকে সাধারণত কর্পোরেশন বলিলেও বিশিষ্ট কতকগুলি নগরের পৌর ব্যবস্থাকে (মিউনিসিপাল কার্য) কঃ বলে—যেমন কলিকাতার কর্পোরেশন।···১৭২৬এ ইংল্যান্ডের রাজার চার্টার বা সনদ লইয়া লন্ডন মিউনিসিপালটির অনুকরণে কলিকাতায় মেয়র (Mayor) ও অলডারম্যান (Alderman) পদ সৃষ্ট হয়; ঐ সময়ে তাঁহারা শহরের বিচারাদি করিতেন। ১৭৯৩এর রাজকীয় সনদ পুনর্গ্রহণের সময় কলিকাতায় মিউনিসিপাল শাসনে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ইহার পর বহু আইনদ্বারা কর্পোরেশনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। ১৮৬৩ সনের (Act VI of 1863) এক আইন অনুসারে মিউনিসিপাল কার্যসমূহ একদল বুদ্ধিমান লোকের উপর ন্যস্ত হয় (Corporation of the Justices); ইহাদের সংখ্যা ১৪৩ ছিল। ১৮৭৬এ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয় ও ৭২ জন কমিশনার হন; চেয়ারম্যান হইতেন পুলিশ কমিশনার। ১৮৮৮ সালের অ্যাক্ট মতে স্বায়ত্তশাসনের পথে কর্পোরেশন বিশেষভাবে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়; কিন্তু ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি সাহেব ১৮৯৯ সালে যে অ্যাক্ট পাশ করেন তাহার ফলে নির্বাচিত সদস্য ৫০ হইতে ২৫ করা হয় ও একজন I. C.S কে চেয়ারম্যান করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ২৮ জন বাঙালী কাউন্সিলর সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর বাইশ বৎসর পরে (১৯২৩) স্যর সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন আইন প্রণয়ন করেন। তদনুসারে কঃর প্রধানকে মেয়র আখ্যা প্রদান করা হয় এবং ইনি কাউন্সিলদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। সমস্ত নগর ৩২টি ওয়ার্ড বা বিভাগে বিভক্ত। কাউন্সিলদের সংখ্যা ৯৬; ইহার মধ্যে ৬৯ জন ওয়ার্ডগুলি হইতে, ৬জন বঙ্গীয় বণিক সঙ্ঘ হইতে, ৪জন কলিকাতা ট্রেড্ অ্যাসোসিএশন হইতে নির্বাচিত, ১জন কলিকাতা পোর্টট্রাস্ট ও ১০জন গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন। এই ৯১জন সদস্য ৫জন বিশিষ্ট নাগরিককে 'অলডারম্যান' নির্বাচিত করেন। ৬৯ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২১ জন মুসলমান। কর্পোরেশনের প্রধান বা মেয়র একবৎসরের জন্য নির্বাচিত হন; কাউন্সিলদের কার্যকাল তিন বৎসর। কর্মকর্তাকে চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার বলে; তিনি কঃর বেতনভোগী কর্মচারী।···সদস্যদের লইয়া নানা কমিটি আছে।···১৯৩৯এর জানুয়ারী মাসে বাংলা স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নবাব হবিবুল্লা সাহেব ঘোষণা করেন যে কলিকাতার মুসলীম কাউন্সিলারগণ সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন, তাহাতে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। সুতরাং ১৯৩৫এর ভারত গভর্নমেন্ট অ্যাক্টের ন্যায় কলিকাতাতেও সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইবে। তদনুযায়ী ৩০এ জানুয়ারী 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই বিলের খশড়া প্রকাশিত হয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আইন পাশ হয়। এই নূতন আইনানুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন কাঠামো নিম্নলিখিতরূপ হইবেঃ—সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী হইতে ৪৭জন, মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী হইতে ২২জন, বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স হইতে ৬, কলিকাতা ট্রেডস অ্যাসোঃ হইতে ৪, কলিঃ পোর্ট ট্রাস্ট হইতে ২ এবং শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে ২জন, মোট ৮৫ জন নির্বাচিত; ইহার উপর ৮জন সদস্য প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট মনোনয়ন করিবেন। এই আটজনের মধ্যে তিন জন তপশীলভুক্ত হইবেন। কলিকাতার নাগরিকরা ইহার প্রতিবাদ করেন।

কর্পোরেশন, কলিকাতা— সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

জনসংখ্যা—১১,৯৬,৭৩৪ (১৯৩১এ); ৬,১২,৩০৮, (১৮৮১এ)। মোটর গাড়ী (প্রাইভেট মোটর ৫০,০০০; মোটর সাইকেল ৫৭৮০; মোঃ লরী ৫৯৭৪; ট্যাক্সি ২০০০; বাস ৮০০)।

ঘোড়ার গাড়ী ১২০৬। রিক্শ ৫৮০৭। গো গাড়ী ১১,৩২৭।

বাৎসরিক আয়— ১৮০১— ৫৪,৩৪,০০০ টাকা
১৯১১— ৯২,৬০,৮৮৪ „
১৯২১— ১,৫৯,৩৫,৭২৫ „
১৯৩১— ২,৪৩,৫৬,৫৭৫ „
১৯৩৮— ২,৪৭,৪৬,০৯৪ „

ট্রাম পথ (কলিকাতা ও হাওড়া) ৩৭·৭০ মাইল। হাওড়ার সেতু ১৮৬৪এ নির্মিত হয়; উহা ১৫৩০ ফুট লম্বা। কলিকাতায় ১৯০২ সালে ১১,০০০ পথের বাতি ছিল; এখন গ্যাসআলো ১৮,৪৬৪, কেরোসিন ৯৮৯; বিজলি ২৮৮৮! দৈনিক ৬ কোটি গ্যালন পরিষ্কার জল ও ৫ কোটি গ্যালন ময়লা জল লাগে। ভূগর্ভে ড্রেন আছে ২৬০ মাইল। প্রতিদিন ১১৭০ টন ময়লা স্থানান্তরিত হয়। কলিকাতার টালার জলের ট্যাংকে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। অবৈতনিক পাঠশালা ২৩২।

কর্ভাস (Corvus)

করতল মণ্ডল। কন্যারাশির নিম্নে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ। গ্রীক ভাষায় 'কাক'। কিন্তু ইহা একটি চতুর্ভুজের মতো। একটি তারা 'হস্তা' (দ্রঃ)।

কর্মদেবী

চিতোরের রাণা সমর সিংহের পত্নী। সমর সিংহ তিরৌরীর যুদ্ধে পৃথীরাজের সঙ্গে নিহত হন। কর্মদেবী নাবালক পুত্র কর্ণকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্য চালনা করেন। কুতুবুদ্দিন আইবাক চিতোর আক্রমণ করিলে এই নারী পুরুষ বেশে যুদ্ধ করিয়া তুর্কীদের বিতাড়িত করেন।

কর্মবাদ, কর্মফল

কর্ম কারণ ব্যতিরেকে হয় না ; হিন্দুদের বিশ্বাস যে মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ দৃষ্ট হয় তাহা পূর্বজন্মের কৃত কর্মের ফল। সৎকর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিতে হয় ; কর্ম ছাড়া কাহারও মুক্তি হয় না। দ্রঃ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ।

কল, কলেরটাকা (Call money)

যৌথকারবারে অংশীদারগণের নিকট হইতে শেয়ারের বা অংশের সমস্ত টাকা একসঙ্গে লওয়া হয় না। শেয়ার ক্রয় করিবার সময় ভর্তি ফী ও প্রথম কল বা টাকা দিতে হয়, পরে কোম্পানী নির্দিষ্ট সময়ে অবশিষ্টাংশের জন্য তাগিদ করে। পুরা টাকা না দিলে সেয়ার বাজেয়াপ্ত হয়।

কলকব্জার যুগ (Age of Machinery)

১৮ শতকের মধ্য হইতে ইউরোপে যন্ত্র যুগের সূত্রপাত। ইংল্যান্ড এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক ; স্টীম ইনজিন্ আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু কল কারখানা চলিতে আরম্ভ করে। সুতাকাটা কল ও কাপড় তৈয়ারীর কল আবিষ্কারের ফলে শিল্প জগতে প্রথম যুগান্তর আসে। ইহার পর কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যন্ত্রের প্রসার হয় ; ট্রাকটর, মোয়ার (Mower) প্রভৃতি বিচিত্র যন্ত্র আসিতে লাগিল ; লোকোমোটিভ বা রেলইন্‌জিনের আবিষ্কার যাতায়তে যুগান্তর আনিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য কলকব্জা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এখনো হইতেছে। সেই জন্য ১৮ শতক হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কালকে যন্ত্র যুগ বলা যায়।

কল্‌কে ফুলের গাছ

দ্রঃ কলিকা।

কলচুরি, কলচুর্য

রাজবংশ। মধ্য ভারতে চেদিদেশে কলচুরি বা হৈহয়গণ বাস করিত। ইহাদের অব্দ ২৪৯ খৃঃ অঃ হইতে চলিত হয়। এই বংশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। নবম শতকে কোকল্ল নামে রাজা কনৌজ ও রাষ্ট্রকূটের সহিত যুদ্ধ করেন। ১১ শতকে গাঙ্গেয় দেব ও রাজা কর্ণ (১০৪০—৭০) এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি। উত্তরে ত্রিহুত হইতে দক্ষিণে কানাড়া পর্যন্ত ভূভাগে গাঙ্গেয় দেবের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল ; তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকর্ণর সময়ে কনৌজ হইতে পশ্চিম-বাংলার বীরভূম জেলা পর্যন্ত ইহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বাংলার পাল ও বর্মন বংশীয় দুই রাজার সহিত নিজ দুই কন্যার বিবাহ দেন। লক্ষ্মীকর্ণের পুত্র যশঃকর্ণ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন (১০৭০-১১২৫)। ১২ শতকে এই রাজ্য বিভক্ত হয়—দাহাল রাজ্যর রাজধানী হয় ত্রিপুর ; পূর্বাংশের রাজধানী হয় রত্নপুর। ফলে ইহারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা কৃষ্ণ (১২৪৭-৬০) চেদিরাজ্য ধ্বংস করেন।

কলবার জাতি

উত্তর ভারতে হিন্দীভাষীদের মধ্যে একটি উপজাতি যাহারা মদ চোলাই করে। প্রথমে আদিম জাতি ছিল ; ক্রমে ব্যবসায় করিয়া বৈশ্য সমাজে উঠিতেছে। জন সংখ্যা ১০ লক্ষ।

কলবার্ট (Colbert, Jean B. ১৬১৯—৮৩)

ফরাসী রাষ্ট্রনীতিক ; ফ্রান্সের রাজা ১৪শ লুইএর অর্থসচিব। ইঁহার চেষ্টায় ফ্রান্সের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। ইনি বলেন যে পৃথিবীর ধন স্থিতিশীল ; বিদেশ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী দেশের মধ্যে বিক্রয় করিতে দেওয়া উচিত নয় ; কারণ এইভাবে দেশের ধন বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। সোনা রূপাই ধন ও সেই ধন যেন বিদেশে না যায়। এই মতকে Mercantile System বলে। ১৯ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ধন (wealth) সম্বন্ধে এই ভুল মত সর্বত্র প্রবল ছিল। বর্তমানে সেই মত অন্য নামে ফিরিয়া আসিতেছে।

কলমকাটা (Grafting)

বৃক্ষ বিজ্ঞান অন্তর্গত ক্রিয়া ; দুইটি স্বজাতীয় বা নিকট জাতীয় বৃক্ষ শাখার অঙ্গ কাটিয়া এমনভাবে জোড়া দিয়া বাঁধা হয় যে অল্পকালের মধ্যে দুটি শাখা মিলিয়া এক গাছ হইয়া যায়। সাধারণ বন্য গোলাপের ডালের সহিত ভাল জাতের গোলাপের ডাল কলমকাটা করিয়া বাঁধিয়া দিলে যে গাছ জন্মিবে তাহা ভালজাতের গাছ হইবে। টোমাটোর ডালের সহিত আলুর কলম করিয়া নূতনতর ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বহু প্রকারের কলম আছে। যথা (১) জোড়-কলম। একটী গাছের ডালের ছাল চাঁচিয়া আর একটী গাছের ডালের সমপরিমাণ ছাল চাঁচিতে হইবে। পরে ঐ চাঁচাস্থান একত্র করিয়া দড়ির দ্বারা বাঁধিতে হইবে। (২) গুল্-কলম। একটী গাছের ডালের ছাল কিয়ৎ পরিমাণ চাঁচিয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া দিতে হইবে। পরে ঐ মাটির উপর নারিকেল ছোব্‌ড়া চাপাইয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে হইবে। (৩) কাটিং-কলম। (ক) ডাল গাছে সংলগ্ন থাকিবে। ঐ ডালের কিয়ৎপরিমাণ ছাল তুলিয়া ডালটি নোয়াইয়া মাটি চাপাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইতেই শিকড় গজাইবে। (খ) গাছের ডাল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া মাটিতে বসাইয়া রাখিলে শিকড় গজাইবে। (৪) বাডিং-কলম। একটী গাছের চক্ষু (পাতার মধ্যে যাহা সামান্য উঁচু হইয়া থাকে যেমন গোলাপ গাছে থাকে) অপর গাছের ডালের ছাল চাঁচিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ

গজাইয়া ডালে পরিণত হইবে। ক্রোটন গাছের ডাল কাটিয়া বোতলের মধ্যে জল দিয়া রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে শিকড় গজায়।

কলমা

আরবী শব্দ, অর্থ বাক্য বা শব্দ। ইসলামীয় পরিভাষায় কলমা বলিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহম্মদুররসুলুল্লাহ্'— বাক্যকে বুঝায়। ইহার অর্থ 'আল্লা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নহে; মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ'।…বিবাহের সময় যেসব স্বীকার উক্তি ও বিশেষ বক্তৃতা দেওয়া হয়, উহাকে সাধারণভাবে কলমা বলা হয়।

কলমী (Ipomœa aquatica) সং কলম্বী, শতপর্বা। ভারতের সর্বত্র বিশেষভাবে বাঙলার পুকুরে কলম্ব্যাদিবর্গের এই জলজ শাক প্রচুর পাওয়া যায়। কচিপাতা ও ডাঁটা রাঁধিয়া লোকে খায়। নীল কলমী লোমশ; ইহা রোহিনী; ইহার ফল নীলবর্ণ; বীজ কালো বলিয়া অপর নাম কালাদানা; কালাদানা রেচক। দুধ কলমীর (Calonyction bona-nox) পাতা বড়, পানের মতন; ফুল বড়, শাদা; এই গাছ সর্বত্রই বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়; মাদ্রাজ ও সিংহলে ইহার চাষ হয়। আর্সেনিক ও আফিমের বিষ খাইলে কলমী ও বন কলমী (I. Sepiaria) রেচকের ন্যায় রোগীকে খাওয়াইলে ফল হয়। (Chopra 498-1; Watt 686)।

কলম্বা লতা

মোজাম্বিক দেশে আদি জন্ম। তথা হইতে মাদ্রাজে আনীত ও রোপিত হয়। ইহার মূল চাকা চাকা আকারে খণ্ডিত হইয়া বিক্রীত হয়। তিক্ত স্বাদ। ট্যানিক বা গ্যালিক এসিড্ বর্জিত বলিয়া লৌহঘটিত ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়।

কলা

প্রজাপতি কর্দম ও দেবহুতির কন্যা; কশ্যপ মুনির জননী।

কলা, কদলী (Musa Sapiantum Banana; Plantain, M. Paradisiaca) কোমলদণ্ড বৃক্ষ। ইহার পিণ্ডমূল (এঁটে) হইতে একেবারে পাতা বাহির হয়। এঁটের ঠিক মধ্যস্থান হইতে সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা উঠে; ইহারই চতুর্দিকে স্তরে স্তরে কাণ্ড কোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে, এইজন্য ইহাকে কোমল কাণ্ড বলে। কালে এই মজ্জা পুষ্প-দণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয়, তখন উহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু শুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে ও শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। পাতা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ হয়। কলার বহু ভেদ আছে; কাঁচা কলা, কাঁঠালী, মর্তমান (মার্তাবান নগর হইতে আসিয়াছে বলিয়া লোক-বিশ্বাস), চাঁপা, ঠোঁটে, চীনিচাঁপা, চাটিম, রামপাল ইত্যাদি। কলার ফুলকে মোচা ও ফলকে কলা বলে। গাছের ভিতরের মজ্জাকে থোড় বলে। কলা বৈদ্যক শাস্ত্রে বহু ব্যবহার হয়। পশ্চিম ইনডিস দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু লক্ষ টাকার কলা আমেরিকা ও ইউরোপে চালান হয়। ফিলিপাইন দ্বীপে এই কলার এক জাত (M. textilis) হইতে বিখ্যাত ম্যানিলা দড়ি প্রস্তুত হয়। কলার পাতায় ক্ষার আছে।

কলা (Fine Arts)

সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শিক্ষিত ও সভ্য নরনারীর পক্ষে কতকগুলি বিদ্যা আহরণ করা আবশ্যিক ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে; এই বিদ্যাকে কলাবিদ্যা বলে। বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' বহুবার কলার উল্লেখ করিয়াছেন; এ ছাড়া বাল্মীকি, বামন, মাঘ, ভবভূতি, দণ্ডীন্ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত লেখক কলার কথা বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার কলার সংখ্যা ধরিয়াছেন ৬৪; জৈন গ্রন্থে প্রায় ৭২টি কলার উল্লেখ দেখা যায়; 'ললিতবিস্তর' নামে বুদ্ধ-জীবনীতে ৬৪ কলার উল্লেখ থাকিলেও ৮৬টি লিখিত আছে; যশোধর কামসূত্রের টীকায় বলিয়াছেন যে কলার সংখ্যা ৫১২। কিন্তু কালে ৬৪ কলার প্রবাদমূলক সংখ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'শব্দকল্পদ্রুমে' ললিতবিস্তর-উল্লিখিত ৬৪ কলার উল্লেখ আছে।…কলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—'স্ত্রী কলা' ও 'পুরুষ কলা'; পুরুষরা ৭২টি ও স্ত্রীরা ৬৪টি কলা আয়ত্ত করিবে। আমরা নিম্নে ৫১৮টি কলার নাম উল্লেখ করিতেছি, ইহার কয়েকটি নামভেদে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে; কলার নাম :—

১। অক্ষক্রীড়া—পাশা খেলা। ২। অক্ষর মুষ্টিকা কথন—(ক) মুষ্টিবদ্ধ হস্তের মধ্যে কি জিনিস আছে তাহা না দেখিয়া বলিবার কৌশল বা বিদ্যা। (খ) কোন অক্ষর সমষ্টির অর্থ বাহির করা, যথা 'মেবৃমিকসিংকতুবৃধমকুংমি' এই অক্ষর সমষ্টির প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি রাশিকে বুঝাইতেছে। ৩। অক্ষবিধান—পাশা খেলার কৌশল বিশেষ।

পাশা খেলা ও কড়ি খেলার ১৫ প্রকার কৌশলের কথা যশোধর কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সকলে কর্ম কলার অন্তর্গত। যথা :—আয়ুপ্রাপ্তি, অক্ষবিধান, রূপসংখ্যা, ক্রিয়ামার্গ, বীজগ্রহণ, নয়জ্ঞান, করণাদান, চিত্রাচিত্রবিধি, গূঢ়রাশি, তুল্যাভিহার, ক্ষিপ্রগ্রহণ, অনুপ্রাপ্তিলেখাস্মৃতি, অগ্নিক্রম, ছলব্যামোহণ ও গ্রহদান।

৪। অক্ষুণ্ণ বেধিত্ব -বর্শা নিক্ষেপ করিবার কৌশল বিশেষ। ইহাতে নিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করেনা, স্পর্শ করিয়াই চলিয়া যায় মাত্র। ৫। অগ্নি কর্ম—দুইটি কাষ্ঠ খণ্ডের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল। ৬। অগ্নিসংসূচন—আগুন দেখিয়া শুভাশুভ চিহ্ন নির্ণয় করা। ৭। অগ্নিসংস্তম্ভ—অগ্নিকে নিস্তেজ করিবার কৌশল। ইহা এক প্রকার যাদু-বিদ্যা। এই বিদ্যার প্রভাবে লোকে স্বচ্ছন্দে আগুন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে। ৮। অঙ্কুশগ্রহ পাশগ্রহ—যুদ্ধ বিদ্যার অন্তর্গত। অঙ্কুশ ও পাশ ধরিবার কৌশল। ৯। অজ্জ ও অজ্জ পহেলিকা অর্থাৎ আর্যা ও আর্যা-প্রহেলিকা। 'আর্যা'ছন্দে লিখিত হেঁয়ালি বুঝিবার বিদ্যা। ১০। অজলক্ষণ—ছাগলের শুভাশুভ চিহ্ন নিরূপণ। ১১। অঞ্জন—নানা প্রকার কাজল প্রস্তুত করিবার বিদ্যা, যথা:—ভূতাঞ্জন, দ্রব্যাঞ্জন, অদৃশ্যাঞ্জন ইত্যাদি। ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ১২। অঞ্জনক্রিয়া সাধারণ কাজল প্রস্তুত করা। ১৩। অট্‌ঠাবয় বা অষ্টাপদ -এক প্রকার কড়ি খেলা। ১৪। অস্থিযুদ্ধ—অস্থি লইয়া যুদ্ধ করা। ১৫। অন্নবিধি—আহায প্রস্তুত করিবার প্রণালী। ১৬। অদৃশ্য করণী—মন্ত্রবলে নিজেকে অদৃশ্য করিবার কৌশল। ১৭। অধীত—অধ্যয়ন বা পড়াশোনা করা। ১৮। অনুপ্রোৎসাহন—কামকলা বিশেষ। ১৯। অনেক তন্তুর সাহায্যে বস্ত্র বয়ন। ২০। অনেকরূপাবির্ভাব কৃতি জ্ঞান—কাষ্ঠখণ্ড, প্রস্তরফলক প্রভৃতিকে নানা প্রকার রূপ দান করিবার কৌশল। ২১। অনেক বাদ্যবিবৃতির মধ্যে বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার বিদ্যা, যেমন অর্কেষ্ট্রা। ২২। অনেক প্রকার দেহভঙ্গির সাহায্যে রতিক্রীড়া। ২৩। অপযান - কোন স্থান হইতে চলিয়া যাইবার রীতি-বিশেষ। ২৪। অপরাধিজনে সুযুক্ত তাড়ন জ্ঞান—দোষীব্যক্তিদিগকে উত্তম মধ্যম দিবার বিদ্যা। ২৫। অভিধান কোশছন্দো বিজ্ঞান—অভিধানান্তর্গত শব্দ ও ছন্দো বিদ্যায় পাণ্ডিত্য। ২৬। অভিলক্ষিত দেশে যন্ত্রাদ্যস্ত্র নিপাতন—অভিলক্ষিত স্থানে যন্ত্র হইতে তীর প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ। ২৭। অম্বর নির্মাণ—বস্ত্র বয়ন। ২৮। অম্বুজ্ঞতা—জল বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা। ২৯। অয়ঃকৃতি—লোহার কাজ। ৩০। অর্থ বিদ্যা—ধন সম্পদ্ বিষয়ক বিদ্যা অর্থাৎ রাজনীতি বিদ্যা (Political Economy ও Politics.) ৩১। অশ্মক্রিয়া—পাথরের কাজ। ৩২। অশ্বগতি কৌশল—ঘোড়া ছুটাইবার কৌশল। ৩৩। অশ্বপৃষ্ঠ—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কৌশল। ৩৪। অশ্ব লক্ষণ—অশ্বের নানা প্রকার লক্ষণ নির্ণয় বিদ্যা। অষ্টাপদ বা চতুরঙ্গ (দ্রঃ অট্‌ঠাবয়) ৩৫। অসিযুদ্ধ -তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিবার কৌশল। ৩৬। অসিলক্ষণ - তরবারি দেখিয়া জয় পরাজয়-সূচক নানা বিধি লক্ষণ নির্ণয়ে দক্ষতা। ৩৭। অসিস্তম্ভ—শত্রুর হস্তস্থিত তরবারিকে মন্ত্রাদির সাহায্যে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় করা। ৩৮। আকর জ্ঞান—খনি সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ৩৯। আকর্ষক ক্রীড়া—মন্ত্রাদির বলে অপরের সম্পত্তি নিজের করায়ত্ত করা। ৪০। আকর্ষ ক্রীড়া—পাশা খেলা বিশেষ। ৪১। আকর্ষণ—অপর কোন ব্যক্তিকে নিজের নিকট আসিতে বাধ্য করার কৌশল। ৪২। আখ্যাত—গল্প প্রভৃতি আবৃত্তি করা। ৪৩। আখ্যায়িকা—গল্প। ৪৪। আজীবজ্ঞান—জীবিকা উপার্জন বিষয়ক জ্ঞান। ৪৫। আদান—কলা বিষয়ে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ। ৪৬। আভরণ বিধি—অলঙ্কার প্রভৃতি পরিধান করিবার রীতি। ৪৭। আয়ুর্বেদ—চিকিৎসা শাস্ত্র। ৪৮। আরোহণ—বৃক্ষাদি আরোহণ করিবার বিদ্যা। ৪৯। আলেখ্য—ছবি আঁকা। ৫০। আশু কারিত্ব—অতিশীঘ্র কাজ করা। ৫১। আশ্চর্য—আশ্চর্য জনক কাজ করা। ৫২। আসব কর্ম—আসব নামক মদ্যজাতীয় এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা। ৫৩। অশ্বশিক্ষা—অশ্বগণকে পোষ মানাইয়া শিক্ষা দেওয়া। ৫৪। আহুব—অত্যাশ্চর্য যাদুবিদ্যা। ৫৫। আস্বাদ্যবিধান সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করার কৌশল। ৫৬। আহবকর্ম—যুদ্ধবিদ্যা। ৫৭। ইতিহাস—পুরাকালের কথা। ৫৮। স্ত্রী-লক্ষণ (ইত্থীলক্‌খণ)—স্ত্রীলোকের দেহে মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক চিহ্ন জ্ঞান। ৫৯। ইন্দ্রজাল—আশ্চর্য ঘটনা ঘটাইবার বিদ্যা। ৬০। ইষ্বস্ত্র—তীর নিক্ষেপ। ৬১। উচ্চাটন—ভূত পিশাচ গ্রহ বা ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় স্থান হইতে মন্ত্রাদির সাহায্যে তাড়াইয়া দেওয়া। ৬২। উৎসাদন—ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে বিতাড়িত ও নির্মূল করা। ৬৩। উৎসাদন, সংবাহন ও কেশ মর্দনের কৌশল- হাত পা মাথা প্রভৃতি টিপিয়া দিবার কৌশল। ৬৪। উৎসাহন—কোন ব্যক্তিকে উৎফুল্ল ও উত্তেজিত করা। ৬৫। উদকঘাত—জলক্রীড়ার সময় জল ছুঁড়িয়া মারা। ৬৬। উদক বাদ্য—জলের উপর বাজনা বাজাইয়া মুরজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মত শব্দ উৎপাদন করা। ৬৭। উদ্যান-নিযাণ—ঊর্দ্ধে উঠা এবং একেবারে চলিয়া যাওয়া। ৬৮। উপকরণক্রিয়া—যন্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ করা। ৬৯। উপস্থান বিধি—জীবিত প্রাণী লইয়া জুয়া খেলার পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ মোরগ প্রভৃতিকে দাঁড় করান। ৭০। ঊর্দ্ধগতি—উপরদিকে উঠিয়া যাওয়া। ৭১। ইন্দ্রজালযোগ—ইন্দ্রজাল বিদ্যার কৌশল। ইহার বলে দেবতা, সর্প, সৈন্যদল প্রভৃতির মায়াদৃশ্য রচনা করা যায়। ৭২। ঐন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজাল বিদ্যার সাহায্যে দর্শিত বস্তু। ৭৩। ঔষধসিদ্ধি—ঔষধ প্রভৃতির প্রয়োগে সাফল্য। ৭৪। কঞ্চুক অর্থাৎ গাত্রবাস (জামা ইত্যাদি) সেলাই করিবার কৌশল। ৭৫। কৃতকচ্ছেদ্য (কড়গ ছেয়)—ধাতু হইতে কাটিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করা। ৭৬। কথা—কাহিনী। ৭৭। করণাদান—পাশা খেলা বিশেষ। ৭৮। কর্ণপত্রভঙ্গ—হস্তিদন্ত প্রভৃতি হইতে কর্ণাভরণ প্রস্তুত করা। ৭৯। কবিতা—কাব্যচর্চা। ৮০। কবিত্ব—কাব্য রচনা। ৮১। কাগণি লক্ষণ—মাণিক্য-

দির লক্ষণ। ৮২। কাচপাত্র প্রভৃতি নির্মাণ করিবার প্রণালী। ৮৩। কামশাস্ত্র—স্ত্রী সহবাস বিষয়ক বিজ্ঞান। ৮৪। কালকলা- কাম কলার সংখ্যা এক শতেরও অধিক। পঞ্চাল, বাৎসায়ন ও যশোধর কাম শাস্ত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। বাৎসায়নের কাম সূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাৎসায়ন কামকলার দশটি বিভাগ ও ৬৪টি উপবিভাগ দিয়াছেন। বিভাগ ১০ টির নাম যথাক্রমে:—আলিঙ্গন, চুম্বন, দন্তকর্ম, নখক্ষত, সীৎকৃত, পাণিঘাত, সংবেশন, উপসৃত, ঔপরিষ্ট ও নরায়িত। অনাবশ্যকবোধে উপবিভাগগুলির নাম পরিত্যক্ত হইল। বাৎসায়নের কামসূত্রে বিভাগ ও উপবিভাগ-গুলির ব্যাখ্যা পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে। ৮৫। কাব্যক্রিয়া—কাব্য রচনা। ৮৬। কাব্য ব্যাকরণ—কাব্য পাঠ ও ব্যাকরণ চর্চা। ৮৭। কাব্য সমস্যা পূরণ--এক শ্রেণির কাব্য রচনা। শ্লোকের চতুর্থপাদটি দেওয়া থাকে। সেইটি অবলম্বন করিয়া পূর্বের তিনটি পাদ এরূপ ভাবে রচনা করিতে হইবে যেন সমস্ত শ্লোকটির একটি সঙ্গত অর্থ হয়। ৮৮। কাব্যালঙ্কার নাটক—কাব্য, নাটক এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের চর্চা। ৮৯। কাষ্ঠকৃতি—কাঠের কাজ। ৯০। কৃত্রিম স্বর্ণরত্নাদি ক্রিয়া জ্ঞান—নকল সোনা ও নকল মণি-মাণিক্য প্রভৃতি তৈয়ার করিবার বিদ্যা। ৯১। কৃষি—কৃষিকার্য। ৯২। কেশমার্জন কৌশল--কেশ প্রসাধন বিষয়ক বিদ্যা। ৯৩। কৈটভেশ্বর লক্ষণ—দুর্বোধ্য, সম্ভবত এক প্রকার লিপি। ৯৪। কৌচুমারায়োগ—কুচুমার (জনৈক কামশাস্ত্র-বিদ্)-প্রদত্ত ব্যবস্থা। ইহার ফলে লোকে নবযৌবন, নূতন শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন কোন গ্রন্থে, কৌচুমা-রাযোগ। ৯৫। ক্রিয়াকল্প-কাব্য ও অলঙ্কার। ৯৬। ক্রিয়াবিকল্প—বস্তুসমূহের নির্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান। ৯৭। ক্রীড়া কৌশল—খেলায় পটুতা। ৯৮। ক্রুদ্ধ প্রসাদন —ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শান্ত করিয়া ক্ষমা লাভ করা। ৯৯। ক্রৌঞ্চসারণ যোগ—কোন ব্যক্তিকে প্রতারিত করিবার জন্য ছদ্মবেশ প্রভৃতি ধারণ করিবার কৌশল। ১০০। ক্ষার-নিষ্কাশনজ্ঞান—খনিজ বস্তু হইতে ক্ষার রস অর্থাৎ অবিশুদ্ধ অংশ দূর করিয়া দিবার বিদ্যা। ১০১। ক্ষুর কর্ম—ক্ষৌর কার্য। ১০২। ক্ষুরীবন্ধন—ছোরা বাঁধিবার প্রণালী। ১০৩। খড়্গ বন্ধন—খড়্গ বাঁধিবার প্রণালী। ১০৪। খড়্গস্তম্ভ—মন্ত্রবলে শত্রুহস্তস্থিত খড়্গকে নিশ্চল ও শক্তিহীন করা। ১০৫। স্কন্ধাবার নিবেশ—তাঁবু খাটাইবার প্রণালী। ১০৬। স্কন্ধাবারমান—তাঁবু মাপ করা। ১০৭। খন্যাবাদ —মাটি খুঁড়িয়া গুপ্তধন লাভ করা। ১০৮। গজ-পৃষ্ঠ —হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিবার কৌশল সমূহ। ১০৯। গজ শাস্ত্র—হস্তিবিষয়ক শাস্ত্র, যথা হস্তীর লক্ষণ নির্ণয়, শিক্ষাদান ইত্যাদি। ১১০। গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করা। ১১১। গজ, অশ্ব, বৃষভ এবং উষ্ট্রাদির পল্যানাদি ক্রিয়া—হস্তী, অশ্ব, বৃষভ এবং উষ্ট্র প্রভৃতির পৃষ্ঠে আরোহণের উপযোগী পালান প্রভৃতি প্রস্তুত করা। ১১২। গণিত—হিসাব ও গণনা করা। ১১৩। গত—জুয়া খেলার পারি-ভাষিক শব্দ। অশ্ব প্রভৃতিকে দৌড়ান। ১১৪। গন্ধযুক্তি—বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণদ্বারা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা। ১১৫। গন্ধর্ব শাস্ত্র—নৃত্য, গীত, প্রভৃতি। ১১৬। গন্ধবাদ—গন্ধকের রাসায়নিক সংমিশ্রণ, ভস্মে পরিণত করণ, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি। ১১৭। গয়লক্ষণ—হস্তিলক্ষণ। ১১৮। গরুড়ব্যূহ—সৈন্য-সকলকে গরুড়ের আকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করা। ১১৯। গ্রহ-চর্যা—গ্রহণ নক্ষত্রাদির শুভাশুভ ফল বিষয়ক বিজ্ঞান। ১২০। গীত—গান। ১২১। গুহ্যগূহন—কামকলা বিশেষ। ১২২। গৃহ ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদির মার্জন বিষয়ক বিজ্ঞান। ১২৩। গৌণ লক্ষণ—ষাড়ের শুভাশুভ চিহ্ন। ১২৪। গোলক্ষণ—ষাঁড়ের শুভাশুভ চিহ্ন। ১২৫। গ্রন্থ রচিত—গ্রন্থ রচনা করা। ১২৬। গ্রহগণিত—জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত গ্রহাদি বিষয়ক গণনা। ১২৭। ঘটবন্ধ—ঘট প্রভৃতি বন্ধ করা। ১২৮। ঘটভ্রম—ঘট প্রভৃতিকে ঘুরান। ১২৭—১২৮—ঘড়ঘড়ি বা চাকার সাহায্যে কূপ হইতে জল উত্তোলন কার্যে ব্যবহৃত হইত। ১২৯—ঘট্যাদি যন্ত্র (জল তুলিবার চাকা প্রভৃতি) ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল। ১৩০। চক্রব্যূহ—সৈন্যগণকে চক্রের আকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করা। ১৩১। চক্রলক্ষণ—যুদ্ধে ব্যবহৃত চক্রাদির জয়পরাজয়-সূচক লক্ষণ। ১৩২। চন্দ্রচর্য—আকাশে চন্দ্রের সঞ্চার নির্ণয়। মেঘরাজের মতে, চন্দ্রগ্রহণের কাল নির্ণয়। ১৩৩। চর্মক্রীড়া—ঢাল লইয়া বিবিধ খেলা দেখান। ১৩৪। চর্ম লক্ষণ—ঢালের চিহ্ন। ১৩৫। চরম স্বাপবিধি—কামকলা বিশেষ। ১৩৬। চর্মক্রিয়া—ঢাল নির্মাণ। ১৩৭। চর্মে রঙ করিবার কৌশল। ১৩৮। চাপ, চক্র, ঢাল, খড়্গ, শক্তি, তোমর, পরশু, গদা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের প্রণালী। ১৩৯। চার—বিষ সম্বন্ধীয় বিদ্যা। ১৪০। চিত্রকম—চিত্রের সাহায্যে কাব্যরচনা করা। ১৪১। চিত্রকৃতি—ছবি আঁকা। ১৪২। চিত্রযোগ,—ছবি আঁকা, গৃহাদি সজ্জিত করা ইত্যাদি। ১৪৩। চিত্ররোহ ক্রিয়া—চিত্র রোহ (?) সংক্রান্ত কাজ। ১৪৪। চিত্রবিধি—ছবি আঁকিবার নিয়ম। ১৪৫। চিত্রাশ্চযোগ—ঔষধ ও মন্ত্রাদির সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে দুর্বল, পক্ককেশ বা বিকৃত মস্তিষ্ক করিবার বিদ্যা। ১৪৬। চিরক্রিয়া—অত্যন্ত ধীরে ধীরে কাজ করা। ১৪৭। চূর্ণযুক্তি—ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশেষ। তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য দ্রবীভূত অবস্থায় তাহার সহিত চূর্ণ দ্রব্য (powder) মিশ্রিত করা। ১৪৮। চুম্বিতক—কামকলাবিশেষ, রমণকালীন চুম্বন। ১৪৯। চোরকর্ম—চুরিবিদ্যা। ১৫০। ছত্র লক্ষণ—রাজছত্রের চিহ্ন। ১৫১। ছন্দ—ছন্দ শাস্ত্র। ১৫২। ছরুপ্রবায়—অসিচালনা। ১৫৩। ছলিত যোগ—ঠকাইবার কৌশল। আকৃতি বা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া

লোককে প্রতারিত করা, নিজকে অন্য ব্যক্তিরূপে চালান। ১৫৪। ছেদ্য—ছেদন করা। ১৫৫। জনবায়—গ্রাম্য ধরণের আলাপ। মেধরাজের মতে অপরের সহিত আলাপ বা তর্ক করিবার কায়দা। ১৫৬। জতুযন্ত্র—গালার তৈয়ারী মারণ-যন্ত্র বিশেষ। ১৫৭। জনানুবৃত্তি—অপরের অনুকরণ করা। ১৫৮। জল, বায়ু ও অগ্নি লইয়া কাজ করা। ১৫৯। জলস্তম্ভ—ইন্দ্রজাল বিশেষ। ইহার সাহায্যে জলের গুণ নষ্ট করিয়া জলের উপর হাঁটিয়া যাওয়া যায়। ১৬০। জল আনা ও জল সেচন করা। ১৬১। হস্তের সাহায্যে জলে সন্তরণ। ১৬২। জবিত—দৌড়ান। ১৬৩। জালবাদ—অজ্ঞাত। ১৬৪। জুদ্ধ (যুদ্ধ)—লড়াই করা। ১৬৫। জুদ্ধাতিজুদ্ধ (সং যুদ্ধাতি যুদ্ধ)—প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করা। ১৬৬। জুয়ম্ (সং দ্যূত) —জুয়া খেলা। ১৬৭। জ্যোতির্বিদ্যা। ১৬৮। তক্ষকর্ম—সোনা, ইস্পাৎ ও কাঠ হইতে অপর দ্রব্যাদি নির্মাণ করা। ১৬৯। তক্ষণ—ছুতারের কাজ। ১৭০। তটাক বাপী প্রাসাদ সমভূমি ক্রিয়া—পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং ভূমিকে সমতল করা। ১৭১। তণ্ডুল কুসুমাবলি প্রকার -পূজার জন্য তণ্ডুল-কণা ও নানাবর্ণের পুষ্প নানারূপ উপায়ে সজ্জিত করা। ১৭২। তন্ত্র—দর্শন শাস্ত্র। ১৭৩। তরণ—সাঁতার কাটা। ১৭৪। তরুণী প্রতিকর্ম—তরুণীকে সাজাইবার প্রণালী। ১৭৫। তর্ক—তর্কশাস্ত্র Logic। ১৭৬। তাম্বূল রক্ষাদি কৃতিবিজ্ঞান—সুপারি, চুণ ইত্যাদি সহযোগে পান সাজিবার বিদ্যা। ১৭৭। তাল—গানের তাল দিবার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ১৭৮। তির্যক যোনি চিকিৎসা—পশু চিকিৎসা। ১৭৯। তিল মাংস প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য হইতে সার নিষ্কাশন। ১৮০। তুরগ লক্ষণ—ঘোড়ার শুভাশুভ চিহ্ন। ১৮১। তুরগ বয়োজ্ঞান—ঘোড়ার বয়স নিরূপণ করিবার জ্ঞান। ১৮২। তুরগ শিক্ষা—অশ্বশিক্ষা ১৮৩। তুরঙ্গম—ঘোড়ায় চড়িবার বিদ্যা। ১৮৩। (উ)দক মৃত্তিক—জল দিয়া কাদা মাখিবার কৌশল। ১৮৫। দণ্ড যুদ্ধ—লাঠি লইয়া যুদ্ধ, লাঠালাঠি। ১৮৬। দণ্ডলক্ষণ—লাঠির চিহ্ন। ১৮৭। দন্তব্যাপার—হাতীর দাঁতের কাজ। ১০৮। দশ দোহল বিদ্যা—উদ্ভিদ্ বিষয়ক দশ প্রকার বিদ্যা। ১০৯। দশন বসনাঙ্গরাগ—দন্ত, বস্ত্রাদি ও দেহ রঞ্জিত করা। ১৯০। দারুকর্ম—কাঠের কাজ। ১৯১। দারুক্রিয়া—কাঠের কাজ। ১৯২। দুগ্ধ দোহাদি ঘৃতান্ত বিজ্ঞান—দুগ্ধদোহন ও ঘৃত প্রস্তুত করণের বিদ্যা। ১৯৩। দুরোদর—জুয়া খেলা। ১৯৪। দুর্বাচক যোগ—দুরুচ্চার্য শব্দ লইয়া এক প্রকার খেলা। এই খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অত্যন্ত শ্রুতিকটু অক্ষর দিয়া গঠিত শ্লোক আওড়াইতে হইত। ১৯৫। দূরকরণী—এক প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ইহার বলে কোন ব্যক্তি নিজেকে বা অপর কাহাকেও বহুদূরে লইয়া যাইতে পারে। ১৯৬। দৃগ্‌যুদ্ধ—চোখে চোখে যুদ্ধ। ১৯৭। দৃঢ়প্রহারিত্ব—কঠোর-ভাবে প্রহার করা। ১৯৮। দৃষ্টি—চোখে দেখা। ১৯৯। দেশভাষা—দেশ সকলের নানাপ্রকার ভাষা। ২০০। দেশ-ভাষা বিজ্ঞান—সকল দেশের নানাবিধ ভাষায় জ্ঞানলাভ করা। ২০১। দুর্ভাগ্যকর—কোন লোককে কষ্টে ফেলিবার কৌশল; ইহা একপ্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ২০২। দোর্যুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ। ২০৩। দ্যূত—নানা রকমের জুয়া খেলা। ২০৪। দ্যূত প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়ার সাহায্যে মনোরঞ্জন করা। ২০৫। দ্বিরদ শিক্ষা—হস্তিশিক্ষা। ২০৬। ধনুর্বিদ্যা। ২০৭। ধনুষ্কলাপ—ধনুর সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ। ২০৮। ধনুস্‌খেল—ধনু লইয়া খেলা (ত্রিকাণ্ডশেষ)। ২০৯। ধর্মশাস্ত্র—ধর্ম-মূলক শাস্ত্র, বেদ প্রভৃতি। ২১০। ধাতুপাক—আগুনে ধাতু গলান ও এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর সংমিশ্রণ সাধন। ২১১। ধাতুবাদ ধাতুসকলের সংমিশ্রণ, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি। ২১২। ধাতু সাঙ্কর্য পার্থক্যকরণ—এক ধাতুর সহিত অপর ধাতুর সংমিশ্রণ ও মিশ্রিত ধাতুকে পৃথক করণ। ২১৩। ধাতুসকলের সংযোগাপূর্ব বিজ্ঞান ধাতুসকলের নূতন নূতন সংযোগ ঘটনা। ২১৪। ধাতু ও ওষধি সমূহের সংযোগ বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিদ্যার অন্তর্গত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কলা। ২১৫। ধারণ মাতৃকা—জ্ঞাত বিষয়সমূহ মনে রাখিবার বিজ্ঞান। বল্লভাচার্যের মতে হাতে বস্ত্রাদি দ্রব্য ধরিয়া রাখিবার কৌশল। ২১৬। নলদণ্ডের বিচার—কামকলা বিশেষ। ২১৭। নগর নিবেশ—নগর নির্মাণ। ২১৮। নগর মান—নগরের আয়তন মাপ করা। ২১৯। নরদৃষ্টি বন্ধন—লোকের চোখে ধূলা দেওয়া। ২২০। নাটকাখ্যায়িকা দর্শন—নাটক ও উপাখ্যান বিষয়ে জ্ঞান। ২২১। নাটক—দৃশ্যকাব্য। ২২২। নানা দেশীয় বর্ণসকলের সুসম্যক লেখন জ্ঞান—নানাদেশের অক্ষর লিখিবার ক্ষমতা। ২২৩। নারদীয় প্রভৃতি গন্ধর্ববাদ্য বিশেষ —নারদাদি ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত বাদ্য বিজ্ঞান। ২২৪। নারী লক্ষণ—স্ত্রীলোকের লক্ষণ। ২২৫। নালিকা ক্রীড়া—তীর লইয়া খেলা। ২২৬। নিগম—ধর্ম শাস্ত্রবিশেষ। ২২৭। নির্জীব—দুই প্রকার জুয়া খেলা ছিল, নির্জীব ও সজীব। নির্জীবে জড়বস্তু সকলের সাহায্যে খেলা চালান হইত। ২২৮। নিমিত্তজ্ঞান—শুভাশুভ লক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান। ২২৯। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ বিশেষ। বেদে ব্যবহৃত দেবতাগণের নাম ও দুরূহ শব্দ সকল ব্যাখ্যা করাই এই শাস্ত্রের প্রধান বিষয়। নিরুক্তকার যাস্কের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ২৩০। নির্ঘণ্ট—শব্দসূচী। ২৩১। নীরীস্রংসন—রমণার্থ স্ত্রীলোকের কটিবন্ধ উন্মোচন, কামকলা বিশেষ। ২৩২। নৃত্য—নাচ।

২৩৩। নৃপসেবন—রাজসেবা অর্থাৎ রাজার অধীনে চাকরি করা। ২৩৪। নৃলক্ষণ—রাজ চিহ্ন। ২৩৫। নেপথ্য প্রয়োগ—প্রসাধন বিজ্ঞান। ২৩৬। নেপথ্য যোগ—রঙ্গমঞ্চে অভিনয়। ২৩৭। নৌকা রথ প্রভৃতি যান সকলের নির্মাণ কৌশল। ২৩৮। ন্যায় শাস্ত্র—তর্কশাস্ত্র, Logic. ২৩৯। পটহ—ঢাকের ন্যায় এক প্রকার বাদ্য। ২৪০। পট্টিকা বেত্রবান

বিকল্প—বেত ও নলখাগড়া দিয়া পেঁটরা, বসিবার আসন প্রভৃতি নির্মাণ করিবার বিজ্ঞান। ২৪১। পঠিত—পাঠ করা। ২৪২। প্রতিচার বা প্রতিবার—বিষ প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিদ্যা। ২৪৩। প্রতিব্যূহ—শত্রুগণের ব্যূহের বিরুদ্ধে রচিত ব্যূহ। ২৪৪। পত্রচ্ছেদ্য—গাছের পাতা ছাঁটিয়া গাছ গুলিকে নানাপ্রকার আকার দেওয়া; ২৪৫। পত্রগচ্ছেদ্য—গাছের পাতা ছাঁটা। ২৪৬। পত্রচ্ছেদন—পাতা কাটিয়া তাহাকে নানাপ্রকার আকার দেওয়া। ২৪৭। পদ—ব্যাকরণ। ২৪৮। পদাদিন্যাসতঃ শস্ত্রসন্ধান নিক্ষেপ—পা দিয়া ধনুক চাপিয়া শর সন্ধান ও নিক্ষেপ করা। ২৪৯। প্লবচাতুর্য—জলে ডুব দিবার কায়দা। ২৫০। পরমার্থ কৌশল—উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কৌশল, কামকলা বিশেষ। ২৫১। পলিতবিনাশ—পাকা চুল কাল করিবার কৌশল। ২৫২। পশুচর্মাঙ্গনির্হার জ্ঞান—পশুগণের চর্মোত্তলন ও অঙ্গাদি বিচ্ছিন্ন করিবার জ্ঞান। ২৫৩। পাদুকা সিদ্ধি—এক প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ইহার সাহায্যে কোন লোক ইচ্ছামাত্র নিজেকে অভিলষিত স্থানে লইয়া যাইতে পারে। ২৫৪। পানক রস রাগাসব যোজন—পানক রস প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুত করণ। ২৫৫। পানবিধি—মদ্যপান সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ২৫৬। পশুপালা—পশুপালন বিদ্যা। ২৫৭। পাষাণ ধাত্বাদি দৃতি ভস্মকরণ—প্রস্তর ও খনিজদ্রব্যাদি গলান ও ভস্মে পরিণত করা। ২৫৮। পুষ্করগত—পুষ্কর নামক ঢাক জাতীয় এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র লইয়া খেলা; ২৫৯। পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ—স্বামী বা প্রণয়ীকে বার বার দেখা, কামকলা বিশেষ। ২৬০। পুরাণ—মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ। ২৬১। পুরুষ লক্ষণ—পুরুষের চিহ্ন। ২৬২। পুরুষের ভাব গ্রহণ—পুরুষের প্রেমের কথা কৌশলে জানিয়া লওয়া। ২৬৩। পুষ্প বাটিকা নিমিত্ত জ্ঞান—পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞান, Floriculture. ২৬৪। পুষ্প শকটিকা—ফুলের গাড়ী। পূর্বে পুষ্প নির্মিত শকট, অশ্ব, হস্তী, পালকী প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া প্রেমপত্র পাঠান হইত। ২৬৫। পুষ্পাস্তরণ—গৃহ বা প্রকোষ্ঠ ফুল দিয়া সাজান। ২৬৬। পুস্তকর্ম—কাপড়ের উপর ছবি আঁকা। ২৬৭। পুস্তক পঠন—বই পড়া। ২৬৮। পুস্তক ব্যাপার—বই লইয়া নাড়াচাড়া করা অর্থাৎ পাঠ করা। ২৬৯। পৌরবাচ্য—নাগরিকগণের সুচতুর সুমার্জিত কথাবার্তা। ২৭০। প্রতিদান—পরিবর্তে দান করা বা শিক্ষা দেওয়া। ২৭১। প্রতিমালা—খেলা বিশেষ। এক ব্যক্তি কোন একটি শ্লোক বলিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত শ্লোকের শেষ অক্ষর দিয়া আরম্ভ করিয়া আর একটি শ্লোক বলিবে। এইরূপে খেলা চলিবে।

> শেষমক্ষরমাদায় প্রতি শ্লোকং ক্রমেণ যৎ।
> অন্যোন্যং পঠ্যতে শ্লোকঃ প্রতিমালেতি সা মতা॥
> —হারাবলী।

২৭২। প্রত্যঙ্গদান—রমণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়াবিশেষ। ইহা কামকলার অন্তর্গত। ২৭৩। প্রমাণ—জৈমিনি প্রবর্তিত পূর্ব মীমাংসা। ২৭৪। প্রস্থিতানুগমন—প্রস্থিত স্বামী বা প্রণয়ীর অনুসরণ করা। ২৭৫। প্রহেলিকা—হেঁয়ালি বা ধাঁধা। ২৭৬। প্রহেলিকা কূটবাণী বিজ্ঞান—হেঁয়ালি বা ধাঁধার উত্তর দেওয়া। ২৭৭। প্রাক্ চলিত—লাফান, লাফ দিয়া চলা। ২৭৮। প্লবিত—জলে ডুব দেওয়া। ২৭৯। প্লুতি—ঝাঁপ দেওয়া। ২৮০। ফলভূৎ—ঢাল বাঁধিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়া। ২৮১। ফলাকৃষ্টি—ফল টানিয়া আনা। ২৮২। বার্হস্পত্য—বৃহস্পতি কর্তৃক প্রচারিত দর্শন বিশেষ। ইহা চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ। নাস্তিকতা ও বেদবিরোধিতা এই দার্শনিকবাদের মূলক ভিত্তি। বৃহস্পতিই এই মতবাদ সর্বপ্রথম লোকসমাজে প্রচার করেন। ২৮৩। বালক্রীড়নক—শিশুদের খেলনা, যথা বন্দুক, পুতুল ইত্যাদি। ২৮৪। বাহুযুদ্ধ—হাতাহাতি যুদ্ধ। ২৮৫। বাহু ব্যায়াম—জিমন্যাস্টিক। ২৮৬। ব্যূহ—শকট, পদ্ম, চক্র, শকুনি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করণ। ২৮৭। ভরতাদি প্রণীত নৃত্যশাস্ত্র—'নাট্যশাস্ত্র'-কার সুপ্রসিদ্ধ ভরত মুনি মর্ত্যে সর্ব প্রথম নৃত্যকলা প্রচার করেন। শিবের বিবাহে নাটকের অভিনয় হয়। নৃত্যকলা তখন নাটকের অন্তর্গত ছিল না। শিবের আদেশে তাঁহার তণ্ডু নামক অনুচর নৃত্য করেন, সেই নৃত্য তাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। অতঃপর পার্বতী স্বয়ং সুললিত ভঙ্গিতে নৃত্য করেন, সে নৃত্যের নাম হয় লাস্য। সেই অবধি দুই প্রকার নৃত্যকলা, তাণ্ডব ও লাস্য। ভরত শিবের আদেশে এই দুই প্রকার কলা লোক সমাজে প্রচার করেন। দেবর্ষি নারদ এবিষয়ে তাঁহার অন্যতম সহকারী ছিলেন।

২৮৮। ভাষা—দেশ বিদেশের কথ্য ভাষা সমূহ। ২৮৯। ভূতদমন—অপদেবতাদিগের প্রশমন । ভূরুহদিগের দোহদ—বৃক্ষ সকলের পুষ্পফলোদ্গম সাধন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থলে ইহার উল্লেখ আছে, যথা রত্নাবলীনাটক। সুন্দরীদের পদাঘাতে অশোকের পুষ্পোদ্গম ও মুখামৃতে বকুলের পুষ্পোদ্গমের কথা বহু স্থলে পাওয়া যায়। তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথ—

> অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে
> বকুল হ'ত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।

২৯১। ভূষণ যোজন—অলঙ্কার নির্মাণ। ২৯২। ভেদ্য—ভেদ করা। ২৯৩। ভেরী পরীক্ষা—ভেরী নামক বাদ্য যন্ত্রকে পরীক্ষা করা। ২৯৪। মকরন্দাসব প্রভৃতি মদ্যাদির কৃতি—মকরন্দ, ফুলের মধু। মকরন্দাসব, ফুলের মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য। ইহা অত্যন্ত উত্তেজক। ২৯৫। মণিপাক—মূল্যবান প্রস্তর গলাইয়া অলঙ্কার প্রভৃতি নির্মাণ করা ও একপ্রকার মণির সহিত অন্যপ্রকার মণির সংযোগ সাধন করা। ২৯৬। মণিভূমিকা কর্ম—মণি দিয়া ঘরের মেজে বাঁধান। ২৯৭। মণিমালা—কামকলা বিশেষ, দন্তকর্মের অন্তর্গত। ২৯৮।

মণিরাগ—মণি মাণিক্যে রঙ লাগান। ২৯৯। মণিরাগাকর জ্ঞান—স্ফটিকাদি মূল্যবান প্রস্তরাদিতে রঙ করিবার জ্ঞান এবং খনির অবস্থান ও খনি হইতে প্রস্তরাদি উত্তোলন বিষয় জ্ঞান। ৩০০। মণিলক্ষণ—মণির চিহ্ন। ৩০১। মণিসিদ্ধি—মন্ত্র এবং আভিচারিক ক্রিয়াদ্বারা মণিকে সিদ্ধ করা হয়। মণিসিদ্ধির প্রভাবে ঐন্দ্রজালিকগণ অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ৩০২। মধুচ্ছিষ্ট—মোম, অর্থাৎ মোম দিয়া জিনিস গঠন করা। মেঘরাজের মতে মধুর, অম্ল, লবণ প্রভৃতি ষড়রসের মিশ্রণ ও ব্যবহার। ৩০৩। মধুচ্ছিষ্টকৃত—মোমের কাজ করা। ৩০৪। মনোনুকূল সেবার কৃতিজ্ঞান—কাজ করিয়া লোকের মন যোগাইবার বিদ্যা। ৩০৫। মন্ত্রগত—মন্ত্রের বিষয়। ৩০৬। মন্ত্রবাদ—যাদুবিদ্যা ও ডাইনী বিদ্যা। ৩০৭। মন্ত্রৌষধিসিদ্ধি—মন্ত্র ও ঔষধে সিদ্ধি। ৩০৮। মর্দন—প্রহার করা। ৩০৯। মর্মভেদন—তীর বর্শাদির সাহায্যে মর্মস্থল ভেদ করা। ৩১০। মর্মভেদিত্ব—মর্মভেদন। ৩১১। মল্লশাস্ত্র—মল্লযুদ্ধ বিষয়ক বিজ্ঞান। ৩১২। মহাভারত পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি পুরাবৃত্ত। ৩১৩। মহেন্দ্রজাল—উচ্চাঙ্গের ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ৩১৪। মাগধীক—মাগধী প্রাকৃতে রচিত ছড়া। ৩১৫। মানবিধি—কোন কিছু মাপ করিবার নিয়ম। ৩১৬। মানসী—এক প্রকার খেলা। প্রথম ব্যক্তি মনে মনে একটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্লোকটি লিখিবে। লিখিবার সময় কেবলমাত্র অনুস্বার ও বিসর্গগুলি যথা স্থানে লিখিয়া অপর অক্ষরগুলির স্থানে কেবল ঢেরা দাগ কাটিয়া দিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ ঢেরা দাগগুলির স্থানে উপযুক্ত অক্ষর বসাইয়া সমগ্র শ্লোকটি বাহির করিতে হইবে।

৩১৭। মায়াকৃত—ভেলকি লাগান। ৩১৮। মায়াকৃত পাষণ্ড সময় জ্ঞান—অদ্ভুত তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ বিষয়ে জ্ঞান। ৩১৯। মারণ—আভিচারিক ক্রিয়ার সাহয্যে কোন লোককে বধ করা। ৩২০। মাল্যগ্রথন বিকল্প—মালা গাঁথিবার নানা প্রকার কৌশল। ৩২১। মাল্য গ্রন্থন—মালা গাঁথা। ৩২২। মাল্যবিধি—মালা গাঁথিবার ও ফুলের তোড়া প্রভৃতি রচনা করিবার প্রণালী। ৩২৩। মিণ্ট লক্ষণ—ছাগলের শুভাশুভ চিহ্ন। ৩২৪। মুষ্টিযুদ্ধ—কবজির লড়াই। ৩২৫। মুদ্রা—৩২৬। মুরজ—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ। ৩২৭। মুষ্টিবন্ধ—হাত মুঠো করা। ৩২৮। মুষ্টিযুদ্ধ—মুঠোয় মুঠোয় যুদ্ধ। ৩২৯। মৃগপক্ষিরুত—পশুপক্ষিগণের স্বর। ইহাদের স্বর অনেক সময় অর্থপূর্ণ হয় ও ভাবী ঘটনা সূচিত করে, এইরূপ ধারণা আমাদের দেশে বহুবৎসর ধরিয়া প্রচলিত ছিল, স্থান বিশেষে এখনও আছে। 'শকুন বিদ্যা' নামক এক প্রকার অলৌকিক বিদ্যার কথা শোনা যায়, যাহার সাহায্যে এই সকল স্বরের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা যাইত। ৩৩০। মৃগয়ারতি—মৃগয়াসক্তি। ৩৩১। মৃৎক্রিয়া—মাটির কাজ। ৩৩২। মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণ ধাতু ভাণ্ডাদি সংক্রিয়া—মাটি, কাঠ, পাথর ও খনিজ পদার্থ দিয়া ভাণ্ডাদি পাত্র নির্মাণ করা। ৩৩৩। মৃৎসিদ্ধি—তান্ত্রিক সিদ্ধি বিশেষ। ইহার সাহায্যে যে কোন ব্যক্তি মাটি হইতে অভিলষিত বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে। ৩৩৪। মৃদু ক্রোধ প্রবর্তন—প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর মধ্যে মৃদু ক্রোধ সঞ্চার করা অর্থাৎ একটু আধটু রাগাইয়া দেওয়া। ৩৩৫। মেষ কুক্কুট ও লাবক যুদ্ধ বিধি—মেষ, মোরগ ও লাবকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। ৩৩৬। মেষ যুদ্ধাদি কৌশল—মেষ সকলের মধ্যে লড়াই বাধাইবার কৌশল। ৩৩৭। মোহন—অপরকে মুগ্ধ করিবার বিদ্যা। ইহার বলে লোকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া অন্ধ অনুরাগে বশবর্তী হয়। ৩৩৮। ম্লেচ্ছিতক বিকল্প—সংস্কৃত হইতে বিজাতীয় ভাষা সকলের ভেদ নিরূপণ। ৩৩৯। ম্লেচ্ছিত বিকল্প সাধারণের অনধিগম্য সাম্প্রদায়িক ভাষাসমূহ। সম্প্রদায়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই এই সকল ভাষা বুঝিতে পারিবে না। ৩৪০। যন্ত্র মাতৃকা—ভারী জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার, জল তুলিবার ও যুদ্ধাদির জন্য যন্ত্র নির্মাণ। ৩৪১। যন্ত্রমাতৃকা ধারণ, মাতৃকা সংবাচ্য—পূজাদি কার্যে একান্ত আবশ্যক তান্ত্রিক চিত্ররচনা, মন্ত্র পড়া, কবচ ধারণ করা ইত্যাদি। ৩৪২। যানবিধি—ভ্রমণবিধি। রাজনীতি সংক্রান্ত অপর এক 'যান' শব্দ পাওয়া যায়। সন্ধিবিগ্রহ যানাসন দ্বৈধীভাব প্রভৃতি নীতি রাজাদের একান্ত জ্ঞাতব্য ছিল। এখানে 'যান' অর্থে, রথ, অশ্ব, গজ প্রভৃতি সামরিক বাহন। ৩৪৩। যাবতীয় ইক্ষুবিকার সমূহের কৃতিজ্ঞান—ইক্ষুরস হইতে সকল প্রকার মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জ্ঞান। ৩৪৪। যুদ্ধ—লড়াই। ৩৪৫। যোগ—যোগদর্শন। ৩৪৬। যজ্ঞকল্প—যজ্ঞের নিয়মাবলী। ৩৪৭। রঙ্গপরিজ্ঞান—রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক জ্ঞান, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি প্রদর্শন, অভিনয় ইত্যাদি। ৩৪৮। রতি কৌশল—রমণ সম্বন্ধীয় কৌশল। ৩৪৯। রতিতন্ত্র—রতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

৩৫০। রত্নপরীক্ষা—রত্ন পরীক্ষা করিবার প্রণালী। ৩৫১। রত্নলক্ষণ—রত্নের চিহ্ন। ৩৫২। রত্নশাস্ত্র—রত্ন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ৩৫৩। রত্ন সমূহের বেধাদি সদসদ্ জ্ঞান—রত্ন পরীক্ষা, রত্নচ্ছেদ, রত্ন-বেধ ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান। ৩৫৪। রথ—যান বিশেষ। ৩৫৫। রথগতি কৌশল—রথচালনায় নৈপুণ্য। ৩৫৬। রথ চর্যা—রথ চালান। ৩৫৭। রদকৃতি—হাতীর দাঁতের কাজ। ৩৫৮। রসকৃতি—পারদ সম্বন্ধীয় রাসায়নিক কার্য। ৩৫৯। রসায়ন—রসঘটিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা; উক্ত বিষয়ক শাস্ত্র বিশেষ—Chemistry. ৩৬০। রহস্যগত—'রহস্য' শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়। ৩৬১। রাজনীতি—কামন্দক, চাণক্য প্রভৃতি প্রণীত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থসমূহ। ৩৬২। রাহুচর্যা রাহুর সঞ্চার গণনা। ৩৬৩। রুত—সজীব জুয়াখেলার পরিভাষিক শব্দ, মোরগের ডাক। ৩৬৪। রূপ—ভাস্কর্য, সোনা, কাঠ ও পাথর খুদিয়া মূর্তি নির্মাণ করা। ৩৬৫। রূপকর্ম—চিত্র রচনা। ৩৬৬। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা—মুদ্রা ও

মূল্যবান প্রস্তর পরীক্ষা করা। ৩৬৭। লঙ্ঘন—লাফ দিয়া পার হওয়া। ৩৬৮। লতাবেষ্টিতক—আলিঙ্গন বিশেষ, কামকলার অন্তর্গত। ৩৬৯। লতাযুদ্ধ—লতার সাহায্যে যুদ্ধ। ৩৭০। লাবকুক্কুট মেষাদি যুদ্ধকারণ কৌশল—লাবক (এক জাতীয় পক্ষী) কুক্কুট মেষ প্রভৃতিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার কৌশল। ৩৭১। লাবকাযোধন প্রৌঢ়ি—লাবকদিগকে যুদ্ধ করাইবার কৌশল। ৩৭২। লাস্য—কামভাবোদ্দীপক সুললিত নৃত্য বিশেষ, ২৮৭ নং দ্রষ্টব্য। ৩৭৩। লিখিত—লেখন। ৩৭৪। লিপি—লেখা, খোদাই করা। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি প্রভৃতি লিপি। ৩৭৫। লিপি জ্ঞান—বিভিন্ন প্রকার অক্ষর সমূহে জ্ঞান। ৩৭৬। লেখ্য কর্ম—লিখন ও চিত্ররচনা। ৩৭৭। লেপন—ভাঙা বাসনে ধাতুর ঝাল দেওয়া, বার্নিশ বা পালিশ করা। ৩৭৮। লোকজ্ঞান—ভাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞান। ৩৭৯। লোকাচার—সমাজের রীতি নীতি। ৩৮০। লৌহক্রিয়া—লোহার কাজ। ৩৮১। লৌহাভিসার শস্ত্রাদি কৃতিজ্ঞান—ধাতু হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করিবার জ্ঞান। ৩৮২। বংশ—বাঁশী। ৩৮৩। বচনৌদার্য—সুমার্জিত বাক্য। ৩৮৪। বৃত্তক্রীড়া—গান লইয়া খেলা, মতান্তরে, বস্ত্র লইয়া খেলা। ৩৮৫। বস্ত্রবিধি বস্ত্র সম্বন্ধীয় রীতি। ৩৮৬। বাস্তু নিবেশ—গৃহ নির্মাণ। অপর নাম, বাস্তু বিদ্যা। ৩৮৭। বাস্তু মান—ঘর মাপ করা। ৩৮৮। বয়ঃ স্তম্ভ—এক প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ইহার বলে মানুষ চিরকাল এক বয়সেই থাকিয়া যায়, জরাপ্রাপ্ত হয় না। ৩৮৯। বর্মক্রিয়া—বর্ম নির্মাণ। ৩৯০। বলি বিনাশ—বলি অর্থাৎ বয়োধিক্য বশত মুখমণ্ডলে চর্মের কুঞ্চন জনিত রেখা দূর করা। ৩৯১। বশ্য—ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশেষ। ইহার বলে কোন লোক অপরকে অনায়াসে বশ করিতে পারে।

৩৯২। বস্ত্র গোপন—বস্ত্রের খর্বতা গোপন করা। ছোট কাপড় এরূপ কায়দায় পরা যেন কাহারও চক্ষে ছোট বলিয়া না ঠেকে। ৩৯৩। বস্ত্ররাগ—কাপড় রঙান। ৩৯৪। বস্ত্র সংমার্জন—কাপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা। ৩৯৫। বাদ্য—যন্ত্র বাজান। ৩৯৬। বাক্য—ন্যায় শাস্ত্র, Logic. ৩৯৭। বাক্ সিদ্ধি—বাক্যে সিদ্ধি। সাধারণত তপস্বিগণই এই শক্তির অধিকারী হন। এই শক্তির বলে যাহা বলা যায় তাহাই সত্যে পরিণত হয়। ভবিষ্যদ্ বাণী করিবার শক্তি। ৩৯৮ বাগ্‌যুদ্ধ—তর্ক, ঝগড়া। ৩৯৯। বাচক—পঠন। ৪০০। বাচঃস্তম্ভ—অপরের বাক শক্তি হরণ করিবার বিদ্যা। ৪০১। বাণিজ্য—ব্যবসায়। ৪০২। বাদ্য যন্ত্র—বাজনা। ৪০৩। বাদ্যনৃত্য—বাজনার তালে তালে নাচা। ৪০৪। বাদ্য সঙ্কেতের সাহায্যে ব্যূহ রচনাদি—রণবাদ্য বাজিবে এবং তাহারই তালে তালে সৈন্যগণ বিভিন্ন প্রকার ব্যূহে শ্রেণীবদ্ধ হইবে। ৪০৫। বায়ু সংসূচন—বায়ুকর্তৃক সূচিত অবস্থা। ৪০৬। বার—বিষ প্রয়োগ চাতুর্য। ৪০৭। বারি ক্রীড়িতক—রমণীদের সহিত জলক্রীড়া, কামকলা বিশেষ। ৪০৮। বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্মাণ বিষয়ক বিজ্ঞান। ৪০৯। বিচিত্র শাকযূষ ভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া—শাক, ঝোল প্রভৃতি নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করা। ৪১০। বিদ্যাগত—বিদ্যার অন্তর্গত বিষয়। বায়ু পুরাণের এক স্থানে চৌদ্দ প্রকার, অন্য স্থানে আঠার প্রকার বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, প্রভৃতি শাস্ত্র বিদ্যার অন্তর্গত। ৪১১। বিড়ম্বিত—অপরের অনুকরণ। ৪১২। বিদল কর্ম—বিচ্ছিন্ন করা, করাত দিয়া কাঠ ফাড়া। ৪১৩। বিদ্বেষণ—ইন্দ্রজাল বিশেষ। ইহার বলে এক ব্যক্তিকে অপরের প্রতি বিরূপ করা যায়। ৪১৪। বিলেপন বিধি—অঙ্গরাগ ও গন্ধ দ্রব্যাদি মাখিবার নিয়ম। ৪১৫। বিবিধ আসন ও মুদ্রার দ্বারা দেবতার অর্চনা। ৪১৬। বিশেষকচ্ছেদ্য—কপালে পরিবার জন্য নানা রকম ছাঁদে পাতা কাটা। ৪১৭। বিশেষ কৌশল—বিশেষ কলায় নৈপুণ্য। ৪১৮। বিষাপহর—শরীর হইতে বিষের অপক্রিয়া দূর করা। ৪১৯। বীণা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ৪২০। বীণা মুরজ কাংস্যতাল দর্দুর পুট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। ৪২১। বৃক্ষাদি প্রসবারোপ পালনাদি কৃত—গাছের চারা জন্মান, মাটিতে পোঁতা ও পালন করা। ৪২২। বৃক্ষাদি আরোহণে জ্ঞান—বৃক্ষাদিতে উঠিবার কৌশল। ৪২৩। বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ—গাছপালার চিকিৎসা; বৃক্ষাদি কি উপায়ে সতেজ করিতে হয়, কি উপায়ে তাহাদিগকে অস্বাভাবিক রূপে ছোট বা বড় করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক বিদ্যা। ৪২৪। বৃত্রক্রিয়া—বৃত্র নামক একপ্রকার পাথরের কাজ। ৪২৫। বৃষ্টিজ্ঞতা—কখন বৃষ্টিপাত হইবে সেই বিষয়ে জ্ঞান।

৪২৬। বেণু ক্রিয়া—বাঁশের কাজ। ৪২৭। বেণু তৃণ প্রভৃতি হইতে পাত্র নির্মাণের জ্ঞান। ৪২৮। বেদ—সাম, যজু, ঋক্ অথর্ব এই চারি বেদ। ৪২৯। বেশিক- হিন্দু দর্শনের শাখা বিশেষ। ইহার মতবাদ অজ্ঞাত। নান্দী সূত্র ও অনুযোগ সূত্র এই দুই গ্রন্থে বেশিক দর্শনের উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ৪৩০। বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। ৪৩১। বৈজয়িকী বিদ্যাসমূহে জ্ঞান—বিজয়লাভের কৌশল সমূহে জ্ঞান। ৪৩২। বৈতালিকী বিদ্যায় জ্ঞান—সকালে গান গান গাহিয়া রাজাদের ঘুম ভাঙাইবার বিদ্যা, মতান্তরে ভূতপ্রেত সংক্রান্ত যাদু বিদ্যা। ৪৩৩। বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র। ৪৩৪। বৈনয়িকী বিদ্যায় জ্ঞান—শিক্ষাদান প্রণালীতে জ্ঞান। ৪৩৫। বৈশেষিক—ষড়দর্শনের শাখা বিশেষ। ৪৩৬। ব্যাকরণ—শব্দ শাস্ত্র। ৪৩৭। ব্যায়াম বিদ্যা—শরীর চর্চা সংক্রান্ত বিদ্যা। ৪৩৮। শকুন—মঙ্গল অমঙ্গলাদি সূচক চিহ্ন, আন্বিক্ষ বিদ্যা বিশেষ। ৪৩৯। শকুনিরুত—পাখীর ডাক। ইহা অনেক সময় ভাবী ঘটনা সূচিত করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। ৪৪০। শকুনিরুত জ্ঞান—পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞান। ৪৪১। শব্দবেধিত্ব—শব্দভেদী বাণ প্রয়োগের কৌশল। ৪৪২। শয়নরচন—শয্যা প্রস্তুত করা। ৪৪৩। শয্যাস্তরণ সংযোগ পুষ্পাদি গ্রথন

—পুষ্পশয্যা ও পুষ্পমাল্য রচনা করা। ৪৪৪। শরীর সংস্কার—দেহকে অলঙ্কারাদির সাহায্যে সজ্জিত করা। ৪৪৫। শল্যগূঢ়াহৃতি ও সিরাব্রণব্যধি জ্ঞান—দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট তীর বর্শা প্রভৃতি টানিয়া বাহির করিবার ও ফোড়া ও ক্ষত প্রভৃতিতে অস্ত্রোপ্রচারের জ্ঞান। ৪৪৬। শাকুন—পশুপক্ষীর ডাক শুনিয়া ভাবী ঘটনা ও শুভাশুভ প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জ্ঞান। ৪৪৭। শিক্ষা—বেদাঙ্গ বিশেষ উচ্চারণ রীতি, Phonetics. ৪৪৮। শিখাবন্ধ—মাথার উপর গিঁঠ দিয়া টিকি বাঁধা। ৪৪৯। শিশুর সংরক্ষণ, ধরণ ও ক্রীড়ন বিষয়ে জ্ঞান। ৪৫০। শুকসারিকা প্রলাপন—শুক ও সারীকে কথা বলিতে শিখান।

৪৫১। শেখরাপীড় যোজন—শেখর ও আপীড় নামক দুই প্রকার শিরোভূষণ ব্যবহারের বিধি। ৪৫২। শ্রুতি—বেদ। ৪৫৩। সংবাহন—গা টিপিয়া দেওয়া। ৪৫৪। সংখ্যা—গণিত। ৪৫৫। সজীব—জীবিত প্রাণীর সাহায্যে জুয়া খেলা। ৪৫৬। সন্ধ্যাঘাত আকৃষ্টিভেদ,—সকলের সাহায্যে মল্লযুদ্ধ, নানাবিধ কৌশলে মল্লযুদ্ধ করা, শত্রুকে নানাবিধ কৌশলে ধরিয়া মাটিতে ফেলা। ৪৫৭। সমতাল বা সম্পাতাল—করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ৪৫৮। সমস্তাবধান—একই কালে নানাপ্রকার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, যেমন কোন লোক তাস খেলিতেছে, সেই সময়েই একটা ঘণ্টার শব্দ শুনিতেছে, একটা শ্লোক শুনিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতেছে।

৪৫৯। সম্পাদ্য—একপ্রকার খেলা। কোন শ্লোক একবার মাত্র শুনিয়াই মুখস্থ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা। ৪৬০। সম্যক্ ক্রোধ নিবর্তন—প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর ক্রোধ নিঃশেষে দূর করা, কামকলা বিশেষ। ৪৬১। সয়ণ বিহি (শয়ণ বিধি)—শয়ন করিবার প্রণালী। শয্যা সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ৪৬২। স্বরগত—ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে জ্ঞান। ৪৬৩। সর্প দমন—সর্পকে বশীভূত করা। ৪৬৪। সর্বদেশ ভাষা জ্ঞান—সকল দেশের ভাষায় জ্ঞানলাভ। ৪৬৫। সর্বলিপি—সকল প্রকার লিখিবার ক্ষমতা। ৪৬৬। সর্বশিল্প—সকল প্রকার শিল্প। ৩৬৭ সর্বসংজ্ঞা—সকল প্রকার নাম। ৪৬৮। সব অবদান—পুরাকালে রচিত সকল প্রকার ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ৪৬৯। সর্ব দ্যূতকলা—সকল প্রকার জুয়া খেলা। ৪৭০। সাংখ্য—ষড়্ দর্শনের অন্তর্গত দর্শন বিশেষ। ৪৭১। সামুদ্রিক—হস্তরেখা বিচার। ৪৭২। সারথ্য—সারথির কাজ। ৪৭৩। সাশ্রুপাত শাপন—প্রণয় কলহে ক্ষুণ্ণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়তমকে দিব্য দেওয়া। ৪৭৪। সীরাদি আকর্ষণে জ্ঞান—জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান। ৪৭৫। সীব্য—সেলাই করা। ৪৭৬। সুগন্ধি যুক্তি—গায়ে গন্ধদ্রব্য মাখা। ৪৭৭। সূত্র ক্রীড়া—সুতা লইয়া খেলা। ৪৭৮। সুনীতি—নীতিশাস্ত্র। ৪৭৯। সুপ্তা পরিত্যাগ—প্রণয়িণীকে নিদ্রিতা দেখিয়া রমণ হইতে বিরত হওয়া। ৪৮০। সুরঙ্গোপভেদ—সুড়ঙ্গ কাটা। ৪৮১। সুবর্ণ যুক্তি—গলিত স্বর্ণের সহিত নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করা। ৪৮২। সুবর্ণ পাক—সোনা গলাইয়া তাহার সহিত নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত করা। ৪৮৩। সুশৌর্য—বীরত্ব। ৪৮৪। সূচীকর্ম—সূচী লইয়া নানাবিধ কাজ। ৪৮৬। সূত্রাদি রজ্জু করণ বিজ্ঞান—সুতা ও দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞান। ৪৮৭। সূদ কর্ম—রান্নার কাজ। ৪৮৮। সুরচর্যা—সূর্যের সঞ্চার গণনা। ৪৮৯। সৌভাগ্যকর—কোন ব্যক্তিকে সুখী করিবার বিদ্যা।

৪৯০। স্ত্রী ও পুরুষের বস্ত্রালঙ্কার দিয়া প্রসাধন। ৪৯১। স্ত্রী লক্ষণ—স্ত্রীলোকের শুভাশুভচিহ্ন। ৪৯২। স্থাম—শক্তি। ৪৯৩। স্থৈর্য—স্থিরতা। ৪৯৪। স্ফালন—প্রহার। ৪৯৫। স্বপ্ন—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখা। ৪৯৬। স্বপ্নাধ্যায়—স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। ৪৯৭। স্বর বঞ্চন—কণ্ঠস্বর বদলাইয়া লোককে প্রতারিত করা। ৪৯৮। স্বর শাস্ত্র—স্বর বিষয়ক শাস্ত্র। ৪৯৯। স্বরাগ প্রকাশন—প্রেমপাত্রের নিকট নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করা। ৫০০। স্বর্ণ পরীক্ষা—সোনা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করা। ৫০১। স্বর্ণাদি বিষয়ে যথার্থ্য বিজ্ঞান—ধাতুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। ৫০২। স্বর্ণাদ্যলঙ্কারকৃতি—স্বর্ণাদি হইতে অলঙ্কার নির্মাণ করা। ৫০৩। শপথ ক্রিয়া—প্রিয়তমের গা ছুঁইয়া দিব্য করা। ৫০৪। হস্তি শিক্ষা—হাতীকে শিক্ষা দেওয়া ৫০৫। হয়লক্ষণ—ঘোড়ার চিহ্ন। ৫০৬। হর্ষণ—কামকলার অন্তর্গত। রমণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হওয়া। ৫০৭। হস্তলাঘব—যাদুবিদ্যা দেখাইতে হাতের সাফাই। ৫০৮। হস্তিগ্রীব—হাতীর কাঁধে চড়া। ৫০৯। হস্তি লক্ষণ—হস্তীর শুভাশুভ চিহ্ন। ৫১০। হাবভাবাদি সংযুক্ত নর্তন—কামোদ্দীপক ভঙ্গিতে নাচা। ৫১১। হাস্য—হাসা। ৫১২। হিরণ্যযুক্তি—স্বর্ণের সহিত অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করা। ৫১৩। হিরণ্যপাক—স্বর্ণপাক দ্রষ্টব্য। ৫১৪। হিরণ্যবাদ—স্বর্ণপাক দ্রষ্টব্য। ৫১৫। হীনমধ্যাদি সংযোগ—বর্ণাদির দ্বারা রঞ্জিত করা। নানা বিধ বর্ণ নানাবিধ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া কোন কিছু রঞ্জিত করা। ৫১৬। হীনাদি রসসংযোগ সম্পাচন—নানারূপ রস নানাবিধ মাত্রায় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা। ৫১৭। হল—কামকলা বিশেষ। ৫১৮। হেতুবিদ্যা—তর্কশাস্ত্র, Logic.

(A. Venkata Subbah প্রণীত 'The Kalas' নামক ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

কলাভবন

(১) বড়োদার টেক্‌নিক্যাল স্কুল। (২) শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর কলা বিদ্যালয়। এখানকার অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু। এখানে চিত্র, প্রাচীর চিত্র, (ফ্রেস্কো), ভাস্কর্য, আলিপনা, সূচীশিল্প, বাতিক (দ্রঃ) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলাই, কলায়
মুগ, মুসুর, অড়হর প্রভৃতি দ্বিদল বা শুঁটিযুক্ত ক্ষুপের সাধারণ নাম। মাষ কলাইকে লোকে 'কলায়' বলে; মাষ কলাই হরিদ্বর্ণ এবং অপর জাতির নাম কালোকলাই। রাঢ়ের লোকে কলাই ডাল বিশেষ পছন্দ করে; পূর্ববঙ্গের লোকে ইহা মোটেই পছন্দ করে না।

কলাই করা (Enamel)
লোহা বা তামার পাতে তৈয়ারী বাসন পত্রের উপর রঙ্গাদি বা নিকেল বা অন্য কোনো রাসায়নিক প্রলেপ লাগানোকে কলাই করা বলে। (দ্রঃ এনামেল)

কলাপ ব্যাকরণ, কাতন্ত্র
বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। প্রবাদ অন্ধ্র নৃপতি শাতবাহনের আদেশে পণ্ডিত সর্ববর্মণ এই কাতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কথিত আছে জলকেলিকালে রানী ক্লান্ত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন 'মোদকং দেহি রাজন' অর্থাৎ 'মা উদকং দেহি' জল দিও না। রাজা বুঝিয়াছিলেন রানী 'মোদক' চাহিতেছেন। এই অজ্ঞতার জন্য রাজা পরে লজ্জিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যাকরণ রচনার ভার সর্ববর্মণকে দেন। এই ব্যাকরণের উপর বহু টীকা ও বৃত্তি রচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ও কাশ্মীরে কলাপের বেশি প্রচলন। আজকাল পূর্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে একমাত্র কলাপেরই পঠন পাঠন হয়।

কলাবউ
দুর্গা পূজার সময় কদলী প্রভৃতি নয়টি উদ্ভিদ বা তাহাদের অংশ (নব পত্রিকা) সুসজ্জিত করিয়া পুজিত হয়। কদলী অন্যতম; ইহা দীর্ঘ বলিয়া বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইলে লোকের চোখে পড়ে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করে উহা 'কলা বউ' এবং গণেশের স্ত্রী। নবপত্রিকা যথা—কদলী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী।

কলাবতী
শ্রীরাধার জননী; বৃষভানুরাজার পত্নী; কান্যকুব্জরাজের কন্যা।

কলাম্বা নোআচি (Columba Noacai or Noah's Dove) দ্রঃ কপোত নক্ষত্র মণ্ডল।

কলাম্বাস, ক্রিস্টোফার (Columbus, Christopher, ১৪৫১—১৫০৬)।
আমেরিকার আবিষ্কর্তা। ইঁহার জন্মস্থান ইতালির জেনোয়া নগরী। পিতা ছিলেন সামান্য তন্তুবায়। পোর্তুগালে এক নাবিকের কন্যা বিবাহ করেন ও সেখানে বাসকালে নূতন পথে ভারতে আসিবার কল্পনা করেন। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রাজাদের নিকট এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বৃথায় সাহায্য প্রার্থনা করেন; স্পেনের রাজা ও রানী ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার সহায়তায় ৩খানি জাহাজ ও ১২০ জন নাবিক জোগাড় করিয়া ৩রা অগস্ট ১৪৯২ স্পেনের বন্দর পালোস্ (Palos) ছাড়িয়া কানারি দ্বীপাভিমুখে যান; কানারি হইতে ৬ সেপটম্বর যাত্রা করেন ও পাঁচ সপ্তাহ পরে (স্পেনের বন্দর হইতে বাহির হইবার ২ মাস ৯ দিন পরে) বাহমাস দ্বীপে পৌছান ও উহা স্পেনের রাজার নামে অধিকার করেন। অল্পকাল থাকিয়া ১৫ মার্চ ১৪৯৩ স্পেনে ফিরিয়া আসেন। ঐ বৎসর তিনি ২য় অভিযান লইয়া যান, কিন্তু রাজসভার চক্রান্তের ফলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। দেশে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৪৯৮এ ৩য় বার অভিযানে গিয়া দঃ আমেরিকার উপকূল ও ত্রিনিদাদ দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৫০২এ কলাম্বাস তাঁহার শেষ অভিযানে যান; এইবার তিনি মধ্য আমেরিকার উপকূলে পৌছান। ১৫০৪এ দেশে ফিরিয়া আসেন। ২০মে ১৫০৬এ ভালাদোলিদে (Valladolid, মধ্য স্পেন) মৃত্যু হয়। [গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত, প্রণীত কলাম্বাস, ম্যাকমিলান কোং ১৯২৯]

কলি
হিন্দুশাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের কল্পনা করা হয়। দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মা নিজ পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্মের সৃষ্টি করেন। অধর্মের পত্নী মিথ্যার গর্ভে দম্ভ; দম্ভ হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ ও হিংসার পুত্র কলি। কলির অত্যাচারে নল রাজ্য হারান। কলির রাজত্ব কাল ৪,৩২,০০০ বর্ষ। এই কালের ৫০৩৮ (খৃঃ পূঃ ১৯৩৭) বৎসর গত হইয়াছে মাত্র। কলির অবসানে সর্বধর্ম একাকার হইবে, তখন কল্কির অভ্যুদয় হইবে।

কলিক (Colic) দ্রঃ শূলবেদনা।

কলিকা ফুলের গাছ (Thevetia nerifolia)
তগরাদি বর্গের পুষ্পতরু; পাতা সরু, একোত্তর দীর্ঘ; ফুল হলুদে, ভিতরে মধু থাকে; ফল সকোণ, শক্ত, বিষাক্ত। দঃ আমেরিকার গাছ, কিন্তু এখন বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফুল দেখিতে ধূমপানের কলকে বা কলিকার ন্যায়। (যোগেশ)

কলিতা
বাঙলার কায়স্থ জাতের ন্যায় আসামের লেখক শ্রেণী।

কলিন্স (Collins, Michael ১৮৯০—১৯২২)
আইরিশ দেশপ্রেমিক। প্রথমে লনডন্ জেনারল পোস্টাপিসের কেরানী, পরে মহাযুদ্ধ বাধিলে ১৯১৬ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করায় কারারুদ্ধ হন। বৎসরের শেষে মুক্তিলাভ করেন কিন্তু ১৯১৮এ পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরে আইরিশ Dail (পার্লামেন্টের)এর সভ্য নির্বাচিত ও ১৯১৯এ ডি. ভ্যালেরাকে জেল হইতে পলায়নে সাহায্য করেন। অতঃপর কলিন্স বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা হইলেন। ১৯২০এ ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ধরিয়া দিবার জন্য ১০,০০০ পাউণ্ড ঘোষণা করেন। কিন্তু সফলকাম হয় নাই। ইতিমধ্যে কলিন্সের মতের কিছু পরিবর্তন হয় ও ১৯২১এ তাঁহারই চেষ্টায় Dail ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়। গ্রিফীথের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর কলিন্স আইরিশ গভর্নমেন্টের নেতা হন। কিন্তু আইরিশ রিপাবলিকান্ বামপন্থীদের দল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল; আপোষের বিরোধী গুপ্তঘাতক কলিন্সকে হত্যা করে ১৯২২, ২২ অগস্ট।

কলেক্টর (Collector) ও ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate)

বৃটীশ ভারতের জেলা শাসনের ভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পিত। তাঁহার উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভারও অর্পিত থাকায় তাঁহার অপর নাম কলেক্টর। নন্-রেগুলেশন (দ্রঃ) জিলার কর্তাকে ডেপুটি কমিশনর বলে। ইঁহার উপর প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া আছে।...১৭৭২এ ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙলার নায়েব নাজিম-দিগকে বরখাস্ত করিয়া ইংরেজ 'কলেক্টরে'র উপর রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পণ করেন। ১৭৮৬ কর্নওয়ালিশ কলেক্টরদের হস্তে জজ-এর ক্ষমতা বা দেওয়ানী বিচারের ও ম্যাজিস্টেটের বা শাসনের ক্ষমতা অর্পণ করেন। কিন্তু ইহা ভাল না চলায় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ এক করিয়া কলেক্টরের পদ পৃথক করিয়া দেন। ১৮৩১ পযন্ত এই প্রথা চলে। ঐ বৎসর বেণ্টিঙ্ক কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ এক করিলেন। ১৮৩৭এ পুনরায় পৃথক করা হয়। ১৮৩৭এ কলেক্টরদের বেতন ধার্য হয় ১৮,০০০ হইতে ২৩,০০০ টাকা বার্ষিক; ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন ১২,০০০৲ হইতে ১৮,০০০৲। ১৮৫৯ পুনরায় কঃ ও ম্যাঃর কাজ এক-হাতেই দেওয়া হয় এবং সেই প্রথা এখনও চলিতেছে। ১৮৬০এ বাঙলার ৬টি জেলায় ইহাদের বেতন ছিল বার্ষিক ২৮,০০০৲; ২২ জনের ২৩,০০০৲; ৭ জনের ১৮,০০০৲; ৪ জনের ১২,০০০৲ করিয়া। তখন বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এক প্রদেশ ছিল। এখন বিলাত হইতে আমদানী আই.সি.এস.দের বেতন ১১৫০—২,৫০০-মাসিক। সাধারণত আই.সি.এস.রা এই পদ প্রাপ্ত হন, তবে বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও এই পদে উন্নীত করা হয়।

কলেজ (College)

ইউরোপের মধ্যযুগে পুণ্যকামী খৃস্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাস বা মঠকে কলেজ বলিত। এক একটি বাড়ীতে এক একদল ছাত্র ও শিক্ষক বাস করিতেন। কলেজে খাওয়া পরার জন্য ধনীদের দেবত্র দান থাকিত। এইভাবে অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি করিয়া 'কলেজ' গড়িয়া উঠে ও কালে বিশ্ববিদ্যালয় হয়। তখন ছাত্ররা শিক্ষকদের বেতন দিয়া নিযুক্ত করিত। পরে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের নিকট বিদ্যার্থীরা সমবেত হইতে লাগিল।...বর্তমান কলেজের অর্থ, যেখানে কোন প্রকার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা লাভ বা গ্র্যাজুয়েট হইবার জন্য অধ্যয়ন করে। সরকারী, বে-সরকারী কলেজ ছাড়া 'য়ুনিভার্সিটি কলেজ' থাকে। এদেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েট (Post Graduate) শিক্ষা দান করা হয়। কতকগুলি বিশেষ বিষয় যাহা সাধারণ কলেজে পড়ানো সম্ভব হয় না এমন under-graduate ক্লাসের পাঠ্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে পড়ানো হয়। এ ছাড়া আইন কলেজ, ইন্‌জিনীয়ারিং কঃ, মেডিক্যাল কঃ প্রভৃতি আছে।

কলেজ (বাঙলাদেশের)

বাঙলাদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন (১৯৩৪-৩৫) সাধারণ শিক্ষা কলেজ ৪৭টি; ইহার মধ্যে ৪ মহিলাদের। ১২টি খাশ সরকারী নিজস্ব, ২১টি সরকার সাহায্য-প্রাপ্ত। ১৬টি সাহায্য-নিরপেক্ষ-ভাবে চালিত। ১৬টি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পযন্ত পড়ান হয়। কতকগুলি কলেজ ঢাকা ইঃ বোর্ডের অধীন। সেই কয়টি ছাড়া অন্য সমস্ত কলেজের পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। সমস্ত কলেজে শিক্ষার ব্যয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা; সরকারী কলেজ মাথা পিছু ব্যয় ৪৭১৲; সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে ১৩৬৲; সাহায্য-নিরপেক্ষ কলেজে ৯২৲ ব্যয়; মিশনারী কলেজে ২০০৲—২৫০৲ মাথাপিছু ব্যয় করে। বৃত্তিশিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ ২টি, আইন কলেজ—২টি, ইনজিনীয়ারিং ১টি; শিক্ষা কলেজ ১টি। বৃত্তি শিক্ষার কলেজে মোট ব্যয় ১৮·৮২ লক্ষ টাকা। বাংলার সাধারণ কলেজে ছাত্রছাত্রী ১৮,০০০। বৃত্তি-কলেজে বিদ্যার্থী ৫০০০। য়ুনিভার্সিটি হইতে নিযুক্ত ইনসপেক্টর কলেজগুলিকে পরিদর্শন করেন।... সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১৯৩৪—৩৫এ ২৩২টি কলেজ বালকদের জন্য ও ২৭টি মেয়েদের জন্য ছিল। কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৮৭,১১৪ পুং ৪৬৭১ স্ত্রী ছাত্রী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির নাম:—

১। মেডিক্যাল কলেজ (1835) কলিকাতা — এম.বি

৩। হুগলি মহসিন কলেজ (1857) চুঁচুড়া — বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি

৪। কৃষ্ণনগর কলেজ (1857) কৃষ্ণনগর — বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই. এস্‌সি

৫। কৃষ্ণনাথ কলেজ (1857) বহরমপুর মুর্শিদাবাদ বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
৬। প্রেসিডেন্সি কলেজ (1857) কলিকাতা বি.এ; আইএ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
৭। স্কটিশ চার্চেস কলেজ (1857) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি; বি.টি
৮। শ্রীরামপুর কলেজ (1857, 1910) শ্রীরামপুর বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
৯। সেন্ট পলস্ সি. এম. এস. কলেজ (1835) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
১০। সংস্কৃত কলেজ (1860) কলিকাতা বি.এ; আই.এ
১১। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (1862) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এসসি; বি.টি
১২। চট্টগ্রাম কলেজ (1869) চট্টগ্রাম বি.এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
১৩। বিদ্যাসাগর কলেজ (1872) কলিকাতা আই.এ; বি.কম; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি;
১৪। মেদিনীপুর কলেজ (1878) আই.এ; বি, এস্‌সি; আই.এস্‌সি
১৫। রাজশাহী কলেজ (1878) রাজশাহী বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
১৬। বেঙ্গল ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ (1880) শিবপুর হাওড়া বি. ঈ; আই. ঈ;
১৭। সিটি কলেজ (1881) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
১৮। বর্ধমান রাজকলেজ (1882) বর্ধমান বি.এ; আই.এ; আই. এস্‌সি;
১৯। রিপন কলেজ (1884) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এসসি
২০। রিপন ল কলেজ (1885) কলিকাতা বি.এল
২১। ভিক্টোরিয়া কলেজ (1886) নারাইল যশোহর বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
২২। বঙ্গবাসী কলেজ (1887) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; আই. এস্‌সি; বি, এস্‌সি;
২৩। উত্তরপাড়া কলেজ (1887) হুগলী আই.এ; আই.এস্‌সি
২৪। বেথুন কলেজ (1888) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; আই. এস্‌সি;
২৫। ভিক্টোরিয়া কলেজ (1888) কুচবিহার বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
২৬। ব্রজমোহন কলেজ (1889) বরিশাল বি. এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
২৭। মুরারীচাঁদ কলেজ (1891) সিলেট আসাম বি.এ; আই.এ: বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি;
২৮। কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ (1897) হেতমপুর বীরভূম বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
২৯। এডওয়ার্ড কলেজ (1898) পাবনা আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
৩০। ভিক্টোরিয়া কলেজ (1899) কুমিল্লা বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
৩১। কটন কলেজ (1901) গৌহাটি আসাম এম.এ; বি.এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
৩২। বাঁকুড়া কলেজ (1903) বাঁকুড়া বি.এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
৩৩। হিন্দু একাডেমি (1907) দৌলতপুর খুলনা বি.এ; আই.এ; বি.এস্‌সি; আই.এস্‌সি
৩৪। আনন্দমোহন কলেজ (1908) ময়মনসিংহ বি.এ.আই.এ; আই. এস্‌সি;
৩৫। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ (1908) কলিকাতা বি.টি; এল.টি;
৩৬। ইউনিভারসিটি ল' কলেজ (1908) কলিকাতা বি.এল
৩৭। লরেটো হাউস (1913) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; এল.টি
৩৮। আর্ল ল কলেজ (1914) গৌহাটি আসাম বি.এল.;
৩৯। আশুতোষ কলেজ (1916) ভবানীপুর, কলিকাতা বি.এ. বি.এস্‌সি; আই.এ; আই.এস্‌সি;
৪০। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (1916) বেলগাছিয়া কলিকাতা এম.বি;
৪১। কারমাইকেল কলেজ (1917) রংপুর বি.এ; আই.এ; বি. এস্‌সি; আই. এস্‌সি;
৪২। প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (1918) বাগেরহাট খুলনা বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
৪৩। রাজেন্দ্র কলেজ (1918) ফরিদপুর বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
৪৪। ফেনি কলেজ (1922) ফেনি নোয়াখালি বি.এ; আই.এ
৪৫। নরসিংহ দত্ত কলেজ (1923) হাওড়া আই.এ; আই.এস্‌সি
৪৬। সেন্ট এডমান্ডস্ কলেজ (1924) শিলং আসাম বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি; বি.টি
৪৭। সেন্ট জোসেফস্ কলেজ (1924) কলিকাতা আই.এ; আই.এস্‌সি
৪৮। ইসলামিয়া কলেজ (1926) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
৪৯। প্রভাতকুমার কলেজ (1926) কাঁথি মেদিনীপুর আই.এ
৫০। সাদত কলেজ (1926) করটিয়া, ময়মনসিংহ আই.এ
৫১। শান্তিনিকেতন কলেজ (1929) বিশ্বভারতী বোলপুর, বীরভূম আই.এ; আই.এসসি; বি.এ
৫২। সেন্ট জোসেফস্ কলেজ (1927) দার্জিলিং আই.এ; আই.এস্‌সি

৫৩। লা মারটিনিয়ার কলেজ কলিকাতা (1928) আই.এ; আই.এস্‌সি
৫৪। ডুপ্লে কলেজ (1931) চন্দননগর আই.এ; আই. এস্‌সি;
৫৫। জোরহাট কলেজ (1931) আসাম বি.এ; আই.এ
৫৬। বৃন্দাবন কলেজ (1932) হবিগঞ্জ সিলেট, আসাম আই.এ;
৫৭। ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসান (1932) কলিকাতা বি.এ; আই.এ; আই.এস্‌সি
৫৮। স্কটিশ ইউনিভারসিটিজ মিশন কলেজ (1933) কালিমপং আই.এ
৫৯। ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসান (1933) কার্সিয়ং আই.এ; বি.এ
৬০। গুরুচরণ কলেজ (1935) শিলচর, আসাম আই.এ
৬১। স্যালেসিয়ান কলেজ (1935) শিলং, আসাম আই.এ
৬২। সেণ্ট অ্যান্থনিজ কলেজ (1935) শিলং, আসাম আই.এ; আই.এস্‌সি
৬৩। সেণ্ট হেলেন্স কলেজ (1937) কার্সিয়ং আই.এ
৬৪। সেণ্ট মেরিজ কলেজ (1937) শিলং আই.এ; বি.টি; এল.টি
৬৫। সেণ্ট পলস কলেজ (1937) দার্জিলিং আই.এ; আই.এস্‌সি
৬৬। গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ কলিকাতা (1938) আই.এ
৬৭। লেডি কীন গার্লস কলেজ (1938) শিলং, আসাম আই.এ
৬৮। আজিজুল হক কলেজ (1939), বগুড়া আই.এ
৬৯। হরগঙ্গা কলেজ (1939) মুন্সিগঞ্জ আই.এ.
৭০। লেডি ব্রাবোর্ণ পরদা কলেজ (1939) কলিকাতা আই.এ

ঢাকা ইন্টার এন্ড্ সেকনডারি এডুকেশন বোর্ডের (Inter and Secondary Education, Board of) অধীন কলেজ:

১। ঢাকা ঢাকা ইন্টারমিডিএট কলেজ
২। „ জগন্নাথ ইন্টারমিডিএট কলেজ
৩। „ সলিমুল্লা ইন্টারমিডিএট কলেজ (মেয়েদের জন্য)
৪। „ ইসলামিক ইন্টারমিডিএট কলেজ
৫। „ ইডেন ইন্টারমিডিএট কলেজ
৬। „ কমরুন্নিসা কলেজ (মেয়েদের)

ঢাকা সহরের বাহিরে নিম্নলিখিত ইসলামিক ইন্টারমিডিএট কলেজগুলি ঢাকা বোর্ডের অধীন:--

১। হুগলী ইসলামিক ইন্টার কলেজ
২। সিরাজগঞ্জ; ৩। চট্টগ্রাম; ৪। ঢাকা (পূর্বে উল্লিখিত)

কলেরা (Cholera)

(ওলাওঠা দ্রঃ)। জারমেন বৈজ্ঞানিক কোক (Robert Koch ১৮৪৩-১৯১০) ১৮৮৪ অব্দে মিশর ও ভারতে আসেন ও কলেরার জীবাণু (Comma bacillus) আবিষ্কার করেন।

কলোসাস্ (Colossus)

প্রাচীন জগতের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে পিত্তল নির্মিত ৭০ হাত উচ্চ অতিকায় মূর্তি দীপ হস্তে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া থাকিত। ২২৪ খৃ: অ: ভূমিকম্পে নষ্ট হয়। প্রবাদ ঐ দেশের রাজা শত্রুদের পরাভূত করিয়া তাহাদের বর্মাদি কাড়িয়া তদ্দ্বারা এই মূর্তি নির্মাণ করেন।

কলোসিয়াম (Colosseum)

প্রাচীন রোম নগরীর প্রস্তর নির্মিত খোলা থিএটর মঞ্চ। ৫০ হাজার লোক ইহাতে অনায়াসে বসিতে পারে; পূর্বে ৮৭ হাজার বসিতে পারিত। দৈর্ঘ্য ৬০০, প্রস্থ ৫১২ ফুট; মধ্যস্থান বা আসর (arena) ২৮৫ × ১৮২ ফুট। মল্লযুদ্ধ ও বন্য পশুর খেলা দেখিবার জন্য এইখানে নাগরিকরা সমবেত হইত। উহা এখনো আছে। রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান্ ইহা আরম্ভ এবং সম্রাট টিটাস্ ৮০ খৃঃ অব্দে শেষ করেন।

কল্কি

হিন্দুদের মতে বিষ্ণুর ভাবী দশম অবতার। কলিযুগের অন্তে সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কির জন্ম হইবে। তিনি অধর্মীদের ধ্বংস করিবেন। মহাপ্রলয়ে সর্বচরাচর লুপ্ত হইবে। কল্কিপুরাণ একখানি উপপুরাণ।

কল্প

পৌরাণিক কালবাচক শব্দ। ৪৩২,০০,০০,০০০ মানব বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ও ঐ পরিমাণ সময় ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মার দিবাভাগে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও রাত্রিকালে লয় হয়।

কল্পসূত্র

বেদাঙ্গ গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞকর্ম, সামাজিক জীবন বা লোক ব্যবহার ক্রমে ক্রমে এমনই জটিল ও বহু বিস্তৃত হইয়া উঠিল যে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলিকে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্তাকারে সংবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইল এবং সূত্রাকারে রচিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত সারকে 'কল্পসূত্র' বলা হয়। শ্রুতির ব্যবহার ও প্রয়োগসংক্রান্ত সূত্রগুলি 'শ্রৌতসূত্র,' গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে বিধি নিষেধ সমূহ 'গৃহ্যসূত্রে' ও সাধারণ শাসন, ব্যবহারসংক্রান্ত নিয়মাদি 'ধর্মসূত্র' নামে সংগৃহীত হইয়াছে।

কল্পনা (Hypothesis) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

উপপাদ্য (theorem) প্রতিজ্ঞায় যাহা দেওয়া আছে বলিয়া মনে

করিতে হয়, তাহাকে বলে কল্পনা। আর এই কল্পনা স্বীকার করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে হয়, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়।

কল্মাষপাদ

সূর্যবংশীয় রাজা; প্রকৃত নাম সৌদাস। একদা রাজা মৃগয়া হইতে ফিরিবার পথে বশিষ্ঠপুত্র শক্তি পথরোধ করায় রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন ও ঋষিপুত্র 'রাক্ষস হও' বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন। রাজা রাক্ষস হইয়া শক্তি ও বশিষ্ঠের শতপুত্রকে খাইয়া ফেলেন। তখন বশিষ্ঠ উহাকে শাপ মুক্ত করেন ও স্বয়ং সূর্য বংশের কুলগুরু হন।

কল্যাণমাণিক্য (১৬২৫-৫৯)

ত্রিপুরার রাজা, যশোধরমাণিক্যর পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনোক্ত মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পিতা। তৎকালীন সুবাদার সুজা (১৬২৯-৬০) ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া উহা লইতে অসমর্থ হন।

কল্যাণরক্ষিত (৯ম শতক)

বৌদ্ধ দার্শনিক; বঙ্গের রাজা ধর্মপালের (৮২৯) সমকালীন। ইনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু মূল গ্রন্থ এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে; গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয় এবং তথাকার তেনগুর নামে বিরাট সংগ্রহমালায় রক্ষিত আছে

কশাইখানা (Slaughter House : abattoir)

মানুষের আহারের জন্য যেখানে পশু হত্যা করা হয় সেইস্থানকে পারসি ভাষায় কশাইখানা বলে। প্রাচীন ভারতে ব্যাধজাতীয় লোকেরা এই কায করিত ও সেই স্থানকে 'সুনা' বলিত। নগরের মধ্যে মৃগ মহিষাদির মাংস বিক্রয় হইত (মহাভারত বনপর্ব ২০৬)। সাধারণ লোকে যজ্ঞ বা পূজাদিতে নিহত পশুমাংস আহার করিত; বৃথা মাংস আহার হিন্দুদের মধ্যে নিষেধ।......বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ পূর্বাপেক্ষা অধিক মাংসাসী হইয়াছে। প্রায় শহরেই কশাইখানা আছে; ভারতে কশাইখানাতে মুসলমানরা ছাগ ও গরু জবাই করিয়া কাটে। মিউনিসিপাল শহরে এইসব কশাইখানা বহু আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কশাইখানার স্থান শহর হইতে দূরে অবস্থিত হয়। আমেরিকার চিকাগো শহর পৃথিবীর মধ্যে মাংসের বৃহত্তম কেন্দ্র। পাশ্চাত্য জগতের অনেক কশাইখানাতে পশুকে কাটিয়া বধ করা হয় না; তাহাতে অনর্থক রক্ত নষ্ট হয়। মস্তকের মর্মস্থলে পেরেক রাখিয়া হাতুড়ীর আঘাতে গরু মারা হয়; শূকরকে খুব ভারি হাতুড়ী দিয়া মারিলে মরে। ভেড়ার মাথায় ছুরি ঢুকাইলেই মরে। পশুবধের পর অধিকাংশ কাজ কলে হয়। মাংস ঠাণ্ডা ঘরে (Cold Storage) রাখা হয়। (দ্রঃ পশুহত্যা, গোহত্যা) কলিকাতার কশাইখানাতে লক্ষাধিক গরু, তিন হাজারের উপর বাছুর, তিন লক্ষের উপর ছাগল ভেড়া, হাজার বারো মহিষ ও প্রায় দশ হাজার শূকর মারা হয়। (দ্রঃ Statistical Year Book, the League of Nations 1937-38 এই গ্রন্থে পশু হত্যার বিস্তৃত তালিকা দেশওয়ারী দেওয়া আছে।)

কশেরুকা (Vertebrum)

মানুষের মেরুদণ্ড শিশুকালে তেত্রিশটি টুক্‌রা হাড়ের সমষ্টি থাকে; পরে ৩৩টি টুকরা ২৪ হয়; কারণ নিম্নস্থ শেষ ৫ খানি ও ৪ খানি জুড়িয়া যথাক্রমে দুই খানি অস্থি হয়; তাহাদের বলে ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি (Sacrum ও coccyx)। মেরুদণ্ডের এই পৃথক পৃথক হাড়ের নাম 'কশেরুকা'; ইহাদের মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত Spinal Cord বা সুষুম্না নাড়ী গিয়াছে। (মেরুদণ্ড দ্রঃ) স্থানভেদে কশেরুকাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত; ৭টি গ্রীবাদেশে, ১২টি পৃষ্ঠদেশে ও ৫টি কটিদেশে।

কশ্যপ

প্রজাপতি ঋষি। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়। দক্ষ প্রজাপতির ১২ (বা ১৩) কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন ও তাঁহাদের গর্ভে দেব দানব নাগ প্রভৃতি সকল জীবের জন্ম হয়। দিতি, অদিতি, দনু, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি তাঁহার পত্নী।..... কশ্যপমুনির জন্মস্থান হিন্দুদের তীর্থ; উহা কাশ্মীর শ্রীনগরের বায়ু কোণে ৫০ মাইল নামক স্থান। ঘোড়ায় করিয়া যাইতে হয়।

কষ্টরজ (Dysmennorrhoea)

স্ত্রীলোকের ব্যাধি; বাধক বেদনা, ঋতুশূলও বলে। মাসিক রজঃস্রাবে বৈলক্ষণ্যবশত তলপেটে কোমরে বেদনা, দুর্বলতা, মাথাধরা ও ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদাহ, শ্বেতপ্রদর (দ্রঃ) প্রভৃতি পীড়ার কারণ হইয়া থাকে।

কস্‌গ্রেভ্‌ (Cosgrave, William Thomas)

আইরিশ রাজনীতিক। জন্ম ১৮৮০। ইনি ডাবলিনে মুদিখানার ব্যবসায়ী ছিলেন। ডাবলিন কর্পোরেশনের সভ্য ১৯০৯; ১৯১৬—২২। ১৯১৩এ আইরিশ বিদ্রোহে ইনি যোগদান করেন ও ১৯১৬এ কিছুকাল অন্তরীনাবদ্ধ থাকেন। ১৯১৭এ বৃটিশ পার্লামেন্টে সিনফিন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২২এ আইরিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং স্বায়ত্ত শাসনবিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯২৩এ লীগ অব নেশনসে আইরিশ ফ্রী স্টেটের প্রতিনিধি। ১৯২৮এ আমেরিকা ভ্রমণে যান। গ্রিফীথ-এর অকস্মাৎ

হত্যার পর ইনি আইরিশ অধ্যক্ষ সভার প্রেসিডেন্ট হন (১৯২২-৩২)। ডি ভ্যালেরার নিকট নির্বাচনে পরাজিত হইলে ভ্যালেরা প্রেসিডেন্ট হন।

কস্‌টিক (Caustics)

যে সকল পদার্থ রাসায়নিক বলে জান্তব টিস্যু ক্ষয় করিতে পারে, তাহাদের সাধারণ নাম কসটিকস্। সিলভার নাইট্রেট বা রূপার সহিত নাইট্রিক এসিড মিশাইয়া যে পদার্থ (Salt) প্রস্তুত হয়, তাহা রৌপ্যের এক প্রকার লবণ; ইহাকে Lunar Caustic বলে। কস্টিক সোডা, পটাশ, প্রভৃতিও কস্টিকধর্মী।

কস্‌টিক সোডা (Caustic Soda)

সাধারণ সামুদ্র লবণের (Sodium chloride) দ্রবণকে ভিজা চুণের সহিত ফুটাইয়া, তাহাকে ফিলটার বা ছাঁকিয়া যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহা লৌহ কটাহের মধ্যে বাষ্পীভূত করাইলে যে তলানি পদার্থ থাকে তাহাকে কস্টিক সোডা বলে। তড়িৎ-বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রলিটিক (Electrolytic) পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ লবণ হইতে কারবারী আকারে বর্তমানে বহু কারখানায় উহা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা দেখিতে শাদা, অস্বচ্ছ, আঁশাল, কঠিন, তাপ সংযোগে গলিয়া যায়। বাতাসে পড়িয়া থাকিলে জলীয় বাষ্প আহরণ করিয়া দ্রবীভূত হয়। সাবান প্রস্তুতিতে ইহার প্রচুর প্রয়োজন হয়।

কসাক (Cossack, রুশ Kozak, Kazok)

রুশ পোল ও তাতারের মিশ্রিত বর্ণ। রুশের দক্ষিণাংশের বাসিন্দা। রুশ সরকার যুদ্ধের জন্য ইহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইত; ইহারা চিরদিন রণনিপুণতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা ১০টি দলে (Voiskos) বিভক্ত ছিল এবং স্তানিতসা (Stanitsa) বা গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিত। কৃষি প্রধান উপজীবিকা হইলেও প্রত্যেক কসাককে বিশ বৎসর যুদ্ধ বিভাগে কাজ করিতে হইত। শিক্ষা, সংযম ও সাহসে ইহারা অসাধারণ। মহাযুদ্ধের সময় ইহাদের বীরত্ব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৯১৮এ ডন্ নদীতীরে ইহাদের সোভিএট প্রদেশ গঠিত হয়।

কস্তুরী মৃগ (Musk deer)

কস্তুরী মৃগ মধ্যএশিয়া, সাইবেরিয়া ও হিমালয়ের উপর থাকে। ইহারা রাত্রিচর, দ্রুতগামী, অল্পাহারী। এই হরিণের নাভিকোষে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ থাকে, বয়সের সঙ্গে উহা দানা বাঁধে। একটি কোষে প্রায় ১ আউন্স থাকে। শিকারীরা কঃ মৃগ বধ করিয়া কস্তুরী কোষটি গোল করিয়া কাটে ও মৃগের তলপেটের চামড়া উঠাইয়া লয়। চামড়া পরিষ্কার করিয়া কোষটী বাঁধিয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। ইহার ব্যবসায় ভারতে বহু বিস্তৃত। মৃগনাভির জন্য বৎসরে প্রায় ১০,০০০ মৃগ নিহত হয়। ইউরোপীয় ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়। উত্তেজক, বায়ুনাশক প্রভৃতি বহু গুণ সম্পন্ন। তীব্র সুগন্ধ যুক্ত। শোনা যায় কস্তুরী মৃগ মৃগনাভির গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মত্তবৎ ছুটিয়া বেড়ায়।

কহোড়

অষ্টাবক্র ঋষির পিতা, উদ্দালক ঋষির শিষ্য। উদ্দালক নিজ তনয়া সুজাতার সহিত কহোড়ের বিবাহ দেন। কহোড় মিথিলায় জনকরাজের সভাপণ্ডিত বন্দীর সহিত জীবন পণ করিয়া তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন; কিন্তু তর্কে পরাস্ত হইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন; তখন অষ্টাবক্র পিতার প্রতিপক্ষের সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করেন ও পিতাকে উদ্ধার করেন।

কহ্লন

কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' রচয়িতা (১১৪৯ খৃঃ অঃ)। ইহার পিতা চম্পক মিশ্র কাশ্মীরপতি হর্ষের অনুগত অমাত্য ছিলেন। কহ্লন শৈবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। গুরু অলোকদত্তের নির্দেশে তিনি কাশ্মীররাজদের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হন। 'রাজতরঙ্গিনী' আট তরঙ্গে (পরিচ্ছেদ) বিভক্ত। প্রথম তিন তরঙ্গ প্রাচীন যুগের রাজাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পূর্ণ; অবশিষ্ট ৫ তরঙ্গে ঐতিহাসিক যুগ বর্ণিত। ইহাতে ৯ম হইতে ১১ শতকের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থের কিয়দংশ কাশ্মীরের মুসলমান রাজা জান-উল্-আবেদিন (১৪২১—১৪৫২) 'বাহর উল-অসমর' নাম দিয়া পারসি ভাষায় তর্জমা করান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ M. Troyer 'তরঙ্গিনী'র ফরাসী অনুবাদ করেন (১৮৪০ ৫২)। যোগেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদক (১৮৭৯-৮৭)। স্যার অরেল স্টাইন্ সংস্কৃত মূল ১৮৯২ এ প্রকাশ ও ১৯০০এ ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৯৩৫এ R. S. Pandit ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়। বাঙালা ভাষায় আংশিক অনুবাদ আছে।

কহ্লার (Nymphaea lotus)

সংস্কৃত শ্বেতশুদ্ধি। বাঙলায় ইহাকে শাদা বা লাল শুঁদি বলে। উষ্ণপ্রধান দেশে জলাশয়ে জন্মে। শ্বেত কহ্লারকে পুণ্ডরীক, রক্ত কহ্লারকে কোকনদ, ও নীল কহ্লারকে ইন্দীবর বলে। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়, বীজ ভাজিলে খই হয় (দ্রঃ যোগেশ)।

কাইসার (Kaiser)

ইউরোপে পবিত্র রোমান সম্রাটগণের (Holy Roman

Emperor ৮০০-১৮০৬) অন্যতম উপাধি। ১৯১৮ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া ও জারমেনীর সম্রাটকেও কাইসার বলিত। প্রুশিয়ার রাজা জারমানদের সম্রাট হইয়া ১৮৭১এ 'কাইসার' উপাধি গ্রহণ করেন। শব্দটি caeser হইতে আসিয়াছে; কিন্তু আসলে পারসিকদের কাইসর বা সংস্কৃত কেশরীন্ শব্দ হইতে উদ্ভূত। জার (Tsar) শব্দ ইহার রূপান্তর। বাংলায় 'কাইসার' বলিতে ভূতপূর্ব জারমেন সম্রাট ২য় উইলিয়মকে বুঝাইত।

কাইসার-ই-হিন্দ (Kaiser-i-Hind)

১৯০০ অব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়া বিশেষ সনন্দ দ্বারা ভারতে জনহিতকর বিশিষ্ট কর্ম করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই মেডেল বা পদক দান করেন; উহাতে Kaiser-i-Hind Medal for Public Service in India লেখা থাকে। তিনশ্রেণীর পদক আছে।

কাইসারলিঙ্ (Kyserling, Count)

জারমেন লেখক ও দার্শনিক; জন্ম ১৮৮০। ১৯০৮এ পিতার রুশীয় সম্পত্তি ও 'কাউণ্ট' উপাধি লাভ করেন। রুশ বিপ্লবের সময় ১৯১৭এ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২০ হইতে ডার্মস্টাট নগরীতে বাস করেন ও সেখানে 'জ্ঞান মন্দির' স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে একবার ভারতে আসিয়াছিলেন ও Travel Diary নামক গ্রন্থে নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। ইনি বহু গ্রন্থের লেখক। Das Ehe Buch (The Book of Marriage) নামক গ্রন্থে নানাদেশের বিবাহের আদর্শ বিশিষ্ট লোকদ্বারা লিখাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন।

কাউন, কাঙনি দানা, কঙ্গুনী (Panicum Italicum)

কুধান্য বর্গের এক প্রকার ধান্য। কোচবিহারে প্রচুর আবাদ হয়, পৌষে বপন ও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ছেদন করা হয়। ধান্যের নাল অপেক্ষা কঙ্গুর নাল স্থূল ও দৃঢ়তর। তণ্ডুল ঈষৎ পীত; স্বাদ মধুর রুচিকারি। বিঘায় আন্দাজ ৮/ হয়। আয়ুর্বেদে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত কঙ্গুনী, প্রিয়ঙ্গু, কঙ্গু, চীনক, পীত তণ্ডুল। ভগ্ন অস্থি জোড়া দিতে পারে বলিয়া লোক বিশ্বাস। (দ্রঃ যোগেশ; শব্দকল্পদ্রুম)।

কাউণ্ট (Count)

(১) সুতা কত কাউণ্টের বা নম্বরের? এক পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) ওজনের ৮৪০ গজ সুতাকে ১ কাউণ্ট বা এক নম্বরের সুতা বলে। ৪০ কাউণ্টে ৪০টি তাড়ার প্রত্যেকটিতে ৮৪০ গজ করিয়া সুতা থাকিবে, ওজন ১ পাউণ্ড। ১০০ কাউণ্টে ৮৪০ গজ করিয়া ১০০টি তাড়া থাকে, ওজন ১ পাউণ্ড। ৩৫০ পর্যন্ত কাউণ্ট কলে হয়; অর্থাৎ আধ সের তুলা হইতে ২,৯৪,০০০ গজ সুতা হয়।
(২) ইউরোপে একশ্রেণীর সম্ভ্রান্তদের উপাধি; ইংল্যান্ডের আর্ল (Earl)এর তুল্য। ফরাসী ও ইতালিতে Comte, জারমেনীতে Graf বলে।...রোমান্ যুগে comes (Count)এর অর্থ ছিল সহচর; রোমান্ সম্রাটদের comes ক্রমে শক্তিমান্ হইয়া উঠেন এবং কালে ইহারা প্রদেশের অংশ বিশেষের শাসক হইয়া উঠিলেন এবং উপাধিও বংশপরম্পরায় চলিতে থাকিল।

কাউন্সিলর, (Councillor)

কাউন্সিলর শব্দের অর্থ কোন পরিষদের পরামর্শদাতা। (১) আইন বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যকে কাঃ বলে; তাঁহারা যে গৃহে সভা করেন তাহাকে 'কাউন্সিল হাউস' বলে। ইহারা সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ফী বা দক্ষিণা পান। বঙ্গীয় বাঃ সভার মেম্বার বা কাউন্সিলরগণ মাসিক ১৫০৲ টাকা ও সভা যে কয়দিন বসে—প্রত্যেক দিনে ২৷৷০ হারে ভাতা পাইয়া থাকেন; এ ছাড়া নিজ গ্রাম হইতে কলিকাতা পযন্ত আসিবার প্রথম শ্রেণীর ভাড়া পান। ব্যবস্থা পরিষদের (উচ্চতর) সদস্যগণ মাসিক ২০০৲ টাকা পান। (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল Council Legislative দ্রঃ ব্যবস্থাপক সভা) (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড্ বা পল্লী হইতে নির্বাচিত সদস্যকে কাউন্সিলর বলে। ইহারা কোন বেতন পান না। সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের বলে 'কমিশনর'।

কাউন্সেল (Counsel) কৌনসেল।

বাংলায় 'কৌনসিলি' বলে। ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেটকে কাউন্সেল বলা হয়।

কাউপার (Cowper, William ১৭৩১—১৮০০)

ইংরেজ কবি ও লেখক। ব্যারিস্টারী পাশ করেন; কিন্তু ১৭৬৩—৬৫ মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ আশ্রমে বাস করেন। পাগলামির ছিট হইতে কখনই মুক্তি পান নাই। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে তাঁহাকে পেনশন্ দেওয়া হয়। তাঁহার কবিতা, পত্রাবলী (Letters) ইংরেজি সাহিত্যে সুপরিচিত।

কাউয়েল (Cowell, Edward Byles

১৮২৬—১৯০৬)। ইংরেজ সংস্কৃত পণ্ডিত। ১৮৫৫এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন; ১৮৫৮এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ১৮৬৪ ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ও কেমব্রিজে (১৮৬৭) প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক হন।

ইনি বহু ভাষাজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমোবর্শী ১৮৫১, সর্বদর্শনসংগ্রহ ১৮৭৮, শাণ্ডিল্য সূত্র (The Aphorism of Sandilya) ১৮৭৮, কুসুমাঞ্জলি ১৮৬৪, বুদ্ধচরিত ১৮৯৩, বাণকৃত হর্ষচরিত ১৮৯৭, জাতক ১৮৯৫ প্রভৃতির অনুবাদক।

কাউর ঘা (Eczema)

আরবী 'করহ্' শব্দর অর্থ 'নালি ঘা' ulcer। কাউর ঘা একপ্রকার চর্মক্ষত; ইংরেজিতে একজিমা বলে; তবে বর্তমানে Eczema শব্দের বদলে বিজ্ঞানীরা Dermatitis ব্যবহার করিতেছেন। এই ক্ষত দুই প্রকারে দেখা যায়—সাধারণ ও স্থায়ী; উভয়ক্ষেত্রে বহুদিন স্থায়ী হয়; ঘা'র উপর সর্বদা 'রসা' থাকে, এবং মাছের আঁশের মতন ছাল-ওঠা দেখায়; সর্বদা চুলকানি হয়। এই ব্যাধি কেন হয় বলা যায় না; স্থায়ীজাতের কাউর ঘা বাড়ীর একজনের আছে এবং আর কাহারও নাই এরূপ দেখা যায়। সাবান দিয়া ধোয়া একেবারে নিষেধ; তবে অল্প গরম জলে লবণ দিয়া ধুইলে উপকার হয়। কাউর ঘা সাধারণত পায়েই হয়, একজিমা সর্বস্থানে হইতে পারে।

কাওড়ার জল, কারোয়া, (Carum bulbocastanumi; Caraway)

কাওড়ার জল carum carui নামে বিদেশী শাকের ফল-যোগে প্রস্তুত; ইহা বাজারে মিঠা সফেদ জিরা নামে বিক্রয় হয়। ইহার দ্বারা পানীয় সুবাসিত হয়। (Watt 284; যোগেশ ১৪০)।

কাওয়া গাছ (Garcinia cowa)

পুন্নাগ সদৃশ শ্যামল-পত্র দীর্ঘ তরু বিশেষ; ক্ষীর পীতবর্ণ; ফল ৪-৮ ধারা; বিহার ও চট্টগ্রামে জন্মে। (যোগেশ)

কাংস্যমণ্ডল (Crater)

নক্ষত্রপুঞ্জের নাম (দ্রঃ ক্রেটার)।

কাক (Crow; Corvus)

সুপরিচিত পাখী; পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, যেমন, দাঁড়কাক, গ্রামের কাক। বুনো কাক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের কাক আছে। সাধারণ কাকের ঘাড়ের কাছটা ধূসর বর্ণ; দাঁড়কাক আকারে দীর্ঘ, সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠস্বর তীব্র গম্ভীর। ইহারা পক্ষীদের মধ্যে ধূর্তশ্রেষ্ঠ। সকল প্রকার বস্তু ইহাদের আহার্য। অতি ভোরে উঠিয়া গৃহস্থের বাড়ী আসে। কোকিলেরা নিজ ডিম কাকের বাসায় রাখিয়া যায়; সেখানেই উহা ফোটে।

কাক গাছ (Cork tree, Millingtonia hortensis)

পাটলাদি বর্গের আরণ্য তরু। দেখিতে সুন্দর বলিয়া পথপার্শ্বে রোপিত হয়। ফুল বড় বড় শাদা সুগন্ধ। শুঁটি লম্বা, বীজে পাখা আছে; যথার্থ কর্ক গাছ হইতে পৃথক। (কর্ক দ্রঃ)।

কাঁক (সংস্কৃত কঙ্ক)

বকতুল্য পক্ষী। (১) শাদা কাঁক (Ardea cinerea) প্রায় দুই হাত লম্বা। রঙ শাদাতে কালো; চঞ্চু দীর্ঘ, চাপা, সুচলা, হলুদা। পদ দীর্ঘ সবুজ থয়রা। মাথায় চূড়া থাকে। গলা নীচে ও মাথা ভিতর দিকে রাখিয়া কাঁক কাঁক শব্দ করিয়া উড়ে। জলের ধারে মাছ, [illegible] খায়। (২) লাল কাঁক (Ardea manillensis) প্রায় ২ [illegible] দীর্ঘ; মেটেলাল রঙ; চঞ্চু সরু হলদে; পদ দীর্ঘ, জালপাদ পক্ষ বিস্তীর্ণ, পুচ্ছ হ্রস্ব। গলা বাঁকাইয়া বসিয়া থাকে (যোগেশ) ইহার নাম কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠ, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর আমিষপ্রিয়। (শব্দকল্প দ্রুম)।

কাকজঙ্ঘা (Leea acquata)

বন্য ক্ষুপ; পাতা পক্ষাকার, পর্ণ লোমশ দন্তর; ফুল ছোট আপীত, বর্ষাকালে ফোটে। সচরাচর দৃষ্ট হইলেও জলাভূমিতে জন্মিতে ভালবাসে। শাখা গ্রন্থিযুক্ত পাকান ও কর্কশ। পক্বফল কৃষ্ণবর্ণ, চেপটা, ছয়কোণা। আয়ুর্বেদে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; জ্বারার ঔষধ। তবে প্রাচীনতম গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। (বনৌষধি; Chopra 502; যোগেশ)

কাঁকড়া (Crab)

Crustacean বা খোলকী প্রাণীর অন্তর্গত জীব, গলদা-চিংড়ি ও তেলাপোকার জাত-ভাই। এদেশে ও বিদেশে বহু জাতীয় কাঁকড়া আছে; ইহাদের দেহ শক্ত খোলায় নির্মিত। মুখে লম্বা ২টি দাড়া; দেহ গাঁটযুক্ত; চিংড়ির মত ইহাদের শরীরের গাঁটে গাঁটে পা; দশখানি পা আছে, কিন্তু সম্মুখের পা দুইখানি মোটা ও তাহার আগায় সাঁড়াশির মত ধারালো ও শক্ত আঙুলের মত অংশ থাকে; ইহাদের দ্বারা শিকারকে ধরে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ায় পা ভাঙিলে উহা পুনরায় গজায়। ইহারা প্রায় সর্বভুক। মাছ, শামুক, গুগলি, পোকা মাকড় ইহাদের প্রধান খাদ্য। জলপ্রাণী হইলেও মাটিতে বাস করে এমন জাত আছে। সর্বদেশেই কাঁকড়া মানুষের খাদ্য। এদেশে মাঠে বৃষ্টির পর এক জাতীয় ছোট কাঁকড়া দেখা যায়।

কাঁকড়া বিছা (Scorpion)

সংস্কৃত বৃশ্চিক। অষ্টপদী, লেজবিশিষ্ট প্রাণী; দেহ কাঁকড়ার মত, লেজসুদ্ধ ১ হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা। বড় কাঁকড়াবিছা ৮—১০ ইঞ্চিও হয়। লেজ পিঠের উপর তুলিয়া জোরে আঘাত করে; শোনা যায় আঘাতে পিতলের ঘটি পর্যন্ত ফুটা হয়। ছোট ছেলে, বাছুর প্রভৃতির পক্ষে বিছার বিষ মারাত্মক। ছোট বিছার বিষ বেশি। দংশন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। লেজের ডগায় হুল

দিয়া দেহ ফুটা করিয়া বিশ ঢালিয়া দেয়, ইহারা 'কামড়ায়' না।...ইহাদের মাথা ও বুক পরস্পর সংযুক্ত হইলেও দেহ স্পষ্ট তিন ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মাথা ও বুক প্রথম-ভাগে, দেহ ও লেজ দ্বিতীয়ভাগে পড়ে। লেজে ছয়টি খণ্ড; শেষ খণ্ডে হুল।.. ইহাদের মুখের সম্মুখে দাড়া আছে; পেটের নীচে সাতগাঁটযুক্ত ৮টি পা থাকে। লেজ পিঠের উপর তুলিয়া হাঁটে। ইহারা খোলস ছাড়ে। পুরাতন আবর্জনা, কাঠের গুঁড়ির নীচে বাসা করে। মাদী বিচ্ছু বাচ্চাগুলিকে পিঠের উপর করিয়া বহন করে ইহাদের ডিম হয় না, ছোট ছোট বাচ্চা জন্মায়।

কাঁকড়া শৃঙ্গী (কর্কটশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী Pistacia integ. rimma)
বড় গাছ; ২৬।২৭ হাত উঁচু হয়। ভারতের উঃ পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। ইহার ফল বলকারক, কফ-নিঃসারক, জ্বরঘ্ন, অগ্নি-উদ্দীপক, শ্বাস-কাস-নিবারক। এই বৃক্ষের শাখাগ্রে কীটদ্বারা একপ্রকার শৃঙ্গাকৃতি পদার্থ (gall) উৎপন্ন হয়, মধ্যে ফাঁপা; ইহার চূর্ণ সুগন্ধি। এই ধূলিবৎ পদার্থ কাঁকড়া শৃঙ্গীর কারণভূত কীটের মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছু নহে। কবিরাজী ও হেকিমি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ Chopra 352-4)

কাকডুমুর (Ficus Hispidia)
সংস্কৃত কাকোদুম্বরিকা। গাছ নিঃসার, খরপত্র, পুষ্পশূন্য, গুল্ম, বহুবীজ ও গোল ফলযুক্ত। ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে মধ্যভারত, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; বমনকারী (Chopra 490)।

কাকতীয় বংশ
১৪ শতকের প্রারম্ভে মুসলীম বিজয়ের পূর্বে দঃ ভারতে চারিটি রাজ্য ছিল; পশ্চিমে—দেবগিরির যাদব বংশ, দঃ ও পূর্বে—হোয়-শল; উত্তরে—তেলেগুভাষী কাকতীয়; দক্ষিণে—পাণ্ড্য। অনুমকোণ্ড ও বরঙ্গল যথাক্রমে কাকতীয়দের রাজধানী ছিল। প্রোল এই বংশের প্রধান (১২ শতকে); তৎপুত্র রুদ্র ১১৬৩এ রাজত্ব করেন। রানী রুদ্রাম্বার (১২৬০—৯১) সময়ে মার্কো-পোলো এই দেশ দিয়া যান। ইহার দৌহিত্র প্রতাপরুদ্র আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক পরাজিত হন (১৩০৮)।

কাকতোদালী (সংস্কৃত কাঞ্চনক Toddalia Aculeata) হিমালয়ের পাদদেশে, ভুটানে, দঃ ও পঃ ভারতে এই উদ্ভিদ জন্মে। দঃ ভারতের লোক আচার করে। (যোগেশ)

কাকবন্ধ্যা (দ্রঃ তালী গাছ)

কাক-মাচী (Solanum nigrum) কেউয়াঠোঁটী কাইস্তাশাক, গুড় কামাই।
রঞ্জনাদি বর্গের বর্ষায়ু বন্য শাক। ক্ষুপ ১½-২ হাত উচ্চ; পাতা ডিম্বাকার, অগ্রভাগ সরু, মসৃণ, গাঢ় হরিদ্বর্ণ। পত্রপৃষ্ঠের শিরা বন্ধুর। পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছাকারে ফুল হয়; প্রতি পুষ্পদণ্ডে ২—৮ ফুল ধরে; দেখিতে লঙ্কার ফুলের মত। ফল বৃহতীর তুল্য; পক্কফল বেগুণেরঙের, স্বাদ মধুর। বীজ বেগুণের বীজের মত, তবে ক্ষুদ্রতর। কোচবিহারে প্রচুর জন্মে। চরকাদি চিকিৎসার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য মতেও ইহা নানা রোগে ব্যবহৃত হয় (বনৌষধি ১৬২-৪)। ইহা ঘর্ম ও মূত্রপ্রদ, শোথঘ্ন ও কফ-নিঃসরক (Chopra 595)

কাকমারি (Anamirta cocculus)
সংস্কৃত কাকফলম্। গুড়্চী আদি বর্গের লতা, পানের মতন। ফুলে দল নাই; ফল বাঁকা অণ্ডাকার; ফল বিষাক্ত বলিয়া কাকমারি নাম হইয়াছে। Cocculus বিষ হইতে হোমিও-প্যাথি মতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ক্ষয়রোগে রাত্রির ঘামে ইহার বীজ হইতে প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

কাঁকরোল (Momondica cochin-chinesis)
কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের প্রতানী। গাছ লম্বা, ফুল শাদা। পুং স্ত্রী পুষ্প পৃথক গাছে হয়। ফলের গায়ে উচ্ছের মতন কাঁটা হয়। উঃ বঙ্গ, কোচবিহার, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হয়। গ্রীষ্মকালে লতা বড় হয়, বর্ষাকালে ফল হয় (যোগেশ)।

কাকলাস (Chameleon), গিরগিটি
দেহ হইতে পুচ্ছ দীর্ঘ, সরীসৃপ জাতীয় বৃক্ষবাসী প্রাণী। দেহ পাশে চেপ্টা; জিহ্বা চেপ্টা; পিঠে ঘাড়ে চূড়া থাকে; ঘাড় কাঁপায় বলিয়া সংস্কৃতে কৃকলাস বলে। পুং জাতির দেহের বর্ণ লাল; তবে ইচ্ছামত হলুদে ও মেটে করিতে পারে বলিয়া লোকে ইহাকে বহুরূপীও বলে। এই জাতির নানা উপজাতি ও শাখা আছে; আফ্রিকা ও তুর্কীদেশের জাত প্রায় এক ফুট লম্বা হয়। মাদাগাস্কারের কাকলাস বিখ্যাত।

কাঁকলা
সংস্কৃত কোলকম্, কোষফলম্, কৃতফল, কটুফল, দ্বেষ্য, স্থূলমরিচ, কক্কোল ইত্যাদি। কন্দ শতমূলীর ন্যায়, কাটিলে সুগন্ধযুক্ত ক্ষীরবৎ নির্যাস বাহির হয়। ইহাকে ক্ষীর কাঁকলা বলে। সাধারণ কাঁকলা কিছু কৃষ্ণবর্ণ। আয়ুর্বেদ মতে ইহার অনেক গুণ। কটু তিক্ত, উষ্ণ, মুখের জড়তা নাশক; পাচক, দীপনত্ব, রুচিকারি কফ, বাতনাশক (শব্দকল্পদ্রুম্)

কাঁকলে, কাখ্যা (Xenetodon Cancila)
মাছ; ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিষ্কার জলে বাস করে। দেহ

লম্বাটে ; চোয়াল প্রায় ঠোঁটের মত লম্বা। সবুজ-ধূসর রঙ, পেটের দিক শাদাটে। দেহের উপর দিকটা কালো, সূক্ষ্ম ছিটা-ফোঁটা আছে। চোখ সোনালি। প্রায় ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়।

কাকাতুয়া (Cockatoo)

পাখী। মলয় উপদ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া দ্বীপের আদিম পাখী। শাদা রঙ, মাথায় গোলাপী, হলদে, বা শাদা চূড়া থাকে, ইচ্ছামত নত বা উঁচু করিতে পারে ; চঞ্চু বাঁকা। অস্ট্রেলিয়ান কাঃর বংশ এদেশে লোকে বাড়ীতে পোষে। কবি ভারতচন্দ্র কাঃর উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বোধ হয় মলয় হইতে আনীত। ইহারা মানুষের কথা, শব্দ অবিকল অনুকরণ করিতে পারে।

কাঁকুড় (Cucumis utilissimus)

কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের শসা সদৃশ প্রতানী ; পাতা খরস্পর্শ ; ফল লম্বা, গোল, ডোরাকাটা ; পাকিলে লাল হয়, এবং একজাত ফাটিয়া ফুটি হয়। ইংল্যান্ডে এই গাছ ১৫৩৮এ হল্যান্ড হইতে নীত হয় ; সেখানে কাঁচের ঘরে চাষ হয় ; লোকে কাঁচা খায়। সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে এই জাতীয় ১৫টি লতার নাম আছে। কাঁকুড় স্থূল ও খর্বাকৃতি ; কাঁকড়ী দীর্ঘ, ক্ষীণ ও রেখা-বন্ধুর। তিৎ-কাঁকড়ীও আছে। (দ্রঃ যোগেশ)

কাকোরী ষড়যন্ত্র

ককোরী যুক্ত প্রদেশ লখনৌ জিলার শহর। ১৯২৫ সালে ৯ই অগস্ট অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের কাকোরী নামক স্টেশনে (৬২৫ মা) ৮নং ডাউন প্যাসেন্‌জার ট্রেনখানি আটক করিয়া এক দল যুবক ৫২ টাকা লুঠ করে ; ঐ সম্পর্কে কতিপয় যাত্রীও নিহত হয়। ঐ ঘটনা অবলম্বন করিয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। মামলায় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমুখ বহু লোকের কঠোর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন লাহিড়ীর এবং ১৯শে বিভিন্ন জেলে আসফাক উল্লা, রামপ্রসাদ এবং রোশন সিংহের ফাঁসি হয়। ১৯৩৭ অগস্ট মাসে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা অবশিষ্ট কারারুদ্ধদের মুক্তি দেন।

কাগজ (Paper)

আরবীশব্দ কেরতাস হইতে পারসি কাগজ ; প্রাচীন চীনা 'কক্‌ৎস্' হইতে আরবী কাগজ শব্দর উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়। চীনারা সর্ব প্রথমে কাগজ আবিষ্কার করে। মধ্য এশিয়ার পথ দিয়া চীনাদের সংস্পর্শে আসায় ৮ম শতকে আরবরা এই বিদ্যা আয়ত্ত করে ও ৭৯৫এ বোগদাদে প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমে স্পেনের মুরদের দ্বারা ইউরোপে কাগজ (১২ শতক) প্রচারিত হয়। ছেঁড়া কাপড় চোপড় পচাইয়া এইসব কাগজ তৈয়ারী হইত ; চীনে রেশম পচাইয়াও কাগজ করিতে দেখা যায়। ১২৯০এ জারমেনীর Ravensberg শহরে প্রথম কারখানা হয়। ১৭৯৮এ প্রথম কলকব্জা করিয়া ফ্রান্সে লুই রবার্ট কাঃ কারখানা স্থাপন করে। বর্তমানে ঘাস, খড়, কাঠ কাগজের প্রধানতম উপাদান। ১৮৬০এ ঘাস প্রথম কাগজের জন্য ব্যবহার হয়। নরওয়ে, কানাডা, বাল্টিকতীরস্থিত দেশসমূহে কাঠের টুকরা সিদ্ধ ও গুঁড়া করিয়া মণ্ড (Pulp) বানানো হয়। এই পাল্‌প ও নানাবিধ রাসায়নিকের সাহায্যে কাগজ হয়। আজকাল এদেশের কারখানায় বাঁশের মণ্ড প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। ১৭৬০এ রেগেনস্‌বুর্গ নামে এক জারমেন করাতের গুঁড়া লইয়া ইহার পরীক্ষা করেন। তারপর ১৮০৬এ পুনরায় আর একজন জারমেন তন্তুবায় স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করিয়া কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করেন ; কিন্তু ১৮৮০ সালের পূর্বে কারবারী আকারে ইহার চলন হয় নাই। ১৯২৮ হইতে আমেরিকায় ভুট্টার খড় হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে ; বর্তমানে সেখানে শতকরা ৭৫% কাগজ এই ভুট্টার খড় হইতে ও ২৫% মাত্র কাষ্ঠমণ্ড হইতে হইতেছে। এই পরীক্ষা কৃতকার্য হওয়ায় আফ্রিকার উত্তরে অলজিরিয়া, টিউনিসে ব্যাপকভাবে ভুট্টার চাষ হইতেছে।···আমাদের দেশে মুসলমানরা সর্ব প্রথম কাগজ আনে। তৎপূর্বে 'পত্র' ব্যবহার হইত। মুসলীম যুগে প্রায় প্রত্যেক শহরে কাগজ মণ্ডী বা পল্লী ছিল। এখনো হাতে তৈরী কাগজ পাওয়া যায়। বিক্রমপুর, মুর্সিদাবাদ, মথুরা, জয়পুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দেশী কাঃ এখনো তৈয়ারী হইতেছে। এই কাগজ তাম্রশাসন ও প্রাচীন লেখের ছাপ (rubbing) লইবার জন্য প্রচুর ব্যবহৃত হয়। নেপালের সরকার তথাকার কাগজ ব্যবহার করেন। ব্যাঙ্ক নোট পেপার, ড্রয়িং পেপার প্রভৃতি এখানে অনেকখানি হাতে হয়। যুক্ত প্রদেশ এই শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ গ্রামে এই শিল্প শিক্ষা দিতেছেন।··· ১৮ শতকে দঃ ভারতে প্রথমে কাগজের কারখানা খোলা হয়। ১৯ শতকের মধ্যভাগে বালিতে কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে টিটাগড়ের কল বিখ্যাত। রানীগঞ্জ, নৈহাটি, লখ্‌নৌ, বোম্বাই (৩টি), মান্দ্রাজ, ত্রিবঙ্কুড় ও যুক্তপ্রদেশে (১টি করিয়া) কল আছে। গড়ে বৎসরে ১,০১,০০০ টন্ কাগজ ভারতে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে ভারতীয় কলে ৫১,০০০ টন্ প্রস্তুত হয়। এদেশে লেখার ও সাধারণ ছাপার কাগজ যথেষ্ট প্রস্তুত হইতেছে ; কিন্তু প্যাকিং কাগজ, সংবাদপত্রের কাগজ বিদেশ হইতে আসে। এই কাগজ কাঠের মণ্ড হইতে প্রস্তুত হয় এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রোলে বা ফিতার মতন জড়ানো অবস্থায় আমদানী হয়। রোটারি (Rotary) মুদ্রন যন্ত্রে এই রোল হইতে কাগজ সরবরাহ হইয়া সংবাদপত্রাদি ছাপা হয়।

সাধারণ কাগজ রীমে (Ream—২৪ দিস্তা) বস্তাবন্দি অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়।

পৃথিবীতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ

১৯১৩—১১,৪২০,০০০ মেট্রিক টন্
১৯৩৩—২০,৩১০,০০০ „
১৯৩৬—২৬,৮৫৪,০০০ „
১৯৩৭—২৯,৭৫০,০০০ „
১৯৩৮—২৭,৭৬০,০০০ „

কাগজের মাপ ও নাম

ফুলস্ক্যাপ ১৬½"×১৩½" ইঞ্চি; কাউন ২০"×১৫"; ডিমাই ২২"×১৮"; মিডিয়ম ২৩"×১৮"; রয়েল ৩০"×২৬"। সুপার রয়েল ২২"×২৯"; কাগজের গুণানুসারে বহু প্রকার নাম আছে।

কাগজের হিসাব

লোকে শুধায় 'কয় পোনের কাগজ।' পাউণ্ড শব্দ 'পোন হইয়াছে (দ্রঃ পোন) ২৪তা=(Sheets)=১ দিস্তা (Quire) ২০ দিস্তা=১ রীম (Ream) ১৯ রীম=১ বেল (Bale) (দ্রষ্টব্য E. A. Dawe, Paper and its uses, Lockwood's Manuals.)

কাগজী লেবু (Lime Citrus medica; Variety acida)

অম্লরসপূর্ণ ক্ষুদ্র লেবু। ছাল খুব পাতলা। এই গাছ ভারতের আদিম; হিমালয়ের উপত্যকায় বন্যভাবে জন্মে; যুক্ত প্রদেশের জৌনপুর ও আজমগড়ের কাগজী বিখ্যাত। (Watt 825-6) আয়ুর্বেদে এই লেবু ব্যবহারের কথা আছে।

কাঙারু, কাঙ্গারু (Kangaroo)

থলিযুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ প্রাণী (marsupial); অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনীর আদিম জন্তু। ইহারা শাকভোজী। বহুজাতের কাঙারু আছে। সাধারণত ধূসর বর্ণের কাঙারুগুলি ৫ ফুট খাড়াই হয়। ইহাদের মাথা ছোট, কান বড়; দুই পায়ে ভর দিয়া চলে ও লাফায়; পিছনে পা দিয়া লাথি মারিয়া আক্রমণ করে। লেজ মোটা ও মারণ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা ৩০ ফুট পর্যন্ত লাফাইতে পারে। শাবক জন্মাইবার পর হইতে বড় হওয়া পর্যন্ত মায়ের উদরের বহির্ভাগে পকেটের ন্যায় থলির মধ্যে বাস করে। ইহাদের চামড়া খুব নরম ও মূল্যবান। মাংস বন্য লোকে খায়।

কাচ (Glass)

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে একদা কোনও ফিনিশীয় বণিকের নৌচালক সমুদ্রের বালুকাময় তটে পণ্য তরী নোঙ্গর করিয়া রন্ধনের নিমিত্ত কয়েকখণ্ড সর্জক্ষারের (Natron) টুকরা দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করে। তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে উত্তাপবশত সর্জক্ষারের প্রধান উপাদান কার্বনেট্-অব্-সোডা বালুকার সহিত রাসায়নিক সম্মেলনে মিলিত হওয়ায় কাচময় বস্তু প্রস্তুত হইয়া যায়। কাচ আবিষ্কারের এই কাহিনীকে অনেকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুমান খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতকে মিশরদেশে সর্বপ্রথম কাচ প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে গ্রীস রোম ও সীরিয়াতে কাচ প্রস্তুত শিল্প বিস্তার লাভ করে। অন্তত্তপক্ষে খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চীনদেশে কাচ ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্য, ইরাক, মেসোপটেমিয়া এবং চীনদেশে নানাবিধ কারুকার্যময় রঙীন কাচ পাত্রাদি বহুলপরিমাণে প্রস্তুত হয়। ত্রয়োদশ এবং ষোড়শ শতকের মধ্যে ভেনিসের কারিগরগণ কাচশিল্পে অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করে এবং সেখানকার কাচের সুখ্যাতি সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ভেনিসের উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুতের গুপ্ত কৌশল বিদেশীদের নিকট প্রকাশিত হওয়ার পথে বহু বাধা থাকা সত্ত্বেও ভেনিশীয় কাচশিল্পীগণ প্রচুর পুরস্কারের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ফ্রান্স্, জার্মানী ও ইংল্যান্ডে উত্তম কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর P. L. Guinaud নামে জনৈক সুইস্ উন্নত ধরনের বীক্ষণিক কাচ (optical glass) প্রস্তুতের প্রথম সূত্রপাত করেন। অতঃপর ১৮১৪-৩০ অব্দ অবধি মাইকেল ফ্যারাডে বীক্ষণিক কাচের উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হন। তাঁর পরে Rev. V. Harcourt ১৮৩৫-৬৫ অব্দে G. G. Stokes-এর সহযোগিতায় পরীক্ষা কার্যদ্বারা কাচনির্মাণের উপাদান সমূহের সহিত তার বীক্ষণিক ধর্মের (optical properties) সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। জার্মানীর O. Schott এবং R. Abbe এই সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা করিয়া ১৮৮৪ অব্দে জেনা সহরে বিখ্যাত কাচের কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে থার্মোমিটার প্রস্তুতের কাচ, তাপ ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রক্রিয়া সহনক্ষম কাচ এবং ফটোগ্রাফিক্ ক্যামেরা ও বীক্ষণযন্ত্রসমূহের পরকলা (Lense) প্রস্তুতের কাচ তৈরী হতে থাকে। আমেরিকার প্রথম বৃহৎ কারখানা ১৭৯০ অব্দে স্থাপিত হয়। কাচশিল্পে আমেরিকার প্রধান দান সুদক্ষকারিগণের সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রিয়াক্ষম কাচ সামগ্রী প্রস্তুত যন্ত্রের উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ। এই সকল যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য Libby Owens এবং Fordএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোতল, জার, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব, কাচনল, কাচদণ্ড, জানালার কাচ ও কাচের পাত তৈয়ারীর বহুবিধ যন্ত্র আমেরিকায় আবিষ্কৃত ও নির্মিত হওয়ার ফলে, এক্ষণে দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে কাচশিল্পে পারদর্শী শিল্পী ব্যতিরেকেও যন্ত্র-সাহায্যে কাচপ্রস্তুত ব্যবসায় সম্ভবপর হইতেছে। মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড, জার্মানী এবং

আমেরিকার কাচশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য কয়েকটি গবেষণাগার ও সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়ম্, ফ্রান্স্, ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব্ আমেরিকা এবং গ্রেট্‌বৃটেন কাচশিল্পে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

কাচ নানাপ্রকার রাসায়নিক বস্তুর সমবায়ে গঠিত, উহার গুণাগুণও বহুবিধ। সাধারণ ভাষায় কাচকে স্বচ্ছ, কঠিন ও ভঙ্গুর বলা হয়; কিন্তু কাচমাত্রই স্বচ্ছ নয়। সিলিকন্, বোরন্ ও ফস্‌ফরাস ঘটিত অক্সাইড্ সমূহের সহিত সোডিয়ম্, পটাশিয়ম্, ম্যাগ্‌নেশিয়ম্, ক্যাল্‌সিয়ম্, আয়রন্, কোবাল্ট প্রভৃতির অক্সাইডের মিশ্রণ তাপ প্রভাবে গলাইয়া কাচ তৈয়ারী করা হয়। কাচ নির্মাণের উপাদানগুলি একত্র গলাইবার পর খুব দ্রুত শীতল না করিলে দানা বাঁধিয়া যাওয়াতে প্রকৃত কাচের রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রকারভেদে কাচ স্বচ্ছ, ঈষদচ্ছ, অনচ্ছ, বর্ণহীন এবং রঙীন হইয়া থাকে। কাচ গলাইবার নির্দিষ্ট তাপ মাত্রা নাই। মূল উপাদান সমূহ ও তাদের অনুপাত ভেদে কাচ, ৮০০ হতে ৯৫০ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রীর মধ্যে এরূপ নমনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে উহাকে বায়ুফুৎকার দ্বারা নানা প্রকার আকার দেওয়া যাইতে পারে। কাচ তাপ এবং বিদ্যুতের কুপরিবাহী (bad conductor)। উৎকৃষ্ট কাচ জল, ক্ষার, অম্ল এবং লবণ সংস্পর্শে ক্ষয় পায় না এবং তাপমাত্রার দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধিতে ভাঙিয়া যায় না।

কাচ প্রস্তুতের মূল উপাদানগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

প্রথম—মুখ্য উপাদান (Fundamental raw materials); যথা—সিলিকন্ ডায়ক্সাইড্ বা শোধিত বালি, বোরন্-অক্সাইড্ অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড্, ফস্‌ফরাস্ পেণ্টক্সাইড্, লেড্-অক্সাইড্, বেরিয়ম্ অক্সাইড্, জিঙ্ক্ অক্সাইড্, ক্যালসিয়ম্ অক্সাইড্, সোডিয়ম অক্সাইড্, পটাশিয়ম্ অক্সাইড্।

দ্বিতীয়—বিদ্রাবক উপাদান (Fluxes) যথা—ক্যাল্‌সিয়ম্ নাইট্রেট্, সোডিয়ম নাইট্রেট্, পটাশিয়ম্ নাইট্রেট্, অ্যামোনিয়ম্ নাইট্রেট্, ম্যাগ্‌নেশিয়ম্ সালফেট্ প্রভৃতি।

তৃতীয়—(ক) রঞ্জক উপাদান (Colouring Agents) যথা—গোল্ড্ ক্লোরাইড্, কপার অক্সাইড্, কোবাল্ট্ অক্সাইড্ প্রভৃতি।

(খ) বর্ণ অপহারক উপাদান (Decolourizers) যথা—ম্যাঙ্গানিজ ডায়কসাইড্, আর্সেনিক্ অক্সাইড্ প্রভৃতি।

(গ) অনচ্ছকারক উপাদান (Opacifiers) যথা, ক্রায়োলাইট্, ক্যাল্‌সিয়ম্ ফস্‌ফেট্, ক্যাল্‌সিয়ম্ ফ্লোরাইড্, জার্‌কোনিয়ম্ অক্সাইড্ প্রভৃতি।

চতুর্থ—অক্সিজেন্ সরবরাহক উপাদান (Oxidizing Agent) যথা—পটাশিয়ম্ নাইট্রেট্, ম্যাঙ্গানিজ্ ডায়ক্সাইড্, বেরিয়ম্ অক্সাইড্।

পঞ্চম—অকসিজেন্ অপহারক উপাদান (Reducing Agent) যথা—অ্যাল্যুমিনিয়ম্, কার্বন, গন্ধক, টিন অক্সাইড্, দন্তাচূর্ণ প্রভৃতি।

ব্যবহারিক কার্যে যেখানে যেরূপ গুণবিশিষ্ট কাচের প্রয়োজন তদনুসারে কোন কাচে কি কি উপাদান কত পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে তা নির্ণিত হইয়া থাকে। কাচকে প্রধানত নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) চুন-সম্মিলিত কাচ—সাধারণ বোতল, জার ও অন্যান্য কাচ পাত্র, কাচের পাত প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এই কাচ আবশ্যক হয়। (২) সীসক-সম্মিলিত কাচ—উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ পানপাত্রাদি প্রস্তুতে এই কাচের ব্যবহার আছে। (৩) বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কাচ। (৪) বীক্ষণিক কাচ। (৫) বৈদ্যুতিক দীপের বাল্‌ব তৈয়ারীর কাচ। (৬) রঙীন কাচ।

(৭) বিশেষ আলোকরশ্মি শোষক ও প্রেরক কাচ:—

(ক) আলট্রাভায়লেট রশ্মি শোষক কাচ। (খ) আলট্রাভায়লেট্ রশ্মি প্রেরক কাচ। (গ) ইনফ্রারেড্ রশ্মি শোষক কাচ। (ঘ) ইনফ্রারেড্ রশ্মি প্রেরক কাচ। (ঙ) এক্‌স্ রশ্মি শোষক কাচ। (চ) এক্‌স্ রশ্মি প্রেরক কাচ।

কাচ ও কাচদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী—কাচের মূল উপাদান বালুকা ক্ষার ও অন্যান্য বস্তু প্রথমে নির্দিষ্ট অনুপাতে ওজন করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়; সেই মিশ্রণকে মুছি অথবা অপর কোনও উপযুক্ত আধারে গ্রহণ করিয়া উচ্চ তাপমাত্রায় চুল্লীতে গালাইলে কাচ তৈয়ারী হয়। গলন্ত কাচ হইতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য পাঁচটি উপায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(১) হস্তকৌশল (Freehand work) (২) ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া বায়ু ফুৎকার দেওয়া (Blowing in moulds) (৩) ছাঁচের মধ্যে চাপ দিয়া গড়া (Pressing in moulds) (৪) যন্ত্র সাহায্যে টানা (Drawing) (৫) রোলারের মধ্যে ফেলে বেলা (Rolling)

কাচ তাপের কুপরিবাহী হওয়াতে গলন্ত অবস্থায় প্রস্তুত কাচ্ সামগ্রী সাধারণভাবে শীতল হইতে দিলে প্রথমে উহার উপরিভাগ কঠিন হইয়া যায়, কিন্তু তখনও অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত থাকে। শীতল কাচ উত্তপ্ত কাচ অপেক্ষা সংকুচিত হওয়ার নিমিত্ত সাধারণ

উপায়ে শীতল কাচ-সামগ্রীর অভ্যন্তরে চাড় পড়ে ও ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে কাচ-সামগ্রী প্রস্তুতের পর উহাকে হঠাৎ শীতল হইতে না দিয়া উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে রাখিয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয়।

কাচের উপর অলঙ্করণ অথবা খোদাইকার্য করিতে হইলে প্রথমে খড়ি দিয়া তাহার উপর পরিকল্পিত নক্‌শাটি আঁকা হয়; তারপর বিভিন্ন পরিধি-বিশিষ্ট ঘূর্ণ্যমান লোহা ও তামার চাকার ঘর্ষণে উহাকে খোদাই করা হয়। কাচের সামগ্রীর গাত্র কর্কশ করিতে হইলে তদুপরি কৃত্রিম উপায়ে বেগবান বালুকণা বর্ষণ করা হয়। অমসৃন কাচকে পাথরের চাকায় ঘষিয়া পালিশ করা হইয়া থাকে। আজকাল এই সকল কাজে হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড্ ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রিত দ্রব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কাচের বড় কারখানা নাই বলিলেই চলে; বোম্বাইতে চুড়ি তৈয়ারী হয়, যুক্ত প্রদেশে হয়। কাচের চাদর সামান্য হয়। ভারতে গড়ে বৎসরে ১½ কোটি টাকার কাচের জিনিস আমদানী হয়। অধুনা ৭১৮টি ছোট কারখানায় কাচের সামগ্রী তৈয়ারী হইতেছে।

কাঁচকড়া (Vulcanite)

কচ্ছপের খোলা, তিমির অস্থি প্রভৃতিকে বুঝাইত। অগ্নির তাপে গন্ধক সংযোগে রবার হইতে যে কঠিন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ হয় তাহাকে কাঁচকড়া বলে। ইহা ইলেক্‌ট্রিকের অন্তরক (insulator); চিরুনী, পিয়ানোর রীড্, চশমার ফ্রেম প্রভৃতি অসংখ্য সামগ্রী ইহাতে প্রস্তুত হয়। ইহাকে ইবনাইট্‌ও বলে। (দ্রঃ ইবনাইট)

কাঁচড়া

বন্য লতানিয়া শাক; ছায়াবৃত স্থানে ঘাসের মধ্যে বর্ষাকালে জন্মে; গাঁঠে গাঁঠে শিকড় হয়। ইহাদের পাতা অণ্ডাকার, পাতার বোঁটায় নল থাকে। ফুল ছোট নীলবর্ণ, অল্পেই মুদিয়া যায়। রাঢ়ে ঢোল পাতা বলে। (যোগেশ)

কাঁচড়াদাম

সংস্কৃত জলতণ্ডুলীয়, জলভু, লাঙ্গলী, কঙ্কট, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী। জলাভূমি ও পুকুরে জন্ম; নোটে শাকের জাত। ইহার প্রতান খণ্ড স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ; পত্র কাঁঠালের পাতার মতো, স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ ও ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে ফুল হয়; ফুল শাদা, মুড়ির মতো ছোট; ঔষধে ব্যবহার হয়। শ্লেষ্মকারি, তিক্ত, বায়ুহর। (যোগেশ; শব্দকল্পদ্রুম)

কাঁচপোকা

উজ্জ্বল সবুজ রঙের পতঙ্গ। দেহ দৃঢ়। এই পতঙ্গ তেলাপোকা হইতে অনেক ছোট, কিন্তু উহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কাঁচপোকা মারিয়া মেয়েরা 'টিপ' বানায়। রাঢ় অঞ্চলেই এই পতঙ্গ দুর্লভ, তাই মেয়েরা কুমারো পোকা মারিয়া টিপ পরে।

কাঁচিন জাতি (Kachin)

বর্মার ইরাবতী নদীর উত্তরে ও শান স্টেটে এই তিব্বতী-বর্মন ভাষাভাষী জাতি বাস করে। দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম চিঙ্‌প (Chingpaw); ইহারা পূর্ব-হিমালয় হইতে য়ুনান (Yunnan) পর্যন্ত বাস করিত। ইহার মধ্যে দুই ধরণের লোক আছে; এক দলের মধ্যে ককেসীয় চেহারার ভাব দেখা যায়। লোকসংখ্যা প্রায় ১·৫০ লক্ষ।

কাঁচুলিয়া

স্ত্রীলোকের বক্ষাবরণ হ্রস্ব জামাকে কাঁচুলি বলে। শাক্তদের একটি তীব্র বামাচারী শাখাকে কাঃ বলে। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান থাকে। উৎসবের সময় স্ত্রীলোকেরা গায়ের কাঁচুলি খুলিয়া ঘটের উপর নিক্ষেপ করে। ইহার পর আহার ও মদ্যপান চলে; তৎপরে এক এক জন করিয়া কাঁচুলি তুলিয়া লয় ও মালিককে লইয়া ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

কাছাড়ী (Bodo Group)

নওগাঁ, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ও নিকটবর্তী স্থানে কোচরা এই তিব্বতী-বর্মন বর্গের ভাষা ব্যবহার করে; ইহা 'বাড়া' (ইং Bodo) ভাষা শ্রেণীর অন্তর্গত।···কাছাড়, দরঙ, নওগাঁ, প্রভৃতি জেলার কোচ অধিবাসীকে বলে।

কাছি জাতি

শাকসব্জীর চাষ ব্যবসায়ীদের শাখা। ইহারা অধিকাংশ যুক্ত প্রদেশেই বাস করে। লোক সংখ্যা ১৩।১৪ লক্ষ।

কাজলা পাখী (Slaty-headed paraquet, Palaeornis Schisticaps)

শুকাদি বর্গের পক্ষী; মাথা মেটে-কালো, পিঠ সবুজ, পুচ্ছ-প্রান্ত হলদে; দীর্ঘ ২০ আঙ্গুল হইয়া থাকে (যোগেশ)।

কাজি

মুসলমানদের বিচারক।·· প্রধান কাজিকে কাজি-উল-কুজৎ বলিত; তিনি প্রধান প্রধান শহরে কাজি নিযুক্ত করিতেন। ইহারা সপ্তাহে পাঁচদিন আদালত করিতেন; শুক্রবার ও বুধবার ছুটি ছিল; বুধবারদিন কাজিকে সুবাদারের দরবারে উপস্থিত হইতে হইত। ধর্ম, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার কাজি বিচারক ছিলেন। নূতন কাজিকে নিযুক্ত করিবার সময় কাজি-উল-কুজৎ এইরূপ উপদেশ দিতেন—"ন্যায়পরায়ণ হও, সাধু ও অপক্ষপাত হও; বাদী প্রতিবাদীর সম্মুখে বিচার করিবে; সরকারী মহকুমার আদালতে বিচার করিবে।

কোন উপঢৌকন লইবে না ; সকল দলিল পত্র সাবধানতার সহিত লিখিবে ; দেখিও পণ্ডিতে তোমার ত্রুটি দেখাইয়া যেন তোমাকে লজ্জিত না করে।"…"দারিদ্রই তোমার গৌরব বলিয়া জানিবে"। (Al-Haj Mahomed Ullah ibn S. Jung. The Administration of Justice of Muslim Law ; 70)

কাজুপতী (Cajeput)

সেলেবিস্ ও পূর্বদ্বীপালির আদিম দীর্ঘতরু। ফুল গন্ধহীন ; পাতা বর্শা ফলকাকৃতি ; ইহা হইতে তীব্র গন্ধযুক্ত (কর্পূর ন্যায়) উদ্বায়ী তৈল চোয়াই করা হয়। গাঁঠের বেদনায় মালিশ করিলে উপকার হয়। শূলের বেদনায় ইহার অরিষ্ট ব্যবহৃত হয়।

কাজু বাদাম (Anacardium Occidentala)

(দ্রঃ হিজলী বাদাম)

কাঁটা শাক (কাঁটা কন্‌কে, কাঁটা কোকিলা, কুলিয়া খাড়া)। (Hygrophila Spinosa)

বাসকাদি বর্গের সোজা কাঁটা শাক ; পাতা কর্কশ, ফুল স্তবকে ধরে, আনীল, ভিতরে ইট বর্ণ। প্রায়ই জলের ধারে জন্মে।

কাঞ্চন

এইনামে ৩।৪ প্রকার বৃক্ষ ও লতা আছে। (১) Bauhinia variegata ; রক্ত কাঞ্চন। ইহা নাতিদীর্ঘ তরু, ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মে। বসন্তকালে ফুল ফোটে, ফুল শ্বেত-রক্তাভ। এই গাছের অভ্যন্তর হইতে এক প্রকার নির্যাস বাহির হয়—উহাকে সেমলা গঁদ বলে। অজীর্ণ ও উদরাময়ে ইহার কাথ প্রয়োগ করা হয় ; ফুল চিনির সহিত খাইলে বিরেচকের কাজ করে ; ফুল, ছাল, মূল নানা ঔষধে কাজে লাগে।

(২) উদ্যান জাত পুষ্প তরু (Bauhinia acuminata)। দুটি পাতা একত্র জুড়িয়া থাকে, সেইজন্য সংস্কৃত নাম যুগপত্রক। শাদা বড় ফুল, বার মাস ফোটে।…পুষ্পের বর্ণভেদে কাঞ্চন তিন প্রকার ; শ্বেত, রক্ত ও পীত। সুগন্ধি পুষ্পভেদে শ্বেত কাঃ দুই প্রকার। নির্গন্ধ পুষ্পের কেশর ১০ ; সুগন্ধির ৫ ; পীতের ১০। ঔষধার্থে মূল ত্বক পত্র পুষ্প ব্যবহৃত হয়। রক্ত কাঞ্চনকে সাধারণত কোবিদর বলে। ফাল্গুন চৈত্রে ফোটে। পীত কাঞ্চন পর্বতে জন্মে ; আকার পত্র পুষ্প সবই বৃহৎ ; পুষ্প ঘোর গোলাপী। (দ্রঃ যোগেশ)

কাটাকম্পাস (A pair of dividers)

জ্যামিতিক চিত্রাদি মাপিতে ও আঁকিতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। দুটি লোহা বা পিতলের কাঁটা একটা দিকে স্ক্রু দিয়া শক্ত করিয়া আঁটা ; কিন্তু প্রয়োজনমত খোলা বা বন্ধ করা যায়। ইহার সাহায্যে মানচিত্রের সূক্ষ্ম মাপজোকও চলে।

কাঁটানোটে (Amarantus spinosus)

সংস্কৃত মারিষ। ইহা কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুপ ; একস্থান হইতে বহু ডাঁটা বাহির হয়। প্রায় হস্তাধিক উচ্চ ; ফুল মঞ্জরীর মত দেখিতে। গ্রামে কাটানোটে সিদ্ধ করিয়া গোরুকে দুধের জন্য খাওয়ায়। শিকড় বিষম জ্বরের ঔষধ বলিয়া লোকবিশ্বাস। মূল পিচ্ছিল।

কাঠঠোক্‌রা (Woodpecker)

বৃক্ষারোহী বর্গের গ্রাম্য পক্ষী ; চঞ্চু শক্ত, ধারাল, দীর্ঘ ; জিহ্বা দীর্ঘ ; মাথায় চূড়া আছে। পুচ্ছ লাগাইয়া গাছে চড়ে এবং বাকলা ঠোকরাইয়া পোকা ধরিয়া খায়। দুই জাতি দেখা যায় ; এক জাতি ৯।০ আঙুল দীর্ঘ, কাল-শাদা ছাপ (Dendrocopus macii) (২) ১৩।১৪ আঙুল দীর্ঘ, ঈষৎ ধয়রা (Micropternus Phaeocps)। ইউরোপেও এই পাখী আছে। (দ্রঃ যোগেশ ১২৭)। এই পাখীর মাংস বহুরোগে বৈদ্যরা প্রয়োগ করেন। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ২৬৮)

কাঠপিপিড়া

কালো রঙের পিপিড়া। আম, জাম, প্রভৃতি গাছের ছালের নীচে থাকে। দাড়া দিয়া কামড়ায় ; দংশনে অতিশয় যন্ত্রণা হয়। (দ্রঃ পিপিড়া)

কাঠবিড়ালী (Squirrel, Scinurus Palmarum)।

সুপরিচিত প্রাণী, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। দেহ ও মস্তক প্রায় ৮ আঙুল। লোমশ দেহ হইতে লেজ দীর্ঘ। ঘাড় হইতে ৩টি লম্বা ডোরা বাহির হয়। ইহারা বৃক্ষে বাস করে ; ফল ও বাদামাদি ভোজী। বিলাতে ও উড়িষ্যায় ১ হাত দীর্ঘ কাঃ বিঃ আছে ; এ ছাড়াও বহুজাতের আছে। এক প্রকার উড়ন্ত কাঃ বিঃ গাছ হইতে উড়িয়া পড়ে।

কাঠবিষ (Aconitum Ferrex)

এই গাছ সিকিম, গাড়োয়াল ও হিমালয়ের যেসকল স্থান ১০ হইতে ১৪,০০০ ফিট উচ্চ, তথায় জন্মে। গাছ সোজা, ২ –৬ হাত উচ্চ ; পাতা ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পাতার আকার হাতের পাঞ্জার মতন ; ফুল লম্বাটে, বোঁটায় গুচ্ছাকারে ধরে। ফুল বড়, বর্ণ ঈষৎ ফিকা-নীল। ফুলের অগ্রভাগ লম্বা ও উচ্চ গ্রন্থি যুক্ত ; ফলগুলি শিমের মতন লম্বা। ইহার মূল বিষাক্ত ; মূল ২-৫ ইঞ্চি লম্বা ও আধ হইতে দেড় ইঞ্চি মোটা হয়। বর্ষাকালে শিকড়গুলি ভিজা ভিজা লাগে। কাঠবিষ স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক, বেদনা নিবারক, প্রদাহ নাশক, স্বেদজনক। কবিরাজগণ ও ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বহু ঔষধে ইহা ব্যবহার করেন। (দ্রঃ অতিবিষা)।

কাঠ মল্লিকা

(মল্লিকা দেখ)

কাঠা

(১) জমির মাপ ৪ হাত×৮০ হাত=৩২০ বর্গ হাত বা ৬×১২০ ফুট=৭২০ বর্গফুট। ২০ কাঠায় একবিঘা।
(২) ধান্য মাপিবার পালি।

কাঁঠাল গাছ (Antocarpus integrifolius)

বাংলার প্রধান ফলের অন্যতম সুপরিচিত ফল। ফলের মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। গ্রীষ্মকালে পাকে; অপক্ব ফলকে 'এঁচোড়,' ফলের মধ্যস্থলের কাণ্ডকে 'ভুঁতি' বলে। কাঁঠালের বীচি শুকাইয়া রাখা যায়; পুষ্টিকর খাদ্য। কাঁঠাল প্রচুর খাইয়া একটি বীচি খাইলে হজম হইয়া যায়। খাজা কাঁঠালের কোয়া শক্ত ও বড়; গলা কাঁঠাল বিপরীত। কাঁঠাল গাছের তক্তা দামী; ইহাতে ভাল আসবাব হয়। কাঁঠালের পাতা কোমরের ঘায়ে বাঁধিয়া রাখিলে ঐ ঘা কয়েকদিনের মধ্যে সারিয়া যায়।

কাঁঠালী চাঁপা (Artabotrys oderatissimus)

আতা আদি বর্গের ক্ষুপ। পাতা সুন্দর, ফুল আপীত, কাঁঠাল-গন্ধা, ত্রিদল। এক ফুল হইতে অনেক ফল জন্মে। বোঁটার গোড়ায় অঙ্কুশ। দেখিতে কাঁঠালের মতন; তীব্র সুগন্ধী। (যোগেশ)

কাণ্ড (Stem)

সাধারণত উদ্ভিদের যে অংশ আমরা মাটীর উপর দেখিতে পাই, তাহাকে কাণ্ড বলি। কিন্তু কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড মাটীর নীচে থাকে…যেমন কলাগাছ, আদা, হলুদ, কচু, পেঁয়াজ প্রভৃতি।…কলাগাছের উপরের কাণ্ডের মত অংশ পাতার আবরণ ছাড়া কিছুই নহে; যথার্থ কাণ্ড মাটীর নীচে থাকে ও তথা হইতে একটি শাখা পাতার মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া ফুল ধরে। (দ্রঃ কলা)। আদা কচু প্রভৃতির কাণ্ডও কলার মতন; পেঁয়াজের কাণ্ড খুব ছোট, কোয়াগুলি মাটীর ভিতরকার পাতা।…গোল আলু কাণ্ডেরই অংশ।…লতা গাছের যে অংশ মাটির উপর চলে, তাহাও কাণ্ড।…বড় গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি এড়োভাবে চিরিলে কতকগুলি বৃত্তাকার দেখা যায়; এক এক বৎসরে যে নূতন কাঠের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ তাহারই পরিচায়ক। যত বৃত্ত হইবে তত বৎসর।

কাণ্ব বংশ (৭৩—২৮ খৃঃ পূঃ)

উত্তর ভারতে শুঙ্গ রাজগণের সময়ে কাণ্ব বংশীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষে শাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৭৩ অব্দে বসুদেব শেষ শুঙ্গ রাজকে মারিয়া স্বয়ং রাজা হন ও কাণ্ব বংশ স্থাপন করেন। ইহারা অন্ধ্র সাতবাহনদের নিকট পরাজিত হয়। কাণ্ব বংশীয়রা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদীয় একটি শাখার নাম কাণ্ব।

কাতন্ত্র

(দ্রঃ কলাপ)।

কাতলা মাছ (Cutla buchanari)

বাঙলার জলাশয়ের বিখ্যাত মাছ; রঙ শাদা বা পাংশুটিয়া, মাথা চাওড়া, পাখনা কালো। থুতনি পাতলা, গোঁফ নাই। চার হাত পর্যন্ত বড় হয়। অন্য মাছ হইতে দ্রুত বাড়ে। ১০—১৫৲ টাকা মণ পাইকারী দর। সিন্ধু, পঞ্জাব, উঃ ভারতে নদীতে এবং কৃষ্ণা নদীতে পাওয়া যায়।

কাত্যায়ণ

(১) বিশ্বামিত্র বংশীয় ধর্মশাস্ত্রকার…। কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্য সূত্র প্রণেতা। (২) স্মৃতিশাস্ত্রকার কাঃ মহর্ষি গোভিলের পুত্র। 'কর্মপ্রদীপ' গ্রন্থের রচয়িতা। (৩) পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিককার…বররুচির এক নাম।

কাত্যায়ণপুত্র

কাশ্মীরের বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদী দার্শনিক। বুদ্ধের দার্শনিক মত সংগ্রহ করিয়া 'জ্ঞানপ্রস্থান' নামে গ্রন্থ সম্পাদন করেন। প্রবাদ, বুদ্ধের মহানির্বাণের পর প্রায় ৬০০ বৎসর ধর্ম ও বিনয় গ্রন্থ সমূহ প্রচলিত ছিল, অভিধর্ম বা দর্শন সাহিত্য তখনো সৃষ্ট হয় নাই। কাত্যায়ণপুত্র ৫০০ অর্হত ও ৫০০ বোধিসত্ত্বের সাহায্য লইয়া বুদ্ধদেবের দার্শনিক মত সংগ্রহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। আটটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি লিখিত বলিয়া অপর নাম 'অষ্টগ্রন্থ'। মূল সংস্কৃত লুপ্ত, চীনাভাষায় সঙ্ঘদেব ও হুয়েনৎসাং কৃত অনুবাদ আছে।

কাত্যায়নী

ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। মহর্ষি কাত্যায়ণ এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলিয়া কাঃ নাম। মহিষাসুর বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। দশহস্তা সিংহবাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্ট হন ও শুক্লা ৭, ৮, ৯মীতে কাত্যায়ণের পূজা লইয়া দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। বাঙলায় যে দুর্গা পূজা হয় তাহা এই দেবীর পূজা।

কাত্যায়নী (রাণী)

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের (দ্র) পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবুর পত্নী। ইনি পাইকপাড়ার রাজবাটী ও কাশীপুরের মন্দির

প্রতিষ্ঠা করেন। নানা দান কর্মে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। পুত্র শ্রীনারায়ণ অপুত্রক থাকায় নিজ দুই ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপ ও ঈশ্বরকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। সেই হইতে নাটোরের জমিদারী বড় তরপ ও ছোট তরপ নামে খ্যাত হয়। (দ্রঃ লালাবাবু বা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)।

'কাদম্বরী'

সংস্কৃত গদ্য কাব্য। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট (দ্রঃ) প্রথমাংশ রচনা করেন মাত্র, উত্তরাংশ তাঁহার পুত্র ভূষণভট্ট সম্পূর্ণ করেন। কাদম্বরী উপাখ্যান অংশ অত্যন্ত জটিল; বিদিশারাজ শূদ্রকের রাজসভায় এক শুকপক্ষী চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বকুমারী কাদম্বরীর প্রেম কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে; এই কাব্যর মধ্যে বৈশম্পায়ন ও মহাশ্বেতার প্রণয় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।... কাদম্বরীর ভাষা ও লেখন পদ্ধতি অপরূপ সুন্দর; দীর্ঘ সমাসবদ্ধ কাব্য হইলেও ইহার ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাস পাঠক ও শ্রোতাকে আনন্দ দান করে। কাদম্বরীর উপাখ্যান বামণ ভট্ট রচিত বৃহৎ কথামঞ্জরী, সোমদেবকৃত কথাসরিত্সাগর ও দণ্ডীনের অবন্তী-সুন্দরীকথাসার গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাণ প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই গদ্য কাব্য রচনা করেন।... ভানুচন্দ্র, সিদ্ধান্ত, হরিদাস, শিবরাম, বৈদ্যনাথ, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন।... সংস্কৃতে অনেকগুলি সারগ্রন্থ বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে।... বাংলায় তারাশঙ্করের অনুবাদ বিখ্যাত, হিমাংশু প্রকাশ রায়ের ছেলেদের কাদম্বরী সুখপাঠ্য; অধুনা প্রবোধেন্দু ঠাকুর কৃত বাংলা অনুবাদ বহু প্রশংসিত গ্রন্থ। ইংরেজিতে Cowell কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯২৩)

প্রথম ভারতীয় গ্রাজুয়েট ১৮৮৩; প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম মহিলা (১৮৭৯)। ১৮৮৩ দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মর সহিত বিবাহ হয়; কাদম্বিনীর পিতার নাম ব্রজকিশোর বসু। বিবাহের পর পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াকাদম্বিনী বিলাত যান (১৮৯২) ও সেখান হইতে উপাধি লইয়া দেশে ফেরেন। ১৮৯৮এ স্বামীর মৃত্যু হয় ও নিজ জীবনের শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি প্রাক্‌টিস্ করেন। ইহার এক ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বসু, এক সময়ের নামকরা আড্‌ভোকেট্ ছিলেন; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির লেখক। কন্যা শ্রীজ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি এম. এ. ও পুত্র প্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলি কনগ্রেসকর্মীরূপে সুপরিচিত।

কাদাখোঁচা পাখী (Snipe; Gallinago Cœlestis)।

কুলেচর বর্গের পাখী; ১৪।১৬ আঙ্গুল লম্বা। চাঁদু কালো, মাথার পাশ শাদা, পা সবুজ, গলা পিঠ মেটে-খয়রা ঠোঁট দিয়া কাদা খুঁজিয়া পোকা মাছ ধরে; শীতকালে এদেশে আসে ও বিলের ধারে বাস করে। ইহার মাংস সুস্বাদু বলিয়া সাহেবরা খুব শিকার করে। (যোগেশ) বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জে কয়েক প্রকার snipe আছে; তীরের মত উড়িয়া চলে বলিয়া ইহাদের শিকার করা কঠিন এবং সেইজন্য শিকারীদের পক্ষে ইহারা বিশেষ লোভনীয়।

কাদামাটি (Clay)

ভূত্বকের মাটির অতিসূক্ষ্ম কণা যাহার মধ্যে শতকরা ৪৬·৩ ভাগ সিলিকা বা বালকণা, ৩৯·৮ ভাগ আলুমিনা ও ১৩·৯ ভাগ জল রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত আছে, তাহাকে কর্দম বা কাদামাটি বলা যায়। ইহা সাধারণত অত্যন্ত চটচটে ও সহজ-নম্য; মাঠের এঁটালো মাটি কর্দমেরই একটি রূপ। কাদা-মাটি কুমারের কাজে, টালি, পাইপ প্রভৃতি তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। ৩০০ ডিগ্রী (C.) তাপে ইহা পুড়িয়া লাল হয়, এবং ইহার পর আর কখনো কাদায় পরিণত হয় না কাদামাটির ভাল মন্দ অর্থাৎ বালুকণার ভাগের কমিবেশির উপর মাটির সামগ্রীর উৎকর্ষ নিভর করে; বেলে মাটির জিনিষ ভাল হয় না। আমাদের দেশে হাঁড়ি, পাতিল, তোলো, তিজেল, কলসী, ঘট, মালসা, সরা, গেলাস, জালা, দোনা বা পাতনা, প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মাটিদ্বারা প্রস্তুত হয়; এছাড়া ইট, টালি, কূপের পাট, মাটির খেলনা হয়।

কান (কর্ণ, Ear)

পঞ্চ ইন্দ্রিয়র অন্যতম ও শব্দ শুনিবার যন্ত্র। মানুষের কানের তিনটি অংশ—বাহির, মধ্য, অন্ত। বহির্ভাগ আমরা দেখিতে পাই, মানুষের উহা তেমন প্রয়োজনীয় অংশ নহে বটে তবে শব্দ গ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। কর্ণাবর্তের (meatus) মধ্য হইতে নিসৃত তৈলাক্ত পদার্থ জমিয়া 'খোল' হয় বলিয়া কানে রোগবীজাণু প্রবেশে ইহা বাধা দেয়। খোল বেশি জমিলে শুনিতে কম পাওয়া যায়। মধ্যভাগ বহির্ভাগ হইতে পটহ (Drum) দ্বারা বিভক্ত; ইহার সহিত কণ্ঠ (Eustachian tube) ও মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই অংশে প্রদাহ হইলে উহা মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিতে পারে। 'অন্তর্ভাগ' মধ্যভাগ হইতে ঝিল্লী বা পরদা দ্বারা পৃথকীকৃত; ভিতরকর্ণে শামুকের মুখের মত আড়াই পাক ঘূর্ণিত একটি যন্ত্র আছে; ইহাকে ককলিয়া (Cochlea) বলে; ইহাই প্রকৃত শ্রবণ যন্ত্র। এইখানেই শব্দ গৃহীত হইয়া নার্ভ সমূহের দ্বারা মস্তিষ্কের যথাস্থানে সংবাদ নীত হয়। কর্ণের মধ্যে বহু প্রকার রোগ হয়; ঠাণ্ডা লাগিয়া কান ব্যথা হইলে গরম তেল সেঁক দিলে কমে। কিন্তু 'কর্ণমূল প্রদাহ' (Parotitis) অনেক সময়ে সাংঘাতিক

ব্যাধিতে পরিণত হয়। কানের নীচে একটি রস-নিস্রাবক গণ্ড (Gland) আছে। তাহাকে কর্ণমূল বলে। (দ্রঃ শুনিতে পাই কেন ?)

কানপাকা, Ottorrhaea

কাণের মধ্যে পুঁজ হওয়া।

কানফাটা যোগী

মতস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের শিষ্যগণ ভারতের সর্বত্র যোগীনামে পরিচিত ; বাঙলাদেশে 'জুগি'রা এই বিরাট যোগী সম্প্রদায় অন্তর্গত ছিল। কানফাটা যোগীরা ইহাদের শাখা। (দ্রঃ নাথ সম্প্রদায়)।

কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্য

কানাড়ী দ্রবিড় ভাষা বর্গের অন্যতম। ১ কোটি ১২লক্ষ লোক এই ভাষা বলে। মহীশূরে ৪৪লক্ষ, নিজাম রাজ্যে ১৬ লক্ষ, বোম্বাই প্রদেশে ২৪ লক্ষ, মাদ্রাস প্রদেশে ১৫ লক্ষ, কুর্গে ৭৪ হাঃ অন্যত্র ৫·৭০ লক্ষ বাস করে। ভারতের প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে ৬৪০জন কানাড়ী ভাষী। ইহা মহীশূরের রাজভাষা। লিপির সহিত তেলেগুর ও ভাষার সহিত তামিলের যোগ ঘনিষ্ঠ। অশোকের ব্রাহ্মীলিপি হইতে কানাড়ী লিপির উৎপত্তি। ১৬ শতক পর্যন্ত কানাড়ী ভাষায় বিদেশী শব্দ ঢোকে নাই ; এই সময় হইতে সংস্কৃতের প্রভাব সুরু হয়। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সময় উর্দ্দু শব্দও ঢোকে। কাঃ সাহিত্য প্রাচীন। ২য় শতকের এক গ্রীক নাট্যে কাঃ ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। জৈনদের চেষ্টায় কাঃ সাহিত্য গড়িয়া উঠে। প্রাচীন অধিকাংশ গ্রন্থ সংস্কৃতের অনুবাদ বা ছায়া অবলম্বনে রচিত ; এছাড়া জৈন, লিঙ্গায়ৎ, শৈব, ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বই লিখিত হইয়াছে। সোমেশ্বরের 'শতক' কানাড়ী ভাষায় বিখ্যাত। অনেক লোক-গাথা আছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কানাড়ীতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের প্রদেশসমূহ ভাষানুযায়ী বিভক্ত হইলে কানাড়ী ভাষা দঃ ভারতের বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে।

কানামাছি খেলা

ছেলেমেয়েদের অনেকে একসঙ্গে এই খেলা খেলে ; একজন কানা সাজিয়া নিজ চোখ বাঁধে। সেই অবস্থায় কাহাকে ধরিয়া তাহার নাম বলিতে পারিলে ধৃত ব্যক্তিই 'কানা' হইবে। অনেক সময় কানামাছির মাথায় 'টোকা' দিলে সে যদি স্পর্শকারীর নাম বলিতে পারে, তবে সে 'কানা' হয়।

কানিংহাম, Cunningham, Sir Alexander (১৮১৪—১৮৯৩)

সৈনিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৮৩১এ ভারতীয় সৈনিক বিভাগের ইন্‌জিনীয়ার হইয়া প্রবেশ করেন ও বহু যুদ্ধে ইন্‌জিনীয়ারিং কাজ করিয়া ১৮৬১এ অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬১—৬৫ গভর্নমেণ্টে প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভেয়ার ও ১৮৭০—৮৫ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁহার সম্পাদিত ২১ খণ্ড আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট ভারতীয় ইতিহাসের প্রধানতম উপাদান। Ancient Geography of India বিখ্যাত বই। ইঁহার জ্যেষ্ঠভাই J. D. Cunningham।

কানিংহাম (Cunningham, Joseph Davey ১৮১২—৫১)

প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৩১এ ভারতে সৈনিক বিভাগের ইন্‌জিনীয়ার হইয়া আসেন ও শিখ যুদ্ধে লড়াই করেন। ১৮৪৫ কাপ্তেন, ১৮৪৬ ভূপালে পোলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪৯এ History of the Sikhs লিখিয়া কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হন। ইহার মধ্যে বৃটীশ গভর্নমেণ্টের গোপন (secrets) কথা প্রকাশ করার অপরাধে ১৮৫০এ চাকুরী যায় এবং শিখ ইতিহাসকে শুদ্ধ করিয়া ২য় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে হয়।

কাণ্ট (Kant, Emmanuel ১৭২৪—১৮০৪)

জারমানির দার্শনিক। জন্মস্থান কোনিগস্‌বুর্গ (Konigsburg); ২২ এপ্রিল ১৭২৪। ইঁহার পিতা শহরের ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত করিতেন। কোঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কাণ্ট এক ধনী পরিবারের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৭৫৫এ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও ১৭৭০এ দর্শন-অধ্যাপক হন। ১৭৯৭এ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিজ শহর হইতে কোথাও কখনো বাহিরে যান নাই। ইনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম। জ্যোতিষশাস্ত্রে নীহারিকাবাদ (দ্রঃ) সম্বন্ধে তিনি প্রথম ব্যাখ্যান করেন। (দ্রঃ হুমায়ুন কবির, ইমানুয়েল কাণ্ট, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯)

কানুনগো

সরকারী সার্ভে বা জরিপ করিবার জন্য একশ্রেণীর কর্মচারী।

কানুরাম দাস (১৬ শতক)

পদকর্তা ; নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও পুরুষোত্তম দাসের পুত্র। মহাপ্রভুর জীবনীর ঘটনাগুলি কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরুতে নিত্যানন্দের সহিত শচী মাতার সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। (Brajabuli 84-5) (২) বর্ধমান শ্রীখণ্ডের বৈদ্যকুলে জন্ম। পিতার নাম রঘুনন্দন দাস। নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর সহিত ১৫০৪ শকে খেতুরীর মহোৎসবে যান। (বঙ্গীয় কবি ১৯৫)

কান্তবাবু বা কান্তমুদি

কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কান্তমুদির দোকানে এক সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস লুকাইয়া নবাবের হাত হইতে প্রাণে রক্ষা পান। সেইজন্য পরে হেস্টিংস কান্তকে বিপুল জায়গীর দেন; এই হইতে ইহাদের উন্নতি। ইনি কোন উপাধি লন নাই; ইহার পুত্র লোকনাথ 'রাজা বাহাদুর' হন; লোকনাথ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ ও শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বৃদ্ধপ্রমাতামহ।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৫—১৯০১)

শ্যামনগরের নিকট রাহুতাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জয়পুরের কলেজের অধ্যক্ষরূপে তথায় যান ও পরে রাজ্যের মন্ত্রী হন। ১৮৯৯ দুর্ভিক্ষ কমিশনারের অন্যতম সদস্য হন। নাগপুরে মৃত্যু হয়।

কাপড়ের কল (Cotton mills)

ইংল্যান্ডে ১৮ শতকের শেষার্ধে বহুপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সেখানে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়; লাংকাশায়ার ম্যানচেস্টার ইহার প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষে ১৮৩৮এ প্রথম কাঃ কল খোলার চেষ্টা হয়। কিন্তু যথার্থভাবে ১৮৬৩এ বোম্বাইতে প্রথম কল স্থাপিত হয়। ১৮৭৮এ ৫৩টি কল ছিল; ১৯০১এ ১৯৩টি হয়। ইহার পর কাঃ কলের দ্রুত উন্নতি হয়; কারণ ১৯০৫এ বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয় ও দেশী কাপড়ের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়; ফলে ১৩ বৎসরে ৭৯টি কল নূতন হয়। ১৯১৩এ ২৭২টি; ১৯৩৫এ ৩৬৫টি ছিল; ঐ বৎসর ৯৬,৮৫০০০ টাকু ও ১,৯৮,৮৫৭ তাঁত চলিতেছিল। ভারতীয় কলে প্রায় ৪,১৪,৮০০ লোক নিযুক্ত আছে। পৃথিবীতে আন্দাজ ১৫,৫০,৬০০ টাকু বা Spindle আছে, তন্মধ্যে ইংল্যান্ডে ৪,৩৭,৫৬,০০০ আছে। দশ বৎসর পূর্বে ৫,৭৩,২৪,০০০ (১৯২৬) ছিল। জাপানে কাপড়ের কল বাড়িতেছে; সেখানে টাকু ৯৫,৩০,০০০; দশ বৎসর পূর্বে ৫৫,৭৩,৫০০ (১৯২৬) ছিল। মার্কিন দেশ গ্রেট বৃটেনের পরেই; সেখানে ৩,০৮,২৬,০০০ টাকু ছিল (১৯৩৫এ); দশ বৎসর পূর্বে সেখানে ৩,৭৫,৮৫,০০০ ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে টাকুর সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং গ্রেটবৃটেন ও মার্কিন দেশে ঐ সংখ্যা কমিয়াছে। বাঙলা দেশে মোট ২৫ কল আছে; ইহার মধ্যে সবগুলি বাঙালীর কল নয়। কাপড়ের কল স্থাপন করিতে বহুলক্ষ টাকার প্রয়োজন। মিল, গুদাম, শ্রমিকাবাস, প্রভৃতি নির্মাণ করিতে হয়। মিলের মধ্যে বহু অংশ থাকে; যেমন তুলা পেঁজা ও সুতা কাটার (Spinning) ব্যবস্থা; সুতা রং করা, সুতায় মাড় দেওয়া, সুতা ধোলাই করা, কাপড় বোনা, কাপড় বাছাই, বস্তাজাত প্রভৃতি বহুবিধ কাজ হয়। সুতা তৈয়ারী কল খুবই জটিল। ভাল কলে ৩৫০ কাউন্টের সুতা তৈয়ারী হয়; অধুনা জাপানে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

কাপালি

বাঙলার তথাকথিত জল-অচলনীয় জাতি। ২৪-পরগণা, যশোহর, খুলনায় প্রধান বাস। পূর্বে পাটের চট বোনা জাত-ব্যবসায় ছিল। বর্তমানে বৈশ্য বলিয়া দাবী করিতেছে। জন সংখ্যা ১·৬৫ লক্ষ।

কাপালিক

এক শ্রেণীর তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। নরকপালধারী; সর্বাঙ্গে চিতা-ভস্ম মাখিয়া ব্যাঘ্রছাল পরিয়া নরখর্পর হাতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে; সর্বদা ঘণ্টাধ্বনি, মুখে কালী, শিব নাম উচ্চারণ করে। ইহারা এক সময়ে নরবলি দিত।

কাপাস তুলা (Cotton, Gossypium)

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে এই গাছ সুপরিচিত। ইউরোপীয়রা মাত্র ২০০ বৎসর ইহার চাষ আমেরিকায় করিতেছে। কাপাস গাছ বহু জাতের; মৃত্তিকা ও জলবায়ুভেদে গুণের পার্থক্য হয়। অমরকোষে ৪টি নাম পাওয়া যায় তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, কার্পাসী, বদরা। গাছ দুই প্রকার ...বর্ষায়ু ও স্থায়ী বা গাছ কাপাস। বিষুব রেখার উত্তর ৪৩° ও দক্ষিণ ৩৩° মধ্যে উৎপন্ন হয়। গাছ ক্ষুপ জাতীয়, ১ হইতে ৫ হাত উচ্চ। পত্র এরণ্ড পাতার মতন, তবে ক্ষুদ্র, গাঢ় হরিৎ বর্ণ, বৃন্ত দীর্ঘ। পুষ্প পীতবর্ণ। ফলের মধ্যে ৭।৯ বীজ থাকে ও বীজের গায় তুলা থাকে। (দ্রঃ তুলা)

পৃথিবীর উৎপন্ন তুলা

	জমি	পরিমাণ
১৯৩৪	(০০০ হেকটর)	(কুইন্টল, ০০০
আফ্রিকা	২,০৪০,	৪,৮০০
মিশর	৭১৮,	৩,৫০৫

উগান্ডা, ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কাপাস উৎপন্ন হইতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১,১৩৫,	২০,৮৮৮,

১৯২৫-২৯এ গং ১৭,২৪২,০০০ হেকটর স্থানে উহার চাষ ছিল; ঐ সময়ে ৩৩,১০৪,০০০ কুইন্টল ওজনের তুলা উৎপন্ন হয়।

মধ্য আমেরিকা	২৮৫,	৬৩০, [১৯৩২)
দঃ আমেরিকা	১,৭৭০,	৪,৪০০,
এশিয়া	১২,৭০০,	১৫,৮০০,
চীন	২,৭৫৩,	৬,৭৫৪,
ভারত	৯,৬৪৪,	৮,৭২২,

(১৯২৫-২৯এ গড়ে বৎসরে ১০,৫৯৯,০০০ হেক্টর ভূমিতে চাষ হইত ও ঐ সময়ে ৯,৪৮২,০০০ কুঃ তুলা উৎপন্ন হয়।

সোভিএট রুশিয়া	১,৯২৮,	৪,১৮৩,
(১৮২৫-২৮এ গড়ে ৮১৫,০০০ হেক্টরে চাষ হইত)		
ইউরোপ	২৭৫,	৩৪০,
অস্ট্রেলিয়া		৪১, (১৯৩৩)
মোট	৩০,২০০ হেক্টর	৫১,০০০, কুঃ।

কাপাস তুলার বীজ (Cotton Seed)

তুলার বীজ হইতে আঁশ বা তুলা সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া লইলে বীজ নানা কাজে লাগে। প্রথমত বীজের কালো খোসা তৈল নিষ্কাসনের পূর্বেই স্বতন্ত্র করা যায় ; এই ভূসি উত্তম পশুখাদ্য : এই ভূসি পোড়াইলে যে ছাই হয় তাহা উত্তম সার। খোসা-ছাড়া বীজ হইতে শতকরা ১৫—২০ ভাগ তৈল পাওয়া যায় ; অপরিষ্কৃত তৈল হইতে সাবান ও স্টিয়ারিন হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত তুলার তৈল অলিভ তৈলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ; এছাড়া নকল মাখন, খনির আলোর তৈল, ইস্পাতের শক্তি-রক্ষণ (Steel-tempering) প্রভৃতি বহু কাজে লাগে। খৈল গাভীর পুষ্টি ও দুগ্ধবৃদ্ধির জন্য খাইতে দেওয়া হয়। জমির সার হিসাবে ইহার ব্যবহার হাছে। সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৩৩ সালে ১১৮,৩০০,০০০ কুইন্টল তুলা বীজ উৎপন্ন হয় ; মার্কিন রাজ্যে ৫২,৬৩০,০০০ কুঃ (৩৫·১%) ভারতে ২১,৪০০,০০০ কুঃ, (১৮·৭%) চীনে ১৩,৭৬৮,০০০ কুঃ (১৩·৯%) বীজ হয়। ভারতবর্ষে ১৯৩৭—৩৮এ ২৬,৪৩,০০০ টন্ ; বীজের মধ্যে পঞ্জাব শ্রেষ্ঠ ; তৎপরে মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই। ঐ বৎসর ৩,০৭,২৩৮ টাকার খৈল রপ্তানী হয়।

কা'ফি খাঁ (মোহাম্মদ হাসিম), খাফি খাঁ

ঐতিহাসিক ; 'তারিখ খা'ফি খাঁ' বা মুন্তাখিবুল্লুবাব নামক গ্রন্থ রচয়িতা। এই গ্রন্থে বাবর হইতে মোহম্মদ শাহ পর্যন্ত মুগল বাদশাহদের রাজত্ব কালের ঘটনা বিবৃত আছে। লিখিবার পর ১৪ বৎসর (১৭৩২ পর্যন্ত) উহা প্রকাশ করা হয় নাই —এইজন্য লেখকের নাম 'খা'ফি' বা গোপনকারী। ইনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাস করিতেন।

কাফিন (Caffeine)

কাফি, চা, কোকো প্রভৃতির মধ্যে যে উদ্ভিজ্জ ক্ষারীয় পদার্থ (alkaloid) থাকে তাহাকে কাঃ বলে। কাফিতে ১/২ হইতে ২১/২% এবং চা-এ ৩১/২% কাফিন থাকে। ইহা হৃদযন্ত্রের কাজ উত্তেজিত করিয়া মানুষকে তৎপর করে, এবং সেইজন্য উত্তেজনার পর অবসাদও আনে এবং বারবার ঐ উত্তেজক সামগ্রী পান করিয়া উত্তেজনার মাত্রা ঠিক রাখিতে হয়। ইহা সিদ্ধ চা হইতে প্রস্তুত হয়।

কাফুর, মালিক

আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি। গুজরাট জয় কালে ইনি বন্দী হন ও আঃর সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হন। ১৩০৭ অব্দে কাফুর দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাভূত করেন। ১৩০৮এ বরঙ্গলের কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রকে করদানে বাধ্য করেন। ১৩১০এ দ্বারসমুদ্রর হোয়সালরাজ ৩য় বীরবল্লালকে পরাজিত ও তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। অতঃপর মাদুরার পাণ্ড্যবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন ও সেখানে মসজিদ্ নির্মাণ করেন। রামচন্দ্রর পুত্র শঙ্কর স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ করিলে কাফুর তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। আলাউদ্দিনের শেষ জীবনে কাফুরই সর্বেসর্বা হন এবং অনেকে সন্দেহ করেন তাঁহার চক্রান্তে আলা-উদ্দিনের জীবন নষ্ট হয়। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইনি যথেচ্ছাচারী হন ও অবশেষে নিহত হন।

কাফ্রী

দঃ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম জাতি। আরবরা ইহাদিগকে ইসলাম ধর্মে আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া 'কাফের' বলিত। কালে সেই নামে আফ্রিকার এই লোকরা পরিচিত হইল। ইংরেজ ও ডাচ্‌রা দঃ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথাকার বান্টু জাতীয় বাসিন্দাকে 'কাফ্রী' নাম দেয়। শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্বতে বাধা দিবার জন্য ১৮০৯,'৩৪, '৫০-'৫৩, '৫৮,'৭৭—'৭৮এ যুদ্ধ করে। ক্রমে শাসনবিষয়ে অনেক অধিকার তাহারা আদায় করিয়াছে। ইহারা দঃ আফ্রিকার খনি ও ক্ষেতে শ্রমিকের কাজ করে ; ক্রমে সেখানে তাহারা ঔপনিবেশিক ইংরেজের পক্ষে সমস্যার কারণ হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের নানাজাতির মধ্যে এককালে শক্তিশালী রাজবংশ রাজত্ব করিত।

কা'বা শরীফ (K'aba)

মক্কার বড় মসজিদের মধ্যস্থলে একটি ৬।৭ ইঞ্চি কৃষ্ণ প্রস্তরের নিকট ৩৮ ফুট উচ্চ একটি চতুষ্কোণ গৃহ আছে। হঃ মোহম্মদের পূর্বে এই প্রস্তর খণ্ড পূজিত হইত। মোঃ ঘোষণা করেন উহা দেবদূত গাবরিয়াল্ ইব্রাহিমকে দেন। এই কা'বা দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ হজের একটি অঙ্গ ; এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান 'হজ' করিতে বা তীর্থে যায়। কা'বা সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে যে পৌরাণিক আখ্যান আছে তাহা এইরূপ : হঃ আদম স্বর্গ বা বেহেস্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূতলে আসিলে আল্লার নিকট স্বর্গের অনুরূপ মসজিদ প্রার্থনা করেন। আল্লার আদেশে ফেরেশ্‌তাগণ পৃথিবীতে স্বর্গের মন্দিরের নুরানী নক্‌শা (আলোকময় ছবি) ফেলেন ; আদমের পুত্র শীস্ ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। জল প্লাবনের সময় উহা ধ্বংস হয় এবং ইব্রাহিম ও তাঁহার পুত্র

ইসমাইল উহা পুনর্নির্মাণ করেন। কা'বার প্রস্তরখানি আদমের সহিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ভূতলে পড়ে। উহার চতুর্দিকস্থ মসজিদ পরবর্তী যুগে নির্মিত হয়। কা'বা গৃহের মধ্যে নামাজ পড়িবার সময় দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না।

কাবাব-চিনি (Piper Cubela)

তাম্বুলাদি বর্গের লতার শুখানা ফল; জাভা ও মালাক্কা দ্বীপের গাছ; ভারতের স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে। মুখে দিয়া চিবাইলে পরে মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা অনুভব হয়। ইহার মধ্য হইতে সুগন্ধ তেল পাওয়া যায়। জাভাবাসীরা ইহার বহুবিধ ঔষধী গুণ জানে। তাহাদের নিকট হইতে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ ইহার উপকারিতা শিখিয়াছেন। ইহা কামোদ্দীপক; পচন-শক্তি ও কফ নাশ শক্তিসম্পন্ন। স্বরভঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাব্য

অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা "রসাত্মক বাক্য"। কবির কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের উপর বাহিরের জগতের যে প্রতিচ্ছায়া পড়ে তাহাকেই প্রকাশ করিবার আবেগ কাব্যে পরিলক্ষিত। হৃদয়-জগতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করা সহজসাধ্য নহে, ইহার জন্য অলঙ্কার, রূপক, ছন্দ ও আভাষ ইঙ্গিতের উপকরণ দরকার। অপরূপকে রূপের দ্বারা বলিতে গেলে ভাষাকে অনির্বচনীয়তার কোঠায় পৌছিতে হয়; এই জন্যই দেখা যায় যে বহু পুরাতনকাল হইতেই মানুষ ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি ও মানুষের চরিত্র কবির হৃদয়ের মধ্যে যে রূপ ধারণ করে, যে সঙ্গীতের অনুরণন আনয়ন করে—তাহার ছবি ও গানই হইল কাব্য। (দ্রঃ কবিতা, মহাকাব্য)

কাভুর (Cavour, Camillo Bensodi, Count ১৮১০—৬১)

ইতালীয় রাজনীতিক। ১৮৪৮এ সার্দিনিয়ার পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১৮৫০এ ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধে রুশীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য দায়ী। এই সাহায্যদানের জন্য ইংরেজ ও ফরাসীর মিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৮৫৯ সার্দিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয়; ফরাসীদের সাহায্যে অস্ট্রিয়ানরা বিতাড়িত হয়। এই যুদ্ধে গ্যারিবলডি সেনাপতি ছিলেন। কাভুর ম্যাৎসিনির (Mazzini) প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। ইতালিতে রাজতন্ত্র শাসন তাঁহারই চেষ্টায় প্রবর্তিত হয়।

কামধেনু

লোক বিশ্বাস স্বর্গের এই গাভী হইতে যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। প্রজাপতি কশ্যপ ঔরসে দক্ষ-কন্যা সুরভির গর্ভে রোহিনীর জন্ম হয়। শূরসেন হইতে রোহিনীর ক্ষেত্রে কামধেনুর উৎপত্তি।...বশিষ্ঠর শবলা কামধেনু ছিল; রাজা বিশ্বামিত্র ইহা গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া পরাভূত হন। (দ্রঃ বিশ্বামিত্র)

কামন্দক

নীতিশাস্ত্রবিদ; কামন্দকীয় 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ সংস্কৃতে বিশেষ খ্যাত। এই গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলে খৃস্টীয় ৩য় শতক (Folly), কেহ কেহ বলেন ৭০০-৭৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে (Winternit, Keith) কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র জাভা ও বালি দ্বীপে চলিত ছিল।

কামবখ্‌শ, মোহম্মদ (১৬৬৭—১৭০৯)

আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৭০৬এ বিজাপুর ও দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত হন। ১৭০৯এ বাহাদুর শাহর সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হন।

কামরাঙা (Averrhoa carambola)

ফলের বড় গাছ। ফল পঞ্চশিরাযুক্ত; স্বাদ অম্ল। শরৎ ও শীতে পাকে। চীনা কামরাঙার ফল ছোট, মিষ্ট। ইহাকে মিষ্ট কাঃ বলে (দ্রঃ যোগেশ। Chopra 466)

কামরান

মুগল সম্রাট্ বাবরের চারি পুত্রের অন্যতম। বাবরের মৃত্যুর পর ভারত সাম্রাজ্যের বাদশাহ হন হুমায়ুন, কামরান্ হন কাবুলের শাসনকর্তা। হুমায়ুন তাঁহাকে পঞ্জাব দান্ করেন। উ-পঃ ভারতের এই অংশ দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক হওয়ায় হুমায়ুনের সৈন্য সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়। শের শাহের সহিত হুমায়ুনের সংগ্রামের সময় কামরান ভ্রাতাকে কোনো সাহায্য করেন নাই; তবে ইনি বালক আকবরকে পালন করেন। হুঃ পারস্যের রাজার সাহায্য লইয়া কামরনকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করেন (১৫৪৭); কাঃ তাতনগর দুর্গ অধিকার করেন ('৪৯)। ১৫৫৩এ আদম খাঁ খোক্কর কামরানকে ধরাইয়া দেয় ও হুমায়ুন অকৃতজ্ঞ ভাইকে অন্ধ করিয়া দেন।

কামলা, ন্যাবা (Jaundice)

যকৃৎ ও পিত্তকোষের পীড়াবশত গায়ের চামড়া এবং চক্ষুর শ্বেতভাগ হলদে হইয়া যায়। যকৃৎ ও পিত্তকোষ হইতে যে নল (bile duct) পিত্তরস বহন করিয়া অন্ত্রে লইয়া যায়, উহার প্রদাহ বা সর্দি হইলে ঐ পিত্তরস অন্ত্রে পৌছাইতে পারে না বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রায়ই এই প্রদাহ বা স্ফীতি গ্রহণীতে (ডিউওডেনাম) সুরু হয়।

'কামশাস্ত্র' বা 'কামসূত্রম্'

বাৎস্যায়ন রচিত গ্রন্থ। ইঁহার পূর্বে কামশাস্ত্র সম্বন্ধে একদেশী বা বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ ছিল। কিম্বদন্তী উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু ৫০০ অধ্যায়ে মহাদেব অনুচর নন্দীকৃত সহস্র অধ্যায়ের গ্রন্থ সংক্ষেপে বলেন; পাঞ্চাল দেশবাসী বাভ্রব্য ৭ খণ্ডে ১৫০ অধ্যায়ে এই শাস্ত্র রচনা করেন। বাভ্রব্যর পরে ও বাৎস্যায়নে'র 'পূর্বে বহু একদেশী লেখকের নাম পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন-কৃত কামশাস্ত্রর জয়মঙ্গল কৃত টীকা বিখ্যাত। এই গ্রন্থর সময় লইয়া মতভেদ আছে। খ্রিস্টীয় ১ম হইতে ৪র্থ শতকের মধ্যে গ্রন্থখানি রচিত; তবে জ্ঞান ধারা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।...বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, জারমেন ভাষায় গ্রন্থের অনুবাদ আছে। জারমেন ভাষায় এই শাস্ত্র সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে কোক্কাচার্য (রতিরহস্য), পদ্মশ্রী-জ্ঞান (নাগরকসর্বস্ব ১০০০ খৃঅঃ) জ্যোতির্মল্ল (পঞ্চসায়ক), কল্যাণমল্ল (অনঙ্গরঙ্গ) প্রভৃতি লেখক উল্লেখযোগ্য।... এই শাস্ত্রে নরনারীর সম্বন্ধ, বিলাস, ব্যসন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ইহা সাহিত্য ও কলার অন্তর্গত বিষয়; ভবভূতি তাঁহার 'মালতী-মাধব'কে কামশাস্ত্রের উদাহরণ স্বরূপে রচনা করিয়াছিলেন।

কামান (Cannon)

নগর অবরোধ ও ধ্বংস করিবার জন্য, শত্রুমধ্যে শেল্ (দ্রঃ) বা গোলা ফেলিবার জন্য যে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, অথবা ফাঁকা তোপ দাগিয়া বা আওয়াজ করিয়া সম্মান প্রদর্শন বা সময় জ্ঞাপন করা হয় তাহার সাধারণ নাম কামান। লাট, বড়লাট, বড় বড় দেশীয় রাজা, বা মহারাজা, রাজধানীতে সরকারীভাবে আসিলে বা গেলে তাঁহাদের সম্মানসূচক নির্দিষ্ট সংখ্যক তোপ দাগা হয়।...কামান বহু প্রকারের আছে; ফীল্ড গান (Fiold Gun) ঘোড়ায়, খচ্চরে বা মোটরে টানে। বড় কামান রেলের উপর বসাইয়া ছোঁড়া হয়। বারুদ (দ্রঃ) আবিষ্কৃত হইবার পরে, মধ্যযুগের ইউরোপে কোন্ সময় প্রথম কামান ব্যবহৃত হয় তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে ১৪ শতকে উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন সামনের দিকে বারুদ গাদিয়া গোলা ভরা হইত, পিছনে ফিউজে আগুন দেওয়া হইত। ছোট কামান যুদ্ধক্ষেত্রে লওয়া হইত, বড়গুলি দুর্গে বা রাজধানীতে থাকিত আত্মরক্ষার জন্য। ১৯ শতকে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় কামানের গঠন ও শক্তির অনেক পরিবতন সাধিত হয়। এখন বড় বড় কামান রেল লাইনের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। বিশেষ বড় কামান দুর্গ ধ্বংস প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। কামান তৈয়ারী করিতে বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গার ও নিকেল মিশাইয়া বহু প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা ইস্পাতকে শক্ত করা হয়, যাহাতে তোপ দাগার সময়ে অত্যধিক তাপের জন্য উহা ফাটিয়া না যায়। জারমেনদের ক্রুপ কোম্পানী এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিল। বিগত যুদ্ধের সময় জারমান হাউইট্জার নামে কামান ৭৬ মাইল দূরে থেকে প্যারিসে গোলা ফেলে। গোলা ১৫½ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া উপবৃত্তাকারে পড়িতেছিল। (দ্রঃ গোলন্দাজ সৈন্য, হাউইট্জার; শেল)। ভারতে বাবর সব প্রথম কামান ব্যবহার করেন।

কামার বা কর্মকার

হিন্দুর পেশাগত জাতি। বাঙালী কর্মকারের সংখ্যা ২·৬৫ লক্ষ; লোহা, পিতল ও তামার কাজ এককালে ইহাদের পেশা ছিল। ইহাদের মধ্যে চারি শ্রেণী প্রধান, জেলাভেদেও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাঙালী পশ্চিমা কামার বহু সহস্র বাঙলায় আছে। সাঁওতাল পরগণায় কয়েকটি আদিম জাত কামারের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কামার বলিয়া প্রচার করে। ইহাদিগকে 'রাণা' কামার বলে। কামারের হাতিয়ার: ভাঁতা চামড়ার বস্তার সাহায্যে হাপরের আগুনে বাতাস করে। হাপর—যেখানে আগুন হয়। নেয়াই—(anvil) বা লোহার কুঁদা, যাহার উপর তপ্ত লোহা রাখিয়া পেটানো হয়। হাতুড়ি; সাঁড়াশি—ধরিবার জন্য। ছেনি—লোহা কাটিবার বাঁটালি।

কামাল আতাতুর্ক, গাজি মুস্তাফা (১৮৮২—১৯৩৮)

তুরস্কের প্রথম সভাপতি। গ্রীসের অন্তর্গত সালানিকোতে জন্মগ্রহণ করেন ও শিশুকালেই পিতৃহীন হন। সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৪এ কাপ্তেন পদপ্রাপ্ত হন। নির্বীর্য সুলতানী শাসন ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় কিছুকাল কারাগার বাসের পর সীরিয়ায় প্রেরিত হন; সেখানে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন; ফিরিবার পথে মিশরের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ইনি 'ইয়ং তুর্ক' আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯০৯এ তুরস্কের নওয়োয়ানরা যখন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করে তখন কামাল ছিলেন অন্যতম নেতা। ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে ত্রিপোলিতে যুদ্ধে যান। মহাযুদ্ধের সময়ে গ্যালি-পোলিতে ইংরেজ ও মিত্রশক্তির গতি অবরুদ্ধ করেন; পরে ককেসাসে সৈন্য পরিচালনা করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে পূর্ব আনাটোলিয়াতে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯১৮, ৩০শে অক্টোবর তুর্কী মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করিয়া কামালকে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার আদেশ দেন। কামাল ঐ আদেশ অমান্য করিয়া 'অঙ্গোরা' শহরে বিরাট সম্মেলন আহ্বান করিয়া রাজ্য সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা পেশ করেন। অঙ্গোরা নয়াতুরস্কের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত

হইল। আক্রমণকারী গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ বিরতি (armistice) হইল ১১ অক্টোবর ১৯২২। সুলতানের পদ ও খিলাফৎ পদ লোপ করিয়া দিলে তুর্কী সুলতান প্রাণভয়ে কনস্টান্টিনোপল হইতে ১৯২২ নভেম্বর মাসে পলায়ন করিলেন; ১৯২৩, ২৪ জুলাই লোসনে (Lausanne) মিত্রশক্তির সহিত তুর্কীর সন্ধি, ও ২৯ জুলাই তুর্কী সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল ও কামাল সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কামাল খিলাফৎ লোপ করিয়া দেন; তুর্কীলিপি পরিবর্তন করিয়া রোমানলিপি প্রবর্তন ও বহু সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

কামাল, হোসেন (Hussein Kemal ১৮৫:- -১৯১৭)।

মিশরের ১ম সুলতান। মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা মিশরের খেদিভ আব্বাস হিলমিকে তুর্কীর সহিত মিত্রতা রক্ষার অপরাধে বরখাস্ত করিয়া কামালকে 'সুলতান' উপাধি দিয়া শাসক করেন। ইংরেজের সঙ্গে ইঁহার ঘনিষ্ঠতার জন্য বামপন্থীরা দুইবার ইঁহাকে হত্যার চেষ্টা করে। ১৯১৭এ মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা আহমদ ফুয়াদ্ (দ্রঃ) রাজা হন।

কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)

বাঙলার মহিলা কবি; চণ্ডীচরণ সেনের (দ্রঃ) কন্যা। জন্ম বরিশাল বাসণ্ডা গ্রাম। ২০ বৎসর বয়সে বি. এ. পাশ করিয়া (১৮৮৬) বেথুন কলেজের শিক্ষকতা করেন। ১৮৮৯এ 'আলো ও ছায়া' নামে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪এ স্টাট্যুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত বিবাহ হয়। ১৯০৮এ ইনি বিধবা হন। রচিত পুস্তক :—নির্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্মাল্য, অম্বা, অশোক সঙ্গীত, ঠাকুরমার চিঠি, সিতিমা, শ্রাদ্ধিকী, দীপ ও ধূপ, জীবন পথে। ইনি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। (দ্রঃ যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি)।

কাম্বোজ (Kambojas)

মহাভারতাদি গ্রন্থে এই জাতির উল্লেখ আছে। কাম্বোজ দেশের অশ্ব বিখ্যাত ছিল। অশোকের অনুশাসনে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহারা গান্ধারের উত্তর-পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশের নিকটে বাস করিত। ইহারা অর্ধ-সভ্য অর্ধ-আর্য্য ভাষাভাষী ছিল। ইহাদের একাংশ অশোকের সাম্রাজ্যের মধ্যেও বাস করিত। বাঙলা দেশে পালদের পতনের অন্যতম কারণ কাম্বোজদের আক্রমণ। (Cambridge Short History of India, p 147) ইহাদের একটি শাখার রাজধানী ছিল দ্বারকা। (N. L. Dey 87; দ্রঃ ভূগোল ভূকোষ অংশ)

কায়কোবাদ (১৮৬৩)

বাঙলার মুসলমান কবি; জন্মস্থান ঢাকা জিলার আগলা-পূর্ব পাড়া। ইনি ডাক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান' নামে কাব্য তাঁহাকে খ্যাত করে।

কায়কোবাদ, কৈকুবাদ

দিল্লীর দাসবংশীয় বাদশাহ (১২৮৭-৯০) বলবনের পৌত্র; ইঁহার পিতা বুগরা খাঁ বঙ্গের শাসক ছিলেন; ইনি পিতামহের কাছে দিল্লীতে খুব কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ হন। কিন্তু ১৭ বৎসর বয়সে সুলতান হইয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হন; দেশে অরাজকতা হয়। ওমরাহগণ কৈয়ুমাস নামে কায়কোবাদের নাবালক পুত্রকে রাজা করিয়া দেন। অবশেষে জেলালুদ্দিন ফিরুজ খলজি পিতা পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সম্রাট হন। উভয়ের দেহ যমুনায় ফেলিয়া দেওয়া হয় (১২৯০)। কবি আমীর খসরু ইঁহার সমসাময়িক।

কায় চিকিৎসা (Practice of Medicine)

জ্বর, অতিসার, কাস, যক্ষ্মা, মেহ প্রভৃতি যেসকল রোগ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাদের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ প্রভৃতি এবং ঐ সকল রোগের পথ্য ও চিকিৎসা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে অংশে আলোচিত হয়, তাহাকে কায় চিকিৎসা তন্ত্র বলে।

কায়ছাল

(কট্‌ফল দ্রঃ)

কায়স্থ জাতি

বাঙলা ও উত্তর ভারতের বর্ণ বিশেষ; খৃষ্টীয় ৩য় শতকের পূর্বে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বা শিলালেখে কায়স্থ জাতির উল্লেখ নাই। প্রাচীন স্মৃতি ও পুরাণে কায়স্থদের অত্যন্ত নিন্দা আছে। গুপ্তদের সময় হইতে ইহারা লেখক ও কর-আদায়কারীরূপে দেখা যায়। বাঙলাদেশের কায়স্থরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) উত্তর রাঢ়ী, (২) দক্ষিণ রাঢ়ী, (৩) বঙ্গজ, (৪) বারেন্দ্র। স্থানভেদে এই বিভাগ হইয়াছিল। প্রবাদ ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কায়স্থদের পূর্বপুরুষরা কনৌজের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আসেন। ১ম ও ৪র্থ শ্রেণী মিথিলার কায়স্থদের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কায়স্থদের সংখ্যা অপর সমস্ত বর্ণ হইতে প্রত্যেক সেন্সাসে বাড়ে, ১৯১১এ ৮½%, ১৯২১এ ১৬·৫, ১৯৩১এ ২০%। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই সেন্সাস গ্রহণকালে কায়স্থ বলিয়া আত্ম পরিচয় দেয়; অনেকে উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বাঙালী কায়স্থর সংখ্যা ১৫,৫৮,৪৭৫। চট্টগ্রামে কায়স্থর বাস সবথেকে বেশি। কায়স্থদের সামাজিক উন্নতি ও আলোচনার জন্য 'কায়স্থ পত্রিকা' আছে।

কারখানা (Factory)

শিল্পী বা শ্রমিক যখন নিজ গৃহে শিল্পের কাজ না করিয়া কোন মহাজন বা কোম্পানী নির্মিত বাড়ীতে, নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া, নির্দিষ্ট মজুরির হারে কার্য করে, অথবা ঠিকা বা চুক্তি হিসাবে কাজ করে, তখন তাহাকে কারখানা পদ্ধতি বলা হয়। ১৭ শতকে ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানীগুলি ভারতের নানা স্থানে ফ্যাকটরি স্থাপন করিয়া তাঁতিদের দিয়া কাজ আরম্ভ করে। ইউরোপের ফ্যাকটরিতে তখন পুরাতন কুটীর-শিল্প-যুগের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার হইত। ক্রমে ১৮ শতকের মধ্যভাগ হইতে নূতন কলকব্জা আবিষ্কৃত হওয়ায় কেন্দ্রগত কারখানা প্রথা বাড়িতে লাগিল। নূতন মেশিনের সহিত কারখানার প্রসার বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত।··· সে-যুগে কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। অস্বাস্থ্যকর গৃহে দীর্ঘকাল কাজ করিতে হইত; বেতনও অল্প ছিল। স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের নিয়োগ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নিষেধ ছিল না। ১৮০২এ গ্রেট বৃটেনে প্রথম ফ্যাঃ একট্ পাশ হয়। অতঃপর ১৯ ও ২০ শতকে বহু আইন পাশ করিয়া গভর্নমেণ্ট ধনিকদের কারখানায় শ্রম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতে এবিষয়ে আইন প্রণীত হইয়াছে। আইনের ফলে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে; কারখানা ঘর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। তবে তথা-কথিত 'কুটীর শিল্পে' কারখানা প্রথা আছে। যেমন বিড়ির কাঃ, সূতার কাঃ প্রভৃতি। সেসব স্থানের স্বাস্থ্য, শ্রমিকদের বেতন, বিশ্রাম সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মানা হয় না। (দ্রঃ শ্রমিক; শ্রমিক আন্দোলন; ট্রেড্ ইউনিয়ন)।

কারখানা আইন (Factory Act)

ইংল্যান্ডেই সর্বপ্রথম ফ্যাকটরি প্রথায় শ্রমিক দ্বারা শিল্প কার্য আরম্ভ হয়। বহুকাল ধনিকরা যদৃচ্ছক্রমে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করিত। ১৮০২ অব্দে প্রথম ফ্যাঃ আইন পাশ হয় এবং তাহার পর হইতে গত শওয়া শত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য আইন পাশ হওয়ায় কারখানা শ্রমিকদের বহু অভাব অভিযোগ দূর হইয়াছে; ইহার পর ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় কারখানার শ্রমিকদের সঙ্ঘশক্তি বাড়িয়াছে।···ভারতবর্ষে ১৮৮১ অব্দে প্রথম ফ্যাঃ আইন পাশ হয়। ইহা প্রধানত কারখানায় শিশু ও বালক শ্রমিকদের নিয়োগ সম্পর্কে রচিত হয়। এই সময়ে কোন কারখানায় ১০০র নীচে শ্রমিক নিয়োগ করিলে উহা ফ্যাঃ আইনের মধ্যে পড়িত না। ১৮৯১এ নূতন ফ্যাঃ আইন হয়; তদনুসারে কোন কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক থাকিলে তাহা ফ্যাঃ আইনের মধ্যে পড়িবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯১১এ আরও নূতন আইন হয়; এই আইনও শিশুশ্রম বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা দেয়। ১৯২২এর সংশোধিত আইন অনুসারে ২০ জন শ্রমিক থাকিলে সেই কারখানা ফ্যাঃ ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের অন্তর্গত হইল বলিয়া স্থির হয়। এই আইনে রাত্রে কারখানায় স্ত্রীলোকদের কাজ করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়; আইনানুসারে সপ্তাহে একদিন ছুটি আবশ্যক। এ ছাড়া এই আইনে নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি কঠোরতর হয়। ইহার পর ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯৩১এ আইনের সংশোধন হয়; ব্যাপক কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারখানা পরিদর্শনের জন্য গভর্নমেণ্ট নিযুক্ত ফ্যাকটরি ইন্সপেক্টর আছেন। তাঁহারা কারখানার আইন ভঙ্গ হইতেছে কিনা দেখেন—যথা রাত্রে স্ত্রীলোক নিয়োগ নিষেধ; শিশু বা বালক শ্রমিক দিয়া কাজ করানো নিষেধ; শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পায়খানা, বিশ্রামের স্থান রক্ষা আবশ্যিক; যথোপযুক্ত আবাসগৃহ ব্যবস্থা করা, কারখানা ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল হয় কিনা পরিদর্শন ইত্যাদি। (দ্রঃ শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেড্ ইউনিয়ন)

কারখানার সংখ্যা (ভারতের)

	সংখ্যা	শ্রমিক গড় দৈনিক
১৮৯৪	৮১৫	৩,৪৯,৮১০
১৯০৬	১৮৫৩	৬,৯০,৭১২
১৯১৪	২,৯৩৬	৯,৫০,৯৭৩
১৯২৬	৭,২৫১	১৫,১৮,৩৯১
১৯৩৪	৮,৬৫৮	১৪,৮৭,২৩৭
১৯৩৫	৮,৮৩১	১৬,১০,৮৩২

প্রদেশানুযায়ী ১৯৩৫ এর হিসাব—

	কারখানার সংখ্যা	শ্রমিক গড় দৈনিক
বোম্বাই	১৭৪৬	৪,২০,৭১৬
বঙ্গদেশ	১৫৯৫	৫,১৩,১৯৯
মাদ্রাজ	১৪১৯	১,৬২,৭৪৫
বর্মা	৯৬৫	৯০,৩২৭
আসাম	৭০৬	৪৭,৫৫৭
মধ্যপ্রদেশ	৬৯৬	৫৯,৮৯৬
পঞ্জাব	৬৬৯	৫৮,১৯১
যুক্তপ্রদেশ	৪৯৬	১,৩৯,২৬০
বিহার উড়িষ্যা	৩০৯	৮৬,৩২৭
দিল্লী	৫৪	১৩,২২৯
আজমির	২৮	২৩,৪৮১
উপ-সীমান্ত-প্রদেশ	২৮	১,১৩১
বঙ্গলুর কুর্গ	২১	২,৫৮৪
বেলুচিস্থান	১৬	২২৭৮
মোট	৮৮৩১	১৬,১০,৯২১ শ্রমিক

কার্টরাইট (Cartwright, Edmund ১৭৪৩--১৮২৩)
ইংরেজ যন্ত্র আবিষ্কারক। অক্সফোর্ডে অধ্যয়নান্তে খৃস্টান পুরোহিতের কার্য গ্রহণ করেন: ১৭৭৯এ তিনি নূতন ধরণের তাঁত আবিষ্কার ও পশম সাফ করিবার একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। ক্রমে পাদরী-গিরি ছাড়িয়া কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। বৃটীশ সরকার ইঁহাকে ১০ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি দেন। তাঁহার নূতন তাঁত বয়ন শিল্প-জগতে যুগান্তর আনে।

কার্টরিজ্ (দ্রঃ টোটা)

কার্টুন (Cartoon)
সাধারণত কার্টুন বলিলে আমরা কোন ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক বিকৃত ছবি বুঝি; কিন্তু আসলে কা:র অর্থ, যে ছবি হইতে অনুলিপি করিয়া আসল ছবি পাওয়া যায়। র‍্যাফেল পোপের ভ্যাটিকানের এম্ব্রোয়ডারি করিবার জন্য ছবি আঁকিয়াছিলেন; এগুলিকে ছবির নেগেটিভ্ বলা যায়। কারণ সেগুলি ট্রেস্ (trace) করিয়া আসল ছবি করা হয়।

কার্ডিনাল (Cardinal)
খৃস্টীয় রোমান ক্যাথলিক ধর্মে পোপের নীচেই ৬০—৭০ জন কা: থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা পোপ নির্বাচিত হন। সকল জাতের কা: হয়; বর্তমানে ইতালির দল পুষ্ট।

কার্নিভাল (Carnival)
রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের উৎসব; ইতালিতে ইহা খুব আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়; উৎসবকারীরা জ্বলন্ত বাতি লইয়া শোভাযাত্রা করে এবং প্রত্যেকে নিজের বাতি না নিবাইয়া দিয়া অপরের বাতি নিবাইয়া দিতে চেষ্টা করে।... এদেশে একপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও জুয়া খেলার আড্ডাকে কার্নিভাল বলে।

কার্নেগি (Carnegie, Andrew ১৮৩৫-১৯১৯)
আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত কারবারের মালিক। জন্ম স্কটল্যান্ডে। ১৮৪৮ এ পিতার সহিত যুক্ত রাষ্ট্রে যান। রেলের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কেরানী হইয়া জীবন আরম্ভ করেন ও পরে ঐ বিভাগে অংশ বিশেষের (Sectional) অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে পিটস্বার্গে লোহার কারখানা আরম্ভ করেন এবং ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের Steel Corporation বা সঙ্ঘের কর্তা হন। ১৯০১এ কাজ হইতে অবসর লইয়া স্কটল্যান্ডে নিজ গ্রামে Skibo Castle এ গিয়া বাস করেন। ইনি দানবীর; ১০ কোটি পাউণ্ড নানাভাবে দান করিয়াছেন। শান্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লাইব্রেরী প্রভৃতি বিষয়ের জন্য টাকা দেওয়া আছে। বিশ্বশান্তির জন্য হল্যান্ডের রাজধানী হেগ (The Hague) নগরীতে শান্তি মন্দির (Palace of Peace) স্থাপন করেন; ইহা লীগ্ অব নেশনসের অন্তর্জাতিক সালিশী কোর্ট।

কার্পেট (Carpet) গালিচা
পশ্চিম এশিয়ায় এই শিল্পের উদ্ভব। মধ্যযুগের ইউরোপে উহা বিছানায়, টেবিলে পাতা হইত। ১৬০৭এ প্রথম ফ্রান্সে কারখানা হয়। ১৪শ লুইএর সময় Edict of Nantes রদ করিয়া আইন করিলে বহু ফরাসী ও ফ্লেমিশ কারিগর দেশ ত্যাগ করিয়া ইংল্যান্ডে যায় (১৬৮৫) ও সেই হইতে সেখানে এই শিল্পের পত্তন হয়। ভেলভেট, কারপেট সবই ইংল্যান্ডে প্রস্তুত হয়। আসল গালিচার স্থান পারস্য, কুর্দিস্থান। ভারতে সম্ভ্রান্ত-লোকেরা গালিচায় বসেন, সাহেবরা উহা ঘরের মেঝেয় পাতেন।

কারপেন্টার (Carpenter, Mary ১৮০৭—৭০)
ইংরেজ একেশ্বরবাদী মহিলা; ইঁহার পিতা Lant C. (১৭৮০-১৮৪০) বিখ্যাত Unitarian ও রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কুমারী কা: দরিদ্র জনসেবা, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। Last days of Ram Mohan Roy নামে রামমোহন রায় সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৬তে ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। ইঁহার এক ভ্রাতা (১৮১৩-৮৫) শারীরতত্ত্ব বিষয় সম্বন্ধে বিখ্যাত অধ্যাপক ও গ্রন্থকার ছিলেন।

কারবঙ্কল (Carbuncle) স্ফোটক
চামড়ার তলায় পেশীর মধ্যে পচনশীল স্ফোটক জাতীয় ব্যাধি। Staphylococuss নামে জীবাণু হইতে এই ব্যাধির উদ্ভব। ফোলা যায়গা খুব শক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। সময়মত অস্ত্র চিকিৎসা না করিলে পেশীর মধ্যে শোষ বা নালি হয়। বাঙলা-দেশের চাঁদসীর চিকিৎসা ফলপ্রদ হয় বলিয়া শোনা যায়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide)
অঙ্গার দ্ব্যম্লযান; এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে শতকরা ০·৪ ভাগ আছে এবং জীবের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস হইতে বাহির হয়। উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজন; সূর্যের আলোকে উদ্ভিদের সবুজ পাতা বায়ু হইতে এই গ্যাস্ আহরণ করে এবং ইহাকে ভাঙিয়া অক্সিজেন অংশকে বায়ুমণ্ডলে পুনরায় মুক্ত করিয়া দেয় এবং কার্বন বা অঙ্গার অংশ খাদ্য প্রস্তুতের জন্য গ্রহণ করে। কয়লার খাদে, পুরাতন কূপে, বদ্ধ গুহায় ইহা জমে। ১৫—২০%এর অধিক এই গ্যাস কোথায়ও জমিলে উহা মানুষের পক্ষে

প্রাণনাশক হয়। এই দূষিত বায়ু বন্ধ ঘরে, সিনেমা, থিএটর হলে জমে বলিয়া, উহা দূর করিবার জন্য নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কার্‌বনকে ডাইঅকসাইড যন্ত্রের সাহায্যে কঠিন (Solid) করা যায়; দেখিতে হয় বরফের মত। আইস্‌ক্রীম তৈয়ারীতে ইহা লাগে; ইহা বরফ হইতে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। (দ্রঃ অঙ্গারাম্লযান; সোডা ওয়াটার)।

কার্‌বন পেপার (Carbon paper)

পাতলা কাগজের উপর কালি বা বেগুনী রঙ ভাসেলিন জাতীয় দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া মাখাইতে হয়। এই কার্‌বন কাগজের উপরে ও নীচে শাদা কাগজ রাখিয়া উপরের কাগজে পেন্সিলের সাহায্যে লিখিলে, নীচের কাগজে ছাপ আপনি পড়িয়া যায়। টাইপরাইটিং মেশিনেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কালি দিয়া লিখিবার মত একপ্রকার কাঃ কাগজ আছে।

কার্‌বন মনোক্‌সাইড (Carbon Monoxide)

অগ্নিদাহের সময় অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলে এই বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। চিম্‌নির গ্যাসে, ব্লাস্টফার্নেসের গ্যাসে এবং আগ্নেয়গিরির ধূমের মধ্যে অঙ্গার একাম্লযান (CO) থাকে। ল্যাবোরেটরীতে অকসালিক অ্যাসিডের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়া এই গ্যাস প্রস্তুত করা যায়; ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং বায়ু হইতে সামান্য লঘু। ইহা জলের মধ্যে সামান্য দ্রবীভূত হয় এবং ইহাকে পুড়াইলে কার্‌বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা বিষাক্ত; কয়লার খনির মধ্যে ইহা অল্প জমিলেও অত্যন্ত বিপদজনক হইতে পারে।... জ্বলন্ত কোক (Coke) কয়লার ভিতর দিয়া ষ্টীম (বাষ্প) চালিত করিলে কারবন মনোকসাইড ও হাইড্রোজেনের একটি মিশ্রণ হয়; ইহাকে ওয়াটার গ্যাস বলে; এই গ্যাস জ্বালানি (fuel) রূপে ব্যবহৃত হয়।...জ্বলন্ত কোক্‌ ও বাতাসের সংযোগে (reaction) কাঃ মঃ ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণে প্রোডিউসার গ্যাস (Producer Gas) উৎপন্ন হয়। ইহাও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ গ্যাস্‌)

কারবলিক অ্যাসিড (Carbolic Acid)

জৈব মিশ্রপদার্থ; ফেনল্‌ (Phenol) নামেও পরিচিত। আলকতরা হইতে চোলাই করিয়া এই উপসামগ্রী (by product) পাওয়া যায়। আলকাতরা-চোলাই তরলের মধ্যে ন্যাপথালিন ও অন্যান্য অপরিষ্কার অ্যাসিড থাকায় উহাকে পুনরায় চোলাই ও সাফ করিলে যে বর্ণহীন ক্রিষ্টাল স্তূপ অবশিষ্ট থাকে তাহাই কাঃ অ্যাসিড। ইহার গলনাঙ্ক ৪৩° (C) এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৮২°। এই সামগ্রী সহজে বায়ু ও জল শোষণ করিয়া গোলাপী রঙ পায়।...ইহা রোগ বীজাণু ধ্বংসকারী। ইহা পিক্‌রিক্‌ (Picric) অ্যাসিড, স্যালিসিলিক (Salicylic) অ্যাঃ, কৃত্রিম রঞ্জন (dyes), ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো সাবান ও দন্ত মাজনে সামান্য পরিমাণে দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং ইহার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। ১৮৩৪এ Runge ইহা আলকাতরার মধ্যে সবপ্রথম আবিষ্কার করেন।

কারবাইড্‌ (Carbide)

শহরে ও গ্রামে যেখানে ইলেকট্রিক আলো নাই সেখানে লোকে কাঃ ব্যবহার করিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের আলো তৈয়ারী করে। কারবাইড্‌ প্রস্তুত প্রণালী খুব জটিল নহে; চুন ও পাথুরে কয়লার গুঁড়া ইলেকট্রিক চুল্লিতে একত্র উত্তপ্ত করিলে উহারা মিশিয়া গিয়া Calcium Carbide হয়। এক পাউণ্ড কয়লা গুঁড়ার সহিত ১·৫৪৮৬ পাঃ চুন মিশাইবার অনুপাত। ১৮৯২এ Thomas L. Willson নামে একজন কানাডীয় বিজ্ঞানী কাঃ প্রস্তুত প্রণালীর বিশেষ উন্নতি করেন।

কারবিউরেটার (Carburettor)

গ্যাস্‌ বা অইল ইন্‌জিনে অতি তরল পেট্রোল বা অপরিস্রুত মোটা পেট্রোলিয়াম (Crude) জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়। কাঃ নামে যন্ত্রের সাহায্যে এই তেল বাষ্পীভূত হইয়া যায়; দুইটি ছিদ্র দিয়া প্রয়োজনমত বায়ু এই কাঃ এর কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। জ্বালানি তৈলের সূক্ষ্ম কণার সঙ্গে বায়ুকণার সংযোগ হইলে তবেই তৈল জ্বলিতে পারে। কাঃ যন্ত্র বায়ুর সঙ্গে জ্বালানি তেলের এই যোগ করাইয়া দেয়।

কারবোহাইড্রেট (Carbohydrates)

শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য; যত প্রকার শস্য (cereals), এবং বীজ (seeds) আছে সমস্তই এই জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। চাল যব গম বার্লি সাগু এরারুট, সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ চিনি, গুড় এবং মিষ্টতাযুক্ত খাদ্য, আলু প্রভৃতি। কাঃ কে শরীরের ইন্ধন বলা হয়, কারণ ইহার অঙ্গার অংশের দাহনের দ্বারা শরীর কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। শারীরিক পরিশ্রম বেশী হইলে কাঃ খাদ্যের বেশি প্রয়োজন হয়। শ্রমজীবীরা যে পরিমাণ ভাত রুটি খাইতে পারে, শিক্ষিত ব্যক্তি বা শ্রমবিমুখ ব্যক্তি তাহা পারে না। কিন্তু সাধারণত আমরা কাঃ খাদ্য অতিরিক্ত আহার করি, ফলে হজম শক্তি কমিয়া যায় এবং বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। বাঙালীর বহুমূত্র রোগের অন্যতম কারণ অপরিমিত কাঃ খাদ্য ভোজন।

কারমাইকেল, লর্ড (Carmichael ১৮৫৯-১৯২২)

১৯১১ মাদ্রাসের গভর্নর হইয়া ভারতে আসেন। বঙ্গচ্ছেদ রদ হইয়া গেলে ১৯১২এ বিহার-উড়িষ্যা পৃথক্‌ প্রদেশ

হয় ও ইনি সমগ্র বাঙলার প্রথম 'গভনর' হন। ইতিপূর্বে লাটদের লেফট্‌নেণ্ট-গভর্নর বলিত। ইনি ১৯১৬ পর্যন্ত শাসন করেন। ইঁহার সময়ে ইউরোপীয় সমর বাঁধে। লর্ড হার্ডিংজ সমসাময়িক বড়লাট (১৯১০-১৬)। লর্ড কারমাইকেলের নামে দুইটি কলেজ আছে। (১) কলিকাতার উত্তর দিকে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ। পূর্বে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল Cal. Med. School and College of Physicians and Surgeons. ১৮৮৬ সালে Cal. School of Medicine নামে ইহার পত্তন হয়; ১৮৮৮ হইতে মেয়ো হাসপাতালে ছাত্ররা শিক্ষার জন্য যাইত। পরে ১৯০২এ নিজস্ব হাসপাতাল হয়। ১৯১১র পর হইতে ইহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা সুরু হয়। অবশেষে ১৯১৬এ লর্ড কারমাইকেলের দ্বারা বেলগাছিয়া মেডিকাল কলেজ নামে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার ছাত্ররা কলিকাতা মেঃ কলেজের ছাত্রদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয় ও এম.বি. উপাধি পায়। (২) রঙপুরের কলেজের নাম কারমাইকেল কলেজ। ১৯১৭এ প্রতিষ্ঠিত। তাজহাটের জমিদার রাজা বাহাদুর গোপাল লাল রায় ১লক্ষ টাকা, টেপার জমিদার অন্নদামোহন রায় চৌধুরী ১লক্ষ টাকা ও কাশীম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এই অর্থে ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

কারলাইল (Carlyle, Thomas ১৭৯৫-১৮৮১)

ইংল্যান্ডের চিন্তাশীল গদ্য লেখক। ইনি জারমেন ভাষা শিখিয়া গোটে (Goethe) ও অন্যান্য জারমেন লেখককে ইংরেজদের নিকট সুপরিচিত করেন। জারমেন সাহিত্য সম্বন্ধে ইহার বহু রচনা আছে। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ এককালে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। এ ছাড়া গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরেজী জানা জগতকে প্রভাবান্বিত করেন। তাঁহার Hero and Hero Worship, Sartor Resartus, French Revolution প্রভৃতি গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত।

কারলাইল সার্কুলার (Carlisle Circular)

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙলা গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক সভা সমিতি সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দেন; স্কুলের ছাত্রদের সভায় যাওয়া অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই আইন সেই সময়ে বঙ্গীয় সরকারের প্রধান সেক্রেটারী স্যর আর, ও, কারলাইল কর্তৃক প্রচারিত হয়। এই সার্কুলার বা ইস্তাহারের বিরুদ্ধে সেই যুগের ছাত্র ও যুবকগণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি (দ্রঃ) স্থাপন করে। কারলাইলের জন্ম ১৮৫৯। ১৯১৩এ অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যান।

কারাগার

আদালতের বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী, বিচার-সাপেক্ষ বা বিচারাধীন জামিনে-মুক্তি-না-পাওয়া আসামী, বিনাবিচারে অন্তরীনাবদ্ধ রাজবন্দী প্রভৃতিকে আটক রাখার স্থান। প্রত্যেক মহকুমায় ও জেলার সদরে কারাগার আছে। এছাড়া বালক অপরাধীদের জন্য 'রিফর্মেটারি' (Reformatory, Borstal) বা সংশোধনাগার আছে। রাজদ্রোহ ও হত্যাপরাধে দণ্ডিত অপরাধীকে দ্বীপান্তরে আন্দামানে (দ্রঃ) পাঠান হয়। ইংল্যান্ডে পূর্বে কারাগার অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর ছিল। হাওয়ার্ড, এলিজাবেথ ফ্রাই প্রভৃতির চেষ্টায় কারার উন্নতি হয়। বর্তমানে অনেক দেশে কারাগারের কয়েদীদের নানারূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। জেলার সিবিল সার্জন ডাক্তার কারাগারের পরিদর্শক; স্থানিক কর্তাকে জেলার (Jailor) বলে। কারাগারের মধ্যে সাধারণ কয়েদীদের জন্য ওয়ার্ড বা বিভাগ, স্ত্রী-কয়েদীদের ওয়ার্ড, বিপদজনক বা হত্যাকারী কয়েদীদের ওয়ার্ড, পৃথক পৃথক আছে। কারাগারের প্রাঙ্গনে ফাঁসি হয়। (দ্রঃ জেল, কয়েদী)

কারিবু (Caribou)

বলগা হরিণের একটা জাতি; কানাডা ও গ্রীন্‌ল্যান্ডে পাওয়া যায়। ইহাকে পোষ মানানো যায় নাই; ইহার শিং খুব বড় হয়।

কারেন (Karen Tribe)

দঃ বর্মার একটি আদিম জাত; ইহাদের ভাষা বর্মী হইতে পৃথক। স্কোয়া (Skaw) কারেন, পো কারেন, পোকু-কারেন প্রভৃতি উপজাতিতে বিভক্ত। ইহাদের অধিকাংশই খৃস্টান। ইহারা অত্যন্ত বর্মী-বিদ্বেষী। বেসিনে ইহাদের প্রধান বিদ্যা-কেন্দ্র। তিনটি উপজাতির উপভাষায় খৃস্টান পাদরীরা পৃথক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন এবং এক উপজাতি অন্য উপজাতির ভাষা কষ্টে বোঝে।

কারোয়া, কাওড়া (Carum Carui; Black Caraway) দ্রঃ কাওড়া জীরা।

কার্ত্তবীর্যার্জুন

নর্মদা তীরস্থ হৈহয় রাজ্যের রাজা; রাজধানী মাহিষ্মতী। ইনি অমিত বল ও সহস্রবাহু ছিলেন; একবার রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। জমদগ্নির আশ্রমে কামধেনু নন্দার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া উহা লাভ করিবার জন্য জমদগ্নির সহিত যুদ্ধ করেন; যুদ্ধে জমদগ্নি নিহত হন। তাঁহার পুত্র পরশুরাম কাঃ কে যুদ্ধে হত্যা ও ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।

কার্ত্তিক

অসুরদের সহিত যুদ্ধে দেবতারা পরাভূত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। মদনের সহায়তায় মহাদেবের তপোভঙ্গ করা হয়; ইহার পর উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ ও কার্ত্তিকেয় নামে অমিত-তেজ পুত্রের জন্ম হয়। চন্দ্রপত্নী কৃত্তিকা শুশ্রূষারা এই সন্তানকে পালন করেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নাম হয়। নানা পুরাণে নানারূপ গল্প আছে। তারক নামে মহাসুরকে বধ করিবার জন্য ইনি খ্যাত। ইঁহারই জন্ম-আখ্যান লইয়া কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করেন।...দুর্গা প্রতিমার পাশে ময়ূরাসনে কার্ত্তিকেয় থাকেন।

কার্ত্তিক মাস

বাংলা মতে বৎসরের ৭ম মাস। ইংরেজি ১৬।১৭ অক্টোবর হইতে ১৬।১৭ নভেম্বর। এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleidos) যুক্ত। হিন্দুরা এই মাসে আকাশ-প্রদীপ দেয়। বৈষ্ণবরা ঘরে ঘরে নাম কীর্তন করে। এই মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা হয়।

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (১৮৩৪ – ১৮৮৫)

পিতা উমাকান্ত; এই বংশ কৃষ্ণনগর রাজবংশে কাজ করিতেন। কাঃ পার্শী ও পরে ইংরেজি শিক্ষা করিয়া কিছুকাল মেডিকাল কলেজে পড়েন। কিন্তু উহা ছাড়িয়া রাজস্টেটে কাজ লন ও ক্রমে দেওয়ান হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ:—'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' কৃষ্ণনগরে রাজবংশের ইতিহাস, 'গীতমঞ্জরী' ও 'আত্ম-চরিত'। ইঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রলাল, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্রঃ) ও হরেন্দ্রলাল। (দ্রঃ বঙ্গভাষার লেখক; ব-সা-সেবক)।

কার্ত্তিকেয় নক্ষত্র (Bellatrix)

কালপুরুষের উজ্জ্বল তারা (দ্রঃ বেলাত্রিস্)। দেখিতে শাদা ও ২য় ম্যাগনিটিউডের ঔজ্জ্বল্য।

কার্নাটিক যুদ্ধ (Carnatic War)

১ম যুদ্ধ ১৭৪৬—৪৮। ১৮শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল (War of the Austrian Succession)। ফলে ভারতেও ফরাসী ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৭৪২এ ডুপ্লে ফরাসী ঈ-ই-কোংর গভর্নর নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ সন্ধান করিতে থাকেন। কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীন তাঁহার রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ নিষেধ করেন। ১৭৪৫এ ফরাসী নৌ-সেনাপতি বুর্দনে (La bourdnais) সমুদ্র হইতে লা মাদ্রাজ অধিকার করেন। ডুপ্লে কর্ণাটের নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে মাদ্রাজ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু উহা না পাওয়ায় তিনি ফরাসীদের আক্রমণ করেন ও ডুপ্লের দ্বারা পরাজিত হন; ইংরেজরাও পণ্ডিচেরি আক্রমণ করিতে গিয়া পরাভূত হইল। ইউরোপে আই-লা-শাপেলের (Aix-la Chapelle ১৭৪৮) সন্ধি অনুসারে ইংরেজ ও ফরাসিগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় এদেশে যুদ্ধ বন্ধ হয়।

২য় কার্নাটিক যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪)। ১৭৪৮এ নিজাম আসাফজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাসির ও দৌহিত্র মুজাফর জঙ্গ-এর মধ্যে সিংহাসন লইয়া কলহ হয়। ঐ সময়ে কর্নাটকের সিংহাসন লইয়া আনোয়ারউদ্দীন ও চাঁদ সাহেবের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। ডুপ্লে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে মুজাফর জঙ্গকে ও কর্ণাটকের মসনদে চাঁদ সাহেবকে বসাইবার জন্য সাহায্য করিলেন। ১৭৪৯ আনোয়ারউদ্দীন যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনাপল্লীতে পলায়ন করিলেন। তারপর তিনি ও নাসির জঙ্গ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিছুকাল পর নাসির, মুজাফরকে বন্দী করিলেন। কিন্তু পরে নাসির যুদ্ধে নিহত হইল। মুজাফর মুক্ত হইয়া ১৭৫০ নিজাম-সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সলাবৎ জঙ্গ নিজাম হন। অপর দিকে, মহম্মদ আলি চাঁদ সাহেব কর্তৃক ত্রিচিনপল্লীতে অবরুদ্ধ রহিলেন। তখন ক্লাইভ কর্নাটকের রাজধানী আর্কট অবরোধ করায় চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। চাঁদ সাহেব বন্দী হইলেন ও মহম্মদ কর্ণাটকের নবাব হইলেন। এমন সময়ে (১৭৫৪) দেশে ফিরিবার জন্য ডুপ্লের উপর আদেশ আসিলে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল।

৩য় কার্নাটিক যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) ইউরোপে সপ্ত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years War ১৭৫৬-৬৩) আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসীতে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ফরাসী সেনাপতি বুসী 'উত্তর সরকার' প্রদেশ লাভ করিলেন। এদিকে ১৭৫৬ ক্লাইভ ফঃ উপনিবেশ চন্দননগর ও ফঃ সেনাপতি লালী ১৭৫৮ সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু তাঞ্জোর আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। তারপর মাদ্রাজ অধিকারের জন্য লালী উত্তর সরকার হইতে বুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইং সেনাপতি কর্নেল স্ট্রীনজার লরেন্স মাদ্রাজে ফরাসীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা উত্তর সরকার অধিকার ও নিজাম রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ১৭৬০এ বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ইংরেজরা পন্দিচেরী অধিকার করে। ১৭৬৩ ইউরেপে সন্ধি (Treaty of Paris) হইবার পর ফরাসীরা আবার জায়গাগুলি ফেরত পায়।

কাল কচু (Arum colocasia)

উদ্ভিদ বিশেষ।

কাল কস্তুরিকা (Hibiscus abelmoschus)

বর্গের দুই হাত উচ্চ শাক বিশেষ। এই গাছের বীজে কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যায়। ফুল বড়, মাঝে লাল; ফল পাঁচ-কোণা; গাছের ছালে আঁশযুক্ত পাট আছে। একারে ৮০০ পাউণ্ড (১০%মন) পাট হয়। বীজ হইতে ৬২% তৈল পদার্থ ও নির্যাস পাওয়া যায়। তেলের বর্ণ সবুজ। ঔষধে ব্যবহার হয়।

কাল কাসন্দা (Cassia occidentalis)

কাসন্দা (সং-কাসমর্দ) কাঞ্চনাদি বর্গের ছোট বর্ষায়ু বন্য ক্ষুপ (C. Sophora)। শাখা সবুজ, পাতায় ৬-১২ জোড়া পর্ণ, কেশর ৭টা। কাল কাসন্দার ডাল ঈষৎ লাল, পাতায় ৩-৫ পর্ণ। শুঁটি চেপ্টা। গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মে। ইহার বল্কল, পত্র ও বীজ কোষ্ঠকারক রূপে ব্যবহৃত হয়। চন্দনের সঙ্গে বাটিয়া দিলে বেশি উপকারী হয়। নানা জাতীয় কাঃ গাছের মধ্যে chrysophenic acid পাওয়া যায়। ইহা দদ্রুনাশক। বহু রোগে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ যোগেশ; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ২৬৮)

কালকূট (kind of poison)

দ্রঃ অতিবিষা, কাঠবিষ, গন্ধবোল।

কালকেতু

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর (দ্রঃ) মধ্যে এই ব্যাধের কথা আছে। ইনি ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর, শিবের শাপে পৃথিবীতে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

কালকেয়

দানবগণ; বৃত্রাসুরের অনুচর। কাশ্যপ ও কালকার সন্তান। বৃত্রের বধের পর ইহারা সমুদ্রে লুকায় ও মাঝে মাঝে সেখান হইতে আসিয়া উৎপাত করিত। অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিলে তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে ও দেবতারা তাহাদের বিনাশ করেন। অনেকের অনুমান যে কালকেয় অসুরগণ অনার্য জলদস্যু; স্থল হইতে তাড়িত হইয়া জলে আশ্রয় লয়। অন্য মতে ইহারা হিরণ্যপুরে বাস করিত এবং অর্জুন স্বর্গবাস কালে ইহাদের ধ্বংস করেন।

কালজীরা (Ranunculaceæ, Nigella, Sativa Indica) কৃষ্ণজীরক, কারবী, কৃষ্ণাজাজী। বর্ষায়ু শাক। দেখিতে দানাদার বারুদের মত; বীজগাত্র উঁচুনীচু। কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের ভিতর শাদা, তৈলাক্ত, সুগন্ধি শস্য থাকে; লেবু বা কাবাবচিনির মতো গন্ধ; স্বাদ যেন রসুনের মতো। ঔষধে ও রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে সুপরিচিত। চর্মরোগের ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান। ভারতের নানাস্থানে চাষ হয়; দঃ ইউরোপে স্বচ্ছন্দজাত। দুই প্রকার তৈল হয়—(১) সুগন্ধযুক্ত উদ্বায়ী, কৃষ্ণবর্ণ; (২) বর্ণহীন, রেড়ির তেলের মত ঘন তেল। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ৩১১; বনৌষধি দর্পণ)।

কাল্দিরন (Calderon, Pedro ১৬০০—৮১)

স্পেনীয় কবি। প্রথম দশ বৎসর সৈন্য; রাজা ফিলিপের বিনোদন অধ্যক্ষ; পরে সন্ন্যাসী ও পুরোহিত হন। প্রায় ১২০ নাটক ও ৭০ ধর্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধ রচনা করেন।

কালদীয় (Chaldean)

মেসোপটমিয়া বা বর্তমান ইরাক রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দেশের অধিবাসীদের কালদীয় বলা হয়। দক্ষিণ ইউফ্রাতিস্ নদী ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে ঐ দেশ অবস্থিত ছিল। অসীরিয় ভাষায় 'কসাদু' ও প্রাচীন বাইবেলে 'কসদিম্' নামে উল্লিখিত। অধিবাসীরা মরু-আরব অথবা কুর্দস্থানের মালভূমি হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। ইহাদের রাজধানী ছিল বিত-য়াকিন (Bit-yakin)। খৃঃ পূঃ ৭২১এ কালদীয়রাজ ২য় মেরোদক-বলদান বাধিলন বা ববের অধিকার করিয়া তথাকার রাজা হন। এই বংশ ৫৫৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে; তৎপরে বাবিলনীয় রাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। কালদীয় ভাষা বাবিলনীয়র অনুরূপ; কালদীয়দের তন্ত্র, মন্ত্র, মাদুলী প্রভৃতি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে।

কালনেমি

(১) দানব; দেবতাদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হন। পরে বিষ্ণু চক্রদ্বারা ইহার মস্তক ছেদন হয়। (২) এক রাক্ষস, বিষ্ণু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাবণের মাতামহ সুমালীর সহিত পাতালে গিয়া বাস করে। (৩) কৃত্তিবাসী রামায়ণে কাঃ রাবণের মাতুল। হনুমান বিশল্যকরণী আনয়নার্থে গন্ধমাদন পর্বতে গেলে, রাবণের পরামর্শে ও অর্ধেক লঙ্কা পাইবার প্রতিশ্রুতিতে কালনেমি তথায় গিয়া হনুমানকে কৌশলে বধ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু অবশেষে নিজেই নিহত হয়। চলিত্ কথা আছে, 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

কালপুরুষ (Orion)

মধ্য গগনের তারকাপুঞ্জ। ভরত বা নীল—Rigel (উজ্জ্বলতা ০·৩), আর্দ্রা, Betalgeuse (০·৯), কৃত্তিকা Bellatrtx (১·০), এবং ৪৫টি নক্ষত্র (৪ হইতে ৫·২ উজ্জ্বলতা) এই বর্গে আছে। একটি বিরাট সর্পিল নীহারিকাকে (Spiral nebula) ঘিরিয়া এই নক্ষত্র রাশি চলিতেছে; অনুমান হয় এইগুলি একটি নক্ষত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী হইতে এই তারকাপুঞ্জের গড়

দূরত্ব আন্দাজ ৬০০ আলোক-বর্ষ (দ্রঃ আলোক-বর্ষ)...গ্রীক পুরাণ মতে ওরায়ন একজন বিখ্যাত শিকারী।

কালপুরুষ, যম

যমের অপর নাম। ইনি তাপস বেশে রামের সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া তাঁহার বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসেন। তৎপূর্বে তিনি রামকে এই প্রতিজ্ঞা করান যে তাঁহাদের আলাপের সময় যে কেহ সেখানে আসিবে তাহাকে বর্জন করিতে হইবে। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় দুর্বাসা মুনি রাম দর্শনার্থী হইয়া আসেন। শাপভয়ে লক্ষ্মণ দুর্বাসার আগমনবার্তা রামকে জ্ঞাপন করেন। এইজন্য লক্ষ্মণকে বর্জন করিতে হয়।

কালবেলা ও বারবেলা

দিনমানকে ৮ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে যামার্ধ কহে। রবিবারে ৪র্থ ও পঞ্চম, সোমবারে ৭ম ও ২য়, মঙ্গলবারে ২য় ও ৬ষ্ঠ, বুধবারে ৫ম ও ৩য়, বৃহস্পতিবারে ৮ম ও ৭ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, শনিবারে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম যামার্ধকে যথাক্রমে বারবেলা ও কালবেলা বলে। হিন্দুদের মতে শুভ কার্য এই সব সময়ে পরিবর্জনীয়।

কালবৈশাখী

বাঙলাদেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে বৈকালের দিকে অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড ঝড় হয়, তাহাকে কালবৈশাখী বলে। দক্ষিণের সমুদ্রোত্থিত জলো-হাওয়া স্থলের দিকে আসে—উত্তরের হিমালয়ের শীতল বাতাস পূর্ব হইতেই দক্ষিণ দিকে বহিতে থাকে। এই উভয় দিককার বায়ু স্রোতের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে ও ফলে ঝড় হয়। ভারী উত্তুরে-হাওয়া জলো-হাওয়াকে উপরে উঠাইয়া দেয়। জলো-হাওয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া ঠাণ্ডায় জমিয়া যায় ও শিলাবৃষ্টি রূপে নিচে পড়ে। বৃষ্টির পর দঃ হাওয়ার আর পূর্বের জোর থাকে না। প্রতি বৎসর এই ঝড় পল্লীগ্রামের অনেক ক্ষতি করে।

কালবোস,—বৌস,—বসু মাছ (Labeo Calbasu)

কুরসা (দঃ বঙ্গ)। রোহিত তুল্য মৎস্য; প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; পাখনা কালো। মুখ সরু, পাশে দুইটা ছোট দুইটা বড় গোঁফ আছে। দেহ মোটাসোটা। মুখের থুতনি প্রায় নাই। দীর্ঘতম ৩ ফুট পর্যন্ত হয়। উত্তর ভারতের বহুস্থানে পাওয়া যায়; সাধারণত পুকুরে চাষ হয়। ছিপে খায়।

কালভৈরব

শিবের অংশজাত অনুচর। ব্রহ্মা পূর্বে পঞ্চমুখ ছিলেন; কোনো পাপের জন্য কাশীতে আসেন ও কালভৈরব তাঁহার এক মুণ্ড ছিন্ন করেন; সেই হইতে ব্রহ্মার চতুর্মুখ। কাশীতে কালভৈরবের মন্দির আছে।

কাল মহামারী, কৃষ্ণ মড়ক (Black Death)

১৩৪৮ ও '৪৯এ সমগ্র ইউরোপে একপ্রকার মহামারী দেখা দেয়; রোগীদের গায়ে এক প্রকার কাল দাগ ফুটিয়া উঠিত বলিয়া ইহাকে ইংরেজিতে Black Death নাম দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ইহাতে মারা যায়। ব্যাধি চীনদেশ হইতে আরম্ভ হয় ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়া কনস্টান্টিনোপল দিয়া ইতালিতে পৌছায় এবং সেখান হইতে সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলে। লোকক্ষয়ের ফলে সর্বত্র মজুরদের দাম বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক জগতে নানাভাবে যুগান্তর আসে।

কালমুখ (Kalmukhs)

মংগোল জাতির শাখা; জুঙ্গুরিয়া কোকোনর, উত্তর তিব্বতের বাসিন্দা। ভল্গা নদের তীরে সোভিএট রিপাবলিকে কালমুখদের এক দল বাস করে। আস্ত্রাখন রাজধানী। ইহাদের মধ্যে অনেক শাখা তিব্বতী বৌদ্ধ লামাদের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

কালমেঘ (Andrographis Paniculate)

সংস্কৃত কিরাট, ভূনিম্ব, ইং The creat; দেশী চিরতাও বলে। উত্তর ভারতের বর্ষায়ু ওষধি; ইহাকে প্রায় সর্বত্র বেড়ার গায়ে জন্মিতে দেখা যায়, বাগানেও রোপিত হয়। পাতা মৎসাকার, খস্‌খসে তবে শুঁয়া নাই। বড় বড় শিষে গুচ্ছাকারে ফুল ধরে; ফুল শাদা, ভিতরে আনীল চিহ্ন; কেশর হয়। আয়ুর্বেদে এই গাছের উল্লেখ নাই; তবে দেশীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কটু, বলকারক। ছেলেদের পেটের অসুখের জন্য ইহার পাতার রস গ্রামে ব্যবহৃত হয়। আলোই (দ্রঃ) নামে শিশুদের গ্রাম্য ঔষধের প্রধান উপাদান। উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। দ্রঃ Chopra 280—1; Watt 69—70।

কালযবন

গার্গ্যর ঔরসে গোপালী নামে অপ্সরীর গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। কাঃ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দের প্রধান শত্রু ছিল। যাদবগণ ইহার ও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যায়। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে মথুরায় ফিরাইয়া আনেন ও কাঃর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়ন-ছলে হিমালয়ে মুচুকুন্দের গুহায় আশ্রয় লন। কাঃ মুচুকুন্দের গুহায় গিয়া নিদ্রিত মুঃকে কৃষ্ণবোধে পদাঘাত করিতে থাকে। মুচুকুন্দের ক্রোধাগ্নিতে কালযবন দগ্ধ হয়।

কালরাত্রি

রাত্রিমানের ৮ ভাগের এক এক ভাগকে যামার্ধ কহে। রবিবারের ৬ষ্ঠ, সোমের ৪র্থ, মঙ্গলের ২য়, বুধের ৭ম, বৃহস্পতিবার ৫ম, শুক্রের ৩য়, শনির ১ম ও ৮ম যামার্ধ কালরাত্রি। হিন্দুপঞ্জিকা মতে এই সময় পরিত্যাগ করিয়া সকল কায করণীয়।

কালশিরা, শিটা (Bruise)

অনেক সময়ে দেহের কোন স্থানে আঘাতের ফলে উপরের চর্ম বিক্ষত হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীগুলি আঘাতের দ্বারা ছিন্ন হইয়া চামড়ার নিচে প্রচুর রক্তস্রাব ঘটায়; ইহাতে চর্ম বিবর্ণ হয় ও ফুলিয়া উঠে। আহত স্থান প্রথমে লাল ও পরে রক্ত জমিয়া গেলে কালো হয়। এই সব আঘাতে ঠাণ্ডাজলের পটি, বরফ, আর্নিকা লোশন প্রভৃতি দিলে উপকার হয়।

কালা (Deaf)

জন্ম-কালা ছাড়া কর্ণের রোগাদির জন্য মানুষ অনেক সময়ে শুনিতে পায় না। কর্ণাবর্তের (কান দ্রঃ) প্রদাহ বা ফোলা, 'খোল'এর আধিক্য, অথবা কর্ণপটহে আঘাতাদি লাগিলে আভ্যন্তরীন নার্ভসমূহ আহত হয় ও তাহারা শব্দ-তরঙ্গ মস্তিষ্কে বহন করিতে পারে না। এইরূপ হইলে লোকে কালা হয়। ইন্‌জিনে বা গোলন্দাজী বিভাগে যাহারা কাজ করে তাহারা নিরন্তর ভীষণ শব্দ শুনিতে শুনিতে সাধারণ শব্দ শুনিতে পায় না। বৃদ্ধ বয়সে নার্ভতন্ত্র শিথিল হইয়া আসিলে লোকে কালা হয়। নাকের গেঁজ (adenoids), নাসিকার সর্দি প্রভৃতিতেও বধিরতা আনে। কোনো কোনো লোক কথা শুনিতে শুনিতে মাঝে কথা শুনিতে পায় না বা বুঝিতে পারে না। বোবারা সম্পূর্ণরূপে কালা হয় (দ্রঃ বোবা)

কালাজ্বর (Kala-azar ; Leishmaniasis).

কালাজ্বর কতক বিষয়ে ম্যালেরিয়ার অনুরূপ হইলেও এই জ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই শব্দটি আসামী, অর্থ কৃষ্ণবর্ণ রোগ। ৬০ বৎসর পূর্বে এই রোগের পরিচয় ও প্রকোপ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের কোন জ্ঞান ছিল না। ইহার জীবাণু আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ইহা নানা নামে পরিচিত ছিল। আসামে এই জ্বর বাংলার ম্যালেরিয়ার ন্যায়ই এককালে মড়ক আকারে গ্রামে দেখা দিত; ইহার মৃত্যু-হার ছিল শতকরা ৯৫। চিকিৎসকগণ বহুকাল ইহাকে ম্যাঃ র একটি বিভিন্ন রূপ মাত্র মনে করিতেন; Manson ১৯০৩ সালে প্রথম বলিলেন যে ইহা ম্যাঃ নহে এবং নিদ্রারোগের জীবাণু Trypanosome হইতে এই ব্যাধির উৎপত্তি। লিস্‌ম্যান (Leishman) নামে ডাক্তার কালাজ্বরের রোগীর প্লীহারস পরীক্ষা করিয়া টিপানোসোম সদৃশ নূতন জীবাণু আবিষ্কার করিলেন; ইহার পর ডাঃ রজার্স (Rogers) এই বিষয়ে বহু তথ্য পূর্ণ গবেষণা করেন। এ পর্যন্ত চারি প্রকার লিশমানিয়া জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহারা দেখিতে অতিক্ষুদ্র, গোলাকৃতি। স্যান্ড্ ফ্লাই (Sandfly) নামে এক প্রকার মাছির উদরে গিয়া ইহারা বাড়ে। দশ দিনের মধ্যে ইহারা মাছির হুলের মধ্যে আসিয়া বাস করে। মাছি জীবদেহে হুল লাগাইয়া ফুৎকার দিয়া জীবাণুগুলিকে দেহে ঢুকাইয়া দেয় ও পরে রক্ত চুষিয়া খায়।…কুইনাইন দিয়া এই চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। ১৯১৫এ ডাঃ রজার্স অ্যান্টিমনি দিয়া চিকিৎসা সুরু করেন ও পরে ১৯২১এ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ইউরিয়া স্টিবামিন্ (দ্র) আবিষ্কার করেন। ইহার পরও কয়েক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে।…১৯৩২এ বাংলাদেশে ১০,৭২০ জন রোগী এই রোগে মারা যায়।

কালাদানা (Ipomœa hederacea)

নীল কলমী গাছ। কলম্বী আদি বর্গের বর্ষায়ু লোমশলতা; চার হাজার ফিট উচ্চ স্থানে জন্মে; অনেকে নীলবর্ণ ফুলের জন্য বাগানে শীতকালে রোপণ করে। গাছের পাতা ও ফুল বড় বড়, বীজ শোঁযুক্ত, অত্যন্ত ঘনভাবে অবস্থিত। ইহা বিলাতি ঔষধের তালিকাভুক্ত। বীজকে কালাদানা বলে। ইহা উত্তম বিরেচক। ইহার শিকড় হইতে এক প্রকার গঁদ পাওয়া যায়। উহাও ভাল জোলাপ। ভাল জাতের কালাদানা মেক্সিকোর আন্দিস পর্বত হইতে আনাইয়া গত শতাব্দীতে ভারতে রোপা হয়। (Chopra 185-6 ; Watt 686)।

কালাপাহাড়

মুসলমান সেনাপতি। ইনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন; নাম ছিল রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। কোনো মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে এই পাপ প্রস্তাবের জন্য তুষানলে দগ্ধ হইতে উপদেশ দেন। এই তিরস্কারের জন্য তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন ও বাঙলার নবাব সুলেমান কররানির ও পরে দাউদের সেনাপতি হইয়া আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেব মন্দির ও মূর্তি ভাঙিয়া হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ লন। পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহও দগ্ধ করেন (১৫৬৫)। ইনি আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর সহিত যুদ্ধে উড়িষ্যায় প্রাণ হারান (১৫৮০)।

কালাম

ইহা আরবী 'কলমা' শব্দের বহুবচন, অর্থ বাক্যাবলী, বাণী, ভাষা, কবির রচনা প্রভৃতি। ইহার 'বাণী' অর্থ হইতে কোরানের অন্য নাম কালামুল্লাহ বা আল্লার বাণী।

ইস্‌লামী ধর্মতত্ত্বকে এলমুল কালাম বলা হয়, ইহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইবনে খল্লিকান প্রভৃতির মতে কালামুল্লা বা ঈশ্বরের বাণীগুণ এই বিদ্যার সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল

বলিয়া ইহার নাম এলমুল কালাম হয়। অপর দল বলেন যে গ্রীকদিগের দর্শন হইতে উদ্ভূত সমস্যাগুলির উত্তর প্রদান করে এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় বলিয়া দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শাখা তর্কশাস্ত্রের অন্যতম প্রতিশব্দ 'কালাম' শব্দদ্বারা ইহার নামকরণ হয়। এলমে কালামের অন্য নাম এলমে তওহীদ বা একত্ববাদ বিদ্যা, কারণ ঈশ্বরের একত্ব ইহার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহাকে আকায়েদ (আকীদা শব্দের বহু বচন, অর্থ ধর্মবিশ্বাস) বলা হয় যেহেতু ইহার আলোচ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করাই ধর্মের মূল ভিত্তি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এলমে কালামের পৃথগস্তিত্ব ছিল না। কারণ: ১। হজরত মুহম্মদের (দ্রঃ) জীবিতকালে ইসলাম কেবলমাত্র আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরববাসী মুসলিমগণ হজরত মুহম্মদের প্রতি অবিচলিত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন ও কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁহারা সরাসরি হজরতের নিকট গিয়া উহার মীমাংসা করিয়া লইতেন। ২। তাঁহাদের অধিকাংশকে অধিক সময় প্রায় বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে ও লোকশিক্ষা কার্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। ৩। সে যুগে আরবে গ্রীক বা পারস্য বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল না। এই সমস্ত কারণে প্রাথমিক মুসলিমগণ ইসলামের সরল শিক্ষাকে, কোনও প্রকার কূট তর্ক না করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতেন; কিন্তু খলীফাগণের সময় যখন মুসলিমগণ বিভিন্ন ধর্মমত, কৃষ্টির ও দর্শনের উত্তরাধিকারী ইরান, গ্রীক দর্শন প্রভাবান্বিত সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করিলেন ও ঐ সমস্ত দেশের লোক দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত গ্রীক হিন্দু প্রভৃতি দর্শনের ও বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা হইতে লাগিল তখন স্বভাবতই অনেকেই ইসলামের শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় লইয়া তর্ক উত্থাপন করিল; এই তর্ক ও উত্তরই পরবর্তীকালে এলমে কালাম নামে এক বিরাট শাস্ত্রে পরিণত হয়। ইহার আলোচ্য বিষয় মোটামুটি এই:—সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার একত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী, নবীগণ, অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী, পরকাল, পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক, ইসলাম, হজরত মুহম্মদ, কোরান প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যা উত্থিত হওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত সমস্যার উত্তর দিবার সময়ে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিরও সহায়তা লওয়া হয় এবং সর্বত্র ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমর্থন করার নীতি অবলম্বিত হয়।

আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর-রশীদের পিতা খলীফা মাহদী (৭৭৫ খৃঃ) সর্বপ্রথম এই শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনার জন্য রাজকীয় আদেশ প্রচার করেন। অতঃপর খলীফা মামুনের (৮১২) সময় ইহার প্রথমে কালাম নামকরণ হয়।

এই শাস্ত্রে সর্বপ্রথম আবুল হুজায়ল আল্লাফ (৭৪৮-৮৫০) ছোট বড় প্রায় ষাটখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ইবরাহীম ইবনে সাইয়ারে নিযাম, আবু মুসলিম ইস্পাহানী, আবুল কাসেম বল্‌খী (খৃঃ ৯২১), স্পেনের ইবনে হাযম, (৯৯৪-১০৬৪) ইমাম আশয়ারী (৮৭৪), ইমাম গাযালী (১০৫৮—১১১১), শাহারাস্তানী (১০৭৬—১১৫৩), ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (১১৪৯—১২১০), আল্লামা আমাদী (১১৫৬—১২৩৫), স্পেনের ইবনে রুশ্‌দ (Averroes ১১২০—১১৯৬), ইবনে তায়মিয়া (১২৬২—১৩২৯), আল্লামা তাফতাযানী, কাজী ইজদুদ্দীন, সৈয়দ শরীফ জুরজানী, ইবনে কাইয়িম, আধুনিক যুগের দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী, মুহম্মদ আবদুহু, হুসায়ন অল জসর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম দার্শনিকগণ যথা, অলকিন্দী, অল ফারাবী, আবু আলী সিনা (Avicenna) প্রভৃতিও এই শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন।

কালি (Area) গাণিতিক সংজ্ঞা

সমতলে অবস্থিত রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানকে ক্ষেত্র বলে; এবং সেই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত স্থানের পরিমাণকে ক্ষেত্রফল (Area) বলে। ক্ষেত্রফল নির্ণয় করাকে কালি করা বলে।

কালি (Ink)

লিখিবার জন্য কালো, লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের 'কালি' ব্যবহৃত হয়। ধোপারা কাপড়ে চিহ্ন দিবার জন্য কালি, কাগজ ও ছবি ছাপিবার জন্য কালি, অদৃশ্য কালি সাইক্লোস্টাইলের কালি, টাইপরাইটিংএর ফিতার কালি প্রভৃতি বিচিত্র কালি বর্তমান যুগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ লিখিবার কালি বা সিয়াই পূর্বে গ্রামে লোকেরা ঘরে তৈয়ারী করিত; হরিতকী, বহেড়া, বাবলার ছাল, হীরাকশ, ভূষাকালি, লোহার গুঁড়া প্রভৃতি জলে ফুটাইয়া উহা বানাইত। এই কালির প্রস্তুত প্রণালী স্থানভেদে পৃথক ছিল: এবং সে কালি যে কত স্থায়ী হইত তাহা প্রাচীন পুঁথি দেখিলেই বুঝা যায়। বর্তমানে ঐ সব উপাদান বৈজ্ঞানিকভাবে প্রযুক্ত হয় এবং বহু নূতন কষায়ীন আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।·· রঙীন কালি আনিলিন রঙ গুলিয়া প্রস্তুত হয়।·· ধোপার চিহ্ন দিবার কালি আমাদের দেশে পূর্বে ভেলা নামে গাছের ফল হইতে তৈয়ারী হইত; এই ভেলা দিয়া মেয়েরা উল্কিও পরিত। বর্তমানে রাসায়নিকদ্বারা উহা প্রস্তুত হইতেছে। ছাপার কালির প্রধান উপাদান—ধুনা, সাবান ও বার্নিশ তৈল যাহা সহজে শুকাইয়া যায়; এই তৈলের সহিত ভুশা ও নীলরঙ মিশাইলে ছাপার সাধারণ কালো কালি হয়; আনিলিন রং মিশাইলে রঙীন কালি হয়। লেখাপড়ার প্রসার, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি, মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি, চিত্রশিল্পের সমাদর হেতু নানাবিধ কালির প্রয়োজন বাড়িয়াছে ও বিচিত্র প্রস্তুত পদ্ধতি হইয়াছে।

কালিকাদাস দত্ত (১৮৪১—১৯১৩)

পিতা গোলকনাথ; কৃষ্ণনগর ও কলিকাতা প্রেসিঃ কলেজে

অধ্যয়ন করেন। ১৮৬১ বি.এল. পাশ করিয়া মুন্সেফ ও পরে ডপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৬৯এ কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান; ১৮৮৩এ মন্ত্রী সভার সভ্য; ১৮৯১এ রায় বাহাদুর; ১৯০০এ C.I.E.। ইঁহার পুত্র চারুচন্দ্র দত্ত I.C.S. (Retired) বাংলার সুলেখক।

কালিকো বস্ত্র (Calico)

(১) দঃ ভারতের কালিকাট হইতে প্রথম শাদা সুতির কাপড় ইউরোপে পোর্তুগীজরা আমদানী করে। কালিকট হইতে কাঃ নাম হয়। প্রথমে উহা 'লিনেন' (linen) বা পট্টবস্ত্র শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইত; কিন্তু পরে যথার্থই শনের টানা (warp) দিয়া বোনা হইত। (২) কালিকো প্রিণ্টিং বা ছাপ; পঞ্জাব ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে কাঠের ছাপে রঙ দিয়া কাপড় রঙানোর পদ্ধতিকে 'বৃন্দাবনী ছাপ' বলে।

কালিদাস

সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচয়িতা। ৫ম শতকে গুপ্তযুগে ছিলেন বলিয়া মনে হয়; ইঁহার আবাস ও জীবনী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ছাড়া কিছুই জানা যায় না। পশ্চিম মালবে তাঁহার জন্মস্থান ছিল বলিয়া পণ্ডিতদের বিশ্বাস। তবে এ বিষয়ে কোন দুই জন পণ্ডিত একমত নহেন এবং তাঁহার নিবাস ও কাল সম্বন্ধে বহুমত প্রকাশিত হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটক; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি মহাকাব্য; ঋতুসংহার, মেঘদূত খণ্ডকাব্য; এ ছাড়াও অনেক গ্রন্থ তাঁহার নামে চলিত আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কালিদাসের গ্রন্থের অনুবাদ ও বহু আলোচনা করিয়াছেন। সর্বপ্রথম স্যর উইলিয়াম জোনস শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ করেন (১৭৮৯)। ইহার জারমেন অনুবাদ পাঠ করিয়া মহাকবি গ্যেটে (Goethe) মুগ্ধ হন। (রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কালিদাস ও ভবভূতি)।

কালিদাস দত্ত (১৮৩৫—১৮৮৫)

কলিকাতা বহুবাজারের অক্রুর দত্তের পৌত্র। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও দরিদ্র বৎসল। ইঁহার ও রাজেন্দ্র দত্তের যত্নে ও অর্থে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় (১৭৫০—১৮২০)

হুগলী জিলা-গুপ্তিপাড়া নিবাসী সংস্কৃতজ্ঞ ও সুগায়ক। সঙ্গীতে বিশেষ যশ লাভ করেন। সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশী, দিল্লী, লখনৌ প্রভৃতি স্থানে যান ও উর্দু ও পারসি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। দেশে ফিরিয়া বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্রের (জাল প্রতাপচন্দ্র দ্রঃ) কাছে কিছুকাল ও পরে গোপীনাথ ঠাকুরের নিকট বাস করেন। রামমোহন রায় তাঁহার নিকট গান শুনিতেন। তিনি পশ্চিমা পোষাক পরিতেন বলিয়া 'কালি মির্জা' নামে পরিচিত ছিলেন।

কালিদাস রায়, কবিশেখর (১৮৮৯)

জন্মস্থান বর্ধমান-কড়ুই গ্রাম। বি.এ. পাশ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আধুনিক বাঙলার বিশিষ্ট কবি। পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ, ইংরেজি-বাঙলা ও বা-ইং অভিধান ও বহু পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।

কালিয় দমন

গরুড়ের ভয়ে কালিয় নামে এক নাগ কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় লয়। গরুড় ঐ নাগের প্রতীক্ষায় তীরে বসিয়া থাকিত ও ক্ষুধার্থ হইলে মাছ ধরিয়া খাইত। এই অন্যায় বন্ধ করিবার জন্য তীরস্থ সৌভরি ঋষির শাপে ঐ জল বিষাক্ত হইয়া উঠে ও গরুড়ের অপেয় হয়। অপরদিকে কালিয়র ভয়ে ও বিষে চারিদিক জনশূন্য হইল। রাখাল বালকগণ ও ধেনুবৎসরা জলপান করিয়া প্রাণ হারায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দমন করেন ও সপরিবারে সমুদ্রে নির্বাসিত করেন।

কালী

হিন্দুদের অতি পরিচিত দেবী। এই দেবী পূর্বে অনার্যদের দ্বারা পূজিত হইত বলিয়া মনে হয়। পরে হিন্দুরা উহার সংস্কার করিয়া গ্রহণ করেন। দুর্গা পূজার পর প্রথম অমাবস্যায় পূজা হয়; পশুবলি, মদ্যপান প্রভৃতি বামাচার এই পূজার অঙ্গ। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ করিবার জন্য দেবতারা ভগবতীর শরণ লইলে দেবীর ললাট হইতে করাল বদনা কালী আবির্ভূত হন; ভগবতীর সেই মূর্তি পূজিত হয়। কালীপূজার সময় নগরী দীপান্বিতা হয়।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (১৮৪১—১৯০৫)

কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার, গোপী মোহন ঠাকুরের পুত্র। বহু জনহিতকর কার্যের সহিত ইনি যুক্ত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েশনে প্রচুর অর্থ দান করেন। সাহিত্য ও ধর্মসেবীদিগকে দান তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। ইঁহার পুত্র প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর; জুলাই ১৯৩৮এ প্রফুল্ল নাথের মৃত্যু হয়।

কালীকৃষ্ণ দেব (১৮০৮—৭৪)

কলিকাতা-শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র; পিতা রাজকৃষ্ণ। ১৮৩০এ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। জনসনের রাসেলাস (Johnson, Rasselas) গের ফেবলস্, (Gay's Fables), এবং সংস্কৃত 'মহানাটকে'র বাঙলা

অনুবাদক। হিন্দুধর্ম রক্ষার পৃষ্ঠপোষক, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সহায়ক ছিলেন। কলিকাতার বীডন্ স্কোয়ারে তাঁহার মর্মরমূর্তি আছে।

কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২ ৯১)

বাঙলার লেখক। কলিকাতার বাসিন্দা; পিতা শিবনারায়ণ মিত্রর নামে কলিকাতায় এক গলি আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীন কৃষ্ণ। কালীকৃষ্ণ জ্ঞানালোচনা লইয়া থাকিতেন ও বহু বিষয় অধ্যয়ন করেন। বিধবা-বিবাহ, কৃষিবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদক নিবারণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। 'গার্হস্থ্য ব্যবস্থা' ও 'শিশু চিকিৎসা' নামক পুস্তকের লেখক। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেকগুলি বই বেনামা লেখেন। (দ্রঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক)

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী

রংপুরের জমিদার; সাহিত্যের উৎসাহদাতা। ইনি ১২৬৮এ 'সংবাদ-প্রভাকরে' ঘোষণা করেন যে পাতিব্রত্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক ৫০৲ পাইবেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন (দ্র) উহা লাভ করেন। ইনি পুনরায় উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য ৫০৲ ঘোষণা করেন। সেবারও তর্করত্ন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' লিখিয়া পারিতোষিক পান। ইহা বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নাটক।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড

(১৮৪৭—১৯০৭) হুগলী জিলার পল্লিয়ান গ্রাম নিবাসী; পিতার নাম হরচন্দ্র। জন্মস্থান জব্বলপুরে। ষোল বৎসর বয়সে (১৮৬৩) খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ও নিষ্ঠার সহিত ঐ ধর্ম আজীবন পালন করেন। হাইকোর্টের উকিল; জাতীয়তাবাদী ও কন্‌গ্রেসের পৃষ্ঠপোষক; ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলনে ইনি সভাপতি হন (১৮৯৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় রেজিস্ট্রার (১৯০২, ১৯০৩-০৫)। শেষ জীবনে পক্ষাঘাতাক্রান্ত হন। ১৯০৭এ মৃত্যু হয়।

কালীঝাঁপ

একজাতীয় ফার্ন বা অপুষ্পক শাক বিশেষ। পাতার শিরা বা ডাঁটা কালো তারের মতন। সেই ডাঁটার কেবল এক পার্শ্বে পর্ণ থাকে। রেণুস্থলী পর্ণের নিচের পিঠে ধারে ধারে থাকে। ইটের ভিজা দেওয়ালে বর্ষাকালে জন্মে। (দ্রঃ যোগেশ ১৪৩)।

কালীনারায়ণ গুপ্ত (১৮২৯—১৯০৩)

জন্মস্থান ঢাকা আকানগর। পিতা সুধারাম সেন। বাল্যে সামান্য লেখাপড়া শেখেন; কিন্তু সেই সময় হইতে ধর্ম সম্বন্ধে মনে কৌতূহল ছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি পাঠে মন দেন ও সমাজের কাজে লাগেন। তাঁহার 'ভাব সঙ্গীত' নামে গানের বহি ধর্মভাবে আপ্লুত। ইঁহার পুত্রাদি সকলেই শিক্ষিত। স্যর কে, জি, গুপ্ত I. C. S. (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত) ইঁহার অন্যতম পুত্র (বঙ্গীয় কবি ৫২৩)।

কালীনারায়ণ, রাজা (১৮১৮—৭৮)

ঢাকা জিলার ভাওয়াল পরগণার জমিদার। পিতা গোলোক নাথের মৃত্যুর পর (১৮৫৬) নিজে এস্টেটের ভার লন। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র, রমেন্দ্র, রনেন্দ্র; এই রমেন্দ্র নারায়ণকে লইয়া বিখ্যাত 'ভাওয়াল মোকদ্দমা'র সৃষ্টি। রাজেন্দ্র (১৮৫৮-১৯০১) সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৭৮ রাজা উপাধি লাভ করেন। রমেন্দ্র ১৯০৯এ দার্জিলিঙে মারা যান বলিয়া শোনা গিয়াছিল। ৭৩ বৎসর পর সন্ন্যাসীবেশে জয়দেবপুরে ফেরেন। বহু বৎসর মামলার পর স্থির হয় যে এই সন্ন্যাসীই কুমার রমেন্দ্র; ১৯৩৮এ নিজ জমিদারী ফিরিয়া পান। মামলার শেষ এখনো হয় নাই।

কালীপদ বসু (K. P. Bose)

কে, পি, বসুর অলজেব্রা ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত। কালীপদর পিতার নাম মহিমাপ্রসাদ; নিবাস যশোহর ঝিনাইদহ। দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া ইনি কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাশ করেন; প্রথমে কিছুকাল রিপন কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে কায করেন; তদনন্তর গভর্নমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে চাকুরী পান এবং কটক ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৪এ মৃত্যু হয়। অলজেবরা ও অন্যান্য গণিতের পুস্তক লিখিয়া বহু টাকা উপার্জন করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১—১৯০৭)

সাংবাদিক, সাহিত্যিক। কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এলাহাবাদে Indian Union সম্পাদন করেন; Antchristian, Cosmopolitan প্রভৃতি কাগজ চালান। তারপর ১১ বৎসর 'হিতবাদী' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'কে ব্যঙ্গ করিয়া 'মিঠে ও কড়া' নামে কবিতাগুচ্ছ লেখেন। কলিকাতার ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে 'রুচি বিকার' নামে কুৎসিত রচনা প্রকাশের জন্য ইঁহার কারাদণ্ড হয়। বিদ্যাপতির কবিতা সম্পাদন করেন। স্বদেশী যুগে বক্তৃতা ও সঙ্গীত রচনার দ্বারা যশ লাভ করেন। জাপানে যান ও ফিরিবার পথে জাহাজে মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১০)

বাঙলা লেখক। ঢাকা জিলার ভরাকর গ্রাম বাসিন্দা; ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার। 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ

চিন্তা', 'প্রমোদ লহরী', 'ভ্রান্তি বিনোদ', 'ভক্তির জয়', 'মা না শক্তি', 'সীতার অগ্নি পরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। 'ছায়া দর্শন' গ্রন্থে প্রেতলোকের খবর লিপিবদ্ধ করেন। 'বান্ধব' (১২৮১) নামে মাসিক পত্রিকা বহুকাল পরিচালনা করেন। ইংরেজি ও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। রায় বাহাদুর ও C. I. E. উপাধি পান।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬৭—১৩৩৬)

'নবাবী আমলের ইতিহাস' রচয়িতা। পিতা ব্রজেন্দ্র চন্দ্র; জন্মস্থান বর্ধমান-কাটোয়া-দুর্গাগ্রাম। দারিদ্রের মধ্যে মানুষ হইয়া ১৮৮০ এনট্রান্স পাশ ও ১৮৮৭ বি.এ. পাশ করেন। বহরম স্কুলে শিক্ষক (১৮৮৭—১৯০৪) হন। ১৯০৪ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক হন। হুগলী কলেজে কিছুকাল ইতিহাসের লেকচারার। ১৯২০এ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।·· 'নবাবী আমলের ইতিহাস' (১৯০০) 'মধ্যযুগের বাঙলা' তাঁহার দুইখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১—৭০)

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ধনী কায়স্থ পরিবারে জন্ম। পিতা নন্দলাল। কালীপ্রসন্ন বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা ভালভাবে জানিতেন। 'বেণীসংহার', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতীমাধব' অনুবাদ করাইয়া স্বগৃহে কয়েকবার অভিনয় করান। 'সাবিত্রী সত্যবান,' 'বঙ্গেশ বিজয়', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁহার বাঙলা রচনা। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করান ও ঐ পুস্তক বিতরণ করেন। বহু সৎকর্মে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। হরিশ মুখুজ্জের স্মৃতি রক্ষার জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করেন ও তাঁহার পরিবারের পোষণের ব্যবস্থা করেন। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে সম্মানিত করেন; 'নীল দর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ করার অপরাধে লং সাহেবের কারাগার ও সহস্র টাকা জরিমানা হইলে জরিমানার টাকা ইনি দেন। কিন্তু শেষ জীবনে অমিতাচারের জন্য সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন; অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।

কালীময় ঘটক (১৮৪০—১৯০০)

লেখক। নদীয়া জিলার রাণাঘাটে জন্ম ১২৪৭। পিতা চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত। ইহারা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ঘটক' উপাধি মাত্র। ইনি শিক্ষকতা করিতেন। 'মিত্র বিলাপ,' 'চরিতাষ্টক,' 'ছিন্নমস্তা' উপন্যাস, 'কৃষি শিক্ষা' ও 'কৃষি প্রবেশ,' 'সুরেন্দ্র জীবনী' (রাণাঘাটের সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর জীবনী), 'পদ্মময়,' 'মেলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৩০৭এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালী মির্জা

দ্রঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায়।

কালীমোহন বসু (১৮৭৭—১৯৩৬)

সাংবাদিক। ফরিদপুর জিলার রামনগর বাসিন্দা। কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯১২ হইতে 'সম্মিলনী' নামে পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদক করিতেন; ইহা নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ছিল।

কালুবীরের পূজা

রাঢ় অঞ্চলের ডোমদের বীর। গৌড়ের সেনাপতি মহামদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। কালু ও তাহার পত্নী লক্ষ্মী ডোমনি ময়নাগড়ের রক্ষক ছিল। ১লা বৈশাখ রাঢ়ের ডোমরা কালুবীরের পূজা করে।

কালোয়ার (Kalwar)

হিন্দুর মধ্যে নিম্নশ্রেণী জাতি। বাংলাদেশে ১৩,৫৪০ জন বাস করে। ইহারা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা। মদ্য চোলাই ও বিক্রয় জাত-ব্যবসায়।

কাল্পনিক অঙ্কন (Hypothetical Construction)

কোনও জ্যামিতিক সত্য প্রমাণ করিবার জন্য যে অঙ্কন কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে বলে কাল্পনিক অঙ্কন।

কাশ তৃণ (Saccharum spontaneum)

কেশে ঘাস; কশাড়। ধান্যাদি বর্গের বর্ষায়ু ঘাস। পাতা সরু, চেপটা; ডাঁটা শ্বেত লোমশ। শরৎকালে ফুল ফোটে, দেখিতে চামরের ন্যায়। কাশ দিয়া কোথাও কোথাও ঘর ছাওয়া হয়। ভিজা, নিচু জমিতে খালের ধারে ইহা জন্মে। ইহার দণ্ড হইতে লেখনী হয়। আয়ুর্বেদ মতে ইহা শীতল, রুচিজনক, বৃষ্য, পিত্তদাহঘ্ন, তৃপ্তিকর, বলকারী, শুক্রল ইত্যাদি। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু; যোগেশ)

কা-শিমুলা (দ্রঃ জিওল)

কাশীদাস মিত্র মুস্তোফী

হুগলি জিলার সুখড়িয়া-নিবাসী। বহুকাল কর্মোপলক্ষ্যে এলাহাবাদে বাস করেন ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন; পরে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাল করিয়া আয়ত্ব করিয়া বহু গ্রন্থ লেখেন; 'অঞ্জন শলাকা,' 'আত্মানুভূতি', 'কাশিকা', 'শক্তিতত্ত্বসার', 'গুপ্ত লীলা', 'প্রয়াগ মাহাত্ম্য', 'বিবেক রত্নাবলী' 'শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী' (১৮৭১ মুদ্রিত) ইত্যাদি।

কাশীনাথ ঘোষ (১৭৬৩—১৮৪৯)

নদীয়া জেলার মনসাপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামদুলাল

ঘোষের সহিত ব্যবসা করিয়া বিপুল ধন অর্জন করেন। ইনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও ব্রাহ্ম ও খৃস্টান প্রভাবের প্রগতি বাধা দিবার চেষ্টা করেন। Hindu Patriot ও Bengali কাগজের স্বত্বাধিকারী গিরীশ চন্দ্রের পিতামহ।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (১৭৮৮—১৮৫১)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী পণ্ডিত (১৮৪৭—৫১)। তৎপূর্বে ১৮২৭—৩১ পর্যন্ত ইনি ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমিন ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী :—১। বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ (১৮১৯)। ২। গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী (ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ ১৮২১)। ৩। আত্মতত্ত্বকৌমুদী—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ (১২২৯ সাল) ৪। মুগ্ধবোধ কৌমুদী ৫। পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর ১৮২৩। ৬। সাধু সন্তোষিনী ৭। শ্যামসন্তোষণ ১৮৩৫। (দ্রঃ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪৫, ৪৫শ ভাগ—৪র্থ সংখ্যা কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পৃঃ ২২৩—২৩১)

ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ (১৮৫০—৯৩)

মহারাষ্ট্রদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ; উকিল ১৮৭২; বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হন ১৮৮৯। Sacred Books of the East গ্রন্থমালায় গীতার অনুবাদক। ১৮৯২এ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সলার হন ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মারা যান।

কাশীনাথ দাস, মুন্সী (১৮০৮—৮৬)

ঢাকা বিক্রমপুরের বিদগ্রামে জন্ম। নোয়াখালীর কলেক্টরীতে মহাফেজের কাজ করিতেন। 'শব্দদীপিকা,' 'সংগীততত্ত্ব' ও 'অবলা জ্ঞানদীপিকা' গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার চেষ্টায় ১৮৫২এ গভর্নমেণ্ট গ্রামে চৌকিদার দিয়া ডাক বিলির ব্যবস্থা করেন। ১২৬৬তে 'কন্যাপণ বিনাশিকা' নামে পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করেন। (বঙ্গীয় কবি ৪৩৫—৪৬)

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯—৭৩)

কলিকাতা শিঁদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন (১২১৭)। পিতা শিবপ্রসাদ। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইংরেজি ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। The Hindu Intelligencer নামে সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন; সিপাহী বিদ্রোহের পর Gagging Actএর কবলে পড়িয়া উহা উঠিয়া যায়। বাঙলায় প্রায় ৩০০ গান রচনা করেন। ইংরেজি On Bengali works and writers (ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু প্রভৃতির কাব্য সমালোচনা), Memoirs of Native Dynasties প্রভৃতির লেখক।

কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল (১৮৮২—১৯৩৭)

ব্যারিস্টার, ঐতিহাসিক। বিহার-মির্জাপুরে জন্ম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া বিলাত যান ও সেখানে কেমব্রিজ হইতে এম্‌-এ উপাধি পান; অতঃপর ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন ও পাটনা হাইকোর্টে প্রাকটিস্ করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখক। Hindu Polity, Imperial Guptas প্রভৃতি। ১৯৩৬এ পাটনা বিশ্বঃ হইতে D. Litt উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্বঃ Tagore Law Lecturer 1917; বিষয় Manu and Yajnavalkya—a comparison and contrast। বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

কাশীরাম দাস (১৭ শতক)

বাঙলা পদ্যে মহাভারত রচয়িতা। পিতা কমলাকান্ত; জাতিতে কায়স্থ। জন্মস্থান বর্ধমান জিলার সিঙ্গি গ্রাম। তিনি ১৬০৪ অব্দে বিরাট পর্ব পর্যন্ত বোধহয় রচনা করেন; সমগ্র গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র নন্দরাম সকলেই কবি ছিলেন, হয়ত ইঁহারাই রচনা শেষ করেন। এই মহাভারত মূল হইতে অনেক স্থানে পৃথক। লোকে বলে যে কথকদেব নিকট হইতে শুনিয়া তিনি এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন, সংস্কৃত জ্ঞান ইঁহার ছিল না।

কাশেম বারিদ শাহ (মৃত্যু ১৫০৪)

বাহমনী সুলতান ২য় মহম্মদ শাহর উজীর। দাসরূপে ইনি জীবন আরম্ভ করেন। বাহমনী সুলতানগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে কাশেম বারিদ ও তাঁহার পুত্র আমীর আলি যথার্থ শাসক হইয়া উঠেন। বাহমনী রাজ্যর বিভিন্ন অংশ স্বাধীন হইয়া গেলে ১৫২৬-২৭ পর্যন্ত আমীর আলি নিজ নামে রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। ঐ বৎসর বারীদশাহী রাজত্ব আরম্ভ হয়। (দ্রঃ বারিদশাহী)

কাশ্যপ

(১) কাশ্যপ নামে সর্পচিকিৎসক ব্রাহ্মণ সর্পাহত পরীক্ষিতকে বিষমুক্ত করিবার জন্য হস্তিনাপুর যাইতেছিলেন; পথে তক্ষক তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া বিদায় করে। (২) কাশ্যপ অর্থাৎ কশ্যপ বংশীয়; এই নামে একটি গোত্র আছে।

কাশ্যপ মাতঙ্গ

কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় ভিক্ষু সর্বপ্রথম চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য উপস্থিত হন (৬৪ খৃঃ অঃ)। চীনা ইতিহাসে আছে যে হান্ বংশীয় সম্রাট মিং-তি (৫৮-৭৫)স্বপ্নে বুদ্ধের মূর্তি দেখেন। তজ্জন্য তিনি ভারত হইতে ভিক্ষু আনিতে একদল লোক পাঠান। তাহারা কাশ্যপ মাতঙ্গ ও তাহার

সঙ্গীকে লইয়া আসেন। ইহারা শ্বেতাশ্ব বিহারে বাস করেন ও ৪২টি সূত্রের একখানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাদের সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। (দ্রষ্টব্য Probhat K. Mukherji, Indian Literature in China: Dr. Probodh Bagchi, La Canon bouddhique I.)

কাশ্যপীয় (Cassiopoea)

ধ্রুবতারার অদূরে তারকা গুচ্ছ; সাধারণ ইংরেজিতে Lady's Chair বলে, দেখিতে ইং M বা Wর মতন। গ্রীক পুরাণানুসারে ক্যাসিওপিয়া অ্যানড্রোমিডার মাতা। ইহাতে ৫৫টি তারা আছে, সর্বোজ্জ্বল শেদির (Schedir) ৩য় শ্রেণীর তারা।

কাষ্ঠ মণ্ড (Wood pulp)

কাগজ প্রস্তুতির প্রধান উপাদান। গাছ, বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি কাটিয়া পচাইয়া ও ক্লোরাইড অব্‌ লাইমের দ্বারা ব্লীচ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা রাসায়নিক ভাবে প্রস্তুত (chemically); এই মণ্ড হইতে ভাল কাগজ তৈয়ারী করা হয়। অল্পদামী কাগজ বা সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারী হয় অন্য উপায়ে। বিশেষ কতক জাতের গাছকে কাটিয়া বড় বড় পাত্রে জলের মধ্যে যন্ত্রর সাহায্যে গুঁড়া করিয়া (mechanically) এই মণ্ড প্রস্তুত হয়। এই কাষ্ঠ মণ্ড হইতে মজবুত ও স্থায়ী কাগজ প্রস্তুত হয় না। পৃথিবীতে ১৯৩৩এ মোট ১৬,০২০,০০০ মেট্রিক টন শুষ্ক মণ্ড তৈয়ারী হয়, ইহার মধ্যে রাসায়নিক মণ্ড ৯,৭২৫,০০০ ও মেকানিকেল মণ্ড ৬,২৯৫,০০০ টন। মার্কিন দেশ, কানাডা, সুইডেন, ফিন্‌ল্যানড্‌, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে মণ্ড প্রস্তুত হয়। এদেশে কাগজের কলের জন্য বহু মণ্ড আমদানী হয়। বাঁশের ও ঘাসের মণ্ড এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। কাষ্ঠমণ্ড (Wood pulp) এদেশে তৈয়ারী সুরু হয় নাই। (দ্রঃ কাগজ)

কাঁসা (Bell metal)

তামা ও রঙ্গ মিশ্রিত যৌগিক ধাতু। শতকরা ১৮ হইতে ৩০% রঙ্গ ও ৮০—৯০% তামা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। কাঁসারীরা নিজ প্রয়োজন মত শালে বা উনানে কাঁসার উপাদান মিশ্রিত করে। তামার ভাগ কম বেশিতে কাঁসার গুণাগুণ ও দাম নির্ভর করে। অধিক রাং মিশ্রিত ধাতুকে 'ভরণ' বলে।

কাসানোভা (Casanova di Seingalt, Giovanni Jacopo ১৭২৫—৯৮)

ইতালীয় সাহসিক ও লেখক। জন্ম ভেনিসে; পিতা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, কিন্তু মাতা নীচ কুলোদ্ভবা। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হন। ষড়যন্ত্র ও দুশ্চরিত্রতার জন্য সর্বত্র কুখ্যাতি অর্জন করেন। কিছুকাল প্যারিসের সরকারী লটারী বিভাগের তদারকী করেন। নিজ জীবনের বিচিত্র দুরাচার কাহিনী বারো খণ্ডে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে ১৮ শতকের ইউরোপের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

কাসাবিয়ানকা (Casabianca, Louis da)

ফরাসী নৌ-সৈনিক; নেপোলিয়নের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নীল নদীর মোহনার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল; সেখানে তাহার ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র সমেত Orient জাহাজে মারা যায়। ইংরেজ কবি শ্রীমতী হিমেন্স (Mrs. Hemans) এসম্বন্ধে কবিতা আছে।

কাসাভা (Cassava)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বহুজাতীয় কন্দ। মূল হইতে সাগুদানার ন্যায় খাদ্য ও শটীর ন্যায় শ্বেতসার পাওয়া যায়। গরম চাটুতে শুকাইলে ব্রেজিলে জাত কাসাভা হইতে tapioca (দ্রঃ) নামে শ্বেতসার পাওয়া যায়। এদেশে শাঁকর কন্দ ও শিমুল আলু বলে।

কাঁসারী

কাংস্য বণিক। কাঁসার বাসনাদি যে জাতি প্রস্তুত করে। ইহারা সপ্ত শ্রেণী—যথা মামুদাবাদী, মাওতা, মাইতি, প্রভৃতি। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হয় না।

কাসি (Cough), কাশি

কাসির ব্যারাম বলিলে যক্ষ্মা বুঝায়। কিন্তু সাধারণ কাসি অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। গলনালীর বিকৃতি, পাকস্থলীর বিকার, ফুসফুস প্রদাহ, যকৃতের পীড়া, সর্দি প্রভৃতি পীড়ার সহিত কাসি প্রায় থাকে। যক্ষ্মাতে খুসখুসে কাসি হয়; কফের সঙ্গে রক্ত উঠে। হাঁপানি কাসি রাত্রে বাড়ে। গলনালী (Pharynx) ও কণ্ঠনালী (Larynx) প্রদাহের জন্য কাসি হয়।

কাস্কারা (Cascara, California buckthorn)

ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহা রেচকের জন্য দেওয়া হয়। উহা আমেরিকার কালিফোর্নিয়া অঞ্চলের গাছের ছাল (Rhamnus purshiana)। ইহা হইতে কঠিন ও তরল নির্যাস প্রস্তুত হয়। ইহার তিক্ত স্বাদ সুগন্ধি ও গ্লিসারিনের দ্বারা কমানো হয়। এ দেশেও কাস্কারার গাছ আনাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

কাস্‌টাম্‌স্‌ বা শুল্ক (Customs)

বন্দর হইতে যেসব মাল যায় এবং বন্দরে যাহা আসে তাহাকে যথাক্রমে রপ্তানী ও আমদানী বলে। ভারতবর্ষ হইতে যে সব কাঁচামাল যায় তাহার অধিকাংশে শুল্ক নাই—কেবল পাটের উপর আছে। কিন্তু বিদেশ হইতে যেসব জিনিষ আসে তাহার

উপর নানা হারে শুল্ক আছে। গভর্নমেণ্ট বলেন এই শুল্ক রাজস্বর আয়ের জন্য ধরা হয়, কোন দেশকে-বাণিজ্য সুবিধা দিবার জন্য করা হয় না। ১৯৩২এ অটোয়া কনফারেন্সের (দ্রঃ) পর হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যর মধ্যে মালপত্রর আমদানী-রপ্তানীর শুল্ক অ-বৃটীশ রাজ্য হইতে পৃথক হারে ধরা হইয়াছিল। দেশীয় শিশু-শিল্পের রক্ষার জন্য বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রীর উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহাকে Protective Duty বা সংরক্ষণ শুল্ক বলে। দেশীয় কোনো শিল্প বিলাতী কোনো শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিলে দেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক চাপানো হয়, যেমন ১৮৯৪ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত দেশীয় কাপড়ের কলের উপর এক্সাইজ ডিউটি ছিল। ইহার যুক্তি এই যে বিদেশ হইতে ঐ সব মাল আসিলে গভর্নমেণ্ট শুল্ক হইতে একটা আয় করিতে পারিত; কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়ায় সেই শুল্ক হইতে গভর্নমেণ্ট বঞ্চিত হয়; অতএব উহা পূরণ করিবার জন্য দেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক বা এক্সাইজ্ ধরা যাইতে পারে। (দ্রঃ এক্সাইজ) অধুনা ঠিক এই কারণে চিনির কারখানার উপর একসাইজ কর ধার্য করা হইয়াছে। শুল্ক আদায়ের জন্য বন্দরে কাস্টমস্ অপিস আছে। কর্মচারীরা মালপত্রের মূল্য ও তাহার উপর শুল্ক প্রভৃতি হিসাব করেন; অবাঞ্ছনীয় জিনিষ গোপনে আসে কিনা তদারক করেন।...শুল্কের আয় ভারত সরকারের প্রাপ্য। সমস্ত আয়ের মধ্যে ইহাই প্রধান; বর্তমানে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রী ক্রয় করা হয় বলিয়া ইহা ভারতবাসীদের তরফ হইতে দিতে হয়; ইহার কিয়দংশ প্রাদেশিক গভঃ পাইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। (দ্রঃ নেমিয়ার প্ল্যান; শুল্কর আয়)।

কাস্টাম হাউস (Custom House)

বন্দরে সরকারী কর্মচারীরা বিদেশাগত শুল্কেয় মালপত্র তদারক করেন। শুল্কেয় সামগ্রীর উপর কত টাকা শুল্ক-কর দিতে হইবে তাহা appraiser নামে কর্মচারীরা ঠিক করেন; অ-শুল্কেয় সামগ্রী পাস করেন। নিষিদ্ধ পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করেন; চোরাই মাল আমদানীতে বাধা দেন। কর্মচারীরা ভারত সরকারের অধীন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাস, করাচী ও রেঙ্গুনে (১৯৩৭ পর্যন্ত) ৫জন কলেক্টর ছিলেন; ইঁহাদের তিনজন I.C.S. বিভাগের লোক, দুইজন Imperial Custom Serviceএর লোক। ভারতসচিব কর্তৃক ১৯জন নিযুক্ত হয়।

কাহার জাতি

বিহার, যুক্ত প্রদেশের নিম্নশ্রেণী জাতি; ডুলি বা পালকী বহন, চাষ, মজুরী ইহাদের উপজীবিকা। জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। ডাক্, কতাবন্দি, গোরাই, ধরমরাজ, সোখা, শম্ভুনাথ, রাম ঠাকুর প্রভৃতির পূজা ছাড়া বিহারে তাহারা 'দামুবীর'-এর পূজা করে। পাথরে সিঁদুর দেওয়া প্রতীকের সম্মুখে ছাগাদি বলি দেয়। বাঙলার অনেক জায়গায় আসিয়া ইহারা বাস করিতেছে। বর্তমানে রওয়ানী কাহাররা আপনাদিগকে 'চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিতেছে।

কিউপিড (Cupid)

লাতিন cupido, অর্থ কামনা। রোমানদের মধ্যে 'আমোর' (Amor) ও গ্রীকদের মধ্যে 'এরোস' (Eros) নামে প্রচলিত ছিল। ইনি আফ্রোদিতের (রোমানদের ভেনাস্) পুত্র। ভারতীয় কাম বা মদনের গুণবিশিষ্ট দেবতা।

কিঞ্জল্ক (Carpel, গর্ভপত্র)

মটর বা সীমের শুঁটিতে পাতার মতো যে অংশগুলি জুড়িয়া বীজাধার প্রস্তুত হয় তাহাকে কিঞ্জল্ক বলে। অনেকগুলি কিঞ্জল্ক মিলিয়া বীজাধার তৈয়ারি হয়—ইহা যুক্ত-কিঞ্জল্ক (Synocarpous)। লেবুর ফুলে ৮।১০ কিঃ পরস্পর জোট বাঁধিয়া বড় বীজাধার বা কোয়া সৃষ্টি করে। নারিকেল তিনটি কিঃ দ্বারা গঠিত; নাঃ খোলে ৩টি চোখ্ থাকে, ইহার দুইটি অপুষ্ট; তৃতীয়টি দিয়া নূতন গাছের অঙ্কুর বাহির হয়।

কিংস্লি (Kingsley, Charles ১৮১৯—৮৫)

ইংরেজ পাদরী ও লেখক। তাঁহার Heroes, (1856), Water Babies (1863), বালকদের প্রিয় বই। এ ছাড়া Westward Ho (1855), Hereward the Wake (1866), Hypatia (1853), প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৬০—৬৯ কেমব্রিজের ইতিহাসের অধ্যাপক।

কিচেনার (Lord Kitchener, Horatio Herbert (১৮৫০—১৯১৬)

ইংরেজ সেনাপতি। ১৮৭১এ সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন; ১০৮২এ মিশরে গিয়া ১৮৮৯ পর্যন্ত সুদানাদি সমরে লিপ্ত থাকেন। ১৮৯২ মিশরীয় সৈন্যের সর্দার হইয়া যান ও খার্টুম (দ্রঃ) অধিকার করিয়া সুদান সমর (দ্রঃ) শেষ করেন। এই কার্যর জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ব্যারন উপাধি দেন ও ৩০,০০০ পাঃ পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮৯৯এ বুয়র যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষরূপে ঐ যুদ্ধ শেষ করেন। এই কার্যর জন্য 'ভাইকাউণ্ট' উপাধি ও ৫০ হাজার পাঃ বৃটিশ সরকার হইতে পান। ১৯০২—০৯ ভারতের জঙ্গীলাট হন। ভারতীয় সমর বিভাগ তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হয়। সমর বিভাগের কর্তৃত্ব লইয়া বড়লাট লর্ড কর্জনের সহিত মতান্তর হয়; ভারত সচিব কিচেনারকে সমর্থন করায় কর্জন কাজ ছাড়িয়া দেন। ১৯১১এ কিঃ মিশরের কন্সাল-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯১৫এ মহাযুদ্ধের সমর-সচিব। ১৯১৬এ রুশিয়া যাইবার

পথে 'হ্যাম্পশায়ার' ষ্টীমার জারমেন মাইন্‌ লাগিয়া ডুবিয়া যায় ; কিচেনারের দেহ পাওয়া যায় নাই।

কিন্‌ডার গার্টেন (Kinder Garten)

শিশু-শিক্ষা প্রণালী। জারমান মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রোবেল (দ্রঃ) শব্দটি ব্যবহার করেন (১৮৩৭) ; ইহার অর্থ (Children's Garden) শিশুদের বাগান। ইহা শিশুশিক্ষার নূতন পদ্ধতি ; শিশুরা খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা ও সৃজনী শক্তি লাভ করে ; খেলা, খেলনা, গান প্রভৃতি শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়। মোন্তেসরি পদ্ধতি (দ্রঃ) প্রচলিত হইবার পূর্বে কিন্‌ডার গার্টেন পদ্ধতি প্রায় সর্বদেশে চলিত ছিল। আমাদের দেশেও ইহা সুপরিচিত। রোন্‌গে (Ronge ১৮৪৯) ইহার অনেক উন্নতি করেন ; ১৮৫৪এ ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত ও ১৮৭৪ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়।

কিন্নর, কিন্নরী

পৌরাণিক দেবযোনি বিশেষ। অশ্বের মুখ ও মানুষের দেহ বিশিষ্ট স্বর্গের গায়ক। ইহাদিগকে কিম্পুরুষ, যক্ষ বলিত। কুবেরকে কিন্নরেশ বলে। নবখণ্ড জম্বুদ্বীপের একটি খণ্ড কিম্পুরুষ বর্ষ নামে খ্যাত ; ইহা হেমকূট ও হিমালয়ের অন্তর্বর্তী দেশ। গ্রীক পুরাণে সেনটাউরি নামে একশ্রেণীর জীবের মুখ ও উর্দ্ধাঙ্গ মানুষের ন্যায়, দেহের নিম্নাংশ অশ্বের ন্যায়।

কিপ্‌লিঙ (Kipling, Rudyard ১৮৬৫—১৯৩৫)

বৃটিশ লেখক ও কবি। বোম্বাইতে জন্ম। বিলাতে পড়াশুনা করিয়া পুনরায় ১৭ বৎসর বয়সে ভারতে (১৮৮২) ফিরিয়া আসেন ও লাহোরের Civil and Mititary Gazette পত্রিকার সহঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ; এলাহাবাদের হুইলার কোম্পানীর জন্য গল্প ও নক্সা লিখিতে সুরু করেন। ১৮৮৭—৮৯ ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ও একের পর এক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৭এ সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। সাম্রাজ্যবাদী লেখক ও কবি বলিয়া খ্যাত। Life's Handicap তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস, Jungle Book (1894-5) নূতন ধরণের গ্রন্থ বলিয়া বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

কিরণচন্দ্র দরবেশ

বাংলা কবি। ফরিদপুর জিলার খালিয়ায় জন্ম ১২৮৫। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য, ধর্মপ্রাণ কবি। ১৯১২এ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারত ভ্রমণ করেন। 'গানের খাতা,' 'কাবেরী', 'জপজী', 'মন্দির' প্রভৃতি গান ও কবিতা গ্রন্থ রচয়িতা।

কিরণচন্দ্র দে

সিভিল সার্বিসের লোক। পিতা নীলমণি দে। বি.এ. পাশ করিয়া বিলাত হইতে ১৮৯৩এ সিভিল সার্বিস পাশ করিয়া ফেরেন। নানাস্থানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন ও সরকারী দপ্তরে Censor, সেক্রেটারী ও বিভাগীয় কমিশনর হন ; পরে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হন। ইঁহার স্ত্রী বাঙলার নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন।

কিরাত

ভারতের অতি প্রাচীন জাতি, বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে। ইহারা গুহাবাসী ছিল; ইহারা গ্রীকদের দ্বারা Cirradi, Kirrhadai নামে উল্লিখিত; পূর্ব ভারতে ও হিমালয়ের পাদমূলে যে সব জাতি বাস করিত, তাহাদের সাধারণ নাম ছিল কিরাত।

কিরীট

তারকা পুঞ্জ। Corona borealis বা উত্তর কিরীট মণ্ডল এবং C. australis বা দঃ কিরীট মণ্ডল। (দ্রঃ করোনা)

কির্মীর

মহাভারতে উল্লিখিত বক রাক্ষসের ভ্রাতা। পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে প্রবেশ করিলে এই রাক্ষস মায়া বিস্তার করিয়া পথ রোধ করে ও অবশেষে ভীম কর্তৃক নিহত হয়।

কিলোমিটার (Kilometre)

মেট্রিক মানের মাপ। ১ কিলোমিটার (K.M.)=১০০০ মিটার=১০ হেকটামিটার=০·৬২১৩৭ মাইল=প্রায় ১১৯৪ গজ বা ⅝ মাইল। একবর্গ কিঃ মিঃ=২৪৭ একার=০·৩৮৬১ বর্গমাইল। (দ্রঃ মিটার)

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-৭৩)

কলিকাতার নিমতলা মিত্র বংশের রামনারায়ণের পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্যারীমোহন (দ্রঃ)। কিশোরীচাঁদ ১৮৪৬ এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক হন। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের অন্যতম লেখক। কয়েক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন। কলিকাতার জুনিয়ার ম্যাঃএর কাজের সময়ে মাইকেল মধুসূদন ইহার অধীনে দ্বিভাষীর (interpreter) কাজ করিতেন। কোন কারণে সরকারী কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইয়া Indian Field নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। পরে Hindu Patriotএর সহিত ঐ কাগজ মিলিয়া যায়। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী (ইং) রচয়িতা। Territorial Aristocracy of Bengal নামে বহু প্রবন্ধ Cal. Rev. এ লেখেন। ধর্মমতে জড়বাদী (Positivist) ছিলেন।

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯০৮)

হুগলী জিলায় জন্মস্থান। ১৮৬৮ বি.এ. পাশ করিয়া শিক্ষক হন। কয়েক বৎসর গভর্নমেণ্ট চাকুরী করেন। ১৮৭৫এ সরকারী চাকুরী ত্যাগ ও ১৮৮৭এ আইন পাশ করিয়া হুগলি জজকোর্টে ওকালতি সুরু করেন। 'হালিশহর পত্রিকা'র ইংরেজি অংশের লেখক ছিলেন। ওকালতী ত্যাগ করিয়া Rais and Rayat কাগজে যোগ দেন। ইনি 'চরক সংহিতা'র অনুবাদ করেন ও প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদের সম্পাদক হন। গভর্নমেণ্ট হইতে ২৫৲ বৃত্তি আমরণ পান।

কিস্‌মিস (Raisin)

(আঙুর দ্রঃ)। পাকা বীজশূন্য শুষ্ক আঙুরকে কিস্‌মিস বলে ও সবীজ শুষ্ক আঙুরকে মনাক্কা (Currant) বলে। কিস্‌মিস স্বাদু, বলকারক। দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

কীচক

মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি। ইনি বীর যোদ্ধা ছিলেন ও ইঁহার ভয়ে পার্শ্ববর্তী রাজারা বিরাটের দেশ কখনো আক্রমণ করেন নাই। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট গৃহে অবস্থান সময়ে সৌরিন্ধ্রীকে (দ্রৌপদী) কীচক অপমান করেন; ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রাত্রিতে নাট্যশালায় যাইতে ইঙ্গিত করেন; সেখানে ভীম স্ত্রী বেশে উপস্থিত ছিলেন ও কীচককে মল্লযুদ্ধে হত্যা করিয়া তাল পাকাইয়া রাখেন। ইঁহার মৃত্যুর পর দুর্যোধন বিরাটরাজের [illegible]-গৃহ আক্রমণ করেন।

কীট (Insects)

জীব দেহের ভিতরে যাহা জন্মে তাহাকে ক্রিমি ও বাহিরে যাহা জন্মে তাহাকে কীট বলে। কীট সাধারণ নাম; মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর অণুপদী (arthropod) জাতির অন্তর্গত অসংখ্য শ্রেণীকে ইংরেজিতে Insect বলা হয়। ঘুণ, উকুন, লাক্ষাকীট ইহার অন্তর্গত; ইংরেজি ইন্‌সেকট আরও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়; প্রজাপতি, মৌমাছি, পিপীলিকা, ফড়িং প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

কীটমারী শাক (Drosera burmanni)

ক্ষুদ্র বন্য শাক, ঘাসের মধ্যে বর্ষাকলে জন্মে; শীতকালে ফুল হয়; পাতা পয়সার মত; পাতার লোমের মাথায় আঠা থাকে। কীট, পিপীলিকা ঠেকিলে এই আঠায় আবদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ গাছকে কীটভুক (insectivorous) বলা যায়। (যোগেশ ১৪৯)।

কীট্‌স্‌, জন্‌ (Keats, John ১৭৯৫—১৮২১)

ইংরেজ কবি। চিকিৎসকের পেটেলি করিয়া পরে ড্রেসার হন (১৮১৬)। কিন্তু অল্পকাল পরেই উহা ত্যাগ করেন। ১৮১৭এ প্রথম কবিতা বই প্রকাশিত হয়। স্বাস্থ্য দুর্বল ছিল; সমালোচকদের নিষ্ঠুর সমালোচনায় খুব কষ্ট পান। ১৮২১ ইতালি ভ্রমণে যান ও রোমে ২৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

কীথ (Keith, Sir Arthur)

বিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৬৬। ইনি তুলনামূলক শারীর তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। লন্ডন রয়েল কলেজ অব সার্জেনস্‌-এর অধ্যাপক। ১৯১৩ F. R. S। ১৯২১ স্যর। গ্রন্থ The Human Body (1912) Antiquity of Man (1915) Concerning Man's Origin (1927) ইত্যাদি।

কীথ (Keith, Sir Beridale)

বৃটীশ আইনজ্ঞ ও সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের সহিত Vedic Index সংকলন করেন; অথর্ববেদের অনুবাদক। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ প্রণেতা। ডোমিনিয়ান শাসন সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক। ইঁহার Constitutional History of India উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কীরমালা (Artemesia maritime)

সোমরাজাদি বর্গের শাক, পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইহার বীজ ক্রিমিনাশক। বীজ হইতে Santonine নামে প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত হয়; এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাব হলুদ বর্ণ হয়; দৃষ্টিশক্তি ও বর্ণজ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। অতি প্রাচীন কালে গ্রীক ও রোমানরা ইহার ব্যবহার জানিত; কিন্তু আয়ুর্বেদে ইহার উল্লেখ নাই। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার নানা জাতের আর্টেমেসিয়া আছে। কাবুল দেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্যানটোনাইন্‌ প্রস্তুত হয় না। কিছুকাল পূর্বে কুরাম উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণ গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার শিল্প আশাপ্রদ। (Chopra 59—66; যোগেশ ১৫০। দ্রঃ স্যান্টোনাইন্‌)

কীর্তিবর্মন

(দ্রঃ কৃষ্ণ মিশ্র)

কুইন মেরী (Queen Mary) জাহাজ

গ্রেট বৃটেনের বৃহত্তম জাহাজ। ইহা ৮০,০০০ টন। লম্বায় ১০১৯ ফুট ও প্রস্থে ১১৮ ফুট। ইহার খোল (hull) তৈয়ারী করিতে প্রায় ৪০,০০০ টন ইস্পাত এবং প্রায় ১,০০,০০,০০০ রিভেট লাগিয়াছিল। ইহার পার্শ্বদেশে ২,০০০ জানালা ও পোর্টহোল কাটা হয়; ১৬,০০০ লৌহকর্মকার নিয়ত কাজে নিযুক্ত ছিল। এই জাহাজ কয়লায় চলে না, তৈলে চলে

এবং চার সেট্ টারবাইন হইতে ২,০০,০০০ অশ্বশক্তি সৃষ্ট হয়। টারবাইনগুলির মধ্যে ২,৫৭,০০০ পাখা আছে। জলের তলায় দুটি খোল আছে এবং উভয়ের মধ্যে প্রায় ২০ ফুট তফাৎ। এই ফাঁকটায় ৫০টি তৈলপাত্র আছে। ঘণ্টায় ৬০০-৮০০ টন্ তৈল পাম্প করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। বয়লারে দৈনিক ২০,০০০ টন্ বায়ু পাম্প করিয়া প্রবেশ করানো হয়। জাহাজের তল হইতে খোলের উপর পর্যন্ত ১৩৫ ফুট উচ্চ; মাস্তুল ২৩৪ ফুট। প্রত্যেকটি প্রোপেলারের ওজন ৩৫ টন। ২৪টি ডিজেল-ইন্জিন চালিত জীবনতরী আছে; এবং ইহা এক মিনিটের মধ্যে একজন লোক জলে নামাইতে পারে; প্রত্যেক জীবনতরীতে ১৪৫ জন লোক ধরে। তিনটি ফানেল আছে, প্রত্যেকটির ফাঁদ ৩৯ ফুট। জাহাজে ১২টি ডেক আছে। হালের ওজন ১৪০ টন; ইহার ভিতরে নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। তিনটি নোঙরের প্রত্যেকটির ওজন ১৬ টন। ৯০০ ফুট নোঙরের শিকল আছে; ইহার ওজন ১৪৫ টন। সামনের মাস্তুলটি ফাঁপা, ভিতরে ১১০ মই-এর ধাপ আছে; উহা জল হইতে ১৩০ ফুট উচ্চ। ইহাতে হাঁসপাতাল, ডিসপেন্সারী, অপারেশন ঘর, ছাপাখানা ও খবরের কাগজ, কয়েকটি নাপিতের দোকান আছে। ২২টি লিফ্‌টে (lift) ওঠানামা চলে। ৩৬টি মোটর গারাজ আছে। ২টি পাওয়ার স্টেশন হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা ১,৫০,০০০ অধিবাসীপূর্ণ শহরের কাজ চলে। জাহাজের সমস্ত কাজ বিদ্যুৎশক্তি বলে হয়; ইহাতে ৩০,০০০ বাতি আছে।...জাহাজ যখন অতলান্তিক পার হইবার জন্য যাত্রা করে তখন কি পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার হিসাব:— ১৫৪ মেষ শাবক, ৭৫ ষাড়, ২৫ বাছুর, ১১০ মেষ, ২০ শূকর, ১০,০০০ শামুক; ১,২০০ গলদা, ৩০০০ মোরগ, ৫০ হাঁস, ২৮০ টার্কি, ১,২০০ পায়রা, ১০০০ কোয়েল, ১৮,০০০ টিন্ সার্ডিন মাছ; ১,৭০০ কোয়ার্ট সর, ২০০০ গ্যালন দুধ, ২৫ টন্ আলু, ১৫০০০ পাঃ মাছ, ৬০,০০০ ডিম্ব ইত্যাদি।

কুইনিন্ ও সিনকোনা। (Quinine, Cinchona) সিনকোনা গাছের ত্বক হইতে প্রাপ্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ। সিন্‌কোনার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। সেখানে এই গাছ বনে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; রেড ইন্ডিয়ান ভাষায় ইহাকে 'কুইনা-কুইন' বলিত। ঐ দেশে ম্যালেরিয়া ছিল। ১৬৩০এ ডন্ জোয়ান্ লোপেজ নামে একজন স্পেনীশ ধর্ম যাজক এই গাছের ছালের কাথ খাইয়া জ্বরমুক্ত হয়। পরে ১৬৩৮এ পেরুর বড়লাটের স্ত্রী কাউন্টেস্ সিন্‌কোন জ্বরাক্রান্ত হইলে ডন্ জোয়ান্ তাঁহাকে এই কাথ পাঠাইয়া দেন। কাউন্টেস্ স্পেনে ফিরিয়া গিয়া এই ঔষধ প্রচার করেন ও তাঁহার নামানুসারে ঔষধের নাম হয় সিন্‌কোনা। ভারতে সিন্‌কোনার প্রথম ব্যবহার সুরু হয় ১৬৫৭এ। বোগ (Bogue) নামে জনৈক জাহাজ-ডাক্তার ইহা প্রথম আনেন।...১৮২০এ ফরাসী রাসায়নিক প'লতিয়ের (Pelletier) সিন্‌কোনার ছাল হইতে উপক্ষার (alkaloids) আহরণ করিবার উপায় আবিষ্কার করেন এবং উহাকে 'কুইনিন' নাম দেন। ১৮৪৭ হইতে ভারতে রীতিমত কুইনিনের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।...১৮৫২এ ডাচ্ গভর্নমেণ্ট জাভাতে সিনকোনার চাষ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬০এ ভারতের নীলগিরি, ত্রিবাঙ্কুর সিংহল দ্বীপে ইহার চাষ সুরু হয়। ১৮৬৬এ মাদ্রাজে যে সিন্‌কোনা কমিশন বসে তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে সিন্‌কোনাতে কুইনিন, কুইনিডিন, সিন্‌কোনিন্ ও সিন্‌কোনিডিন্ নামক যে চারি প্রকার উপক্ষার পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কুইনিন ম্যালেরিয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সেই অবধি সিন্‌কোনার অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া কেবল কুইনিনের অংশটুকু বাহির করিয়া লওয়া হয়। ইদানীং সিন্‌কোনার ব্যবহার পুনরায় হইতেছে।...কুইনিন ম্যালেরিয়ার ঔষধ বটে, তবে ইহার উচিতমত ব্যবহার হয় না বলিয়া অনেক সময় ফল পাওয়া যায় না।... কুঃ সেবনের ২০ মিনিটের মধ্যে উহা রক্তের মধ্যে যায়, কিন্তু ৬ ঘণ্টার বেশি সেখানে থাকে না; ২৪ ঘণ্টা পরে প্রস্রাবের মধ্যে উহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। কুঃ যাহা একবার খাওয়া যায় তাহা অল্পকালের মধ্যে অধিকাংশ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য কুঃ বারবার সেবনের প্রয়োজন হয়। (দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা)।

কুও-মিঙ-টাঙ

চীন দেশের জাতীয় দল; সান-ইয়াৎ-সানের মতাবলম্বীরা ইহার সদস্য। ১৯২৭এ এই দল গঠিত হয়। দঃ চীনে ইহারা প্রবল; বর্তমান চীন গভর্নমেণ্ট ইহাদের হাতে। ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তরের সমর সর্দারগণ ও কমিউনিস্টগণ বিদ্রোহী হয়।

কুঙফুৎসু (কনফুসিয়াস্) খৃঃ পূঃ ৫৫১—৪৭৮।

চীনের আচার্য। লু-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগে চীন বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল; সাধারণ লোকের মধ্যে কোনো উচ্চ আদর্শ বা ধর্মবোধ ছিল না। ভদ্রতা বা মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার করাই কুঙের উদ্দেশ্য ছিল; তদুদ্দেশে বহু রাজার সভায় গিয়া তিনি আদর্শ রাজ্যস্থাপনের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। লু'র রাজা তাঁহাকে সুযোগ দেন কিন্তু আদর্শবাদী দার্শনিকের সহিত বিষয়ী রাজার বেশি দিন বনে নাই ও কুঃ রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। আড়াই হাজার বছর কুঙফুৎসুর নীতিশিক্ষা চীনাদের ধর্ম-

পথে চালাইয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ, গ্রাম, পরিবারের প্রতি কর্তব্য ব্যক্তি মাত্রেরই প্রথম ও প্রধান ধর্ম। কুঙ প্রাচীন কবিতা, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ চীনাদের অবশ্য পাঠ্য। পোর্তুগীজরা তাঁহার নাম বিকৃত করিয়া কন্‌-ফুসিয়াস্ করিয়াছিল এবং তাহাই সর্বদেশে চলিত হইয়াছে। চীন ভাষায় কুঙ ফুৎসুর ধর্ম ও নীতিকে আশ্রয় করিয়া বিরাট সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে।

কুক্ (Cook, Captain James ১৭২৮—৭৯)
ইংরেজ নাবিক ও পর্যটক। ১৭৫৫এ নৌবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন ও চারি বৎসর পরে একখানি ছোট জাহাজের (sloop) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আমেরিকার নদী সেন্ট লরেন্সের মোহনা, নিউফাউনড্‌ল্যান্ড ও ল্যাব্রাডরের উপকূল সার্ভে করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৭৬৮ দক্ষিণ সাগর অভিযানের নেতৃত্ব পাইয়া দুই বৎসর প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ আবিষ্কার, নিউজীল্যানড পরিক্রমণ ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের মানচিত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।···দেশে ফিরিবার কিছুকাল পরেই কুক্ পুনরায় প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে বাহির হন; ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিযান; বহু দ্বীপ এবং বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। ১৭৭৫এ দেশে ফিরিলে তিনি বহু সম্মান লাভ করেন।···কুকের শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার উত্তর দিয়া এশিয়ায় যাইবার পথ বাহির করা। এইবার তিনি হাওই (Hawaii) দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া বেরিং প্রণালী পর্যন্ত গমন করেন; কিন্তু তুষারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হাওই দ্বীপে ফিরিয়া আসেন; তথায় ১৭৭৯, ১৭ জানুঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের হস্তে নিহত হন। ইঁহার রচিত Voyages round the World বিখ্যাত গ্রন্থ।

কুক্ এণ্ড সন্স, টমাস (Thomas Cook and Sons) পর্যটকদের ভ্রমণ ব্যবস্থাকারী ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস্ কুক (১৮০৮—৯২) ইংল্যান্ডে সামান্য কাজ করিতেন। ১৮৪১এ তিনি পর্যটকদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য মফঃস্বলে ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে এই ব্যবসায় বাড়িতে থাকে ও ১৮৬৬এ সর্বপ্রথম মার্কিন দেশে ও ১৮৬৯এ প্যালেস্টাইনে পর্যটন ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে মিশর, ভারত ও পূর্ব দেশের প্রায় প্রত্যেক বন্দরে ইহাদের অপিস আছে। বিদেশে যাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা এই কোং করিয়া দেয়। Traveller's Gazette নামে সাময়িক পত্রিকা ইহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

কুকি
ত্রিপুরার পর্বতে এবং উহার পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহে অবস্থিত এক জাতীয় কিরাত (দ্রঃ) কুকি নামে পরিচিত। কুকি শব্দ বাঙালীদের প্রদত্ত। কাছাড়ীগণ ইহাদিগকে লু-ছাই (লুসাই) বলে; কুকি ভাষার জাতীয় নাম 'রে-এম্'। লু-ছাই শব্দের অর্থ যাহারা মাথা কাটে; কুকিদের নৃশংসতার জন্য এই আখ্যা। বহু উপজাতিতে ইহারা বিভক্ত। গোমাংস ছাড়া সমস্ত মাংস ইহাদের খাদ্য। ইহারা মদ্যপায়ী, হিংস্র স্বভাব বিশিষ্ট। বহু লোক খৃস্টধর্মী। জুম কৃষি প্রধান উপজীবিকা। বাংলাদেশে ১৬,৫৯২ কুকি ১৯৩১এ বাস করিত।

কুকুড়া, কুঁকড়া (দ্রঃ মুরগী)

কুকুর (Dog)
মাংস-প্রিয় সুপরিচিত প্রাণী, মানুষের দ্বারা গৃহপালিত। ইতিহাসের আদিম অবস্থায় মানুষ যখন পশু শিকার করিয়া আহার করিত, তখন বন্য কুকুর অস্থি মাংসের লোভে মানুষের কাছে আসে। তারপর যাযাবর যুগে পশুপাল চরাইবার জন্য কুকুর মানুষের সহায় হয়। নেকড়ে বাঘ কুকুরের নিকট-তম আত্মীয়। পৃথিবীতে বহু প্রকারের কুকুর আছে—দীর্ঘাকার আলসেশিয়ান, গ্রেটডেন্ হইতে অতি ক্ষুদ্রাকার পকেট কুকুর। কুকুরের চাষ ইউরোপে একটি বড় ব্যবসায়। শিকারের সাহায্যের জন্য প্রধানত ইহাদের পোষা হয়। বড় লোকদের কুকুরের সখে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বাঙলার সরাইলের কুকুর ভাল শিকারী। আমাদের দেশী কুকুরের জাত অনাহারে ও অযত্নে অকর্মণ্য হইয়াছে মনে হয়।··· মেরু মণ্ডলের লোকদের গাড়ী বা স্লেজ একজাতীয় কুকুরে টানে। ভাল কুত্তা অত্যন্ত বদরাগী কুকুর; গ্রে-হাউন্ড্ ভাল শিকারী। কলিকাতায় ইহাদের রেস্ খেলিবার ময়দান হইয়াছিল।··· শীতকালে কুকুরের বাচ্ছা হয়। একসঙ্গে ১ হইতে ৮টা পর্যন্ত বাচ্ছা জন্মে। তিন সপ্তাহ পরে ইহাদের চোখ ফোটে। শরৎকালে কুকুর ক্ষেপে; সেইজন্য পোষা কুকুর সম্বন্ধেও সাবধান থাকা উচিত। ইহাদিগকে নানারূপ খেলা শেখানো যায়। প্রভুভক্তির জন্য ইহারা বিখ্যাত।

কুকুর
যদু বংশীয় অন্ধকরাজের পুত্র।

কুকুর-আলু (Dioscorea anguina)
ইহা একজাতের কন্দ; আসাম, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে বন্যভাবে জন্মে; ইহা লতানিয়া গাছ, ডাঁটা বামাবর্তে চড়ে; পাতা রোমশ। (দ্রঃ যোগেশ ৫২)

কুকুর-চিতা গাছ (Litsaea sebifera)
চির-শ্যামল বন্য গাছ। দুই জাতের গাছ আছে। ফুল ছোট, অনেকগুলি একত্র হয়। গ্রীষ্মকালে ফোটে। পুং ও স্ত্রী

ফুলের গাছ পৃথক (যোগেশ)। দেশী ঔষধে ব্যবহৃত হয়; উদরাময়, আমাশয়, বৃশ্চিকদংশনে ইহার প্রয়োগ হয়। (Chopra 504)

কুকুর-চুড়া গাছ (Pavetta indica)
আচ্ছুকাদি বর্গের ছোট বন্য গাছ। ফুল শাদা ঈষৎ গন্ধযুক্ত, চতুর্দল। অনেক ফুল একত্র থোকার আকার হয়। (যোগেশ) হিং পাপরি। শোথাদি রোগের দেশীয় ঔষধ (Chopra 518)

কুকুরছড়ি,—লেজ্জা
বন্য ক্ষুপ; ইহার ফুল কুকুরের লেজের ন্যায় বাঁকা।

কুকুরজিহ্বা (Leea sambucina)
ঢোলসমুদ্র গাছের তুল্য ছোট ক্ষুপ বিশেষ। ফুল ছোট, বর্ষাকালে ফোটে (যোগেশ)। শূলবেদনা, উদরাময়, আমাশয় ও কোমরের বাতে এই ঔষধের প্রয়োগ দেশীয় চিকিৎসায় দেখা যায়। (Chopra 502)

কুকুরশোঁকা, কুক-শিমা, কুকুন্দর, সহদেবী (Blumea lacera)। সোমরাজাদি বর্গের বর্ষায়ু লোমশ শাক। ভারতের সর্বত্র বর্ষাকালে ও শরতের প্রারম্ভে যেখানে-সেখানে জন্মে। গাছ সোজা, ফুল পীত, শীতে ফোটে; পাতায় তারপিন তেলের গন্ধ আছে। ছোট কুকশিমা দেখিতে ঐ প্রকার হইলেও অন্য জাতীয় গাছ (Vernonia cinerea); ফুল আকৃষ্ণ-রক্ত। ইহা বহু রোগে ব্যবহৃত হয়। অবসাদক ও সঙ্কোচক (Chopra 536; যোগেশ)। ডাঃ চোপ্‌রা বলেন কর্পূর জাতীয় বৃক্ষ এদেশে নাই, তবে তজ্জাতীয় বহু বৃক্ষ হিমালয়ের নেপাল-সিকিম অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যর মালভূমে জন্মে। কুকুরশোঁকা তজ্জাতীয় একশ্রেণীর উদ্ভিদ (Chopra 118)

কুকো, কুকা পাখী (Coucal, Centropus sinenis) বৃক্ষারোহী বর্গের প্রায় এক হাত দীর্ঘ পক্ষী। পক্ষ ছোট পয়রা। পুচ্ছ সবুজমাথা; মাথা গলা চোখের নীচে লালচিয়া কাল; ঠোঁট পা চোখ লাল। মাঠে জঙ্গলে দেখা যায়; ভাল উড়িতে পারে না। ইহা কোকিল জাতীয় হইলেও পরভৃতিকা নহে। ইহাদের 'কুয়ো' 'কুয়ো' শব্দ গম্ভীর। এই পাখী এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় আছে; শাবকের জন্য ছোট ছোট পোকা এমনকি পাখীও মারে। (দ্রঃ যোগেশ)

কু-ক্লুক্স্-ক্লান (Ku Klux Klan)
১৮৬৫ মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের টেনেসি স্টেটে এই নামে গুপ্ত সভা স্থাপিত হয়। শ্বেতাঙ্গদের কৌলীন্য রক্ষা এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদহেতু কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের ঔদ্ধত্য ধ্বংসই প্রধানতম উদ্দেশ্য। গুপ্ত হত্যাদি সভ্যরা করিতেন। ১৮৭১-৭২এ আইনদ্বারা এই সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৫এ পুনরায় এই গুপ্ত সমিতি সঞ্জীবিত হয়। এইবারও শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব বজায়ের জন্য ইহা গঠিত হয়। নিগ্রোদের জীবন্ত দাহ প্রভৃতি যে নিষ্ঠুর কার্য সম্পন্ন হয় তাহা এই সঙ্ঘের সদস্যদের কীর্তি।

কুঙ্কুম শাক (Crocus Sativus)
কাশ্মীরের কন্দজাতীয় শাক। ফুলের কেশর 'কুঙ্কুম' নামে চলিত। বলুথ পারস্য, ফ্রান্স, [illegible]ন, স্পেন প্রভৃতি দেশে জন্মে। শরৎ কালে ফুল হয় এবং তখন চারিদিক সুগন্ধে পূর্ণ হয়। ফুল শুখাইয়া ফুলের স্ত্রী-কেশর খুঁটিয়া 'শাহী জাফরান' (Saffron) পাওয়া যায়। এই কেশরের ৪০০০টি একত্রিত করিলে ওজনে এক আউন্স হয়। পূর্বকালে ধনীরা কুঙ্কুম ও চন্দন অঙ্গে লেপন করিতেন। ইউরোপে বস্ত্র রঞ্জনের জন্য উহা ব্যবহৃত হইত। আয়ুর্বেদে ইহার ঔষধ ব্যবহার হয়।

কুঁচ, গুঞ্জা, রতি (Abrus precatorius)
ইংরেজি Indian Liquorice; Crab's eye। শিম্বাদি বর্গের লতানে গাছ, ভারতের সর্বত্রই প্রায় দেখা যায়। শরতে ফুল হয়। পাতা তেঁতুল পাতার মত। ফুল শিমের ফুলের মত, তবে বৃহৎ ও গোলাপী। ফল শিম্বের মত, মধ্যে ২-৬টি কুঁচ বা বীজ থাকে। রক্ত ও শ্বেত ভেদে কুঁচ প্রধানত দুই প্রকার। লাল কুঁচের গাত্র লাল-কাল, শ্বেত কুচের গাত্র শ্বেত-কৃষ্ণ। গুঞ্জার নানাবিধ ঔষধ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কুঁচের তৈল টাকের ঔষধ। বীজে মারাত্মক বিষ আছে; মুচিরা গোবধের জন্য গ্রামে ব্যবহার করে শোনা যায়। ইহাতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গরুর মৃত্যু হয়। কিন্তু বীজ সিদ্ধ করিয়া লইলে বিষ থাকে না, তখন উহা খাওয়া যায়। ভারতে সোনা ওজনের জন্য রতি বা কুঁচ ব্যবহৃত হয় (১.৭৫ গ্রেন)। (দ্রঃ রতি ওজন। Watt 2, Chopra 262)

কুচিলা (Stryconos Nux Vomica)
সংস্কৃত কারস্কার। এই গাছ ২৫।৩০ হাত উচ্চ; দঃ ভারতে ও সমুদ্র উপকূলে জন্মে, উড়িষ্যায় চাষ হয়; বাঙলায় প্রায় দেখা যায় না। বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারীরা এই গাছের গুণ বহুকাল হইতে জানে; এবং প্রতি বৎসর ভারতীয় বন্দর হইতে ৪৫—৫০,০০০ হন্দর কুচিলা রপ্তানী হয়। ৩,০০,০০০ টাকার উপর কুচিলা গ্রেট বৃটেনেই রপ্তানী হয়। (Chopra 248-50) ফল কমলালেবুর মত; ভিতরে গোল বীজ; উহাতে কুচিলা বিষ (Strychnine) থাকে। আয়ুর্বেদে ইহার ব্যবহার উল্লিখিত আছে। ইহাকে ৩ দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত

হয়। ইহার মধ্যে দুইটি ক্ষার আছে। (যোগেশ; ভারত দর্পন ২৪৭)

কুচে, কুচিয়া, কুচ্যে, কুচলা মাছ (Amphipuous Cuchia; the Mudeel. ক্ষুদ্র-শকলী, উভচর ঈষৎ হরিতবর্ণ। কৃষ্ণ তিলযুক্ত মৎস্য; সাপের মতন লম্বা, প্রায় দেড় হাত; পাখনা নাই, পাঁকে থাকে। বাঙলার অনেক স্থানে ইহা লোকে খায় না। পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বর্মার পরিষ্কার ও কাদা জলে এই মাছ পাওয়া যায়। (J.R.A.S. 1987 Vol. III. 128)

কুঞ্জলতা বা তরুলতা (Quamoclit pinnata; Ipomaea Q.) কলম্ব্যাদি বর্গের বর্ষায়ু রোহিণী; পাতা পক্ষছিন্ন, ফুল সরু, লাল; ফল ফাটিয়া যায়, বীজ চারিটি। বনে ও বাগানে হয়। ইহার পাতা শীতল গুণ বিশিষ্ট, কারবাঙ্কালে প্রযুক্ত হয়। (যোগেশ; Chopra 499)

কুজাঁ (Cousin, Victor ১৮০২—১৮৬৭)

ফরাসী দার্শনিক। ইহার একখানি গ্রন্থ (সত্য, সুন্দর, মঙ্গল নামে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছেন।

কুট্ কুট্ করে কেন?

ওল খাইলে গলা, গায়ে বিছুটি লাগিলে চামড়া কুট্ কুট্ করে। ওলের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম শক্ত আঁশ থাকে, সেগুলি গলার মধ্যে চামড়ায় বিঁধিয়া যায় বলিয়া গলা কুট্ কুট্ করে। বিছুটি পাতার গায়েও সূক্ষ্ম শোঁ থাকে, তাহা গায়ের চামড়ায় বিঁধিয়া যায় বলিয়া গা চুলকায়।

কুট (Coot, Sir Eyre ১৮২৬—৮৩)

ইংরেজ সৈনিক। পলাশীর যুদ্ধের সময় একজন ক্যাপ্তেন ছিলেন; ১৭৫৯ মাদ্রাসের সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৭৬০ বন্দীবাসের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি ললিকে (Lally) পরাজিত করেন। ১৭৭৯ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া পুনরায় ভারতে আসেন ও হাইদারকে পরাভূত করেন। ১৭৮৩এ মাদ্রাসে মারা যান।

কুটকান্তি বা কুর্কতি (Erethistes hara)

বাঙলা, উড়িষ্যা, আসাম ও বর্মার নদীর মাছ। মাথা চ্যাপটা, দেহ সোজা, মুখ অত্যন্ত কদাকার; গোঁফ আছে, চামড়া অত্যন্ত শক্ত। পিঠের উপর দিয়া গোলভাবে কালো রঙের ছোপ। ৬ ইঞ্চি লম্বা। পোছা বা লেজা চিত্রিত। (J. R. A. S. 1987. Vol. III)

কুড় (Saussurea lappa; the costus, পাচক)

সংস্কৃত নাম কুষ্ঠ, গন্ধ ভেষজ। সোমরাজ্যাদি বর্গের দীর্ঘ শাক; কাশ্মীরে ও পঞ্জাবের চেনাব ও ঝিলামের তটদেশে, এবং ১০-১৩ হাজার ফিট ঊর্ধ্বে পার্বত্যদেশে জন্মে। শরতে মূল তুলিয়া শাক সংগৃহীত হয়। মূলের মধ্যে ইনুলিন (Inulin) নামে সুগন্ধী পদার্থ আছে। আলোয়ান ও শালের মধ্যে রাখিলে উহা সুবাসিত হয় এবং কীটাদি হইতে রক্ষিত হয়। এক কালে কাশ্মীর হইতে বহু সহস্র টাকার কুড় চীন দেশে যাইত। বৈদ্যক শাস্ত্রে ও হেকিমিতে ইহার ব্যবহার আছে। (Watt 980; Chopra 377-85; 526)।

কুড়চি গাছ (Holarrhena antidysenterica)

সংস্কৃত কুটজ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র জন্মে। আসামে কুচবিহারে অধিক। পত্র-ধারা কদম্বপত্র তুল্য; শাখাগ্র ভাঙিলে দুধের ন্যায় আঠা বাহির হয়। ফুল শাদা; বীজ যবাকৃতি। আয়ুর্বেদে বহুল প্রয়োগ হয়; অতিসার রক্তামাশয় রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কাঠ শাদা, খোদাই কাজে ব্যবহার লাগে। বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। (Watt 640; Chopra 326-38)

কুড়াপন্থী

ধর্মসম্প্রদায়। আগ্রা জিলার হাথরাস শহরের তুলসীদাস নামে গন্ধবণিক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহারা এক 'কুড়া'য় (পাত্রে) সমুদায় ভোজ্য একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া আহার করে বলিয়া কুড়াপন্থী নাম। ইহারা দেবমূর্তি পূজক নহে, সত্য-পুরুষের ধ্যান করে।

কুণাল

অশোকের প্রিয় পুত্র কুণাল তক্ষশিলার সেনাপতিরূপে প্রেরিত হন। দুষ্টা বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার চক্রান্তে তিনি সেখানে অন্ধ হন। কুণাল তদীয় পত্নী কাঞ্চনের সঙ্গে ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বহুকাল পরে পাটলিপুত্রে আসেন। কুণালের বীণা বাদন শুনিয়া অশোক তাহা চিনিতে পারিলেন ও অন্ধ বাদককে নিকটে আহ্বান করিয়া দেখিলেন যে অন্ধ তাঁহারই প্রিয় পুত্র কুণাল। ইতিপূর্বে তিনি এ সংবাদ পান নাই। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রানীকে হত্যার আদেশ দেন। কুণাল বাধা দিয়া বলিলেন, তাঁহার চর্ম চক্ষু নষ্ট হইয়াছে কিন্তু তিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন। অশোক তক্ষশিলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বহু লোককে নির্বাসন দেন; তাহারা খোটানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

কুণ্ড (Bulb of a thermometer)

দ্রঃ থার্মোমিটার।

কুণ্ড (Calyx), বৃতি

ফুলের নিম্নভাগে যে সবুজ রঙের অংশ জোড়া থাকে, তাহাকে

কুণ্ড বলে ; কুঁড়ি অবস্থায় কুণ্ড ফুলের পাপড়ি, কেশর প্রভৃতিকে রক্ষা করে। অনেক সময়ে কুণ্ড ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু পেয়ারা, ডালিমের উপরিভাগে উহা দেখা যায়। (দ্রঃ বৃতি)

কুতলু খাঁ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ইঁহার নাম আছে। ইনি বাঙলার সুলতান দাউদ খাঁর একজন সেনাপতি। ইঁহার প্ররোচনায় প্রধান সেনাপতি লোদি খাঁ দাউদ খাঁ কর্তৃক নিহত হন। (দ্রঃ রিয়াজ-উস-সলতান, অনুবাদ পৃঃ ১৪৬)

কুতুব উদ্দীন আইবক

দিল্লীর প্রথম তুর্কী সুলতান। কুতুবের স্থাপিত রাজবংশ 'গোলামবংশ' নামে পরিচিত (দ্রঃ দাসবংশ)। অতি দরিদ্রের ঘরে কুতুবের জন্ম হয় ; খোরাশনের নিশাপুরে দাসরূপে বিক্রীত হন ; পরে মোহম্মদ ঘোরী ইঁহাকে ক্রয় করেন। প্রতিভাবলে মোহম্মদ ঘোরীর রাজ্যজয়ের প্রধান সহায় হন। ঘোরীর মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ভারতের সুলতান হইয়া বাস করিলেন (১২০৬—১২১০)। পোলো খেলিতে গিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যান। ইনি অসাধারণ দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে 'লাখ্‌বকস্‌' বলিত। ইনি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; কুতুব নামে এক ফকিরের স্মৃতিরক্ষার জন্য দিল্লীতে 'কুতুব মিনার' নামে স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন ; ইলতুতমিস ইহা সমাপ্ত করেন। আজমীরস্থ 'আড়াইদিন কা ঝোপড়া' নামে বিখ্যাত মসজিদও কুতুব দ্বারা নির্মিত হয়। কুতুবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (মতান্তরে পোষ্যপুত্র) আরাম সুলতান হন।

বংশ (১৫১২—১৬৮৭)

দঃ ভারতের বাহমনি রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুলি কুতুব শাহের নেতৃত্বে গোলকুণ্ডায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় (১৫১২-১৮) ; এই বংশ ১৬৮৩ পর্যন্ত তথায় স্থায়ী হইয়াছিল। এই বংশের আটজন সুলতানের নাম :—(১) সুলতান কুলি কুতুব ১৫১২—৪৩। কুলি কুতুবের পিতা তাতার হইতে আসিয়া ভারতে বসবাস করেন ; বাহমনি সাম্রাজ্যের সুলতান মোহম্মদ শাহর অধীনে তিনি কার্য গ্রহণ করেন ; পরে বহু উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। ১৪৯৩এ পিতার মৃত্যু হইলে কুলি কুতুব গোলকুণ্ডার অধিপতি হন। কিন্তু ১৫১৮র পূর্বে রাজা ঘোষণা করেন নাই। (২) জামসেদ (১৫৪৩-৫০)। (৩) সুভান কুলি ১৫৫০। (৪) ইব্রাহিম ১৫৫০-৮০ ; (৫) মোঃ কুলি ১৫৮০-১৬১২। (৬) মোহম্মদ ১৬১২-৩৫। (৭) আবদুল্লা ১৬৩৫-৭২ (৮) আবুল হাসান ১৬৭২-৮৭। ১৬৮৭তে আওরঙজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয় ; সুলতান বন্দী হন ও ১৭০৫এ তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশ গোলকুণ্ডায় ১৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

কুঁদফুল (Jasminum pubesceus)

মল্লিকাদি বর্গের প্রসিদ্ধ পুষ্পক্ষুপ। ছোট পাতা, নরম রোমশ। শীতকালে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া গাছকে শাদা করিয়া রাখে। গ্রীষ্ম মণ্ডলের ফুল, দঃ এশিয়ায় হয়। একজাত দঃ আমেরিকায় জন্মে। ইংল্যান্ডে দুই জাত জন্মে ; শাদা ফুল গ্রীষ্মকালে হয়। শীতের ফুল চির-শ্যাম হলুদে ফুলের গাছ। বীজ পুঁতিলে বা ডাল কাটিয়া পুঁতিলে গাছ হয়। আয়ুর্বেদে কুন্দ বা কুন্দককে অতিমধুর, শীতকষায়কেশভাবন, কফপিত্তহর, দীপন প্রভৃতি গুণযুক্ত বলা হইয়াছে। শিরোবেদনা, বিষ ও পিত্তঘ্ন। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ২০৫)

কুদরি লতা (Trichosanthes cucumerina)

কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের বন্য প্রতানী ; পটোলের মতন লতা ; কিন্তু পাতা ৫।৭টি আঙুলের মতন। ফুল ছোট, আ-পীত ; ফল ডিমের মত, পাকিলে লাল হয়। স্ত্রী ও পুং গাছ পৃথক। ইহার ফল অনেকে কাঁচা রাঁধিয়া খায়। (যোগেশ)।

কুনিফর্ম (Cuniform : Latin Cunes, a wedge)

তীরাক্ষর, কীলকলিপি। প্রাচীন বাবিলনের লিপিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। স্যর হেনরী রলিন্‌সন্‌ (১৮১০-৯৫) এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। কাদার ইটের উপর নরুনের ন্যায় লেখনীর দ্বারা লিখিত হইত বলিয়া ইহার আকৃতি কীলক (Wedge) বা তীরের ন্যায়। পূর্বে ইহা চিত্রলেখা ছিল, অর্থাৎ তীরাকৃতি ছাপ দিয়া দিয়া ছবি আঁকিয়া বক্তব্য প্রকাশ করা হইত ; ক্রমে উন্নতি হইয়া উহা Syllable রূপে লিখিত হইল, লিপি আকারে কখনো হয় নাই। বাবিলনীয়, মিডিয়া, হিটাইট ও পারস্যদেশে এই কীলকলিপির নানারূপ ঢঙ ব্যবহার হইত।

কুন্তিভোজ

যদুবংশীয় শূরসেনের পিসির পুত্র। শূরসেন তাঁহার কন্যা পৃথাকে অপুত্রক কুন্তিভোজকে দান করেন। কুন্তিভোজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দেন। পৃথার (কুন্তী) অপর ভগিনী সুপ্রভা চেদিরাজ শিশুপালের মাতা।

পাণ্ডবদের জননী। যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। প্রকৃত নাম পৃথা ; শূরসেন কুন্তিভোজ রাজাকে এই কন্যা দান করেন ; সেই হইতে পৃথার কুন্তী নাম। রাজা

পাণ্ডুর সহিত বিবাহ হয়। পাণ্ডু নিবীর্য ছিলেন; সেই হেতু কুন্তীর পুত্রগণ সবই ক্ষেত্রজ। মহাভারত রচয়িতা, যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের, অর্জুনকে ইন্দ্রের ও ভীমকে পবনের নন্দন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ণ সূর্যের তনয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে কর্ণের জন্ম হয়। লোকলজ্জা ভয়ে কুন্তী ঐ শিশুকে ত্যাগ করেন। পাণ্ডবদের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবনী গ্রথিত। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে মাদ্রী সহমৃতা হন, কুন্তী নিজ নাবালক পুত্রত্রয় ও মাদ্রীতনয়দ্বয় লইয়া ভীষ্মাদির আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে বাস করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পনের বৎসর পুত্রদের সহিত বাস করেন ও তদনন্তর বনে তপস্যায় যান ও সেখানে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুবলয়াশ্ব

শত্রুজিৎ রাজার পুত্র; প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। কুবলয় নামে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেন বলিয়া এই নাম। গন্ধর্বরাজ বিশ্ববসুর কন্যা মদালসাকে পাতাল হইতে আনিয়া বিবাহ করেন। দানব পাতালকেতুকেও সেখানে বধ করেন। পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু তপস্বিবেশে রাজধানী সমীপে আসিয়া বাস করিতে থাকে ও একদিন চাতুরী করিয়া প্রাসাদে গিয়া রটনা করে যে কুবলয়াশ্ব শিকার করিতে গিয়া মারা গিয়াছে। মদালসা শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন; কুঃ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলেন। পাতালে পুনরায় তাঁহাদের মিলন হয়।

কুবলাই খাঁ (Kublai Khan ১২১৬—১২৯৪)

মংগল সম্রাট চেংগিস খাঁর পৌত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মংগু খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ১২৫৯এ মংগলদের সর্দার হন ও চীন জয় করিয়া কারাকোরম হইতে রাজধানী পরিবর্তন করিয়া পেকিঙে উহা স্থাপন করেন। এই বংশ চীন-ইতিহাসে ইউয়ান (Yuan) নামে খ্যাত। মংগলদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম রূপে গৃহীত হয়। তাঁহার সময়ে মার্কো পোলো (দ্রঃ) চীনে বাস করেন। চীন তিব্বত বর্মা প্রভৃতি দেশ তাঁহার অধীন হয়। জাপান অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২৬৯ কুবলাই রোমের পোপের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া একদল ইউরোপীয় পণ্ডিতকে আহ্বান করেন; কিন্তু পোপ দুইজন মাত্র পুরোহিত পাঠান ও তাহারা কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসে।...দিল্লীতে দাসবংশীয় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-৬৬) ও গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭) ইঁহার সমসাময়িক।

কুবলাশ্ব

সূর্যবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র; মহর্ষি উতঙ্কের আদেশে দৈত্য ধুন্ধুকে যুদ্ধে বধ করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় ধুন্ধুমার।

ীএর (Cuvier, Georges Leopold, Baron ১৭৬৯—১৮৩২)

ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ; তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল প্রামাণিক ছিল। তিনি প্রাণীজগতকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

কুবের

মহর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র, বিশ্রবার পুত্র। ইনি যক্ষরাজ; ধনাধিপ। ইঁহার রাজধানীর নাম অলকা। ইনি দেখিতে কদাকার ছিলেন। তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া অমরত্ব বর লাভ করেন। প্রথমে ইনি লঙ্কায় বাস করিতেন, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণের দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়া হিমালয়ের অলকাপুরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাবণ ইঁহার পুষ্পক রথ কাড়িয়া লন। কুবেরের প্রাসাদাদির ভগ্নস্তূপ হইতে ময়দানব পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করেন। বোধ হয় লঙ্কাবাস কালে বাণিজ্য করিয়া কুবের ধনোপার্জন করেন।

কুব্জকোণ (Reflex Re-entrant angle)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা। দ্রঃ প্রবৃদ্ধকোণ।

কংসের পরিচারিকা। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সহিত কংসের ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষ্যে মথুরায় উপস্থিত হইলে পথে কুব্জাকে মাল্য চন্দনাদি লইয়া যাইতে দেখেন। তাঁহার কাছ হইতে ঐ সমস্ত প্রার্থনা করিলে তিনি সেসকল কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাহার কুব্জাংশ স্পর্শ করিলে সে রূপবতী নারী হইয়া যায়। বৈষ্ণবদের মতে ইনি একজন বৈষ্ণব সাধিকা।

কুমড়া (Pumpkin, Benincasa cerifera)

কুষ্মাণ্ড আদিবর্গের প্রতানী। (১) চাঁচি বা চাল-কুমড়া প্রভৃতি আয়ুর্বেদে উল্লেখ আছে। কুষ্মাণ্ডের ফুল পীতবর্ণ, পুং ও স্ত্রী পৃথক, দেখিলেই বুঝা যায়। পাতা খশ্‌খশে। ফল শাদা গোল, বালিশের মত। চালে উঠে বলিয়া নাম চাল-কুমড়া; দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিলে বহুকাল থাকে। (২) মিঠা কুমড়া (Gourd. Cucurbita maxima) বিদেশী লতা, বিলাতী কুঃ বলে। পশ্চিম এশিয়া ও মেক্সিকোতে প্রচুর জন্মে। বিলাতে বড় কুঃ ৩ মণ পর্যন্ত হয়। আমাদের দেশে বর্ষার পর বীজ রোপণ করে; চৈত্রে ফল তোলে। (৩) ভুঁই কুমড়া (Ipomoea paniculata) কলম্ব্যাদিবর্গের বৃহৎ লতা। সংস্কৃত নাম বিদরী। ৫।৭ আঙুলাকার ফুল, আনীল রক্ত, ডাঁটা মসৃণ, বীজ কোণে কোণে লোমশ। কুমড়া পুষ্টিপ্রদ, মূত্রল। যোগেশ)

কুমার

(দ্রঃ কুম্ভকার)

কুমারগুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৪—৫৫ খৃঃ)
গুপ্তবংশীয় রাজা। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি লইয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইঁহার সময়ে হূন (দ্রঃ) নামে বর্বর জাতি ভারতে প্রবেশ করে ও রাজ্য বিশেষভাবে বিধ্বস্ত করে। ইঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত (দ্রঃ)। কিম্বদন্তী কবি কালিদাস ইঁহার সমসাময়িক।

কুমারজীব (৩৩২—৪১৩ খৃঃ)
বৌদ্ধ পণ্ডিত। মধ্য এশিয়ার কুচাদেশে (কুশর্ষীণ) জন্মস্থান। ইঁহার পিতা কুমারায়ণ ভারতবর্ষ হইতে গিয়া কুচায় বাস করেন ও সেখানে তদ্দেশীয় রাজভগ্নী জীবাকে বিবাহ করেন; ইঁহাদের পুত্র কুমারজীব, পিতামাতার নাম লইয়া নামাকরণ হয়। বাল্যকালে মাতার সহিত কাশ্মীরে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও দেশে ফিরিবার পথে কাশগড়ে থাকিয়া বেদাদি পাঠ করেন। ৩৫২এ কুচায় ফেরেন। সেখানে তুখার ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকের লোকে জানিতে পারে ও চীনে তাঁহাকে প্রায় জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কুৎসঙ নগরীতে পনের বৎসর (৩৮৫—৪০০) ও শেষ জীবনে চীনের রাজধানী চাঙআনে (৪০১—১১) বাস করেন। চীন সম্রাটের আদেশে ও ব্যবস্থায় ৪৩১ খণ্ডে ৯৮ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত বা চীনা তাঁহার মাতৃভাষা ছিল না, কিন্তু তিনি উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জীবনী চীনা ইতিহাসে বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়। (দ্রঃ P. K. Mukherji, Indian Literature in China)

কুমারদাস
সংস্কৃত কবি। 'জানকীহরণ' নামে মহাকাব্য রচয়িতা। কালিদাসের মহাকাব্যের অনুকরণে ইহা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ২০ সর্গে সম্পূর্ণ; তবে কাব্যটি বহুকাল অজ্ঞাত ছিল; ১৮৯১এ সিংহলের এক সংস্কৃত-সিংহলী পুঁথি হইতে বইখানি সম্পাদিত হয়। ইহার পরে লন্ডনে ও মাদ্রাসে অন্য পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদ্রাসের প্রাচ্য গ্রন্থাগারের পুঁথিখানি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কবি দ্বারা অধুনাবিষ্কৃত পুঁথির শ্লোক সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং একাধিক পাঠ চলিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।...কবি কুমারদাস সম্বন্ধে এখনো শেষ মীমাংসা হয় নাই। একদল বলেন যে কবি সিংহলের রাজা ছিলেন; পিতার নাম ছিল কুমারমণি এবং পিতার মৃত্যুদিনে তাঁহার জন্ম হয়; তিনি শিশুকালে ব্যাধিতে ভোগেন; কিন্তু কি ব্যাধি তাহা তিনি আত্মপরিচয়ে বলেন নাই; রাজশেখর বলেন যে কবি কুমারদাস জন্মান্ধ ছিলেন। কবি ও রাজা একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে।

কুমারপাল (১১২৬—৩০)
বঙ্গ-বিহারের পালবংশীয় ১৫শ রাজা। ইনি রামপালের পুত্র। ইঁহার মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন হইতে ও ১৭শ রাজা মদনপালের মনহালি তাম্রশাসন হইতে কুমারপাল সম্বন্ধে সামান্য তথ্য জানা যায়। পুত্র ৩য় গোপাল ইঁহার পরে রাজা হন। (দ্রঃ Hem Ray, Dynastic History of North India, I. 350)

কুমারপাল (১১৪৪—৭৩)
অনহিল পাটক বা অনহিলবাড়ার চালুক্য বংশীয় রাজা; ইঁহার পূর্বে জয়সিংহ সিদ্ধরাজ রাজা ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ত্রিভুবনপাল; তিনি রাজা ছিলেন না। জৈনাচার্য হেমচন্দ্র কুমারপালকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। জয়সিংহ বিরচিত 'কুমার চরিতে' কুমারপালের ও তাঁহার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। (দ্রঃ Ibid. II. 1047)

কুমারলাত (১ম শতাব্দী খৃঃ)
প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত কবি। ইঁহার রচিত 'কল্পনামণ্ডিতিকা' নামে একখানি কাব্যের খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ার তুরফান নামক স্থানে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জারমেন প্রত্নতাত্ত্বিকদের হস্তগত হয়। ডাঃ লুডার্স সেই খণ্ডিতাংশ জারমান ভাষায় টীকা টিপ্পনী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হুয়েনৎ-সাঙের মতে কুমারলাত 'সৌত্রান্তিক' শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি অশ্বঘোষ নাগার্জুন, আর্যদেব প্রভৃতির সমসাময়িক।

'কুমারসম্ভব'
কবি কালিদাসের মহাকাব্য। কুমার বা কার্ত্তিকের জন্ম বিবরণ অবলম্বনে রচিত। ১৭ সর্গে বিভক্ত। ১ম—৮ম সর্গ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট এবং টীকাকারগণ এই অংশেরই টীকা করিয়াছেন।...বাংলায় নবীনচন্দ্র দাস কর্তৃক ঐ অংশের কবিতায় অনুবাদ আছে। বসুমতী কার্যালয় প্রকাশিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে গদ্য অনুবাদ আছে।

কুমার সিংহ, কুঁবর সিংহ (১৭৮২—১৮৫৮)
সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদের নেতা; ইনি শাহাবাদ জিলার জগদীশপুরের জমিদার ছিলেন; বিদ্রোহীদের লইয়া ইনি আরা খাজনাখানা লুট করেন ও কারাগার হইতে কয়েদীদের মুক্তি দেন। ১৮৫৮ জুন মাসে যুদ্ধে নিহত হন।

কুমারস্বামী, আনন্দ. কে.

শিল্পের সমঝদার ও আর্টের ঐতিহাসিক। ইনি সিংহলদেশীয়; ইঁহার শিক্ষা, দীক্ষা বিদেশে হইলেও ইনি ভারতের জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসবান্। স্বদেশীযুগে ভারতের শিল্প কলার প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইনি ও হ্যাভেল সাহেব বিশেষভাবে দায়ী। ইনি বস্টন্ (U.S.A.) শহরের ফীল্ড মিউজিয়ামের অধ্যক্ষরূপে বহুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিতেছেন। তাঁহার গ্রন্থ South Indian Bronzes, Indonesian Art, Art and Swadesi, Indian Drawings, Myths of the Hindus and Buddhists (with Sister Nivedita) প্রভৃতি।

কুমারিকা

রাজা ভরতের পৌত্রী ও সিংহলেশ্বর শতশৃঙ্গের কন্যা। ইনি সাগর তীরে শিবলিঙ্গ (বকরেশ্বর) ও মন্দির স্থাপন করেন। সেই হইতে কুঃ অন্তরীপ তীর্থস্থান। কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে বিশেষ পূজা হয় ও সর্ব পাপ নিরাময়ক বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস। প্রত্যেক হিন্দুকে জীবনের কোন সময়ে হরিদ্বার, দ্বারকা, কুমারিকা, পুরী ও কাশী ভ্রমণ করিতে হইত, অর্থাৎ সমগ্র ভারতে হাঁটিয়া যাইতে হইত।

কুমারিল ভট্ট

মীমাংসা দর্শনের আচার্য। ৭ম শতকে ইনি দক্ষিণ ভারতে মীমাংসা মত প্রচার করেন। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযান ও বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রবর্তনের আন্দোলনের জন্য দায়ী। বৌদ্ধগণকে রাজ-সাহায্যে নিপীড়িত করেন বলিয়াও অপবাদ আছে। মীমাংসা দর্শনের উপর ইঁহার রচিত ভাষ্য বিখ্যাত। উক্ত দর্শনের ১।১ পাদের উপর টীকা 'শ্লোক বার্তিক,' ১।২ পাদ ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর টীকা 'তন্ত্র বার্তিক' ও অবশিষ্ট অধ্যায় ও পাদগুলির উপর টীকা 'টুপ্‌টীকা' নামে খ্যাত।

কুমারীলতা (Smilax macrophylla)

রজনীগন্ধাদিবর্গের কণ্টকময় বন্য প্রতানী। পাতা একোত্তর, ৩—৫ শিরাল, ফুল ছোট। (যোগেশ)

কুমীর (Crocodile)

সরীসৃপ জাতীয় জলচর; নদী ও বৃহৎ বিল প্রভৃতিতে বাস করে, সমুদ্রে বাস করে না। বহুজাতের কুমীর পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে আছে। চতুষ্পদ, দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট প্রাণী। ইহারা নদীর পাড়ে ডিম পাড়িয়া বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখে। ২০ হইতে ৬০ ডিম একসঙ্গে পাড়ে। ডিম দেখিতে রাজহাঁসের ডিমের মতন। আফ্রিকা, দঃ এশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও দঃ আমেরিকার উত্তরাংশে বহু জাতের কুঃ দেখা যায়। ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা ও মালয় উপদ্বীপেও কুঃ আছে। দ্রুত সাঁতারু ও দেহে অসীম শক্তি ধারণ করে। জলচর হইলেও কূলের নিকট বা তীরে বিশ্রাম করে। মাংসাশী। কুমীরের চামড়া অত্যন্ত শক্ত; ইহাতে মোটা মোটা শিঙের মতন আঁশ আছে; আঁশের মাঝখানটা নীচু এবং সেইখানটা তাহার স্পর্শ কেন্দ্র। গলার নীচে দুই জোড়া গন্ধকোষ আছে; ইহার স্রাব হইতে জলে একটা গন্ধ হয়। ইহার মাথা বড় কিন্তু মাথার মধ্যে ঘিলু এক ইঞ্চি স্থান জুড়িয়াও নাই।

কুমীরে পোকা

ঘরের যেখানে-সেখানে দেওয়ালে মাটি দিয়া একজাতীয় কীটকে আটকাইয়া রাখে। লোকে চলিত ভাষায় ইহাকে কুমীরে পোকার ঘর বলে।

কুমুদ (Nymphaea esculenta, N. Lotus)

বাংলায় হেলাফুল, নালিফুল, শ্বেত শুঁদি নামে পরিচিত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জঃ ১৮৮২)

বাংলার কবি ও লেখক। জন্মস্থান বর্ধমান জিলা—কোগ্রাম। শিক্ষ-ব্রতী; মাথরুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রচিত কাব্য গ্রন্থঃ—শতদল, উজানী, একতারা, নূপুর, রজনীগন্ধা, দ্বারাবতী, বনতুলসী প্রভৃতি।

কুমুদনাথ চৌধুরী

ব্যারিস্টার ও বিখ্যাত শিকারী। আশুতোষ চৌধুরীর (দ্রঃ) ভ্রাতা। 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' নামে শিকার বিষয়ক গ্রন্থের লেখক; ইনি অব্যর্থ শিকারী ছিলেন ও ইঁহার গৃহ বহু হিংস্র-প্রাণীর চর্ম ও খর্পরে সুশোভিত। ১৯৪০এ ৬০ বৎসর বয়সে মধ্য-প্রদেশে শিকার করিতে গিয়া বাঘের হস্তে প্রাণ দেন।

কুম্ভ, রানা (১৪১৯—৬৯)

মেবারের রানা হামিরের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন। পিতা মুকুল। কুম্ভ ১৪৩৩এ রানা হন। মালব ও গুজরাটের মুসলমান রাজগণের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। গুজরাটের রাজা আহমদ শাহ (১৪১১—৪২) ও মালবের রাজা মামুদ খাঁ খিলজীর (১৪৩৬-৬৯) সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। উভয় পক্ষ জয়ী হইয়াছে মনে করে ও কুম্ভ চিতোরে বিরাট জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন (১৪৩৯)। ইহা হিন্দুস্থপতির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কুম্ভের পৌত্র রানা সংগ্রাম, যিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া খানুয়ায় পরাভূত হন (১৫২৭)।

(Aquarius) রাশি

সূর্য পরিভ্রমণ পথের রাশিচক্রের ১১শ নক্ষত্রপুঞ্জ। গ্রীক্ শব্দটির অর্থ জলাধার। মিশরীয় ভাষায় জলের চিত্র অঙ্কিত হইত। খুব উজ্জ্বল তারা ইহাতে নাই ; তবে কয়েকটি যুগ্ম তারা আছে। এই রাশি শ্রবণা (১/২), ধনিষ্ঠার ৪, ও শতভিষার (৩/৪) অংশ লইয়া গঠিত। সূর্য ২২শে জানুয়ারী সায়ন (দ্রঃ) মকর রাশি হইতে সায়ন কুম্ভে প্রবেশ করে ; এবং মাঘ সংক্রান্তিতে নিরয়ন মকর হইতে নিরয়ন কুম্ভে প্রবেশ করে ও ফাল্গুন মাস সুরু হয়।

রাবণের ভ্রাতা ; বিশ্রবার ঔরসে সুমালী রাক্ষসের কন্যা নিকষার গর্ভে জন্ম। মহাবলশালী দীর্ঘকায় এই রাক্ষস কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যেন ছয় মাস একাদিক্রমে নিদ্রা যাইতে পারেন। ব্রহ্মা সেই বর দিলেন, কিন্তু বলিলেন, অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে মৃত্যু হইবে। দৈত্যরাজ বলির কন্যা উগ্রজ্বালাকে ইনি বিবাহ করেন ও কুম্ভ, নিকুম্ভ দুই পুত্র জন্মে। উভয়ে রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়। রাম রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে, কুম্ভকর্ণকে নিদ্রা হইতে অকালে উঠাইয়া যুদ্ধে পাঠানো হয় ও তিনি নিহত হন।

র্রোগ (Sleeping Sickness, Negro Lethargy ; Trypanosomiasis). আফ্রিকার ব্যাধি ; পশ্চিম আফ্রিকায় এই ব্যাধি সীমাবদ্ধ ছিল ; এখন পূর্বদিকে উগান্ডাতেও দেখা দিয়াছে। ১৯২৫-২৬এ আফ্রিকাপ্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যেও ইহা দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রথম লক্ষণ আলস্য ও নির্বোধভাব। রোগী ক্রমে অধিকক্ষণ করিয়া নিদ্রা দিতে থাকে। অবশেষে অজ্ঞানের মত ভাব হয় ও রোগীর মৃত্যু হয়। এক বা দুই মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, আবার কয়েক বৎসরও এই রোগ চলিতে পারে। Tsetse নামে মাছি ইহার জীবাণুর বাহক। লীগ অব্ নেশনস্ হইতে এই ব্যাধি সম্বন্ধে বহুবিস্তারে গবেষণা হইয়াছে। টাংগানিকাতে এই রোগের গবেষণা মন্দির আছে।

কুম্ভকার বা কুমোর

বাঙলাদেশে নবশাখার অন্তর্গত বর্ণ। কুমোরের সংখ্যা ২,৮৯,৮০০। হাঁড়ি, কলসি, পাতনা প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য মৃৎপাত্র নির্মাণ জাতিগত ব্যবসায়। প্রতিমা নির্মাণে ইহারা সিদ্ধহস্ত। মুর্সিদাবাদ ও হুগলি জিলায় ২ শ্রেণী, যশোহরে ৪, পাবনা, ঢাকায় ৫ শ্রেণী আছে।

কুম্ভাণ্ড

দৈত্যরাজ বাণের অমাত্য। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণকন্যা উষার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া বাণপুর বা শোনিতপুরে উপস্থিত হইলে বাণরাজ তাহাকে হত্যা করিতে চান ; কিন্তু কুম্ভাণ্ড ইহাকে নিবৃত্ত করেন। পরে বাণ কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে কুম্ভাণ্ড দেশের রাজা হন।

কুম্ভী গাছ (Careya arborea)

জম্বুকাদিবর্গের বৃহৎ আরণ্য তরু. এই গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। হিমালয়ের দক্ষিণে নানা স্থানে জন্মে। বর্ষে বর্ষে পাতা পড়ে। বসন্তকালে নূতন পাতা ও ফুল হয়। ফুল সাদা বড় ; ফল কুম্ভাকার। বাকলের আঁশ হইতে মোটা দড়ি হয়। এক সম্প্রদায় এই বাকল পরে বলিয়া তাহাদের নাম কুম্ভপটিয়া। ছালের কাথায় হইতে রঙ পাওয়া যায়। তসর গুটিতে ইহার পাতা খায়। বাকল সিদ্ধ হইতে ঔষধ হয়। কাচা পোয়াতিকে ইহার ফুল খাইতে দেয়। ফুলের শুকনো বা কুম্ভ বাজারে সর্দিকাশির টোটকারূপে বিক্রীত হয়। বীজে বিষ আছে। কাঠ খুব শক্ত ও জলসওয়া (যোগেশ ; Watt 269, Chopra 472)।

কুম্ভীনসী

(১) রাবণের মাসি ; কৈকসীর ভগিনী। মধু নামক দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হন ; রাবণ মধুকে শাস্তি দিবার জন্য যান ; কিন্তু কুম্ভীনসী উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার গর্ভে লবণের জন্ম হয়। শত্রুঘ্ন এই লবণকে বধ করেন।
(২) গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ চিত্ররথের পত্নী।

কুয়াশা (Fog, Mist)

আবহাওয়ায় হঠাৎ তাপের পরিবর্তন হইলে, বায়ুমধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প পৃথিবীর নিকটস্থ আকাশস্থিত অদৃশ্য ধুলিকণা গাত্রে ঘনীভূত হয় বলিয়া বাষ্পকণা দেখা যায়। সামান্য হইলে তাহাকে Fog বলে, অধিক হইলে অর্থাৎ বস্ত্র ভিজিয়া গেলে mist বলে।

কুরচি (Labeo gonius),

বাঙলার মাছ ; কালবোস জাতীয় ; মুণ্ড ছুঁচলো, মুখ সরু, ঠোঁট অনেক ফাঁক হয়। পিঠের দিকটার বর্ণ সবুজে, পাশের রঙ হালকা। আঁশ খুব স্পষ্ট। দীর্ঘতম মাছ ৫ ফুট হয়। সিন্ধু নদ, উত্তর ভারতের নদী, কৃষ্ণা নদী ও আসাম, বর্মায় পাওয়া যায়।

কুরচির ছাল (দ্রঃ কুড়চি গাছ)

কুরতি, কুর্তি (Barbus sarna)

বাঙলার মাছ ; স্বর্ণপুটি নামেও পরিচিত। দেহ চওড়া, অল্প চ্যাপটা। বর্ণ রূপালি, পিঠের দিকটা কালচে। প্রায় এক ফুট দীর্ঘ। সিন্ধু, পঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়।

কুরতি কলাই, কুলথ কলায় (Horse gram ; Dolichos biflorus) হিমালয় পর্বতের নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহে, সিকিম ও ব্রহ্মদেশে এক জাত কলাই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দ্বিতীয় একপ্রকার কুরতি জমিতে আবাদ হয় ; ইহা জমির উর্বরা শক্তি বাড়ায়। গবাদি পশুর ও মানুষের খাদ্য। রবি শস্যের পর ইহার আবাদ হয় ; এমনকি বৎসরে ২।৩ বারও চাষ হইতে পারে। শুষ্ক জমি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ সহজে হইতে পারে। এক একার জমিতে ৫ টন্ পশু-খাদ্য কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। ইহাকে শিম্বাদিবর্গের শাক বলিলেও চলে। শিমের সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শুঁটী সোজা সরু এবং গাছ ছোট। শাখা পত্র রোমান্বিত : ত্রিপত্রী ; পুষ্প গন্ধকবর্ণ, ক্ষুদ্র। শিম্বী চ্যাপটা, ৬টা পর্যন্ত কলাই থাকে। কলাই প্রায় চারকোণা। (দ্রঃ যোগেশ ; Watt 504-7 ; Chopra 484)

কুরুন্দ মণি (Corundum ; Emery)
সংস্কৃত কুরুবিন্দ। মাণিক্যের আকার কঠিন প্রস্তর। পাংশু ও কৃষ্ণবর্ণ ; হীরকের পরে ইহা কাঠিন্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া রত্নাদির শান-নির্মাণে লাগে। ইহার স্বচ্ছ লোহিতোজ্জ্বল রূপান্তরকে পদ্মরাগ বলা হয়।

কুরমী জাতি
বিহার-ছোটনাগপুরে এই নামের জাতি বহু উপশাখায় বিভক্ত। আহার, বিবাহ, উপশাখার মধ্যে প্রায় হয় না। এক শাখার লোক অন্য শাখায় ঢুকিতে পায় না। মানভূমে এক জাতীয় কুরমী আছে, তাহারা আধা-বিহারী আধা-বাঙলা ভাষা বলে। বাঙলা দেশে ইহাদের সংখ্যা ১·৯৫ লক্ষ। ইহারা কূর্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইতেছে।

কুরসা মাছ (দ্রঃ কালবোস)

কুরী (Curie, Pierre & Madam)
ম্যাদাম কুরী ও তাঁহার স্বামী পিয়ারে কুরী উভয়েই বৈজ্ঞানিক। পিয়ারে কুরীর জন্ম হয় প্যারিসে (১৮৫৯)। ইনি প্যারিসের সোরবোনের (কলেজ) অধ্যাপক (১৯০০) হন। Marie Sklodowski নামে পোলিশ মহিলাকে ইনি ১৮৯৫এ বিবাহ করেন। ইনি জগতে মাদাম কুরী নামে পরিচিত। এই মহিলার জন্মস্থান ওয়ারস (১৮৬৭); সেখান হইতে ইনি প্যারিসে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আসেন ও অধ্যাপক পিয়ারে কুরীর ছাত্রী হন। ১৮৯৫এ ইঁহাদের বিবাহ হয়। এই মাদাম কুরী রেডিয়াম্ আবিষ্কারক। পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য উভয়ে একত্র নোবেল পুরস্কার পান (১৯০৩)। রেডিয়াম্ আবিষ্কার তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। ১৯০৬এ প্যারিসে এক দুর্ঘটনায় পিয়ারের মৃত্যু হইলে ম্যাডাম কুরী সোরবোনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১এ রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণার জন্য ইনি নোবেল প্রাইজ পান। ১৯১৯এ নিজ জন্মভূমি ওয়ারসতে (পোল্যান্ড) অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান। ১৯৩৫এ আটষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। (দ্রঃ রেডিয়াম্)

কুরু
চন্দ্র বংশীয় সংবরণের পুত্র, তপতীর গর্ভে জন্ম হয়। তিনি যে স্থানে চাষ করিয়া মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়াছিলেন, সেস্থান কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত। তাঁহার বংশধরগণ কৌরবনামে খ্যাত।

কুরুবক, কুরবক গাছ। বাঙলায় লাল ঝিণ্টি (দ্রঃ ঝিণ্টি)

কুরোপট্‌কিন্ (Kuropatkin, Alexei Nikolaievitch ১৮৪৮-১৯২১) রুশীয় সেনাপতি। বহু দায়িত্বপূর্ণ সামরিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; ১৯০৪-৫এ রুশ-জাপানের যুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ায় রুশসৈন্যের অধ্যক্ষ : বহু যুদ্ধে পরাজিত হন ও মুকদেনের দারুন পরাজয়ের পর অন্য অধ্যক্ষের হস্তে সমর ভার অর্পণ করেন। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি একখানি গ্রন্থ লেখেন ও তাহাতে নিজ ভুলসমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

কুর্গী বা কোড়গু
কুর্গের প্রধান ভাষা ; ইহা কানাড়ীর উপভাষা বা তুলু ও কানাড়ীর মধ্যবর্তী উপভাষা। ভাষী সংখ্যা ৪০ হাজার।

কুর্দ জাতি
এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত কর্দিস্থান ছাড়া পারস্য ও ইরাকে কুর্দরা বাস করে। জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ। ধর্মে মুসলমান ; পূর্বে ইহারা যাযাবর ছিল, এখন গৃহস্থ। কারপেট বুনিতে ওস্তাদ। কুর্দদের মধ্যে জাতীয় ভাব দেখা দিয়াছে, এবং ইরান, ইরাক ও তুর্কস্থানে কুর্দরা স্বাধীন একদেশবাসী হইতে চাহিতেছে। উচ্চ মালভূমে মেষ পালন ইহাদের অন্যতম পেশা।

কুল (Zizyphus jujuta)
ছোট কণ্টকী তরু ; পাতার নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশ ; ফল প্রায় গোল। গাছ ঘন, কাটিলেও মরে না। টোপা কুল, নারিকেল কুল শেঁয়া কুল প্রভৃতি জাতি সুপরিচিত। নারিকেল কুল বোধ হয় চীন হইতে সমুদ্রপথে আসিয়াছে। রেশমের এক জাতীয় গুটিপোকা কুলের পাতা খায়। এই গুটি হইতে তসর হয়। পাকা কুল হইতে নানাপ্রকার আচার তৈয়ারী হয়। লোকে বলে সরস্বতী পূজার পূর্বে কুল খাইতে নাই ; তাহার কারণ তখনও উহা পাকে না বলিয়া অখাদ্য।

কুলচন্দ্র, মহারাজা

মণিপুরের রাজা কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর শূরচন্দ্র রাজা হন, কিন্তু শূরচন্দ্র সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন ও কীর্তিচন্দ্রের অন্য পুত্র কুলচন্দ্র রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট স্বাধীন মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন; আসমের চীফ-কমিশনর মিঃ কুইনটিন্ শান্তি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হইলেন। কিন্তু কুইনটিন্ উত্তেজিত জনতা কর্তৃক নিহত হন। অতঃপর ইংরেজরা বহু সৈন্য লইয়া গিয়া মণিপুর দখল করিল; টিকেন্দ্রজিৎ ও অন্য একজন সেনাপতিকে বাজারের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া হইল; নিরপরাধ শূরচন্দ্র নির্বাসিত হইলেন; মণিপুর সিংহাসনে পূর্ববর্তী রাজা নরসিংহের এক পৌত্রকে বড়লাট রাজা করিয়া দিলেন।

কুলি (Cooli)

প্রায় সকল দেশে সাধারণ ভারবাহী বা শ্রমিককে কুলি বলে। শব্দটি বোধ হয় তামিল—অর্থ 'ভাড়া করা'। বিদেশে যেসব শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ বা ইন্‌ডেনচার করিয়া চালান গিয়াছে তাহাদিগকেও কুলি বলে। ...বৃটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩০এ ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করিলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের চাষনিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ মালিকরা খুব অসুবিধায় পড়ে। তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গরা বিদেশে চাষবাসকে নীচ কাজ মনে করিত। দাসপ্রথা বন্ধ হওয়ায় মুক্ত নিগ্রোরাও পরিশ্রমের কাজ করিতে নারাজ দেখা গেল। এই অবস্থায় তাহারা ভারতবর্ষ ও চীন হইতে কুলি সংগ্রহের প্রস্তাব করে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বাগিচাওয়ালাদের এই প্রস্তাব অনুসারে ১৮৩৪ হইতে চুক্তিবদ্ধ প্রথায় কুলি প্রেরণ আরম্ভ করিলেন; ভারতবর্ষ হইতে মরিশাস দ্বীপে প্রথম কুলি চালান হয়। কুলিদের অধিকাংশকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং উপনিবেশে পৌছাইলে নিলামে বিক্রয় করা হইত। পুরাতন দাসপ্রথার সহিত এই নূতন প্রথার তফাৎ এই মাত্র যে কুলিরা নিয়মিত বেতন পাইত এবং ৭ বৎসর পরে ইচ্ছা করিলে দেশে ফিরিতে পারিত। কুলিদের প্রতি অত্যাচার, জাহাজের কষ্ট ও মৃত্যুহার প্রভৃতি বিষয় কালে এমনই ভয়াবহ হইয়া উঠে যে অবশেষে গভর্নমেণ্ট তদারক করিবার জন্য কমিশন বসাইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৫৪এ বৃটিশ বন্দর হংকং হইতে চীনা কুলি চালান সরকারীভাবে বন্ধ হয়। তখন উহা পড়িল গিয়া পোর্তুগীজদের উপর; পোর্তুগীজ বন্দর মাকাও হইতে চীনা কুলিদের চালান চলিল। ১৮৬৬এ চীনা সরকার চীনা কুলি প্রেরণ সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি সুরু করেন; তাহার ফলে ভারত হইতে কুলি সংগ্রহের চাপ বেশি পড়িল। বৃটিশ, ফরাসী কলোনীতে ভারতীয় কুলি রপ্তানী জোরসে সুরু হইল। পশ্চিম ইনডিস, দঃ আমেরিকা, আফ্রিকা, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে এই উদ্দেশ্যে কুলি চালান হইয়াছিল। গত এক শত বৎসরের মধ্যে চুক্তি-মুক্ত অনেক কুলি সেখানে গৃহস্থ হইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের চেষ্টায় বন কাটা, রেল বসানো, পথ করা, নগর পত্তন হইয়া আফ্রিকা মনুষ্য বাসোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু কাজ প্রায় শেষ হইয়া গেলে ২০ শতকের গোড়া হইতে তাহাদের সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র সুরু হইল। অনেককে কিছু টাকা দিয়া দেশে ফেরত আনা হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশের দেশে ঘর বাড়ী নাই। (দ্রঃ প্রবাসী ভারতবাসী) আসামে চা বাগিচার জন্য কুলি সংগ্রহ হয়। ...রেলের মুটেকে কুলি বলে। ...সাধারণ মজুর খাটা লোককে কুলি বলা হয়। হাঁসপাতালে ভৃত্যরা কুলি নামে পরিচিত।

কুলিয়া খাড়া (Hygrophila spinosa)

সংস্কৃত কুলিক, কোকিলাক্ষ। বাসকাদি বর্গের কণ্টকী শাক-জাতীয় উদ্ভিদ। জলের ধারে জন্মে; পাতা কর্কশ, ফুল নীল কিন্তু ভিতরটা লালচে। ইহাকে কাঁটা-কনিকা বলে। বাত ও মূত্রাদি রোগে দেশীয় ঔষধ। (যোগেশ; Chopra 497)

কুলি কুতব শাহ। (দ্রঃ কুতবশাহ)

কুলিজ (Coolidge, J. Calvin ১৮৭২—১৯৩৩)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩শ প্রেসিডেণ্ট। জন্ম ১৮৭২। আইন ব্যবসায়ী। ১৯১৯ ম্যাসাচুসেট্‌সের গভর্নর। ১৯২৩ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। ১৯২৫-২৯ পুনরায় নির্বাচিত হন।

কুলিঞ্জন শাক (Alpinia galanga)

হরিদ্রাদিবর্গের শাক। ডাঁটায় অনেক পাতা; ৩।৪ হাত দীর্ঘ। ফুল আরক্ত, মাঝারি আকার; উদ্যানে দেখা যায়। ইহা চীন দেশের গাছ Kawliang-chang; সেখান হইতে পারসিকরা পায় ও নাম দেয় Khulinjan; ইহা চীনাশব্দের অপভ্রংশ। অপর দিকে চীন হইতে ভারতীয় পূর্ব দ্বীপালির দিকে যায় ও সুনডা (Sunda) দ্বীপে ইহার নাম হয় Galanga। ইউরোপীয়রা সেখান হইতে পাইয়া A. G. নামকরণ করে। হেকিমগণ ইহা পুরুষত্বহানি, কাশি, অজীর্ণ রোগাদিতে ব্যবহার করেন। আয়ুর্বেদে ইহার ব্যবহার আছে।—Persian Khulinjan from Chinese Kawliang chang = Galanga root from the Sunda Islands. (*Legacy of Islam* p 322)

কুলিবস্তি (Slum)

কল বা কারখানার পাশে কলের শ্রমিকরা যেখানে বাস করে তাহাকে বস্তি বলে। এই সব ঘর বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত

মন্দ। প্রায়ই স্ত্রী পুরুষের শ্লীলতা রক্ষা হয় না—একই অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে বহু লোক বাস করে। বাঙলাদেশের চটকল প্রভৃতির বস্তি বীভৎসরূপে নোংরা। ইংল্যান্ডে কলের সঙ্গে কুলিবস্তির প্রসার লাভ করে; বুথ্ সাহেব লন্ডন্ ও ইয়র্ক জেলার কুলিদের দৈনিক জীবন যাত্রা সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন ও ফলে মিল-মালিক ও গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এই দিকে যায়। ভারত সরকারের দৃষ্টি ধীরে ধীরে যাইতেছে।

কুলীন প্রথা

প্রবাদ, বঙ্গের রাজা বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন বলিয়া পৃথক করেন—অনেকটা Lord-এর মতো। কালে কুলীনদের মধ্যে বিবাহ দেওয়াটা সম্ভ্রান্ততা বা কৌলীন্যের নিদর্শন হইল। কিন্তু কালে কুলীনগণ নবগুণহীন হইলেন; এদিকে ইসলামের প্রভাবে সমাজে নানাপ্রকার শৈথিল্য দেখা দিল। সমাজকে দৃঢ় করিবার জন্য কুলাচার্য দেবীবর মিশ্র (১৩৮০ খৃঃ) মেল-বন্ধন প্রথা প্রবর্তিত করেন। এক এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক 'মেল' বা দলে বিভক্ত করিলেন ও এইভাবে ৩৬ টি মেল হইল। মেল প্রচলনের পর ব্রাহ্মণের সর্বদ্বারী বিবাহ বন্ধ হয়; ফলে বিবাহের জন্য পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। কুলীনরা কুলীনের মধ্যে বিবাহ আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলে মেয়েরা অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইল এবং অপর দিকে পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহের প্রচলন হইল।

কুলীনের নব লক্ষণ

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা, দান।

কুলোত্তুঙ্গ চোলদেব (দ্রঃ রাজেন্দ্র চোল)

পূর্ব চালুক্যরাজ রাজেন্দ্র চোল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া (১০৭০) কুলোত্তুঙ্গ চোলদেব উপাধি গ্রহণ করেন।

কুল্লিনান (Cullinan Diamond)

বৃহত্তম হীরক, ওজন ৩০২৫$\frac{3}{8}$ কারাট—প্রায় ৭ ছটাক। ইহার আকার ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি × ২$\frac{1}{2}$ × ২। ১৯০৫এ T. Cullinan-এর ট্রান্সভালের খনিতে এই হীরক আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৭এ ৭ম এডোয়ার্ডকে মালিক উহা উপহার দেন। হীরকটিকে দুই টুকরা করিয়া কাটা হয়। একখণ্ড রাজমুকুটে ও অপর খণ্ড রাজদণ্ডে আছে। ইহার মূল্য ২,৫০০,০০০ হইতে ৫,০০০,০০০ ডলার বা প্রায় এক কোটি টাকা আন্দাজ করা হয়। (দ্রঃ হীরক)

কুল্লুক ভট্ট (১৩শ শতক)

মনুসংহিতার টীকাকার। গৌড়ের নন্দনা (রাজশাহী) গ্রামে বাস ছিল; ইঁহার পিতা দিবাকর ভট্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। কুল্লুক কাশীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কুশ

রামচন্দ্রের ঔরসে সীতা দেবীর গর্ভে কুশ ও লব দুই যমজ পুত্র জন্মে। বাল্মীকির তপোবনে ইঁহাদের জন্ম হয়, ও সেখানেই ইঁহারা শিক্ষা পান। বাল্মীকি ইঁহাদের রামায়ণ গান শিখাইয়া রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থলে লইয়া যান। সীতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করেন। কুশ কুশাবতী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রামের মৃত্যুর পর অযোধ্যা শ্রীহীন হইয়া পড়ে। তখন কুশ অযোধ্যায় আসিয়া রাজত্ব করেন।

কুশ ঘাস (Eragrystis cyno-suroides)

ধান্যাদি বর্গের দীর্ঘায় তৃণ। অতি অনুর্বর ভূমিতেও জন্মে। কুশ ও দর্ভ পৃথক; কুশের পত্র অকর্কশ, হ্রস্ব, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম। এই গাছ পূজার সময় দরকার লাগে। ইহা হইতে বসিবার 'আসন' প্রস্তুত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার ঔষধিগুণ বিবৃত হইয়াছে (দ্রঃ যোগেশ; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ২৯৬)।

কুশণ্ডিকা

হিন্দুদের বৈদিক ও পৌরাণিক ক্রিয়াকর্মের অন্তর্ভুক্ত যজ্ঞের প্রথমাংশকে সাধারণভাবে কুঃ বলে। উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে যজ্ঞকর্মে অগ্নি স্থাপন, বিবাহের যজ্ঞাংশ বাঙলা দেশে কুঃ নামে পরিচিত। কুলাচার অনুসারে কোথাও কন্যার বাড়ীতে কোথায় বরের বাড়ীতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান হয়।

কুশধ্বজ

মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনকের কনিষ্ঠ। ইঁহার কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নর বিবাহ হয়। সীরধ্বজ জনক সাংকাশ্যাধিপতির হস্তে যুদ্ধে নিহত হইলে কুশধ্বজ মিথিলার রাজা হন ও জনক উপাধি পান।

কুশনাভ

কুশরাজের চারি পুত্রর অন্যতম। কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্তরজ ধর্মারণ্য, বসু গিরিব্রজ নগর স্থাপন করেন। কুশনাভের শত কন্যা পবনকে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় পবনদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কুব্জা করেন (কান্যকুব্জ)। পরে ব্রহ্মদত্তকে কন্যাগুলি সমর্পন করিলে তাহাদের দেহ-দোষ দূর হয়। ইঁহার পুত্র গাধি। গাধির নন্দন বিশ্বামিত্র।

কুশপুত্তলিকা

হিন্দুশাস্ত্র মতে মৃতের দেহ দাহ না হইলে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যদি কোন কারণে মৃতের দেহ না পাওয়া যায় (যেমন জলডুবি হইলে) তখন কুশঘাসের পুতুল

বানাইয়া তাহা পোড়ানো হয় ; ইহাকে কুঃ পুঃ বলে।...কোন কোন সময়ে অপ্রিয় ব্যক্তি বা রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এইরূপ কুঃ পুঃ (effigy) তৈয়ারী করিয়া দাহ করা হয়। বিলাতে কফিন্ লইয়া মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করিতে দেখা যায়।

কুষাণবংশ

চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউচি জাতির বাস। ইউচিরা পাঁচটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল ; কুষাণরা তাহাদের অন্যতম। হুনদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইহারা নিজদেশ ত্যাগ করে ও অক্সাস নদীতীরবাসীদের তাড়াইয়া ঐ সমতল ভূমি জয় করে। খৃঃ ১ম শতকে ইহাদের কুষাণ শাখার দলপতি কুজুল বা ১ম কদফিস্ ইউচি জাতির অধিনায়ক হন ; গ্রীক ও পহ্লবগণকে পরাভূত করিয়া পারস্যের সীমান্ত হইতে বিতস্তা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ২য় কদফিস্ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ইহার পর কনিষ্ক (দ্রঃ) সম্রাট্ হন। কনিষ্কর পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রমুখ কয়েকজন কুষাণ রাজা রাজত্ব করেন। বাসুদেবের পর কুষাণদের অবনতি ঘটে ও মথুরা, রাজপুতানা ও পঞ্জাব অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হয়।

কুষ্ঠরোগ (Leprosy)

বাংলাদেশে এই রোগ সুপরিচিত। ইউরোপের মধ্যে, নরওয়ে তুর্কী ও স্পেনে এখনো ইহা দেখা যায় ; ইংল্যান্ডে ১৫ শতকে লোপ পায়। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই দ্বীপে ও দঃ আমেরিকায় এই ব্যাধি প্রবল, বিশেষভাবে হাওয়াই দ্বীপে। ইহা কেন এক দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, এবং কেনই বা অন্যদেশে সুরু হইয়াছে বা কেন আক্রমিত দেশ হইতে লোপ হইতে চাহে না তাহার কারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। ইহা মারাত্মক মহাব্যাধি ; এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে পৃষ্ঠে ও মুখে লালচে ছোপ ও ক্রমে নাকে ও কাণে গোল গোল আবের মত দেখা দেয়। ক্রমে হাতের ও পায়ের আঙুল ফুলিয়া আক্রান্ত হয়। ব্যাধি দুই প্রকারের—এক প্রকারে স্ফীত স্থানগুলি গলিতে ও পচিতে আরম্ভ করে। অন্য প্রকারে আঙুলগুলি বাঁকিয়া শীর্ণ হইয়া যায় মাত্র। কুষ্ঠগ্রস্ত পিতামাতা জাত শিশু সন্তানের এই ব্যাধি যে হইবেই এমন কথা বলা যায় না ; তবে তাহাদের রোগপ্রবণতা (predisposition) থাকে এবং ব্যাধি বেষ্টনী হইতে মুক্ত না হইলে তাহারা রোগগ্রস্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষে বহু লোক এই রোগাক্রান্ত। বর্তমানে রস্ সাহেব কর্তৃক চালমুগরা হইতে ইন্‌জেকশন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহু রোগী প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা পাইলে নিরোগ হইতেছে। কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিনে এই চিকিৎসা হয়। ভারতে কুষ্ঠ রোগীদের কয়েকটি মাত্র আশ্রম আছে ; তাহা যথেষ্ট নয়। কুষ্ঠাশ্রমগুলি খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত। রাঁচির কুষ্ঠ আশ্রম বিখ্যাত। বাংলাদেশে লক্ষ করা ৪২ জন লোক কুষ্ঠরোগী ; মোট ২১,২৫৪। বীরভূমে লক্ষ করা ১৮৯, বাঁকুড়ায় ৩১৪ করিয়া।

কুসুম ফুলের গাছ (সং-কুসুম্ভ Safflower ; Carthamus tinctorius)

সোমরাজ্যাদি বর্গের কুসুম রঙের গাছ। কাঁটা শাক, পাতা সরু ; লম্বা ও কণ্টকব্যাপ্ত ফুল রক্তাভ। বীজ শাদা, মসৃণ, শুদ্ধ শঙ্খের মত। বীজে এক প্রকার গন্ধ আছে ; স্বাদ তিক্ত। বীজের তৈল মানুষের খাদ্য। বীজ ভাজিয়া রাঢ়ের লোক মুড়ির সঙ্গে খায়। উঃ বঙ্গে কুসুম শাকও লোকে খায়। রবি শস্যের ন্যায় ইহার বীজ শরতে বপন করা হয়। কুসুম ফুলের রঙে পট্টবস্ত্র রঞ্জিত হইত। এই গাছ ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার পশ্চিমে অনেক জায়গায় আছে। ওষ্ঠ রাগ (Rouge) প্রস্তুতির উপাদান। জারমেন অ্যানিলিন্ রঙ আবিষ্কারের পূর্বে ভারত হইতে ৮১৭ লক্ষ টাকার কুসুম ফুলের রঙ রপ্তানী হইত।

উদয়নাচার্য রচিত ন্যায়-গ্রন্থ ; ইহাতে বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদ খণ্ডিত করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

কুস্তি (Wrestling)

ক্রীড়াবিনোদন। দুইজন মল্ল পরস্পরকে ধরিয়া গায়ের জোরে বা প্যাঁচ দিয়া কৌশলে মাটিতে ফেলিয়া চিৎ করিতে চেষ্টা করে ; চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেই পরাজয় হয়। গ্রীকদের যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপে ইহা চলিত দেখা যায়। পূর্বকালে উহা সাধারণের ক্রীড়া ছিল ; ক্রমে উহা পেশাদারী খেলায় পরিণত হইয়াছে। ইউরোপে অনেক কুস্তিগীর নাম করিয়াছে। জাপানের কুস্তিকে জুজুৎসু বলে (দ্রঃ)। ভারতের কুস্তিগীরদের মধ্যে গামার নাম জগৎ-বিখ্যাত। কলিকাতায় 'গোবরের আখড়া' খ্যাত।

কূপ (Well)

মাটি খুঁড়িয়া কয়েক হাত নীচে গেলেই জল পাওয়া যায়। লোকে মাটির 'পাট' দিয়া উহা বাঁধায় ; ইট দিয়া যেগুলি তলা হইতে বাঁধাইয়া আনা হয় তাহাকে ইন্দারা বলে। আজকাল ছোট কূপ ফেরো-কঙ্‌ক্রীটের পাট দিয়া গাঁথা হয়। ১০।১৫ হাত হইতে ৭০।৮০ পর্যন্ত গভীর কূপ হয়। ইহারও নীচে হইতে জল পাইতে হইলে নলকূপ (দ্রঃ) বসাইতে হয়। কূপের নিকট ড্রেন, পায়খানা প্রভৃতি রাখিতে নাই ; নোংরা জল চোঁয়াইয়া ভিতরে যায়। প্রাকৃতিক কূপকে আর্তেজীয় (দ্রঃ)

কূপ বলে। কয়লার খনিতে প্রবেশপথ একপ্রকার কূপ; এই কূপের মুখে উঠা-নামার যন্ত্রাদি থাকে।

কূর্ম

হিন্দু শাস্ত্রমতে জাগতিক বিবর্তনের পর্যায়ে মীন আদি জীব বিষ্ণুর অবতার; কূর্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। বৈজ্ঞানিক মতে এই খোলকী প্রাণী মীনের পর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পুরাণ মতে সমুদ্রমন্থন কালে কূর্ম মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করে।...কূর্মপুরাণ—১৮ পুরাণের অন্যতম; মূল কূ: পু:এ ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী এই ৪ খণ্ড ছিল; এখন কেবল ব্রাহ্মী খণ্ডই আছে, অন্য তিন অংশ লুপ্ত। ইহাতে বিষ্ণুর কূর্মাবতার ও পুরাণের অন্যান্য বর্ণনীয় বিষয় বর্ণিত আছে।

কূয়া পাইখানা (Pit Latrine)

গভীর কূপ খনন করিয়া তাহার উপর পায়খানা গাঁথা হয়। বহুকাল ধরিয়া মল সেখানে জমে। মিউনিসিপাল শহরে উহা বন্ধ হইয়াছে (দ্রঃ পায়খানা) এবং তাহার পরিবর্তে 'খাটা' পাঃর প্রচলন হইয়াছে। বর্তমানে গ্রাম অঞ্চলে Bore-hole Latrine বা গর্ত পাঃর প্রচলন পুনরায় হইতেছে। ইহা অতি অল্প ব্যয়ে হয় এবং তিন চারি বৎসর পর কয়েক হাত দূরে সরাইয়া পুনরায় করানো যায়।

কৃকলাস নক্ষত্রমণ্ডল (Chamaeleon)

দক্ষিণ মেরুর নিকট দশটি তারা।

কৃত

মিথিলার রাজা সন্নতিমানে পুত্র; প্রবাদ ইনি সামবেদের সংহিতাকার।...সত্যযুগকে কৃতযুগ বলে। (দ্রঃ সত্যযুগ)।

কৃতবর্মা

যদুবংশীয় কনকের পুত্র; কৃতবীর্যের ভ্রাতা। ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন। অশ্বত্থামার সহিত দ্রৌপদীর পুত্রগণকে হত্যায় সাহায্য করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় নিহত হন।

কৃত্তিকা নক্ষত্র, বহুলিকা (Pleiades)

চন্দ্র মণ্ডলের ২৭ নক্ষত্রের ৩য় নক্ষত্র। $\frac{1}{4}$শ মেষে ও $\frac{3}{4}$শ বৃষ রাশিতে আছে। বৃষ রাশির নিকটে প্রায় ২০০০ তারকা পুঞ্জের সাধারণ নাম কৃত্তিকা। ৬।৭টি খালি চোখে দেখা যায় বলিয়া লৌকিক নাম সাতভাই চম্পা। ইহারা পুরাণের গল্পানুসারে কার্ত্তিকের দুগ্ধ-মাতা। গ্রীকদের মতে ইহারা আটলাসের কন্যা। উজ্জ্বলতম তারা অ্যালকিওন (Alcyone ৩য় শ্রেণী) সূর্য হইতে ১০০০ গুণ উজ্জ্বল। দূরত্ব ৩২৬ আলোক-বর্ষ।

কৃত্তিবাস ওঝা (১৫ শতক)

বাঙলার কবি। নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মূল রামায়ণের গল্প অবলম্বনে ইনি রচনা করেন; উহা অনুবাদ নহে; ইহাতে এমন বহু কাহিনী আছে যাহা মূল সংস্কৃত রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনেক সংস্কার হইয়া আসিতেছে; মূল রচনার ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।...কৃত্তিবাসের পিতার নাম নৃসিংহ, পিতামহ মুরারি। কবির কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; তবে অনুমান হয় জন্ম কাল ১৪৩২, ১১ ফেব্রুয়ারী। রামায়ণ রচনা কাল ১৪৬৭-৭২এর মধ্যে।...কেরি সাহেবের আদেশে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃঃ রাঃ সম্পাদন করিয়াছিলেন; উহা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে ১৮০২—০৩এ ছাপা হয়। জয়গোপাল কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণের অনেক পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং নিজ রচনা সংযোজিত করেন। বটতলার সর্ব প্রথম প্রকাশক মোহন চাঁদ শীল অনেক পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়া কৃঃ রামায়ণ সম্পাদন করেন। তিনিও অনেক পরিবর্তন করেন। খাঁটি কৃঃ রামায়ণের ভাষা এখন দুর্বোধ্য। সম্পাদকগণ বরাবর লোকদের বোধ্য শব্দাদি প্রয়োগ করিয়া ইহাকে ছাপাইয়াছেন। মূল কৃত্তিবাসের কিয়দংশ সাহিত্য পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃত্রিম চুম্বক (Artificial magnet)

চুম্বক এক প্রকার লৌহঘটিত খনিজ পদার্থ: প্রাচীনেরা এই পাথরকে জানিতেন। কৃত্রিম চুম্বক বর্তমানযুগে পণ্ডিতরা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।...একখণ্ড সাধারণ লোহাকে চুম্বকের যে কোনও মেরু দ্বারা একদিক হইতে অন্যদিকে কয়েকবার ঘষিলে--কিন্তু উল্টা দিকে নয়—ঐ লোহার মধ্যে চৌম্বক শক্তির আবির্ভাব হয়।.. বিদ্যুৎ প্রবাহের (ইলেকট্রিক কারেন্ট) সাহায্যেও লৌহশলাকাকে চুম্বকগ্রস্ত করিবার একটি উপায় আছে। প্রবাহ বন্ধ হইলে চৌম্বকশক্তি নষ্ট হয়। এই বৈদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে কলকারখানায় বড় বড় লোহা ক্রেন দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৃত্রিম রেশম (Artificial Silk) দ্রঃ রেয়ন (rayon)

কৃ, দন্ত (Incisor)

দন্তপাটির সামনের ৪ খানি করিয়া ৮ খানি দাঁত; ইহার সাহায্যে খাদ্যের বড় অংশগুলি কাটা যায়। (দ্রঃ দন্ত)

কৃপ

গৌতম ঋষির পুত্র কৃপ ও কন্যা কৃপীর শরস্তম্ভে জন্ম হয়। রাজ

শান্তনু ইহাদিগকে প্রতিপালন করেন। কালে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কৃপাচার্য কুরু পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে নিহত হন নাই। পাণ্ডবরা ইঁহাকে যুদ্ধান্তে গ্রহণ করেন ও পরীক্ষিতের শিক্ষক নিয়োগ করেন।

কৃমি-কীট (Worms)

পচা ফল, মাংস ও ময়লার মধ্যে বহু প্রকার কৃমি কীট দেখা যায়। ইহারা সাধারণত পরাশ্রয়ী; ঘোড়া, শূকর ও মানুষের অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহ গোল, লম্বা, পাংশুবর্ণ; দুই মুখ ছুঁচালো। অন্ত্রস্থিত পক্ব খাদ্যের মধ্যে বাস করে বলিয়া ইহাদের দেহযন্ত্রের জটিলতা খুবই সামান্য; খাদ্যরস প্রস্তুত করিবার জন্য কোন গণ্ডের (gland) প্রয়োজন ইহাদের হয় না। তাহাদের পাকযন্ত্রে মাত্র দুইটি কল আছে—একটি পেশীপুষ্ট পাম্প্ ও অপরটি গলগহ্বর (pharynx); এই পাম্প দিয়া তাহারা আশ্রয়দাতার অন্ত্ররস শোষণ করে। ইহাদের চক্ষু নাই; অন্ত্রমধ্যে আহার্য না থাকিলে অক্সিজেনের অভাবে ম্লান হইয়া পড়িয়া থাকে। অক্সিজেন পাইলেই ইহারা উত্তেজিত হয়।…এখন প্রশ্ন ইহারা দেহীর অন্ত্রে কিভাবে প্রবেশ করিল? ইহারা অত্যন্ত জননশীল; এক জাতের কৃমি দৈনিক ১৬,০০০ ডিম পাড়ে। মলের সহিত ইহারা বাহিরে আসে এবং তথা হইতে বৃষ্টির জলের দ্বারা ধৌত হইয়া জলাশয়ে পড়ে; এই জলাশয়ের জল পান করিলে মানুষ বা পশুর অন্ত্রে ঐ কৃমি কীটাণু প্রবেশ করে।… এক প্রকার মারাত্মক কৃমি (Trichinella Spiralis) মানুষ, ইন্দুর, শূকরের অন্ত্রে থাকে। স্ত্রী-কৃমি ক্রমে আশ্রয়দাতার পেশীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং কিছুকালের মধ্যে দেহের নানা পেশীর মধ্যে গিয়া বাসা বাঁধে। ইহারা দেহীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া পেশীর মধ্যে বাস করে। শূকরের মাংসে এই জাতীয় কৃমি থাকে; ঐ মাংস ভালভাবে রান্না না হইলে কৃমিগুলি জীবিত থাকে ও মানুষের দেহে প্রবেশ করে।… বহুজাতের কৃমি আছে। কৃমি মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। সূত্রবৎ, কেঁচোর ন্যায় কৃমি ও ফিতার মত (Tape Worm) লম্বা কৃমি পেটের মধ্যে দেখা যায়। শেষোক্ত কৃমি ১০ ফিট হইতে ২০০ ফিট দীর্ঘ হয়। কৃমি অনেক রোগের কারণ। (হুক কৃমি দ্রষ্টব্য)

কৃমিদানা (Cochineal, Coccus cacti)

ঘোর লাল রঙ উৎপাদক ক্ষুদ্র কীট। ফনী-মনসা গাছে এই কীট জন্মে। মেক্সিকো ও পেরুতে আদিবাস; তথাকার আদিমরা ইহার রঙ ব্যবহার করিত। বর্তমানে এদেশে পাওয়া যায়; আলজিরিয়া ও স্পেনে চাষ হয়। কীট একত্র সংগ্রহ করিয়া উত্তাপের দ্বারা নষ্ট করা হয়; পূর্বে ফটকারির সাহায্যে কাপড়ের উপর লাল রঙ করা হইত। মেক্সিকো হইতে ১৬ শতকে উহা ইউরোপে প্রথম আসে। তুলনীয় Crimson, Carmine (যোগেশ)।

কৃষক

যে নিজ হাতে জমি কর্ষণ বা চাষ করে, তাহাকে কৃষক বলে। বাঙলার কৃষক শ্রেণীর হাত হইতে ক্রমেই অকৃষক মধ্যবিত্ত ও ধনীর হাতে জমি চলিয়া যাইতেছে। ৫ কোটি লোকের মধ্যে ৫২·১০ লক্ষ লোক স্বত্ববান চাষী বা ১ কোটি পরিবারের মধ্যে ১০½ লক্ষ পরিবার স্বত্ববান্। ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ১৯২১এর ১৭ লক্ষ স্থলে ১৯৩১এ ২৭ লক্ষ বা ৫% বাড়িয়াছিল। রুশের 'কমিউনিস্ট' আন্দোলনের ফলে কৃষকপ্রজা আন্দোলন পৃথিবীর প্রায় সকল কৃষিপ্রধানদেশে দেখা দিয়াছে। মধ্য-স্বত্ববানের অস্তিত্বলোপ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে কৃষকপ্রজাদের একটি দল (পার্টি) আছে।

কৃষি (Agriculture)

মানবের আহার্য প্রধানত ভূমি হইতে সংগৃহীত হয়; আদি যুগ হইতে মানুষ ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ রোপিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে। এক সময়ে মানুষ হাত-কোদাল দিয়া জমি খুঁড়িত, এখনো এই ধরণের 'জুম' চাষ পূর্ববঙ্গের পূর্ব-সীমান্তে পাহাড়ীদের মধ্যে আছে। সমতল ভূমি, নদীমাতৃক দেশ বা বৃষ্টিপ্লুত জমিতে ভাল চাষ হয়। চাষের প্রধান উপাদান, হাতিয়ার ও পশু অর্থাৎ লাঙ্গল, মই, বিদে, কাস্তে, কোদাল এবং লাঙলাদি টানিবার জন্য বলদ বা মহিষ বা ঘোড়া। মানুষ আদি যুগ হইতেই বুঝিয়াছিল ভাল করিয়া ধুলা করিয়া জমি চষিলে, উত্তম সার দিলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। সময়মত এক প্রকার শস্য বুনিয়া ও যথাসময়ে উহা কাটিয়া লইয়া পুনরায় অন্য শস্য বোনার মধ্যে (rotation of crop) চাষার বুদ্ধি প্রকাশ পায়। চাষা বহুকাল এই তত্ত্ব জানিত না। কৃষির প্রধান অন্তরায় জলাভাব বা বৃষ্টির অভাব; অথবা অতিবৃষ্টি অথবা অসময়ে বৃষ্টি। সবল পশুর অভাবে জমি ভালরূপে চাষ হয় না। অনেক সময়ে পশুর ব্যাধি মড়কভাবে দেখা দেয়; চাষের হানিকর বহুজাতের পোকাও সর্বনাশ করে; সেসব পোকা সহজে চোখে দেখা যায় না। কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব খুবই বেশি। সারের অভাব ও সার রক্ষা সম্বন্ধে মূঢ় ধারণা কৃষির উন্নতির অন্তরায়। আমেরিকায় dirtless farmingএর যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। তৈল-বীজের খৈল, অস্থি, শুষ্ক রক্ত, মৎস্য-সারের রপ্তানী অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃষকের অস্বাস্থ্য বা ম্যালেরিয়া প্রভৃতির রোগ-ভোগ,

দারিদ্র, অসুস্থতাহেতু মজ্জাগত আলস্য ও নূতনকে অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা কারণ কৃষির উন্নতির বাধাস্বরূপ। আমেরিকায় কৃষির অধিকাংশ কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। জমি চষা, বীজ ফেলা, শস্য কাটা, আঁটি বাধা সমস্ত কলে হয়। কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রায় প্রত্যেক স্টেটে বিশেষ বিভাগ আছে। এ দেশে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল ইন্‌সটিটিউট্ আছে। বাংলাদেশে ঢাকা ফার্ম গবেষণার কেন্দ্ররূপে খ্যাত। এ ছাড়াও কতকগুলি গভর্নমেন্ট ফার্ম আছে।

কৃষির জমি (ভারতের)

সমগ্র ভারতের মোট ৬৮৭,৬১৮,৫৪৯ একার ভূমি ; বাদ ১৯, ৫৫৭, ২৩২ একার দেশীয় রাজ্য। মোট বৃটিশ ভারতের ভূমি ৬৬৮,০৬১,৩২৭ একার। ইহার মধ্যে কর্ষিত ভূমি ২২৬,৯৭৯, ৮৯৯এঃ; হালে পতিত ১৫৪,২৬০,৭৩৭ এঃ। অকর্ষিত ভূমি ১৫৪,২৬০,২৩৪ এঃ ; চাষের অনুপযোগী ১৪৪, ৮১৬, ৬৩০ এঃ ; বনভূমি ৮৯, ২৩৯,০৪৫ এঃ।...বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ৪৯, ২৫৪ ৫৯৬এঃ। ইহার মধ্যে চাষের জমি ২৩,৩৫৭,০০০ এঃ, হালে পতিত ৫,৪২৪,২৮৫ এঃ। অকর্ষিত ৬,৬২৬,১৩৪ এঃ ; চাষের অনুপযোগী ৯,২২৯,৩০৮ এঃ ; বনভূমি ৪,৬১৭,৮৬৯ এঃ।

কৃষ্ণ

প্রাচীন ভারতের ধর্মসংস্কারক ও রাজনীতিক। বসুদেব ও দেবকীর পুত্র। মাতুল কংসের ভয়ে তাঁহাকে নন্দ ঘোষের গৃহে গোপনে রক্ষা করা হয় ; নন্দপত্নী যশোদার যত্নে লালিত হইতে থাকেন। সেখানে আভীর গোপদের সহিত বাল্যকাল কাটে ; গোপবালিকাদের সহিত তাঁহার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে বিস্তৃত কাব্য, সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। কংস কর্তৃক ধনুর্যজ্ঞ উৎসব ছলে নিমন্ত্রিত হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলে কংস তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু স্বয়ং নিহত হন। ইহার পর কংসের দ্বারা অবরুদ্ধ পিতা মাতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। তদনন্তর সান্দীপনি নামে বেদজ্ঞর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেইখানে পঞ্চজন নামে সমুদ্রচর দৈত্যকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর মথুরায় ফিরিয়া আসেন। বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিনীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহাকে প্রথম অর্ঘ অর্পিত হইলে চেদিরাজ শিশুপাল তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণ ইহাকে তথায় বধ করেন। কিন্তু কংসের শ্বশুর ও মিত্র ক্ষত্রিয়দ্বেষী জরাসন্ধর আক্রমণভয়ে কৃষ্ণ যদুকুল সহিত সমুদ্রতীরস্থ দ্বারকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনি যদুবংশীয়দের রাজা না হইয়াও চালক (Dictator) ছিলেন। কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের অন্তরায় ছিলেন দুইজন অতি ক্ষমতাশালী রাজা—জরাসন্ধ ও শিশুপাল। ইহাদের দুইজনই নিহত হইলে তিনি কৌরবদের ধ্বংসের জন্য প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডবদের মিত্রতা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুরু-পাণ্ডব বিরোধের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবদের পক্ষ গ্রহণ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ভীম মগধে যান ও অন্যায় যুদ্ধে যদুকুলের পরম শত্রু জরাসন্ধকে বধ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি অর্জুনের সারথির কাজ করেন এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে গীতার দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন বলিয়া প্রবাদ। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইনি বনের মধ্যে এক ব্যাধের দ্বারা মৃগভ্রমে নিহত হন। কৃষ্ণের জীবনী নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ ; বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা কৃষ্ণ, গীতার দার্শনিক কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ, পৌরাণিক (হরি বংশীয়) কৃষ্ণ মিশাইয়া একটি অবতার সৃষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণের 'গীতা' ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অতুলনীয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে কৃষ্ণ অষ্টম অবতার।...বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অবতারী ঈশ্বররূপে কল্পিত হইয়াছেন ; তিনি পরমাত্মা ও রাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি ; ভক্ত হইতেছেন জীবাত্মা। এই রূপক আশ্রয় করিয়া সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০—৮৮)

পদকর্তা নদীয়া জিলার ভাজনঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতা মুরলীধর বাল্যে কৃষ্ণকমলকে বৃন্দাবনে লইয়া যান। পরে ইনি নবদ্বীপে আসেন। বিবাহের পর কৃষ্ণকমল ঢাকায় গিয়া বাস করেন। নিমাইসন্ন্যাস, স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, নন্দহরণ, বিচিত্র বিলাস, ভরত মিলন, সুবল সংবাদ প্রভৃতি রচয়িতা। একসময়ে যাত্রায় ইঁহার নাটকের খুব আদর ছিল ; 'স্বপ্নবিলাস' পালা পূর্ববঙ্গে যুগান্তর আনিয়াছিল। 'রাই উন্মাদিনী' তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। (বঙ্গভাষার লেখক ৩৫০—৪ ; বঙ্গীয় কবি পৃঃ ৪৪৬—৬৪। ব-সা সে ১১৫-৭) ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জারমেনীতে 'যাত্রা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া উপাধি পান, তাহা প্রধানত ইঁহার নাটকগুলির কথা লিখিয়া। যাত্রা গান লিখিয়া কৃষ্ণকমল প্রচুর অর্থ পান। চুঁচুড়ায় মৃত্যু হয়, ১২ মাঘ ১২৯৪।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৯৩২)

পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী ; নিবাস মালদহ জিলা। ১৮৬০এ এম-এ পাশ করিয়া কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের কার্য করেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। ১৮৮৫তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Tagore Law Professor হন ও হিন্দুদের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা (The Law relating to the Joint Hindu Family) বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৮৯১এ 'হিতবাদী' প্রথম প্রকাশিত হইলে ইনি

সম্পাদক হন। ১৮৯১—১৯০৩ পর্যন্ত রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। ৯২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকলি ফুল (Mirabalis Jalapa ; Marvel of Peru)। আদি জন্মস্থান আমেরিকার পেরু দেশ। ক্ষুদ্র পুষ্প শাক। প্রায় ২ হাত উঁচু হয়। লাল, শাদা, হলুদে তিন রকমের ফুলগাছ আছে। পাতা মসৃণ ; ফুলে ঈষৎ সুগন্ধ ; পুং কেশর ৫।৬টা, সরু কুণ্ডলিত। সন্ধ্যাকালে ফোটে বলিয়া অপর নাম সন্ধ্যামণি। ইহার রেচক গুণ আছে (দ্রঃ যোগেশ ; Chopra 507)

কৃষ্ণকান্ত দাস

বৈষ্ণব পদকর্তা। 'পদকল্পতরু' নামক পদাবলী গ্রন্থে তাঁহার ২৯টি পদ একস্থানেই আছে। ব্রজবুলির সহিত তাঁহার ভাষায় ব্রজভাষাও মিশ্রিত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন ইনি বোধ হয় বৃন্দাবনে বাস করিতেন। 'অপ্রকাশিত পদাবলী'র মধ্যে 'কৃষ্ণকান্ত তনয়া' নামে ভনিতাযুক্ত একটি ব্রজভাষায় রচিত পদ আছে। (দ্রঃ Brajabuli. 294-5 ; প-ক-ত ৫ম পৃঃ ৩৯)

কৃষ্ণকান্ত পাল চৌধুরী

রাণাঘাট 'পাল চৌধুরী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (দ্রঃ কৃষ্ণপান্তী)

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১৭৯১ – ১৮৫৮) রসসাগর কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্রের সভাসদ। মুখে মুখে কবিতা বা পাদপূরণের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। ১২৫১এ শান্তিপুরে মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২—১৯৩৭)

ব্রাহ্মসমাজের কর্মী, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ সেবী। নারীরক্ষা সভার প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম গুরুচরণ ; নিবাস ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম। ১৮৭০এ এন্ট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তি পান ও কলিকাতায় পড়েন। বি-এ পাশ করিয়া দেশসেবার নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৮৭৯এ সিটি স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন ও ১৯০৮ পর্যন্ত ৭০৲ বেতনে কায করেন। ১৮৮১ রাজনারায়ণ বসুর কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ১৮৮১ 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বদেশী যুগে এই কাগজ স্পষ্ট কথা বলার জন্য সরকারী কোপে পড়েন। ১৯০৮এ কৃষ্ণকুমার ১৮১৮ অব্দের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্বাসিত হন। নির্বাসন হইতে ফিরিয়া মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সামাজিক ও রাজনীতিক কর্মের সহিত যুক্ত ছিলেন। নারী রক্ষা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম ছিল। ইঁহার পুত্র সুকুমার মিত্র এখনো 'সঞ্জীবনী' চালাইতেছেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ইঁহার অন্যতম কন্যা। জামাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ 'ব্যবসায় ও বানিজ্য' ও 'বীমা বার্ষিকী'র সম্পাদক।

মেবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। মানসিংহ ইঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু ইহাতে নানাপ্রকার সামাজিক সমস্যার উদয় হয় ও তাহা হইতে রাজ্যেরও অশান্তি ঘটিবার কারণ ঘটে ; এই অবস্থায় কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করেন। ইনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।

কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত (Sir K. G. Gupta ১৮৫১—১৯২৬) ইন্‌ডিয়ান সিবিল সার্বিস। ঢাকার ভাটপাড়া নিবাসী। ইঁহার পিতা সাধক কালীনারায়ণ গুপ্ত (দ্রঃ)। ১৮৭১ সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৪ বঙ্গের বোর্ড অব্‌ রেভিনিউ-এর প্রথম দেশীয় সদস্য। ফিশারী কমিশনের কর্তা করিয়া মাদ্রাজে প্রেরিত হন। ১৯০৭এ India Councilএর প্রথম ভারতীয় সদস্য। অবসর লইয়া বিলাতে থাকিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

বৈষ্ণব কবি। রঘুনাথ দাস বিরচিত 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের 'বিলাপ বিবৃতিমালা' নামে বাঙলা অনুবাদ কর্তা (১৭৯৩)। শ্রীখণ্ড নিবাসী মুকুন্দ ঠাকুরের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন (বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক ১১৯)

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৮—১৯০৬) বাঙলার স্বভাব কবি। খুলনা-সেনহাটীতে জন্ম। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি ১৮৯৩ পর্যন্ত যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবন নিজ গ্রামে দারিদ্রের মধ্যে যাপন করেন। 'সদ্ভাব শতক' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ। 'রাসের ইতিবৃত্ত,' 'মোহনভোগ' 'কৈবল্যতত্ত্ব' রচয়িতা। 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী', 'দ্বৈভাষিক' কাগজের সম্পাদকত্ব করেন। ইনি অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। (ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত জীবনী দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজা (১৭১০—৮৩)

নবদ্বীপের রাজা ; ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। ইনি প্রজাহিতৈষী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। সভায় পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে ভালবাসিতেন। ফরাসডাঙ্গা হইতে ভারতচন্দ্রকে আনাইয়া ইনি সভাকবি করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, গোপাল ভাঁড় ইঁহার সমসাময়িক। রামপ্রসাদকে একশত বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। এছাড়াও

ইনি বহু দানের জন্য খ্যাত। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহার অন্যতম নায়করূপে সুপরিচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবু।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের (দ্রঃ) পৌত্র ও পাইকপাড়ার জমিদারদের পূর্বপুরুষ। ইনি মুর্শিদাবাদ কাঁদির জমিদার ছিলেন; ১৮০৩ উড়িষ্যায় সরকারী চাকুরী লইয়া যান; কিন্তু উহা ছাড়িয়া নিজ জমিদারী দেখেন। ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া মথুরা যান। বৃন্দাবনে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ করেন; অন্নসত্রে বৎসরে ২২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ৪০ বৎসর বয়সে মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন ও ৪২ বৎসরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী রানী কাত্যায়নী (দ্রঃ) দানশীলা ছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ।

কৃষ্ণচূড়া (Peacock flower; Caesalpinia pulcherrima) বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ পুষ্পতরু; পাতা পক্ষাকার; লাল ও পীতবর্ণের বিমিশ্র ফুল ফোটে। বিলাতী কৃঃ বৃহত তরু (Gold Mohur, Poinciana regia)। আদি বাস নাকি মাদাগাস্কারের দ্বীপে; মরিশাস দ্বীপ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছিল; গাছ শীঘ্র বাড়ে এবং শাখা বিস্তার করে; ফুল বড়, লাল-হলুদ। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ফোটে। ছোট জাতের গাছকে রাধাচূড়া বলে। (যোগেশ; Chopra 370, 518) ইহার পাতা, ফুল, বীজ আয়ুর্বেদে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Indian Med. Plants II 898)

কৃষ্ণদাস

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে এই নাম বহু প্রচলিত। কৃষ্ণদাস মিশ্র অম্বিকাগ্রামের গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা; ইনি দীন কৃষ্ণদাস ভনিতায় পদরচনা করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য।... শ্যামানন্দ 'দুখী কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত ছিলেন।...১৮ শতকে 'দীনহীন কৃঃ' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'চমৎকার চন্দ্রিকা' বাঙলা কবিতায় লেখেন। (দ্রঃ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, চ-চঃ বঙ্গবাসী প্রেস)...'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থ অনুবাদ নহে। এই কৃষ্ণদাসকে বাংলা মহাভারতকার কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলা হয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ভনিতাও ব্যবহার করিতেন। (ব-সা-সে ১১২)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৪৯৬—১৫৮৩)

'চৈতন্য চরিতামৃত' লেখক। ১৪১৮ শকাব্দে বর্ধমান-কাটোয়ার নিকট ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য পরিবারে জন্ম হয়। পিতার নাম ভগীরথ, কবিরাজী পেশা ছিল। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হন ও পিসির কাছে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। পিসির মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং সনাতন ও জীবের নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৈষ্ণবদের অনুরোধে তিনি 'চৈতন্য চরিতামৃত' (দ্রঃ) রচনা করেন ১৪৯৪—১৫০৩ শক (১৫৮১)। কৃষ্ণদাসের বয়স তখন ৮৫ বৎসর। ১৫০৫ শকে মৃত্যু হয়। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, কবি কর্ণপুরের চৈঃ চন্দ্রোদয় অবলম্বনে ইহা রচিত (১৫৭২—৮২)। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—বৈষ্ণবাষ্টক, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গ-রঙ্গদা নাম্নী টীকা প্রভৃতি। (দ্রঃ বঙ্গভাষার লেখক ১১৮—১৯; বঙ্গীয় কবি ২০—৪০)

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮—৮৪)

বাগ্মী ও লেখক। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল অতি দরিদ্র ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাঠ অসমাপ্ত করিয়া কাজের সন্ধান করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিতে আরম্ভ করেন ও বিশ বৎসর বয়সে ১৮৫৮এ বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিএশনের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। হরিশ মুখুজ্জের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হিঃ পেঃ ইঁহার হাতে আসে। এই পত্র বড়লাট পর্যন্ত পড়িতেন। কলিকাতা মুন্সির সদস্য হন; বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ১৮৭২। বড়লাটের ব্যবস্থা সভার সদস্য ১৮৮৩। তাঁহার মত বাগ্মী ও ইংরেজি লেখক সে যুগে কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া কেহই ছিল না। কলিকাতা হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি আছে। ইঁহার পুত্র রাধাচরণ পাল বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন; তাঁহার প্রস্তরমূর্তি কলিকাতার গোলদীঘির দঃ পশ্চিম কোণে স্থাপিত আছে।

কৃষ্ণদাস বাবাজী

নাভাজী কৃত হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বাঙলায় পদ্যানুবাদক। অপর নাম লালাদাস বাবাজী। মূল গ্রন্থ ছাড়াও বহু ভক্তের কথা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত, চরিত্র ও তাত্ত্বিক। চরিত্রাংশ নাভাজীকৃত গ্রন্থ ও তদীয় শিষ্য প্রিয়দাসকৃত টীকা হইতে সঙ্কলিত। তাত্ত্বিকাংশ প্রধান প্রধান বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

কৃষ্ণদাস, লাউড়িয়া

ইঁহার প্রকৃত নাম দিব্য সিংহ; শ্রীহট্ট লাউড়িয়ার রাজা। ইঁহার মন্ত্রী কুবের তর্কপঞ্চাননের পুত্র বিখ্যাত অদ্বৈতাচার্য (দ্রঃ)। কুবের অদ্বৈতকে লইয়া শান্তিপুরে বাস করিতে যান। ক্রমে অদ্বৈতের নাম চারি দিকে প্রচারিত হইল; তখন দিব্য সিংহ বৃদ্ধ। তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া 'কৃষ্ণদাস' নাম লইয়া বৈষ্ণব সমাজভুক্ত হইলেন। ইনি অদ্বৈতের বাল্যকালের জীবনী 'বাল্যলীলা সূত্রম্' (সং) নামে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বিষ্ণুপুরী ঠাকুরের 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী'র পদ্যানুবাদক। (ব-সা-সে ১১০)

কৃষ্ণদেব রায়, রাজা (১৫০৯-২৯)

দঃ ভারতে বিজয়নগরের তৃতীয় বা তুলুভ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। ১৫১৫এ উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র বংশীয় রাজা বীরভদ্র কৃঃ দ্বারা পরাজিত হন। বিজাপুরের সুলতান ইস্‌মাইল আদিল শাহকে পরাজিত করেন। রাজধানী গুলবর্গা সাময়িকভাবে ইঁহার অধীন হয়। ২০ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করেন (১৫০৯-১৫২৯)। ইনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ও ইঁহার সময়ে তেলেগু সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। তেলেগু কাব্যের পিতামহ অল্লসানি পেদ্দন ইঁহার সভাকবি ছিলেন। নন্দী টিম্মন অপর কবি। কৃষ্ণদেব স্বয়ং 'আমুক্ত মালাদ' নামে তেলেগু কাব্যের রচয়িতা বলিয়া শোনা যায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

মহাভারত রচয়িতা। ইনি দাসরাজ বসুর পালিতা কন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসজাত পুত্র। দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া দ্বৈপায়ন নাম হয়। ইনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অসামান্য পণ্ডিত হন। তিনি বেদাদির মন্ত্র ও সূত্রাদি সংগ্রহ ও সম্পাদন করেন। মহাভারত ও ১৮ খানি পুরাণ, উত্তর মীমাংসা তাঁহারই রচনা বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন না। বেদব্যাস সাধারণ উপাধি মাত্র; বিষ্ণুপুরাণে ১৯ জন বেদব্যাসের নাম পাওয়া যায়।

কৃষ্ণপান্তী (১৭৫৯—১৮০৮)

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা (১১৬৫—১২১ বঙ্গাব্দ) ইনি সামান্য পান বিক্রেতা ছিলেন; পরে ছোলার ব্যবসায় করিয়া ধনী হন ও কলিকাতায় লবণের ব্যবসা করেন, পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হন। জাতিতে তিলি, উপাধি ছিল পাল। কৃষ্ণনগরের রাজারা ইঁহার নিকট টাকা ধার লইতেন ও চৌধুরী উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। সেই হইতে রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের উদ্ভব। এই পরিবারের লোকেরা দাতা।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (দ্রঃ কৃষ্ণানন্দ স্বামী)

কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭—৯৫)

কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ২১ বৎসর বয়সে এম. এ. পাশ করেন (১৮৬৮)। কলেজে পড়িবার সময় সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৫এ ক্যালকাটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ঐ স্কুল পরে আলবার্ট স্কুল এবং ১৮৮১অব্দে অ্যাঃ কলেজ নামে খ্যাত হয়। ১৮৭৬এ জয়পুরের শিক্ষা বিভাগের কর্তা হইয়া যান, কিন্তু দেড় বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন; কিছুকাল আবগারি বিভাগে চাকুরী করেন। পরে আলবার্ট কলেজের রেক্টর বা অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করিয়া ২০ বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। Indian Mirror, The Liberal, The New Dispensation নামে পত্রিকার সম্পাদক (১৮৮২)। 'অশোক চরিত্র' রচয়িতা। ইংরেজি ছাড়া ফরাসী, জার্মান, পালি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। (ব-সা-সে ১৩১—১৪০ ; বঙ্গীয় কবি ৫৯১—৬)

কৃষ্ণ মড়ক (Black death) দ্রঃ কাল মহামারী

কৃষ্ণভামিনী দাস

ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল নামে নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস বরিশাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; কৃষ্ণভামিনী ৮।৯ বৎসর বিলাতে স্বামীর সহিত বাস করেন ও বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়া নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত শক্তি ও অর্থ নারীজাতির উন্নতির জন্য সমর্পণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান চুয়াডাঙ্গা।

কৃষ্ণমিশ্র (১২ শতক

'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক রূপক নাট্যের রচয়িতা। ইনি জেজাক-ভুক্তির চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মনের (১০৪৯—১১০০) আশ্রয়ে বাস করিতেন। ইনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতাবলম্বী ছিলেন; কথিত আছে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একজন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে পরাঙ্মুখ ছিল; তাহার জ্ঞানোদয়ের জন্য 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড (১৮১৩—৮৫) খৃস্টান ধর্মযাজক ও জ্ঞানী। পিতা জীবন কৃষ্ণ; জন্ম ও শিক্ষা কলিকাতায়। ডিরোজি-এর প্রভাবে হিন্দুধর্মে আস্থাহীন হইয়া ১৯ বৎসর বয়সে (১৮৩২) পাদরী ডফ্‌এর নিকট খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৩৭ ৫২ পর্যন্ত খৃস্টীয় ধর্ম-যাজকের কাজ করেন; ১৮৫২—৬০ শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬৭-৬৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন ও ১৮৭৬এ D. L. (Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮এ C. I. E., ১৮৮০ কলিকাতা মুন্সিপালটির সভ্য। ইনি নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত, আরবি, পার্শী, উর্দু, লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, ওড়িয়া, তামিল প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। সর্বার্থসংগ্রহ, ষড়দর্শনসংগ্রহ সম্পাদন; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নারদপঞ্চপত্র, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ইংরেজি অনুবাদ; 'সুধাংশু' ও Inquirer পত্রিকা সম্পাদন এবং ১৮৪৬এ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন; শেষোক্ত গ্রন্থখানি গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিংকে উৎসর্গ করা হয় (বঙ্গভাষার লেখক ৩০৮-৯০)

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা

বৈদিক সাহিত্য। শুক্ল যজু হইতে ইহা প্রাচীনতর। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশ মিশ্রিতভাবে রচিত। ৬টি শাখা প্রসিদ্ধ ছিল—চরক, কঠ, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়নীয় বা কলাপ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী।;

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যজুর্বেদের (দ্রঃ) সর্বপ্রধান ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়।

কৃষ্ণরাম দাস (১৭ শতক)

বাঙালী কবি। ২৪ পরগণার নিমতা নিবাসী ভগবতী দাসের পুত্র। 'কালিকা মঙ্গল' নামে বিদ্যাসুন্দরের গল্প কবিতায় প্রথম লেখেন (১৬৯৮)। ইহাতে বর্ধমানের নাম পাই। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যায় ভারতচন্দ্র ইহার পদানুবর্তন করেন। 'রায়মঙ্গল' নামে আর একখানি মঙ্গল কাব্য রচয়িতা (১৬৮৬)। (বঙ্গভাষার লেখক পৃঃ ২০১)

কৃষ্ণ সার (Indian Antelope; A. cervicapra)

হরিণ বলিয়া খ্যাত; কিন্তু বাস্তবিক হরিণ নহে, বরং ছাগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দাড়ি থাকে না। পিঠের দাঁড়ার চর্ম চিকণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণসার নাম। পুং জাতির শৃঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, পাকানো, গ্রন্থিল। স্ত্রী জাতির শৃঙ্গ হয় না। প্রায় ১৫০ জাতের Antelope আছে। (দ্রঃ যোগেশ)

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

তান্ত্রিক সাধক ও গ্রন্থকার। ১৬-১৭ শতকের লোক। নিবাস নবদ্বীপ। পিতার নাম গৌড়াচার্য মহেশ্বর। 'তন্ত্রসার' নামে বিখ্যাত তন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা। বঙ্গদেশে ইঁহার প্রবর্তিত রীতি অনুসারে কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর

রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত সঙ্গীতজ্ঞ। 'শব্দ কল্পদ্রুমে'র ন্যায় ইনি 'রাগকল্পদ্রুম' নামে গ্রন্থে দেশীয় রাগরাগিনী সংগ্রহ করেন (১৮৫৩)। (বঙ্গভাষায় লেখক ২৫৫; বা-সা-সে ১৪৮)

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (১৭৯০—১৮৮২)

শক্তি সাধক ও ব্রহ্মচারী। সমস্ত পীঠস্থানে সাধনা করেন ও উত্তর ভারত ঘুরিয়া শক্তিপূজা প্রচার করেন; ৩২টী কালীবাড়ী নানাস্থানে স্থাপন তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য; এই কালীবাড়ীগুলিকে আশ্রয় করিয়া বিদেশে বাঙালীর ধর্ম-জীবন বিকাশ পাইতেছে। ইঁহার জন্মস্থান হাওড়া। ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগতীর্থে ১৮৮২ অব্দে মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী (১২৫৮—১৩০৯)

আদি নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। জন্মস্থান হুগলী গুপ্তিপাড়া; পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন। ১২৭১ জামালপুরে সামান্য চাকুরী করিতেন; ১২৭৯ আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন ও ১২৮২ 'ধর্মপ্রচারক পত্র' প্রকাশ করেন। ১২৮৭ পিতার মৃত্যুর পর কাশীতে গিয়া ভারতবর্ষীয় আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা স্থাপন করেন ও নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া 'পরিব্রাজক' উপাধি লাভ করেন। ১২৯০ মাতৃ বিয়োগের পর সন্ন্যাসী হন ও কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। 'গীতার্থ সন্দীপনী' 'ভক্তি ও ভক্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। শেষ জীবন বড়ই কালিমাময়। একটি বালিকার প্রতি অত্যাচার করায় ২½ বৎসর জেল হয় (১৩০৫)। ১৩০৯এ কাশীধামে মৃত্যু হয়।

কেঁউ গাছ (Costus speciosus)

হরিদ্রাদি বর্গের বন্য উদ্ভিদ; সং কেমুক। ইহা ৫।৬ ফুট উচ্চ হয়। পাতা সাপের কুণ্ডলের আকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরে; পাতা চওড়া, ফুল বড়, প্রায় শাদা, ফলে তিন কোষ থাকে। (দ্রঃ যোগেশ) বৈদ্যক শাস্ত্রে এই গাছের পত্রাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (বৈদ্যক শব্দসিন্ধু ৩১৭)

কেওট জাতি

বাঙলা দেশে মাছধরা অন্ত্যজ জাতি। (দ্রঃ কৈবর্ত)

কেওটিয়া সাপ, কেউটে

গোখুরা সাপের একটি জাত। মাঠের আলে থাকে। লোক বিশ্বাস ইহারা তাড়াইয়া কামড়ায়। অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ। গায়ের রং কালচে; দীর্ঘ ৩ হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কেওলিন (Kaolin চীনামাটি)

আলুমিনিয়াম মিশ্রিত শাদা চট্‌চটে মাটি। চীনাদেশের কেও-লিন্ নামে পাহাড়ের মাটি; পোর্সিলেন বা চীনামাটীর বাসন করিতে এই মাটি লাগে। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজমহল পাহাড়, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে। ইংল্যান্ড, সাক্সনী, ফ্রান্স ও মার্কিন রাজ্যে কেঃ আছে। ইহা বায়ু হইতে বাষ্প আহরণ করিয়া ভিজিয়া যায় এবং সহজে নমনীয় বলিয়া ইহা দিয়া বহুবিধ সামগ্রী গড়া যায়। মাটির বাসনপত্র (পোর্সিলেন বা চীনামাটীর) ছাড়া কেওলিন কাগজের কলে কাগজ মসৃণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; কাপড়ের কলে 'মাড়ে'র মধ্যে ইহার প্রয়োজন হয় (দ্রঃ চীনামাটি)।

কেঁচো (Earthworms)

আর্দ্র মৃত্তিকায় এই কৃমি জাতীয় প্রাণী বাস করে; ইহাদের দেহের সমস্তটাই মাংস; ইহাতে হাড় বা কাঁটা নাই। শুষ্ক জমি ছাড়া ইহাদিগকে পৃথিবীর সর্বদেশেই দেখা যায়। ইহারা মৃত্তিকার ভিতরের পচা উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিবার জন্য মাটি খুঁড়িতে থাকে ও উহাই আহার করে; সেই মাটিই পুনরায় বাহির করে। ইহাদের চক্ষু নাই তথাচ আলোকে আসিতে চায় না। মাটির কেঁচোর জাতি:—(১) ঢেমনা কেঁচো, কালো মোটা লম্বা; (২) দুধিয়া কেঁচো, শাদা; (৩) চুলিয়া

কেঁচো, ৩।৪ আঙুল লম্বা হয়; দেহ গোল, শরীর বাড়াইয়া কমাইয়া আগাইয়া চলে। কেঁচো জমি খুঁড়িয়া দিয়া মানুষের বিশেষ উপকার করে।

কেটো (Cato, Marcus P. ২৩৪-১৪৯ খৃঃ পূঃ)
রোমান লেখক ও রাজনীতিক। রোমানদের মধ্যে গ্রীক সভ্যতার বিস্তারের ঘোর বিরোধী ছিলেন; ইঁহারই বক্তৃতার ফলে রোমানরা কার্থেজ নগরী ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইংরেজ লেখক আডিসনের 'কেটো' নামে নাটক আছে।

কেতক, কেতকী (দ্রঃ কেয়াগাছ)

কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দাস
এই দুইজন গ্রন্থকার সম্মিলিত ভাবে 'মনসার ভাসান' রচনা করেন। ৩০টি পালার মধ্যে ২৬টি কেতকাদাসের। লেখকদ্বয় বর্ধমান বা হুগলীর অধিবাসী ছিলেন।

কেতু
পৌরাণিক প্রবাদ যে সমুদ্র-মন্থন কালে এই দানব অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়াছিল; এমন সময়ে সূর্য ও চন্দ্র ইহাকে দানব বলিয়া চিনিয়া ফেলেন এবং বিষ্ণু ইহার মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত পানহেতু দানব অমর হইল এবং ইহার মস্তক 'রাহু' ও দেহ 'কেতু' নামে অভিহিত হয়। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময়ে রাহু ও কেতু ইহাদিগকে গ্রাস করে বলিয়া লোক বিশ্বাস। (দ্রঃ গ্রহণ)

কেদমন্ (Caedmon)
ইংল্যান্ডের আংলো-স্যাক্সন যুগের কবি। তিনি হুইটবীর মঠস্বামিনীর পশুপালক ছিলেন; বাইবেলের গল্প কবিতায় লিখিবার জন্য স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হয়। পরে সন্ন্যাসী হইয়া এই কাজে ব্রতী হন। তাঁহার নিজ রচনা লুপ্ত। মৃ ৬৭৫।

কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯০৭)
কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। বি. এ. পাশ করিয়া নেপালে শিক্ষক হইয়া যান ও ক্রমে রাজ সরকারের কাজ লন। ১৮৭৭ দিল্লী দরবারে নেপালী মন্ত্রীর সেক্রেটারী রূপে আসেন ও দক্ষতার সহিত রাজনৈতিক কাজ কর্ম করেন। 'সর্দার' [illegible] পান। ৩০ বৎসর নেপালে বাস করেন।

কেদার নাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ (১৮৪৭—১৯০৭)
বৈষ্ণব পণ্ডিত। জন্মস্থান উলা-বীরনগর; পিতা আনন্দচন্দ্র। কেদার নাথ ১৮৬৬-৯৪ পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের জন্য শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করেন। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। বাংলা গ্রন্থ —শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জীবধর্ম, প্রেমপ্রদীপ, বিজন গ্রাম, সন্ন্যাসী প্রভৃতি। সংস্কৃত—শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ, মঙ্গলস্তোত্র ইত্যাদি।

কেদার নাথ দাস, ডাঃ (১৮৬৭—১৯৩৬)
বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। পিতা যাদব কৃষ্ণ; নিবাস কলিকাতা। ১৮৯৩ এম. বি; ১৮৯৪ এম. ডি; ১৯০২ ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৯ এ সহজ প্রসবের জন্য Das Forceps নামে যন্ত্র নির্মাণ করেন। ১৯২১ কারমাইকেল মেঃ কলেজে অধ্যাপক ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হন। ১৯২২ আমেরিকায় প্রসূতিবিজ্ঞান ও স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় বিশ্ব-সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯১৭ C. I. E.: ১৯৩০ স্যার উপাধি লাভ করেন। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ইঁহার যোগ ছিল; ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে ইংরেজিতে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন।

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙলার লেখক। বহু গল্প উপন্যাস রচয়িতা। 'চীন ভ্রমণ', 'ভাদুড়ি মহাশয়', 'আই হাজ', 'কবুলতি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক। নিবাস পুর্নিয়া।

কেদার নাথ মজুমদার (১২৭৭—১৩৩৩)
ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ নিবাসী; 'বাসনা' (১৩০৬), 'আরতি' পত্রিকা (১৩০৭) 'সৌরভ' (১৩১৯) সম্পাদক। 'ময়মনসিংহের ইতিহাস,' 'ময়মনসিংহের বিবরণ,' 'ঢাকার বিবরণ,' 'সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড); 'চিত্র,' 'শুভদৃষ্টি', 'স্রোতের ফুল', 'সমস্যা', প্রভৃতি উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা।

কেদার নাথ রায় (K. N. Roy ১৮৫৫—১৯০১)
ভারতীয় সিবিলিয়ান্। পিতা মহেশচন্দ্র; ঢাকা-সুয়াপুর গ্রাম নিবাসী। দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভাবলে পরীক্ষা পাশ ও চাকুরি করিতে করিতে উকিল হন। ১৮৭৮ এ মুন্সেফ; ১৮৮৮তে স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪ শ্রীমতী কামিনী সেনকে (দ্রঃ) বিবাহ করেন, প্রথমা পত্নী ১৮৯১এ মারা গিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতি। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কেদার রায়
আকবরের সমসাময়িক বাঙলার বরোভূঞার অন্যতম; পিতা বা অন্যমতে ভ্রাতা চাঁদ রায়। ইঁহারা মুগলদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ করেন ও সন্দীপ কাড়িয়া লন। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ঈশা খাঁ কেদারের ভগিনীকে হরণ

করায় কেদার মুগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। কিন্তু ১৬০৩এ মানসিংহের নিকট পরাভূত হন। যুদ্ধে আহত হইয়া মারা যান। (দ্রঃ বারোভূঞা ; চাঁদরায়)।

কেন উপনিষদ

প্রধান দশোপনিষদের অন্যতম। সামবেদের দুইটি ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ এবং তবলকার বা জৈমিনীয় বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ। তবলকার ব্রাহ্মণের মধ্যে কেন বা তবলকার উপনিষদ আছে। পদ্য ও গদ্যে রচিত। শঙ্করাচার্য প্রভৃতির ভাষ্য আছে।

কেন্দু, কেন্দুক (Diospyros melanoxylon)

দ্রঃ গাব গাছ।

কেন্দ্র (Centre)

জ্যাঃ সংজ্ঞা বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ যে নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে উহার সীমা (পরিধি) পর্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখা পরস্পর সমান তাহাকে ঐ বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয়।···জ্যোতিষিক সংজ্ঞা। লগ্ন ; লগ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম স্থান।···নির্বাচন কেন্দ্র (Polling Station) ; শাসন কেন্দ্র (administrative centre), বাণিজ্য কেন্দ্র, শিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

কেন্দ্রাতিগ, কেন্দ্রবিমুখ, কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal force)

দ্রঃ কেন্দ্রাভিগ।

কেন্দ্রাভিগ, কেন্দ্রাভিগামী, কেন্দ্রাভিকর্ষণ,

কেন্দ্রাভিমুখবল Centripetal force)। কোন বস্তু কোন কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিবার সময় শক্তিকেন্দ্র হইতে ছিটকাইয়া যাইবার জন্য স্বভাবত চেষ্টা করে ; এই শক্তিকে কেন্দ্রাভিগ শক্তি (Centrifugal force) বলে ; এবং যে শক্তিবলে উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে যাইতে পারে না এবং কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহাকে কেন্দ্রাভিগ (Centripetal force) বলে।

কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government)

ভারতে বড়লাটের শাসন ব্যবস্থাকে কেঃ সঃ বলে। বড়লাট তাঁহার অধ্যক্ষ সভা, ব্যবস্থাপরিষদ (Legislative Assembly, Council of State) লইয়া উহা গঠিত। ১৯৩৫এর অ্যাক্ট অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র (Federal) প্রবর্তিত হইলে বড়লাট, মন্ত্রী পরিষদ ও ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষমতা ও সম্বন্ধ পরিবর্তিত হইবে। বর্তমানে অধ্যক্ষসভা ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত। আয়ব্যয়, আইন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ভূমি, বাণিজ্য ও শ্রম, আভ্যন্তরীণ, পথ ও যান বিষয়গুলির জন্য এক একজন সদস্য দায়ী ; পদগৌরবে জঙ্গীলাট সদস্য ; ইনি সমর-সচিব। বড়লাটের নিজ হস্তে দেশীয় রাজাদের সহিত সম্বন্ধ, সীমান্ত ও বৈদেশিক রাজনীতি ন্যস্ত আছে। পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ছিল ; ১৯২১ ও ১৯৩৫এর অ্যাক্ট অনুসারে বহু ক্ষমতা প্রাদেশিকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। শুল্ক, আয়কর, দেশী রাজাদের কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান আয়। সৈন্য, রেলওয়ে, পোস্ট, টেলিগ্রাফ, বেতার, বিমানবিহার, মুদ্রা ও নোট ছাপা, বাণিজ্য, জীবনবীমা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অধীন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় (লক্ষ টাকা)

	আয়	ব্যয়	+বাড়তি। −ঘাটতি।
১৯২১-২২	৭৮,৪৩	১,০৬,০৮	−২৭,৬৫
১৯২২-২৩	৮৫,৭৪	১,০০,৭৬	−১৫,০২
১৯২৩-২৪	৯৭,১১	৯৪,৭২	+ ২,৩৯
১৯২৪-২৫	৯৬,৩৮	৯০,৭০	+ ৫,৬৮
১৯২৫-২৬	৯৩,৩৯	৯০,০৮	+ ৩,৩১
১৯২৬-২৭	৯৩,২৮	৯৩,২৮	
১৯২৭-২৮	৮৫,৫৫	৮৫,৫৫	
১৯২৮-২৯	৮৭,২৫	৮৭,৫৭	− ৩২
১৯২৯-৩০	৯১,২০	৯০,৫৩	+ ২৭
১৯৩০-৩১	৮০,১৪	৯১,৭২	−১১,৫৮
১৯৩১-৩২	৭৭,২৯	৮৯,০৮	−১১,৭৫
১৯৩২-৩৩	৮২,৮৪	৮১,২৯	+ ১,৫৫
১৯৩৩-৩৪	৭৫,৪৩	৭৫,৪৩	
১৯৩৪-৩৫	৮০,৭৫	৮০,৩৯	+ ৩৬
১৯৩৫-৩৬	৭৮,২৯	৭৮,২৯	
১৯৩৬-৩৭	৭৫,৬০	৭৭,৫২	− ১,৯২
১৯৩৭-৩৮	৭৭,৯৭	৭৭,৯০	+ ৭
১৯৩৯-৪০	৮৭,৭৬	৮৬,৮৫	+ ৯১
১৯৪০-৪১	৮৫.৪৩	৯২.৫৯	− ৭.১৬

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (Central Co-operative Bank)

গ্রামের কৃষিসমবায় সমিতি যথা ঋণদান, জলসেচ সমিতি প্রভৃতিকে টাকা কর্জ দিবার জন্য কেঃ সঃ ব্যাঃ গঠিত। কোন ব্যক্তিকে এই ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় না। সমিতির সভ্যরা ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঋণের জন্য দায়ী। বাংলাদেশে ১১৮ কেঃ সঃ ব্যাঙ্ক আছে। ১৯৩৫-৩৬, সদস্য সংখ্যা ২৫,৫৭৩। মূলধন ৫,১৮,১১,৬০৬। ইহার অধীনে ১৯,৯৩৭ ঋণগ্রাহী সমিতি। ইহারা ব্যাঙ্ক হইতে ৩,৭৪,৫৪,০৪৬ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। সুদের হার ৯৩/৪ হইতে ১২১/২ পর্যন্ত শতকরা। (দ্রঃ সমবায় ; ব্যাঙ্ক) সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের মধ্যে প্রেফারেন্স-শেয়ার হোল্ডারদের কয়েকজন ও নানা ঋণদান সমিতি হইতে কয়েকজন নির্বাচিত হইয়া আসেন। ঋণগ্রহীতাদের প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের

পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের টাকা ঋণগ্রাহী গ্রাম্য সমিতির নিকট হইতে আদায় হইতেছে না।...প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একজন করিয়া সরকারী ইন্সপেক্টর ও তাহার অধীনে অডিটর বা হিসাব-পরীক্ষক আছেন। পরিচালকগণের মধ্য হইতে সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়।

কেম্ন (কাঁদরাই, Millipede)

শতপদী কীট জাতের তুল্য ; দেহ লম্বা, খাঁজে খাঁজে গঠিত। প্রথম চারিটি খাঁজে ২টি পা, অবশিষ্ট ১৫টি খাঁজে ৪টি করিয়া পা আছে। বায়ুনলী দেহের উপর। ইহারা শাকভোজী ; গাছপালা কাটিয়া নষ্ট করে। অনেক জাতের কেম্ন আছে। মোটা, কালো, লাল, ছোট কালুচে। ঠোকা মারিলে টাকার মত গোল হইয়া যায়। গায়ের রসে সরিষার তেলের ন্যায় ঝাঁজ আছে।

কেপ্‌লার (Kepler, Johann ১৫৭১—১৬৩০)

জারমান জ্যোতির্বিদ। ১৬০১এ প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে টাইকো ব্রাহির পর অধ্যাপক হন। সৌরজগতের গতি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করেন ; নিউটন সেইগুলি কাজে লাগাইয়া গণিতের উন্নতি করেন। ইনি অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেন।

কেব্‌ল্ (Cable)

সমুদ্রের তল দিয়া যে টেলিগ্রাফ লাইন যায় তাহাকে কেব্‌ল্ বলে। উহা বিশেষভাবে প্রস্তুত অনেকগুলি তামার পাকানো তারের সমষ্টি ; উপরে জলসহা কঠিন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। পূর্বে ইংরেজরাই কেব্‌ল্ কোম্পানীর একচেটিয়া মালিক ছিল ; পরে ফ্রান্স, জারমেনী নিজ নিজ কেব্‌ল্ লাইন বসাইয়াছে। কেব্‌লের মধ্যে দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোতের দ্বারা সংবাদ-সঙ্কেত যায়। দূরত্বের অনুপাতে ইহাতে খুব কম বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয় এবং সেই কারণে সংবাদগ্রাহী কলও খুব স্বল্পাঘাতসহ হয় ; ইহাতে স্থলের টেলিগ্রাফ যন্ত্রে কাজ চলে না।...১৮৫৮এ সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কেব্‌ল্ পাতা শেষ হয় ; তখন মহারানী ভিকটোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ে ৯০টি কথা পাঠাইতে ১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। এখন মুহূর্তমধ্যে সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র যায়।

কেবলকৃষ্ণ বসু

বাঙলার কবি। ময়মনসিংহ জিলার কেদারপুর গ্রাম-বাসিন্দা। 'কাশীখণ্ড' (১৮১৫) ও 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচয়িতা। পিতা বিজয় রাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ায় লোকে ইহাকে 'শূদ্র পণ্ডিত' বলিত। (বং-সা-সে)

কেম্পিস (Thomas Á Kempis ১৩৭৯—১৪৭১)

জারমেন দেশীয় খৃস্টান ভক্ত লেখক ; শেষ জীবনে সন্ন্যাসী হন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার 'খৃস্টানুকৃতি' (Imitation of Christ) অমর গ্রন্থ ; পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনুবাদিত ; ৩০০০এর উপর সংস্করণ হইয়াছে। ১৪৭১এ প্রথম মুদ্রিত হয়।

কেয়া, কেতকী (Screwpine, Pandanus asciculatus)

বড় ক্ষুপ বা তরু। গোড়ার দিকে অনেক মূল বহির্গত হয় এবং তাহাতে গাছ দাঁড়াইয়া থাকে। ফুল সুগন্ধ ; অনেকগুলি কণ্টকময় পত্রের মধ্যে মঞ্জরী আছে ; ইহাতে রেণু থাকে। এই ফুলের উপচ্ছদের সুগন্ধে সুবাসিত করা খয়েরকে 'কেয়া খয়ের' বলে। কেয়া-পাতার কিনারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কণ্টকময়। কেয়া-কাটা গাছের (P. foetidus) বেড়া হয়। ইহার ফুল সুগন্ধি। (যোগেশ)

কের পূজা

ত্রিপুরা-আগরতলায় খার্চি পূজার পূর্বের শনি কিংবা মঙ্গলবারে কের পূজা হয়। পূর্ব হইতে একটি এলাকা নির্ধারণ করা হয় ; ঐ এলাকার মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে পূজা পণ্ড হয় ; সেই জন্য পূজার পূর্বে অসুস্থ লোকদের ঐ গণ্ডির বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পূজার সময়ে মানুষ, গৃহপালিত পশু কেহ গৃহের বাহির হইতে পারে না। সমস্ত কোলাহল বন্ধ হয়। এলাকার মধ্যে একদিন দুই রাত্রি লোকদিগকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কিয়ৎক্ষণের জন্য বাহির হইতে দেওয়া হয় মাত্র। তোপ ধ্বনির সহিত তাহারা বাহির হয়, তোপ পুনরায় পড়িলে ঘরের মধ্যে যাইতে হয়। রাজধানীর পূজা শেষে পার্বত্য পল্লীতে 'কের পূজা' হয়। তৎকালে বাহিরের লোক পল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে না।

কেরী (Carey, William ১৭৬১-১৮৩৪)

খৃস্টধর্ম প্রচারক ও পণ্ডিত। জন্ম ইংল্যান্ডে ; স্কুলশিক্ষকের পুত্র ; চর্মকার ব্যবসায়ী ; ১৭৮৩ ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন ; গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন ও ১৭৯৪এ ব্যাঃ মিশন স্থাপন করিয়া কলিকাতা আসেন। মালদহে এক নীলকরের কারখানার ফোরম্যানের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন ও সেখানে ১৭৯৫-৯৯ পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া খৃস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৭৯৯এ দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে আসেন ও একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কেরী সেখানে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮০১-৩০)। ১৮০৫এ কলিকাতায় মিশনারী চার্চ স্থাপন করেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮০১এ বাংলা-ব্যাকরণ রচনা, ১৮০৬-১০ কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পাদন ও মুদ্রণ, দেশীয় ২২টি ভাষায় বাইবেল প্রকাশ ও

সংস্কৃতে বাইবেলে অনুবাদ করেন। ১৮১৮ এপ্রিল মাসে মাসিকপত্র 'দিগদর্শন' ও সাময়িক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করেন। ১৮১৯ গোল্ডস্মিথের ইংল্যান্ডের ইতিহাসের তর্জমা প্রকাশ, ১৮২৫এ বাংলা-ইংরেজি প্রথম অভিধান মুদ্রণ ও এছাড়া অন্যান্য ভাষায় বহু ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশ করেন।

কেরেন্‌স্‌কি (Kerensky, Alexander F)
রুশিয়ার বিপ্লবী নেতা। ১৮৮১ জন্ম। ইহুদীবংশীয় এক হেড্‌মাস্টারের পুত্র। আইন ব্যবসায়ী; পার্লামেণ্ট বা ডুমার সদস্য (১৯১২)। ১৯১৭, মার্চ মাসে রুশ বিপ্লব সুরু হইলে তিনি প্রথমে বিচার-সচিব, পরে সমর-সচিব হইয়া জারমেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। পরে প্রধান মন্ত্রী হন ও ক্রমে রুশ রিপাবলিকের পরিচালক হইয়া উঠেন। কিন্তু কমিউনিজম্ দেশের মধ্যে প্রসার লাভ করিলে, তিনি তাহাদের সহিত চলিতে না পারিয়া দেশ ত্যাগ করেন ও প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (১৯১৭, ৭ নভেম্বর)। নয় মাস মাত্র তিনি রুশের নেতৃত্ব করেন।

কেরোসিন তৈল
পেট্রোলিয়াম হইতে আংশিকভাবে চোলাই করা তৈল। আমাদের দেশে বর্মা হইতে কেঃ প্রধানত আসে; এ ছাড়া আমেরিকার স্ট্যানডার্ড কোম্পানীর তৈল, রুশীয় তৈল আসিতেছে। আসামের ডিগবয়ের পেট্রোলিয়াম খনিতে বর্তমানে কাজ হইতেছে। কেরোসিন দ্বারা হারিকেন প্রভৃতি বাতি, পেট্রোম্যাক্স প্রভৃতি গ্যাস বাতি ও স্টোভ জ্বলে। বিশেষ স্টীমার করিয়া কেঃ আসে ও বড় বড় ট্যাংক ভর্তি করিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে ট্রেনের ট্যাংক বা বিশেষ একপ্রকার গাড়ীতে ভরিয়া কেরোসিন দেশের নানাস্থানে লইয়া যাওয়া হয় ও স্থানীয় ডিপোর ট্যাংকে পুনরায় ভরা হয়। সেখান হইতে টিন বোঝাই করিয়া বিক্রয় করা হয়। প্রত্যেক টিনে ২০ পিণ্ট তেল ধরে। (দ্রঃ পেট্রোলিয়াম)।

কেল্‌কার (Kelker, N. C.)
মারাঠা সাংবাদিক। ইনি বালগঙ্গাধর টিলকের শিষ্য। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ১৯২৩, ১৯২৬। হোমরুল আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যান্ডে যান (১৯১৯)। হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেণ্ট। ২য় গোলবৈঠকের সদস্য। 'কেশরী'র সম্পাদক।

কেলগ্‌ প্যাক্ট (Kellog Pact)
ফ্র্যাংক বিলিংস্ কেলগ্ (জঃ ১৮৫৬) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবী ও কূটনীতিজ্ঞ। ১৯২৪এ যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত হইয়া লন্ডনে যান। ১৯২৫-২৯ কুলিজ গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারি অব স্টেট্। এই সময়ে তিনি প্যারিসে কয়েকটি জাতিকে লইয়া একটি সন্ধি সর্তে আবদ্ধ করেন; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ নিবারণ। ১৯৩০-৩৫ হেগ্ নগরীর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সভাপতি (President of the Permanent Court of International Justice)।

(Celt)
আর্য ভাষাভাষীর অতি প্রাচীন জাতির সাধারণ নাম। অতি পুরাকালে ইহারা আর্যজাতির আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ইউরোপাভিমুখে যায় এবং ফ্রান্সে ও ক্রমে স্পেন, ইতালি গ্রীস্, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ করে। ইংল্যান্ডে ইহারা প্রাচীনতর একটি জাতিকে তাড়াইয়া ঐ দেশ অধিকার করে। ইহাদিগকে গয়ডেল (Goidel) বলে। ইহাদের বংশধরগণ প্রধানত স্কটল্যান্ডের উত্তরাংশে ও আয়ারল্যান্ডে বাস করে। ইহাদের কয়েক শতাব্দী পরে আসিল অন্য এক শাখা—তাহাদিগকে বলে 'ব্রাইথন'; ব্রাইথনই পরে ব্রিটন নামে খ্যাত হয়। রোমানরা ইহাদের হারাইয়া দিয়া বৃটেন দখল করে। আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন ভাষা (গেইলিক্), ম্যান দ্বীপের ভাষা (Manx) ও ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম কোণের ব্রিটানি প্রদেশের ভাষা কেলট্ ভাষাজাত।

কেলভিন্ (Kelvin, William Thomson ১৮২৪—১৯০৭) স্কচ বৈজ্ঞানিক। ১৮৪৬—৯৯ পর্যন্ত গ্লাসগোতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৯০০—০৪ রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। বিদ্যুত ও চুম্বক সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফলে বহু শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি হয়। ১৮৫৭ এ অতলান্তিক কেবল নির্মাণ কালে ইনি উহার ইন্‌জিনীয়ার ছিলেন। ১৮৬৬তে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হন। কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্রের উন্নতির জন্য ইনি দায়ী (১৮৭৬—৭৮)। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। বহু লেখক ইঁহার জীবনী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

কেলার (Keller, Helen ১৮৮০)
আমেরিকার অন্ধ, মূক, বধির মহিলা। ১৯ মাস বয়সে ইঁহার ঘ্রাণ, দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়। অ্যানা সুলিভান্ নামে শিক্ষয়িত্রী ইঁহাকে মূক-শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষা দেন। ১৮৯০এ হেলেন কথা বলিতে শেখেন ও কালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট্ হন; পরে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন। অন্ধ, মূক, বধির হইয়া ইনি কি ভাবে জ্ঞানালোচনা করেন ইহা বিস্ময়ের বিষয়। The Story of My Life, 1903 ; The World I live in, 1908।

কেলাস বা স্ফটিক (Crystal) **কেলাসন** (crystallisation) ; কেলাসিত (crystalised) ; কেলাসিত শিলা (crystaline rock) দ্রঃ ক্রিস্টাল।

কেলিকদম্ব

দ্রঃ কদম্ব। ধারাকদম্ব (Adina cordifolia)।

কেশ, লোম (Hair)

মানুষ, স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষীর দেহে কেশ বা লোম জন্মে। অধিত্বক (epidermis) হইতে ইহার উৎপত্তি; লোমের গোড়া (roots) এক একটি গর্তের মধ্যে যেন পোঁতা; ইহাকে বলে লোমকূপ (hair follicle)। গর্ত বা থলির পার্শ্বস্থ চামড়ায় জীবকোষ জমিয়া শৃংগের ন্যায় (horny material) যে জিনিষ জন্মায় তাহাই লোম বা কেশ। লোমকূপগুলির নীচে অধিত্বকের এক একটি প্যাপিলা (papilla) প্রবেশ করিয়াছে; ঐ স্থানে অনেকগুলি কোষ আছে এবং কোষের সংখ্যা বাড়িলে কেশের দৈর্ঘ্যও বাড়িতে থাকে।... লোমকূপগুলি অতি সূক্ষ্ম মাংসপেশীর দ্বারা বেষ্টিত।...লোমকূপের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি (Subaceous glands) উন্মুক্ত হইয়া একরূপ তৈলাক্ত দ্রব্য (Sebum) প্রস্তুত করে এবং ঐ তৈল কেশকে ও চর্মকে মসৃণ ও নরম রাখিয়া থাকে। শীত লাগিলে বা হঠাৎ ভয় পাইলে চুল খাড়া হইয়া ওঠে; ইহার কারণ কোষের অর্থাৎ মাংসপেশীতে টান ধরে।...সাধারণত মেয়েদের চুল ২½ ফুট হয়; তবে ৬ ফুটও দেখা যায়। একটি চুল প্রায় ২ হইতে ৪ বছর থাকে; কিন্তু সেটি বুঝা যায় না; কারণ নূতন একটি তাহার স্থান লয়। যখন নূতন করিয়া জন্মিবার শক্তি কমিয়া যায়, আর চুলও উঠিতে বা পড়িতে থাকে, তখনই 'টাক' (দ্রঃ) পড়া সুরু হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুল পাকিতে বা শাদা হইতে থাকে। অনেক সময়ে অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় হঠাৎ রাতারাতি চুল শাদা হইয়া যায়।...কেশদ্বারা জাতিতত্ত্ব নিরূপিত হয়, যেমন নিগ্রোদের চুল গোল, পীতজাতির চুল খাড়া, ককেসীয় জাতির চুল ঢেউ খেলানো, অস্ট্রেলিয়ানদের ঝাঁকড়া চুল।

কেশ বিন্যাস (Hair dressing)

আদি যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ নানাভাবে চুলের পারিপাট্য করিয়া আসিতেছে। অসভ্য জাতিকে চুল ছাঁটিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত আকার দিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে কেহ চুল কমাইয়া ফেলে, কেহ কামাইয়া মাথার মাঝে ঝুঁটি রাখে, যেমন দঃ ভারতে ও উড়িষ্যায়। প্রাচীন কালে সভ্য জাতির পুরুষরা প্রায় সর্ব দেশেই স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বমান্ চুল রাখিত। ইউরোপে এক সময়ে মেয়েদের মধ্যে খোঁপা একটা বীভৎস ব্যাপার ছিল (খোঁপা দ্রঃ)। বর্তমানে মেয়েরা নানা রকম করিয়া চুল ছাঁটে; ইহাতে নাপিতদের ব্যবসায় খুব বাড়িয়াছে। কেশ বিন্যাসের জন্য অসংখ্য প্রকারের তৈল পমেড আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাকা চুল কালো করিবার জন্য সর্বদেশে ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এদেশের লোকে সাহেবদের অনুকরণে নানাভাবে চুল ছাঁটে; পূর্বে বাবরি চুল রাখিত।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—৮৪)

ব্রাহ্মধর্মের নেতা। হুগলি জিলার গরিফায় জন্ম গ্রহণ করেন; পিতা প্যারীমোহন ও পিতামহ রামকমল সেন (দ্রঃ)। ১৮৫৬এ লং সাহেবের সহিত বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৮৫৭এ উনিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬১ বঙ্গল ব্যাংকের কাজ ছাড়িয়া ধর্ম প্রচারে মন দেন; দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আচার্য নিযুক্ত হন। ক্রমে কেশবচন্দ্র প্রমুখ যুবকদলের হাতে সমাজের সমস্ত ক্ষমতা আসিয়া পড়ে এবং দেবেন্দ্রনাথের সহিত সামাজিক প্রগতিবিষয়ে মতের অমিল হইতে থাকে। ১৮৬৫ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া যান ও ১৮৬৯এ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন। অতঃপর ভারতময় ধর্ম প্রচারে যান। ১৮৭০ এ বিলাত যাত্রা করেন, ফিরিয়া 'সুলভ সমাচার' নামে পয়সা সংবাদপত্র প্রকাশ ও লোক শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মাদকতা নিবারণ সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা। অসবর্ণ বিবাহ আইন-সঙ্গত করান (১৮৭২)। ১৮৭৫এ কেশবের কন্যার সহিত কুচবিহারের রাজার বিবাহ প্রস্তাব হয়, কিন্তু কন্যা বয়প্রাপ্ত নহে বলিয়া একদল ব্রাহ্ম আপত্তি করেন ও এই লইয়া সমাজে বিরোধের সৃষ্টি হয় ও নবীন দল পৃথক হইয়া গিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। কেশব ১৮৭৭-এ তাঁহার দলকে 'নব বিধান সমাজ' নাম দিয়া মন্দির স্থাপন করেন। উহা মেছুয়া বাজারে স্থিত। বর্তমান যুগে কেশবই ভারতে সর্ব প্রথম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের ধর্মাধিকারের কথা প্রচার করেন। ১৮৮৪, ৮ জানু ৪৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার বাড়ী 'কমল কুটীরে' এখন ভিকটোরিয়া স্কুল ও কলেজ হয়। ইঁহার এক জামাতা ছিলেন কুচবিহারের রাজা, বর্তমান রাজার পিতামহ। অপর একজন ময়ূরভঞ্জের রাজা ছিলেন। কেশব সেযুগের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন; ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। 'জীবন বেদ' তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস। বহু ইংরেজি বাঙলা বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। চিরঞ্জীব শর্মা লিখিত কেশবচন্দ্রের বহুবিস্তৃত জীবনচরিত; ইংরেজিতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত জীবনী; যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখিত 'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

কেশব ভারতী

চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরু। বর্ধমান কাটোয়া বাসিন্দা।

কেশবমিশ্র

(১) 'তর্কভাষা' নামক সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার টীকাকার চিন্নভট্ট, বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের সমকালীন

(১৩৮০)। (২) 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা; ইহার অপর নাম শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র।

কেশবানন্দ মহাভারতী (বঙ্গাব্দ ১২৪৩—১৩২২) সংসারী নাম রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। বর্ধমান জিলার বাঘাসন গ্রামে জন্ম। সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে বহু লোকহিতকর কার্য করেন। হঠযোগ শিক্ষা করিয়া কেশবানন্দ নাম লন; পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম প্রচারের ব্রতী হন। তদীয় 'আনন্দ গীতা'য় ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কেশর (Stamens)
ফুলের মোটামুটি চারটি অংশ; যথা, বৃতি (Calyx), পাপড়ি (Petal), পুং কেশর (Stamens) ও গর্ভকেশর (Carpel)। সকল ফুলে পুংকেশর থাকে না; সে ফুলগুলিকে স্ত্রী ফুল বলে; কতক ফুলে গর্ভকেশর থাকে না, তাহাকে পুং ফুল বলে। কুমড়া, লাউ, শসা, উচ্ছে প্রভৃতি গাছে দুই জাতির ফুল স্পষ্ট দেখা যায়। (দ্রঃ ফুল)

কেশরদাম শাক (Jussiaea repens)
জলের ধারে কাদার শাক। পাতা একোত্তর; ফুল শাদা, ৫ দল, পুং কেশর প্রায়ই ১০; ডাঁটার নীচে শিকড় নামে। (যোগেশ)

কেশরাজ পাখী (Haircrested Drongo; Chibia hottentotta.) চঞ্চু দীর্ঘ, নিম্নে বক্র। মাথার পশ্চাৎ ভাগ হইতে কয়েকটা দীর্ঘ লোম গোছা হইয়া উঠে। বক্র চঞ্চু ফলে প্রবেশ করাইয়া পোকা বা মধু খায়। (যোগেশ)

কেশরিয়া শাক (Eclipta alba)
সোমরাজ্যাদিবর্গের কর্কশ বর্ষায়ু শাক; সরু লতানিয়া গাছ। ফুল ছোট শাদা, সারা বৎসর ফল দেখা যায়। এই গাছের রস দেশীয় মসীকালীতে দেওয়া হয়। (যোগেশ; Chopra 485)

কেশরী বংশ (৯৫০—১১২৫ খৃ অ)
এই বংশের রাজারা ১১।১২ শতকে উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইহাদের পুরা নাম সোমবংশী কেশরী। সুবর্ণকেশরী এই বংশের প্রথম রাজা ও অন্য মতে তিনি এই বংশের শেষ রাজা (১১২৩—৩২); ইহার পর 'গঙ্গ' বংশ আরম্ভ হয়।

পৌরাণিক দৈত্য। কংসের মল্ল; কৃষ্ণকে বধ করিবার অশ্বরূপে ব্রজে প্রেরিত হন কিন্তু কৃষ্ণ ইহাকে বধ করেন।

কেশুর গাছ (Scirpus grossus, S. Kysoor) সংস্কৃত কেশরুক। মুস্তাদিবর্গের তৃণ। আর্দ্র ভূমিতে জন্মে; বড় ডাঁটার মতন, কেবল গোড়ার কাছে পাতা হয়; নীচে কন্দ জন্মে। কন্দ মানুষের খাদ্য। কেশুর চিবাইলে, মুস্তার গন্ধ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে কন্দ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বড় কন্দকে কেশুর ও ছোট কন্দকে চিচোড় বলে। (বনৌষধি ১৫৯; Chopra 527)

কেসমেণ্ট (Casement, Roger David) (১৮৬৪—১৯১৬) আইরিশ দেশ-প্রেমিক। আফ্রিকা ও ব্রেজিলে কন্সালের কাজ করেন। ১৯১১এ স্যর উপাধি লাভ করেন। মহাসমরের সময়ে আইরিশ স্বাধীনতার জন্য জারমান সাহায্য গ্রহণ করেন। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয় ও পেনটনভিল নামক স্থানে ফাঁশি হয় (৩রা আগস্ট, ১৯১৬)।

কে-সি-আই-ই (K.C.I.E; Knight Commander of the order of the Indian Empire.) ১৮৭৭এ মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের বিশ বৎসর পূর্ণ হয়; সাম্রাজ্য সেবার জন্য বিশিষ্ট লোকদিগকে কে-সি-আই-ই উপাধি দান করা হয়; ইহা G.C.I.Eর নীচে। ইহা দুই শ্রেণীর—একটি অনারারী বা বিশিষ্ট সম্মানার্থদের জন্য; অপরটি সাধারণ।

কে-সি-এস-আই (K. C. S. I.)
১৮৬১ তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার Order of the State of India নামে সম্মানসূচক পদ ও উপাধি প্রবর্তন করেন; ইহার প্রথম স্তরে G. C. S. I. (দ্র)। দ্বিতীয় স্তরে 'কে-সি-এস-আই' (Knight Commander of the Star of India)। মহারাজ বর্ধমান, দাতিয়ার মহারাজ, রেওয়ার মহারাজ, স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সম্মান পাইয়াছেন।

কেসিন (Casein)
দুধের ছানার মধ্যে এই পদার্থ থাকে। দুধের মধ্যে রেনেট্ (rennet) নামে রাসায়নিক প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, যে দুধ জমিয়া যায়। এই রেনেট্ (Rennet) দুগ্ধপায়ী বাছুরের ৪র্থ পাকস্থলীর মধ্য হইতে প্রাপ্ত। খনিজ অ্যাসিডের বা অম্লজাতীয় পদার্থের দ্বারাও দুগ্ধ ছানা কাটিয়া যায়। কেসিন-এর মধ্যে ফসফেট্ জাতীয় পদার্থ আছে বলিয়া ইহা খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর। ফরমালিন (formalin) রাসায়নিক প্রয়োগে উহা কঠিন, অদ্রবনীয়, অদাহ্য পদার্থে পরিণত হয়; কাপড়, কাগজ, ফোটো ফিল্মের উপর প্রলেপ দিবার জন্য কেসিন ব্যবহৃত হয়। শক্ত পদার্থে

পরিণত করিয়া সেলুলয়েডের স্থায় বহু সামগ্রী হইতেছে। শোনা যাইতেছে ইহা হইতে পশম জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা সাধারণ পশমের স্থায় সহজ ব্যবহার্য।

কেসিয়াম (Caesium)

ধাতুজ পদার্থ; ইংলান্ডের কর্নওয়াল প্রভৃতি স্থানে, মধ্য ইউরোপের খনিজ কুণ্ডতে পাওয়া যায়; লেপিডোলাইট্ (lepidolite) নামে খনিজর মধ্যে প্রচুর থাকে। স্পেক্ট্রাম বিশ্লেষণের দ্বারা প্রথম এই ধাতুর সন্ধান জানা যায়। রৌপ্যের স্থায় ইহা শ্বেত; উত্তপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে; ৮০° তাপে গলিয়া যায়। ইহা উদ্ভিজ্জের পক্ষে বিশাক্ত।

কৈকসী

রাবণের জননী, সুমালী রাক্ষসের কন্থা; পিতার আদেশে বিশ্বশ্রবা মুনিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন। ইহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ জন্মে। অন্যমতে রাবণের জননীর নাম নিকষা।

কৈকেয়ী, কৈকয়ী

দশরথের মহিষী, কেকয় রাজ্যের কন্থা, ভরতের জননী। অসুরদের সহিত যুদ্ধে দশরথ আহত হইলে কৈকেয়ী তাঁহাকে সেবা করেন; রাজা তাঁহাকে দুইটি বর দিবেন বলেন। রামচন্দ্রের যৌবরাজ্য অভিষেক কালে তিনি বর দুইটি রাজার নিকট চান: এক বরে রামের ১৪ বৎসর বনবাস, অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে বরণ প্রার্থনা করেন। ইহার ফলে রামায়ণের গল্পের সৃষ্টি হয়। রাম বনে গেলেন, কিন্তু ভরত রাজ্য লন নাই।

কৈটভ ও মধু

পৌরাণিক দুইটি দৈত্য। অচেতন মৃন্ময় অবস্থায় বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে সৃষ্ট হয় ও ব্রহ্মার দ্বারা প্রাণ প্রদত্ত হয়। পরে ব্রহ্মাকে বধ করিতে যায় ও বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। ইহাদের মেদ হইতে পৃথিবী সৃষ্ট বলিয়া পৃথিবীর এক নাম মেদিনী।

কৈবর্ত জাতি

বাঙলার এককালীন প্রতাপশালী উপজাতি। বর্তমানে হিন্দুদের একটি বর্ণ। জলের ধারে (সং কৈ) থাকে (বর্ততে) বলিয়া কৈবর্ত নাম—সংস্কৃত অর্থ। আদি, চাষী বা মধ্য বা হালিয়া এবং জালিয়া এই তিনটি শাখায় কৈবর্তরা বিভক্ত। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। জালিয়ারা জল অচলনীয়, ইহাদিগকে কোথায়ও মালো বলে। চাষী কৈবর্তরা এখন মাহিষ্য (দ্রঃ) নামে পরিচিত। মধ্যরা বল্লাল সেনের দ্বারা জলচলনীয় হয়। ইহাদের মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ আছে। ইহারা শিক্ষিত হইতেছে। সংখ্যা ২২ লক্ষর উপর। দিনাজপুরে দিব্য (দ্রঃ) নামে মাহিষ্য বীর পালরাজাদের অত্যাচারে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

কৈরুস (Cyrus)

পারস্থের মীড় রাজবংশের স্থাপয়িতা। ইনি লিডিয়ার রাজা ক্রোসাসকে পরাভূত করিয়া পারস্থ সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর পর্যান্ত বিস্তৃত করেন। বাবিলন জয় ও সুসা রাজধানী স্থাপন করেন। মৃত্যু ৫২৯ খৃপূ। ইহার পুত্র কৈয়দ্বাস মিশর জয় করেন।

কৈলাসচন্দ্র বসু

১। (১৮২৭—৭৮) পিতা হরলাল; কলিকাতায় নিবাস ছিল। ১৮৩৮এ মিলিটারী হিসাব বিভাগে কাজ করেন। ১৮৪৯এ Literary Chronicle পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬০এ বেথুন সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক হন। সাময়িক ইংরেজ-পত্রে বহু প্রবন্ধ লেখেন।

২। (১৮৫০—১৯২৬) কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার, ইহার নামানুসারে কলিকাতার পুরাতন সুকিয়া স্ট্রীটের অংশ নামাকৃত হইয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮—১৩২১)

ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদক। ত্রিপুরার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পিতা গোলকচন্দ্র ত্রিপুরার মহারাজের সচিব ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন,' 'নব্যভারত,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন। ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উড়িষ্যার জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হন; তথা হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন ও বহু বৎসর কার্য করেন। দেশে ফিরিয়া 'ত্রিপুরার ইতিহাস' রচনায় প্রবৃত্ত হন; ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ইনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন, পরে বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ও শেষ জীবনে কালী সাধক হন; এই সময়ে 'কাঙ্গালের গীত' নামে ভক্তিসংগীত রচিত হয় (দ্রঃ জীবনীকোষ পৃঃ ৩৩৫-৬)।

কৈশিক নলী (Capillaries)

প্রত্যেক ধমনী (দ্রঃ) গিয়া শেষ হইয়াছে কতকগুলি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নলীতে; এবং প্রত্যেক শিরার (vein) উৎপত্তি হইয়াছে ঐ নলীগুলি হইতে। ধমনী ও শিরার মধ্যবর্তী নলীগুলিকে বলা হয় কৈঃ নঃ। ধমনীর রক্ত কৈশিকের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে শিরার রক্তে পরিবর্তিত হয় এবং তখন হইতে উহার প্রত্যাবর্তন সুরু হয়। কৈশিকের গাত্রাবরণ মাত্র একস্তর ঝিল্লী দিয়া নির্মিত; রক্তের চাপে উহার তরল অংশ (Plasma) কিছু পরিমাণে এই গাত্র দিয়া চুঁইয়া নির্গত হয়, ইহার নাম লসিকা (Lymph)। এই লিম্ফ কোষ বা সেলের নিকট অক্সিজন এবং খাদ্যাদি প্রেরণ করে এবং কতক আবর্জনা গ্রহণ করে (দ্রঃ লিম্ফ বা লসিকা)।

কৈষিক আকর্ষণ (Capillary attraction)
কাগজে কালি পড়িয়াছে—ব্লটিং পেপার তাহার উপরে ধরিলে দেখা যায় উহা চুষিয়া লইতেছে; শাদা খড়ি ঐ কালির উপর ধরিলেও খড়ির কিয়দংশ কালি শুষিয়া লয়। গাছের রস যে মাটি হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যায়, তাহা এই নিয়ম বলেই হয়। লণ্ঠন আলোর পলিতায় তেল টানে এই ধর্ম বলে। এইজন্যই দেহের রক্ত শিরা দিয়া সর্বাঙ্গে যায়।

কো-অপারেটিভ (দ্রঃ সমবায় সমিতি)।

কোকম্
কোঙ্কন প্রদেশের মাঙ্গোষ্টিনসদৃশ বৃক্ষের (Garcinia purpurea) বীজের ঘৃত। এই ঘৃত দেখিতে গব্যাদির মত; সেইজন্য ঘৃতে ভেজাল দেওয়ার কাজে ইহা লাগে। (যোগেশ) মলম প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়। (Chopra 580)

কোকিল (Koel, Eudynamys honorata)
বসন্তকালে এই কৃষ্ণবর্ণ পাখী বাঙলাদেশে আসে ও গ্রীষ্মর সঙ্গেই দেশত্যাগ করে। পুং কোকিল দেখিতে বড়। স্ত্রী কোঃ ডিম পাড়িয়া কাকের বাসায় রাখিয়া আসে এবং সেখানে কাকের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। ইউরোপে ইহারা বসন্তের পাখী; তাহাদের সাধারণ নাম Cuckoo। পৃথিবীতে প্রায় ২০০ জাতের কোঃ আছে। সেখানকার 'কাকু' অন্য পাখীর বাসায় ডিম রাখে এবং বাচ্ছাগুলি বড় হইলে সৎ-মায়ের ছেলেদের তাড়াইয়া দেয়। তিল্যে কোকিলের গায়ে ছিটফিট্ চিহ্ন থাকে। সাহিত্যে কোকিল সর্বদেশে ও কালে বিরহের প্রতীক।

কোকেন (Cocaine, Erythroxylon coca)
মাদক দ্রব্য। দঃ আমেরিকার বলিবিয়া ও পেরুদেশের কোকা (Coca) গাছের পাতা লালমানুষরা চিবাইয়া নেশা করিত; ইহাতে ক্ষুধা নষ্ট হইত। দঃ আমেরিকা হইতে উহার চাষ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে, সিংহলে ও ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে; নীলগিরিতে সরকারী তত্ত্বাবধানে চাষ হইতেছে। ১৮৬০এ উহার পাতা হইতে অসাড়াঙ্গ করিবার ঔষধ (anaesthetic) আবিষ্কৃত হয়। দাঁত তোলা ও নাকের ছোট অস্ত্রোপচারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইথার বা ক্লোরোফর্ম দ্বারা জ্ঞানলোপ যেসব ক্ষেত্রে বিপদজনক, সেখানে কোকেন প্রয়োগ করা হয়; তবে হৃদপিণ্ডের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া আদৌ ভাল হয় না। প্রথমে বেদনা উপশমের জন্য লোকে অল্প মাত্রায় ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করে, পরে ঐ অভ্যাস মারাত্মক নেশায় দাঁড়ায়। কোকেন বিষের অভ্যাসে মানুষের শরীর নষ্ট হয়। এইজন্য ইহার ব্যবসায় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। চোরাই কোকেন বিক্রয়ের জন্য বড় গুপ্তদল আছে। বাঙলাদেশে কোকেনের নেশা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চল হইয়াছে। ১৯০২ হইতে কোকেন বিক্রয় করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। (Watt 523-5)।

কোকো (Cocoa)
গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকার আদিম গাছ; গাছ মাঝারি উচ্চ; পত্র দীর্ঘ; পুষ্পগুচ্ছে একটি দীর্ঘ নারিকেলের ন্যায় ফল হয়; মধ্যে ৫ কোষ; প্রত্যেক কোষে ৫-১২ বীজ, দেখিতে বাদামের মত। চাষের সাহায্যে এখন আমেরিকা ছাড়া, পশ্চিম ইনডিস, পঃ আফ্রিকা, সিংহল, ডাচ পূর্ব দ্বীপালিতে ইহা উৎপন্ন হইতেছে। পাঁচ বছরের গাছে ফল ধরিতে সুরু করে। বছরে ২ বার ফলে। বীজ ধুইয়া সাফ করিয়া ভাজিতে হয়। তৎপরে বীজের খোশা ফেলা হয়; ইহার পর খুব ভারি যাঁতার মধ্যে ফেলিয়া কাদা মত করা হয়; শুকাইলে শক্ত পিঠার মতো হয়। ইহাতে প্রচুর তৈল থাকে; সেইজন্য প্রচুর চাপে ও প্রচণ্ড তাপের সাহায্যে তৈল বাহির করা হয়; অতঃপর ক্ষারের দ্বারা শোধন করিয়া লইবার পর যে শুষ্ক পদার্থ থাকে তাহাই খাইবার কোকো রূপে ব্যবহৃত হয়। তৈল পদার্থ হইতে মাখনজাতীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। কোকো হইতে চকোলেট হয়; ইহাতে তৈলভাগ কিছু থাকে; তাহার সহিত চিনি ও গন্ধাদি মিশ্রিত করা হয়। চকোলেটের মধ্যে যে 'ক্রীম' বা মাখন থাকে তাহা কোকোর মাখন, দুধের ক্ষীর নহে। ১৯৩১এ ৬,১৪০,০০০ মেট্রিক টন্ কোকো পৃথীবিতে উৎপন্ন হয়। গোল্ড্‌কোস্টে (পঃ আফ্রিকা) অধিকতম উৎপন্ন হয়, ইহার পরেই ব্রেজিল, ইকোয়েডর। সিংহলে ৪১,০০০ টন উৎপন্ন হয়।

কোখ্ (Koch, Robert ১৮৪৩—১৯১০)
জারমেন চিকিৎসক। ১৮৮২ যক্ষ্মারোগের বীজাণু এবং কিছুকাল পরে কলেরার বীজাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিভাগের প্রোফেসর ও ১৮৯১ সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দঃ আফ্রিকায় গো-রোগের গবেষণায় বহুকাল অতিবাহিত করেন। ১৯০৫এ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কোঙা গাছ (Aloe)
ঘৃতকুমারী জাতীয় গাছ; দীর্ঘপত্র, পত্রাগ্র তীক্ষ্ণ। বেড়ায় রোপিত হয়। এই গাছের পাতা হইতে আঁশ বাহির করা হয়, সাধারণত জেলে ইহার আঁশ হইতে দড়ি ও নানাজাতীয় দ্রব্য তৈয়ারী হয়। (দ্রঃ Watt 31.)।

কোচ জাতি
বাঙলার অন্যতম আদিম বাসিন্দা; উত্তর বঙ্গে ইহারা এককালে প্রতাপশালী ছিল। কোচ, পোলিয়া, রাজবংশীদের উৎপত্তি

একই রূপ মনে হয়; ইহারা মংগল ও দ্রাবিড়দের মিশ্রিত জাতি; ক্রমে বাঙলা ভাষা গ্রহণ করিয়া বাঙালী হইয়াছে। রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেছে, কিন্তু তাহারাই কোচ ও পোলিয়াকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। কোচরা ময়মনসিংহ ও বগুড়ায় বেশি। জনসংখ্যা ১৯ লক্ষ।

কোজাগার পূজা

শারদীয়া দুর্গা পূজার পর পূর্ণিমায় যে লক্ষ্মীপূজা হয় তাহা কোজাগার লক্ষ্মীপূজা নামে খ্যাত। শরতকালের সুন্দর রাত্রে লোক জাগিয়া কাটায় (কো জাগর্তি)। লক্ষ্মী বলেন, 'নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছ, এস তাকে সম্পত্তি দান করিব।' (জ্ঞানেন্দ্রমোহন পৃঃ ৫৭৭)

কো-জ্যা (Cosine) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

কোটির জ্যা; সংক্ষেপে কো-জ্যা লিখিত হয়।

কোটি (১০,০০০,০০০)

একশত লক্ষে এক কোটি। ১,০ ১০ মিলিয়ন।

কোড়ল পাখী (Fishing eagle; Haliactus leucoryphus)

দিবাচর পাখী। জলের ধারে বসিয়া সাপ ব্যাঙ, মাছ খায়। চঞ্চু স্থূল অগ্রভাগে বক্র; পক্ষ দীর্ঘ; পুচ্ছ ঈষৎ গোল, উপরে শাদা। গায়ের রঙ প্রায় কাল-খয়রা; দৈর্ঘে সওয়া-হাত পর্যন্ত হয়। (যোগেশ)

কোড়া জাতি

মুণ্ডারী জাতের শাখা; ইহাদের ভাষা সাঁওতালির মতো। বর্ধমান, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও বাঁকুড়ার বাসিন্দা। লোকে বলে ইহারা মাটি কাটে বলিয়া 'কোড়া' নাম। বর্তমানে ইহারা নিম্ন শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুর ন্যায়। স্ত্রীলোকেরা বাঙালী মেয়ের মত কাপড় পরে, তামাক খায়। বিবাহাদি অল্প বয়সে হয়। হিন্দুদের ন্যায় ইহাদের গোত্রাদি আছে।

কোণ (Angle) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

কোন বিন্দুতে দুইটি সরল রেখা মিলিত হইয়া একটি কোণ উৎপন্ন করে। কোণ তিন প্রকার: সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূল কোণ। কোণের দুইটি সরল রেখাকে বাহু (sides) বলে।

কোণ-মান (Protractor)

জ্যামিতিক অঙ্কনাদি করিবার যন্ত্র।

কোঁত (Comte, August ১৭৯৮—১৮৫৭)

ফরাসী দার্শনিক; মঁপলিয়ের-এ (Montpellier) জন্ম, ১৯ জানুয়ারী। তাঁহার মতকে Positivism বলে। ১৯ শতকের মাঝামাঝির সময়ে এদেশে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যেও ইহার মত প্রচলিত হইয়াছিল। ইঁহার জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে যায়। গোঁড়া খৃস্টানী মত ও জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উভয় মতই তিনি ত্যাগ করেন। মোটামুটি তাঁহার মত নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়বাদের কোঠায় পড়ে। ইংল্যানডে G. H. Lewes, J. S. Mill, F. Harrison কোঁত-এর দার্শনিক মত ব্যাখ্যা ও প্রচারে সহায়তা করেন।

কোদালিয়া (Desmodium triflorium)

শিম্বাদিবর্গের ত্রিপত্রী ক্ষুদ্র বন্য লতা। ফুল ছোট, নীলবর্ণ। আক্ষেপ বা পিঁচুনী রোগে, আমাশয়ে এই লতা গ্রামে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ; Chopra 483)

কোদো তৃণ (Paspalum scrobiculatum)

ধান্যাদি বর্গের বর্ষায়ু বন্য তৃণ; ধান ক্ষেত্রে জন্মে; পাতা মৎস্যাকার, বিষাক্ত; ১॥০ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়। বিহারে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হয়। (যোগেশ)

কোপারনিকাস (Copernicus, Nicolaus ১৪৭৩—১৫৪৩)

পোলানডবাসী বৈজ্ঞানিক; প্রথমে ক্রাকৌ (Cracow)তে ও পরে ইতালির বোলোগনা ও পাদুয়ায় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ১৪৯৭ হইতে ধর্মযাজকের কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতে গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল এবং তিনি ১৫০৭—১৩র মধ্যে সূর্য ও পৃথিবীর সত্য সম্বন্ধ বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৫৪৩এ তাঁহার গ্রন্থে (De Revolutionibus Orbium Coelestium) সূর্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র এই মত প্রকাশিত হয়। তাঁহার মত কেপলার, গ্যালিলিও ও সর্বশেষে নিউটন অনুসরণ করেন।

কোপি (Cabbage)

বিদেশী শাক; শীতকালে হয়। সর্ষপাদি বর্গের শাক (Brassica-Oleracea)। ইহার নানা জাত; (১) ফুলকোপিতে একটি ফুল চূড়ার মত হয় (Cauliflower)। (২) তাল পাকাইয়া পাতার উপর পাতা জমিয়া যে কোপি হয় তাহা বাঁধাকোপি (Cabbage)। (৩) মূলে ওলের মতন যে কোঃ হয় তাহাকে ওল কোপি বলে (Knol-Kohl)। কোপি ইংল্যানডের শাক; ১৩ শতক হইতে জ্ঞাত। এদেশে পোর্তুগীজরা আনে; তাহাদের ভাষায় Couve বলে। বাঙলা দেশে এখন নানা স্থানে কোঃ

চাষ হইতেছে। বাঁধাকোপির বীজ ঠাণ্ডায় গজাইতে হয় ও তার পর হাপরে কিছুকাল রাখিয়া ক্ষেত্রে পুঁতিতে হয়। বাঁধা কোপি না বাঁধিলেও চলে, আপনা হইতে পাতা মুড়িয়া মুড়িয়া আসে।

কো-পূর্ণজ্যা (Co-chord), কোটির পূর্ণজ্যা,

সংক্ষেপে কো-পূর্ণজ্যা বলা হয়। জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

কোবাল্ট (Cobalt)

ধাতু পদার্থ; উহা নিকেল, তামা, আর্সেনিকের সহিত মিশ্রিতাকারে থাকে। ধূসর বর্ণ, কঠিন, নমনীয়, ভারসহ; মিশ্রধাতুতেই (alloy) ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেট বা চুম্বক, আভ্যন্তরীণ দহনশীল ইনজিনের কলকব্জার জন্য কোবাল্ট মিশ্রিত ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। রঙ ও বার্নিশ প্রস্তুত কার্যে কোবাল্ট নানা ভাবে লাগে। কানাডার অণ্টারিও, অস্ট্রেলিয়া, দঃ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এই ধাতু পাওয়া যায়।

কোমল জল (Soft Water)

যে জলে কাপড় কাচিলে সহজে সাবানের ফেনা হয় এবং রান্নার সময়ে চাউল দাইল সহজে সিদ্ধ হয় তাহাকে কোমল জল বলে। ইহাতে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অংশ কম। কড়া জলে (Hard water) লৌহ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্ বেশি থাকে; ইহা পান, রান্না ও কাপড়-কাচার কার্যে উপযোগী নয়।

কোমল তালু (Plate) দ্রঃ তালু।

কোমা বার্নেসিস্ (Coma Bernecis)

করিমুণ্ড নক্ষত্রমণ্ডল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে গ্রীকরা ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ১৬০২এ টাইকো ব্রাহি ইহার সম্বন্ধে প্রথম সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করেন। ইহার অবস্থান সিংহ রাশির উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র ও ক্যানিস্ ভেনাটিচির (দ্রঃ) ঠিক মধ্যস্থলে। ইহাতে ৩১৪ তারকা আছে।

কোম্পানী (Company)

ব্যবসায় করিবার জন্য বা শিল্প স্থাপনের জন্য কয়েকজন লোকে মিলিয়া যে একটি দল বাঁধে তাহাকে ইংরেজিতে কোম্পানী বলে। এই দল ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়ের মূলধন নিজেরাই দিয়া কো৹ গঠন করিতে পারে, অথবা বাজারে শেয়ার (অংশ দ্রঃ) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। কোম্পানী যদি সাধারণ ভাবে রেজিস্টারি হয়, তবে অংশীদারের অসীম দায়িত্ব (unlimited liability) গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ লোকসান হইলে বা দেউলা হইলে পাওনাদারগণ যে-কোন একজন বা কয়েকজন ধনী অংশীদারের নিকট হইতে সমুদয় টাকা আদায় করিতে পারে; কিন্তু কোম্পানী যদি 'লিমিটেড' (Ltd.) হয়, তবে অংশীদারগণকে সে দায় ভোগ করিতে হয় না, দায়িত্ব অংশমত সকলের সমান হয়। প্রাইভেট কোম্পানীতে ৫০ জন অংশীদার উচ্চতম; ২ জন মাত্র অংশীদার হইলেও কোম্পানী গঠন করা যায়। এই শ্রেণীর কোঃ গঠনের সুবিধা এই যে অংশীদারগণকে লাভের অংশ বণ্টন করিতে হয় না, আবার লোকসানের ঝুঁকিও লিমিটেড কোঃ বলিয়া সকল অংশীদারকে বহন করিতে হয়। প্রাদেশিক রেজিস্ট্রার অব্ জয়েণ্ট স্টক কোঃর নিকট কোম্পানী রেজিস্টারি করিতে হয়। রেজিস্টারি করিবার সময় উদ্যোক্তাগণকে উদ্যোগপত্র (Memorandum of Association) প্রস্তুত করিতে হয়; ইহাতে কোম্পানী যদি 'লিমিটেড' হয়, তবে তাহা ব্যক্ত করা থাকে; রেজিস্টার্ড অপিসের স্থান নির্দেশ, কোম্পানীর উদ্দেশ্য, অংশীদারদের দায়িত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় উদ্যোগপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। শেয়ার সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া প্রচারপত্র বা প্রস্পেকটাস্ মুদ্রিত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হয় ও তদনন্তর পাবলিকের নিকট দিতে হয়। ডিরেকটর বা পরিচালকবর্গের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আইন আছে। এদেশে Indian Companies Act of 1862 (পরবর্তী যুগে সংশোধিত) দ্বারা কোম্পানীর গঠন ও নিয়ন্ত্রণ হয়।

কোম্পানীর কাগজ (Promissory Note)

কোন গভর্নমেণ্ট যখন কোন ব্যয় সাধ্য কার্য করিতে নামে (যেমন যুদ্ধ, রেলওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি) তখন উহা করিবার জন্য হয় বিদেশে (foreign loan), নয় নিজ দেশে লোকদের নিকট হইতে টাকা কর্জ করে। গভর্নমেণ্ট অধমর্ণ হিসাবে ঋণদাতাকে যে রসিদ দেয় এবং যাহাতে সুদাদির সর্ত লেখা থাকে, তাহাকে প্রমিসারি নোট বলে। এদেশে প্রতি ১০০ টাকার একখানি কাগজ বিক্রীত হয়, বিলাতে ১০০ পাউণ্ডের। বিলাতে গভর্নমেণ্ট এই প্রকার কাগজকে funds বলে। গভর্নমেণ্ট সাধারণত ছয় মাস অন্তর সুদ দেয়। কাগজে লিখিত মূল্য (face value) সব সময়েই ১০০৲; কিন্তু বাজারে ইহার মূল্য চাহিদা-অনুযায়ী কম-বেশি হয়। এই কাগজ বাজারে হস্তান্তর যোগ্য (negotiable) অর্থাৎ ইহার বেচা-কেনা চলে; চাহিদা অনুসারে দাম কখনো বেশি হয়; চড়া দামে বিক্রয় হইলে তাহাকে বলে প্রিমিয়ামে (Premium) বিক্রয়। আবার চাহিদার অভাবে কমেও বিক্রয় হয়—তখন তাহাকে বলে ডিস্কাউণ্টে (discount) বিক্রয়।...কোম্পানী বলিতে ইস্ট ইনডিয়া কোঃ বুঝাইত; ইঃ ইঃ কোঃর হাত হইতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার লইলেও নামটি সাধারণ লোকের মধ্যে থাকিয়া গেল।

কোমিণ্টার্ন (The Komintern)

দ্রঃ ইণ্টারন্যাশনাল। সর্বদেশের কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ১৯১৯এর মার্চ মাসে গঠিত হয়। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন: ইহারা পার্লামেণ্টারি শাসনপ্রথা বা ক্রমশঃদেয় উন্নতিতে শ্রদ্ধাবান নহে। শব্দটি কমিউনিস্ট ও ইণ্টারন্যাশন্যাল শব্দদ্বয়ের যোগে হইয়াছে। (Com + Intern)

কোয়ারেনটিন (Quarantine)

বিদেশ হইতে আগত জাহাজের যাত্রীরা কখনো কখনো মহামারী ব্যাধির বীজাণু আনে ও নূতন দেশে ছড়ায়। এই বিষয়ে সন্দেহ হইলে বা কোন ব্যাধির সংবাদ পাইলে গভর্নমেণ্ট ঐ জাহাজের লোক ও নাবিকদিগকে বন্দরের লোকের সঙ্গে মিশিতে দেয় না। বিদেশে যাইতে হইলে যাত্রীর বসন্ত-টীকা হইয়াছে কি না দেখা হয়। প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর সময়ে বিদেশ হইতে যাত্রী আসিলে বন্দরের বাহিরে ৪০ দিন পর্যন্ত পৃথক করিয়া রাখা হইত। এখন আর ইহার প্রচলন নাই।

কোয়ালিশন (Coalition)

ডিমক্রেটিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেণ্টে নানা দলের লোক সদস্য নির্বাচিত হয়; সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন নানা দলের মধ্যে সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকে, তখন কোন এক দলের পক্ষে মন্ত্রীর কাজ চালনা করা সম্ভব হয় না; তখন দুই বা তিনটি দল মিলিত হয় এবং প্রত্যেক দল হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করিয়া মন্ত্রী মণ্ডল গঠন করা হয়। এই দল বাঁধাকে কোয়ালিশন বলে। বাঙলাদেশের পরিষদে প্রজাপার্টি ও লীগ দলের কোঃ হইয়াছে। সিন্ধু ও আসামে কন্‌গ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব চলিয়াছিল।

কোয়েকার (Quaker)

সোসাইটি অব্ ফ্রেন্‌ড্‌সের চলতি নাম। এই খৃস্টীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রার্থনাশীল, ভক্তিমান্ ও শান্তিবাদী। ১৭ শতকে জর্জ ফক্‌স্ নামে সাধুপ্রকৃতি এক খৃস্টান ইংরেজ ইহার প্রবর্তক। ইহাদের মন্দিরে উপাসনাদি হয় না। যাহার অন্তর হইতে 'আহ্বান' আসে সেই কথা বলে; নহিলে নীরবে সকলে বসিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে ইহাদের একটি কলেজ আছে। এই সম্প্রদায় যুদ্ধবিরোধী বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা ইহাদের ভীরু বা 'ভয় কাঁপুনে' (quaker) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল; সেই হইতে ঐ নাম চলিত।

কোরবানী

ইহার অর্থ নৈকট্য লাভ। ইহা মুসলমানদের একটী বার্ষিক উৎসব। কোরানে ও বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, হজরত ইব্রাহীম (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক কোরবানী করিতে আদিষ্ট হইয়া স্বীয় একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানী করিতে উদ্যত হন, আল্লাহ্ তাঁহার এই অকৃত্রিম ভক্তি ও ত্যাগস্বীকারে প্রীত হইয়া পুত্র স্থানে স্বর্গীয় দূত মারফত একটী দুম্বা বা মেষ প্রেরণ করেন ও উহা কোরবানী হয়। তদবধি হজরত ইব্রাহীমের আদর্শ ত্যাগের স্মৃতিকে জাগরূক রাখিয়া নিজেদের মধ্যে ত্যাগের আদর্শকে জীবিত রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর এই উৎসব প্রতিপালিত হয় যেন উহার অনুষ্ঠানকারীগণ আবশ্যক হইলে ইব্রাহীমের ন্যায় চরম ত্যাগ স্বীকার করিতে সক্ষম হয়।

ঈদুজ্জোহার দিন অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১০ই তারিখে প্রাতে স্নানাদি করিয়া মুসলিমগণ ঈদগাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর ঈদুজ্জোহার উপাসনা সমাপনান্তে কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশু জবেহ করিয়া থাকেন। প্রাতঃকাল হইতে রোজা রাখিয়া নমাজের পর কোরবানী করিয়া উহার পক্ক মাংস দ্বারা দ্বিপ্রহরে রোজা ভঙ্গ করা বিধেয়। তজ্জন্য ঈদুজ্জোহার নমাজ কিছু সকালে হওয়া উচিত।

উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, দুম্বা প্রভৃতি পশু কোরবানীর বিধান আছে। উষ্ট্র ও গো প্রতি সাত ব্যক্তির পক্ষ হইতে একটী, ছাগ, মেষ, দুম্বা প্রভৃতি প্রাতি এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে একটী করিয়া কোরবানীর নিয়ম। কোরবানীর পশুগুলি হৃষ্ট পুষ্ট হওয়া ও কোন প্রকার দোষযুক্ত, যথা শিং ভাঙ্গা, কান কাটা পা খোঁড়া, ক্ষত বিশিষ্ট প্রভৃতি না হওয়া বিধেয়। কোরবানীর মাংসের কতকাংশ ও পশু-চর্ম বিক্রয় লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করা বিধেয়।

পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের পক্ষ হইতে উপরোক্ত হিসাবে কোরবানী দিতে হয়। মুস্‌লিম ক্রীতদাসের পক্ষ হইতে তাহার প্রভু কোরবানী করিবে।

কোরাইশি, কোরেশ বংশ

আরবের উপজাতি। হঃ মোহম্মদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইস্‌লামের পূর্বে মক্কার কাবা-শরীফের ভার এই বংশের উপর ছিল।

কোরান

কোরান মুসলমানগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, ইহা আরবী ভাষায় রচিত ও ত্রিশ খণ্ডে ও একশত চৌদ্দ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইস্‌লামী বিশ্বাস মতে ইহা আল্লাহর বাণী এবং স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আ) মারফত হজরত মোহম্মদের (তাঁহার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক) নবী জীবনের ২৩ বর্ষকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগতভাবে সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে তৎপ্রতি অবতীর্ণ। সর্বপ্রথম আয়াত বা শ্লোক ৬১১ খৃস্টাব্দে ২০এ এপ্রিল এবং সর্ব শেষ আয়াত ১০ম হিজরীতে বা ৬৩৪এ বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়। হজরতের জীবদ্দশায়ই ইহা বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের বিন্যাস-প্রণালী

অনুসারে চামড়া, অস্থি প্রভৃতি তৎকাল-ব্যবহৃত উপকরণে লিখিত হয়। অতঃপর তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথম খলীফা আবুবকর কতকগুলি হস্তলিপি, কোরান-কণ্ঠস্থকারী ব্যক্তিগণের এবং হজরতের জীবদ্দশায় যাঁহারা কোরান লিপিবদ্ধ করিতেন তাঁহাদের সমবেত সাহায্যে বাণীসমূহ একত্র সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তৃতীয় খলীফা হজরত উসমানের সময় আরবী লিপি অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে নানা প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিলে তিনি উহাতে একই আকৃতির অক্ষরগুলির বিভিন্নতা জ্ঞাপক বিন্দু প্রভৃতি ও স্বর চিহ্নাদি সংযোজনাপূর্বক বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন; এই তৃতীয় সংস্করণের অনেকগুলি নকল প্রস্তুত করাইয়া সেগুলি বিতরণ করেন ও সকলকে তদনুযায়ী নকল প্রস্তুত ও অন্যান্য অননুমোদিত সংস্করণগুলি বিনষ্ট করিতে আদেশ প্রচার করেন। এই সমস্ত কারণে ইহা যেরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহার একটী অক্ষরও বিকৃত, পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত না হইয়া ঠিক তদনুরূপভাবে আজ পর্যন্ত প্রচারিত আছে। কোরান অতিশয় সুললিত প্রাঞ্জল ও মধুর ছন্দোবদ্ধ গদ্য ভাষায় রচিত। আরবী সাহিত্য হিসাবেও ইহার মূল্য যথেষ্ট। ইহার ভাষার এমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে ইহাকে যে কোন গ্রন্থাপেক্ষা অনেক সহজে ও অল্প সময়ে মুখস্থ করা যায়, এইজন্য ইহার অবতীর্ণকাল হইতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তি কর্তৃক মুখস্থ হইয়া আসিতেছে। উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য ইহাকে হজরত মোহম্মদের সর্বপ্রধান মু'জেযা বা অলৌকিক ব্যাপার বলা হয়।·· মুসলমানগণের দৈনন্দিন জীবন কোরানের বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ও তাহারা উপাসনাকালে সুবিধানুসারে কোরানের যে কোনও একটী দীর্ঘ বা তিনটী হ্রস্ব বা তদধিক সংখ্যক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে।···পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় ভাষায়ই কোরানের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বহু পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদের মধ্যে পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন, মরহুম মাওলানা আব্বাস আলী, মৌলবী মুবিনউদ্দীন আহমদ, মৌলবী হাসান আলী ও মৌলবী আবদুল হাকিম কৃত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ও মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ কৃত অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত গ্রন্থখানির মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হইয়াছে, সম্পূর্ণ হইলে ইহাই বাংলা ভাষায় কোরানের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

English translations by Sale, Palmer, Rodwell, Mohammad Ali, Abdulah Yusuf Ali.

কোরাম (Quorum)

সভা-সমিতিতে নিম্নতম সদস্য সংখ্যা যাহা উপস্থিত হইলে সভার কার্য আরম্ভ ও বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহাকে কোরাম বলে। সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের লিপিবদ্ধ মতামত সম্বন্ধে অনুপস্থিত সদস্যদের পরে কোনো ওজর আপত্তি চলে না। সমিতি স্থাপনের সময় স্থির হয় কত সদস্য আসিলে 'কোরম্ হইয়াছে' বলিয়া ঘোষিত হইবে। সাধারণত একতৃতীয়াংশ সদস্য থাকিলে সভার কার্য বৈধ হয়, তবে বাজেট প্রভৃতি গুরুতর বিষয় অধিক সংখ্যায় উপস্থিতির প্রয়োজন ও আবশ্যক হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টে হাউস্ অব লর্ডসের ৩০ ও হাউস্ অব্ কমন্সের ৪০ জনে কোরাম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ স ·পস্থিত হইলেই কোরাম হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়।

কোরাস্ (Chorus)

একত্র বহু কণ্ঠে সংগীত করাকে কোরাস বলে; কিন্তু পূর্বে ইহার অর্থ অন্যরূপ ছিল। শব্দটি গ্রীক্ এবং অতি প্রাচীনকালে নাট্যাভিনয়ের বেষ্টিত স্থান যেখানে নৃত্য হইত, তাহাকে কোরাস বলিত। কালে দাওনিসাস্ নামে আগন্তুক দেবতার গায়কদলকে কোরাস আখ্যা প্রদত্ত হয়।·· এলিজাবেথের যুগের নাট্যাভিনয়ে যাহারা নাটকের অংশ আবৃত্তিদ্বারা গোড়ায়, মাঝে ও শেষে বুঝাইয়া দিত তাহাদের কোরাস্ বলিত; ইহা সংস্কৃতে নট ও নটীর ভূমিকার অনুরূপ।

কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড (Court of Wards)

গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে নাবালকদের অভিভাবক। নাবালকের সম্পত্তি বা বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গভর্নমেণ্টের একটি বিভাগ আছে। নাবালক ছাড়া অপদার্থ ঋণগ্রস্ত জমিদাররাও এই বিভাগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১১এ ৫৯টি, ১৯২১এ ৬৬টি, ১৯৩১এ ১০৬টি, ১৯৩২-৩৩এ ১১৩টি জমিদারি এই কোর্টের অধীন ছিল। শেষ বৎসরে ইহাদের মোট দেনা ছিল ২,৮৬,৬৫,০০০ টাকা।

কোর্ট-ইন্সপেক্টর (Court Inspector)

ও কোর্ট-সাব্‌ইন্সপেক্টর (C. Sub-Inspector)। পুলিশ চালানী মোকদ্দমায় আদালতে আইনসংক্রান্ত কাজ কর্ম করেন এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া উকিলের ন্যায় কাজ চালনা করেন। বিশিষ্ট মামলার সরকারী উকিল বা Public Prosecutor ঐ কাজ করেন

কোর্ট ফী (Court Fee)

আদালতে কাহারও নামে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে দাবীর গুরুত্ব অনুযায়ী 'ফী' দিয়া অর্থাৎ স্ট্যাম্প কিনিয়া দরখাস্ত বা আর্জি লিখিয়া পেশ করিতে হয়। ইহার হার :—৭৫৲ পর্যন্ত প্রতি ৫৲ বা তন্ন্যূন টাকায় ।৵০। ৭৫৲—১০০ পর্যন্ত—৭৫৲র কোর্ট ফী ৫৷৵০ এবং তদুপরি প্রতি ৫৲ বা তন্ন্যূন টাকায় ॥০ হিসাবে।

১০০৲—১৫০৲ পর্যন্ত—একশ টাকার ফী ৮৵০ এবং তদুপরি প্রতি ১০৲ বা তন্ন্যূন টাকায় ১।৵০ হিসাবে। ১৫০৲—১০০০৲ পর্যন্ত—১৫০৲ র কোর্ট ফী ১৮৲ এবং তদুপরি প্রতি ১০৲ বা তাহার কম টাকায় ১৵০ হিসাবে। ১০০০৲—৭৫০০৲ পর্যন্ত—১০০০৲ টাকার কোর্ট ফী ১১২॥০ এবং তদুপরি প্রতি ১০০৲ বা তাহার কম টাকায় ৭।০ হিসাবে। ৭৫০০৲—১০,০০০ পর্যন্ত—৭৫০০৲ টাকার কোর্ট ফী অর্থাৎ ৬০০৲ এবং তদুপরি প্রতি ২৫০৲ বা তাহার কম টাকায় ১৫৲ হিসাবে। ১০,০০০৲—২০,০০০৲ পর্যন্ত—১০০০০৲র কোর্ট ফী ৭৫০৲ এবং তদুপরি প্রতি ৫০০৲ বা তাহার কম টাকায় ২২॥০ হিসাবে। ২০,০০০৲—৫০,০০০৲ পর্যন্ত—২০,০০০৲ টাকার কোর্ট ফী অর্থাৎ ১২০০৲ এবং তদুপরি ১০০০৲ বা তাহার কম টাকায় ৩০৲ হিসাবে। ৫০,০০০৲ টাকার অধিক দাবী হইলে ৫০,০০০৲ টাকার কোর্ট ফী ২১০০৲ এবং প্রতি ৫০০০৲ বা তন্ন্যূন টাকার জন্য ৩৭॥০ হিসাবে। কিন্তু কোন স্থলেই আর্জি বা হাইকোর্ট আপীলের উপর ১০,০০০৲-র বেশি রুসুম বা ফী দিতে হইবে না।...... (দ্রঃ স্ট্যাম্প)

কোর্ট মার্শাল (Court Martial)
সমর বিভাগের কর্মচারী, সৈনিক ও সেনাপতি প্রভৃতিদের বিচারালয়; এখানে সমর বিভাগীয় শৃঙ্খলাদি ভঙ্গের জন্য বিচার হয়। সাধারণ অফিসাররাই বিচারক; বিচার সরাসরি হয় এবং আপীল নাই। অফিসারদের বিচার সাধারণ কোর্ট মার্শালেই হয়। এই কোর্টের মৃত্যু দণ্ড দিবার অধিকার আছে।

কোর্টেস্ (Cortes, Herman ; ১৪৮৫-১৫৪৭)
স্পেনীশ সাহসিক, মেক্সিকো বিজেতা। ১৫০৪এ আমেরিকায় যান ও ১৫১৮এ অল্প সংখ্যক স্পেনীশ সৈন্য ও লালমানুষ লইয়া মেক্সিকোর আজতেক রাজা মন্টেজুমার বিশাল রাজধানী তেনোগতিতলান (Tenochtitlan) অধিকার করেন। অতঃপর বিজিত মেক্সিকো দেশের গভর্নর-জেনারল নিযুক্ত হন ও ১৫২৮এ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় ১৫৩০ হইতে দশ বৎসর মেক্সিকোতে বাস করেন। ১৫৪০এ দেশে ফিরিয়া গিয়া আলজিয়ার্সে এক যুদ্ধে যান (১৫৪১)। সেভাইলের নিকট মৃত্যু হয় (১৫৪৭)। তাঁহার দেহাবশেষ মেক্সিকোতে কবরিত করা হয়।

কোর্টেস (Cortes)
স্পেনের পার্লামেন্টের নাম। ইহা ২টি ভাগে গঠিত—সিনেট ও কংগ্রেস। ১৯২৩এ উঠিয়া যায় ও ন্যাশনাল এসেম্বলী হয়। ১৯৩১ পুনরায় প্রবর্তিত হয়; বর্তমানে বিদ্রোহের জন্য সমস্ত ভাঙিয়া গিয়াছে। (দ্রঃ কন্‌স্টিটিউশন)।

কোল
মুণ্ডা, হো, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির সাধারণ নাম, হিন্দুরা ব্যবহার করে। (দ্রঃ মুণ্ডারি)।

কোল্ট, স্যামুএল (Colt, Samuel ১৮১৪-৬২) আমেরিকান; রিভলবার আবিষ্কর্তা ১৮৩৫। ১৮৫২এ হার্টফোর্ড শহরে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারখানা করেন।

কোলব্রুক (Colebrooke, Henry Thomas ১৭৬৫-১৮৩৭)। লনডনে জন্ম; ইহার পিতা ঈঃ ইঃ কোম্পানীর সভাপতি ছিলেন ও পুত্রকে কোম্পানীর চাকুরিতে ভর্তি করিয়া দেন। ১৭৮৩ ইনি ভারতে আসেন। সংস্কৃত শিখিয়া Digest of Hindu Law লেখেন (১৭৯৮)। ইহার ফলে তাঁহাকে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পদ দেওয়া হয়। অতঃপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০৫ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮০৭—১৪ এশিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদকের কাজ করেন। শেষ বৎসর ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান। ইনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচয়িতা, বিশেষভাবে গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি অমূল্য। ১৮২৩ ইংল্যান্ডে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন। এই তাঁহার শেষ কাজ; ইহার পর আর্থিক ও সাংসারিক কষ্টময় জীবন যাপন করেন ও ইংল্যান্ডে অন্ধ হইয়া মারা যান।

কোলাইটিস্ (Colitis)
বৃহদন্ত্রের (Colon) প্রদাহ; অন্ত্রপ্রদাহ বা Enteritisএর স্থানিক উপসর্গ। ইহাকে 'আমরক্ত' বলা যায়। জ্ঞাত এমিবা amaeba বা অজ্ঞাত বীজাণুর দ্বারা ক্ষত সৃষ্টি হইয়া স্থায়ী 'আমাশয়' পরিণত হয়। আমরক্তে প্রথম কম্প দিয়া জ্বর হয়, নাভির পাশে তীব্র বেদনা বোধ হয়। রোগী নড়িতে চড়িতে পারে না, হাঁটু পেটের উপর চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

কোলারিজ (Coleridge, Samuel Taylor (১৭৭২—১৮৩৪) ইংরেজ কবি ও লেখক। তাঁহার গদ্য সমালোচনা সাহিত্য খুব উচ্চাঙ্গের রচনা; কবিতা Ancient Mariner, Christabel, Kubla Khan সুপরিচিত; সাউদি (Southy) ল্যাম্ব (Lamb), ওয়ার্ডসবার্থ (Wordsworth) প্রভৃতির সহিত বিশেষ মিত্রতা ছিল। ইহার বিশিষ্ট গ্রন্থ Biographia Literaria ; Aids to Reflection ; Confessions of an Inquiring Spirit.

কোশাম, কোশাম্র (Schleicheria trijuga)
অরিষ্টাদি বর্গের আরণ্য তরু। মধ্য ভারতের অরণ্যে জন্মে; বাঙলাদেশে দেখা যায় না। শীতকালে পাতা ঝরে ও বসন্তে নূতন পাতা ফুল ধরে। ফুল পীতবর্ণ। কাঠ রক্ত-খদির বর্ণ, দৃঢ়। বীজ হইতে খাদ্যোপযুক্ত তৈল নিষ্কাষিত হয়, উহা জ্বালানিতে ও মাথায় মাখাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গাছের গায়ে লাক্ষাকীট জন্মে। (যোগেশ ; Watt 980 ।

কোষ (Cell)

উদ্ভিদ ও জীবের দেহ অতি ক্ষুদ্র কোষের দ্বারা গঠিত ; কিন্তু 'কোষ' বলিলে আমাদের মৌচাকের ভিতরকার কোষের কথা মনে হয় ; কিন্তু আসলে উহা সেরূপ নহে। জীবদেহস্থ কোষ একখণ্ড জেলিবৎ কোমল পদার্থ এবং ইহার আকারের কোন স্থিরতা নাই ; অনুবীক্ষণ ছাড়া ইহা দেখা যায় না ; ইহাদের পরিমিতি ১/৩০০০ হইতে ১/৩০০ ইঞ্চি। ইহারা পরস্পর পরস্পরের গাত্রে সিমেণ্টের মত একপ্রকার বস্তু দিয়া সংলগ্ন ; সেইজন্য মাইক্রস্কোপের মধ্য দিয়া মধুমক্ষিকার কোষের ন্যায় দেখায়। ১৬৬৭ অব্দে Hooke মরা গাছের কোষ দেখিয়া এই নাম দেন। বর্ত্তমানে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একটি জীবিত সেলকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া উপযুক্ত খাদ্যর মধ্যে রাখিয়া জীবিত রাখা যায়। ইহার কারণ প্রত্যেক জীব-কোষের স্বতন্ত্র জীবন ও অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক কোষের মধ্যে তিন প্রকার বস্তু আছে, যথা প্রোতো-প্লাজম্ (Protoplasm), নিউক্লিয়াস (Nucleus) ও আকর্ষণ কেন্দ্র (Cytoplasm)। কোষের সমুদয় জেলি-বৎ পদার্থকে প্রোঃ বলা হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রোঃর তিনভাগ জলীয় বস্তু, বাকি অন্যান্য পদার্থ। ইহার মধ্যে কিছু লবণ-জাতীয় পদার্থ, যথা সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ ও ফসফেট্, পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ ও ফসফেট্, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্ প্রভৃতি ; কিছু চর্বিবৎ স্নেহ পদার্থ ; কিছু প্রোটীন (Protin) ; কিছু কার্বোহাইড্রেট আছে। [Water 60-90% ; various inorganic salts about 1% ; a great variety of proteins about 15% ; various fats about 8% ; various carbohydrates about 1%] এই প্রোতপ্লাজমের কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস এবং তাহার মধ্যে থাকে nucleotus বা নাভিক। কোষটিকে যদি দ্বিখণ্ডিত করা যায়, তবে যে-অংশে নিঃ আছে সে অংশটি জীবিত থাকিবে, অপরাংশ মরিয়া যাইবে। প্রতি কোষ খাদ্য গ্রহণ করিয়া উহাকে প্রোতোপ্লাজমে পরিণত করে, জীবধর্মানুসারে আবর্জনা বর্জন করে, পুষ্ট হয়, বংশ বৃদ্ধি করে। যথেষ্ট পুষ্ট হইলে ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—নিউক্লিয়াস দুই টুকরা হয়। এইভাবে একটি কোষ দুইটি কোষে পরিণত হয়।… বৃহৎ প্রাণীর দেহে অসংখ্য কোষ আছে ; কিন্তু আমিবা (Amaeba), ঈস্ট্ (Yeast) এক-কোষী প্রাণী। এই এক-কোষী (Protoza or Unicellular) প্রাণী ১৫,০০০ জাতের আছে।

কোষ, সেল্

উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিষয়ক কোষ-পর্য্যায়ের পরিভাষিক শব্দ :— অনুমাতৃকোষ special mother-cell. অণুরেণু কোষ Micro-sporangium. কণ্ঠকোষ neck cell. কুটীজনক কোষ carpogenous cell. কোষ কিরীট crown. কোষচঞ্চু rostellum. কোষছত্রিকা ascomycetes. কোষজরেণু ascospore. কোষনির্মোক rejuvenescence. কোষ প্রাচীর cell wall. কোষফলক ligule. কোষরস cell sap. কোষাত্মক thalogen. জালকোষ trabecula. ঢালকোষ shield. তন্তুৎ-পাদক কোষ liber cell. তর্কুকোষ tracheid. ধারণকোষ suspensor. নালীকোষ central cell (ventral). নিষেককোষ spermatium. পত্রকোষ sheath. পাদকোষ vaginula. পার্শ্বকোষ companion cell. পৃথুকোষ auxospore. পৃথুরেণুকোষ macrosporangium. যোজনকোষ passage cell. বিষমকোষ heterocyst. শিরস্ককোষ cap cell. শিলাকোষ lithocyst. সমজালাঙ্কিতকোষ lattice cell. সমষ্টিকোষ spongiole. সভুজকোষ basidium. সহকারীকোষ synergida. সোদ্ভূতকোষ idioblast. (দ্রঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩১৭ ; জ্ঞানেন্দ্র মোহন ৫৮৪)

কোষ বৃদ্ধিরোগ (Hydrocele) একশিরা দ্রঃ।

কোষেষ, nucleus। কোষেশ রস, nucleoplasm।

কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, রাত্রি জাগরণ, মাদকাদি সেবন, উদরে আঘাত প্রাপ্তি, যকৃতের পীড়া প্রভৃতির জন্য খাদ্যদ্রব্য যথোচিতভাবে হজম হয় না এবং বদহজমই কোষ্ঠবদ্ধতার প্রধানতম কারণ। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে অন্ত্রের মধ্যে মল পচিতে থাকে ও পচামলের সূক্ষ্মাংশ রক্ত মাংসে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। পচামলের রস দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানা রোগ জন্মায়। শিরঃপীড়া, জ্বরভাব, অরুচি প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ ; অভ্যাসগত কোঃ কাঃ প্রায়ই শেষ কালে অর্শে পরিণত হয়।… সাধারণত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের অন্তত একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন ; কাহারও ২।৩ বার হয় ; আবার একদিন অন্তর দাস্ত হয়, অথচ শরীর ভাল এ দৃষ্টান্তও দেখা যায় ; তবে এগুলি অসাধারণ বলিতে হইবে। সুস্থ লোকের মলের বর্ণ পাটকিলে হলদে ; ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা মল দুই তিন ক্ষেপে নির্গত হয় ; পায়খানায় দুই এক মিনিটের বেশি বসিতে হয় না। ইহার ব্যতিক্রম মাত্রই অসুস্থ শরীরের লক্ষণ।…শরীর সুস্থ রাখার জন্য মাঝে মাঝে উপবাস প্রয়োজন ; চিকিৎসকগণ বলেন দুই একটি উপবাসে যে কাজ হয়, তাহা বহু ঔষধে হয় না। কবিরাজী শাস্ত্রে মলভাণ্ডকে তাড়না করা নিষেধ ; অতিমৃদু বিরেচক তাঁহারা ব্যবস্থা করেন।…সুসম (Well-balanced) খাদ্য, রুচিকর সুপাচ্য খাদ্য, বিশ্রাম ও নিয়মিত ব্যায়ামে কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় না।

কোসুথ (Kossuth, Lajos ১৮০২—৯৪)
হাঙ্গেরীর বীর নেতা। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লেখার জন্য তিন বছর জেল হয়। ১৮৪৭এ হাঙ্গেরীর ডিএট্-এর (রাষ্ট্রসভায়) সদস্য হন। ১৮৪৮এ ডিএট্ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হাঙ্গেরিয়ানদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কোসুথ তুর্কীতে পলায়ন করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত এদেশে সেদেশে নির্বাসনে কাটান। ইতালির ট্যুরিনে মৃত্যু হয়।

কোহল (Alcohol) দ্রঃ অলকোহল।

কো-স্পর্শিনী (Cotangent) কোটির স্পর্শিনী
জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

কৌটিল্য, কৌটল্য (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক)
বিষ্ণুগুপ্ত, চাণক্য নামেও পরিচিত। প্রবাদ তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহারই সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংশ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে ইঁহার মত 'অর্থশাস্ত্র' (দ্র) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। কুটনীতি বিশারদ বলিয়া ইনি কৌটল্য বা কৌটিল্য নামে খ্যাত হন।

কৌনিক এককাবলী (Angular units)
৬০ সেকেণ্ডে=১ মিনিট। ৬০ মিনিটে=১ ডিগ্রী। ৯০ ডিগ্রী =১ সমকোন (right angle)।

কৌন্সিলি (Counsel) দ্রঃ ব্যারিস্টার।

কৌমার ভৃত্য
আয়ুর্বেদে শিশু ব্যাধি ও সুতিকা রোগের চিকিৎসা শাস্ত্র।

কৌশল্যা
দশরথের মহিষী, রামচন্দ্রের মাতা, কোশল-রাজের কন্যা। দীর্ঘকাল ইঁহার পুত্রাদি হয় নাই; পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর পুত্র হয়। কিন্তু সপত্নী কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে নিজপুত্রকে নির্বাসনে পাঠাইতে হয়। রামায়ণের সুপরিচিত উপাখ্যান।

কৌশিক
জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি পিতামাতার বিনানুমতিতে গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যা করেন। একদা তিনি এক সাধ্বী রমণীর গৃহে ভিক্ষার্থ যান; রমণী পতিসেবা সমাধান করিয়া তপস্বী ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে আসিয়া দেখে কৌশিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; নারী বলেন তাঁহার ধর্ম সাধনা হয় নাই, তিনি মগধে গিয়া ধর্মব্যাধের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ লউন। কৌশিক তথায় গিয়া দেখেন ধর্মব্যাধ পিতামাতার সেবা করিয়া ধার্মিক নাম পাইয়াছেন। কৌশিক গৃহে ফিরিয়া পিতামাতার সেবা করিতে লাগিলেন।... বিশ্বামিত্রের এক নাম কৌশিক।

ক্যাক্সটন (Caxton, William ১৪২২—১৪৯১)
ইংরেজ মুদ্রাকর। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ১৪৪১এ ফ্লান্ডার্সের ব্রুগস্ শহরে ও তথা হইতে কোলনে যান; এইখানে ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। সেখানে ১৪৭৪এ The Recuyell of the Historics of Troye নামে ইংরেজি বই ফরাসী ভাষা হইতে তর্জমা করিয়া মুদ্রিত করেন। ১৪৭৬এ দেশে ফিরিয়া মুদ্রাযন্ত্র খোলেন ও প্রায় ৮০ খানি বই ছাপান। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে চসারের গল্পগুলি (Canterbury Tales) উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডে প্রথম যে বই ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় ছাপা হয় তাহার নাম Lord Riversএর The Dictes and Sayengis of the Phylosophers 1477. ইহাও তিনি ফরাসী হইতে অনুবাদ করেন।

ক্যাটাকোম্ব্ (Catacomb)
ইতালি, রোম, নেপলস, সিসিলির সাইরাকিউস ও মিশরের আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়াতে প্রাচীন যুগের খৃস্টানরা মাটির নীচে সুড়ঙ্গপথ করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে থাকে থাকে কফিনের মধ্যে মৃতদেহ কবরিত করিত। সাধারণত সুড়ঙ্গগুলি ৪½ ফুট চওড়া; এই পাতালের মধ্যে বহু শত মাইল দীর্ঘ পথ আঁকাবাঁকাভাবে রহিয়াছে। ১৫৭৮এ এই পাতালস্থ কবরগৃহ আবিষ্কৃত হয়। বহু লক্ষ কবরের সন্ধান মিলিয়াছে। খৃস্টানদের উপর অত্যাচারের যুগে এই পাতাল-গৃহ ছিল তাহাদের উপাসনা ও আশ্রয়ের স্থান।

ক্যাড্‌বেরি (Cadbury)
ক্যাডবেরির কোকো বিখ্যাত। কলিকাতায় আজকাল রাজপথে ইহার 'কোকো' বিক্রয় হয়। রিচার্ড ক্যাড্‌বেরি নামে এক ইংরেজ ১৭৯৪ ব্যবসায় সুরু করে; তাহার পৌত্র জর্জের (১৮৩৯—১৯২২) সময়ে ব্যবসায় খুব বাড়ে। ১৯০১এ জর্জ বিখ্যাত লনডন দৈনিক Daily Newsএর স্বত্বাধিকারী হন। ইনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত। বার্মিংহাম কোয়েকারদের কেন্দ্র; সেখানে ক্যাড্‌বেরিদের দানপুষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

ক্যাথলিক (Roman Catholic)
খৃস্ট ধর্মের প্রধান ও প্রাচীনতম শাখা; রোমের পোপ (দ্র) এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু; ইহাদের মন্দিরে খৃস্টের ও খৃস্ট জননীর মূর্তি থাকে; পূজার অনুষ্ঠানাদি জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ। ইউরোপের ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, ইতালি, অস্ট্রিয়া, দঃ জারমেনী প্রভৃতি দেশ, দঃ আমেরিকার দেশগুলি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। পৃথিবীতে ক্যাথলিকের সংখ্যা ৩৩·১৫ কোটি।

ভারতেও অনেকগুলি মিশন আছে। ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি স্কুল, কলেজ খুবই বিখ্যাত, যেমন কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ারস্ কলেজ, লরেটো (মেয়েদের জন্য); শিলঙের ডনবোস্কো (Don Bosco) ব্রাদার্সের শিল্পবিদ্যালয় ইত্যাদি।

ক্যাথারিন (Catherine)

এই নামে দুই জন সম্রাজ্ঞী রুশিয়ার রানী হন। প্রথমা ক্যাথরিন পিটারের রক্ষিতা (১৭০২); ১৭১১এ পত্নী, ও পিটারের মৃত্যুর পর রুশের সম্রাজ্ঞী হন। (১৭২৫-২৭)।

দ্বিতীয়া ক্যাথারিন জারমেনবংশীয়। ১৭৪৫এ রুশিয়ার যুবরাজ পিটারকে বিবাহ করেন। ১৭৬১এ ঐ যুবরাজ ৩য় পিটার নাম লইয়া সম্রাট হন। পর বৎসরে ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নিহত হন এবং ক্যাঃ ইহার পর রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ পর্যন্ত ইনি রুশিয়ার একছত্র পরিচালক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইনি রুশকে একটি শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ইনি কৃষ্ণসাগর তীরে রুশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন; পোল্যান্ড ইহার সময়ে রুশের কুক্ষিগত হয়।

ক্যাথারিন অব্ অ্যারাগন্ (Catherine of Aragon ১৪৮৫-১৫৩৬)

ইংলনডের রাজা ৮ম হেনরীর ১মা পত্নী। স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলার কন্যা। ১৫০১এ প্রিন্স অব্ ওএলসের সহিত বিবাহ হয়। পর বৎসর প্রিন্সের মৃত্যু হইলে হেনরীর সহিত বাক্‌দত্তা হন। ১৫০৯ হেনরী রাজা হন ও উভয়ের বিবাহ হয়। হেনরী অ্যানি বোলেনের প্রেমাকৃষ্ট হইলে ক্যাঃকে তালাক দেন। মৃত্যু (১৫৩৬) পর্যন্ত ক্যাঃ কারাগারে বাস করিতে হয়। ইঁহার কন্যা মেরি, ইংলনডের রানী হন (জন্ম ১৫১৬, রানী ১৫৫৩-৫৮)।

ক্যাথোড্ (Cathode)

যদি কোন পাত্রে অবস্থিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া বিদ্যুত-প্রবাহ চালানো হয়, তাহা হইলে প্রথমত একটি বিদ্যুত-উৎপাদক যন্ত্রের (Battery বা Induction Coil) সহিত সেই পাত্রের যোগ সাধন করিতে হইবে। সাধারণত পাত্রটির দুই দিকে দুইটি ধাতু-নির্মিত শলাকা (rod) সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়; এই দুইটি শলাকার একটিকে ধনাত্মক মেরুর (Positive pole) সহিত এবং অপরটিকে ঋণাত্মক মেরুর (Negative pole) সহিত যোগ করা হয়। যেটিকে ঋণাত্মক মেরুর সহিত যোগ করা হয় সেটিকে ক্যাথোড্ এবং অপরটিকে এনোড (Anode) বলা হয়। যখন বিদ্যুত-প্রবাহ হইতে থাকে, তখন ইলেকট্রনগুলি ক্যাথোড হইতে এনোডে ধাবিত হয়। এই ক্যাথোড বা এনোডগুলি প্লাটিনাম্ প্রভৃতি কঠিন ধাতু অথবা কার্বন বা অঙ্গার দ্বারা নির্মিত হয়।

ক্যানভাস্ (Canvas)

পাট, শন বা গাঁজাশনের আঁশ হইতে প্রস্তুত মোটা কাপড়; ইহা নৌকার পাইলের জন্য ব্যবহৃত হইত। সর্বোৎকৃষ্ট ক্যান্‌ভাস শনের সুতা হইতে তৈয়ার হয়। একথান (bolt) ক্যান্‌ভাসে ৪০ গজ কাপড় থাকে। ভাল ক্যাঃএর উপর চিত্রশিল্পীরা তৈল চিত্র করে।...চলিত বাংলায় 'ক্যাম্বিশ' বলে; ইহার ব্যাগ বা থলিয়া, জুতা, জলসহা (ওয়াটারপ্রুফ) প্রস্তুত হয়।

ক্যানভাসিং (Canvassing)

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 'ভোট' সংগ্রহের জন্য প্রার্থী বা তাহার নিয়োজিত ব্যক্তিকে ভোটারদের নিকট গিয়া তদ্বির করিতে হয়। ইহার মধ্যে ভয় দেখানো, ঘুষ দেওয়া, মিথ্যা আশ্বাস প্রদান প্রভৃতি বহু প্রকারের অসৎ ও মিথ্যা আচরণ আছে; এইসব বন্ধ করিবার জন্য গভর্নমেন্ট 'Corrupt and illegal Practices' নামে নির্বাচন ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।...কোন সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য যেসব নিযুক্ত লোক দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে ক্যানভাসার বা দালাল বলা যায়।...বর্তমান যুগে সুশিক্ষিত, মিষ্টভাষী বুদ্ধিমান ক্যান্‌ভাসার বহু কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্যান্‌সার (Cancer)

মারাত্মক ব্যাধি। এই বিষ-স্ফোটক প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে হইতে পারে। স্ফোটক দেখিতে কাঁকড়ার (Cancer, Latin) মত এবং বহু নালিযুক্ত; অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক রোগ। মধ্য ও বৃদ্ধ বয়সে মানুষের এই রোগ হয়। ইহার রোগ-জীবাণু সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে; কিন্তু এ পর্যন্ত প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নাই। রেডিয়াম চিকিৎসার পরীক্ষা চলিতেছে। ইংল্যানডে দশ বৎসরের মধ্যে ৩০ হাজার স্থলে বাড়িয়া ৫০ হাঃ রোগী হইয়াছে। নানা দেশে ক্যানসারের জন্য বিশেষ হাসপাতাল আছে। বর্তমানে গোখুরা সাপের বিষ দিয়া চিকিৎসার পরীক্ষা চলিতেছে।

ক্যানিং (Canning, Charles John, Earl ১৮১২—৬২)

বৃটিশ রাজনীতিক। জন্ম লনডনে। ১৮৩৬ হাউস অব্ কমন্সের সদস্য হন। ১৮৩৭এ Viscount; বৈদেশিক দপ্তরের সহঃ সম্পাদক ১৮৪১-৪৬; ১৮৫৩—৫৫ বিলাতের পোস্টমাস্টার-জেনারেল। ১৮৫৬ ফেব্রুয়ারী ভারতের গভর্নর জেনারেল। ইঁহার সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ দমনের পর তিনি যথেষ্ট পরিমাণ নিষ্ঠুরতা করেন নাই বলিয়া এদেশীয় ইংরেজরা তাঁহাকে clemency বা দয়াময় ক্যানিং বলিয়া অভিহিত করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসনভার লইলে ক্যানিং গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় হইলেন (১৮৫৮—৬২)। তাঁহার সময়ে

মহারানীর ঘোষণা-পত্র ১৮৫৮, ১লা নভেম্বর সর্বত্র পঠিত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইন্‌ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাকট পাশ হয় (১৮৬১)। অন্যান্য ঘটনা (১) পারস্যের সহিত যুদ্ধ; বৃটিশরা আফগান আমীরকে হিরাট সহর দিতে ইচ্ছা করেন। (২) বাংলাদেশের সৈনিক বিভাগকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সৈন্য বিভাগের সহিত একত্র করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। (৩) অযোধ্যা ১৮৫৬, ৭ই ফেব্রুয়ারী বিজিত হইয়াছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইনি অযোধ্যাতে স্যর হেনরী লরেন্স ও পাঞ্জাবে জন্ লরেন্সের উপর সৈন্য চালনার সকল ক্ষমতা অর্পণ করেন। ভারতে আর্থিক, আইনগত ও শাসন-বিষয়ক বহু সংস্কারসাধন করেন।

ক্যানিউট্ (Canute)

ডেনমার্কের রাজা (১০১৪)। ইঁহার পিতা সোয়েন্ (Swegen) ইংল্যান্ডের কিয়দংশ জয় করেন। ক্যানিউট্ এডমান্ড (Edmund Ironside)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃটেনের অর্ধাংশর মালিক হন ও এঃর মৃত্যুর পর সমগ্র ইংল্যান্ডের অধীশ্বর হন। ১০৩৫ মৃত্যু হয়। ইনি সুশাসনের জন্য খ্যাত ছিলেন।

ক্যানিস্ ভেনাটিচি (Canes Venatici)

সারমেয় যুগল নক্ষত্রমণ্ডল। সপ্তর্ষি ও বুটিশ (ভুতেশ) মণ্ডলের নিকটই অবস্থিত; ১৬৯০এ ইহা নক্ষত্র তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। Corcaroli যুগ্ম তারকা (৩ ও ৬ উজ্জ্বল) ইহার অন্তর্গত। ইংল্যান্ডের রাজা ২য় চার্লসের নামানুসারে জ্যোতিষী Halley হেলি Cor-Caroli রাখেন। একটি সর্পিল নীহারিকাপুঞ্জ নেবুলা ও ৯০০ তারার গুচ্ছ (১১ উজ্জ্বল) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মণ্ডলে ২৫টি অতি ক্ষুদ্র তারকা আছে।

ক্যানিস্ মেজর (Canis major)

দ্রঃ মৃগব্যাধ, লুব্ধক।

ক্যানেল কর (Canal tax)

কৃত্রিম পয়োপ্রণালী বা খাল কাটিয়া জল সরবরাহ করিতে পারিলে অনুর্বর দেশ বা বারিহীন ভূখণ্ড শস্যশ্যামল হইতে পারে। খাল কাটিতে গভর্নমেণ্টের বহু টাকা ব্যয় হয়; আবার খাল কাটা হইলে চাষীদের চাষের উপকার হয়। এইজন্য গভর্নমেণ্ট খালের ধারের যেসব জমি উপকৃত হয় তাহাদের উপর একটি কর ধার্য করেন। ইহাতে গভর্নমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার সুদ পান ও চাষীরাও প্রচুর ফসল পাইয়া উপকৃত হয় বলিয়া কর দিতে সমর্থ হয়। বৃটিশ ভারতে ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত খাল বাবদ গভর্নমেণ্ট ১৪৮·৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন; কেনাল কর হইতে ১৩·১০ কোটি আদায় হয়। বিভাগের ব্যয় ৪·৮৬ কোটি টাকা; মোট মূলধনের উপর ৫·৫৪% সুদ পাওয়া যায়।

ক্যানোপাস্ (Canopus)

আর্গোস নক্ষত্রমণ্ডলের তারকা; সংস্কৃত নাম অগস্ত্য। দূরত্ব ৬৫২ আলোক-বর্ষ। আকাশের মধ্যে দ্বিতীয় অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র; সূর্য হইতে ১০,০০০ গুণ উজ্জ্বল।

ক্যান্টনমেণ্ট (Cantonment)

অস্থায়ী সৈন্যাবাসকে ক্যাঃ বলে; যুদ্ধের সময়ে শহরের যে স্থানে সৈন্য ছাউনী করা হয়, তাহাকেও ক্যাঃ বলা হয়। বৃটিশ ভারতে বিশিষ্ট নগরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে যে স্থায়ী ব্যারাক বা ছাউনী করা হয়, তাহাই ক্যাঃ অর্থে অধিক প্রচলিত; পলতার নিকট যেস্থানে সৈন্যদের ব্যারাক বা ছাউনি ছিল, তাহা হইতেছে ব্যারাকপুর। ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা সাধারণ শহরের মিউনিসি-পালিটির মধ্যে থাকে না, তথায় সব পৃথক্।

ক্যাপেলা (Capella)

ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্র। অরিগা নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান তারা। দূরত্ব ৪৭ আলোক বর্ষ। পীতাভ বর্ণ, সূর্য হইতে ১৮৫ গুণ উজ্জ্বল; ব্যাস ১,০০,৯২,০০০ মাইল। তাপ ৫৫০০ সেন্টিগ্রেড।

ক্যাবট (Cabot, John : Giovanni Cabotto

১৪৫০—৯৮)। নাবিক, আবিষ্কারক। জন্মস্থান জেনোয়া; পরে ভেনিসের বাসিন্দা। ১৪৮৬এ ইংল্যান্ডে গিয়া বাস করেন। রাজা ৭ম হেনরী তাঁহাকে অতলান্তিক সাগরপারে দেশ আবিষ্কারে পাঠান। উঃ আমেরিকার উত্তরাংশ ও গ্রীনল্যান্ড প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে ইনি তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৪৯৮এ মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র সেবাস্টিয়ান্ ক্যাবট্ পিতার সহিত অভিযানে যান; পরে কিছুকাল স্পেনীয় রাজার চাকুরী করিয়া ১৫৪৭এ ইংল্যান্ডে ফেরেন ও উঃ আমেরিকার অনেকাংশ আবিষ্কার করেন। ১৫৫৭এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্যাবিন (Cabin)

জাহাজ বা রেলের ছোট কামরা।···হাঁসপাতালের ছোট কুটরী ভাড়া করিয়া বিশিষ্ট রোগীরা থাকিতে পারে। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ক্যাবিনের দৈনিক ভাড়া ৪।৫ টাকা।

ক্যাবিনেট (Cabinet)

ইংল্যান্ডের মন্ত্রী পরিষদ; ইহা সর্বপ্রথম ২য় চার্লসের সময় গঠিত হয়; কিন্তু যথার্থভাবে আরম্ভ হয় ১ম জর্জের সময় হইতে (১৭২০)। সাধারণত একই দলের ব্যক্তিদের লইয়া ক্যাঃ হয়। পার্লামেণ্টে যে দল প্রবল বা যে দলের ভোট

বেশি তাহাদের নেতাকে রাজা ক্যাঃ তৈয়ারী করিতে বলেন। নেতাই প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন ও তাঁহার দলের লোকদের মধ্যে নানা অপিস ভাগ করিয়া দেন। ১৯১৫—২২ ও ১৯৩১এ কোনো একটি দলের দ্বারা ক্যাঃ গঠিত হয় নাই। মিশ্রিত দলের ক্যাঃ তৈয়ারী হয়। তাহাকে বলে কোয়ালিশন বা ইউনিয়নিস্ট ক্যাঃ (Unionist)। বৃটিশ সাম্রাজ্যর স্বায়ত্ব শাসনপ্রাপ্ত দেশে ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ক্যাঃ প্রথা আছে। ৫ম জর্জ-এর সময় হইতে ইংল্যান্ডের মন্ত্রী পরিষদ কিভাবে গঠিত:—অ্যাস্‌কুইথ (১৯০৮—১৯১৫); লয়েড্ জর্জ (১৯১৬ কোয়ালিশন); বোনার ল (ইউনিয়নিস্ট ১৯২২); বলডুইন (১৯২৩—ইউনিয়নিস্ট); ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্ (লেবর বা শ্রমিক ১৯২৪ জানু); বলডুইন (ইউনিয়নিস্ট ১৯২৪ নভেঃ); ম্যাক্‌-ডোনল্‌ড্ (শ্রমিক ১৯২৯ জানু); ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড (জাতীয় দল ১৯৩১ অগস্ট); বলডুইন (ইউনিয়নিস্ট ১৯৩৫); চেম্বারলেন (১৯৩৫—)।…ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীপরিষদকে ক্যাবিনেট বলা হইতেছে।

ক্যাম্পবেল (Campbell, George ১৮২৪-৯২) বাঙলার ছোট-লাট ১৮৭১—৭৪। ১৮৪২এ বাঙলার সিবিল সার্বিসে চাকুরী লইয়া আসেন। উত্তর ভারতের নানাস্থানে চাকুরী করেন। ১৮৬২ কলিকাতা হাইকোর্টে জজ; ১৮৬৬ দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রধান। ১৮৭১—৭৪ বাঙলার ছোট-লাট। ৭৩—৭৪ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; ক্যাম্পবেল বিশেষ কিছু করেন নাই। লর্ড মেয়ো ও নর্থব্রুক ইঁহার সমসাময়িক বড়লাট। ইঁহার পর স্যর রিচার্ড টেম্পল ছোট লাট হন। হাওড়া ব্রীজ, প্রেসিডেন্সি কলেজের বাড়ী ইঁহার সময় নির্মিত হয়। প্রথম সেন্সাস গৃহীত হয় ১৮৭২। সব্‌ ডেপুটির পদ সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় ইঁহার নামে ক্যাঃ মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতাল আছে। ভারতবর্ষে এত বড় হাঁসপাতাল আর নাই। এখানকার উত্তীর্ণ ছাত্ররা L.M.F. (Licenciate in Medical Faculty) ডিপ্লোমা পাইয়া থাকে। এই হাঁসপাতালে সকল প্রকার ছোঁয়াচে রোগের পৃথক্ বিভাগ আছে।

ক্যাভেল (Cavell, Edith Louisa ১৮৬৫—১৯১৫) ইংরেজ নার্স ও রাজনৈতিক চর। মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামে নার্সের কাজ করিবার সময় গুপ্তচরবোধে জার্মেনদের দ্বারা নিহত হন।

ক্যারিকেচার (Caricature) কোন বিষয় বা বস্তুকে বিদ্রূপ করিবার জন্য তাহাকে অতি-রঞ্জিতাকারে অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত বা বর্ণিত করার নাম ক্যাঃ। অতি প্রাচীন যুগ হইতে রসিক শিল্পী বা লেখক তাহার তুলিকা বা লেখনীর সাহায্যে গম্ভীরকে ব্যঙ্গ করিয়া লোককে হাসাইয়াছে। ভারতের মধ্যযুগের চিত্রশিল্পে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। এদেশে বারোয়ারি উৎসবের সময়, নানা প্রকার পুতুল করিয়া বিদ্রূপ করার পদ্ধতি আছে।…সাহিত্য জগতে ভাল কবিতা বা কাব্যকে বিকৃত করিয়া দেখাইবার রীতি আছে; কবিতার এই শ্রেণীর বিকৃতিকে 'প্যারডি' বলে।…ইউরোপে দৈনিক ও সাময়িক কাগজে প্রায়ই নানা চিত্রের দ্বারা সাময়িক ঘটনার ব্যঙ্গ থাকে; এ বিষয়ে ইংরেজি Punch পত্রিকা বিখ্যাত।…আমাদের দেশে 'বঙ্গবাসী' নামে সাপ্তাহিক কাগজ এককালে এই ব্যঙ্গচিত্র ও কবিতার জন্য খ্যাত ছিল।…ইহার পর 'নায়ক' এই কার্যে সিদ্ধহস্ত হয়।…বর্তমানে এই শ্রেণীর কয়েকখানি পত্রিকা আছে।…ক্যাঃর মধ্য দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র সমালোচনা প্রকাশ পায়।

ক্যামেরন্ (Cameron, Verney Lovett ১৮৪৪—৯৪) ইংরেজ দেশপর্যটক। ১৮৭২এ লিভিংস্টোনকে আফ্রিকার মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রেরিত হন ও সেখানে তাঁহার মৃত্যুর খবর পান। ইনি আফ্রিকার পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ১৮৮১ স্যর রিচার্ড বার্টন-এর সঙ্গে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করেন। শিকার করিতে গিয়া মারা যান।

ক্যারেট (Carat) ফাউন্টেন কলমের নিবে লেখা থাকে ১৪ ক্যারেট্ গোল্ড। ইহার অর্থ কি? ক্যাঃ একটি মান বা মাপ। ১ ক্যাঃ=৩.১৭ গ্রেন্ ট্রয়। খাঁটি সোনাকে ২৪ ক্যারেট বলা হয়। কিন্তু খাঁটি সোনা নরম; তাই অন্যান্য ধাতু ইহার সহিত মিশাইতে হয়। ১৪ ক্যাঃ সোনার অর্থ ইহাতে ১৪ ভাগ খাঁটি সোনা ও ১০ ভাগ খাদ আছে। গিনি সোনার সাধারণ গয়না ২২ ক্যাঃএ হয়।…মণিমুক্তার ওজনের একপ্রকার একক।

ক্যারোল (Carroll, Lewis ১৮৩২—৯৮) আসল নাম চার্লস্ লুট্‌বিজ ডজ্‌সন (Dodgson)। ইংরেজ লেখক, অক্সফোর্ডে গণিত-অধ্যাপক (১৮৫৪—৮১) ছিলেন। অবিবাহিত জীবন যাপন করেন ও শিশুদের সঙ্গ ভালবাসিতেন। শিশুদের জন্য Alice in Wonderland (১৮৬৫) ও Alice through the Looking-Glass (১৮৭১) নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়া বহু গ্রন্থের লেখক। প্রথম বইখানি বাংলায় 'আজব দেশে অমলা' নামে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

ক্যাল্‌ভিন (Calvin, John ১৫০৯—৬৪) ফরাসী ধর্ম-সংস্কারক, তত্ত্বজ্ঞ। জেনেভায় বাস করিতেন। প্রোটেস্টান্ট এই ধর্মমতকে সুসঙ্গত আকার দান করেন। তাঁহার মতাবলম্বী লোককে ফ্রান্সে হুগোনট্ বলিত। স্কটল্যান্ডের প্রেসবিটার্নরা ইঁহার মতাবলম্বী।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

চুনজাতীয় ধাতব পদার্থ; প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে পাওয়া যায় না, তবে পৃথিবীর উপরিতলে একমাত্র অ্যালুমিনিয়া ছাড়া ইহাই সর্বাপেক্ষা সুলভ; কারণ চুনাপাথর, মার্বেল, প্রবাল, শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল প্রভৃতির মধ্যে ক্যাঃ আছে।...ইহা জীবদেহে ফসফরাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অস্থিগঠনের উপাদান। সালফার মিশ্রিত অবস্থায় উহা Gypsum; অঙ্গার মিশ্রিত হইলে উহা দ্বারা কারবাইড্ ও এসেটিলিন্ গ্যাস তৈয়ারী হয়। নাইট্রোজেনের সহিত মিশিয়া ভাল সার হয়; ক্যাঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। রোগীর দেহে চুন-জাতীয় পদার্থের অভাব হইলে ক্যাঃ আহারে ও ইন্‌জেকশনে প্রয়োগ করা হয়। আয়ুর্বেদে ঔষধের উপাদানে চুনের জল দেয়।

ক্যালোমেল (Calomel)

রাসয়ানিক ঔষধ (Mercurous chloride)। শাদা ছাই রঙের খনিজ পারদ হইতে প্রস্তুত। স্পেন, বেভেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার খনিতে পাওয়া যায়; তবে কৃত্রিমভাবেও প্রস্তুত হইতেছে। ইহা কৃস্টাল, চতুষ্কোণ; জলে গলে না; গন্ধশূন্য। যকৃতরোগে জোলাপের জন্য এলোপ্যাথীমতে ব্যবহৃত হয়। পরে লবণ-জল খাইতে হয়; নতুবা দাঁতের অসুখ করে। চর্মরোগের জন্য ক্যালোমেলের বাষ্প কম্বলে মুড়িয়া রোগীকে লাগানো হয়।

ক্যালোরি (Calorie)

কোন এক একক (unit)। জলের উত্তাপ (Temperature) এক ডিগ্রী বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ তাপের (heat) প্রয়োজন তাহাকে ক্যাঃ বলে। (To raise one litre of water from 0° to 1° centigrade) মানবের কেবল দেহরক্ষার জন্য দৈনিক ১৭৫০ ক্যাঃ তাপ ক্ষয় হয়; পরিমিত পরিশ্রমের সময় ৩৩০০ ক্যাঃর প্রয়োজন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একজন যোয়ান পুরুষ ২৪ ঘণ্টায় ২৬৮২ ক্যাঃ তাপ বিকীরণ করে ও ২৬৮৮ ক্যাঃ পরিমাণের খাদ্য গ্রহণ করে; অর্থাৎ প্রায় সমান সমান হয়। বৈজ্ঞানিকগণ কোন খাদ্য হইতে কতখানি ক্যাঃ উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন।

১ গ্রাম্ প্রোটিন সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৪·১ ক্যাঃ উত্তাপ হয়।
১ গ্রাম্ চর্বি বা ঘৃত সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৯·৩ ক্যাঃ উত্তাপ হয়।
১ গ্রাম্ কারবোহাইড্রেট্ সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৪·১ ক্যাঃ উত্তাপ হয়।
(১১ গ্রাম্ = ১ তোলা)

একজন সাধারণ লোকের (৭০ সের ওজনের) বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় কত ক্যালোরি শক্তি আবশ্যক হয় তাঁহা প্রদত্ত হইল:—

শরীর ও মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রয়োজন	১৭০০ ক্যাঃ।
অতি সামান্য শারীরিক শ্রমে	২৭০০ ক্যাঃ।
সামান্য পরিশ্রমে	৩০০০ ক্যাঃ।
মাঝারী রকমের শ্রমে	৩৫০০ ক্যাঃ।
কঠিন শ্রমে	৪৫০০—৯০০০ ক্যাঃ।

ক্যাসিওপিয়া (Caisopia)

(দ্রঃ কাশ্যপীয়) অ্যান্‌ড্রোমিডার জননী; ইথোপিয়ার রাজা সেফিউসের পত্নী। উত্তর আকাশের অন্যতম নক্ষত্র পুঞ্জ।

ক্যাস্‌টর (Castor) ও পোলক্স (Pollox)

(১) সিংহ রাশির পশ্চিমে এবং একটু নীচে দুটি তারা; ইহার মধ্যে পুনর্বসু প্রধান তারা; ইহারা জেমিনি বা মিথুন রাশির অন্তর্গত। ক্যাস্টর তারকা উজ্জ্বলতায় ২য় শ্রেণীর। ইহা যুগ্মতারা; পৃথিবী হইতে দূরত্ব ৪৩ আলোক-বর্ষ। (২) গ্রীক পুরাণের যমজ দেবতা, ভারতীয় পুরাণের অশ্বিন্ যুগলের অনুরূপ।

ক্যাস্‌টর অইল (Castor oil)

রেড়ি বা এরণ্ডর তৈল বিরেচক হিসাবে লোকে এই তৈল পান করে। ইহা গ্রহণীতে উপস্থিত হইয়া অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) রসের সহিত মিশিয়া রেশিনোলিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিড্ অন্ত্র ও অন্ত্রের পেশী ও গ্রন্থিসমূহকে উত্তেজিত করে এবং তাহার ফলে বিরেচন কার্য আরম্ভ হয়; ইহা যকৃতের কার্যশক্তি বাড়ায় না। তৈলপানের ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে তরল মল নির্গত হইতে থাকে। এই তৈল অন্ত্রাদিকে উত্তেজিত করে বলিয়া পরে অবসাদ আনে এবং প্রায়ই পরে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। রেশিনোলিক অ্যাসিড্ রক্ত ও টিস্যুর সহিত মিশিয়া নারীস্তন্যে যায় এবং স্তন্যপায়ী শিশুর বিরেচন হয়। অল্প বয়স্ক শিশুর উদরের উপর ক্যাঃ তৈল মাখাইলেও বিরেচন ক্রিয়া হয়।... কোন স্থান কাটিয়া গেলে ক্যাঃ তৈল গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে খুব উপকার হয়।

মহাযান বৌদ্ধদের পঞ্চ মানুষী বুদ্ধের অন্যতম। গৌতম বুদ্ধ চতুর্থ; ক্রকুচ্ছন্দ প্রথম বুদ্ধ। বৈরোচন ইঁহার ধ্যানীবুদ্ধ, সামন্তভদ্র বোধিসত্ত্ব, বজ্রধাত্রী তারা; নেপালে পঞ্চবুদ্ধের যে মূর্তি করা হয়, তাহাতে ক্রকুচ্ছন্দের বর্ণ শ্বেত। (দ্রঃ পঞ্চবুদ্ধ)

ক্রনোমিটার (Chronometer)

জাহাজে দ্রাঘিমা (Longitude) নির্ধারণ করিবার যন্ত্র বিশেষ। জন্ হ্যারিসন (১৭২৯—৬৯) প্রথম এই শ্রেণীর ভাল যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বর্তমান ক্রনোমিটার প্রকাণ্ড ঘড়ির মত জটিল যন্ত্র; জাহাজের আন্দোলন ও তাপাদির পরিবর্তনেও সময় ঠিক দেয়।

ক্রমওয়েল (Cromwell, Oliver ১৫৯৯—১৬৫৮)। ইংল্যান্ডের রাজনীতিক যোদ্ধা। পার্লামেন্টের সদস্য ১৬২৮—১৬৪০। ১ম চার্লসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলের নেতা। ১৬৪৫ রাজার সৈন্য দলকে মার্সটনমুর, নেসবিতে হারাইয়া দেন। পার্লামেন্টের দ্বারা চার্লসের মৃত্যু দণ্ড অনুমোদন করান (১৬৪৯)। অতঃপর ইংল্যান্ডে কমনওএলথ (প্রজাতন্ত্র) স্থাপিত হয়। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীরা যে কাজ করিতেন তাহা করিবার জন্য ৪০ সদস্য লইয়া Council of State গঠিত হইল। ইহার পর ক্রমওয়েল আয়ারলান্ডের বিদ্রোহ নির্দয়ভাবে দমন এবং স্কটদের পরাভূত করেন। ১৬৫৩এ পার্লামেন্ট বন্ধ করিয়া নিজে 'লর্ড প্রোটেক্টর' হন। বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তিনি ইংলন্ডের অনেক সুবিধা করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রিচার্ডকে দেশের 'রক্ষক' করা হয়; কিন্তু তিনি সে-কাজের উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া নিজেই ত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে রাজ শাসন ফিরিয়া আসিলে ক্রমওয়েলের দেহ কবর হইতে উঠাইয়া ফাঁসি দেওয়া হয় (১৬৬০)।

ক্রমদীশ্বর

'সংক্ষিপ্তসার' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণের রচয়িতা। ইঁহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে ইনি বহু বৎসর গুরুর নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে না পারায় গুরু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন; ক্রমদীশ্বর অপমানে আত্ম-হত্যা করিবার জন্য এক দীঘির সোপানের ধারে গিয়া বসিলেন; কিন্তু সোপানশিলার উপর একটি গর্ত দেখিয়া ভাবিলেন যে এই গর্ত বহুকাল কলসী রাখার জন্য হইয়াছে। সুতরাং বহু যুগ সাধনার ফলে তিনিও সিদ্ধি লাভ করিবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় অধ্যয়নে মন সংযোগ করিলেন এবং কালে অসাধারণ বৈয়াকরণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ক্রম্পটন (Crompton, Samuel ১৭৫৩-১৮২৭) ইংরেজ আবিষ্কর্তা। হারগ্রীভস্ ও আর্করাইটের সুতাকাটা কলের সংযোগে ইনি ১৭৭৯এ সুতাকাটার নূতন ধরণের কল নির্মাণ করেন। ইহা mule নামে পরিচিত।

ক্রমিক বা ধারাবাহিক গুণফল (Continued product) বীজগণিতের সংজ্ঞা।

ক্রস্ ওয়ার্ড (Cross word)

শব্দগঠনের ধাঁধা; এই খেলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়; ইংল্যান্ডে ১৯২৩এ উহা প্রবর্তিত হয় এবং তাহার পর ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। বহু পত্রিকা ও সংবাদপত্র এই ক্রস-ওয়ার্ড দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এদেশে বোম্বাইএ Illustrated Weekly এই খেলা প্রবর্তন করেন। বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় ইহা চলিতেছে।

ক্রস্ চেক্ (Cross Cheque)

ব্যাংকের চেকের বাম কোণে দুইটি দাগ দেওয়া থাকিলে, তাহা প্রথমে কাহারও হিসাবে (account) জমা দিতে হয়; আমানতকারীর নূতন চেক্ দ্বারা তাহা উঠানো সম্ভব হয়। সাধারণ চেক্ যে-কেহই ব্যাংকে দাখিল করিয়া টাকা উঠাইতে পারে; সেইজন্য জালজুয়াচুরি প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য ক্রস্ চেক্ দেওয়া হয়। (দ্রঃ চেক)

ক্রাইসলার (Kreisler, Fritz ১৮৭৫)

বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান বেহালা-বাদক। ভিয়েনা ও প্যারিসে শিক্ষা লাভ করেন। ইউরোপে এবং আমেরিকার বহু স্থানে অনেক বৎসর কনসার্ট করিয়াছেন। বর্তমানে আমেরিকাপ্রবাসী।

ক্রাউন (Crown)

ইংরেজি রৌপ্য মুদ্রা; মূল্য ৫ শিলিং। ৮ম হেনরী দ্বারা ইহা প্রবর্তিত হয়, তখন উহা স্বর্ণমুদ্রা ছিল। ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে রৌপ্য ক্রাউন ও আধা-ক্রাউন প্রচলিত হয়; ২য় চার্লসের সময় হইতে কেবলমাত্র রৌপ্য ক্রাউন মুদ্রিত হইতেছে।

ক্রাউন কলোনী (Crown Colony)

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ; স্থানীয় আইনাদি অনুমোদন করিবার অধিকার রাজার উপর ন্যস্ত। এইসব দেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি আছে বটে, তবে বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিব কয়েকজন সদস্য মনোনীত করিয়া দেন; ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত ভিটো (veto) বা নাকোচ করিতে পারেন।

ক্রাউন প্রিন্স (Crown Prince)

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যের রাজার জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বলা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় জারমেনীর কাইসার উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই নামে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন।

ক্রান্তিপাত (Equinox)

আকাশে সূর্যের পথ প্রতিদিন সরিতেছে; আকাশের বিষুব রেখা বা ভ-চক্র হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩½ ডিগ্রী পর্যন্ত সূর্যের চরম গতি হয়। দুইবার সূর্য আকাশে বিষুবরেখায় আসে তখন সূর্যের ক্রান্তি হয় শূন্য 0° ডিগ্রী। ২১এ মার্চ শূন্য ক্রান্তিতে আসিলে দিনরাত্র সমান হয়। ইহার পর সূর্য উত্তরে চলিতে চলিতে ২১ জুন বা ৯।১০ আষাঢ় চরম উত্তর বিন্দু বা ২৩½ ডিগ্রীতে পৌঁছায় তখন দিন হয় দীর্ঘতম। এইবার সূর্য ফিরিতে আরম্ভ করে ও ২৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় দিন রাত্রি সমান হয়; অর্থাৎ সূর্যের পথ ও আকাশের পরিক্রমণ বিষুব রেখা এক সমক্ষেত্রে আসে বা ক্রান্তি

হয় শূন্য °। পুনরায় সূর্য দক্ষিণে চলিতে সুরু করে ও চরম বিন্দু ২৩½ ডিগ্রীতে পৌছায় ২২ ডিসেম্বর বা ৯ই পৌষ—সেদিন দীর্ঘতম রাত্রি বা হ্রস্বতম দিন হয়। এই চলাচলকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গতি বলে।

ক্রান্তিবৃত্ত (Eliptic)
নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া যে পথে সূর্যকে আবর্তন করিতে দেখা যায়, তাহাকে ক্রাঃ বলে। ইহা আকাশ-গোলকের (celestial sphere) পৃষ্ঠদেশে কল্পিত একটি গোলাকার রেখা।

ক্রিওজোট (Creosote)
কয়লা, কাঠ প্রভৃতি চোলাই করিয়া এই রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। বীচ্ উড্ (beech wood) নামে কাঠ চোলাই-করা ক্রিঃ বাজারে বিক্রয় হয়। কাষ্ঠজ ক্রিঃ শ্বাস রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিঃ তৈল আলকাতরা হইতে ২০০°—৩০০° সেন্টিগ্রেড্ তাপে চোলাই করিয়া বাহির হয়।

ক্রিকেট (Cricket) খেলা। ইংরেজদের জাতীয় ক্রীড়া। ১১ জন করিয়া ২টি দলে খেলা হয়। ব্যাট্, বল, স্টাম্প (Stump) বা উইকেট (Wicket) খেলার প্রধান সরঞ্জাম। খেলার মাঠে ২২ গজ ব্যবধানে স্টাম্প বা তিনটি কাঠি পোঁতা হয়। এগুলি মাটি হইতে ২৭″ উচু হয়। বলের ওজন ৫¾ আউন্স। প্রতিযোগিতার সময়ে স্টাম্পের দুই দিকে দুই জন আম্পায়ার বা মধ্যস্থ থাকেন; বল ঠিক আসিল কিনা, উইকেটে লাগিল কিনা ইত্যাদি তাঁহারা লক্ষ্য করেন। সাধারণত এক দিক হইতে ক্রমান্বয়ে ছয় বার বল ছোঁড়া হয়। ব্যাট দিয়া এই বলকে দূরে পাঠাইয়া ব্যাটস্‌ম্যান এক উইকেট হইতে অন্য উইকেটে দৌড়াদৌড়ি করে—যত বার সে দৌড়াইবে—সে তত 'রান্' (Run) পাইবে। এই ভাবে যে পক্ষ বেশি 'রান্' পায়, সে পক্ষ বিজয়ী হয়। ব্যাটস্‌ম্যান বল্ মারিয়া উপরে উঠাইলে প্রতিপক্ষ যদি ঐ বল্ ধরিয়া (catch) ফেলে, তবে ব্যাটস্‌ম্যান 'আউট' হয় অর্থাৎ তাহাকে ব্যাট ছাড়িতে হয়। বল্ সোজাসুজি আসিয়া স্টাম্পে লাগিলেও ব্যাটস্‌ম্যান্‌কে ব্যাট্ ছাড়িতে হয়। এ ছাড়া ছোট খাটো নিয়ম আছে। একপক্ষের ১১ জনের প্রত্যেকে ব্যাট্ ধরে; ইহাদের খেলা হইয়া গেলে অপর পক্ষ ব্যাট্ গ্রহণ করে। একপক্ষের দুই জন যখন ব্যাট্ ধরিয়া খেলে, তখন অপর পক্ষের ১১ জন 'ফীল্ড' করে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের বল্ ধরিবার চেষ্টা করে। দুই তিন বৎসর অন্তর অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ৫টি করিয়া টেষ্ট ম্যাচ হয়। দঃ আফ্রিকার সঙ্গেও হয়। Marylebone Cricket Club (M. C. C.) ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলার পরিচালক। ভারতে ক্রিঃ খেলা খুব জনাদর লাভ করিয়াছে। নবনগরের মহারাজা রণজিৎ সিংহজী (Prince Ranji) এক সময়ে পৃথিবীময় নাম করেন।...চসারের কেণ্টারবেরী টেল্‌সে ক্রিঃ খেলার উল্লেখ থাকিলেও ১৭০৫এর পূর্বে যথার্থ খেলার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ১৭৮৭তে মেরিলিবোন্ ক্রিকেট ক্লাব স্থাপিত হয় এবং উহাই সকল ক্রিকেট খেলার নিয়ামক। (দ্রঃ টেস্ট ম্যাচ; এম্-সি. সি)।

ক্রিমি (Worms)
সুশ্রুতমতে "কেশাদ, রোমাদ, নখাদ, দন্তাদ, কিক্কিশ, কুষ্ঠদ ও পরীসর্পা (Parasite) এই সপ্তবিধ ক্রিমি রক্তে জন্মে। এই ক্রিমিসমূহ দ্বারা রক্তাধিষ্টানগ রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে।" (দ্রঃ কৃমি)

ক্রিমেটোরিয়া (Crematoria)
খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতিদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কিন্তু ইউরোপে ১৯শ শতকের মধ্য হইতে ইতালি ও পরে ইংল্যান্ডে মৃতদেহ বিশেষ এক প্রকার চুল্লীর মধ্যে দাহ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইংল্যান্ড, জারমানী ও আমেরিকার বহু শহরে শবদাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে প্রায় ৪০ হাজার দাহ হইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ক্রিমেটোরিয়াম্ আছে; যে কোন জাতি বা ধর্মের মৃতদেহ উপযুক্ত খরচ দিলে এখানে দাহ হইতে পারে। ইউরোপে মৃতের কবরের জন্য জমি পাওয়া খুবই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে বলিয়া শবদাহর প্রসার হইতেছে; তা ছাড়া জনস্বাস্থ্যতত্ত্বর (Public Hygiene) দিক হইতে ইহাকে একদল লোক অনুমোদন করিতেছেন।

ক্রিষ্টাল (Crystal)
কোন পদার্থ তরল বা বাষ্প অবস্থা হইতে অথবা কোন মাধ্যম (Medium) দ্বারা দ্রবণ (Solution) হইয়া কঠিন অবস্থায় দুই ভাবে রূপান্তরিত হয় যথা—অনিয়তাকারে (amorphous) ও স্ফটিকাকারে (crystal)। ভুষা-কালি ধূম হইতে জন্মে, চুন দ্রবণ হইতে জন্মে—ইহাদের কঠিনরূপ অনিয়তাকার। চিনি, লবণ, ফিটকারী, তুঁতে প্রভৃতির দ্রবণ অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিবর্তন হইলে এই পদার্থগুলি দানা বাঁধে; এই দানাগুলি স্ফটিকের ন্যায় নানা আকারের হয়। ক্রিস্টাল-বিজ্ঞান (Crystallography) ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ও পদার্থ বিদ্যার বিশেষ অধ্যয়নীয় বিষয়।

ক্রিষ্টাল প্যালেস (Crystal Palace)
লনডনের অট্টালিকা, লোহার ঢালাই কাঠামো ও কাঁচের দ্বারা নির্মিত। ১৯২০ উহা সরকারী সম্পত্তি হয়। ১৯৩৬এ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৮৫১এ লনডনের বড় প্রদর্শনীর সময় উহা নির্মিত হইয়াছিল। ১৬০৮ ফুট লম্বা; ২১ একার (৬৪ বিঘা)

জমি জুড়িয়া ছিল। মধ্য স্থলের অংশ কাঁচের, উহা ৩৯০´×১২০ ফুট; উচ্চ ৩৮৪´। ইহার নির্মাণ ব্যয় ১৫,৪০,০০০ পাউণ্ড।

ক্রিসাস্ (Croesus খৃঃ পূঃ ৫৬০—৫৪৬)
পশ্চিম এশিয়ার লিডিয়া (Lydia) রাজ্যের শেষ রাজা। ইনি বর্তমান এশিয়া মাইনর নিজ অধীন করেন; তাঁহার রাজধানী সার্দিসের ঐশ্বর্য্যর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়। পারস্যর রাজা কাইরাস কর্তৃক পরাজিত হন; কিন্তু তিনি নিজ রাজ্য শাসন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইনি কয়মবিসের সহিত মিশর জয়ে গমন করেন। ইনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে এবং শোনা যায় গ্রীক দ্রষ্টা সোলোন ইহার রাজধানীতে একবার আসিয়াছিলেন।

ক্রীড়া (দ্রঃ খেলা)

ক্রীতদাসপ্রথা (Slavery) দ্রঃ দাসপ্রথা

ক্রুইজার (Cruiser)
দ্রুত গতির জন্য যে যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ারী হয় তাহাকে ক্রুঃ বলে। ১৯২২এ ওয়াশিংটনের সন্ধিতে স্থির হয় যে ক্রুঃ দশ হাজার টনের বেশি হইবে না; ১৯৩১এর নৌ-সম্মিলনীতে কোন্ দেশ কয়খানা ক্রুঃ রাখিবেন তাহা স্থির হয়। ইংল্যান্ড ৫৩ জাপান ৩৭, মার্কিন ১৯, ফ্রান্স ১১ খানা ক্রুইজারের মালিক।

ক্রুকস্ (Crookes, Sir William ১৮৩২-১৯১৯)
ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা করেন। ইনি পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন।

ক্রিমিয়ান সমর (Crimean War ১৮৫৪—৫৬)
গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সার্দিনিয়া (ইতালি) তুর্কীর সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ। ১৮৫৩ রুশিয়া মৃতকল্প তুর্কী সাম্রাজ্যের দুইটি প্রদেশ—মলডেভিয়া ও ওয়ালেশিয়া—অধিকার করে; উহার উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীকে পরাভূত করিয়া কনস্টান্টিনোপল অধিকার ও ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বিস্তার। রুশিয়ার এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য ইংরেজপ্রমুখ জাতিরা তুর্কীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সমরে আলমা, বালাক্লাভা, ইন্‌কারমান নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। ইংরেজদের রণবিভাগের বহু গলদ এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়; যুদ্ধে ১৯,৬০০০ ইংরেজ মরে, ইহার মধ্যে ১৫,৭০০ জন ব্যারামে মরে; ফ্লোরেন্স নাইটেঙগেল (দ্রঃ) প্রথম সেবাবাহিনীর ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৬, ৩০ মার্চ প্যারিসে সন্ধি হয়।

ক্রুগার ইভার (Kreuger, Ivar, ১৮৮০—১৯৩২)
সুইডিশ বণিক। প্রথমে স্টকহলমের ইনজিনীয়ার; তৎপরে মার্কিন দেশ, ফ্রান্স ও দঃ আফ্রিকায় নানারূপ কার্য করেন। ১৯০৮এ দেশে ফিরিয়া ব্যবসায় মন দেন ও ১৯১৩এ সুইডিশ ম্যাচ্ কোং স্থাপন করেন। অল্পকাল মধ্যে ৪৩টি দেশের ২৫০টি ম্যাচ ফ্যাকটারীর নিয়ন্তা হইয়া সমগ্র দেশলাই ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লন। ১৯৩২, ১২ মার্চ ইনি রিভলবার গুলিদ্বারা আত্মহত্যা করেন। তদনন্তর জানা যায় যে ক্রুগারের বিরাট ব্যবসার বনিয়াদ অত্যন্ত ভুয়া; বহু অংশীদারের সর্বনাশ হয়।

ক্রুগার (Kruger, Stephen John Paul ১৮২৫—১৯১৪) বুয়র নেতা। জন্মস্থান কেপকলোনী; বাল্যে ট্রান্সভালে গিয়া বাস করেন। ১৮৮০ বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। তারপর ইংরেজদের সহিত আপোষ হয় ও ক্রুগার প্রেসিডেন্ট হন ১৮৮১-১৯০০। ট্রান্সভালের বুয়র যুদ্ধের জন্য তাঁহার দায়িত্ব কিছু ছিল। যুদ্ধান্তে ১৯০০এ নেদারল্যান্ডে পলাইয়া যান। অবশেষে সুইস-দেশে মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার দেহাবশেষ ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে (দ্রঃ বুয়র যুদ্ধ) আনিয়া প্রোথিত করা হয়।

ক্রুজেড্ (Crusade)
যীশু খৃস্টের সমাধিস্থান জেরুসালেম (ফিলিস্তান) খৃস্টান মাত্রেরই পবিত্র স্থান বা তীর্থক্ষেত্র। ৭ম শতকে আরবরা ঐ দেশ গ্রীকদের নিকট হইতে জয় করে, কিন্তু খৃস্টান তীর্থযাত্রী বা অধিবাসীদের উপর কোন উৎপীড়ন করে নাই। ১১ শতকে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিরা পশ্চিম এশিয়ায় আধিপত্য লাভ করে ও তাহারা খৃস্টানের উপর নানাভাবে অত্যাচার করে বলিয়া একটি অভিযোগ উঠে। এশিয়া মাইনরে তুর্কিদের রাজনৈতিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক সম্রাট ভীত হইয়া উঠেন ও ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য সুরু করেন। সেই প্রচার কাযর ফলে পোপ ২য় আর্বান ক্লেরমন্টের সভায় 'জেরুসালেম উদ্ধার খৃস্টানদের পক্ষে অত্যাবশ্যক পবিত্র কর্ম' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১০৯৫এ প্রথম ক্রুজেড্ বা যুদ্ধাভিযান এশিয়ায় যায়। যোদ্ধারা 'ক্রুস' চিহ্ন ধারণ করিত বলিয়া অভিযানের 'ক্রুজেড্' নাম হইয়াছে। ১০৯৯এ জেরুসালেম অধিকৃত হয় ও এক ফরাসী (Godfrey of Bouillon) সেখানকার রাজা হন। ১১৪৬এ ২য় অভিযান যায়; কিন্তু খৃস্টানরা পরাভূত হয়। ১১৮৭ তুর্কিরা জেরুসালেম পুনরায় দখল করে ও ৩য় ক্রুজেড্ সুরু হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ রাজা ২য় রিচার্ড ও তুর্কিদের রাজা সলহুদ্দীন (Saladin) বিশেষ শৌর্যর জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১১৯২এ সন্ধি হয়; উহাতে স্থির হয় জেরুসালেমের পবিত্র স্থানে খৃস্টানদের যাইতে দেওয়া হইবে। ৪র্থ ক্রুজেড্ ১১৯৫-৯৭। ৫ম ক্রুজেড্ ১১৯৯-১২০৩। ৬ষ্ঠ ক্রুজেড্ ১২১৬-২৯। ১২৩৮ জেরুসালেম তুর্কিদের দ্বারা অধিকৃত। ৭ম ক্রুজেড্ ১২৩৯-৪৪; খৃস্টানরা

১২৪১এ জেরুসালেম অধিকার করে। ৮ম ক্রুজেড্; ১২৪৫-৫০ ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুই যুদ্ধে গিয়া বন্দী হন ও বিপুল ধন দিয়া উদ্ধার পান। ৯ম ক্রুজেড্ ১২৬৮-৭২; ফ্রান্সের রাজা নবম লুই যুদ্ধে যান; কার্থেজে প্লেগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২৯১এ মামেলুক তুর্কিরা সীরিয়া ও ফিলিস্তানের সকল খৃস্টীয় প্রভুত্ব ধ্বংস করে। শেষকালকার অভিযানগুলি প্রায়ই স্বার্থপ্রণোদিত বা ধর্মোন্মত্ততা হইতে অনুপ্রেরিত। ক্রুজেডে ইউরোপীয়রা অকথিত বর্বরতা করিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে ইউরোপ বহুবিধ শিল্পকলা, বহুজাতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে।

ক্রুপ (Krupp)

জারমেন বিখ্যাত ইন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানী; কারখানায় রেলওয়ের হইতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস তৈয়ারী হইত। বর্তমানে বহুবিধ কলকব্জা নির্মিত হইতেছে। ফ্রেডারিক ক্রুপ (১৭৮৭-১৮২৬) এই কারখানার স্থাপয়িতা। ইহার পুত্র অ্যালফ্রেড্ ক্রুপ (১৮১২-৮৭) ও তৎপুত্র ফ্রেঃ অ্যাঃ ক্রুপ (১৮৫৪-১৯০২)এর সময় কারখানা বড় হয়। ১৯১৩ সালে এখানে ৮০,০০০ কারিগর কাজ করিত। জারমেনীর বিখ্যাত দূর-পাল্লা কামান এই কারখানায় নির্মিত হয়।

ক্রুস (Cross)

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় (+) ক্রুশ কাঠে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হইত। যীশু খৃস্টকে সাধারণ অপরাধী জ্ঞানে অন্যান্য অপরাধীদের সহিত ক্রুসে বাঁধিয়া হাতে পায়ে পেরেক ঠুকিয়া হত্যা করা হয়। ৪র্থ শতক হইতে এই ক্রুশ খৃস্ট ধর্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। সম্রাট কনস্টান্‌টাইন ক্রুসের উপর হত্যা প্রথা রদ করিয়া দেন ও ক্রুস চিহ্নকে বাদশাহী পতাকায় অঙ্কিত করেন। ভক্তিমান খৃস্টানরা গলায় মালা বা হারের সহিত ক্রুস ঝুলাইয়া রাখে।

ক্রেটার (Crater) কাংস্য মণ্ডল

দঃ আকাশের ক্ষুদ্র তারকাপুঞ্জ। কর্ভাস বা হস্তা নক্ষত্রর পশ্চিমে হাইড্রার উত্তরে অবস্থিত; উজ্জ্বল তারকা নাই। সংস্কৃতে 'কাংস্য মণ্ডল' করা হইয়াছে।

ক্রেপ (Crape)

একপ্রকার কাপড়। কাঁচা রেশমের টানা ও পাকানো সুতার পোড়েন মিশাইয়া বোনা কাপড়। কাঁচা রেশমের মধ্যস্থিত গঁদ জাতীয় একপ্রকার রস সিদ্ধ করিলে বাহির হইয়া যায়। তখন কাপড়ে টান ধরে ও জমিতে ঢেউ খেলানো দেখা যায়। এখন সুতির ক্রেপ হয়।

ক্রেস্‌কোগ্রাফ্ (Crescograph)

স্যর জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত যন্ত্র। ইহার দ্বারা উদ্ভিদের উপর আঘাতের চিহ্ন রেকর্ড হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বহুগুণ বড় করিয়া এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া পরদার উপর দেখান যায়।

ক্রোটন গাছ

বাংলায় পাতা-বাহারের গাছ। নানা জাতের বৃক্ষের কলম করিয়া বিচিত্র রকমের ও বর্ণের পাতার গাছ করা হইয়াছে। ডাল পুঁতিলে গাছ হয়। ইহাতে ফুল বা ফল হয় না।

ক্রোটন তৈল (Croton oil)

জয়পাল বা কনক ফল এই তৈঃ হইতে হয়। দ্রঃ জয়পাল।

ক্রোধ, রাগ (Anger)

ষড়রিপুর অন্যতম। এই রিপুকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি চিরানুগত আইডিয়া বা বদ্ধমূল ভাবনা আছে; আইডিয়াগুলি প্রত্যেকের (hereditary environment) বংশগত প্রভাব বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই আইডিয়ার সঙ্গে অন্য কোন আইডিয়ার সংঘাত হইলে বিরক্তি উৎপাদন হয়; কারণ চিরাভ্যস্ত আইডিয়াগুলির সহিত নূতন আইডিয়ার খাপ না খাইলে মনে Reaction বা প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে; যখন এই প্রকাশের অবদমন (repression) ঘটে, তখন বাহিরের লক্ষণ পরিলক্ষিত না হইলেও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাক্যে বা ব্যবহারে বা উভয়ত উহা আত্মপ্রকাশ করে।...নীতি শাস্ত্রে ক্রোধ রিপুকে দমনের জন্য বারবার উপদেশ দিয়াছে।

ক্রোন (Krone)

অস্ট্রিয়া হাংগেরীর মুদ্রা। ইহার আনুমানিক মূল্য ১০ পেন্স। ১০০ হেলার (heller) = ১ ক্রোন। ১৮৯২এ উহা প্রবর্তিত হয়; ১৯২৫এ উহা রদ করিয়া শিলিং (schilling) চল হয়। নরওয়ে সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডে ক্রোন বা ক্রোনা (Krona) চলিত আছে; ইহার মূল্য ১ শিলিং ১½ পেন্স। ১০০ ওর (Ore) = ১ ক্রোনা।

ক্রোন্‌জে (Cronje, Piet A. ১৮৪০—১৯১১)

দঃ আফ্রিকায় বুয়র সেনাপতি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বুয়র যুদ্ধে যশ লাভ করেন। বন্দী হইয়া সেণ্টহেলেনায় নির্বাসিত থাকেন (১৯০২); পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। জমিদার ছিলেন।

ক্রোপোট্‌কিন (Kropotkin, Prince

১৮৪২—১৯২১) রুশী দেশীয় বিপ্লবী ও লেখক। সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন ও ১৮৬২ সাইবেরিয়ায় সৈন্য লইয়া গমন করেন; সেখানে ভৌগোলিক সার্ভে করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। শেষে

আনার্কিস্ট হইয়া ঐ মত প্রচার করেন। বহুবার ধৃত হইয়া অবশেষে ইংল্যান্ডে পলাইয়া গিয়া বাস করিতে থাকেন (১৮৮৬—১৯১৭)। রুশীয় বিপ্লবের পর দেশে ফেরেন। অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান বইএর লেখক। The French Revolution; Memoirs of a Revolutionary; Fields Factories, ইত্যাদি।

ক্রোমার (Earl of Cromer ১৮৪১—১৯১৭)

১৮৭৭ মিশরের ঋণ মুক্তির সাহায্যের জন্য কমিশনর নিযুক্ত হইয়া যান। ১৮৮০-৮৩ ভারতে বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় অর্থসচিব হন। ১৮৮৩ মিশরে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হইয়া যান ও ১৯০৭ পর্যন্ত ঐ কার্য করেন। মিশরের সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য ইনি দায়ী। ইঁহার নাম এভেলিন বেরিং।

ক্রোমিয়াম (Chromium)

খনিজ পদার্থ। ইহার পরমাণবিক ওজন ৫২'০১; পরমাণবিক ক্রম ২৪; আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬৯২; প্রায় ১৯২০ ডিগ্রী (c) তাপের আঁচে গলে। ১৭৯৭ অব্দে বিজ্ঞানী Vanquelin কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন ও অদাহ্য ধাতু; জলে বাতাসে সহজে নষ্ট হয় না; অন্যান্য ধাতুর সহিত সহজে মেশে। লৌহের সঙ্গে মিশাইয়া বহু প্রকার যন্ত্রপাতি যাহাতে ঘর্ষণ প্রয়োজন হয়, প্রস্তুত হয়। সোভিএট রুশ, তুর্কি, যুগোশ্লাভিয়া, নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ, রোডেশিয়া, দঃ আফ্রিকা, ভারত ও জাপানে ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়।

ক্র্যান্মার (Cranmer, Thomas ১৪৮৯-১৫৫৬)

ইংল্যান্ডের পাদরী। ৮ম হেনরীর (১৫০৯-৪৭) প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পোপের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে সহায়তা করেন। ইঁহার প্ররোচনায় বহু খৃস্টান 'পাষণ্ড' (Heretic) জীবন্ত দগ্ধ হয়। ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময় (১৫৪৭-৫৩) অনেক সংস্কার করেন; কিন্তু মেরীর সময় (১৫৫৩-৫৮) দগ্ধ হন। মেরীর মাতা অ্যানি বোলেনের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান বলিয়া মেরী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ক্লডিয়াস (Claudius) জন্ম খৃ পূ ১০; রোমান সম্রাট খৃ অ ৪১—৫৪। সম্রাট ড্রুসাসের পুত্র; ৫০ বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও জ্ঞান আলোচনায় কাল অতিবাহিত করেন। জ্যেষ্ঠ কালিগিউলার হত্যার পর সৈনিকরা তাঁহাকে সম্রাট করিয়া দেয়। অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং স্ত্রী ও অন্যান্য লোকের পরামর্শ মত চলিতেন। ইঁহার সময়ে বৃটেনের কিয়দংশ অধিকৃত হয়; ইনি স্বয়ং ৪৩ খৃস্টাব্দে তথায় কিছু কালের জন্য যান। তাঁহার স্ত্রী আগ্রিপিনা তাহাকে বিষদ্বারা হত্যা করে। ইঁহার পর নিরো সম্রাট হন।

ক্লাইভ (Clive, Robert ১৭২৫—৭৪)

ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা। আঠার বৎসর বয়সে (১৭৪৪) ঈঃ ইঃ কোম্পানীর সামান্য কেরানীরূপে মাদ্রাজে আসেন। সেখানে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটে; মাঝে একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। ১৭৪৬এ ফরাসী নৌ-সেনাপতি লা-বুর্দোনে মাদ্রাজ অধিকার করেন ও সেই সময়ে ক্লাইভ বন্দী হন; কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সমর্থন হইয়া তিনি কেরানীর কাজ ছাড়িয়া সৈনিক বিভাগে কাজ লন (১৭৪৭)। ইহার পর মেজর লরেন্সের অধীন থাকিয়া তিনি তাঞ্জোরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে যান। ১৭৫১এ তিনি কার্নাটিক নবাবের রাজধানী আর্কোট আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ হন ও ১০,০০০ দেশীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনের উন্নতি ও ইংরেজের দঃ ভারতে মর্যাদা স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করে। ইহার পর অসুস্থ হইয়া তিনি ১৭৫৩এ দেশে ফেরেন। ১৭৫৫এ পুনরায় ভারতে আসেন ও বোম্বাইতে কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেন। এমন সময় সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা-বিজয় ও অন্ধকূপ হত্যার অতিরঞ্জিত সংবাদ মাদ্রাজে পৌছাইলে তথাকার কাউন্সিল ক্লাইভকে সৈন্য সহ বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। ১৭৫৭র প্রথম ভাগে দমদমের যুদ্ধের পর নবাব সিরাজ ইংরেজদিগকে কলিকাতা প্রত্যার্পণ করিলেন ও কলিকাতার দুর্গ নির্মাণের ও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতেও স্বীকৃত হইলেন। এদিকে বাংলাদেশে নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহাতে ক্লাইভ যোগদান করিলেন ও মীরজাফর নবাবের বিনিময়ে ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ইংরেজকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। উমিচাঁদ এই ষড়যন্ত্রর কথা জানিত, সে নবাবকে ফাঁশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়; তখন ক্লাইভ তাহাকে প্রচুর অর্থ দিবার অঙ্গীকারে এক মিথ্যা চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়া দেন; নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন্ এই হীন কার্য করিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভের আদেশে ওয়াটসনের নাম জাল করা হয়, এবং সেই জাল কাগজ উমিচাঁদকে দেওয়া হয়। ১৭৫৭, ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাভূত হইলেন ও ক্লাইভ মীরজাফরকে নবাব বলিয়া মানিয়া লইলেন; ইহার জন্য ক্লাইভ নগদে ২,৩৪,০০০ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বাৎসরিক ৩০,০০০ পাউণ্ড আয়ের একটি জায়গীর লাভ করেন। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ পর্যন্ত তিনি মীরজাফরকে সম্মুখে রাখিয়া দেশ শাসন করিয়া শেষ বৎসর ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান। তিনি পিটের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে বাংলাদেশকে তদ্দণ্ডেই বৃটিশ রাজ্যভুক্ত দেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে। ইহাতে কোম্পানীর পরিচালক ও অংশীদারগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হন। যাহা হউক কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার শাসন ব্যবস্থা এতই অধঃপতিত হইল যে, কোম্পানীর পরিচালকগণ পুনরায়

ক্লাইভকে গভর্নর করিয়া প্রেরণ করিলেন। ক্লাইভ ১৭৬০এ লর্ড উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫তে ক্লাইভ ভারতে ফিরিয়া ঐ বৎসরই মুগল বাদশাহ শাহ আলমের সহিত এলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিয়া কোম্পানীর জন্য বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় দেওয়ানী পদ আদায় করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে কোরা ও এলাহাবাদ জিলাদ্বয় আদায় করিলেন ও ৫০ লাখ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়ের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। অন্যান্য বহু সংস্কার তিনি আরম্ভ করেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরের জন্য তিনি ১৭৬৭ অব্দে ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথায় তাঁহার বিরোধী দল তাঁহার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আনয়ন করে; কিন্তু পার্লামেণ্ট হইতে এক কমিটি তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করে। ক্লাইভের শরীর কথনই ভাল ছিল না; শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসহ্য হওয়ায় তিনি স্বহস্তে নিজ কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া আত্মহত্যা করেন (১৭৭৪, ২২ নভেম্বর)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪৯ বৎসর। শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত আফিম সেবী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্লাইটেম্‌নেসট্রা (Clytaemnestra)

গ্রীক পৌরাণিক গল্পানুসারে টিন্‌ডারিউস্‌ ও লেডার কন্যা; ইনি কাস্টর, পোলক্স, হেলেনার ভগ্নী; স্পার্টার রাজা আগামেমননের পত্নী ও ইফিজেনিয়া প্রভৃতির জননী। ট্রয় যুদ্ধোপলক্ষে আগামেমননের অনুপস্থিতকালে ইনি অসতী জীবন যাপন করেন ও আঃ ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে হত্যা করেন। পরে নিজ পুত্র ইঁহাকে হত্যা করিয়া পিতৃহত্যার শোধ গ্রহণ করে। গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিস এই আখ্যানগুলি লইয়া আগামেমনন, ইফিজেনিয়া নামে নাটক লেখেন।

ক্লার্ক (Clerk)

বাংলার কেরানী ও বাবু শব্দ প্রতিশব্দর ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ক্লার্ক শব্দ গ্রীক্‌ Klyros, লাতিন Clericus হইতে। ইউরোপে মধ্যযুগে খৃস্টান চার্চের সেবক বুঝাইত। রিফর্মেশনের পর যেসব লোক দীক্ষা, বিবাহাদির সময় সাহায্য করিত, তাহাদের ক্লার্ক বলিত। বর্তমানে ইহা আদালত, অফিসের কেরানীকে বুঝায়; উকিলের মুহুরীকেও ক্লার্ক বলে। কেরানী শব্দ, পোর্তুগীজ escrevento শব্দের অপভ্রংশ হইয়া 'কিরন্টা', কিরানী, কেরানী রূপ পাইয়াছে। এ দেশে সরকারী অফিসের 'কেরানী' লইবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়।

ক্লাসিক্স্‌ (Classics)

লাতিন শব্দ, অর্থ 'প্রথম শ্রেণীর'। ইউরোপে 'ক্লাসিকস' বলিতে লাতিন, গ্রীক গ্রন্থকারদের সেরা বই বুঝায়। এখন এই শব্দ সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের অর্থে এদেশেও ব্যবহৃত হয়, যেমন Classical Sanskrit Literature। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ঘেঁসা স্টাইলকে 'ক্লাসিকাল স্টাইল' বলা হয়।...কলিকাতায় ক্লাসিক্‌স্‌ থিয়েটার ছিল। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের সুরকে 'ক্লাসিকাল মিউজিক' বলা হয়।

ক্লিওপেট্রা (জঃ ৬৯ ; রানী ৫১—৩০ খৃপূ)

মিশরের প্টলেমি বংশীয় শেষ অধীশ্বরী। ৫১ খৃঃ পূর্বে ইঁহার ভ্রাতার সহিত যুগলভাবে সিংহাসনারূঢ় হন। পিতার ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাহাদের বিবাহের কথা ছিল; কিন্তু ১৪শ প্টলেমি ভগ্নীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে জুলিয়াস সীজার পম্পেকে অনুধাবন করিয়া আলেকজেন্‌ড্রিয়াতে উপস্থিত হন; তখন ক্লিঃ সীজারের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার প্রেমিকারূপে তাঁহার সহিত বাস করেন। প্টলেমির সিংহাসন লইয়া অনেক বিবাদ হয় ও শেষ পর্যন্ত ক্লিঃ সীজারের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরের রানীরূপে ঘোষিত হইলেন। তৎপূর্বে তাঁহার ভাগীদার ভাই প্‌টলেমিকে হত্যা করিয়া সীজারের ঔরসজাত পুত্রকে ভবিষ্যৎ রাজা বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সীজারের মৃত্যুর পর ক্লিঃ মার্ক অ্যাণ্টনিকে তাঁহার রূপের দ্বারা বিমোহিত ও বশ করেন। অ্যাণ্টনি অক্টেভিয়াসের (অগস্টাস) ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লিঃর মোহে তাহাকে ত্যাগ করিয়া মিশরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে (খৃপূ ৩১) অ্যাণ্টনি ও মিশরীয় বাহিনী অগস্টাসের দ্বারা পরাজিত হইলে অ্যাণ্টনি আত্মহত্যা করেন ও কিছু পরেই ক্লিঃ আত্মহত্যা করেন। অ্যাঃ ও ক্লির কাহিনী লইয়া শেক্‌সপীয়ারের একখানি নাটক আছে।

ক্লীবত্ব (দ্রঃ নপুংসক)

ক্লেভারিং (Clavering, Sir John ১৭২২—৭৭)

১৭৭৪এ রেগুলেটিং অ্যাকটানুসারে ভারতের শাসন বিষয়ে যে পরিষদ সৃষ্ট হয়, ইনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইংল্যান্ডে ইনি সমর বিভাগে কাজ করিতেন ও ১৭৭৪এ বেঙ্গল সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। ক্লেভারিং প্রমুখ চারিজন সদস্য এই অ্যাক্ট অনুসারে গভর্নর জেনারেল ওঃ হেস্টিংসের প্রথম মন্ত্রনাদাতা নিযুক্ত হন। ইনি হেস্টিংসের বিরোধী ছিলেন।

ক্লেমঁসো (Clemenceau, Georges ১৮৪১—১৯২০) ফরাসী রাষ্ট্রনীতিক। ১৮৭১ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সভ্য; '৭১—'৭৬ প্যারিসের মুন্সিপাল কর্মী; '৭৬—'৯৩ চেম্বার অব্‌ ডেপুটির সদস্য। বহু পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক। ১৯০২—০৬ সেনেটর; ১৯০৫এ অভ্যন্তরের মন্ত্রী; ১৯০৬—০৯ প্রধান মন্ত্রী। নয় বৎসর গবর্নমেণ্টের সমালোচক

(opposition) দলে ছিলেন। ১৯১৭এ মহাসমরের সময়ে পুনরায় মন্ত্রী পরিষদে আহূত হন। যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধির দলিল রচনা করেন। ১৯২০এ রাজনীতি হইতে অবসর লইয়া সাধারণ নাগরিকরূপে শেষ জীবন যাপন করেন।

ক্লোম (Bladder) ; **ক্লোমশাখা** (bronchus)

শরীর বিজ্ঞানে এই শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত হয় ; যথা পিত্তকোষ, যকৃৎ, জলাধার, ফুসফুস, পিপাসা-স্থান ইত্যাদি। আধুনিক পরিভাষায় bronchusকে ক্লোমশাখা বলা হয় ; কণ্ঠনালী (trachea) ফুসফুসের নিকট পর্যন্ত গিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ক্লোমশাখায় পরিণত হয় এবং দুইটি ক্লোমশাখা দুই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। দুইদিকে অগ্রসর হইতে হইতে ইহা ক্রমশ গাছের ডালপালার মত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইতে থাকে এবং ক্রমে এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে কৈশিকের মত উহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। ইহার সূক্ষ্মতম অংশের নাম ব্রংকিওল (bronchioles)। ইহা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহাকে ইনফান্ডিবুলাম (infundibulum) বলে ; ইহার মধ্যে বায়ুকোষ (alveoli) থাকে। এই বায়ুকোষগুলি লইয়া ফুসফুস গঠিত। (দ্রঃ ফুসফুস)

ক্লোরিন (Chlorine)

রাসায়নিক পদার্থ (element) ; পরমাণবিক ওজন ৩৫·৫। ধূসর পীত বর্ণের গাঢ় গুরু গ্যাসের ঘ্রাণে দম বন্ধর মত হয়। ইহা সহজেই নানাপ্রকার ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার মিশ্রধাতু বা ক্লোরাইড্ সৃষ্টি করে। হাইড্রোজেনের সহিত মিশিলে ইহাতে বর্ণ-বিকৃতি গুণ বর্তায় অর্থাৎ ব্লীচিং ক্ষমতা প্রস্তুত হয়। সুতা প্রভৃতি শাদা করিতে কাজে লাগে। দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য ক্লোঃ ব্যবহৃত হয়। সোডিয়ামের সহিত ক্লোরিন মিশিলে আমাদের ব্যবহার্য লবণ (Sodium chloride) প্রস্তুত হয়। ইহা মুক্ত অবস্থায় কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার গ্যাস বিশুদ্ধ অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে তখনই মৃত্যু হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform)

উদ্বায়ী, গুরু, বর্ণহীন, সুগন্ধ, মিষ্ট, তরল রাসায়নিক। ব্লীচিং পাউডার বা চুনমিশ্রিত ক্লোরিন (দ্রঃ) ও অল্‌কোহল বা অ্যাসিটোন্ সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয় ; পরে সালফিউরিক আসিডের সাহায্যে অপরিষ্কার অংশ সাফ করা হয়। এই ঔষধ চিকিৎসকরা দেহের অংশকে অবশ করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ইহার সাহায্যে রোগীর চেতনা লুপ্ত করিয়া কঠিন অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৮৩১এ Soubeiran ও ১৮৩২এ Liebig কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত। ১৮৪৮এ স্যর জেমস্ সিম্‌প্‌সন অস্ত্রচিকিৎসায় প্রথম ব্যবহার করেন।... হালকা মুখোশ-মত জিনিসের মধ্যে ক্লোঃ ভরিয়া মুখের উপর ধরিলে অল্প ক্ষণের মধ্যে রোগীর চেতনা লোপ হয়। ক্লোঃ দিবার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুক্ষণ আপনা হইতে নড়েচড়ে ; পরে তাহাও বন্ধ হয়, তবে হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিক চলে। এই অচেতন অবস্থায় অস্ত্রোপচার হয়। ২৫০০ করা ১টী মৃত্যু হয়। জ্ঞান ফিরিবার পর কোন কোন ক্ষেত্রে বমি হয়।

ক্ষতিপূরণ (Compensation)

কোন ক্ষতি বা আঘাত, অঙ্গহানি প্রভৃতির জন্য যে অর্থ দিতে হয় তাহাকে কম্‌পেন্‌সেশন বলে। কাহারো সম্পত্তি বা আসবাবপত্র নষ্ট করিলে, কাহারো জমি বা বাড়ী গভর্নমেণ্টের সাহায্যে (যেমন ল্যান্‌ড্ অ্যাকুইজিশন্, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি ব্যাপারে) গ্রহণ করিলে তাহার জন্য মালিককে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে হয়। ট্রেন, ট্রাম প্রভৃতিতে দুর্ঘটনা ঘটিলে কোম্পানী (বা গভর্নমেণ্ট) আহত ব্যক্তিকে বা মৃতের ওয়ারিশকে তাহার জীবনের মূল্যানুপাতে টাকা দিতে বাধ্য থাকেন।... কলকারখানার শ্রমিকদের আঘাত ও মৃত্যুর জন্য মিল-মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকেন ; অবশ্য ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে আঘাত বা মৃত্যু শ্রমিকের অনবধানতার জন্য হয় নাই, মালিকের কলকব্জার অব্যবস্থার জন্য হইয়াছে। গ্রেটবৃটেনে ১৯২৯এ ৪,৬৫,৯৮৮ ব্যক্তিকে ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।... ভারতবর্ষে ১৯২৩এ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইন পাশ হয়, অবশ্য এ আইন বৃটিশ আইনের অনুরূপ। ১৯৩৫এ ভারতের সকল শ্রেণীর কারখানার ২০,৯৭৫ ব্যক্তি সর্বসমেত ১১,৬০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। এবিষয়ে বহু বিস্তারে আইনে ব্যবস্থা আছে। (দ্রঃ Indian Year-Book 1937-38 P 531-3

ক্ষত্রপ (Satrap)

পারসিক শব্দ ; অর্থ শাসনকর্তা। ভারতবর্ষে শকরা আসিয়া যখন রাজ্যস্থাপন করেন, তখন ঐ উপাধি ব্যবহার করিত, যেমন মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন। গ্রীকরা ইহাকে Satrap বলিত। আর্যশব্দ 'ক্ষত্র'র অর্থ 'শাসন,' যাহা হইতে সংস্কৃত 'ক্ষত্রিয়' হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বর্ণের অন্যতম। দেশরক্ষা, যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম। সেইজন্য পর-যুগে যে-কেহ রাজা হইয়াছে সেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ; রাজপুতানার ক্ষত্রিয়রা শক জাতীয়, উহাদিগকে ক্ষত্রিয় আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে কোচবিহার, ত্রিপুরার রাজারা ক্ষত্রিয় রাজবংশে বিবাহাদি করিতেছেন। বাঙলার কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বলিয়া

পরিচয় দিতেছে। পৌরাণিক মতে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু হইতে উদ্ভূত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অসংখ্য শাখা আছে।

ক্ষপণক

লোক প্রবাদ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম; বৈয়াকরণ ও আভিধানিক বলিয়া জনশ্রুতি।... জৈন দিগম্বর সন্ন্যাসীদিগকে ক্ষপণক বলিত, কারণ তাহারা কোন প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত না।

ক্ষয় রোগ (Consumption)

দ্রঃ যক্ষা বা টিউবারকুলসিস্।

ক্ষার (Alkali)

কতকগুলি ধাতু অক্সিজেন বা অম্লজানের সহিত মিশিয়া যে যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকে কেমিস্ট্রিতে সাধারণত base বলা হয়; ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি জলে দ্রবীভূত হয়, সেই তরলকে Alkali বলে। কলাগাছের বাসনা বা পাতা পোড়াইলে যে ছাই পাওয়া যায় তাহার মধ্যে, পাথুরে চুনের জলের মধ্যে ক্ষার আছে। ক্ষার কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া উহাকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে; সেইজন্য হাতে লাগিলে হাতের চামড়া কুচকাইয়া যায়। যে সোডা (Soda) বা সাজিমাটি (Fuller's Earth) দিয়া কাপড় সিজানো হয় তাহাতেও ক্ষার আছে বলিয়া কাপড় সাফ হয়। তৈল জাতীয় পদার্থের সঙ্গে ক্ষার মিশাইলে সাবান হয়।

ক্ষিতিজ (Horizon); ক্ষিতিজরেখা (Horizontal line) পৃথিবী ও আকাশ যে সীমান্তে বৃত্তাকারে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাকে 'ক্ষিতিজ', 'দিকচক্রবাল', দিক সীমানা বলে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭)

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও লেখক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র। ১৮৮০তে বি.এ. পাশ করেন। ইনি আজীবন সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ সেবা করিয়াছিলেন; বহু গ্রন্থের লেখক;—'অভিব্যক্তিবাদ' পাশ্চাত্য Evolution সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত বাঙলা গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ—'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ', 'আর্যনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা,' 'রাজা হরিশ্চন্দ্র,' 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি,' 'শিক্ষা সমস্যা ও কৃষ্টি,' 'ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি', 'কলিকাতায় চলাফেরা' ইত্যাদি। বহু বৎসর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক।

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মহারাজা (১৮৬৮-১৯১০)

কৃষ্ণনগরের জমিদার; মহারাজা বাহাদুর সরকারী খেতাব পাইয়াছিলেন। মহারাজা সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রানী ইঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্র।

ক্ষিপ্ততা (Mania দ্রঃ উন্মাদ)

ক্ষীরণী, খিরকে জুড় (Mimusops hexandra)

বকুলাদিবর্গের তরু। পাতা চকচকে, বকুলের মতন; ফুল ছোট, আপাণ্ডুর। ফল আধ ইঞ্চি লম্বা; একবীজ। ফলে দুধ বা শাদা আঠা থাকে; পাকা ফল মানুষে খায়। বর্ষাকালে পাকে। এদেশের বাগানে দেখা যায়। কাঠ শক্ত। (যোগেশ; Chopra 507)

ক্ষীরস্বামী

অমরসিংহ বিরচিত কোষ গ্রন্থের টীকাকার। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সমকালীন (৭০০ শকের পূর্বে)।

ক্ষীরাই, ক্ষীরী

ক্ষুহি আদি বর্গের বর্ষায়ু অকেজো শাক; ঘাসের মধ্যে জন্মে; ডাঁটা পাতা ভাঙ্গিলে দুধ বাহির হয়। বড় ক্ষীরী (Euphorbia pilulifera) সোজা গাছ, পাতা খর-লোমশ, শিরা স্পষ্ট। ছোটক্ষীরী (E. microphylia) লতানিয়া গাছ, পাতা ছোট, শিরা দেখা যায় না। দেশী ঔষধে উভয়বিধ শাকই ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ; Chopra 488)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩—১৯২৭)

২৪-পরগণা খড়দহে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা জেনারেল এসেমব্লীর (বর্তমান স্কটিশচার্চ্স্ কলেজ) বিজ্ঞান-অধ্যাপক (১৮৯৩-১৯০২)। নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া ঐ কাজ ছাড়েন। আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, সাবিত্রী, পলাশীর, প্রায়শ্চিত্ত, রঞ্জাবতী, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, নন্দকুমার, চাঁদবিবি, দাদা ও দিদি, আলমগীর, গুহামুখে, নিবেদিতা, নরনারায়ণ প্রভৃতি রচয়িতা। ১৩১৬ 'অলৌকিক রহস্য' নামে থিওজোফিক্যাল পত্রিকা বাহির করেন। উহা উঠিয়া যায়। ম্যাডান থিয়েটারে ৫০০৲ বেতনে নাট্যকার নিযুক্ত হন। স্বদেশীযুগে 'প্রতাপাদিত্য' তাঁহাকে যশস্বী করে। ১৩৩৪ আষাঢ় মাসে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine)

অন্ত্রের দীর্ঘতর অংশ (দ্রঃ অন্ত্র); ইহা লম্বাভাবে ধরিলে প্রায় ২১ ফুট হয়। পাকস্থলীর নির্গমদ্বার বা পাইলোরাস (Pylorus) হইতে ইহার আরম্ভ এবং ডান দিকের তলপেটের কাছে ইলিও-সিকাল (Ileo-caecal valve) নামক কপাটিকায় শেষ হইয়াছে; সেখান হইতে বৃহদন্ত্র আরম্ভ। ক্ষুদ্রান্ত্রের উচ্চাংশে পরিপাক ক্রিয়া ও নিম্নাংশে খাদ্যের সার পদার্থ শোষিত

হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে। ইহার মাংসপেশী-গুলি এমনভাবে গঠিত যে ইহা মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়; ফলে খাদ্যবস্তু কতকটা আগাইয়া যায়। এই অন্ত্রের ভিতর দিকের ঝিল্লীতে অসংখ্য গ্ল্যান্ড বা গণ্ড আছে এবং সেগুলি হইতে জারক রস নির্গত হইয়া খাদ্যে পড়ে।...পাইলোরাস্ হইতে ৪ ইঞ্চি তফাতে এক নলী দিয়া যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের মিশ্রিত রস আসিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে পড়িতেছে। অন্ত্রের এই অংশ মানুষের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ক্ষেতপাপড়া (দ্রঃ খেতপাপড়া)

ক্ষেত্রফল (Area) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

কোন রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানের পরিমাণকে উহার ক্ষেত্রফল বা কালি বলে।...একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের পরিমাণকে বিস্তারের পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে গুণফল উহার ক্ষেত্রফল। দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ক্ষেত্রফল। (দ্রঃ আয়তন)

ক্ষেত্রলাল চক্রবর্তী (মৃঃ ১৩০৯)

বাংলা গ্রন্থকার। ১১০০ সালে শোভাবাজার রাজবাটীতে The Bengal Academy of Literature নামে সভা স্থাপন করেন। চন্দ্রনাথ, সরলা, কৃষ্ণা, তিঙ্গুলা প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িতা। কোন কোন উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ হয়।

ক্ষেত্রমিতি (Mensuration)

জ্যামিতির একটি শাখা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ প্রভৃতির মাপজোক ইহার প্রধান অধীতব্য বিষয়। বাংলার ক্ষেত্র-মাপিবার কাঠাকালি, বিঘাকালি ইহার অন্তর্গত। সমতল ও কঠিন পদার্থের কালি করিবার কতকগুলি নিয়ম (formula) আছে। কয়েকটি উদাহরণ—ত্রিকোণা-কাঁচ (Prism)এর আয়তন = base বা তলদেশের area × উচ্চতা। কোনাগ্র জিনিস (cone)—base বা তলদেশের ⅓ আয়তন × উচ্চতা। বৃত্তের আয়তন = ব্যাস × ৩·১৪১...।

ক্ষেমরাজ

কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত: অভিনবগুপ্তের শিষ্য; 'স্পন্দনির্ণয়,' 'স্পন্দ-সন্দোহ' প্রভৃতি ৭ খানি গ্রন্থ ও স্বীয় অধ্যাপকের ৫ খানি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ১১ শতকের লোক।

ক্ষেমানন্দ, ক্ষমানন্দ দাস (১৪৯৫)

সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থকার। জন্মস্থান বর্ধমান-ইষ্টকাপুর; পিতা রঘুনন্দন; জাতি কায়স্থ। 'ন্যায়রত্নাকর', 'তত্ত্বসমাস ব্যাখ্যা' নামে সংস্কৃতগ্রন্থ ও 'মনসার ভাসান' বাংলা কাব্য রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ কেতকাদাসের সাহায্যে রচিত হয়।

ক্ষেমেন্দ্র বেদব্যাস (১০৪০ খৃঅঃ)

কাশ্মীর দেশীয় সংস্কৃত কবি। পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র; ইনি নানা প্রকার সৎকর্মে তিনকোটি টাকা ব্যয় করেন। ক্ষেমেন্দ্র অভিনব গুপ্তের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন ও কাশ্মীর রাজ অনন্তের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা; বৃহৎকথা মঞ্জরী, রামায়ণ মঞ্জরী, ভারত মঞ্জরী, অবদান কল্পলতা প্রভৃতি ৩৬ খানি গ্রন্থ। অবদান কল্পলতায় বৌদ্ধ জাতক গল্প বর্ণিত। ইহার শেষে সামান্য অংশ তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর রচনা করে। অবদান কল্পলতা তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ক্ষেমীশ্বর

সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক রচয়িতা। গ্রন্থখানি বাঙলার পাল বংশীয় মহীপালদেবের আদেশে রচিত (১০১৫)। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

ক্ষৌনীশচন্দ্র রায়, মহারাজ (১৮৯০—১৯২৮)

কৃষ্ণনগরের জমিদার; মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের পুত্র। নদীয়া জিলাবোর্ডের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান; বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য; অধ্যক্ষ সভার (Executive Council) সদস্য। ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠমাসে ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

খ

(সংস্কৃত-লাজ)
বিশেষ কয়প্রকার ধান শুকনো বালির খোলায় ভাজিলে ফুটিয়া খই হয়। খই লঘু পথ্য বলিয়া কবিরাজরা রোগীকে খাইতে বলেন। খই-এর মণ্ড রোগীর খাদ্য। খইচুর, মুড়কি প্রভৃতি খাদ্য তৈয়ারী হয়। শুভকার্যে খই ছড়ানো হয়।...'উড়ো খই গোবিন্দায় নম' প্রবাদবাক্য আছে। একটি খই উড়িয়া যাইতে দেখিয়া কোন ধর্মপিপাসু কৃপণ ঐ খইকে গোবিন্দ বা হরিকে উৎসর্গ করিল; সে ভাবিল বে-খরচায় পুণ্য হইবে। বিনা ক্লেশে কর্ম-সম্পাদন অর্থে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।...খই-এ বন্ধন বা লাজবন্ধন ন্যায়। এক ব্যক্তি একটি খুঁটির দুই পাশে দুইটি হাত দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া খই লইল; তারপর দেখে হাত সরাইলে খই পড়ে, খুঁটি সরাইলে ঘর পড়ে; উভয় সঙ্কট অর্থে প্রযুক্ত হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

খইয়া গোখুরা
Cobra de capello; ধূসরবর্ণের সাপ। (দ্রঃ গোখুরা)

খইয়া-দইয়া শাক (Pupalia atropurpurea)
বর্ষায়ু শাক; পাতা অভিমুখী, সবৃন্ত, অণ্ডাকার। শাখা ত্রিধা বিভক্ত। (যোগেশ)

খইল (দ্রঃ খোল, খৈল)

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর
বাংলার লেখক ও অধ্যাপক। জন্ম ১৮৮০; যশোহর ধুলগ্রাম জন্মস্থান; পিতা দীননাথ। ১৮৯৯এ এম.এ. পাশ করিয়া ১৯২৮ পর্যন্ত সরকারী কলেজের অধ্যাপক। তদনন্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-পরিদর্শক ও ১৯৩২ হইতে 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক। ১৯৩৬এ নরওয়ের আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ববিষয়ক সভায় যোগ দেন। গ্রন্থকার:—'বিবিবউ', 'কানের দুল', 'সুখ দুঃখ'। দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ, কীর্তন গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; স্বয়ং সুগায়ক।

খ-গোল (The Celestial sphere)
রাত্রিকালে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকাইলে উহাকে জ্যোতিষ্ক মণ্ডিত একটি বৃহৎ গোলার্ধের ন্যায় মনে হয়। এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডিত গোলার্ধ যে বিশাল গোলকের অর্ধাংশ, সেই বিশাল গোলককে বলে খ-গোল।

খচ্চর (Mule)
গর্দভ পিতা ও ঘোটকী মাতার গর্ভ-জাত প্রাণী। ইহারা আকারে অনেকটা ঘোড়ার মত, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও একগুঁয়েমিতে গর্দভের মত। ইহারা প্রায় রোগশূন্য হয়; সমর বিভাগে ভারবাহী জন্তু হিসাবে খচ্চর ব্যবহৃত হয়। স্পেন ও ফ্রান্সের বড় জাতের গর্দভী-জাত খচ্চর বিখ্যাত। ঘোটক পিতা ও গর্দভী মাতার গর্ভজাত প্রাণী তেমন সবল হয় না। খচ্চরের সন্তান হয় না।

খঞ্জন পাখী (Wagtail : Motacilla)
এই পাখী তাহাদের দীর্ঘ পুচ্ছ অনবরত নাড়ে; শীতকালে বাংলাদেশে দেখা দেয়, গ্রীষ্মকালে শীতের দেশে চলিয়া যায়। দুই জাতের পাখী আছে (১) ভুঁই খঞ্জন; কৃষ্ণবর্ণ, বুক শাদা, প্রায় বারো আঙ্গুল লম্বা; (২) হলুদা খঞ্জন—পীতবর্ণ, ৯।১০ আঙ্গুল লম্বা হয়। ইহারা গাছে বাসা বাঁধে না। ডিম ফিকে সবুজ; পোকা মাকড় আহার। গলার স্বর মিষ্ট (জগদানন্দ রায়, বাঙলার পাখী ৩৪; যোগেশ)। এই পাখী অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ও বাংলা কবিরা 'খঞ্জন-নয়ন,' 'খঞ্জন জিনিয়া আঁখি' প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করিয়া থাকে।

খট্টাশ (Felis chaus)
বিড়াল হইতে কিছু বড় বন্য হিংস্র জন্তু। রোগাটে, মাথা ছোট, পিঠ কালো, লেজ ছোট জন্তু; গ্রামের জঙ্গলে ইহারা বাস করে; পাখী মাছ কাঁকড়া প্রভৃতি শিকার করিয়া খায়। গন্ধ-গোকুল খট্টাশ নহে। (দ্রঃ যোগেশ)

খড় (Straw)
ধান বা তজ্জাতীয় শস্য ঝাড়িয়া লইবার পর যে তৃণ বা ঘাস অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে খড় বলে। খড়কে বিচালিও বলে। ইহা গবাদির খাদ্য ও রাঢ় অঞ্চলে ঘর ছাইবার প্রধান উপাদান। খড় পাকাইয়া 'ভড়' বানাইয়া ধান রাখিবার 'মরাই' তৈয়ারী হয়।...কাগজের কলে খড় পচাইয়া স্ট্র-বোর্ড (straw board) প্রস্তুত হয়।...ইউরোপে অন্য তৃণের অভাবে খড়

ক্বচিৎ গৃহপালিত পশুকে দেওয়া হয় অথচ আমাদের দেশে খড়ই গরুর প্রধান খাদ্য। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার প্রায় নাই; সেখানে এই শুকনা খড় গরুকে কখনো খাইতে দেয় না। উহা পুড়াইয়া ফেলা হয়। বাংলাদেশে এক বৎসর ইহার দাম ৩২৲ কাহন হইতে দেখিয়াছি; সাধারণত ৩।৪৲ কাহন বিক্রয় হয়। খড়ের গাদাকে 'পালুই', ও একগুচ্ছ খড়কে 'আঁটি' বলে।

খড়ি (Chalk)

এক প্রকার চুনা পাথর (lime stone)। পৃথিবীর আদিম যুগে শামুকের বহিরাবরণ বা খোলা জমা হইয়া সামুদ্রিক জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয় ও পাহাড়-প্রমাণ জমা হইয়া উঠে; ভূকম্পনাদির ফলে মাটির উপর ঐ পাহাড় উঠিয়া পড়ে। ইংল্যান্ডে খড়ির বিখ্যাত পাহাড় আছে। খড়ির মধ্যে চকমকি পাথর থাকে। খড়ি অত্যন্ত তাপের দ্বারা পুড়াইলে 'পাথুরে চুন' হয় ও উহাতে জল দিলে সাধারণ চুন হয়। (চুন দ্রঃ)। সিমেন্ট প্রস্তুতের জন্য ইংল্যান্ডে প্রচুর খড়ি ব্যবহৃত হয়। সোডাওয়াটার, অইল ক্লথ প্রভৃতি তৈয়ারীতে খড়ির প্রয়োজন হয়; লিখিবার খড়ি কৃত্রিম উপায়ে চুন হইতে তৈয়ারী হয়। আমাদের দেশে খড়ি বিদেশ হইতে আমদানী হয়। আজকাল এদেশে লিখিবার খড়ি তৈয়ারী হইতেছে।

খণ্ড, অংশ (Segment of a line)

(দ্রঃ অন্তর্বিভক্ত) জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

খড়কেবাটা মাছ, রাইগ (Cirrhina reba)

মৃগেল জাতীয় মাছ। ৪-৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। নদী মাছ।

খণ্ডায়ৎ

উড়িষ্যার যোদ্ধৃ জাত; ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করে।

খত, তমসুক্, বন্ধক পত্র (Bond)

টাকা হাওলাত করিবার সময়ে অধমর্ণ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত, উপযুক্ত স্ট্যাম্প-সমন্বিত কাগজের উপর সর্তাদি 'লেখা পড়া' করিলে উত্তমর্ণ টাকা দেয়। ঐ কাগজ সহি হইবার তিন মাসের মধ্যে রেজেস্ট্রারী অফিসে যথাযথ ফী দিয়া রেজেস্টারী করিতে হয়। তিন বৎসর খতের মেয়াদ; তৎপরে উহা পচিয়া যায়; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে টাকা কিছু উশুল হওয়া চাই। পুনরায় নূতন খৎ করিতে পারা যায়। খতের পিছনে তিন বৎসরের মধ্যে (কোন কোন ব্যাপারে বারো বৎসর) কোন উশুল জমা না থাকিলে সমস্ত টাকাই তাঁবাদি হয়, অর্থাৎ পাওনাদার ঐ টাকা পায় না। (দ্রঃ রেজিষ্টেশন, স্ট্যাম্প)। ১০ টাকা পর্যন্ত ৶০ ; ১১-৫০৲য় ।৵০ ; ৫১৲—১০০৲য় ৸০ ; ১০১৲—২০০৲য় ১॥০ স্ট্যাম্প লাগে। ইহার পর প্রতি ১০ টাকায় ৸০ হিঃ বাড়িবে। ৯০১৲-১০০০৲য় ৭॥০ ; ১ ৲ হইতে তদূর্ধে প্রতি ৫০০৲ বা তন্ন্যূন টাকার উপর ৩৸০ স্ট্যাম্প দিতে হয়।

খদ্দর (Khaddar)

মোটা কাপড়; চরকা-কাটা সুতা হাতে-চলা তাঁতে তৈয়ারী কাপড়কে খদ্দর বলে। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০এ অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের সময়ে ঘোষণা করেন যে ভারতের দরিদ্র লোকের অন্নসমস্যা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর খদ্দর ব্যবহার করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক লোক দৈনিক অবসর সময়ে চরকায় সুতা কাটিলে এবং ঐ সুতা গ্রামের তাঁতিকে দিয়া বুনাইয়া লইলে নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড় পাইতে পারে। ইহার দ্বারা যে কেবল বিদেশী আমদানী বস্ত্র কমিবে তাহা নহে, দেশের মধ্যে কখনো কাপড়ের অভাব হইবে না; তা ছাড়া সুতা তৈয়ারী হইতে আরম্ভ করিলে তুলার চাষও বাড়িবে। কাপড়ের কল করিতে হইলে বহু লক্ষ টাকা লাগে এবং সে-টাকা বিদেশে যায়। প্রায় ২০ বৎসর এই আন্দোলন চলিতেছে। কন্‌গ্রেস গভর্নমেন্টসমূহ সরকারী নানা কাজে খদ্দর ব্যবহার আবশ্যিক করিয়াছেন। (Richard Gregg, Economics of Khaddar)

খনা

(১) প্রবাদমতে ইনি সিংহলের রাজকন্যা। জ্যোতির্বিদ বরাহের সিংহল-প্রবাসী পুত্র মিহিরকে বিবাহ করিয়া উজ্জয়িনীতে ফেরেন ও শ্বশুরের ঘরে বাস করেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধে খনার অসাধারণ জ্ঞান অচিরে রাজা বিক্রমাদিত্যের গোচর হয়; তিনি তাহাকে রাজসভায় স্থান দেন। ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া বরাহ পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে বলেন; খনা এই আদেশ শুনিয়া স্বেচ্ছায় জিহ্বা কাটিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (২) বাঙলাদেশে চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে খনা নামে কোনো জ্যোতিষী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। 'খনার বচন,' নামে চলতি প্রবাদবাক্য আছে। খনা স্ত্রী কি পুরুষ জানা যায় না। কৃষি-সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব 'খনার বচন' বলিয়া চলে; যেমন, 'আট হাত অন্তর, এক হাত বাই, কলা গাছ পোঁত রে চাষা ভাই।' 'ষোল চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা, তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।'

খনি (Mines)

কয়লা ও নানাবিধ খনিজ পদার্থ ভূগর্ভে বা ভূপৃষ্ঠে অথবা পর্বত মধ্যে পাওয়া যায়; মাটি খনন করিয়া যাহা তোলা হয়, তাহাকে সাধারণত খনিজ বলা হয় (mineral); সকল খনিজ ধাতু (metal) নহে। বহু যুগ হইতে মানুষ তাম্র, লৌহ,

স্বর্ণ, প্রভৃতি খনিজ মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে এইসব কাজ চলিতেছে। যেখানে খনিজ পর্বত-প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন লৌহপ্রস্তর (iron-ore), সেখানে উহা কাটা সহজ। অল্প নীচে খনিজ থাকিলে উপরের মাটি সম্পূর্ণ সরাইয়া পুকুরের মতো করিয়া খনিজ সংগৃহীত হয়, যেমন ছোটনাগপুরের অভ্রখনি। মাটির নীচে খনিজ থাকিলে ঢালু পথে ভূগর্ভে নামা হয়। কিন্তু গভীরতর স্তর হইতে খনিজ সংগ্রহ করিতে হইলে কূপের ন্যায় গর্ত করিয়া নামিয়া যাইতে হয়। কূপের মধ্যে নামিয়া চারিদিকে সুড়ঙ্গ করিয়া খনিজ কাটা হয়। খনির মধ্যে নামিবার জন্য খাঁচা আছে, কলের সাহায্যে উঠা-নামা করে। খনির মধ্যে নির্মল বায়ু প্রবেশের ও দূষিত বায়ু বাহির করিবার এবং জল পাম্প করিবার জন্য বহু বিজ্ঞানসম্মত কলকজার ব্যবস্থা আছে। অনেক খনির মধ্যে বিজলি বাতি থাকে ও খনিজ কূপের মুখে আনিবার জন্য ট্রলি গাড়ী বিদ্যুতশক্তিতে চলে। দূষিত বায়ু প্রভৃতি বাহির করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বহু নিয়ম আছে; সেগুলি পালন না করিলে খনি দুর্ঘটনা হয়। ১৯৩৬এ ভারতের সকল প্রকার খনিতে ১৪৮৮ জন আহত হয় ও তাহার মধ্যে ৪৭৭ জন মারা যায়; ভারতবর্ষে ১৯৩৬এ দৈনিক ২,৬৯,৫৯৩ জন মজুর কাজ করিয়াছিল; ইহার মধ্যে বিহারে ১,৩৮,৪২৪; বাংলাদেশে ৫১,৭০৫; মধ্যপ্রদেশে ৩৩,০৮৮; বর্মায় ২৭,৭১০ জন কাজ করে। খনি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ধানবাদে একটি মাইনিং স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তথায় চারি বৎসর পড়িতে হয়, তবে তিন বৎসর পড়িলেও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ১৯৩৫এ ভারত সাম্রাজ্যে সকলপ্রকার খনিজর মূল্য ছিল ১৯,৫৩০,২৫৮ পাউণ্ড বা প্রায় ২৬ কোটি টাকা। কয়লার খনির নানাশ্রেণীর শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরী ।৩ পাই হইতে ॥/৯ পাই। বিহারের অভ্রের খনিতে ৶৩ পাই হইতে ।৶৯ পাই; তথাকার লৌহখনিতে ৶০ হইতে ৸/৩ পাই। পঞ্জাবের লবণখনিতে ।৶৩পাই হইতে ২৶৩ পাই।

খনি, গভীর (Deep mines)

দঃ আমেরিকার ব্রেজিল যুক্ত রাষ্ট্রের Morro স্বর্ণ খনি ৮০০০ ফুট (১ মাঃ ৪ ফার্লং ২৭ গজ) গভীর। ইহার তল দেশে তাপ ১২০° ডিগ্রী।...দঃ আফ্রিকার জোহান্সবুর্গে একটি স্বর্ণ খনি ৭৬৩০ ফুট গভীর।...গভীরতম কয়লার খনি বেলজিয়ামে, উহা ৪০০০ ফুট গভীর।

খনিজ (Minerals)

জগতের সমস্ত বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—জীব ও খনিজ। জন্তু ও উদ্ভিদ—জীবজগতের অন্তর্গত। অবশিষ্ট সমস্তই খনিজ (Minerals) জগতের মধ্যে পড়ে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও গ্রাফাইট, চুন বা খড়ি প্রাণীজ বা উদ্ভিজ সামগ্রী। ...সুতরাং সত্যকার খনিজের মধ্যে না পড়িলেও খুঁড়িয়া বা খনন করিয়া পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে খনিজের মধ্যে ধরা হয়। খনিজের মধ্যে কতকগুলিকে ধাতু (metal) বলা হয়—যেমন স্বর্ণ, রঙ্গ (tin), তাম্র, সীসা, লৌহ, গন্ধক, মগ্নক, আলুমিনিয়াম; ধাতুর গুণ এই যে ধাতব সামগ্রী ঘসিলে মাজিলে পরিষ্কার হয়। প্রায় সকল ধাতুই তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী। নানাবিধ প্রস্তর, খনিজ রঙ, চীনা-মাটি প্রভৃতি সবই খনিজ পদার্থ। লবণ-জল হইতে লবণ, গন্ধক বাষ্প হইতে গন্ধক ও কয়লা হইতে হীরক গঠিত হয়; ইহাদেরও খনিজ বলা যায়। পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের খনিজ আছে; Dana's System of Mineralogy গ্রন্থে প্রায় ৪০০০ খনিজের নাম আছে; ইহার তিনভাগ অর্থনৈতিক বা খনি-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে; সহস্রাধিক খনিজ নানাপ্রকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বহু খনিজ রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যবহার্য হয়। ভারতবর্ষে অভ্র, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ, মাঙ্গানিস (মগ্নক), ক্রোমিয়াম্ টাংসটন্ টিন (রঙ্গ), সীসা ও রূপা, আলুমিনিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ বিদেশে চালান হয়। এদেশে জামসেদপুর ও বার্নপুরের লৌহের কারখানা বিখ্যাত।

খনিজ, ভারতের

ভারতবর্ষে অভ্র পাওয়া যায়, বিহারের হাজারিবাগ জিলায় ও মাদ্রাসের নেলোর জিলায়।

কয়লা প্রধানত পাওয়া যায়—বিহার (১২,৭৪৭,০০০ টন্), বঙ্গদেশ (৬,৬৮২,০০০ টন্); মধ্যপ্রদেশ (২,১১৮,৬০০ টন্), হায়দ্রাবাদ (৭.১০ লক্ষ) আসাম (২.২০ লক্ষ); মধ্যভারতে (৩২০ লক্ষ); পঞ্জাব, রাজপুতানা, বেলুচিস্তান।

লৌহের খনি বিহার ও উড়িষ্যা। ১৯৩৫এ ২,৩৬৪,০০০ টন্ লৌহ প্রস্তর খোঁড়া হয়।

মাঙ্গানিস পাওয়া যায়—মাদ্রাজের ভিজাগাপাটাম্ জিলা; মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত। ১৯৩৫এ ৫৬২,৩৯০ পাউণ্ড মূল্যের মাঙ্গানিস তোলা হয়।

স্বর্ণ পাওয়া যায়—মহীশূরের কোলার খনিতে। এছাড়া মাদ্রাজের অনন্তপুর ও বোম্বাইএর ধারবার জিলার এবং উঃ বর্মার চিউকপায়াং জিলায়; মিচিনার নিকট ইরাবতী নদীতে। ১৯৩৪ এ ২,২০০,৮৩৬ পাউণ্ড, ১৯৩৫এ ১,২৮৫,০০০ পাঃ মূল্যের স্বর্ণ ওঠে। তৎপর বৎসরে অনেক কম ওঠে। লবণের খনি আছে উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে। এছাড়া সম্বর হ্রদের জল ও সমুদ্রের জল হইতে লবণ তৈয়ারী হয়; তাহা খনিজ

নহে। চুন পাওয়া যায়—খাশিয়া পাহাড় ও মধ্য প্রদেশের কাটনির নিকট পাহাড়ে।

(বিশেষ বিশেষ খনিজ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)

খনিজচুম্বক (Natural magnet) দ্রঃ চুম্বক

খনিজ জল (Mineral water)

যেসব ঝরণা বা কুণ্ডের জল বিশেষ কতকগুলি খনিজ (minerals)-মিশ্রিত শিলা ভেদ করিয়া ঝরিতে বা বহিতে থাকে, তাহা ঐ সকল ধাতুর লবণ ও ক্ষার জাতীয় পদার্থের কনা ধুইয়া আনে। এই জল শীতল, কবোষ্ণ বা ফুটন্ত গরম হইতে পারে; সাধারণত উষ্ণ জলে খনিজের অনুপাত বেশি থাকে। এই সব জলে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়ম, লৌহ, গন্ধক, আরসেনিক প্রভৃতি কতকগুলি ভৌতিক পদার্থের লবণ (salts) নানা অনুপাতে থাকে; এই জলকে সাধারণত mineral waters বলা হয়। কোন কোন কুণ্ডের উষ্ণ জল অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। দ্রবীভূত পদার্থের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই জলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন নোনতা, (saline), অম্লীয় (acidulous), ক্ষারীয় (alkaline) ইত্যাদি। এই জলে প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড থাকায় খাবার জিনিস হজম করার পক্ষে সহায়তা করে, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের অবসাদ দূর করিয়া তাহাকে কার্যক্ষম রাখে; এই সব কারণে অনেক ধনীলোক খাবার সময় সাধারণ জলের পরিবর্তে এই জল ব্যবহার করেন। যেসকল রোগীর প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া দরকার তাহারা সাধারণ জলের সহিত এই জল আগ্রহ করিয়া পান করে। ক্ষারীয় জলে প্রধানত সোডিয়ম কার্বনেট থাকে, সময় সময় ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে ও যাহারা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় আক্রান্ত অম্লরোগী, যাহাদের যকৃতে দোষ (congestion of the liver) আছে তাহাদের পক্ষে এই ক্ষারাত্মক জল বিশেষ উপকারী। নোনতা জলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম সালফেট থাকে এবং জোলাপের কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা, যকৃতের দোষে Gall stone সৃষ্টি বন্ধ করা এই জলের একটা বিশেষত্ব। যে জলে গন্ধক আছে তাহাতে স্নান করিলে ও তাহা পান করিলে কঠিন বাতরোগ, সিফিলিস্ ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অনেকে মুক্তি পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। যে জলে আরসেনিক আছে তাহা রক্তস্বল্পতা, ম্যালেরিয়া ও কঠিন চর্মরোগের মহৌষধি। 'মিনারেল ওয়াটারসের' উপকারিতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, তবে অনেকে বলেন ইহার আশ্চর্য গুণ ঐ জলেরই ধর্ম, দ্রবীভূত খনিজের ইহাতে বিশেষ কোন কার্যকরিতা নাই।...মধ্য ইউরোপে কতকগুলি কুণ্ডর জল পৃথিবীময় খ্যাতি লাভ করিয়াছে, যেমন ভিচি (Vichy), কার্লসবাদ (Carlsbad), সিড্‌লিজ (Sedlitz), এপসম্ (Epsom), আপেণ্টা (Apenta), রুবিনাত (Rubinat) প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে কয়েকটি কুণ্ডের জলে নানা প্রকার লবণ পাওয়া যায়; তবে সেসবের জল পানীয় রূপে ব্যবহারের চেষ্টা হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতে সেগুলি তীর্থস্থানরূপে খ্যাত এবং লোকে স্নানার্থ তথায় যায়। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, বীরভূমের বক্রেশ্বর, চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কুণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত।

খনিজ তৈল (Mineral Oil) দ্রঃ পেট্রোলিয়াম

খনিজ বিদ্যা (Mineralogy)

যে উপায়ে বিভিন্ন খনিজের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম নির্ধারণ করা যায় তাহা খনিজবিদ্যার অন্তর্গত। যে সকল অজৈব পদার্থ পৃথিবীতে আছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করাই এই বিদ্যার উদ্দেশ্য। ভূতত্ত্বের (Geology) সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে—প্রত্যেক খনিজকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বিভিন্ন গুণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা খনিজ-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু বিভিন্ন খনিজ একত্র হইয়া কিভাবে ভূগঠনের সহায়তা করিয়াছে, তাহাই ভূতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। খনিজের রাসায়নিক সংগঠন, তাহাদের দানার (স্ফটিকের) বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের রং, আভা (lustre), কাঠিন্য (hardness) আপেক্ষিক গুরুত্ব, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক গুণ, গলনাঙ্ক এবং আরও অনেক ভৌতিক ধর্মের পার্থক্য অনুযায়ী ইহাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। সোনার রং, চুম্বকপ্রস্তরের আকর্ষণ, প্লাটিনাম ধাতুর আপেক্ষিক-গুরুত্ব, হীরকখণ্ডের দীপ্তি, এইসব গুণ দেখিয়া অতি সহজেই ইহাদের চেনা যায়। এমন অনেক খনিজ আছে যারা দীপ্তিতে, আপেক্ষিক গুরুত্বে ও কাঠিন্যে একেবারে সমতুল্য; কিন্তু রাসায়নিক সংগঠন ও স্ফটিকের গঠন-প্রণালীতে তাহাদের একটুও মিল নাই। শুধু দুই একটি ধর্মের মিল দেখিয়া ইহাদের জাত বিচার করা বিপদজনক, নানা রকমে সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে ইহাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। বেশির ভাগ খনিজ দানাদার, তবে নির্দিষ্ট আকারবিহীন অনেক খনিজও দেখিতে পাওয়া যায়। দানার জ্যামিতিক আকার (Crystals) খনিজের জাতবিচারের প্রধান সহায়ক। খনিজের আভা, দীপ্তি, এই দানার গঠন প্রণালীর উপর বেশির ভাগ নির্ভর করে। আলোর প্রতি খনিজের ব্যবহার এত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা যায় যে আজকাল কোন্ পাহাড়ে কি কি খনিজ আছে তাহা অতি সহজেই স্থির করা যায়; এই পাথর হইতে খুব পাতলা স্বচ্ছ টুকরা কাটিয়া নিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার আকার বর্দ্ধিত করিয়া পরীক্ষা করিলে সহজেই বিভিন্ন খনিজের সন্ধান পাওয়া যায়।

খ-মধ্য (Zenith) খ-স্বস্তিক
আকাশের যে বিন্দু দর্শকের মাথার উপর থাকে তাহাকে খ-মধ্য বলে ; ইহার বিপরীত বিন্দুকে (Nadir) অধোবিন্দু বা অধঃস্বস্তিক বলে।

'খয়রা প্রোফেসার'
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ। বিহার সারণ জিলার খয়রা নামক স্থানের জমিদার-রানী বাগেশ্বরী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয় ; ভারতীয় সুকুমার শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কৃষি। ১৯২১এ সৃস্ট হয়। বার্ষিক আয় ৩০,০০০৲। (দ্রঃ বাগেশ্বরী অধ্যাপক, গুরুপ্রসাদ সিংহ অধ্যাপক)

খয়রা মাছ (Gonialasa manminna)
ইলিশের ন্যায় দেখিতে, কিন্তু ৬।৭ আঙুলের বেশি বড় হয় না। বড় পাকা মাছ খয়ের রঙের হয়। অসম আঁইশ যুক্ত। রঙ রূপালি স্বর্ণাভ। পিঠ নীল, সবুজ রঙ ; কাঁধের কাছে কালো একটা ছোপ থাকে। ডানা হলুদ। উত্তর ভারতের নদীতে পাওয়া যায়।

খয়ের, খদির (Acacia catachu)
বাবলা গাছের মত দেখিতে গাছ। শাখা কাণ্ড কণ্টকিত। গাছ প্রায় ৮।১০ হাত উঁচু হয়। ফল বা সিমের মধ্যে ৮ বীজ থাকে। খদির, সোমবল্ক বা সাঁইকাটা (Mimosa leucophlooca) বিট খদির বা গুয়ে বাবলা, তাম্রকণ্টক ও অরি এই পাঁচ প্রকার গাছে কষাযীন আছে। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে খয়ের হয়। পানের উপাদান। কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মালাকা উপদ্বীপে একপ্রকার ক্ষুপ (Uncaria gambier) হইতে আ-পাণ্ডু, আতিক্ত খ হয় (Pale catechu)। (দ্রঃ যোগেশ ; Watt ; Chopra 561)

খর
পৌরাণিক রাক্ষস বীর ; রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। শূর্পনখার বৈধব্যের পর রাবণের আদেশে ১৪ হাজার সৈন্য লইয়া পঞ্চবটীতে যান। শূর্পনখার নাসিকাদি ছেদনের পর রামের সহিত যুদ্ধে খর নিহত হয় ; ইহার পুত্র মকরাক্ষ।

খরগোশ
ইংরেজিতে Hare ও Rabbit দুই জাতের প্রাণীকে বাঙলায় খঃ বলা হয়। খরগোসের (Hare) কান ৭।৮ আঙুল দীর্ঘ, দেহ প্রায় ১ হাত ; খাটো লেজ উপরে ওঠা ; উপরের ঠোঁট কাটা। ঘাসের মধ্যে বাসা করে। রঙ ধূসর, অত্যন্ত দ্রুতগামী, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে ; রাত্রিচর ; শস্য, শাক, মূল ভোজী। বৎসরে ২ হইতে ৪ বার বাচ্ছা হয়। ইহার মাংস লোকে খায়। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া প্রায় সর্বত্র এই জাতের প্রাণী পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে এক জাতের খঃ পাওয়া যায়, তাহাদের কান ছোট, মাংস শাদা। খরগোস (Rabbit) ইউরোপ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়াইয়াছে। ইহারা মাটি খুঁড়িয়া গর্তে বাস করে। মাংস মনুষ্যখাদ্য ; লোমশচর্ম টুপির জন্য কাজে লাগে।

খরজল (Hard water)
যে জলে ক্ষারীয় অংশ বেশি তাহাকে খরজল বলে। ইহাতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, ডাইল সিদ্ধ হইতে দেরী হয়। স্বাদ ভাল হয়। চা ভাল হয় না। (দ্রঃ কোমলজল)

(Melon : Cucumis melo)
কুমড়াদিবর্গের লতানে গাছ ; কাবুল দেশে ভাল হয়। দঃ এশিয়ায় প্রাচীন কাল হইতে চাষ হইতেছে। ফল গোল। মধ্যের শাঁস খাদ্য। কাউর বা এক্‌জিমা রোগে ফুল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। উঃ ভারতের নদীর চরে প্রচুর চাষ হয়। বর্ষার জল নামিয়া যাইবার পরেই চাষ সুরু হয়। বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায় ; চীন ও আফ্রিকার সিএরা লিওন হইতে তৈল রপ্তানী হইত ; উহা খাদ্যর জন্য ও সাবানের শিল্পে ব্যবহৃত হইত। বীজ গুঁড়াইয়া এদেশে ভাঙের মশলারূপে লোকে ব্যবহার করে। (Watt 458 ; Chopra 480)

খরশুলা, খরশলা (Mugil corsula)
নদীর মাছ ; ১ হাত পর্যন্ত লম্বা হয় ; জলের উপরে চোখ তুলিয়া দ্রুত সাঁতরায়। মুখ ছোট, দাঁত প্রায় নাই ; পিঠের পাখনায় চারিটা কাঁটা থাকে। (যোগেশ)

খরিয়া
উড়িষ্যার একটি আদিম জাতি। বোনাই, দলমা, গাংপুর, রাঁচি, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা। ইহাদের ভাষা মুণ্ডারী বর্গের অন্তর্গত। (দ্রঃ Sarat Ch. Ray, The Kharias)

খরোষ্ঠি লিপি
মধ্য-এশিয়া ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খৃস্ট পূর্ব অব্দে প্রচলিত লিপি। এই অক্ষর আরবী পারসিকাদির ন্যায় ডান দিক হইতে বাম দিকে লেখা হইত। খোটান প্রভৃতি স্থানে এককালে এই লিপি প্রচলিত ছিল। এই লিপিতে লিখিত বহু পুঁথি, পাটা মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ সব পুঁথির ভাষা প্রাকৃত। খরোষ্ঠি লিপিতে লিখিত, একখানি প্রাকৃত ভাষার 'ধর্মপদে'র অংশ পাওয়া গিয়াছে। সবজগড় ও মনসেরায় অশোকের দুইখানি শিলালিপি এই অক্ষরে খোদিত হইয়াছিল।

খরিকা মাছ (Nemachilus corica)

উঃ বঙ্গ ও পাঞ্জাবের নদীতে এই মাছ পাওয়া যায়; ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। বর্ণ সবুজে; পেটের পাশে ১২।১৩টা কালো দাগ থাকে। আঁশ অতি ক্ষুদ্র।

খন্দ (Khonds, Gonds)

ভারতের আদিম বাসিন্দা। মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যায়, পাটনা প্রদেশের কালাহস্তি রাজ্য ও সম্বলপুর জিলায় বাস করে। জনসংখ্যা প্রায় সাতলাথ; ইহার অর্ধেক মাদ্রাসে থাকে। ইহাদের মধ্যে এককালে 'মেরিয়া' নামে নরবলি প্রথা ছিল। তাহাদের দেবতা ধর্ম পেন্নু, সারু পেন্নু, তারু পেন্নু; এই শেষোক্তর কাছে নরবলি হইত। বঙ্গদেশে পান নামে একজাতি লোক চুরি করিয়া খন্দদের নিকট বিক্রয় করিত। ভাল করিয়া শস্য উৎপন্ন হইবার আশায় ও ধরণী-দেবতাকে খুসী করিবার জন্য নরবলি হইত। মাংস লইয়া লোকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে পুঁতিত।

খবরের কাগজ (Newspaper)

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে খবরের কাগজের সূত্রপাত হয়। ১৬ শতকে ইতালী ও জারমেনীতে প্রথম চেষ্টা হয়। ১৬৩৩এ ইংল্যান্ডে প্রথম Public Intelligence নামে সংবাদপত্র বাহির হয়। ১৭৭২এ Morning Post প্রকাশিত হয়। উহা এখনো চলিতেছে; ১৭৮৫এ Times। গ্রেট বৃটেনের রাজ্যে (U. K.) ৫,০০০ উপর সাময়িক পত্রিকা আছে। আমেরিকার ১৭০৪এ প্রথম খবরের কাগজ বাহির হয়। বর্তমানে সেখানে ২২৬৫ খানি দৈনিক কাগজ চলে; ৪,২০,০০,০০০ কপি দৈনিক কাটতি হয়। বাঙলাদেশে ৭০৪ সাময়িক পত্রিকা আছে; বিশ বৎসর পূর্বে ছিল ১৭৮। বাঙলার প্রথম খবরের কাগজ পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত, 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮এ প্রকাশিত হয়। প্রথম দৈনিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ১২৪৬, ১লা শ্রাবণ বাহির হয়। প্রথম সস্তা কাগজ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ সমাচার।' ১৯ শতকে পোস্টাপিস, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, স্টীমার ও মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির ফলে খবরের কাগজের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে টেলিফোন, রেডিও, বেতার প্রভৃতি সংবাদ প্রেরণে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। এ ছাড়া যন্ত্রের উন্নতি, যথা লিনোটাইপ, রোটারী মেশিন, সস্তা কাগজ প্রভৃতি, খবরের কাগজের উন্নতির বিশেষ সহায় হইয়াছে। ইহার উপর সভ্য গভর্নমেন্ট ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়ায় ইহার প্রসার হইয়াছে। মানুষের খবরের নেশা, ক্রীড়া কৌতুকের প্রতি আকর্ষণ; রাজনৈতিক দলের প্রোপাগান্ডা বা প্রচারকার্য প্রভৃতি বিচিত্র কারণ হইতে খঃ কাঃ বর্তমান সভ্যসমাজে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংল্যান্ডে বীভারব্রোক ও আমেরিকার রানডোল্ফ হার্সট্ (Hearst) বহু কাগজের মালিক। বর্তমানে খবর কাগজ চালানো খুব ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য উহা ধনিকদের হাতে পড়িয়াছে এবং তাহাদের মতামত নানা কাগজে প্রকাশিত হয়। জাপানে লোকেরা খুব বেশি কাগজ পড়ে; কিন্তু সেখানেও একজন ধনী প্রধান কাগজগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন। বিজ্ঞাপন হইতে খঃ কাঃর প্রধান লাভ হয়। (দ্রঃ লিনোটাইপ, রোটারী) ১৯৩১-৩২এ ভারতে খঃ কাঃর সংখ্যা—বোম্বাই ৪০৪, পাঞ্জাব ৩০৯, মাদ্রাজ ৩০০, বঙ্গদেশ ২৩৪, যুক্তপ্রদেশ ২২৭, মধ্যপ্রদেশ ৭৭, বর্মা ৬১, দিল্লী ৪৮, বিহার-উড়িষ্যা ৪৬, আসাম ২২, সীমান্তপ্রদেশ ৭, আজমের ৬, কুর্গ ২, মোট ১৭৪৩। ১৯২২-২৩এ ছিল ১২৮২।

খলিদ ইবন্ য়েজিদ (মৃঃ ৭০৪)

উম্মিয়া বংশের সম্ভ্রান্ত। প্রথম মুসলমান কিমিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ((Achemist)। মোরিয়ানাস (Morienus) নামে খৃস্টান সাধুর নিকট হইতে তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ব করেন বলিয়া প্রবাদ।

খলিশা মাছ (Trichogaster fasciatus)

ছোট কই মাছের মত দেখিতে, খরশুলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতের সর্বত্রই নদীতে পাওয়া যায়। দেহের উপরিভাগ সবুজ বা নীলাভ। নিম্নাংশ ঘোলাটে শাদা। পিঠ হইতে পেট পর্যন্ত ১৪।১৫টা গোলাপী রঙের দাগ আড় হইয়া থাকে। ৫।৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।

খলীফা (Caliph)

ইহার অর্থ প্রতিনিধি। হজরত মুহম্মদের (দ্রঃ) মৃত্যুর পর যাঁহারা মুসলিম জগৎ শাসন করেন তাঁহাদিগকে খলীফাতু রসুলিল্লাহ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা প্রতিনিধি, সংক্ষেপে খলীফা বলে; ইনি একাধারে ধর্ম ও রাষ্ট্র নায়ক, কারণ ইস্‌লাম ধর্মানুসারে ধর্ম ও রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য। হজরত মুহম্মদের স্বর্গারোহণের পর আবুবকর (৬৩২-৬৩৪), ওমর (৬৩৪-৬৪৪), ওসমান (৬৪৪-৬৫৫) ও আলী (৬৫৬-৬৬০) যথাক্রমে খলীফা নিযুক্ত হন। ওসমানের পর খেলাফত লইয়া হঃ আলী ও সীরিয়ার শাসনকর্তা উম্মিয়া বংশীয় মোয়াবিয়ার মধ্যে বিবাদ হয়। যাহা হউক হজরত আলীই খলীফা থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র হাসান খলীফা নির্বাচিত হন; এবার মোয়াবিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে হাসান খলীফা পদ ত্যাগ করেন ও মোয়াবিয়া ৬৬০ খৃস্টাব্দে খলীফা হন। প্রথম চারিজন—কাহারও মতে হাসান সহ পাঁচ জন—খলীফাকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বা প্রকৃত খলীফা

বলা হয়। ইঁহাদের সময় পর্যন্ত খেলাফত নির্বাচনমূলক ছিল। তৎপরে মোরাবিয়া হইতে উহা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয় ও খেলাফত উম্মিয়া বংশীয়গণের হস্তগত হয়। মোরাবিয়া দামেশককে (Damascus) রাজধানী স্থাপন করেন। উম্মিয়াগণ ৬৬০ খ্রস্টাব্দ হইতে ৭৪৯ খ্রস্টাব্দ পর্যন্ত মুস্‌লিম সাম্রাজ্য শাসন ও উহার বিস্তার সাধন করেন। অতঃপর ৭৫০ খ্রস্টাব্দে হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের, আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ্‌ নামক জনৈক বংশধর উম্মিয়া বংশর শেষ খলীফা মারওয়ানকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য ও খেলাফত অধিকার করেন। আব্বাসীয় বংশীয়গণ ৭৫০ খ্রস্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খ্রস্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইঁহাদের সময় প্রাচ্যদেশ জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম শিখরে উন্নীত হয়। বাগদাদ ইঁহাদের রাজধানী ছিল। পরাজিত উম্মিয়া বংশর আব্দুর রহমান নামক জনৈক ব্যক্তি স্পেনে গিয়া তথায় একটি পৃথক খেলাফত স্থাপিত করেন। স্পেনে ৭৫৫ হইতে ১০৩১ পর্যন্ত ইঁহাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৯০৯ খ্রস্টাব্দ হইতে ১১৭১ খ্রস্টাব্দ মিশরে তথা-কথিত ফাতেমীয় বংশীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১২৫৮ অব্দে মুগলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংশ ও শেষ খলীফা অল্‌মুস্‌তাসিম নিহত হইলে আব্বাস বংশীয় জনৈক ব্যক্তি মিশরে গিয়া তথাকার মামলুক রাজাদের আশ্রয়ে থাকিয়া নামেমাত্র খলীফা হন। এই সমস্ত নাম-সর্বস্ব খলীফাগণ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খেলাফত করেন। অতঃপর তুরস্কের ওসমানীয় (Ottoman) সম্রাট ১ম সলীম মিশর জয় করিয়া শেষ নামমাত্র আব্বাসীয় খলীফাকে কনস্টাণ্টিনোপালে নির্বাসিত করেন ও স্বয়ং খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান ১ম সলীম (১৫১২-১৫২০) হইতে তুরস্কের শেষ খলীফা আব্দুল মজীদ আফেন্দী (১৯২৪) পর্যন্ত চারিশত বৎসর ওস্‌মানীয় তুর্কী সুলতানগণ খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তুরস্কের রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন হইয়া গণতন্ত্র স্থাপিত হইলে গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪এ খেলাফত লোপ করেন। তদবধি মুসলিম জগতে আর কেহ খলীফা হন নাই।...মহাসমরে তুরস্ক পরাভূত হইলে ও খলীফাদের ইউরোপীয়, আফ্রিকীয় ও এশিয়িক সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হইলে ভারতে খলীফার হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য এক আন্দোলন সৃষ্টি হয় (১৯২০); উহা খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত (দ্রঃ আব্বাসী বংশ; উম্মিয় বংশ; খুতবা)।

খস (Khas)

নেপালের পশ্চিমে কুমায়ুন, গড়বাল ও সিমলার চতুপার্শস্থ ভূভাগে খস জাতের লোক বাস করে। সংস্কৃতে, গ্রীক ইতিহাসে খসদের উল্লেখ আছে। প্রবাদ কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠাতা কাশ্যপ হইতে খসের উৎপত্তি; 'কাশ্মীর' 'কাশ-অপ'এর সহিত 'খশ' বা 'খস' যুক্ত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ 'খসা' জাতিকে প্রাচীন খস বলিয়া অনুমান করেন। পিশাচ জাতিদের সহিতও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় আদিতে মঙ্গলীয় জাতির শাখা। ইঁহাদের মধ্যে বহুভর্তৃক (Polyandry) প্রথা ছিল।

খস্‌খস্‌, বেনাগাছ (Vetiveria Zizanioides)

জলের ধারে বেনার ঘাস জন্মে; তাহার শিকড় হইতে চিক্‌ বানানো হয়; উহাকে খস্‌খসের টাটি বলে। এই চিকে জল দিলে সুগন্ধ বাহির হয়; গ্রীষ্মকালে জলসিক্ত অবস্থায় টাঙ্গান থাকিলে ঘর ঠাণ্ডা হয়। শিকড় দেখিতে লালচে; যেগুলো একটু ফিকে রঙের সেগুলো আধা-চোলাই করার পরের অবস্থা। শিকড় চোলাই করিলে এক প্রকার সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়; ইহা উদ্বায়ীধর্মী হইলেও উদ্বায়িত্ব খুব কম এবং সেইজন্য গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী। ইউরোপে ইহার চাহিদা আছে; কিন্তু ভারত হইতে তৈল রপ্তানী হয় না, মূল যায়। এক হন্দর শিকড় হইতে ১০ আউন্স তৈল পাওয়া যায়। ঔষধেও এই তৈলের ব্যবহার আছে। ইহার প্রলেপ গাত্র ত্বককে অতিরিক্ত গরম হইতে রক্ষা করে।...বেনার ঘাস হইতে কাগজ হয়। কাঁচা ঘাস গরুর খাদ্য; ঘর ছাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। জলাজায়গায় ইহার চাষ করা সহজ। (Watt 1106)

খাঁ, খান (Khan, khagan)

তুর্কী খা-গান শব্দ হইতে খাঁ হইয়াছে। শাসনকর্তার উপাধি। তুর্কী বিজেতাদের দ্বারা এদেশে আনীত। মুসলমান রাজারা এই উপাধি হিন্দুদেরও দিতেন। খাঁ সাহেব ও খাঁ বাহাদুর উপাধি বর্তমানে গভর্নমেণ্ট কৃতি মুসলমানদের দেন; ইহা হিন্দুদের রায় সাহেব ও রায় বাহাদুরের সমতুল্য।

খাকসার আন্দোলন

ইহা আল্লামা ইনায়েতুল্লাহ মাশরেবী কর্তৃক ১৯৩২ সালে প্রবর্তিত হয়। আল্লামা সাহেব ১৮৮৮ খৃঃ পঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে ১৯ বৎসর বয়সে গণিত শাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ও রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া এম.এ. পাশ করেন। অতঃপর বিলাত গিয়া ১৯০৯এ কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার হন ও ১৯১২এ ইন্‌জিনীয়ারিং পাশ করেন। অতঃপর ভারতে ফিরিয়া আসিয়া ভারত সরকারে উচ্চ বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। খেলাফত আন্দোলন ও হিজরতের আন্দোলনের সময় ভারত গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে রাজদূত নিযুক্ত করিয়া কাবুল প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও সরকারী চাকুরীতে এস্তফা দিয়া ভারতীয় মুস্‌লিমগণের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই সময়

তিনি 'তাযকিরাহ্' ও 'ইশারাত' নামক সংস্কারমূলক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ১৯৩২এ খাকসার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তিনি এক জন নিষ্ঠাবান মুসলিম। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হজরত মুহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও পরবর্তীকালে উৎপন্ন কুসংস্কারাদি দূরীভূত করিয়া বর্তমান ভারতীয় মুস্‌লিমজাতিকে একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সামরিক জাতিতে পরিণত করা। এ সম্বন্ধে আল্লামা স্বয়ং বলিয়াছেন. "আমি ঐতিহাসিক ইস্‌লামকে পুনর্জীবিত করিতে চাই। আমাদের নিকট সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বের খোদা প্রদত্ত ইস্‌লামই স্বীকার্য, কোনও মৌলবী মোল্লার দেওয়া ইস্‌লাম নহে।" তাঁহার সর্বপ্রধান লক্ষ্য back to the Quran—কোরানের শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন।···

খাকসারগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। জাঁবায, ২। জানিসারী, ৩। গায়র জাঁবয। এতদ্ব্যতীত এক দল সাধারণ সদস্যও আছে। ইহাদের পোষাক খাকি উর্দি, পায়ে পেশোয়ারী চটি, মাথায় খাকি পাগড়ী। ইহারা প্রত্যেকে আন্দোলনের প্রতীক স্বরূপ একখানি করিয়া কোদালী ধারণ করেন। খাকসারগণ সৈনিকদের ন্যায় নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও সময় সময় কৃত্রিম যুদ্ধও করিয়া থাকে। ইহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ ব্যয় বহন করে। সাধারণ সদস্যদের চাঁদা ও অবস্থাপন্ন মুস্‌লিমদের দানই ইহাদের প্রধান আয়।···উত্তর ভারতে ইহারা গভর্নমেন্টের পক্ষে উপদ্রবস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

খাকি

(১) রামায়ৎ বৈষ্ণবদের শাখা। রামানন্দ শিষ্য অনন্তানন্দ, তস্য শিষ্য কৃষ্ণদাস পয়হারি, তস্য শিষ্য কীল এই সম্প্রদায় উঃ ভারতে স্থাপন করেন (১৬ শতক)। ইহারা বলে শ্রীরামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ ইহাদের আদি, কেন না তিনি খাক বা ছাই মাখিয়া ভ্রাতার সঙ্গে গিয়াছিলেন। অযোধ্যায় ও রেবাকণ্ঠস্থ জুনাবাদে আখড়া আছে। ইহারা প্রায় লুপ্ত। ইহাদের সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব মতের সহিত শৈব মত মিশিয়াছে। অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়, মাথায় জটাধারণ করিয়া ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়।

(২) এক প্রকার হলুদা রঙের মোটা কাপড়কে খাকি বলে; পুলিশ ও সৈন্য বিভাগে ঐ কাপড়ের ইউনিফর্ম হয়। সাধারণেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।

খাগড়া, নল (Phragmites Karka)

ধান্যাদি বর্গের নল; জলাভূমির কাছে বা হ্রদের ধারে ভারতের গ্রীষ্মমণ্ডলে জন্মে। উঃ ভারতের বহু স্থানে ইহা চেয়ার, মোড়া, টেবিল প্রভৃতি বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফুল-ওয়ালা নলগুলিকে পিটাইয়া দড়ি করা হয়; উঃ ভারতে এই দড়ি চেয়ারে, খাটিয়ায় লাগানো হয়। পূর্বে বাঙলা লিখিবার জন্য 'খাগের কলম' ব্যবহৃত হইত। ইহা দেখিতে বেগুনী বর্ণ, খাপ বেশ শক্ত।

খাগড়ার বাসন

মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরের এক শহরতলীর নাম খাগড়া। তথায় অতি উত্তম কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। প্রায় ৫০ ঘরে কাজ হয়।

খাজনা (Rent)

বর্তমান অর্থনীতিক মতানুসারে জমির মালিক গভর্নমেন্ট। সরকার প্রজার নিকট হইতে জমি ব্যবহারের ভাড়া বা খাজনা আদায় করেন। খাজনা বা ভাড়া নিয়মিত দিলেই রায়ত জমি ব্যবহার করিতে পারে। রাজা বা গভর্নমেন্ট যখন সেই সর্ত পালন করিতে বিরত হয়, তখন প্রজা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে এবং নূতন কেহ পূর্ব সর্ত পালন করিলে, তাহাকে খাজনা দেয়। গভর্নমেন্ট খাজনার বদলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিতে বাধ্য থাকেন। ইহাই ছিল রাজায় প্রজায় সামাজিক সর্ত (social contract)। এই সর্ত প্রজা পালন না করিলে সে দণ্ডার্হ হয়; আবার রাজা প্রজারক্ষা না করিলে সর্ত ভঙ্গের জন্য অপরাধী হন; তখন প্রজার বিদ্রোহ বা বিপ্লব করিবার অধিকার জন্মে; [illegible]বে পুরাতন রাজবংশের পতন ও নূতন বংশের উত্থান হইয়াছে।···বৃটিশ সরকার বাঙলাদেশে জমিদারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব বা খাজনায় জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছেন। জমিদার বহু প্রকার মধ্যসত্ববান্ সৃষ্টি করিয়া তালুক বা জমি বিলি করিয়াছেন। রাজস্ব সময় মত না দিলে জমিদারের জমি গভর্নমেন্ট নিলামে বিক্রয় করেন। জমিদারকে প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে তাহার জমি জমিদারের খাস হয়। রায়তের খাজনা ১০।১৫ বৎসর অন্তর টাকায় দুই আনা হিসাবে বাড়ে। কিন্তু জমিদারের রাজস্ব বাঙলায় বাড়ে না। যেখানে জমিদারী প্রথা নাই, সেখানে রায়ত সরাসরি খাজনা গভর্নমেন্টের কালেকটরীতে দেয়। বাঙলাদেশের খাজনা আদায় হয় ১৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সরকারী রাজস্ব মাত্র ৩ কোটি টাকার কিছু উপর হইবে। খাজনা জমিদারকে সময়মত না দিলে, জমিদার প্রজার নামে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া থাকে; খাজনা সময়মত না দিলে জমিদার প্রজার নিকট হইতে সুদ আদায় করিতে পারেন। এই সুদ টাকায় চারি আনা ছিল, কোথায়ও কোথায়ও ৭ আনা পর্যন্ত ছিল। বর্তমানে $6\frac{1}{4}$%-র বেশি সুদ আদায় করিবার নিয়ম নাই।···খাজনা না দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বিশেষ বিশেষ জমিদারকে সার্টিফিকেট জারি করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

খাজা জাহান

জৌনপুরের প্রথম স্বাধীন রাজা (১৩৯৪-১৪০০)। ইনি দিল্লীর

একজন ওমরাহ ছিলেন ; ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ সার্কি বা শার্কী বংশ নামে পরিচিত। খাজা জাহানের পালিত পুত্র মালিক ওয়াসিল মোবারক শাহ উপাধি লইয়া রাজা হন। ১৪০২এ তাঁহার মৃত্যু হয়। (দ্রঃ জৌনপুর)

খাঁ জাহান হোসেন কুলি খাঁ (১৫৭৬—৭৯) সুবাদার আকবর কর্তৃক বাঙলাদেশ অধিকৃত হইবার পর খাঁ জাহান প্রথম সুবাদার হন। ইঁহার আসল নাম হোসেন কুলি খাঁ। বঙ্গের শেষ আফ্‌গান, স্বাধীন রাজা দাউদ খাঁ ইঁহার দ্বারা পরাভূত ও নিহত হন। দাউদের সেনাপতি কালাপাহাড়ও নিহত হন ও সমগ্র বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা মুগলদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন হয়। ইঁহার পর মিরজা আজিম কোকা সুবাদার হইয়া বাঙলায় আসেন। খুলনা জেলার ষাটগুম্বজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ইমারত ও ঘোড়া দীঘি ইঁহার কীর্তি। (দ্র ষাটগুম্বজ)

খাড়ি (Estuary) নদীর বিস্তৃত মোহনা।

খাণ্ডবদাহ

মহাভারতীয় আখ্যান। পাণ্ডবগণ যমুনা তীরস্থ খাণ্ডববন পুড়াইয়া তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। গল্প আছে যে অগ্নিদেব ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি এই বন দগ্ধ করিতে নির্দেশ দেন ; কিন্তু ইন্দ্র ছিলেন বনের অধিপতি ; অগ্নি জ্বলিলেই বৃষ্টিতে উহা নির্বাপিত হইত। তখন অগ্নি অর্জুনের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলিয়া ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া অগ্নির তুষ্টি সাধন করেন ; অর্জুনের প্রতি তুষ্ট হইয়া অগ্নি তাঁহাকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ উপহার দেন। এই বনের সমস্ত জীব ধ্বংস হয়, কেবল ময়দানব, চারিটি বক শাবক ও তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেন রক্ষা পায়।

খাদ্য (Food)

মানুষ জীবন ধারণের জন্য বা রসনার তৃপ্তির জন্য যাহা আহার করে তাহাই খাদ্য। নানা দেশে নানা লোক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য নানা প্রকার উদ্ভিজ্জর পাতা, ফুল, ফল, আঁটি, শিকড়, বীজ, মজ্জা এবং নানা জাতের প্রাণীর মাংস আহার করিয়া ইহাদের গুণাগুণ জানিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষাক্ত, কতকগুলি দুষ্পাচ্য খাদ্য, কতকগুলি শরীর গঠনের সহায়, কতকগুলি রেচক ইত্যাদি বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, ধর্ম ভেদে খাদ্য পৃথক ; কোনো এক দেশে বা এক ধর্ম মতে যাহা খাদ্য, অন্যদেশ, জাতি ও ধর্মে তাহা অখাদ্য। বৃহত্তম জীব তিমি হইতে ক্ষুদ্র কীট উকুন পর্যন্ত মানুষের খাদ্য। শামুক, কাঁকড়া, গুগলি, মাছ, সাপ, ব্যাঙ, চামচিকে, ইঁদুর, পাখী, উট, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণীর মাংস মনুষ্য খাদ্য। শরীর গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক মতে কতকগুলি খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রোটিন, শ্বেতসার, শর্করা, স্নেহ ও লবণ এবং প্রচুর জলীয় অংশ খাদ্যের মধ্যে থাকা দরকার। ডিম ও দুগ্ধের এবং মৎস্য মাংসাদির মধ্যে প্রোটিন (দ্রঃ) থাকে। ভাত, ডাইলে প্রধানত শ্বেতসার, শর্করা ও লবণ এবং অল্প প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে। শ্বেতসার ও শর্করার উপাদান অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ; ময়দা ও আলুতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার (Starch) থাকে। খাদ্যের প্রাণশক্তিকে 'ভাইটামিন (দ্রঃ) বলে।

খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) দ্রঃ ভাইটামিন।

খাদ্যের উপাদান (Proximate principles)

মানুষ শরীর রক্ষা ও বর্ধনের জন্য যাহা আহার ও পান করে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সকল খাদ্যের মধ্যে ৬টি উপাদান বিদ্যমান আছে যথা—প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ (fat), লবণ, জল, ভাইটামিন। এই মূল উপাদানগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া উহার কার্যশক্তি—শরীর পুষ্টি ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। এক এক জাতীয় উপাদানে বিভিন্ন পরিমাণ উত্তাপ বা ক্যালোরি (দ্রঃ) সৃষ্টি করে। ১ গ্রাম্ ($\frac{১}{১২}$ তোলা) প্রোটিন ৪ ক্যাঃ তাপ, ১ গ্রাম্ কার্বোহাইড্রেট ৪ ক্যাঃ, ১ গ্রাম্ স্নেহ (fat) ৯ ক্যাঃ সৃষ্টি করে।

খাদ্য সম্বন্ধে বই :—

চুনীলাল বসু—খাদ্য।...প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস—খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯১১। গোষ্ঠবিহারী দাস—খাদ্যপরিচয়, ট্রপিক্যাল ডায়েট রিসার্চ সোসাইটি কলিকাতা, ১৩৪৬। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঙালীর খাদ্য। নরেন্দ্রনাথ বসু—খাদ্যকণা, স্বাস্থ্য-সমাচার পুস্তকাবলী। কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হইতে প্রকাশিত খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তিকা।

খান্‌সা, কবি (৫৭৫-৬৬৪ খৃঅ)

ইঁহার প্রকৃত নাম তামাজির বিন্তে আমর ইবনেল হারেছ। ইনি প্রাগইসলামিক যুগের এক জন প্রসিদ্ধ শোকগাথা রচয়িত্রী মহিলা কবি ; কাহারও কাহারও মতে ইনি ইসলাম-পূর্ব আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ; ৮ম হিজরীতে (৬২৯ খৃঃ) ইনি ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ৬৩৫ খৃঃ খলীফা ওমরের শাসনকালে কাদেসিয়ার যুদ্ধে স্বয়ং যোগদান করেন ও তাঁহার চারি পুত্রকেও স্বহস্তে যুদ্ধ সজ্জা পরাইয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে উৎসাহিত করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার চারি পুত্রই শহীদ হইলে তিনি সে-সংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃবিয়োগ তাঁহার শোক-গাথাগুলি রচনার খোরাক যোগাইয়াছিল, তাঁহার

সুবৃহৎ দীওয়ান (কাব্য-সংগ্রহ) প্রকাশিত ও বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইনি হিঃ ৪৫ (৬৬৪ খৃঃ) সনে ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

খাফি খাঁ (দ্রঃ কাফি খাঁ)

খাম আলু (Dioscorea alata)

দীর্ঘ রোহিনী লতা, ডাঁটা চারি-কোণা, চারি পাখা; লতা বামাবর্তে আরোহণ করে; পাতা শরের মতন; আলু বড় ও ভিতরে শাদা। নানা উপজাতি আছে যথা, (ক) চুপড়ী বা পিণ্ডাকার আলু। (খ) গরানিয়া আলু; গরান কাঠের মতন বাহিরে লাল; এই আলু লম্বা হয়। (গ) লাল গরানিয়া; ভিতর ও বাহির উভয়ই লাল; ইহাও লম্বা হয়। (ঘ) কুকুর আলু; আসাম, পূ-উত্তর বঙ্গের বন্য আলু। পাতা একত্র, কোমল, রোমশ। ইহাদের ডাঁটা বামাবর্তে চড়ে। নিম্নলিখিতদের ডাঁটা দক্ষিণাবর্তে চড়ে, (১) বুনো আলু; ইহা বৃহৎ লতা, বেড়ায় ও গাছে চড়ে; ইহাদের পাতা উজ্জ্বল হরিতবর্ণ ও গোল। (২) কাঁটা আলু; ইহা বন্য; পাতা ৫ পর্ণ হয়। (৩) মউ আলু; বৃহৎলতা। ছোট কাঁটা আলুকে (৪) সুষণি আলুও বলে। ইহার চাষ হইয়া থাকে। (যোগেশ)

খামতি ভাষা

আসাম লখিমপুর জিলা ও উহার পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত (Tai) ভাষা বর্গের অন্তর্গত উপভাষা।

খারবেল

খৃঃ পূঃ ২য় শতকের (১৬০) হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে কলিঙ্গ দেশস্থ খারবেল নামে রাজার এক নাম পাওয়া যায়। ইনি চেট বংশের ৩য় রাজা ছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে রাজা হন ও ৮ বৎসর পরে কলিঙ্গ-বিজেতা মগধকে আক্রমণ করেন এবং উত্তর ভারতের বহুদূর জয় করেন। অন্ধ্র, রাষ্ট্রকূট, ভোজকদের পরাভূত করেন। খারবেলর নাম পুরাণে পাওয়া যায় না, একখানি ভগ্ন শিলালিপি ছাড়া আর কোন ইতিহাস নাই।

খারিজী

খেলাফত লইয়া হজরত আলী ও মোয়বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মোয়াবিয়া পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া কোরানের কতক-গুলি ছিন্ন পত্র বর্শাগ্রে ধারণ করিয়া এই মর্মে সন্ধি প্রার্থনা করেন যে, কোরানই আমাদের কলহ নিষ্পত্তি করিয়া দিবে। হজরত আলী চালাকী বুঝিয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিতে থাকেন; কিন্তু একদল লোক হজরত আলীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য করে। অতঃপর সন্ধি যখন হজরত আলীর পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখনও হজরত আলী সেই সন্ধি মানিয়া চলাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত দল পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। হজরত আলী ইহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলে ইহারা দল ত্যাগ করিয়া হজরত আলী ও মোয়াবিয়া উভয়কেই কাফির আখ্যা দিল। দলত্যাগীদিগকে 'খারিজী' বা বহিরাগত দল বলা হয়। ইহাদের মতে কোনও মুস্লিম ছোট বা বড় যে কোন প্রকার পাপ কাজ করিলেই ইস্লাম হইতে বিচ্যুত ও কাফির আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত আর কোনও অনুশোচনা বা পাপ-মুক্তির উপায় নাই। এইজন্য যে কোন প্রকার পাপের জন্যই ইহারা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিত। মুস্লিম জগতের গৃহবিবাদের সময় ইহারা অতিশয় দুর্ধর্ষ হয়। পরে ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়।

খার্চি পূজা

আগরতলার চতুর্দশ দেবতার (দ্রঃ) পূজা ও উৎসবকে খার্চি পূজা বলে। আষাঢ় শুক্লাষ্টমীতে দেবতাসমূহ স্থাপিত হয়। পূজার পূর্বদিন চতুর্দশদেবতাকে নদীতে স্নান করানো হয়। পূজার সময় খুব আড়ম্বর হয়। (দ্রঃ কেরপূজা)

খাল

খাল তিন প্রকারের; যথা (১) দুই সমুদ্রের মধ্য স্থানে খাল কাটিয়া বৃহৎ জাহাজ যাইবার পথ। (২) দেশের মধ্যে নদীতে নদীতে যোগ করিয়া নৌকাদি চলাচলের পথ। (৩) জলসেচনের প্রণালী। শেষ দুই শ্রেণীর খাল অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজারা, মহীশূরের রাজারা ও সিংহলের রাজারা জলসেচনের জন্য বহুবিস্তারে ইহার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন (দ্রঃ জলসেচন)। ভারতের মুসলমান যুগে কয়েকটি খাল নির্মিত হয়; ফীরূজশাহ তুগলক কতকগুলি খাল কাটান।...ইংরেজদের যুগে পঞ্জাব বিশেষভাবে এই শ্রেণীর খালের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে বহু খাল কাটা হওয়ায় গঙ্গা ও যমুনার জল অনেক খানি সেইসব খালে প্রবাহিত হইতেছে। বাঙলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণাংশের নদীপথ পলি পড়িয়া মজিয়া যাইতেছে; নদীর খাদগুলি সংস্কার না করিলে বা না কাটিলে বিপুল জলরাশি নির্গত হইতেছে না; ফলে উত্তর বঙ্গে প্রায়ই বন্যা হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গে চাষের জন্য দামোদর প্রভৃতি হইতে খাল কাটা হইয়াছে।...২য় শ্রেণীর খালের মধ্যে নৌকা চলাচলের খাল পড়ে; কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর জিলায় যাইবার খাল আছে।...ইউরোপ ও আমেরিকায় এই শ্রেণীর বহু খাল আছে। যোজক কাটিয়া কয়েকটি সমুদ্র-খাল নির্মিত হইয়াছে; যথা সুয়েজ, পানামা, কীল, কোরিন্থ। সুয়েজ দীর্ঘতম ও পানামা বৃহত্তম। সুয়েজ খাল কাটা হওয়ায় ইউরোপ ও

এশিয়ায় আসা-যাওয়া সহজ হইয়াছে ; পানামা খাল কাটা হওয়ায় আমেরিকার পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে যাতায়াতের অনেক সময় ও ব্যয় বাঁচিয়াছে ; কীল (Kiel) খাল কাটা হওয়ায় জারমানদের পক্ষে বাল্টিক হইতে উত্তর সাগরে আসার সুবিধা হইয়াছে। সিয়ামের (Thailand) ক্রা (Kra) যোজক কাটা হইলে জাপানীদের পক্ষে সিঙাপুর এড়াইয়া সহজে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ভারত মহাসাগরে আসা সম্ভব হইবে। ইউরোপে এক কালে খালের কদর ছিল ; কিন্তু রেল হওয়ায় তাহার ব্যবহার লোপ পায়, এখন মোটর লঞ্চ হওয়ায় পুনরায় কদর বাড়িতেছে।

খাল, পৃথিবীর মধ্যে জাহাজ-খাল।

দেশ	বৎসর	দৈর্ঘ্য	গভীরতা	প্রস্থ	ব্যয়
		মাইল	ফুট	ফুট	পাউণ্ড
প্রিন্সেস জুলিয়ানা (নেদারল্যানডস্)	১৯৩৫	২০	১৬	৫২	১·১০ কোটি পাঃ।
আমস্টারডেম (নেদারল্যান্ডস্)	১৮৭৬	১৬½	২৩	৮৮	২,৬০০,০০০
কোরিন্থ (গ্রীস)	১৮৯৩	৪	২৬	৭২	১,০০০,০০০
এলবে (জারমেনী)	১৯০০	৪১	১০	৭২	১,১৭০,০০০
গোটা (সুইডেন)	১৮৩২	১১৫	১০	৪৭	৭৭০,০০০
কীল (জারমেনী)	১৮৯৫ প্রথম কাটা হয় ; পরে				
	১৯১৪	৬১	৪৫	১৫০	১৯,০০০,০০০
ম্যানচেস্টার (ইংল্যান্ড)	১৮৯৪	৩৫½	২৬	১২০	১৫,৫০০,০০০
পানামা (আমেরিকা)	১৯১৪	৫০	৪৫	৩০০	৭৫,০০০,০০০
সুয়েজ (আফ্রিকা)	১৮৬৯	১০০	৩০	১৪৭	২৯,৭২৫,০০০
ওয়েল্যান্ড (কানাডা)	১৮৮৭ প্রথম কাটা হয় ; পরে				
	১৯১৪	২৬	২৫	২০০	২১,০০০,০০০

স্ট্যালিন খাল (সোভিএট্ রুশ) হোহাইট সী বা শ্বেত সাগর ও বল্টিক সাগরকে যোগযুক্ত করিয়াছে ; ১৫২ মা।

খালসা

নানক প্রচারিত ধর্ম সাধনা লোকে গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদাদি অনেকে ভুলিতে পারে নাই ; উচ্চ বর্ণই সমাজে প্রাধান্য লাভ করিত। গুরু গোবিন্দ সিংহ ঘোষণা করিলেন যে সকল শিখ সমান, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই 'শিখ' হইতে পারে। বর্ণের অভিমান ভুলিয়া সকলে 'পাহুল' নামে প্রাচীন উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া একত্র পান ভোজন করিল। ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া 'খালসা' বা মন পবিত্র বা খোলসা করিতে উপদেশ দিলেন। এখন হইতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে কেহ উপবীত রাখিতে পারিবে না, জাতিগত ও ব্যবসায়গত পার্থক্য থাকিবে না। দেবদেবীর পূজা ও তীর্থ যাত্রা নিষেধ হইল। জাতিগত উপাধি উঠাইয়া সকলকে 'সিংহ' উপাধি দেওয়া হইল। প্রত্যেক খালসা শিখকে কৃপাণ, কড় (লৌহ বলয়), কচ্ছ (ছোট পায়জামা), কঙ্গি (চিরুন) ও কেশ সাম্প্রদায়িক চিহ্নরূপে ধারণ করা আবশ্যিক হইল। ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায় সমরকুশল জাতিতে পরিণত হইল। গুরু গোবিন্দর মৃত্যুর পর খালসাদের ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় ; রণজিৎ সিংহ ইহাদের পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ করেন। এই খালসা সৈন্যরা রণজিতের হইয়া যুদ্ধ করে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হয়। (দ্রঃ শিখযুদ্ধ)

খালিদ ইবনুল ওলীদ (মৃঃ ৬৪২)

ইনি আরবের অদ্বিতীয় বীর। অমুসলিম অবস্থায় ইনি হজরত মুহম্মদের বিরুদ্ধে কোরায়শগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া ৬২৪ খৃঃঅঃ ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করেন। ইঁহারই কৌশলে মুসলিমগণ সম্পূর্ণ বিজয়ী হইয়াও যুদ্ধের শেষ অবস্থায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতপর ইনি ৬২৯ এ অন্যতম প্রসিদ্ধ সেনাপতি, পরবর্তীকালে মিশর-বিজয়ী আমর ইবনুল আস-এর সঙ্গে মদিনায় গিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বৎসরই তিনি মুতার যুদ্ধে মুসলিম পক্ষ অবলম্বন করেন ও অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া হজরত মুহম্মদ কর্তৃক শাইফুল্লাহ বা 'আল্লহর তরবারী' উপাধি লাভ করেন। ইনি হুনায়ন, আওতাস ও তায়ফ সমরে যোগদান করেন। আবুবকরের খেলাফত কালে ইনি ইমামার ভণ্ড নবী মুসায়লেমাকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন ও তাঁহার চেষ্টায় তৎকালীন যাবতীয় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। ইহার পর ইনি ইরাক অভিযানে প্রেরিত হন ও ৬৩৩ খৃঃ মোসান্না নামক অপর এক সেনাপতির সহযোগিতায় ইরাকে হিরা প্রদেশ জয় করেন। ৬৩৪ খৃঃ সীরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে ইনি ৪০,০০০ মুসলিম সৈন্য লইয়া রোম সম্রাটের ২,৪০,০০০ সেনা পরাজিত করেন। ইহার পর আজনাদীন প্রান্তরে রোমকগণ আর এক বার তাঁহার হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। আজনাদীন যুদ্ধের পর ওমর তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিত্ব হইতে বিচ্যুত করেন। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, খালিদ যেরূপ অবলীলাক্রমে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাতে লোকে তাঁহাকে কুসংস্কার বশে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া না বসে ; যাহা হউক ইহার পরও তিনি প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দার অধীনে অত্যন্ত আনুগত্যের সহিত কাজ করেন ; আবু ওবায়দাও প্রত্যেক অভিযানে নামমাত্র সেনাপতি থাকিয়া খালিদেরই পরামর্শ

অনুযায়ী সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকেন। দামেশক বিজয়ের পর জনৈক কবি তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করায় তিনি তাহাকে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দেন; খলীফা ওমর সরকারী অর্থের অপচয় হইতেছে মনে করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন; প্রকৃত পক্ষে ঐ অর্থ তাঁহার ব্যক্তিগত ছিল, সরকারী ধনাগারের নহে। ইহার পর তিনি হিম্‌স শহরে প্রেরিত হন ও তথায় ৬৪২ খৃঃ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অশ্ব ও অস্ত্রাদি সরকারী ধনাগারে প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়া যান। তিনি জীবনে কখনও পরাজিত হন নাই।

খালিদা আদীব খানম (Halide Adib Hanum) তুর্কী বিদুষী। তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম উপাধিধারিণী মহিলা। বিপ্লবী মতবাদের জন্য কন্‌স্টান্টিনোপল গভর্নমেন্ট ইঁহাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করে। অতঃপর ইনি আন্‌কারার (Angora) জাতীয় দলের সহিত যোগদান করেন। ইনি কামাল পাশার এডিকং ছিলেন; 'আগুনের কুরতা' নামক একখানি জাতীয়তামূলক উপন্যাসের লেখিকা ও তুরস্কের নারী আন্দোলনের অগ্রনায়িকা। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে ইঁহার নারী-বাহিনী তুরস্কের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। পরবর্তীকালে কামাল আতাতুর্কের সহিত রাজনৈতিক মতভেদ হওয়ায় ইনি তুরস্ক হইতে বিতাড়িত হন; সেই সময় ইনি ভারতে আসিয়া বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

খাস উপনিবেশ (Crown Colony)

(দ্রঃ উপনিবেশ; ক্রাউন কলোনী)

খাসি জাতি ও ভাষা (The Khasis)
আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও ময়মনসিংহ সিলেটের মধ্যে যে পর্বত শ্রেণী আছে তাহার মধ্যাংশে খাসি জাতির বাস। ইহাদের ভাষা বর্মার মন্‌-খ্‌মের (Mon-Khmer) জাতীয়। ভারতের মধ্যে কোথায়ও ইহাদের ভাষার অনুরূপ ভাষা ভাষী জাতি নাই। ১৮ লক্ষ লোক এই ভাষা বলে। ইহাদের সমাজ মাতৃ-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ মাতুল কুলে মাতা বাস করে; মাতুলের সম্পত্তি ভাগে পায়। শ্বশুর বাড়ীতে জামাই বাস করে। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ সহজে হয়। ইহাদের আদিম ধর্ম লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, অধিকাংশই খৃস্টান হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে একজন সর্দার বা সীম (Siem)-এর অধীন। ইহাদের উত্তরে আসাম, দক্ষিণে সিলেট, অথচ আসাম বা বাংলার কোন সংস্কৃতি পায় নাই। কমলা লেবু ও পাথুরে চুনের ব্যবসায় হইল ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। শিলং, চেরাপুঞ্জি ইহাদের প্রধান কেন্দ্র। ইহাদের নিজের লিখিত লিপি নাই। খৃস্টান মিশনারী-প্রবর্তিত রোমান লিপি জাতীয় লিপি হইয়াছে। অখৃস্টান খাসিয়ারা প্রেত ও পূর্বপুরুষের আত্মার পূজা করে; পূর্বে নরবলি ছিল, এখনও মাঝে মাঝে ঐরূপ নরহত্যার কথা শোনা যায়। ইহারা মৃতদেহ পোড়াইয়া অস্থিগুলিকে পুঁতিয়া চিতার কাছে মোরগ বলি দেয়। চেরাপুঞ্জিতে ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দির আছে; কিছু লোক ব্রাহ্ম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাংলাভাষার চর্চা আছে। খাসি ভাষার বই অধিকাংশই খৃস্টানী বই বা ইংরেজি বইএর তর্জমা।

খিজির খাঁ
মুলতানের শাসক। তুগলক বংশীয় শেষ পুতুল-রাজা মামুদের মৃত্যু (১৪১৩) হইলে খিজির ১৪১৪এ দিল্লী অধিকার করেন। ইনি নিজেকে হঃ মুহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন; সেই জন্য ইঁহার স্থাপিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে খ্যাত। খিজির রাজ উপাধি লইতে সাহসী হন নাই, তৈমুর লঙের নামে রাজ্য শাসন করেন।

খিলজী, খিলিজি, খালজি, বংশ
দিল্লীর সিংহাসনে ১২৯০—১৩২০ অর্থাৎ ৩০ বৎসর এই বংশ রাজত্ব করে। জালালউদ্দীন (১২৯০—৯৬), আলাউদ্দীন (১২৯৬—১৩১৬), শাহাবুদ্দীন উমর (৪ মাস), কুতবউদ্দীন মুবারক (১৩১৬—২০)। নাসিরউদ্দীন খুসরু (দ্রঃ) নামে একজন লোক এই বংশের উচ্ছেদ করে। খিলজীদের পূর্বে দাস বা গোলাম বংশ ও পরে তুগলকগণ রাজত্ব করে। ইহারা তুর্ক ছিল না বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ইহাদের সময় দাক্ষিণাত্যর হিন্দুরাজা অধিকৃত হয়।

খুতবা
ইহার আভিধানিক অর্থ বক্তৃতা। ইস্‌লাম ধর্মমতে দুই ঈদের নামাজের পর ও শুক্রবারে জুমার নামাজের পূর্বে দুইটী করিয়া ও বিবাহের বর-কনের সম্মতি গ্রহণের পর একটী নাতিদীর্ঘ খুতবা দিবার বিধান আছে। ইহাতে সাধারণত প্রথমে আল্লার প্রশংসামূলক কোরানের শ্লোক বা স্বরচিত বাক্যাবলী পঠিত হয়; তৎপর তৎকালীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ অতঃপর হজরত মুহম্মদের ও তাঁহার বংশধরগণের এবং তৎকালে জীবিত তদীয় সঙ্গী মহাপুরুষ (আস্‌হাব)-গণের প্রশংসামূলক বাক্যাবলী পাঠ ও তাঁহাদের এবং সমগ্রভাবে যাবতীয় মুস্‌লিম জাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হয়। সর্বশেষে তৎকালীন মুস্‌লিমজগতের নেতা বা খলীফার জয় কামনা করা হয়। বর্তমানে মুস্‌লিম জগতে কোন খলীফা না থাকায় সাধারণভাবে

যাবতীয় মুসলিম বাদশাহগণের ও বিশেষভাবে মক্কা ও মদীনার রক্ষকের মঙ্গল ও জয় কামনা করা হয়। উপরোক্ত ক্রমের ব্যতিক্রম হইলেও দোষ নাই।...বিবাহের খুতবায় বিবাহের উদ্দেশ্য ও দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়। খুতবা যাহাতে জনসাধারণ বুঝিতে পারে সেইভাবে তাহাদের মাতৃভাষায় হওয়াই বিধেয়। নতুবা ইহার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। হজরত মুহম্মদ স্বয়ং খুতবায় লোকদিগকে সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ও তাঁহার অনুগামীগণ তদনুসারে কাজ করিতেন। বর্তমানে ভারতীয় ও বিশেষ করিয়া অধিকাংশ বাঙালী মুসলিমগণ এই শিক্ষাটী ভুলিয়া খুতবাকে একটী শাব্দিক অনুষ্ঠান রূপে গ্রহণ করিয়াছে।...খুতবা সাধারণত ইমাম (দ্র) অর্থাৎ যিনি নামাজে নেতৃত্ব করেন—তাঁহাকেই দেওয়ার নিয়ম। যিনি খুতবা দেন তাঁহাকে 'খতীব' (বক্তা) বলে। ঈদ ও জুমার খুতবা একটী উচ্চ বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ও বিবাহের খুৎবা বিবাহ মজলিসে ফরাশে বসিয়াই দেওয়া হয়।

খুদাবক্স লাইব্রেরী

পাটনা শহরে পারসী, আরবী গ্রন্থ ও পুঁথির বিখ্যাত লাইব্রেরী। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এখানে আছে। খাঁ বাহাদুর খুদাবক্স পাটনার উকিল ছিলেন; ১৮৪২ এ তাঁহার জন্ম হয়। খুদাবক্সের পিতা মহম্মদ বক্স বাঁকিপুরের উকিল ছিলেন ও তিনি পারসী ও আরবী গ্রন্থ সংগ্রহে মন দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খুদাবক্স পুঁথি সংগ্রহ করেন; বর্তমানে ৫০০০এর উপর পুঁথি আছে।

খুনখারাপি রঙ (Congo Red)

রক্তের মত লাল রঙ।

খুর, ক্ষুর, (Razor)

দাড়ি কামাইবার জন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র। পূর্বে এদেশে কামাররা তৈয়ারী করিত; পরে বিলাতী Razor বা খুর আমদানী হয়। এখন জিলেট কর্তৃক আবিষ্কৃত Blade খুর অনেকে নিজে ব্যবহার করে। বহু প্রকার বিদেশী খুর (Blade) আমদানী হইতেছে। নাপিতের পেশা বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

খুর (Hoof)

গবাদি প্রাণীর পায়ের নীচে জুতার মতো শক্ত পদার্থ; ইহা সিংহাদির থাবা ও নখ এবং মানুষের পা ও আঙুলের সমতুল্য। নখাদির ন্যায় ইহাও ভিতর হইতে একপ্রকার রসের দ্বারা গঠিত হয়। গরুর খুর মাঝে কাটা; কাটা খুরের উন্নত অবস্থা আঙুল। গরু ঘোড়ার পায়ের তলায় 'নাল' পরানোর রীতি বহু পুরাতন। খুর ও শিঙ গলাইয়া শিরীষ (দ্র) আঠা হয়।

খুরম

জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র; ১৬১৬এ উদয়পুরের রানাকে পরাজিত করিয়া ফিরিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে শাহজাহান (দ্রঃ) উপাধি দেন।

খুরমা, খেজুর (Phoenix dactylifera : Date)

দঃ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এই গাছ জন্মে; ৬০।৭০ হাত উচ্চ হয়। ইহা শুকনো দেশের গাছ। ইহার পক্ষে বৎসরে ৫ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। গাছের গোড়া হইতে তেউড় জন্মে এবং তাহা হইতে নূতন গাছ জন্মে। তেউড়গুলি ৩—৬ বছরের হইলে নূতন স্থানে লাগাইতে হয়।...গাছ হইতে এক প্রকার গঁদ নির্গত হয়, উহা পঞ্জাবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পাতা হইতে মাদুর, পাখা, ঝুড়ি, দড়ি প্রস্তুত হয়। গাছপাকা খেজুর শুকাইলে খুরমা বলে। কাঁচা শুকনো ফলকে ছোহারা বলে। (Watt 882—5)

খুল্লনা

কবিকঙ্কণ 'চণ্ডী' কাব্যের অন্তর্গত গল্পে উল্লিখিত রমণী। লক্ষপতি বণিকের কন্যা, ধনপতি সদাগরের পত্নী ও শ্রীমন্তের জননী। ধনপতি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গেলে খুল্লনা সপত্নী হস্তে নির্যাতিত হন। পরে শ্রীমন্ত মায়ের দুঃখ দূর করেন।

খুসকি (Dandriff, Dandruff)

মাথার চামড়ার একপ্রকার ঘা। আমাদের কেশমূল হইতে যে প্রাকৃতিক তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা বীজাণুর সংস্পর্শে আসিয়া পচিয়া যায় (bactarial decomposition); ইহা এক প্রকার একজিমা (Seborrhoeic eczema)। এই জাতের খুসকি না সারিলে মাথার চুল উঠিয়া যায় এবং পরিশেষে মাথায় টাক পড়ে। (দ্রঃ টাক পড়া)

খুসরু (Prince Khusrau)

জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহার মাতুল মানসিংহ। সেলিম (জাহাঙ্গীর) আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে আকবর খুসরুকেই সিংহাসন দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে খুসরু পিতার বিরুদ্ধে ১৬০৬এ বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হন। খুসরুকে শিখগুরু অর্জুন (দ্রঃ) সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। খুসরুকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে ১৬২১এ শাজাহানের আদেশে বুরাহনপুরে গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করা হয়। জাহাঙ্গীরকে জানানো হয় খুসরু শূলবেদনায় মারা গিয়াছেন। এলাহাবাদে কবর আছে।

খুসরু, নাসিরউদ্দীন

আলাউদ্দিন খিলজির অযোগ্য পুত্র মুবারক শাহর প্রিয়পাত্র।

খুসরু এক নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল, ইসলাম গ্রহণ করিয়া সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয় ও ১৩২০এ মুবারককে হত্যা করিয়া নিজেই নাসির-উদ্দীন নাম লইয়া সিংহাসন গ্রহণ করে। পঞ্জাবের দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিকের নেতৃত্বে ওমরাহগণ খুসরুকে হত্যা করে। গাজি মালিক গিয়াসুদ্দীন তুগলক শাহ নামে বাদশা হন (১৩২০)

খৃস্ট, যীশু (Jesus Christ)

ইহা গ্রীক শব্দ, অর্থ দীক্ষিত; যীশু শব্দটি হীব্রু, অর্থ জোশুয়া বা জিহোভা-রক্ষিত।...যীশু খৃস্ট খৃস্টান ধর্মের স্থাপয়িতা। ইঁহার পিতা জোসেফ সূত্রধর ছিলেন। মাতার নাম মেরী। জন্মস্থান বেথেলহাম, ফিলিস্তানের জনপদ। খৃঃ পূঃ ৪ অব্দে ডিসেম্বর ২৫এ তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। নাজারেথ নামক স্থানে সূত্রধরের কাজ করিয়া যীশুর ৩০ বৎসর কাটে, সেইজন্য তাঁহাকে ন্যাজারিন বলা হয়। কাহারও বিশ্বাস যে তিনি এই সময়ে পরিব্রাজকের ন্যায় ভ্রমণ করেন। ইহুদীদের মধ্যে মাত্র তিন বৎসর তিনি ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর প্রেমময় পিতা, যীশু তাঁহার প্রেরিত পুত্র, সমস্ত মানুষ ভাই ভাই, দরিদ্রেরা স্বর্গরাজ্য পাইবে। ইহুদী পুরোহিত ও ধনীরা তাঁহার ধর্মমত প্রচার করা পছন্দ করে নাই এবং ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা রোমান্ শাসনকর্তার আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করে। বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়। তৎকালে অপরাধীদের ক্রুসের উপর হত্যা করা হইত; খৃস্টকে সেইভাবে হত্যা করা হয়। খৃস্টের জীবনী বহু অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। তাঁহার চারিজন শিষ্য—ম্যাথু, লিউক, জন, মার্ক—গ্রীক ভাষায় জীবনী রচনা করেন। পরযুগে বহু ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ১৯ শতকের মধ্যভাগে ফরাসী লেখক রেনান্ (Renan) অলৌকিকত্ব ও দেবত্বাদি বাদ দিয়া মহামানব খৃস্টের জীবনী রচনা করেন।

খৃস্টমাস (Christmas)

২৫ ডিসেম্বর খৃস্টের জন্মদিন। ৪র্থ শতক হইতে এই দিন খৃস্টানরা পর্ব বলিয়া মানিতেছে। খৃস্টমাসের সহিত প্রাচীন সূর্য পূজার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মেরী ও শিশু খৃস্ট মিশরীয় ইসিস ও হোরাসের অনুরূপ বলিয়া মনে করা হয়। খৃস্টমাসে খৃস্টীয় জগতে খুব ধুমধাম আমোদ প্রমোদ হয়।

খৃস্টান ধর্ম (Christianity)

বাইবেল (পুরাতন ও নবীন) খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ। পুরাতন বাইবেল (Old Testament) হীব্রু ভাষায় ও নবীন (New Testament) বাইবেল গ্রীক ভাষায় লিখিত। ইহুদীরা নূতন বাইবেল মানে না; খৃস্টানরা উভয়কে শ্রদ্ধা করে। নবীন বাইবেল ছাড়া খৃস্টীয় সাধু সন্তদের বিচার আচার বিশ্বাস, গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ, পোপদের হুকুমনামা (Bull) প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় ও বস্তু মিলিয়া খৃস্টানধর্ম গড়িয়াছে। খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব কেবলমাত্র খৃস্টের বিশুদ্ধ মত সমন্বিত নহে, উহা ইউরোপের ইতিহাস, গ্রীক দর্শনতত্ত্বর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ লোক খৃস্ট ধর্মাবলম্বী; রোমান ক্যাথলিক ৩৩·১৫ কোটি; গ্রীক চার্চ ১৪·৪০ কোটি, প্রোটেস্টান ২০·কোটি। খৃস্টানদের মধ্যে ২৫০এর উপর সম্প্রদায় আছে। ভারতে খৃস্টানের সংখ্যা ৬২,৯৭,০০০ (১৯৩১এ), বা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·৮%। এই সংখ্যার শতকরা ৬০ জন মাদ্রাস প্রদেশের ও স্টেটের খৃস্টান। কোচিন রাজ্যের শতকরা ২৭ ও ত্রিবঙ্কুরের শতকরা ৩১·৫ জন খৃস্টান।

খৃস্টাব্দ (A. D.)

খৃস্টের জন্মের পর হইতে এই সাল গণনা হইতেছে; কিন্তু বর্তমানে জানা গিয়াছে খৃস্ট এই অব্দ আরম্ভের চারি বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। A. D.র অর্থ Anno Domini অর্থাৎ The Year of the Lord অর্থাৎ প্রভু বা খৃস্টের বৎসর। আজকাল অনেকে A.C. বা After Christ লেখেন; ইহার পূর্বের সময়কে B. C. অর্থাৎ Before Christ বলা হয়।

খৃস্টাব্দ হইতে বঙ্গাব্দ নির্ণয় করিবার কৌশল

এপ্রিলের শেষার্ধ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত খৃস্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বাদ দিলে, এবং জানুয়ারী হইতে এপ্রিলের মাঝ পর্যন্ত খৃস্টাব্দ হইতে ৫৯৪ বাদ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়; যেমন ১৯৩৮ অক্টোবর—৫৯৩=১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। ১৯৩৭ মার্চ—৫৯৪=১৩৪৩ বঙ্গাব্দ। (দেবপ্রসাদ, পাটিগণিত ১২৬)।

খেঁকশিয়াল (Fox, Vulpes)

শিয়ালের একটি জাত; শিয়াল অপেক্ষা শীর্ণ; লেজ সমেত দেহ প্রায় ৪ ফুট। মাথা লম্বা রঙ ঈষৎ লালচে। শিয়াল হুয়া, হুয়া ডাকে, ইহারা খেঁক খেঁক করিয়া ডাকে। ইহাদের গায়ের রঙ ধূসরবর্ণ; ইটের পাঁজায় ও মাটির মধ্যে বাসা করে। শিয়ালী ৩।৪টি বাচ্ছা একসঙ্গে প্রসব করে। আমেরিকার উত্তরে ইহার (fur) লোমের জন্য শিকার চলে। মেম সাহেবরা শিয়ালের লোম শুদ্ধ চামড়া গলায় ঝুলান।

খেজুর গাছ (Date : Phoenix sylvestris)

তালাদি বর্গের পরিচিত গাছ ও ফল। বাঙলায় খেজুর ফল গ্রীষ্মকালে হয়, উহা প্রায় অখাদ্য। তবে খেজুর রস লোকে হেমন্তকালে খায় এবং রস হইতে গ্রামের লোকে গুড় বানায়।

খেজুর গুড়ে স্থায়ীভাবে তাহার সুগন্ধি থাকে না। আখের গুড়ের ন্যায় ইহা বহুকাল থাকে না, সহজে নষ্ট হইয়া যায়। শুক্‌নো গুড় হইতে পাটালি, লবাৎ হয়। কার্তিক মাসে 'গাছ কাটা' সুরু হয় অর্থাৎ গুঁড়ির উপরিভাগে পাতার নীচে একটা দিকে কামাইয়া সাফ করা হয়; গা কাটিয়া একটি নল লাগাইয়া দিলে ভিতরের রস সেখান দিয়া পড়ে; সেখানে একটি কলসী বাঁধিয়া দিলে রস জমে। মাঘ মাস পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন প্রতি গাছ হইতে /৫ সের করিয়া রস পাওয়া যায়। এই রস লোকে প্রাতে খায় বা জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ারী করে। ৭-১০ সের রসে ১ সের গুড় হয়। এই ব্যবসায় ৪½ মাস চলে; গাছ কাটা ৬৭ দিন হয়। সুতরাং গড়ে /৫ হিসাবে ৬৭ দিনে ৩৩৫ সের রস বা প্রায় গড়ে ১/০ মণ গুড় হয়; ইহার মূল্য প্রায় ৫৲ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১০০ গাছ হয়।...রস তাড়ি করিয়াও লোকে খায়। খেজুর পাতা খুব মজবুত এবং ভাল চাটাই ও মাদুর তৈয়ারী করিতে পারা যায়। এক প্রকার বুনো খেজুর গাছ দেখা যায়; তাহা ঝোপের মত কাণ্ডহীন।...উত্তর আফ্রিকা, আরব ও পারস্যের খেজুর বিখ্যাত। গাছ প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ হয় এবং কাঁদিতে ২০০এর উপর করিয়া ফল হয়। বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হয়; আরবদের প্রধান ব্যবসায় খেজুর রপ্তানী। (দ্রঃ খুরমা; Watt, 885-6)

খেঁড়ী কলাই, (Phaseolus aconitifolius)

শিম্বাদি বর্গের বন্য মুগ কলাই বিশেষ; লতানিয়া সরু লোমশ গাছ; শুঁটি লোমশ নহে। ভারতের সর্বত্রই এই কলাই দেখা যায়। বর্ষার মুখে ডাঙা জমিতে পুঁতিতে হয়। শরতকালে শস্য কাটা হয়। যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই অঞ্চলে রীতিমত চাষ হয়। বোম্বাইতে কাঁচা শুঁটি লোকে খায়, দাইলও তৈয়ারী করিয়া রাখে। সমস্ত গাছ গরুর উত্তম খাদ্য। (Watt 879; যোগেশ ২০০)

খেত-পাপড়া শাক (Oldenlaudia biflora)

আচ্ছুকাদি বর্গের বন্যশাক; গাছ ঝাঁপড়া, সোজা হয় না; শাদা ছোট ফুল, বর্ষাকালে ফোটে; এবং জোড়াজোড়া ফুল একত্র জন্মে। গ্রাম্য চিকিৎসায় ইহার পাতার রস ব্যবহৃত হয়; বিশেষত যকৃতাদি রোগে ইহার পাচন উৎকৃষ্ট ঔষধ; ম্যালেরিয়াতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। (Chopra 588; যোগেশ)।

খেদা

হাতী ধরার ফাঁদ। বন্য হাতীরা দলবদ্ধভাবে বনে বেড়ায়; তাহাদের ধরিবার জন্য বাঙলাদেশের পূর্ব দিকে বনে খেদা তৈরী হয়। একটি স্থানে পরিখা কাটিয়া, শক্ত কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা হয়; প্রবেশের একটিমাত্র পথ থাকে। হাতীর দলকে তাড়া করিয়া এই খেদার মধ্যে ঢুকানো হয় এবং দ্বার শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অনেক দিন ইহার মধ্যে বন্ধ অবস্থায় অনাহারে থাকিয়া হাতীরা ক্লান্ত হইয়া পড়ে; তখন শিক্ষিত হাতী গিয়া ধীরে ধীরে ইহাদের পায়ে শিকল বাঁধিয়া দেয়। জমিদার বা গভর্নমেণ্ট ছাড়া অপর কেহ হাতী ধরিতে পারে না। ক্ষেপা হাতী ছাড়া অন্য হাতী মারা নিষিদ্ধ। (দ্রঃ হাতী)

খেদিভ্ (Khedive)

পারসিক শব্দ, অর্থ রাজপুত্র। ১৮৬৭তে তুর্কীর সুলতান তাঁহার অধীনস্থ মিশরের শাসনকর্তাকে এই উপাধি দেন। তৎপূর্বে তাহাকে 'ওয়ালি' (Viceroy) বলিত। ১৯১৪ পর্যন্ত মিশরের শাসককে খেদিভ বলিত। ইংরেজ ঐ বৎসর খেদিভ্ পদ উঠাইয়া দিয়া নিজেদের মনোমত ব্যক্তিকে 'সুলতান' উপাধি দেন। ১৯২২ হইতে তিনি 'King' হইয়াছেন।

খেমটা নাচ

এক প্রকার নৃত্য; পেশাদার স্ত্রী-নর্তকীরা নাচে। (দ্রঃ নৃত্য)

খেরবারী ভাষা বর্গ

সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, ভুমিজ, কোড়া ইত্যাদি ভাষার সাধারণ নাম। প্রায় ৩৫ লক্ষ ভাষী আছে।

খেয়া ঘাট, ফেরি ঘাট (Ferry)

কতকগুলি নদীর ঘাটে পারাপারের জন্য নৌকা থাকে; পারানির জন্য মাঝি পয়সা লয়। জেলাবোর্ড হইতে এইসব ঘাট নিলামে বিক্রয় হয়। বাঙলার জিলাবোর্ডের এই খাতে ৫,৬৮,১৬১ টাকা (১৯৩৭-৩৮) আয় হইয়াছিল। নৌকায় অতিরিক্ত লোক উঠাইবার ফলে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়।... 'খেয়া' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ, ১৯০৬ প্রকাশিত হয়।

খেরুয়া, খেরো, খারুয়া কাপড়

ক্ষারযোগে রঞ্জিত মোটা বস্ত্র। খুব মোটা, লাল রঙের, অত্যন্ত বেশি মাড় দিয়া শক্ত করা; তোষক, গদি প্রভৃতি করিবার উপযুক্ত কাপড়। দোকানীরা এই কাপড় দিয়া হিসাবের খাতা বাঁধে। বিহারে মুসলমান জোলারা বোনে।

খেলনা ও পুতুল (Toy, Dolls)

মানুষের শিশু চিরকাল খেলনা ও পুতুল লইয়া খেলা করিয়া আসিতেছে; শিশু নিজ কল্পনা বলে অদ্ভুত সব জিনিষকে সত্য নাম দিয়া খেলা করে; চেয়ারে বসিয়া সে মোটর চালায়, রেলিঙে দড়ি বাঁধিয়া গাড়ী হাঁকায়; মেয়েরা ধুলা, কাদা, পাতা ফুল দিয়া মহাভোজে লোক নিমন্ত্রণ করে।...মাটি খুঁড়িয়া মিশর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে মাটির খেলনা পাওয়া গিয়াছে।

সেযুগেও খেলনাকে সচল করার চেষ্টা দেখা যায়, যেমন কুমীরের মুখনাড়া, গরুর মাথানাড়া ইত্যাদি। খেলনা সকল প্রকার উপাদান দিয়া হয়। পাতা, শর, বাঁশ, শোলা দিয়া গ্রামে বিচিত্র খেলনা করে; পাতার ভেঁপু, তালপাতার সিপাই, বাঁশের বাঁশি; বাঁশ, তাঁত, চামড়া ও মাটির ডাবা দিয়া বেহালা গ্রামের মেলায় খুব বেশি বিক্রয় হয়; এছাড়া ডুগডুগি, ট্যামটেমি, ঝুন ঝুনি প্রভৃতি আছে। কাঠের খেলনা আরও শক্ত ও স্থায়ী; জীবজন্তু, মানুষ, গাড়ী প্রভৃতি হয়। এই খেলনার অনেকগুলিকে সচল করা হয়। কাপড় ছেঁড়া দিয়া, কাপড়ের মধ্যে তুলা বা তুষ ভরিয়া নানা প্রকার পুতুল ও জীবজন্তু হয়। প্রাচীনকালের এসব নমুনা পাওয়া যায় নাই, তবে মিশরে তুতানখামেনের কবরগৃহ হইতে কাঠের খেলনা বহু প্রকারের আবিষ্কৃত হইয়াছে।...মাটির খেলনা ও পুতুল সকল দেশে হইত ও এখনও হয়, অবশ্য সেসব খেলনা পুড়াইয়া শক্ত করা। আমাদের দেশে কৃষ্ণনগর—ঘূর্নি, দেওঘর, লক্ষ্নৌ প্রভৃতি স্থানের মাটির খেলনা বিখ্যাত। বর্তমান যুগে মাটির খেলনার উন্নত সংস্করণ হইতেছে চীনামাটির খেলনা; এই জাতীয় উপাদানে পুতুলই বেশি; এদেশে পটারি ওয়ার্কসে কিছু পুতুল তৈয়ারী হয়, তবে বেশির ভাগ জাপান হইতে আসে। ধাতু-নির্মিত অর্থাৎ লোহা বা টিনের পাত দিয়া তৈয়ারী খেলনা ও পুতুল অসংখ্য প্রকারের আছে। এদেশে পালকী, রেলগাড়ী প্রভৃতি গ্রামের টিন্-মিস্ত্রীরা তৈয়ারী করিয়া মেলায় বিক্রয় করে; কিন্তু বর্তমানে স্প্রিং চালিত টিনের খেলনা বিদেশ হইতে আসিতেছে। ইংল্যানডে এই শিল্প প্রথম হয়, তারপর জারমেনী এই শিল্পের উন্নতি করিয়া প্রায় পৃথিবীর খেলনার বাজার দখল করিয়াছিল; তারপর জাপান এই শিল্পে নামিয়া অন্য সব জাতিকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া বাজার দখল করিয়াছে। টিনের ছাড়া পিতলের খেলনা কাশী প্রভৃতি স্থানে হয়।...ধাতু-নির্মিত খেলনা ও পুতুলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে সেলিউলয়েড ও রবার। বিংশ শতাব্দীতে এই দুই পদার্থ খেলনা-শিল্পে আসিয়াছে। কাগজের খেলনার মধ্যে মুখোস উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে মুখোস শিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে জাপান; ইহা ছাপাইয়া করা হয় বলিয়া বিচিত্র রকমের হয়। কাগজের ফুল, মালা ও অন্যান্য খেলনা হয়।...কাগজের মণ্ড (pulp) হইতে পুতুল হয়। বাঁকুড়ায় কুটীরশিল্পরূপে ইহা এখনো আছে।...হাতীর দাঁতের পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত হয়; সেগুলিকে ইহার মধ্যে না ফেলাই ভাল। বর্তমানে মেকানিকাল বা যন্ত্রীয় খেলনা ও পুতুলের চল বেশি হইতেছে। শিশুর জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে সেগুলি উপযোগী হইলেও তাহার কল্পনার উন্মেষে সেগুলি বাধাস্বরূপ। মেকানো (দ্র), স্টীম ইনজিন, ব্যাটারির সাহায্যে ট্রামগাড়ী ও নানা প্রকার যন্ত্রাদি পরিচালনা খেলনা রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।...জারমেনী, জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যানড প্রভৃতি দেশে খেলনা শিল্প খুবই অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে এই শিল্প এখনো আরম্ভ হয় নাই। ১৯৩৫-৩৬এ ভারতে খেলনা ও ক্রীড়া সরঞ্জাম ৪৭·৫১ লক্ষ টাকার আমদানী হয়।...খেলা ও খেলনার সহিত শিক্ষা পদ্ধতির যোগ আছে; শিশু মাত্রই খেলা ও খেলনা ভালবাসে; সুতরাং দুইটির মধ্য দিয়া তাহার শিক্ষার কথা প্রথম ভাবেন ফ্রোবেল, যিনি কিন্ডারগার্টেন (দ্রঃ) পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বর্তমান যুগে মন্টেসরিও খেলা, খেলনা ও শিক্ষাকে এক করিয়াছেন।

খেলা

সাধারণত ঘরের মধ্যে বসিয়া (indoor) ও ঘরের বাহিরে (outdoor) গিয়া এই দুই শ্রেণীর খেলা ধরা হয়। (১) ঘরোয়া খেলার মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধির, কতকগুলি কৌশলের খেলা আছে। বুদ্ধির খেলা যেমন তাস, দাবা, বাঘবন্দী, মুগল-পাঠান ইত্যাদি। কৌশলের খেলা পাশা, শতরঞ্চ; মেয়েদের কড়ি বা গুঁটি খেলার মধ্যে কিছু কৌশলের প্রয়োজন হয়। ক্যারোম, ব্যাগাটেলা পিঙপঙ, বিলিয়ার্ড কৌশলের খেলা। গোলোক ধাম, লুডো, স্নেক-ল্যাডার প্রভৃতিতে বুদ্ধি বা কৌশলের প্রয়োজন হয় না। (২) বাহিরের খেলার মধ্যে ঘুড়ি খেলা, লাটিম, মারবেল, এক ধরণের; ডাং (ডাণ্ডাগুলি), কাপাটি, (হাডুডু), দাঁইড়াবাধা (ধাপসা) প্রভৃতি বহুবিধ দেশী খেলায় শরীরচর্চা যথেষ্ট হয়। বিদেশী খেলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, হকী, ব্যাড্মিন্টন, ভলি-বল, টেনিস্, বাসকেট-বল, বেস-বল প্রভৃতি নূতন আসিয়াছে। এ ছাড়া ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো খেলা, ঘোড়দৌড় আছে। গলফ খেলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের খেলা। লাঠি, তরবারি বা ছোরা খেলা, কুস্তি, জুজুৎসু, প্রভৃতি আত্মরক্ষার্থ খেলা হিসাবে শেখানো হয়। জারমেনীতে গ্লাইডারে (দ্রঃ) চড়িয়া আকাশে ওড়াও খেলার মধ্যে পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্রই খেলাধূলার প্রতি মানুষের দৃষ্টি গিয়াছে। কিন্তু ক্রমে খেলাও পেশাদারী হইয়া উঠিতেছে। অলিম্পিক উৎসবে (দ্রঃ) বহু প্রকারের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া হয়। প্রতি চারি বৎসর অন্তর কোন বিশিষ্ট নগরীতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; পিতা রামলোচন। দান ধর্মে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নামে একটি হাইস্কুল আছে।

খেলারাম

'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা, ১৫২৭ খৃঃ অব্দে উহা রচিত হয়। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪০০)।

খেঁসারি ডাল (Lathyrus Sativus)

শিম্বাদি বর্গের কৃষিজাত কলাই। উপপত্র বড় পাতার মতন;

শুঁটি চেপ্টা, কলাই সকোণ হয়। রবিশস্যরূপে ভারতে বহু স্থানে চাষ হয়। গাছ গোখাদ্য ; এবং শুঁটি ও দাইল দরিদ্রে খায়। মধ্য-প্রদেশে এক প্রকার খেঁসারি ধানক্ষেত্রে রোয়া হয় ; এই শস্য বেশি দিন খাইলে দেখা গিয়াছে যে নিম্নাঙ্গের অবশতা আসে। (Watt 704—6)

খৈল (Oil Cakes)

চীনাবাদাম, সরিষা, তিসি, রেড়ী, কাপাস-বীজ প্রভৃতি পিষিয়া তৈল নির্গত হইবার পর যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাই খৈল। সরিষার খৈল গোখাদ্য, জমির সার। সোয়াবীনের (Soya bean) খৈল সর্বোত্তম গোখাদ্য বলিয়া বর্তমানে জানা গিয়াছে। চীন ও মানচুকুও দেশ হইতে প্রচুর রপ্তানী হয়। তিসির খৈলে ১০।১২ ভাগ তৈল থাকে ; অল্প পরিমাণে গরুকে দিলে উপকার হয়। বাঙলাদেশে সরিষা খুব কম উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া খৈল মহার্ঘ। ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে সকল প্রকার খৈল সাড়ে তিন লক্ষ টন্ রপ্তানী হয় ; ইহার মূল্য প্রায় ২॥● কোটি টাকা। তৈল-বীজ ভারতের মোট রপ্তানীর শতকরা ৮ ভাগ ; ওজনে সাড়ে নয় লক্ষ টন্ এবং মূল্য আনুমানিক ১৪$\frac{১}{৪}$ কোটি টাকা ; কোন কোন বৎসরে ২০ কোটি টাকার পর্যন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চীনাবাদাম ও তিসি প্রধান (প্রায় ১২ কোটি টাকার)।

খোক্কর জাতি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের এক পার্বত্য জাতি। হাজরা জিলায় এখনো হিন্দু খোক্কর আছে। ইহারা কৃষিজীবী। ১২০৫এ মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর জন্য ইহারা দায়ী।

খোজা সম্প্রদায় (ইসমাইলি, আসিস্ দ্রঃ)

ইসলামের আসিসি সম্প্রদায়ের শাখা ; কয়েক শতাব্দী পূর্বে সদর-উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি উত্তর সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু বণিকদের একদলকে এই ধর্ম মতে দীক্ষিত করে। সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট হইতে বোম্বাই ও সেখান হইতে জাঞ্জিবার পর্যন্ত এই মত প্রচার লাভ করে। ইহাদের সংখ্যা ভারতে ৫০।৬০ হাজার। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে 'আগা খাঁ' বলে (দ্রঃ)। আদি আগা খাঁ পারস্য কিরমান হইতে সিন্ধুতে আসেন (১৮৪০)। খোজারা খুব ধনী।

খোদাই খিদমদগার

ইহার অর্থ ঈশ্বরের সেবক, আজ্ঞাবহ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্মী আবদুল গফুর খাঁ এই অহিংস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছেন। গভর্নমেণ্ট কিছুকাল ইহাদিগকে বে-আইনী ঘোষণা করেন ; বর্তমানে সে-আজ্ঞা রদ হইয়াছে।

খোবানী, খুবানী, জরদালু (Apricot, Prunus armeniaca)

পশ্চিম হিমালয়ের বাদাম সদৃশ বৃক্ষের শুকানো ফল (apricot)। প্রাচীন খোটানে এই গাছ ছিল। এদেশ হইতে ইংল্যান্ডে ১৭ শতকে যায় ; সেখান হইতে ফ্রান্স ও আমেরিকায় যায়। আমেরিকা হইতে বহু টাকার টিনে-ভরা খোবানী বিলাতে রপ্তানী হয়। হিমালয় অঞ্চলে কাঁচা ও শুক্‌না ফল লোকের খাদ্য। বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লোকে খায়, পোড়ায় ও মাথায় মাখে। কাবুলিরা ইহার ব্যবসায় করে এবং ভারতে প্রতি বৎসর বহু শত মণ বাহির হইতে আমদানী করে।

খোঁয়াড় বা 'পাউণ্ড' (Pound)

গ্রামের ছাড়া গরু, ছাগল শস্যের ক্ষতি করিলে লোকে 'খোঁয়াড়ে' পাঠাইয়া দেয়। গরু উদ্ধার করিতে সাত আনা, ছাগল আনিতে দুই আনা লাগে। খোঁয়াড়গুলি ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের অধীন, কেবল বীরভূম, বাঁকুড়ায় ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে ইহার পরিচালনা ও আয় অর্পিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর খোঁয়াড় মালিকানা স্বত্ব নিলাম করিয়া বিক্রয় হয়। সেই টাকা বোর্ডের প্রাপ্য ; খোঁয়াড়ের রীতিমত হিসাব পত্র রাখিতে হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে খোঁয়াড়ের জরিমানা দুই গুণ হইয়াছে। বাঙলাদেশে জেলা বোর্ডসমূহের অধীন ১৯৩৪ ৩৫এ ২৮৮৫টি খোঁয়াড় ছিল ; ইহার আয় ছিল ১,৪৪,৮৩৩, টাকা। ব্যয়, ১৩,২২৯। মোট লাভ ১,৩০,২১৯ টাকা।

খোল

পটলাকৃতি মাটির বাদ্যযন্ত্র। দুই মুখে চামড়া, উপরে চামড়ার ফিতা দিয়া আঁটা থাকে। কীর্তনের সময় বৈষ্ণবরা ইহা বাজায় ও করতাল বাজায়। শোনা যায় শ্রীচৈতন্য ইহার প্রবর্তক।

খোল (Wax)

কানের মল। কর্ণের রন্ধ্রপথের গাত্রটি চর্মাবৃত এবং এই চর্মে ছোট ছোট কয়েকটি গণ্ড (glands) আছে, উহার রস হইতে কানে খোল জন্মায়। ইহার উপকারিতা আছে ; কানে রোগ বীজাণু প্রবেশ করিলে উহাতে আঠার মত আটকাইয়া যায়। কিন্তু খোল বেশি জমিলে কানের ফুটা বন্ধ হইয়া যায়।

খোলকী প্রাণী (Mollusca)

প্রাণীজগতের নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে খোলকীরা জীব-ইতিহাসের আদিম যুগের প্রাণী। ইহারা প্রায় ৭০,০০০ জাতিতে বিভক্ত ; অধিকাংশই সমুদ্রবাসী, কতকগুলি সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশেও বাস করে। অন্যেরা অল্প জলেও বাস করে। অনেক জাত নদী ও হ্রদের বাসিন্দা এবং কতকগুলি জমিতে এমনকি

মরুভূমিতে বাস করিতেছে। ইহাদের খাদ্য অত্যন্ত বিচিত্র ; মাংসাশী খোলকীরা অন্য জাতের খোলকী ক্ষুদ্র প্রাণী আহার করে। অনেকগুলি খোলকী প্রাণী বহুযুগ হইতে মানুষের খাদ্য।… কতকগুলি মুক্তা প্রসব করে ; কতকগুলির গায়ের খোলা বা ঝিনুক নানা শিল্প কাজে লাগে ; কড়ি, শাঁখ বা শঙ্খ এই বর্গের অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকরা ৩টি ভাগে ইহাদের শ্রেণীত করেন। (1) Gasteropods যেমন Snails and slugs (2) Lamellibranchs ; the bivalves, যেমন Oyster (3) Cephalopods যেমন Cuttlefishes. এ ছাড়া আরও দুইটি শ্রেণী ধরা হয়। (দ্রঃ শামুক, গুগলি, শঙ্খ)

খোস পাঁচড়া (চুলকানী দ্রঃ)

খোঁপা

মাথার দীর্ঘ কেশ বিনানী করিয়া বা এলোভাবে গুটাইয়া রাখাকে খোঁপা বাঁধা বলে। মেয়েরা নানাভাবে খোঁপা বাঁধে ; ইউরোপে মধ্য যুগে বিচিত্র রকমের খোঁপা দেখা যায়। আফ্রিকা ও পলিনেশিয় দ্বীপালিতে আদিম উপজাতি সমূহের মধ্যে বিচিত্র রকমের খোঁপার চল আছে। শিখ পুরুষরা দীর্ঘ কেশ রাখে এবং তাহারা ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে। ওড়িয়া ও তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়দের মধ্যে দীর্ঘ কেশ রাখিতে দেখা যায়। ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে বিচিত্র খোঁপার নমুনা পাওয়া যায়।

গ

গইচী (Rhynchobdella aculeata)

বাংলার মাছ। বাণমাছের মত মাথা ও লেজা ছুঁচাল ; আঁশ অতি ছোট ; পাশে কালো একটি রেখা খুব স্পষ্ট। রং উপরদিকটা সবুজে বা ধূসর-পাটকিলে ; নিচদিকটা ক্রমেই হলুদা হইয়াছে। ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। জোয়ারের কাদা জলে সাধারণত থাকে। বিহার প্রা শও এই মাছ আছে ; তথায় পত গৈংচা বলে। JRASB. 1937. V. III.

গগনভেরী পাখী (Pelican)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পাখী ; ইহারা জালপাদ, শাদা বা ধূসরবর্ণ। জলাস্থানে নদীতীরে বাস করে। উড়িতে পারে কিন্তু ভাল চলিতে পারে না। লম্বায় তিন হাতের উপর হয়। চঞ্চু দীর্ঘ ও চঞ্চুর তলে মাছ রাখিবার একটি পকেট আছে ; এইখানে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। পুচ্ছ খাটো ও গোলাকার। পেলিকান পাখী অনেক জাতের আছে ; উঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া মহাদেশে দেখা যায়। (দ্রঃ যোগেশ)

গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর (মৃঃ ১৯৩৮)

শিল্পী। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের লোক। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পৌত্র, গুণেন্দ্রনাথের পুত্র। সাধারণ চিত্র ও ব্যঙ্গ চিত্র আঁকিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইউরোপীয় আর্টের কিউবিজম্ নামে অঙ্কনপদ্ধতির তিনি কতকগুলি পরীক্ষা করেন। 'অদ্ভুত লোক', 'বিরূপবজ্র', 'নবহুল্লোড়' নামে তিন খানি ব্যঙ্গ চিত্রের বই আছে। রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা গৃহাভ্যন্তর সাজানো সম্বন্ধে গগনেন্দ্র নাথ সব প্রথম বাঙালীর রুচি পরিবর্তন করেন।

গঙ্গবংশ

মহীশূর রাজ্যে ২য় হইতে ১১শ শতক ধরিয়া গঙ্গ বংশ রাজত্ব করে। ১০ শতকের রাজগণ জৈন ছিলেন। শ্রবনবেলগোলায় বিশাল জৈন গোমত মূর্তি (৫৬ ½ ফিট্ পাথরের) গঙ্গরাজদের এক মন্ত্রী নির্মাণ করেন (৯৮৩ খৃঃ)। ইহাদের এক শাখা প্রায় সহস্র বৎসর (৬-১৬ শতক) কলিঙ্গ-উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইহারা ইতিহাসে প্রাচ্যগঙ্গ (Eastern) নামে খ্যাত। ১১ শতকে ইহারা প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই বংশে অনন্ত চোড়গঙ্গ (১০৭৮—১১৪৭) গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করেন। কথিত আছে, পুরীর জগন্নাথ মন্দির তাঁহার শাসন সময়ে আরম্ভ হয়। এই বংশের হস্ত হইতে আকবর ১৫৯২এ উড়িষ্যা জয় করেন।

গঙ্গা

পর্বতরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা ; মহাদেবের সহিত বিবাহের পর মেনকা কন্যার অদর্শনে শোকাতুরা হইয়া কন্যাকে সলিলরূপে পরিণত হইবার শাপ দেন ; তদবধি গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অবস্থান করেন। অতঃপর সগর বংশ (দ্রঃ) উদ্ধারার্থ ভগীরথ ইঁহাকে তথা হইতে বাহির করেন ; তখন গঙ্গা মহাদেবের জটায় পড়েন ও সেখান হইতে ভগীরথের পশ্চাত পশ্চাত যাইয়া কপিলমুনির আশ্রমের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হন।

ইহার দ্বারা সগর বংশ উদ্ধার হয়।...অভিশপ্ত বসুদিগের অনুরোধে মানবী রূপ লইয়া রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে আটপুত্র (অষ্টবসু) জন্মে, কিন্তু সাতটিকে জন্মিবা-মাত্র জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অষ্টম পুত্র জন্মিলে শান্তনু তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন; পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতে নিষেধমাত্রই গঙ্গা শান্তনুকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এই অষ্টম পুত্র দেবব্রত (ভীষ্ম)। গঙ্গা দেবব্রতকে লইয়া দেবলোকে যান ও পরে শান্তনুর হাতে প্রত্যর্পণ করেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৭?—১৮৩১)

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক; শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরা গ্রাম নিবাসী। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটরের কার্য করিয়া মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরে এই কার্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় আরম্ভ করেন। ১৮১৬এ (১) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' সচিত্র (পৃঃ সংখ্যা ৩১৮) প্রকাশ করেন; বোধ হয় ইহাই সর্ব প্রথম সচিত্র মুদ্রিত গ্রন্থ। (২) ইংরেজি-বাঙলা ভাষায় ব্যাকরণ (ইং নাম) ১৮১৬। (৩) ভাষা-অর্থসহ ভগবতগীতা সন ১২৩১। (৪) দ্রব্যগুণ ভাষা ১৮২৪। (৫) চিকিৎসার্ণব ১৮২০। ১৮১৭এ 'বাঙ্গালি প্রেস' বা 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন ও ১৮১৮ জুন হইতে হরিশ্চন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তির সহিত 'বাঙ্গালা গেজেট' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পক্ষ কাল পূর্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন (১৮১৮, ২৩শে মে)। এক বৎসর চলিয়া অংশীদারের সহিত অমিল হওয়ায় উহা উঠিয়া যায় ও প্রেস উঠাইয়া গঙ্গাকিশোর নিজ গ্রামে লইয়া যান। (দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা ১৩৪৪, ১ম সংখ্যা)।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯—১৭৯৩)

পাইকপাড়া সিংহ বংশর প্রতিষ্ঠাতা; মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে আদি নিবাস ছিল। ১৭৬৯ বঙ্গের নায়েব-সুবেদার রেজাখাঁর অধীনে কানুনগ হন। রেজাখাঁর কর্মচ্যুতির সময় তাঁহার কর্ম যায়; কিন্তু কলিকাতা আসিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত যুক্ত হন ও তিনি যতকাল বঙ্গের গভর্নর ছিলেন তত কাল, একবৎসর ছাড়া, ইনি কলিকাতায় রাজস্ব কাউন্সিলারের দেওয়ানের কাজ করেন। অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া বহু জমিদারী ও টাকার মালিক হন (দ্রঃ চণ্ডীচরণ সেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ)। ইঁহার পৌত্র বিখ্যাত দানবীর লালা বাবু (কৃষ্ণচন্দ্র)। দ্রষ্টব্য জীবনী কোষ পৃ ৩২৮-৯।

গঙ্গাচরণ সরকার (১৮২৩—১৮৮৮)

জন্মস্থান চুঁচুড়া ক্যাঁকশিয়ালী গ্রাম। কলেকটরের সেরেস্তাদারের কার্যে ১৮৪৬এ প্রবেশ করেন ও সরকারী কাজ ১৮৮২ পর্যন্ত করেন। পরে সেরেস্তাদার হইতে ইনি জজ পদে উন্নীত হন। আজীবন সাহিত্য চর্চা করেন। 'ঋতুবর্ণন' (১২৮১); বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা ইত্যাদি লেখেন। ইহার পুত্র কবি অক্ষয়চন্দ্র সরকার (দ্র)।...বঙ্গভাষার লেখক দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাদাস সেন

বাঙালীকবি, রামায়ণ রচয়িতা। পিতা ষষ্ঠীবর সেন; নিবাস ঢাকা মহেশ্বরদি পরগণার দিনার দ্বীপ (ঝিনারদি)। পিতাপুত্রে উভয়ে পদ্মপুরাণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কবিতায় রচনা করেন।*

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ (১৭৯৮—১৮৮৫)

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। জন্মস্থান যশোহর জিলার মাগুরা গ্রাম; পিতা ভবানী প্রসাদ। বৈদ্যক ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা ছিল। প্রায় ৮০ খানি গ্রন্থ ও টীকা প্রণয়ন করেন; তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরক-সংহিতার টীকা জল্পকল্পতরু (৬০,০০০ শ্লোক)। অপর গ্রন্থ সংস্কৃত কাব্য, 'লোকালোক পুরুষীয়' 'দুর্গবধ' কাব্য। তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, 'প্রাচ্যপ্রভা' নামে অলঙ্কার শাস্ত্র; ভগবদগীতার ব্যাখ্যান 'হর্ষোদয়' নামে চিত্রকাব্য প্রভৃতি।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী

১৯ শতকের প্রারম্ভে গয়কাবাড়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; পেশোয়া ও গয়কাবাড়ের বিবাদ মিটাইবার জন্য পুণা যান, কিন্তু পথিমধ্যে পেশোয়ার প্ররোচনায় ত্রিম্বকজি ডাঙলিয়ার দ্বারা নিহত হন। ইনি ইংরেজদের সহিত মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬—১৮৮৯)

কলিকাতা-ভবানীপুর নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক। জন্মস্থান হুগলির জিরাট-বলাগড়। পিতা বিশ্বনাথ। বাঙ্গালা ভাষায় অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে মাতৃশিক্ষা, চিকিৎসা প্রকরণ নামে গ্রন্থ ও নানা রচনা লিখিয়াছিলেন। ইনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা।

গঙ্গা-ফড়িং (Grass-hopper)

সবুজবর্ণ ঋজুপত্রীবর্গের পতঙ্গ; সম্মুখের পা অগ্রদিকে থাকে বলিয়া কল্পনা করা হয় যে উহা গঙ্গাকে নমস্কার করিতেছে। এই জাতের বহু শ্রেণীর ফড়িং আছে। সবুজ গঙ্গা-ফড়িংএর শুঁড় অতিদীর্ঘ; কিন্তু পঙ্গপাল জাতীয় ফড়িংএর শুঁড় খাটো। ইহারা গাছে ও মাঠে থাকে, এবং গাছের পাতা ও শাকাদি খায়; কয়েকটি জাত মাছি, পোকা ধরিয়া খায়। পিছনের পায়ের সঙ্গে পাখনা লাগাইয়া শব্দ করে—মুখের শব্দ নয়।

গঙ্গারাম দেব চৌধুরী (১৯ শতক)
কবি। ময়মনসিংহ নিবাসী। তাঁহার মনিব জঙ্গলবাড়ীর জমিদারের কর্মোপলক্ষে ১১৬৭ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদ আসেন ও তথায় বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনী শুনিয়া 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' রচনা করেন। 'শুক সংবাদ', 'লবকুশ চরিত্র' রচয়িতা।

গঙ্গারাম, স্যর লালা (১৮৫১—১৯২৭)
পঞ্জাবের বিখ্যাত ইন্জিনীয়ার ও কৃষিবিৎ। কৃষির রয়েল কমিশনের সদস্যরূপে ১৯২৭এ ইংলন্ডে যান ও তথায় মৃত্যু হয়। ইহার বিপুল সম্পত্তি (৩০ লক্ষ টাকা) ট্রাস্ট করিয়া সৎকর্মে দিয়া গিয়াছেন ; হিন্দু বিধবাদের জন্য দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অর্থদ্বারা বহু সহস্র বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

গঙ্গু হাসান
প্রবাদ, বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসান পূর্বে দিল্লীতে গঙ্গু নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কাজ করিতেন ; গঙ্গুর চেষ্টায় রাজসরকারে তাহার চাকুরী ও উন্নতি হয়। পরে দঃ ভারতের রাজ্য স্থাপন করিয়া হাসান গঙ্গু ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত বংশের নাম 'বাহমনী' রাখেন ; এ প্রবাদ মিথ্যা। (দ্রঃ বাহমনী)

গঙ্গেশ উপাধ্যায় (১২০০ খৃঃ অঃ)
মিথিলার পণ্ডিত ; নব্যন্যায়ের প্রবর্তক ; তাঁহার 'তত্ত্ব চিন্তামণি' নামে গ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দপ্রমাণ ও ঈশ্বরানুমান বিবেচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া বহুশত গ্রন্থ পরবর্তী যুগে রচিত হয়। ইঁহার পুত্র বর্ধমান-উপাধ্যায় বহু গ্রন্থের টীকাকার।

গজ (A yard)
(১) ২ হাত মাপ বা তিন ফুট বা ৩৬ ইঞ্চি। ১৭৬০ গজে এক মাইল। (২) দাবা খেলার একটী ঘুঁটির নাম গজ। ৬২° তাপমাত্রায় অবস্থিত একটি ব্রোন্জ দণ্ডের ভিতরে দুইটি সোনার খিল লাগান আছে। পার্লামেন্টের আইন অনুসারে এই খিলদুইটির উপরিস্থিত দুইটি নির্দিষ্ট দাগের দূরত্বকে এক গজ (Yard) বলা হয়। এই মাপকাঠি Board of Trader Standard আফিসে রক্ষিত আছে।...ইংলান্ডের রাজা ১ম হেন্‌রীর (১১০০-৩৫)শরীরের বেড়কে প্রথমে ইয়ার্ড বলিত ; পরে তাঁহার বাহুর মাপকে মানরূপে গ্রহণ করা হয়।

গজ-কচ্ছপ যুদ্ধ
(পৌ) পূর্বকালে ব্রাহ্মণ বিভাবসু ও সুপ্রতীক দুই সহোদর ভ্রাতা ছিল। কোপনস্বভাব বিঃ মহাতপা কনিষ্ঠর সহিত একান্নে বাস করিত বলিয়া নিরত কলহ করিত। সুঃ পৈত্রিক ধন বিভাগ করিতে নিষেধ করায় বিঃ ক্রুদ্ধ হয়। তখন সুঃ জ্যেষ্ঠকে বারণ (হস্তী)-লোকে জন্মিবে বলিয়া অভিশাপ করে। জ্যেষ্ঠও সুংকে কূর্ম-লোকে জন্মিবে বলিয়া শাপ দেয়। ফলে পরজন্মে তদ্রূপ হয় ও উভয়ে এক জলাশয়ে বাস করে এবং নিয়ত বিবাদ করিতে থাকে। গরুড় ইহাদের উভয়কে ভক্ষণ করে।

গজ-পিপ্পলী (Scindapsus officinalis)
কচু আদি বর্গের বৃক্ষাশ্রয়ী বল্লী। গাঁঠে গাঁঠে শিকড় বাহির হয় এবং তদ্দ্বারা অন্য গাছে চড়ে। বৈদ্যক শাস্ত্রে চবিকা (দ্রঃ) ফলের নাম গজ-পিপ্পলী। চবিকার গ্রাম্য নাম চক্রি। ইহা বায়ুনাশক, উষ্ণ ; শূল, বুক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, মূল সমস্তই ঝাল। (Chopra 594 ; বনৌষধি দর্পণ ২৬০)।

গজারি, সাল, ভোর (Ophicephalus marulius)
বাংলার মাছ। মাথা সাপের মত, দেহ আধ-গোল ও লেজা সরু। রং উপরিদিকটা পাটকিলা, পেটেরদিকে ক্রমেই ফিকা। ইহারা ৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় ; পরিষ্কার জলে সর্বত্র থাকিতে পারে। মা ও বাচ্ছা নাকি একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে চলা-ফেরা করে। টাকি বা ল্যাঠা, দুধচ্যাং এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। JRASB 1937 V. III.

গজাসুর
মহেশ নামে এক রাজা নারদের শাপে জন্মান্তরে গজগর্ভে জন্মিয়া অসুর হয়। শিব তাহাকে বধ করিয়া তাহার চর্ম ব্যবহার করিতেন।

গঞ্জী, গেঞ্জি (Guernsey Frock)
সুপরিচিত অঙ্গবাস। এই জামার উৎপত্তি ইংলিশ চ্যানেলস্থিত (ইংলান্ড) গেরন্সে (Guernsey) দ্বীপে। কথাটি সেখান হইতে আসিয়াছে। বাঙলা দেশে এখন অনেকগুলি হোসিয়ারি মিলে গেঞ্জি প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশ হইতেও বহু টাকার গেঃ আমদানী হয় (দ্রঃ জারসি)

গেঞ্জি কত প্রস্তুত হয়
সমগ্র ভারতের কলে সকল শ্রেণীর হোসিয়ারীর মাল, গেঞ্জি, জারসি প্রভৃতি ১৯৩১—৩২এ ১৯,৭৪,০০০ পাউণ্ড ওজনের ৬,২২,৩৬০ ডজন মাল প্রস্তুত হয়। ১৯৩৫—৩৬এ ৫৩,০৪,০০০ পাউণ্ড ওজন ও ১৬,৪৮,০৬৬ ডজন হয়।

গড্উইন-অস্টেন (Godwin-Austen, Henry Haversham ১৮৩৪—১৯২৩) ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগের জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্মচারী। ১৮৫২এ ইংল্যান্ড হইতে সৈনিক বিভাগে চাকুরি লইয়া এদেশে আসেন ; ১৮৫৭এ Trigonmetrical Survey বিভাগে ঢোকেন ও হিমালয়ের বহু স্থান

জরিপ করেন; ১৮৭৭এ অবসর লইয়া স্বদেশে ফেরেন। ১৮৬২তে তিনি কারাকোরামের নিকটস্থ মুস্তাগ পর্বতমালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখরের ২০,৬০৭ ফুট উঠিতে সক্ষম হন। এই পর্বত তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে; ইহার উচ্চতা ২৮,২৫০ (এভারেস্ট ২৯,১০২)। প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

গড় (Average ; mean)

পাটীগণিতের অঙ্ক। এক জাতীয় কতকগুলি রাশির সমষ্টিকে সেই রাশিগুলির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হয়, তাহাকে রাশিগুলির গড় বলে।

গড্ সেভ্ দি কিং (God Save the King)

বৃটিশদের জাতীয় সঙ্গীত। ইহার সুর ডাঃ জন্ বুল (John Bull ১৫৬৩-১৬২৮) কর্তৃক প্রদত্ত হয়; অন্যে বলে হেনরী কেরী (Henry Carey ১৬৯২-১৭৪৩) ১৭৪০এ এই সঙ্গীত পোর্টো বেলো (Porto Bello in Panama, America 1739) অধিকারের পর নিজ রচিত সঙ্গীত বলিয়া গান করেন। এই সুরটি অল্পকালের মধ্যে নানা জাতি গ্রহণ করে; ফরাসীরা ১৭৭৬এ, দিনেমারগণ ১৭৯০এ, প্রুশিয়ান্‌রা ১৭৯৬এ ও মার্কিনরা ১৮৫৩এ এই সুরে নিজ নিজ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে। সুরটি আসলে ইংল্যান্ডের লোক-সঙ্গীতের সুর হইতে গৃহীত হয়।

গড়ুই মাছ (Ophicephalus punctatus)

চেঙ মাছের মত দেখিতে, পচা জলের মাছ; পিঠ অল্প সবুজ, পেট হলদে; মাথার পাশে কালো ডোরা। দঃ বঙ্গে টাকী, ল্যাটা বলে। ৭-১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। ২০০০ ফুট উচ্চে পাহাড়ী নদীতেও এই মাছ দেখা গিয়াছে। JRASB.

গড়গড়া

তামাক খাইবার জন্য ধাতু নির্মিত পাত্রের উপর নলিচা বসানো থাকে। পাত্রের গায়ে ছিদ্র হইতে নল দিয়া গড়গড় শব্দে ধোঁয়া টানিতে হয়। ফরশী সটকা ইহার রূপান্তর।

গড়গড়া ঘাস (Job's Tears, Coix lachryma-jobi)

ধান্যাদি বর্গের দীর্ঘায়ু ঘাস; খড় ২।৩ হাত লম্বা; ফল গোল মটরের মতন। (দ্রঃ যোগেশ ২০৮) সং—গবেধুকা। অন্য নাম দেধান। কাশ কফ নাশক। (দ্রঃ বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)

গড়াই

তৈলজীবী কলুকে রাঢ় অঞ্চলে গড়াই বলে।

গড়িয়াল পাখী (Halcyon)

মাছরাঙা পাখীর জাত। শাদা বুক; মাথা কালো; ১৪।১৫ আঙুল লম্বা হয়। কেঁ আ কেঁ আ ডাকে। জলের উপর হইতে মাছ ছোঁ মারিয়া ধরে। (যোগেশ ২০৯)

গণ

প্রাচীন ভারতের সৈন্য বিভাগের একক। ২৭ হস্তী, ২৭ রথ, ৮১ অশ্ব ও ১৩৫ পদাতি লইয়া একটি 'গণ' গঠিত হইত।

গণ-আন্দোলন (Mass Movement)

সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মবোধ জাগরণের জন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচেষ্টাকে গণ-আন্দোলন বলা হয়।

গণতন্ত্রবাদ (Democracy)

গ্রীক্ শব্দ Democracyর অর্থ Demos 'জন বা লোকের শক্তি'। গণতন্ত্র বলিতে কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র বুঝায় না; যে কোন শাসনতন্ত্র তাহা রাজতন্ত্র হউক বা প্রজাতন্ত্র হউক তাহা যদি শাসিতের নিজস্ব জিনিস হয় অর্থাৎ উক্ত শাসনতন্ত্রকে লোকে যদি নিজেরা পরিচালিত করিতে পারে ও উহা তাহাদের স্বার্থ রক্ষার্থেই সচেষ্ট হয়—তবে তাহাকেই গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় (of the people, for the p, by the p.) গণতন্ত্রে নাগরিক বা রাষ্ট্রিকের (citizen) অধিকার পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়; এই মতবাদ কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মজীবনেও ইহা কার্যকরী করা চলে। সাম্য বা সমানাধিকারের উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পুরাকালে গ্রীসের রাষ্ট্র-নগরীতে গণতন্ত্র শাসনের প্রথম চেষ্টা হয়; গ্রীসের ক্ষুদ্র নগরীতে নাগরিকের সংখ্যা ছিল অল্প, সুতরাং তাহাতে প্রতি নাগরিকই স্বয়ং শাসনতন্ত্রের কার্যভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত। রাষ্ট্রসভায় সকল নাগরিক উপস্থিত থাকিতে পারিত; তবে সেসব রাষ্ট্রসভায় বিদেশীরা ও দাসরা আসিতে পারিত না; নারীদেরও অধিকার ছিল না। সুতরাং গ্রীক গণতন্ত্র পুরুষ অধিবাসীদের পক্ষ হইতে এক প্রকার আভিজাত্য শাসন ছিল। বর্তমান গণতন্ত্র গ্রীক হইতে পৃথক। ইহা প্রতিনিধিমূলক; অর্থাৎ প্রতি নাগরিক স্বয়ং শাসনপ্রণালী নিরূপণ না করিয়া সমষ্টিগতভাবে তাহাদের প্রতিনিধি মারফত ঐ কার্য করেন। এই প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রসভা পরিচালনা করেন; নির্বাচকদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হারাইলে নূতন প্রতিনিধিদলকে কার্যভার দিতে হয়।...গণতন্ত্রবাদ হইলেই প্রজাতন্ত্র হইবে তাহার অর্থ নাই; ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র থাকিলেও সেখানে গণতন্ত্রবাদই শাসনের মূলে রহিয়াছে। রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। শাসন করে পার্লামেন্ট বা জনপ্রতিনিধিরা।... আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৭৬এ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে মানুষের ,জন্মগত অধিকারের কোন কথা বলা হয়

নাই। ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (বুর্জোয়া) ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা' দাবী করে; মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের যে অসাম্য ছিল, তাহাই দূর করিতে চাহিয়াছিল; স্বাধীনতার অর্থ প্রতি মানুষের স্বাধীনতা নহে—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধীনতা ছিল।...১৯ শতকের রাষ্ট্রগুলি হয় পার্লামেণ্টারি আদর্শে না-হয় মার্কিনী-প্রজাতন্ত্র শাসন-আদর্শে চালিত; ইহার বাহিরে ছিল যথেচ্ছাচার শাসনতন্ত্র। মহাযুদ্ধের পর সকল প্রকার শাসনতন্ত্র সর্বত্রই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াছে; বহু রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়া প্রজাতন্ত্র হইয়াছিল; কিন্তু প্রজাতন্ত্রগুলি সবই প্রায় ডিক্টেটর বা অধিনায়কের কবলে পড়িয়াছে। একদল সমাজশাস্ত্রী বলিতেছেন যে গণতন্ত্রের অবসান হইয়াছে। সর্বত্র Democracyর সহিত ফাসিজিম্ বা নাৎসিজিমের দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

গণদেবতা

১২ আদিত্য, ১০ বিশ্ব, ৮ বসু, ৩৬ তুষিত, ৬৪ আভাস্বর, ৪৯ বায়ু, ২২০ মহারাজিক, ১২ সাধ্য, ১১ রুদ্র। এই সকলকে দেবগণ বলে।

গণনাতত্ত্ব (Statistics) সংখ্যাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

গণনার একাবলী

দেশীয় নিয়ম

৪ টাতে এক গণ্ডা (৴১)। ৫ গণ্ডা = ২০ টাতে=১ কুড়ি বা বুড়ি (৵৫)। ৪ বুড়িতে বা ২০ গণ্ডাতে বা ৮০টাতে=১ পণ (৴০)। ৪ পণ=১ চৌক (৷০) ১৬ পণ=১ কাহন (১৲)।

বিলাতী

১২ টাতে=১ ডজন (Dozen) ১২ ডজন=১ গ্রোস (Gross)। ১২ গ্রোসে=১ গ্রেট্ গ্রোস্। ২০ টাতে ১ স্কোর (Score)। কাগজের গণনা—২৪ তা কাগজ=১ দিস্তা (quire); ২০ দিস্তা=১ রীম (Ream)। ১০ রীম=১ বেল (bale)। (দ্রঃ ওজন, মাপ)

গণিকারী

বাংলায় বাসন্তীফুলের গাছ। কোঙ্কণ দেশে গণিকারী নামে প্রসিদ্ধ। অতি সুরভি, ত্রিদোষঘ্নী, দাহশোষণহরা, কামোদ্দীপনী। (দ্রঃ বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ৩৫১)

গণিয়ারি, গণিকারিকা গাছ (Premna integrifolia), ছোট গণিরি ভাণ্ডীরাদি বর্গের চির-হরিৎ ছোটতরু; প্রায়ই সমুদ্রের নিকটস্থ প্রদেশে জন্মে। ইহার কাঠ ও পত্র সুগন্ধ। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার; ফুল ছোট আপীত, বর্ষাকালে ফোটে। শুকনা ডাল ঘষিয়া পূর্বযুগে অগ্নি উৎপাদন করা হইত। প্রাচীন কালের চিকিৎসকগণ শিকড় ও পাতার ভেষজ গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন; শিকড়ের পাচন পাকস্থলীর ব্যাধিতে উপকার দেয়। (Chopra 592; যোগেশ)

গণেশ

গণ বা সঙ্ঘের ঈশ বা দেবতা। আদিম যুগে বণিকদের দেবতা। ক্রমে কোনো অন্-আর্য হস্তীমুণ্ডযুক্ত দেবতার সহিত ইহার অভিন্নতা করিয়া সমন্বয় সাধন করা হয় বুঝা যায় এই দেবতার পার্বত্য উৎপত্তি। ইনি মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। ইঁহার পত্নীর নাম পুষ্টি। প্রবাদ শনির কোপ দৃষ্টি পড়ায় ইঁহার মস্তক উড়িয়া যায়, তখন বিষ্ণু এক হস্তীর মুণ্ড আনিয়া দেহের উপর বসাইয়া দেন। নানা পুরাণের নানা মত। পরশুরাম জোর করিয়া আলাপরত শিব পার্বতীর ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে গণেশ বাধা দান করেন; যুদ্ধের সময়ে গণেশের একটি দাত ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা কালে ইঁহাকে লেখক মনোনীত করেন। গণেশের প্রাচীন অনেক মূর্তি আছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুন্দর মূর্তি যবদ্বীপে আছে। গণেশের পূজা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত আছে, এক সম্প্রদায়কে 'গাণপত্য' বলে।...মহারাষ্ট্র দেশে 'সার্বজনিক গণপতি পূজা' বাল গঙ্গাধর তিলক প্রবর্তন করেন। গণেশ বণিকদের বিশেষভাবে পূজ্য; ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হইলে লোকে বলে অমুকের 'গণেশ উল্‌টাইয়াছে'।

গণেশ, রাজা

খৃঃ ১৫শ শতকের প্রারম্ভে বাঙলার একজন হিন্দু জমিদার; মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থে ইনি রাজা 'কানস' নামে পরিচিত। ইনি দিনাজপুর ও ভাতুরিয়ার রাজা বা জমিদার ছিলেন। বাঙলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আদম শাহের (১৩৮৯-৯৬) রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের কর্তা ছিলেন। গণেশের চক্রান্তে আদম শাহ নিহত হন ও ১৩ বছর পরে সুলতান শমসউদ্দীনকে হত্যা করিয়া বঙ্গের রাজা হন। রিয়াজউস্ সালাতীন গ্রন্থ প্রণেতা বলেন যে গণেশ বাঙলাদেশে হিন্দু রাজত্ব পুনস্থাপনের চেষ্টা করেন। ইঁহার সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরম্ভ হয় ও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি সুরু হয়। মৃত্যু হয় ১৪১৪ খৃঃ অঃ। গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও জলাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া রাজা হন। রাজা গণেশের কোনো শিলালিপি বা মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। দনুজমর্দন নামে এক হিন্দু রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ইঁহাকে গণেশ হইতে অভিন্ন মনে করেন। (দ্রঃ রাখাল দাস—বাঙ্গালার ইতিহাস ২য়।)

গণ্ড (Gland) দ্রঃ গ্লান্ড্।

গণ্ডমালা (Scrofula, inflamation of the glands of the neck) মানুষের গলা, ঘাড়, বগল বা কুঁচকিতে যেসব গণ্ড বা গ্লান্ড আছে, তাহাতে টিউবারকুলিন বিষ জমা হয়। উহা ফুলিয়া বা 'আওরিয়া' ওঠে। (দ্রঃ টিউবারকুলিন)। ইহা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়; সাধারণত শৈশবে পুষ্টিকর খাদ্যর অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসহেতু গ্লান্ডের এই সব উপসর্গ দেখা দেয়।

গণ্ডা (দ্রঃ গণনার একক)

গণ্ডার (Rhinoceros)

একক্ষুরী, চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণী। নাসিকার উপর খড়্গের জন্য ভীষণ দেখায়। মধ্য ও দঃ আফ্রিকা এবং দঃ এশিয়ায় ৫টি মাত্র জাতি পরিজ্ঞাত। এশিয়াতে ৩ জাত আছে; তাহার মধ্যে ভারতে দুই জাত ও জাভা সুমাত্রা দ্বীপে এক জাত আছে; অপর দুইটি জাত আফ্রিকাবাসী। ভারতীয় গণ্ডার এক-খড়্গী; ইহার গাত্রত্বক্ অত্যন্ত পুরু ও ভাঁজ কাটা। খাড়াই ৫।৬ ফুট হয়। ইহারা স্বভাবভীরু, নিশাচর, শাকমূল ভোজী; জলাভূমিতে বাস করিতে ভালবাসে। পুং ও স্ত্রী উভয়েরই নাকের উপর একখানি খড়্গ থাকে। জাভা ও সুমাত্রার গণ্ডার দেখিতে ছোট; ইহার গাত্রত্বক্ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও সামান্য লোমশ হয়; নাকে দুটি খাঁড়া থাকে। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় গণ্ডার আবিসিনিয়া হইতে দঃ আফ্রিকা পর্যন্ত গভীর অরণ্যের নদীতীরে বাস করে। ইহারও দুইটি খাঁড়া, গাত্রত্বক্ মসৃণ ও লোমশ। ইহার ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ বড় ও বাহিরে ঝুঁকিয়া থাকে। এখানকার শ্বেতকায় গণ্ডার সর্বাপেক্ষা বড়, খাড়াই ৬ ফুটের উপর। ইহার ঠোঁট ঝোলা নহে; কানের কাছে লোমের থুবনা আছে। এই জাতের গণ্ডার দঃ সুদান, কংগো ও জামবেসি নদীর দক্ষিণে পাওয়া যায়। ইহাদের চর্ম অত্যন্ত শক্ত বলিয়া প্রাচীনকালে ইহা দিয়া ঢাল (Shield) তৈয়ারী হইত।

গতিবিদ্যা (Dynamics)

যে বিজ্ঞানে জড়পদার্থের উপর বলের (force) ক্রিয়া আলোচিত হয়, গতিবিদ্যা তাহার এক বিশেষ অঙ্গ। নিশ্চল জড়পদার্থের উপর বলের ক্রিয়া স্থিতি বিজ্ঞানে (statics) আলোচিত হয়, এবং গতিবিদ্যায় চলন্ত জড়পদার্থের উপর বলের ক্রিয়া আলোচিত হয়। গতিবিদ্যা তিনটি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দুটি নিয়ম গালিলিও প্রায় ১৫৯০ খৃস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। তৃতীয় নিয়মটী হুক্, হাইগেন্‌স্ প্রভৃতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে নিউটন এই নিয়মগুলি সংস্কার করিয়া তাঁহার "প্রিন্সিপিয়া" (Principia) নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। তদবধি সেগুলি নিউটনের "গতির নিয়ম" (Laws of motion) নামে চলিত। নিয়মগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) যদি কোন পদার্থ বহিঃস্থিত কোন বলের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, তাহা হইলে উহা যদি নিশ্চল অবস্থায় থাকে, তবে চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিবে; এবং যদি উহা একটি সরল রেখা ক্রমে সমানবেগে চলে, তবে তাহা চিরকালই সেইরূপে চলিবে। বহিঃস্থিত কোন বল উহার উপর প্রযুক্ত হইলেই উহার উপরিউক্ত দুই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। নানাবিধ প্রাকৃতিক বলের অস্তিত্বের কারণ এই নিয়মটি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতে দেখা যায় না।

(২) কোন বস্তুর গতির বৃদ্ধি বা হ্রাস তাহার উপর প্রযুক্ত বলের বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর নির্ভর করে; এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয়, সেইদিকেই মাত্র বস্তুটির গতি সঞ্চারিত হয়।

(৩) যখন একটি দ্রব্য আর একটিকে আঘাত করে, তখন আহত পদার্থও উহাকে প্রতিঘাত করিয়া থাকে,—আর আঘাত-বল এবং প্রতিঘাত-বল সমান ও পরস্পর বিপরীত মুখে কার্যকারী হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন একটি জাহাজ জলে ভাসমান হইয়া থাকে, তখন সেই জাহাজ জল ভেদ করিয়া (মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে) পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জলের প্রতিঘাতবশত তাহার গমন নিবারিত হয়। "যখন কোন পক্ষী আপনার পক্ষ বিস্তৃত করিয়া বায়ুর উপর স্থির হইয়া থাকে, তখন বায়ুর প্রতিঘাত প্রযুক্তই উহার নিম্নে পতন হয় না।" (ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) একই কারণবশত উড়োজাহাজ মাটিতে পড়িয়া যায় না।

গতিশক্তি (Kinetic energy)

কোন গতিবিশিষ্ট বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে থামাইতে হইলে যেটুকু কাজ (work) করা দরকার হয়, তাহাকে সেই বস্তুটির গতিশক্তি কহে। ইহার পরিমাণ বস্তুটির গুরুত্বের (mass) উপর নির্ভর করে এবং তাহার গতির উপরও নির্ভর করে। একই গুরুত্ব বিশিষ্ট দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি একটির গতিবেগ আর একটির দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে প্রথমটির গতিশক্তি দ্বিতীয়টির চার গুণ। গ শ = ½ গুরুত্ব mass × গতি² অথবা = ½ m v² (M = mass ; v = velocity)।

গতিবিজ্ঞান (Kinetics) দ্রঃ গতিবিদ্যা

গথ (Goths)

ইউরোপের মধ্যযুগে টিউটনিক (জারমেন) জাতির উপজাতি; উত্তর দিকে ইহাদের আদি নিবাস ছিল ও তথা হইতে মধ্য ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহাদের বিখ্যাত নেতা Alaric রোম লুণ্ঠন্ করে (৪১০ খৃ অ)। ইহারা ফ্রান্স ও স্পেনে

রাজ্য স্থাপন করে। পশ্চিমা গথদের Visigoth ও পুরবিয়া-গথদের Ostrogoth বলিত।

গদ গাছ (Aloe)

বিদেশী ক্ষুপ। কোঙাও বলে ; (দ্রঃ কোঙা)।

গঁদ (Gum)

বাবলা, সজিনা, জিওল প্রভৃতি বহুবিধ গাছ হইতে এক প্রকার স্রাব বাহির হয়। উহা স্বাদ ও গন্ধহীন। জলে দিলে আঠা বা চটচটে হয়। কিন্তু আসল গঁদ আফ্রিকার বাবলা জাতীয় গাছ (Acacia Senegal) হইতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার ফরাসী কলোনী সেনিগল ও নীলনদের উপরাংশ হইতে ভাল গঁদ এবং ব্লুনীল নদী, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নীচুদরের গঁদ সংগৃহীত হয়। আফ্রিকা হইতে গঁদ বোম্বাইএ চালান হইয়া আসে—ইহা আরবী গঁদ নামে চলিত। বোম্বাইএর পশ্চিম ঘাটপর্বতে এক প্রকার গঁদ লোকে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। রাজপুতানা, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে ছোট বাবলা জাতীয় গাছে আসল গঁদ আছে। আসল আরবী গঁদ হেকিমি চিকিৎসার অন্যতম ঔষধ (Watt, p 16—18 ; দ্রষ্টব্য আঠা)

গদাধর চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূর্ব নাম। ইঁহার পিতার নাম ছিল ক্ষুদিরাম। (দ্রঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস)

গদাধর ভট্টাচার্য (১৬৫০ খৃঃ)

নৈয়ায়িক। জন্মস্থান বগুড়া জিলা ; পিতা জীবনাচার্য। নবদ্বীপে ও পরে মিথিলায় অধ্যয়ন করেন, কিন্তু গুরুর মৃত্যু হওয়ায় উপাধি না লইয়াই অধ্যাপনা সুরু করেন। ইনি নব্য ন্যায়ের গ্রন্থসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন ; উহা 'গদাধরী টীকা' নামে সুপরিচিত।

গদাধর মুখোপাধ্যায় (বঙ্গাব্দ ১১৫৩—১২০০ ?)

বাংলার কবি-দলের সঙ্গীত রচয়িতা। জন্মস্থান ২৪ পরগণায়। ভোলা ময়রা, নীলু পাটনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির দলের জন্য গান রচনা করিতেন।

গদর (Gadar)

গত মহাসমরের সময়ে আমেরিকার প্রবাসী শিখদের মধ্যে একদল ভারতে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করে। তাহাদের দলকে 'গদর' বা বিপ্লবী বলিত।

গন্‌ডোলা (Gondola)

ইতালীর ভেনিস সহরের জলপথে ছোট ছোট নৌকাকে গন্‌ডোলা বলে। এআর-শিপের বা বেলুনের নীচে যে ঘরে মানুষ বসে তাহাকেও গন্‌ডোলা বলে।

গনোরিয়া (Gonorrhoea), প্রকৃত প্রমেহ

গনোকোকাস (Gonococaus) নামে জীবাণু এই রোগের মুখ্য কারণ ; এই রোগের বিষ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে সুস্থ দেহে নানাভাবে আসে ; রোগগ্রস্তের সহিত ঘনিষ্ঠতা, তাহার দূষিত স্রাবের স্পর্শ, রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, তোয়ালে, কমোড্ প্রভৃতি বা যাহা রোগীর নিম্নাঙ্গকে স্পর্শ করে এমন কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে এই ব্যাধি প্রসার লাভ করে। বিষ মূত্রমার্গে প্রবেশ করিয়া নানা উপসর্গ সৃষ্টি করে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই এই ব্যাধি আক্রান্ত হয় এবং উভয়ই রোগকে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করিতে পারে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ; এবং এ ব্যাধি একবার হইলে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয় না।

গন্ধ কি (দ্রঃ ঘ্রাণশক্তি)

গন্ধক (Sulpher)

গন্ধক অ-ধাতব পদার্থ (non-metallic element) ; পৃথিবীর ভূগর্ভস্থিত গন্ধক বাষ্প নির্গত হইয়া অতীতে দানা বাঁধিয়াছিল। আগ্নেয়গিরিমণ্ডলে উহা তদবস্থায় পাওয়া যায়। জিপসামের সহিত মিশ্রিতভাবেও থাকে। ইতালী, সিসিলী স্পেন, মর্কিনদেশে প্রধানত এইরূপ ক্ষেত্র আছে। ভারতের মধ্যে পঞ্জাব, কাশ্মীর, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাসের গোদাবরী তীরে পাওয়া যায়। ইহা স্বাদ ও গন্ধহীন, হরিদ্রা বর্ণ ; জলে গুলে না। পোড়াইলে নীল আলো হয়। বারুদ, রবার, আতশবাজি ও নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। গন্ধকের খনিগুলি পুকুরের মত, ২০০--৫০০ ফুট গভীর ; গন্ধক-চুর (ore) ঝুড়ি করিয়া উপরে তোলা হয়...কোনো কোনো খনিতে কলে ওঠানো হয়। গন্ধকের 'শাল' (Kilns) বা ভাঁটা পাহাড়ের ঢালুতে করা হয়। সাধারণত ৩০ ফুট গোল ও ৬০ ফুট উচ্চ একটা তন্দুলের মধ্যে গন্ধকচুর (ore) ঢালা হয়। ইহাতে আগুন দিয়া কিছু পরে হাওয়ার পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ; তখন ভিতরে তাপে অধিকাংশ গন্ধক গলিয়া যায়। ইহা ১১৫—১২০ (c) তাপে গলে ; এইভাবে কয়েক দিন থাকিবার পর গলিত গন্ধক তন্দুলের ঢালু জায়গায় আসিয়া জমা হয় ; তখন ছোট একটি দরজা খুলিয়া গলিত গন্ধক ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করা হয়। ইহা হইতেছে সিসিলীর পদ্ধতি। গন্ধক নিষ্কাশনের বহুবিধ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিসিলী ও মার্কিন দেশের লুসেনিয়া স্টেটের গন্ধক খনি ও কারখানা বিখ্যাত। লুসেনিয়া রাষ্ট্রের Frasch Processএ ভূগর্ভস্থ গলিত গন্ধক চোঙের ভিতর দিয়া উঠানো হয়। একটি চোঙ দিয়া অত্যুত্তপ্ত গরম জল সজোরে ঢোকানো হয় এবং তাহারই ফলে গন্ধক গলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রধান উপাদান।...উৎপন্ন গন্ধক—যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩৩এ) ১,৪২৯,০০০

টন্। জাপান ১১৪,০০০ টন্; ডাচ পূর্ব দ্বীপালি ১১,০০০ টন্। ইতালী ৪০২,০০০ টন্; স্পেন ১০,০০০ টন্। নিউইয়র্কে টন্ প্রতি মূল্য ৮০ স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক। ভারত সাম্রাজ্যর মধ্যে বেলুচিস্থানে (কলাত রাজ্য) গন্ধক পাওয়া যায়।

গন্ধকাম্ল (Sulphuric acid)
দ্রঃ সালফিউরিক অ্যাসিড্।

গন্ধ গোকুল (The Small Civet)
মাছ-খেকো ভোঁদড় অপেক্ষা ছোট জন্তু; লেজ ক্রমশ সরু; কটা রঙ; লেজে কালো-শাদা শাখা আঁকা। অণ্ড কোষের কাছে গন্ধদ্রব্য থাকে। ইহারা ফল মূল ভোজী। (যোগেশ ২১২)

গন্ধতুলসী (Ocimum caryophyllatum)
সং-মরুবক। এই গাছ হইতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়। নানারূপ ঔদরিক ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়; চর্মরোগে ও বৃশ্চিক দংশনে ইহার ব্যবহার আছে। (Chopra 511)

গন্ধনকুলী
সং-সর্পাক্ষী। রাস্নাদি বর্গের সুগন্ধ গাছ Acamphe papillosa আসাম ও ব্রহ্মদেশেও এই জাতের এক শ্রেণী গাছ আছে। Ophiorrhiza mungoso সর্পাঘাতে ও বৃশ্চিক দংশনের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (দ্রঃ যোগেশ ২১২ ; Chopra 511)

গন্ধবণিক
বণিকদের মধ্যে যাহারা বিশেষভাবে গন্ধদ্রব্যর ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তাহারা কালক্রমে পৃথক জাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। বাঙলার গন্ধ বণিকদের মধ্যে শঙ্খাশ্রম, ছত্রিশাশ্রম, দেশাশ্রম, আউতাশ্রম প্রভৃতি ৩০ শ্রেণী আছে। কোনো কোনো জেলায় পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ অত্যন্ত কঠোর। বাঙলা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ গন্ধবণিকের বাস। বাঙলার বাহিরেও ইহারা আছে। পূর্ব কালে এই বণিকরা বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে গন্ধদ্রব্য আনিত।

গন্ধবিরজা (Oleo-resin)
হিমালয়ের সিবালিক পর্বত ও তদ্অঞ্চলে ও উহার নদী উপত্যকায় যে সরল বৃক্ষ (Longleaved Pine) জন্মে তাহার তৈলবৎ নির্যাস; এই নির্যাস চোয়াইয়া রজন (Colophony) ও তারপিন (Torpentine) তৈল পাওয়া যায়। কুমায়ুন-গাড়বালে লোকে গাছের গুঁড়ির প্রায় ৩ ফুট্ উপরে একটি জায়গা কাটিয়া ও তাহার তলায় ছোট কুলুঙ্গি মত খুদিয়া দিয়া তরল সংগ্রহ করে। এই গর্তে ২।৩ দিন হইতে ৪।৫ দিন অন্তর যে তরল জমে তাহা সংগৃহীত হয়; এই গর্তে প্রায় ২।৩ বৎসর কাজ চলে। ইউরোপীয় প্রথা একটু অন্যরূপ। গন্ধবিরজা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ তারপিন তৈল, টারপেনটাইন ; Watt 889)

গন্ধবেণা, ভূস্তৃণ, (Lemon Grass ; Andropogon citratus) ধান্যাদি বর্গের বেণাতুল্য চিরস্থায়ী তৃণ। ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে জন্মে। ছয় জাতের ঘাস বিজ্ঞানের বইতে লেখে; তবে A. citratus ছাড়া আরও দুই জাতের তৃণ সুপরিচিত A. Nardus ; A. Schoenanthus। A. Citratusর পাতায় লেবুর পাতার মত গন্ধ আছে; ইহা চোলাই করিলে লেবুর তৈল পাওয়া যায়। লেবুর ঘাস ভারতের নানাস্থানে জন্মে, তবে বিশেষভাবে চাষ হয় সিংহলে। ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Watt 455-60) A. Citratus জাতের তৃণ হইতে প্রস্তুত তৈল ৩-৬ বিন্দু চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে উদর পীড়ার উপকার হয়। ক্বাথ ও পাতা উপকারী (Chopra 565)

গন্ধভেদাল (ভাদ্‌লী), গাঁদাল গাঁধাল গাছ (Paederia foetida) আচ্ছুকাদি বর্গের দুর্গন্ধ লতা; ফুল দেখিতে কলমী শাকের ফুলের মত। শরতে ফোটে ও রাত্রে দুর্গন্ধ বহে। পাতা রাঁধিলে গন্ধ থাকে না; আমাশয়ের পর ইহার ঝোল রোগীর পথ্য। লতায় পাট সুতার মত সুতা পাওয়া যায়। বালিমাটিতে যে গাছ জন্মায় তাহার সুতা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। আয়ুর্বেদে নাম প্রসারিণী। ইহা স্নিগ্ধ, সংকোচক, উষ্ণবীর্য, বৃষ্য, বলকর, বাতঘ্নাদি গুণসম্পন্ন। (যোগেশ ; Chopra 589)

গন্ধমালতী (Echites Caryophyllata)
সুগন্ধী লতাপুষ্প।

গন্ধরাজ ফুল (Gardenia florida)
আচ্ছুকাদি বর্গের পুষ্প ক্ষুপ; চীন দেশের গাছ; ৪।৬ ফুট উচ্চ হয়। ফুল শাদা ও সুগন্ধ। পাতা বিস্তীর্ণ, শিরাগুলি স্পষ্ট। ডাল কাটিয়া পুঁতিলে গাছ হয়। (যোগেশ)

গন্ধর্ব
পৌরাণিক মনুষ্য সদৃশ জীব। স্বর্গের গায়ক। বোধহয় প্রাচীন ভারতের সুকান্তি সম্পন্ন জাতি। ইহাদের মধ্যে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা প্রথা ছিল এবং তদবস্থায় বিবাহ হইত। পরবর্তীযুগে হিন্দুস্মৃতিকারকগণ এই বিবাহকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। গন্ধর্ববিদ্যা বলিতে সঙ্গীত বিদ্যা বুঝায়। গান্ধার দেশের সহিত গন্ধর্বদের বাসভূমির কোন যোগ আছে কিনা গবেষণার বিষয়।

গন্ধেশ্বরীপূজা

গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবী। মূর্তি অন্নপূর্ণা। বৈশাখী সংক্রান্তিতে ইঁহার পূজা হয়।

গফ্ (Gough, Hugh ১৭৭৯—১৮৬৯)

ইংরেজ সেনাপতি। ১৭৯৪এ ১৫ বৎসর বয়সে সমর বিভাগে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম ইন্‌ডিসে যুদ্ধ করেন। ১৮০৯এ ইনি পেনেনসুলার যুদ্ধে যোগ দেন ও কয়েকবার আহত হন। ১৮৩০এ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৮৪০এ চীনের সহিত ইস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪১এ ভারতের সেনাধ্যক্ষ (Commander-in-chief) হন। প্রথম শিখযুদ্ধে (১৮৪৫ ডিসেম্বর—১৮৪৬ ফেব্রু) ইনি মুদকি, ফিরোজশাহ, সোবরাও প্রভৃতি স্থানে শিখদের পরাভূত করেন; এই যুদ্ধে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে তিনি বৃটিশ সৈন্য চালনা করেন। ১৮৪৯এ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও বহু সম্মান ও বৃত্তি লাভ করেন।

গব্রিয়েল (Gabriel)

হিব্রু ভাষায় অর্থ 'ঈশ্বরের লোক'। ইহুদীদের মতে ইনি দেবদূত; ইনি দানিয়েলের নিকট আবির্ভূত হন; ইনি দীক্ষাগুরু জনের আবির্ভাবের কথা প্রকাশ করেন; ইনি মাতা মেরীকে যীশুর আগমনের বার্তা বলেন। মুসলমানদের মতে এই স্বর্গদূত হঃ মোহম্মদের নিকট বাণী বা আদেশ প্রকাশ করেন।

গবয় (গয়াল)

গো-সদৃশ চতুষ্পদ (Bos frontalis)। উ-পূর্ব ভারতের পার্বত্য মালভূমে বন্য অবস্থায় দেখা যায়; তবে এখন আধা পোষা অবস্থায় পাওয়া যায়; ইহারা গৌর হইতে ছোট। গয়াল ও গৌরের সঙ্কর প্রাণী উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাদের পা ছোট, গলকম্বল বড়, শিং প্রায় সোজা, মাথা ও দেহ খয়রা লাল, পা শাদা।

গবাক্ষ

রামায়ণ উল্লিখিত বানরজাতীয় বীর; সুগ্রীবের অনুচর ছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধের সময় রামের পক্ষে যুদ্ধ করেন।

গভর্নমেণ্ট (Government)

বাংলায় 'সরকার বাহাদুর' বলিতে গভর্নমেণ্ট বুঝায়। শাসন, বিচার ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান দায়ী, তাহাকে গঃ বলা হয়। ইহা নৈর্ব্যক্তিক বা impersonal, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ-নিরপেক্ষ ইহার কার্য চলে; ইংরেজিতে কথা আছে The King is dead. Long live the King। এই শাসনাদি কার্য শাসিতের ইচ্ছানুযায়ী হইতে পারে, যেমন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে; আবার শাসিতের মতামত-নিরপেক্ষ শাসকের ইচ্ছানুযায়ী চলিতে পারে, যেমন অধীন দেশে। প্রথমোক্ত রাষ্ট্রশাসনে নাগরিকগণ ইচ্ছা করিলে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারে; শেষোক্ত শাসনে বিদ্রোহ, বিপ্লব বা অসহযোগ ব্যতীত শাসনপদ্ধতির বদল হয় না।...স্বাধীনদেশ মাত্রেই শাসনভার বা গভর্নমেণ্ট বিশেষ বিশেষ দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দলগত মত বা স্বার্থ গভর্নমেণ্টের নামে চলিতেছে। গভর্নমেণ্ট-সমূহকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়—যথেচ্ছতন্ত্র (autocracy) ও গণতন্ত্র (democracy)। রাজা যেখানে প্রজার নির্বাচিত উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিদের পরামর্শ বা মত না লইয়া দেশ শাসন করেন, তাহাকে যথেচ্ছতন্ত্র বলা যায়। ২০ শতকের গোড়ায় রুশিয়া, চীন, তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি দেশে যথেচ্ছ শাসন প্রচলিত ছিল। গত মহাযুদ্ধের পর বহুদেশে কেবল যে যথেচ্ছতন্ত্র লোপ পায় তাহা নহে, বহু আধাগণতন্ত্র-মূলক রাজতন্ত্রও লোপ পাইয়াছিল এবং তাহার স্থানে পূর্ণ গণতন্ত্র (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। গত কয়েক বৎসর ইউরোপের নানাদেশে অতিনায়ক বা ডিকটেটরী শাসন প্রচলিত হইয়াছে। ইহারা গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের বিরোধী (দ্রঃ ফাসিজিম: নাৎসিজিম্)। ...কতকগুলি গণতান্ত্রিক দেশের গভর্নমেণ্ট,— যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ লিখিত রাষ্ট্রবিধি (constitution) দ্বারা চালিত; অবশ্য এই রাষ্ট্রবিধি নাগরিকদের সার্বজনীন ইচ্ছার বলে প্রয়োজন মত পরিবর্তিত হইতে পারে। ইংল্যাণ্ডে কোন লিখিত রাষ্ট্রবিধি নাই। সেখানে পার্লামেণ্টের ইচ্ছাই (the will of the people) রাষ্ট্রশাসনের একমাত্র নিয়ন্তা। ভারতবর্ষের গভর্নমেণ্টের সকল কাজ বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিশেষ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতবাসীদের ইহার নড়চড় করিবার অধিকার নাই।

গভর্নর (Governor)

ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে গভর্নর বলে। প্রথমে ঈঃ ইঃ কোম্পানীর ফাক্টরীর পরিচালককে গঃ বলিত। ১৬৯০এ কলিকাতা স্থাপিত হয়; ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর স্যর চার্লস্ আইয়ার (১৭০০)। ১৭৭৩এর রেগুলেটিং অ্যাক্টানুসারে এই পদের উপাধি হয় গভর্নর-জেনারেল। বোম্বাই ও মাদ্রাসে গভর্নর পৃথক থাকিয়া গেল। ফোর্ট উইলিয়মের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হইতেছেন ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭৪)। ১৮৩৩এর চার্টার অনুসারে গঃ-জেঃ সমগ্র ভারতের শাসক হইলেন। ১৮৩৬ হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পৃথক লেফনেণ্ট-গভর্নরের পদ সৃষ্ট হয়। ১৮৫৪এ বঙ্গদেশে পৃথক লেঃ-গঃ হইল।...১৬৬২ হইতে বোম্বাইতে গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিল। মাদ্রাজে সেণ্ট জর্জ ফোর্টের গভর্নর ও প্রেসিডেণ্ট ১৬৮৪ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৮৫ হইতে তথায় গভর্নরের পদ সৃষ্টি হয়।

বাঙলাদেশে ১৯১২ হইতে লেঃ-গঃএর পরিবর্তে গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। ১৯২০এর পর সকল বড় প্রদেশেই শাসকের উপাধি গভর্নর হইয়াছে। গভর্নরদের পরামর্শ ও সাহায্যর জন্য অধ্যক্ষ সভা বা একজিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল। বাঙলার অধ্যক্ষ সভা ১৯১০এ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান শাসন সংস্কারে অধ্যক্ষ সভা নাই; মন্ত্রী মণ্ডলের উপর সকল বিভাগের ভার অর্পিত। তবে কতকগুলি বিষয়ে গভর্নরের কর্তৃত্ব আছে। বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাস, যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের বেতন বাৎসরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করিয়া। পঞ্জাব ও বিহারের ১ লক্ষ করিয়া; মধ্যপ্রদেশে ৭২ হাজার, অন্য প্রদেশের গভর্নরদের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা করিয়া।

বাংলাদেশের গভর্নরের বেতন	১,২০,০০০	টাকা;
ভাতা	২৫,০০০	”
প্রাসাদের ব্যয়	৫,৩৫,০০০	”
বিলাত হইতে সর্তবদ্ধ করিয়া আনিবার জন্য	১,০৯,০০০	”
ভ্রমণ ব্যয়	১,০৪,০০০	”
মোট	৮,৯৫,০০০	

(ইহা ১৯৩০-৩১এর হিসাব)

গভর্নরদের নাম, বাংলার

ব্যারন কারমাইকেল অব্ স্কার্লিং	১৯১২—১৭
আর্ল অব্ রোনাল্ডশে (জেটল্যান্ড)	১৯১৭—২২
লর্ড লিটন	১৯২২—২৭
স্যর স্টান্লি জ্যাকসন	১৯২৭—৩২
স্যর জন্ আন্ডারসন	১৯৩২—৩৭
লর্ড ব্রাবোর্ন	নভেম্বর ১৯৩৭—৩৯
স্যর জন্ রীড (অস্থায়ী)	মার্চ ১৯৩৯
স্যর জন্ হার্বার্ট	নভেম্বর ১৯৩৯—

(গভর্নরদের পূর্বের শাসকদের নাম, লেফটেনেন্ট্-গভর্নর দ্রষ্টব্য)

গভর্নর-জেনারেল (Governor-general)

বৃটিশ কমনওএলথের অন্তর্গত রাষ্ট্রের (Dominion) ও অধীন দেশের প্রধানতম শাসককে গঃ জেঃ বলে। ১৯২৬এ লন্ডনে যে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স হয় তাহাতে স্থির হয় যে অতঃপর ডোমিনিয়নের গঃ-জেঃ বৃটিশ পার্লামেন্টের বা গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি নহেন, তিনি রাজার প্রতিনিধি মাত্র। ১৯৩০এর ইঃ কনফারেন্সে স্থির হয় যে ডোমিনিয়নে কাহাকে গঃ-জেঃ নিযুক্ত করা হইবে তাহা রাজা ও ডোমিনিয়নের বিচার্য বিষয়। ইংল্যান্ডে চিরাচরিত প্রথা যে রাজা এই সকল বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন; এক্ষেত্রে ডোমিনিয়ন সমূহের মন্ত্রীরাই রাজার পরামর্শদাতা। এই মতানুসারে আয়ারল্যান্ডে ১৯২৭এ মিঃ টন্ হিলী ও অস্ট্রেলিয়াতে ১৯২৯এ মিঃ আইজাক আইজাকাস (Issacs) গঃ-জেঃ মনোনীত হন; ইহারা উভয়েই স্থানীয় লোক।...রাজা ও গঃ-জেঃএর মধ্যে সম্বন্ধ ব্যক্তিগত কোঠার মধ্যে পড়ে; বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহিত ডোমিনিয়ন প্রভৃতির সম্বন্ধ রক্ষার জন্য হাই কমিশনরের পদ সৃষ্টি হইয়াছে। হাঃ কঃ উভয় গভর্নমেন্টের সেতুস্বরূপ।...ভারতবর্ষে ১৯৩৫এর অ্যাকট অনুসারে গঃ-জেঃ রাজার দ্বারা মনোনীত হইবেন, পার্লামেন্টের দ্বারা নহেন।

গভর্নর-জেনারেল, ভারত সাম্রাজ্যর (Governor General and Viceroy) ভারত সাম্রাজ্যর বড়-লাটকে বলে। ১৭৭২এ ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের গঃ-জেঃ হন। ঐ সময় হইতে বাঙলার গঃ-জেঃ ভারতবর্ষের গঃ জেঃ হইলেন। ১৭৭৩-১৮৩৩ পর্যন্ত গঃ-জেঃ সমগ্র বৃটিশ ভারত ও উত্তর ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। ১৮৩৩এ উঃ-পঃ প্রদেশ পৃথক সৃষ্টি হয়। ১৮৩৩-১৮৫৪ গঃ-জেঃ নিখিল ভারত ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৫৪ হইতে বাঙলায় পৃথক লেফঃ-গঃ হয়। ১৮৫৮ হইতে গঃ-জেঃকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি বলা হইত। ১৯১২ পর্যন্ত কলিকাতায় গঃ-জেঃর রাজধানী ছিল; ঐ বৎসর দিল্লী গঃ-জেঃর রাজধানী ঘোষিত হইল। লর্ড আমহার্স্টের সময় হইতে শিমলা গ্রীষ্মবাস হয়। ১৯৩৭ হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক হয়। গঃ-জেঃকে সাহায্য করিবার জন্য অধ্যক্ষ সভা আছে। এতদ্ব্যতীত ২টি ব্যবস্থাপক সভা ও একটি নরেন্দ্র মণ্ডল আছে। ইনি ভারত সচিবের কাছে দায়ী, ইঁহার বেতন মাসিক ২০,৯০০ টাকা।...নূতন (১৯৩৫) আইনানুসারে অধ্যক্ষ সভা থাকিবে না; তাঁহাকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করিবার জন্য উর্ধ্বপক্ষে ১০জন মন্ত্রী থাকিবে। গঃ-জেঃ এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিযুক্ত ও প্রয়োজনমত বরখাস্ত করিতে পারিবেন। বড়লাটের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে; যথা, ১। দেশরক্ষা (Defence; সমর বিভাগ), ২। যাজকীয় কার্য (খৃস্টান পাদরী), ৩। বৈদেশিক বিষয় (Foreign Affairs), ৪। সীমান্তের জাতিদের বসতি (Tribal Areas) সম্বন্ধে আইনসভা বা মন্ত্রীমণ্ডলের পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি নিজ বিবেচনামত কার্য করিবেন। তাঁহার এই বিশেষ বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য তিনি ৩ জন পরামর্শদাতা (Councillor) নিযুক্ত করিবেন। ইঁহারা আইন সভার নিকট দায়ী নহেন। ইঁহাদের বেতন ও চাকুরীর সর্তাদি সম্রাট করিয়া দিবেন।...এতদ্ব্যতীত অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞকে (Financial Adviser) ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একজন আইনজ্ঞকে Advocate General নিয়োগ করিবেন।

গভর্নর-জেনারেলদের বার্ষিক বেতন—

ভারতবর্ষ	২,৫০,৮০০ টাকা
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দঃ আফ্রিকা	১০,০০০ পাউণ্ড বা ১,৪০,০০০ টাকা
ইংল্যান্ডের লর্ড চানসেলার	৮০০০ পাঃ বা ১,১০,০০০ টাকা
ঐ প্রধান মন্ত্রী	৫০০০ পাঃ বা ৭০,০০০ টাকা
জাপানের প্রধান মন্ত্রী	৮০০০ য়েন্ বা ৭৪৮৮ টাকা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি	৭৫,০০০ ডলার ২,৭৫,০০০ টাকা

গভর্নর-জেনারেলদের নাম

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) অনুসারে বাংলার ফোর্ট-উইলিয়মের গভর্নর-জেনারেলগণ। অস্থায়ী শাসকগণের নাম তারকা চিহ্নিত ঃ—

১৭৭৪, ২০ অক্টোবর—ওয়ারেন হেষ্টিংস
১৭৮৫, ৮ ফেব্রুয়ারী—সার জন ম্যাক্‌ফারসন *
১৭৮৬, ১২ সেপ্টেম্বর—আর্ল (মার্কুইস) কর্নওয়ালিস
১৭৯৩, ২৮ অক্টোবর—সার জন শোর (লর্ড টেনমাউথ)
১৭৯৮, ১৭ মার্চ—সার এ. ক্লার্ক *
১৭৯৮, ১৮ মে—মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি
১৮০৫, ৩০ জুলাই—মার্কুইস কর্নওয়ালিস (২য় বার)
১৮০৫, ১০ অক্টোবর—ক্যাপ্টেন এল.এ.পি. আন্ডার্সন, স্যর জর্জ এইচ বার্লো
১৮০৭, ৩১ জুলাই—ব্যারন (আর্ল অব) মিন্টো (প্রথম)
১৮১৩, ৪ অক্টোবর—মার্কুইস্ অব হেস্টিংস্ (লর্ড ময়রা)
১৮২৩, ১৩ জানুয়ারী—জন অ্যাডাম *
১৮২৩, ১ অগস্ট—ব্যারন (আর্ল) আমহার্স্ট
১৮২৮, ১৩ মার্চ—উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলী *
১৮২৮, ৪ জুলাই—লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেণ্টিঙ্ক।

ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলগণ—

(১৮৩৩এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী)

১৮৩৪, ১৪ নভেম্বর—লর্ড বেণ্টিঙ্ক্
১৮৩৫, ২০ মার্চ—সার চার্লস্ (লর্ড) মেটকাফ *
১৮৩৬, ৪ মার্চ—ব্যারন (আর্ল অব) অক্‌ল্যান্ড
১৮৪৪, ১৫ জুন—উইলিয়াম উইলবারফোর্স বার্ড *
১৮৪৪, ২৩ জুলাই—সার হেন্‌রি (ভাইকাউন্ট) হার্ডিংজ
১৮৪৮, ১২ জানুয়ারী—আর্ল (মার্কুইস) অব ডালহৌসি
১৮৫৬, ২৯ ফেব্রুয়ারী—ভাইকাউন্ট (আর্ল) ক্যানিং।

গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণ ঃ—

১৮৫৮, ১লা নভেম্বর—ভাইকাউন্ট (আর্ল) ক্যানিং।
১৮৬২, ১২ মার্চ—আর্ল অব এলগিন এণ্ড কিঙ্কারডাইন (১ম)
১৮৬৩, ২১ নভেম্বর—স্যার নেপিয়র অব ম্যাগডালা *
১৮৬৩, ২ ডিসেম্বর—স্যার উইলিয়াম টি. ডেনিসন *
১৮৬৪, ১২ জানুয়ারী—সার জন (লর্ড) লরেন্স
১৮৬৯, ১২ জানুয়ারী—আর্ল অব মেয়ো (নিহত ১৮৭২)
১৮৭২, ৯ ফেব্রুয়ারী—সার জন স্ট্র্যাচি *
১৮৭২, ২৩ ফেব্রুয়ারী—লর্ড নেপিয়ার অব মার্চিষ্টউন *
১৮৭২, ৩ মে—ব্যারন (আর্ল অব) নর্থব্রুক
১৮৭৬, ১২ এপ্রিল—ব্যারন (আর্ল অব) লিটন
১৮৮০, ৮ জুন—মার্কুইস অব রিপন।
১৮৮৪, ১৩ ডিসেম্বর—আর্ল অব ডফরিন
১৮৮৮, ১০ ডিসেম্বর—মার্কুইস্ অব ল্যান্সডাউন্
১৮৯৪, ২৭ জানুঃ—আর্ল অব এলগিন এণ্ড কিঙ্কারডাইন (২য়)
১৮৯৯, ৬ জানুঃ—ব্যারন (আর্ল) কর্জন অব কেডল্‌স্টোন
১৯০৪, ৩০ এপ্রিল—লর্ড অ্যাম্‌পথিল *
১৯০৪, ১৩ ডিসেম্বর—ব্যারন কর্জন অব কেডল্‌স্টোন
১৯০৫, ১৮ নভেম্বর—আর্ল অব মিন্‌টো (দ্বিতীয়)
১৯১০, ২৩ নভেম্বর—ব্যারন হার্ডিংজ অব পেনসহার্স্ট
১৯১৬, এপ্রিল—লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড
১৯২১, এপ্রিল—আর্ল অব রেডিং
১৯২৬, এপ্রিল—লর্ড আরউইন
১৯৩১, এপ্রিল—দি আর্ল অব উইলিংডন
১৯৩৬, এপ্রিল—মার্কুইস অব লিন্‌লিথ্‌গো।

গভীরতা

১। পৃথিবীর গভীরতম আর্তেজীয় কূপ—ফ্রান্সের রচফোর্ট (Rochfort)এ—২,৭৬৫ ফুট।

২। গভীরতম কয়লার খাদ বেলজিয়ামে—৪,০০০ ফুট।

৩। গভীরতম খনি (ক) ব্রেজিলের মোরো বেলহো স্বর্ণখনি ৮০০০ ফুট (১ মাঃ ৪ ফার্ল ২৭ গজ)।
(খ) দঃ আফ্রিকার জোহানসবার্গের স্বর্ণখনি ৭৬৩০ ফুট।
(গ) মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি—৬৩৮০ ফুট।

৪। পৃথিবীর গাত্রে গভীরতম বোরিং বা ছিদ্র—সাইলেশিয়াতে, ৭৩৪৮ ফুট। অন্যান্য বোরিং—বুডাপেস্তে ৩১৬০ ফুট; স্পেন ৫২৮৫ ফুঃ। জারমেনীর লাইপজিগ ৫,৭৩৫ ফুঃ; অপর একটি ৬২৬৫ ফুট। কালিফোর্নিয়াতে তৈলের জন্য ১০,০০০ ফুট ছিদ্র করা হইয়াছে।

৫। সমুদ্রের গভীরতম তল—৩৫,৪০১ ফুট। ৬ মাঃ ৫ ফা, ১৪০ গজ। প্রশান্ত মহাসাগরের 'মিন্দানাও গর্ত' ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকট ও ইহাই গভীরতম তল।

সকল সমুদ্রের গড় গভীরতা—১২,৪৫০ ফুট (২ মাঃ ২ ফাঃ ১৯০ গজ)। আর্কটিকের গড় গভীরতা—৩৯৫৪ ফুট। অন্তর্কটিক—৬০০০

ফুট। প্রশান্ত মহাসাগর—১৪,০৫২ ফুট। ভারত মহাসাগর—১৩,০০২ ফুট। অতলান্তিক মহাসাগর—১২,৮৭৪ ফুট।

সমুদ্রের কেবল বা তার কত নীচ দিয়া যায়—১৬৫০ হইতে ১৩,২০০ ফুট পর্যন্ত নিচ দিয়া যায়।

গম (Wheat)

ধান্যাদিবর্গের শস্য। ধানের পরই বোধহয় এই শস্য পৃথিবীতে বেশি উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। ইহা শুকনো ও ঠাণ্ডা দেশের ফসল ও খাদ্য। রুশ, মার্কিন দেশ, কানাডা, ভারতবর্ষ, আর্জেন্টাইন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর চাষ হয়। ভারতের যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবের প্রধান কৃষিজাত খাদ্য শস্য। পঞ্জাবে খাল কাটিয়া জলের সুবিধা করায় সেখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বে ভারত হইতে গম রপ্তানী হইত; এখন নামমাত্র বিদেশে যায়। অস্ট্রেলিয়া হইতে এখন প্রচুর গম এদেশে আসে। ভারতে ১৯৩৩-৩৪এ ৩৬ মিলিয়ন একার জমিতে গম চাষ হয়। ১৯৩৬-৩৭এ ৩২·৫ মিঃ। সুতরাং কমিয়াছে। শীতের ফসল বলিয়া ২।৪ ছেঁচ লাগে; মার্চ-এপ্রিলে শস্য কাটা হয়। গম হইতে আটা ময়দা হয়। ১৯৩১এ পৃথিবীর কোথায় কিরূপ গমের চাষ ও উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা:—

	একার	(০০০ বুশেল)	একার প্রতি বুশেল
ভারতবর্ষ	৩১,৩৪৮,০০০	৩৮৬,৫১২	১২
কানাডা	২৫,২২৫,০০০	২৯৯,৫২০	১৩
অস্ট্রেলিয়া	১৪,৯৭৯,৫৬৪	১২৬,৮৮৫	১২
ইংল্যান্ড প্রভৃতি	১,৩৮৪,৫৫৬	৪৯,৭৬৫	৩২
দঃ আফ্রিকা	৮২৪,৬৬৯	৭,২৩৮	...
নিউজীল্যান্ড	২৩৫,৯৪২	৭,২৪০	...
কেনিয়া (আফ্রিকা)	৬৩,২১৭	৯৭৮	...

গ্রেট বৃটেন আমদানী গমের ২৮·৫% মার্কিন দেশ হইতে, ১৪·১% আর্জেন্টাইন, ৩৫·৩ কানাডা, ১২ অস্ট্রেলিয়া ও মাত্র ৫·৬ ভারত হইতে ক্রয় করে। রুশে গমের চাষ বাড়িতেছে।

গম্বুজ (Dome)

স্থাপত্য শিল্পে বাড়ী, মন্দির, চার্চ, মসজিদ ও কবরের উপর গোল গম্বুজ নির্মিত হয়। মুসলমানরা প্রথমে কবরের উপর সামান্য গুম্বজ বানায়; তারপর উন্নতি করিতে করিতে বিরাট গুঃ নির্মানের দক্ষতা অর্জন করে। ইউরোপে লোকে এই বিদ্যা মুসলমানদের নিকট হইতে আয়ত্ত করে। ভারতে বিজাপুরের মসজিদের গুঃ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। রোমের সেন্ট পিটারের চার্চের গুম্বজ, কনস্টান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়ায় গুম্বজ (বর্তমানে মসজিদ), ইংল্যান্ডের সেন্টপলস্ ক্যাথিড্রালের গুম্বজ বিখ্যাত।

বিজাপুর গোল গুম্বজ	১৯৮ ফুট
সেন্ট পিটার "	১৩৯ "
সেন্ট সোফিয়া "	১১৫ "

গম্ভীরা, আদ্যের

রাঢ়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবকে মালদহ জিলায় 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে। ইহাতে হর-গৌরীর মূর্তি ও শিব লিঙ্গের পূজা ও খুব ধুমধাম হয়; এ সম্বন্ধে বহু লৌকিক গীতাদি রচিত আছে। (দ্রষ্টব্য হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা)।

গয়

(১) সুগ্রীবের বানর অনুচর। রাম রাবণের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। (২) জনৈক রাজর্ষি; যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া দেব ও ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করিতেন। তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্র তদীয় নামানুসারে গয়া হয়। (৩) বিষ্ণুভক্ত অসুর। নিজ অধিকার লোপ ভয়ে যম বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু এই ভক্তের বক্ষের উপর এক শিলা চাপাইয়া তাহাকে আশ্বাস দেন যে তাহার মৃত্যুস্থান সকল দেবতার বাসভূমি হইবে এবং বিষ্ণুপদ চিহ্নাঙ্কিত শিলায় পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিলে লোকের সদগতি হইবে। উহাই বর্তমান গয়া এবং এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্ম আছে।

গয়কাবাড়

বড়োদা রাজ্যের রাজার পারিবারিক নাম। ১৭০৫এ মারাঠারা গুজরাট আক্রমণ করে ও পরবর্তী অভিযানে সেনাপতি পিলাজি গয়কাবাড় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭২৬এ পিলাজি চৌথ আদি আদায় করিয়া প্রায় স্বাধীন হন। ১৭৩৪এ পিলাজির পুত্র দামোজি বড়োদা অধিকার করেন; কিন্তু ১৭৬৬ পর্যন্ত সোনগড় ইহাদের রাজধানী ছিল। ১৭৬৮ দামোজির মৃত্যুর পর তাঁহার ৪ পুত্র সায়াজি রাও, ফতেসিং রাও, মনজি রাও, ও গোবিন্দ রাও পর পর রাজত্ব করেন (১৮০০)। ইহার পর আনন্দ রাওএর সময় হইতে বড়োদার অন্তর্কলহ চলে ও ইংরেজরা ১৮০২এ আনন্দ রাওকে গঃ বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮০৫এ ইংরেজের সহিত মিত্রতার সন্ধি হয় এবং তদনুসারে এখনো মিত্রতা চলিতেছে। শেষ মারাঠা যুদ্ধের সময় গঃ ইংরেজের প্রধান মিত্র ছিলেন। আনন্দ রাও (১৮০০—২০); সায়াজিরাও ২য় (১৮২০—৪৭); গণপত রাও (১৮৪৭—৫৬); এই সময়ে বড়োদার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বড়লাটের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়। খাণ্ডে রাও (১৮৫৬—৭০)। মলহর রাও (১৮৭০-৭৫) রেসিডেণ্টকে বিষ দিবার চেষ্টা করার অপরাধে পদচ্যুত হন। তৎপরিবর্তে ৩য় সায়াজি রাও ১৩ বৎসর বয়সে গয়কাবাড় হন। ইনি ১৯৩৯এ মারা যান; (দ্রঃ বড়োদা) তাঁহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। ৩য় সায়াজি রাও-এর সময়ে বড়োদার নানা দিকে উন্নতি হয়।

গয়লা, গোয়ালা, গোপালক

বাঙলায় গোয়ালার সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৩ লক্ষ। এদেশে পল্লব, গোপ, গৌড়, মধু, আহীর, মগধী, রাঢ়ী প্রভৃতি ১৬টি ভাগে গোয়ালারা বিভক্ত। বিহারে ২০টি ভাগ আছে। দুগ্ধ-ব্যবসায় প্রধান উপজীবিকা হইলেও চাষও ইহাদের অন্যতম ব্যবসায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোয়ালাদের জল চল করেন। ইহাদের একাংশ গো পালন ত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্য গ্রহণ করে এবং তাহারা সদ্‌গোপ নামে পরিচিত।··· এই গোপরা এককালে বাংলা দেশে বলশালী জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

গয়া-আলু

সুঁটি আদি বর্গের ক্ষুপ (Mau ot utilissima)। পাতা কতকটা শিমুল পাতার মতন; শিকড় মোটা; উহাই আলু। এই আলু ধুইয়া কাটিয়া কুটিয়া পালো (Cassova Tapioca) তৈয়ারীও হয়। আসাম, উত্তর-বঙ্গ, উড়িষ্যায় বন্য গয়া-আলু দেখা যায়। (যোগেশ ৫৩)

গয়াল (দ্রঃ গবয়)

গরদ

এক প্রকার রেশম যাহা তুঁত পাতা খেকো পোকার গুটি হইতে হয়। এঁড়ী রেশম ভেরাণ্ডা (এরণ্ড) পাতা খেকো পোকার গুটি হইতে পাকাইয়া বাহির করা হয়। (রেশম দ্রঃ)।

গরমির ব্যায়রাম (দ্রঃ উপদংশ, সিফিলিস)

গরান গাছ (The Mangrove: Ceriops candolleana, C. Roxburghiana) চট্টগ্রাম, টেনেসরিম, সুন্দরবন ও সিন্ধুপ্রদেশের সমুদ্র উপকূলে এই গাছ জন্মে। ছোট গাছ দুই জাতের। ডাল হইতে ঝুরি নামে; ছাল ও ফলে কষায়ীন (tannin) আছে। বাঙলার গরান বাকলে ৩১·৫% কষায়ীন পাওয়া যায়; অন্যান্য স্থানে ১৩-৩০% হয় দেখা গিয়াছে। চামড়ার কারখানার জন্য প্রতি বৎসর বহু সহস্র মণ বাকল কলিকাতায় আসে, দাম ১০।১২ আনা মণ। সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় আসে—সেইজন্য কলিকাতার এক অংশের নাম গরানহাটা। মালয় উপদ্বীপে ইহার কষায়-জলে কাপড় চুবাইয়া নীল রঙে রঞ্জিত করে। কাঠ নৌকা তৈয়ারীতে কাজে লাগে। কাঠ জ্বালানি পক্ষে ভাল। (Watt 298; যোগেশ)।

গরি কলাই (Soyabean)

শিম্বাদি বর্গের কলাই; ত্রিপর্ণ, লোমশ; শুঁটিতে ৩।৪ কলাই। চীন হইতে আনীত; বর্ত্তমানে বাঙলার নানাস্থানে চাষ হইতেছে। ইহাতে মাংসীয় ও স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রচুর আছে। চীন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইহার তৈল ও ছাতু রপ্তানী হয় (দ্রঃ সোয়া কলাই)।

গরিলা (Gorilla)

বন মানুষের মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী; মধ্য আফ্রিকার গভীর বনে বাস করে। ইহাদের মাথা বড় ও লম্বাটে, কান ছোট, হাত হাঁটু পর্যন্ত নামিয়া আসে। দেহ লোমশ ও কৃষ্ণবর্ণ। পুরুষ গঃ ৬½ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, স্ত্রী ৪½ ফুট হয়। ইহারা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না। কচিৎ পোষ মানে; বন্দী অবস্থায় বেশি দিন বাঁচে না। উগান্ডায় উহাদের জন্য রিজার্ভ বন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গরিলা যুদ্ধ (Guerilla War)

শব্দটি স্পেনীশ—Guerra (War) শব্দের অর্থ যুদ্ধের বাহক। শত্রু সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া দেশের বাসিন্দারা দল বাঁধিয়া অতর্কিতভাবে যখন সৈন্যদের আক্রমণ ও যুদ্ধ করে তখন তাহাকে গঃ যুদ্ধ বলে। ভারতে মারাঠারা এই ধরণের যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত ছিল।

গরিষ্ঠ উষ্ণতা (Maximum temperature)

দিনের সর্বোচ্চ তাপ থার্মোমিটারে যাহা দেখা যায়। সাধারণত বেলা ২½ হইতে ৩½ সময় গঃ উঃ হয়। সমস্ত মাসের গঃ উঃর গড় করিয়া মাসের গঃ উঃ কসা হয়। থার্মোমিটারে গঃ উঃ নির্দেশ করিবার জন্য একটি লৌহ পেরেক নলের মধ্য দিয়া উঠিয়া যায়; পরে চুম্বক দিয়া তাহাকে নামাইতে হয়।

গরিষ্ঠ থার্মোমিটার (Maximum Thermometer) একপ্রকার থাঃ আছে যাহার নলের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম লৌহ খণ্ড থাকে; এই লৌহখণ্ড তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারদের ঠেলায় উপরে উঠিয়া যায়। তাপ কমিলে পারা নামিয়া আসে, কিন্তু লৌহটি সর্বোচ্চ তাপের কাছে থাকিয়া যায়। একটি চুম্বকের দ্বারা উহাকে নামাইয়া আনা হয়।

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Highest Common Factor), গ, সা, গু। দুই বা ততোধিক বীজগণিতীয় রাশির ভিতর যতগুলি মৌলিক গুণনীয়ক (elementary factor) সাধারণ (common) থাকে, তৎসমুদয়ের গুণফলকে পূর্বোক্ত রাশিদ্বয়ের বা রাশিসমূহের গ, সা, গু, বলে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক রাশির অন্তর্গত বৃহত্তম সংখ্যক সাধারণ মৌলিক গুণনীয়কের গুণফলকেই ঐ রাশিদ্বয়ের বা রাশিসমূহের গ, সা, গু বলে।

গরীবদাসী

ভারতের মধ্যযুগের একটি ধর্মসম্প্রদায়। ১৮ শতকের প্রথম ভাগে পঞ্জাবে গরীবদাস নামে একজন সাধক আবির্ভূত হন; তিনি সর্ববর্ণ, সর্বধর্ম, নর ও নারী নির্বিশেষে ধর্মোপদেশ দিতেন; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ইনি গুরুবাদ অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। আনুমানিক ১৭৭৮ অব্দে গরীব দাসের মৃত্যু হয়; ইঁহার বাণী পশ্চিমা হিন্দীতে রচিত।

গরু

কৃষিপ্রধান সভ্যতার মূলে হইতেছে গোধন। আর্যদের প্রধান সম্বল ছিল এই গরু; বলদে চাষ করিত; গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃতাদি প্রস্তুত হইত। যজ্ঞের প্রধান উপাদান ছিল ঘৃত। গোশক্তি দ্বারা কূপ হইতে জল তোলা, গাড়ী টানা, তৈলাদি নিষ্পেষণ চলিত এবং এখনো বহুস্থানে চলে। বর্তমানে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তিবলে যেসব কাজ পাশ্চাত্য দেশে হইতেছে, সে সবই গোশক্তির দ্বারা হইত। এ ছাড়া গরুর চামড়া, গোবর, গোমূত্র কাজে লাগিত এবং এখনো লাগে।…ইংল্যান্ডে ও আমেরিকার গোজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সেখানে মাংসের জন্য এক শ্রেণীর গরু পোষা হয় এবং দুগ্ধের জন্য অন্য শ্রেণী থাকে। ভাল জাতের গরু ১ মণ পর্যন্ত দুধ দৈনিক দেয়।…বাঙলাদেশে গরুর দশা খুব শোচনীয়। গোচারণ ভূমির অভাব, পানীয় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব, চিকিৎসকের অভাব, ভালজাতের ষাঁড়ের অভাবের ফলে গরুর অধঃপতন হইয়াছে। গরুর প্রধান খাদ্য খৈল; কিন্তু বাঙলাদেশে সরিষার চাষ খুব কমিয়া যাওয়াতে খৈল দুর্লভ ও মহার্ঘ; পতিত জমি জমিদার বিলি করিয়া দেন বলিয়া গোচর ভূমির অভাব। গোমড়ক ও অকারণ গো-হত্যা গো-জাতির সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। পূর্বকালে সুলক্ষণাক্রান্ত ষাঁড় প্রজননের জন্য 'ধর্মের ষাঁড়' রূপে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের সময়ে উৎসর্গ করা হইত। প্রাচীন অনুষ্ঠানের প্রতি লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে; ধর্মের ষাড় বেওয়ারিশ সম্পত্তি। সাধারণ হীনবীর্য ষাঁড় প্রজনন কার্যে নিযুক্ত হয়, ফলে সমস্ত দেশের গো-জাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।…ভারতের প্রধান ভালজাতের গরু মণ্টগোমারি বা পঞ্জাবের ঐ নামের জেলার গরু; ইহার দেশী নাম তিলি। সিন্ধী, হানসি বা হিসার, পঞ্জাবের হরিয়ানা নামক স্থানের, মুলতানি, মহীশূর, নেলোর, গুজরাতি, পাটনাই, নাগোরিয়া ইত্যাদি প্রধান ভাল জাতের গরু।…গো-জাতির উন্নতির জন্য গভর্নমেন্ট নানাস্থানে আদর্শ গো-শালা বা পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন; রঙপুরের ফার্ম বিখ্যাত। দিল্লীতে সুবৃহৎ কেন্দ্রীয় গো-শালা আছে।…গোজাতির উন্নতি হয় নাই বলিয়া ভারতের অধিবাসী প্রচুর দুধ পান করিতে পায় না, এবং প্রচুর জমাট দুধ, দুধগুঁড়া বিদেশ হইতে আনিতে হয়। (দ্রঃ দুধ)…গরুকে হিন্দুরা ভক্তি করে। হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

গরুর অসুখ

মানুষের ন্যায় গরুর বহু প্রকারের ব্যাধি হয়। (১) সামান্য জ্বর (fever) দুই একদিনে সারিয়া যায়। (২) আওসা বা খুরী—পায়ের দুই খুরের মধ্যে এবং মুখে ঘা (Foot and mouth disease); মুখ চট্‌চট্‌ করে, ফেনা কাটে। রোগ সংক্রামক ও সাংঘাতিক। (৩) আমাসা (৪) কোষ্ঠ বদ্ধতা। (৫) গলাফুলা (haemorrhagic septicaemia) সংক্রামক ও মারাত্মক—একদিনের মধ্যে গলা ফুলিয়া দম আটকাইয়া মারা যায়। (৬) পশ্চিমা রোগ (hoven, tympanitis), বাতাসে পেট ফোলে; অনশনক্লিষ্ট গোরু মাঠে মাঠে প্রচুর ঘাস খাইয়া এই রোগে পড়ে। (৭) গুটি বা গো-বসন্ত (rinderpest)। প্রথমে গা ঝিমে, মুখে ঘা, পরে গুটি উঠে। গুটি উঠিলে রোগ মারাত্মক হয় না। (৮) ছেরানি—তরল মল। (৯) ঝনকা বা পায়ের বাত (১০) খোঁড়া বা পঙ্গু, পদবিকল রোগ। গ্রামের গো-বৈদ্য বা পটুয়া মালবৈদ্যরা এই সবের চিকিৎসা করিত। (যোগেশ ২৪২)

গরুড়, নক্ষত্র-মণ্ডল (Aquila) (দ্রঃ অ্যাকুইলি)

গরুড় পাখী

শ্যেন বংশীয় পাখী (Eagle), প্রায় ১৸০ হাত দীর্ঘ হয়। ইহাদের পক্ষ চক্‌চকা কাল-খয়রা বর্ণ। শীতের সময় ভারতে আসে, পার্বত্য দেশে থাকে; মৃগ ও মেষশাবক নখবিদ্ধ করিয়া তুলিয়া লইতে পারে। গরুড় সাপ মারে ও খায় (ঈগল দ্রঃ)

গরুড়

পৌরাণিক পাখী; কশ্যপ ও বিনতার পুত্র। যুদ্ধনিরত গজ কচ্ছপকে (দ্রঃ) আহার করে। মাতা বিনতাকে বিমাতা কদ্রুর দাসিত্ব হইতে উদ্ধারের জন্য বিমাতা-নির্দেশে স্বর্গ হইতে অমৃত আনে ও মাতাকে উদ্ধার করে। পরে ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া কদ্রুর অমৃত হরণ করিলে সর্পরা (কদ্রুতনয়া) অমৃত হইতে বঞ্চিত হয়। বিষ্ণু ইহার সেবা নিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত হইয়া নিজ বাহন করিয়া লন।

গরুড় গাছ (Polypodium)

অপুষ্পক বন্য শাক; পূর্ববঙ্গে ও সুন্দরবনে অন্য বৃক্ষে জন্মে। পাতা শক্ত, পাতার শিরার উপরে রেণুস্থলী জন্মে (যোগেশ)।

গরুড় পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম; গরুড় বক্তা বলিয়া গঃ পুঃ নাম হইয়াছে। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ ইহাতে আছে; চিকিৎসাদি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। (বঙ্গবাসী কার্যালয়)।

গর্কী (Gorky, Maxim ১৮৬৮—১৯৩৬)
সোভিএট গ্রন্থকার। ৭ বৎসর বয়সে দুইমাস মাত্র পাঠশালায় পড়িবার সুযোগ পান। ১০ বৎসর বয়স হইতে বার্তাবহ বালক-ভৃত্যের কাজ সুরু করেন; ইহার পর ১১ বৎসর ভলগা নদীর স্টীমারের খানাঘরের ছোক্‌রা চাকরের কাজ, প্রতিমার চিত্রকর, দ্বারপাল, চার্চের বালক-গাইয়ে ও ভবঘুরে ভাবে কাটে। ২১ বৎসর বয়সে গল্পলেখা সুরু করেন। ১৯০১ বিপ্লব কর্মের জন্য নির্বাসিত হন। ১৯০২এ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য হন, কিন্তু জারের হুকুমে উহা নাকোচ হয়। ১৯০৫এ 'Bloody Sunday'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য 'পিটার ও পল' দুর্গে প্রেরিত হন। ১৯০৫ সোশিয়েলিস্ট দৈনিক Novaia Zhizn (নবজীবন) প্রকাশ করেন। ১৯০৬ কাপরি (Capri)তে গিয়া বিপ্লবীদলের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।... রুশ বিপ্লবের পর দেশে ফেরেন। ১৯৩৪এ তাঁহার জন্মস্থান নিজনি নভোগোরদকে 'গর্কী' নাম দেওয়া হয়। সোভিএট রিপাবলিকের শিক্ষাসচিব হন।...গ্রন্থ—Tales from Gorky (1894-9) Eng. 1902; Individualists (1896-8)... 1906; Comrades (1897)...1907; Creatures that once were men (1897)...1905; The Orloff Couple, and Malva (1897)...1901; Foma Gordyeeff (1899) ...1901; Twenty six men and a girl (1899)...1902; Three men (1900)...1902; The Outcasts etc (1900)...1902; Mother (1906)...1907; A Confession (1908)...1910; The Spy (1908)...1908; The Lower Depths, Childhood, My University days, Recollections, Fragments from my Diary, Decadence etc. গর্কীর আসল নাম Alexey Maximevitch Peshkov.

গর্গ
প্রাচীন ভারতের জনৈক ঋষি; যাদবগণের কুলগুরু ছিলেন; ইঁহার পুত্র গার্গ্য ও কন্যা গার্গী।

গর্জন গাছ (Dipterocarpus turbinatus)
ব্রহ্মদেশ, মালয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতি উচ্চ তরু বিশেষ (২০০ ফুট)। বৃক্ষের গুঁড়িতে গহ্বর করিয়া জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া দিলে প্রচুর পরিমাণে তেল নিঃসৃত হয়। ইহার তৈল ঔষধ ও পালিশ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

গর্ডন (Gorden, Charles George Pasha ১৮৩৩-৮৫) ইংরেজ সৈনিক ও শাসক। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে (১৮৫৫), চীনে তাই-পিঙ বিদ্রোহের (১৮৬৩) সময় যুদ্ধ করেন। মিশরের খেদিভের পক্ষ লইয়া সুদানে মাহদীর বিদ্রোহ দমনে যান ও হুর্তাম্‌কার) নিযুক্ত হন। পুনরায় বিদ্রোহ হইলে ১৮৮৪এ তথায় যান ও বিদ্রোহীদের হস্তে খর্তুমে নিহত হন। খর্তুমে ৩১৭ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন; ইংল্যানড হইতে অতি দেরিতে সাহায্য আসিয়াছিল। ইংরেজ জাতির আদর্শ সৈনিক ছিলেন।

গর্ত পায়খানা (Bore-hole Latrine)
গর্ত করিবার যন্ত্র দিয়া ১৬" বা ১৮" বেড়ের গর্ত ৩০।৪০ ফুট করা হয়। সেই গর্তের মধ্যে মল জমা হয় ও নিম্নস্থ জলের ধারা মলকে জলে পরিণত হয়।

গর্দভ (Ass), গাধা
অশ্ব বর্গের সুপরিচিত প্রাণী। দীর্ঘ কর্ণ; লেজের শেষে পুচ্ছ থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার আদি প্রাণী। আদিম যুগ হইতে মানুষের দ্বারা গৃহপালিত। ১৬ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে নীত হয়। এককালে পারস্য, পঞ্জাব ও ভারতের রাজপুতনায় বহু গর্দভ ছিল; এখন ক্রমশই লুপ্ত হইতেছে। বাঙলাদেশে ধোপারা ভারবাহী জন্তুরূপে ইহাকে ব্যবহার করে। খচ্চরের জন্ম দিবার জন্য ঘোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। কচ্ছ উপদ্বীপে এক জাতীয় বন্য গর্দভ আছে।

গর্ভ (Pregnancy)
নারীর জরায়ুর (দ্রঃ) দুই দিকে এক ইঞ্চি লম্বা দুইটি যন্ত্রকে ডিম্বকোষ (Ovary) বলে। প্রত্যেক ডিম্বকোষে সরিষার মতো ক্ষুদ্র ডিম্ব (ovum) থাকে। কালল-নল (fallopian tubes) নামে বাহুর ন্যায় দুটি নল জরায়ুর গোড়ায় দুই পাশ দিয়া বিস্তারিত হইয়া উহার সহিত ডিম্বকোষের সংযোগ করে। নারীর যেমন ডিম্ব কোষে থাকে, পুরুষের বীর্য (রেতঃ semen) মুষ্কর (testes) মধ্যে থাকে। পুরুষের বীর্য খুব সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণে দেখা যায়, ইহাকে (Spermatoza) শুক্র কীট বলে। স্ত্রীপুরুষের মিলনের শেষে শুক্রকীট স্ত্রীলোকের যোনিপথ দিয়া জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে ও কালল-নলে গিয়া ডিম্বকোষের পরিপক্ক ডিম্বকে ভেদ করিয়া প্রবেশ করে। শুক্রকীট ক্ষুদ্র, ডিম্ব বড়; ডিম্ব ভেদ করিলে গর্ভ হয়। যদি দুইটি বা তিনটি শুক্রকীট ডিম্বে প্রবেশ করে তবে যমজ বা তদতিরিক্ত সন্তান জন্মে। সাধারণত ঋতুর চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে গর্ভ সঞ্চার হয়। পূর্বে বা পরেও হইতে পারে। গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা হইলে নারীর ঋতু বন্ধ প্রথম লক্ষণ; অরুচি, গা বমি প্রভৃতি বহু চিহ্ন দেখা যায়। গর্ভে মানব শিশু ২৭০ দিন থাকে।

গর্ভকেশর (Pistil; carpel; gynaecium)
উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা। ফুলের মধ্যস্থিত গর্ভকোষের (Ovary) ভিতরে ডিম্বকোষ থাকে; হইতে বীজ জন্মে

এবং গর্ভকোষ পুষ্ট হইয়া ফলে পরিণত হয়। গর্ভকোষের উপর হইতে একটা স্থূল দণ্ড (Stylo) উঠিয়াছে; ইহা নলের মত এবং ইহার প্রান্তভাগ একটু মোটা। ইহাকে মুণ্ড (Stigma) বলে; এই দণ্ড ও মুণ্ডকে গর্ভকেশর বলে। গর্ভকেশর ফুলের চতুর্থস্তবক।

গর্ভকোষ, (Ovary)

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা। ফুলের মধ্যস্থিত পুং কেশরের (Stamen) ভিতরের একটি লম্বাটে স্থান দেখা যায়; ইহা ফুলের গর্ভকোষ; ইহার ভিতর ডিম্বকোষ (ovule) আছে। উহা হইতে বীজ জন্মে এবং গর্ভকোষ পুষ্ট হইয়া ফলে পরিণত হয়।

গর্ভ নাড়ী (Umbilical cord)

গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে যে নাড়ী মাতার জরায়ু মধ্যস্থ ফুলে (placenta) যুক্ত থাকে তাহাকে গর্ভনাড়ী বলে।

গর্ভফুল (Placenta)

স্তন্যপায়ীর স্ত্রীজাতির গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ঝিল্লীতে গর্ভফুলের সৃষ্টি হয়। মাতৃরক্ত হইতে অক্সিজেন ও খাদ্যের মূল উপাদানগুলি শোষণ করিয়া Umbilical ধমনী দিয়া শিশুর শরীরে নাভি দিয়া প্রবেশ করে। গর্ভস্থ শিশুর শরীরের উৎপন্ন দূষিত পদার্থ সমূহ ইহার ভিতর দিয়া মাতৃশরীরে চলিয়া যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ইহার প্রয়োজন থাকে না বলিয়া জরায়ু হইতে উহা খুলিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহাকে 'ফুল পড়া' বলে। অর্ধঘণ্টার মধ্যে আপনা হইতে উহা বাহির হইয়া না আসিলে চিকিৎসক ঢাকাইয়া বাহির করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়।

গর্ভমুণ্ড (Stigma) দ্রঃ গর্ভকেশর।

গর্ভাশয় (Ovary)

স্ত্রীজীবের উদরাভ্যন্তরস্থিত গণ্ডাধার বা থলি (gland); ইহাতে ওভা (ova) বা ডিম্বসমূহ থাকে। শুক্র দ্বারা বীর্যবন্ত হইলে ইহা হইতে নূতন জীবের উদ্ভব হয়। গর্ভাশয় শ্রোণীর মধ্যে অবস্থিত; সংখ্যায় দুইটী, জরায়ুর দুই পার্শ্বে থাকে। নারীর গর্ভাশয় ১½ ইঃ লম্বা, ¾ ইঃ চাওড়া এবং ⅓ ইঃ পুরু, দেখিতে বাদামের মত। এই গর্ভাশয়ের মধ্যে ৩০,০০০ হইতে ৭০,০০০ অতি সূক্ষ্ম গ্লান্ড আছে; এগুলিকে Graafian follicles বলা হয়। প্রত্যেকটি ফলিকলের ব্যাস $\frac{1}{250}$ ইঞ্চি, এবং ইহার মধ্যে আছে একটি করিয়া ডিম (কখনো বেশি)। এই ফলিকলগুলির গঠন জটিল এবং ওভারিতে পরিপুষ্ট, অর্ধপুষ্ট, অপুষ্ট নানা শ্রেণীর ডিম্ব থাকে। ঋতুর সময়ে অন্তত একটিও পূর্ণপুষ্ট ডিম্ব গর্ভাশয়ের মুখের কাছে আসে। (দ্রষ্টব্য ডিম্ব : ঋতু)।

গর্ভোৎস (Deep-seated Spring) দ্রঃ ঝরণা।

গল (Gaul)

কেলটিক উপজাতিসমূহের নাম। প্রাচীন ইতালীর উত্তরাংশে (Gallia Cisalpina), আল্পসের উত্তরে (Gallia transalpina), স্পেনের উ-পশ্চিমাংশে (Galicia), এশিয়া মাইনরে (Galatia) এবং বৃটেনে ইহারা বাস করিত।
পার-আল্পসের গলরা খৃঃ পূ. ২য় শতকে রোমানদের দ্বারা বিজিত হয় এবং তাহাদের দেশ রোমান্ প্রোভিন্সে (Province) পরিণত হয়; সেইজন্য দঃ ফ্রান্স 'প্রোভেন্স' (Provence) নামে খ্যাত; এখানকার উপ ভাষাকে Provencal বলে। খৃ পূ ৫৮ অব্দে জুলিয়াস সীজার এইখানে আসিয়া লেখেন যে এই স্থানের বাহিরে উত্তরাংশে বেলজি, দ-পশ্চিমে আকুইতানি এবং মধ্যস্থলে কেল্টি নামে জাতি বাস করে। তিনি এই সকল স্থান (৫৮-৫০ খৃ পূ) জয় করেন। ১৮০ খৃ অব্দ হইতে গথ, ভানডাল, বার্গানডিয়ান্ লমবার্ড, আলেমানি প্রভৃতি টিউটনিক জাতীয় উপজাতিরা এই দেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ৪৭৬ খৃ অব্দে রোমানরা এই দেশ ত্যাগ করে এবং প্রায় ঐ সময়েই ফ্রাঙ্ক নামে জারমেনিক জাতি এই দেশ জয় করে; ফ্রাঙ্ক হইতে দেশের নাম হইল ফ্রান্স।

গলকক্ষ (Pharynx)

মুখগহ্বর ও অন্ননালীর মধ্যস্থিত অংশ দেখিতে থলির মতন। ইহার ক্রিয়া মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। এইখান হইতে খাদ্য অন্ননালীর পথে যায়, এবং শ্বাস শ্বাসনালীর পথে যায়। জিহ্বামূল হইতে খাদ্য যখন গলনালীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন চর্বণ বন্ধ হইয়া যায়, তালু উপরদিকে উঠিয়া নিশ্বাসের পথ রোধ করে এবং স্বরযন্ত্রের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; খাদ্য তখন বিনাবাধায় অন্ননালীতে প্রবেশ করিতে পারে। এই অংশের প্রদাহকে ফ্যারিনজাইটিস ব্যাধি বলে। এই গলগহ্বরের উপরিভাগে নাসিকার গর্ত আছে।

গলক্ষত (Sore throat ; Laryngitis)

(দ্রঃ স্বর)

গলগণ্ড (Goitre ; Bronchochele ; Derbyshire neck)

থাইরয়েড্ গ্ল্যানডের বৃদ্ধি হইলে এই ব্যাধি হয়। কণ্ঠনালী ও বাহিরের চামড়ার মধ্যে এই স্ফীতি হয়। এক শ্রেণীর গলগণ্ড সাময়িকভাবে কোন কোন স্ত্রীলোকের রজঃস্বলার পর্বে ও গর্ভাবস্থায় দেখা যায়। স্থায়ী গলগণ্ড দুই জাতের, সাধারণ ও exophthalmic। সাধারণ গলগণ্ড পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়; তবে সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলের গভীর উপত্যকাবাসীদের মধ্যেই ইহা বেশি হয়। জারমেনীর ব্লাক

ফরেস্ট পর্বতে, আল্পস পর্বতে ও সুইসদেশে প্রায়ই ইহা দেখা যায়। ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতরা এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, যে পানীয় জলের মধ্যে ম্যাগ্‌নেশিয়া লবণ ও চুন বেশি আছে, তাহার ব্যবহারের ফলে এই ব্যাধি প্রসার লাভ করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে পাশাপাশি দুটি কূপের জলের মধ্যে একটির জল ব্যবহারে গলগণ্ড হয়, অপরটি নির্দোষ। অনেকে মনে করেন যে কোন অতি সূক্ষ্ম জৈব পদার্থ (Micro organism) হইতে ব্যাধি প্রসার লাভ করে। সাধারণত দেখা যায় স্ত্রীলোকদের এই ব্যাধি হয়।...দ্বিতীয় প্রকার গলগণ্ডে রোগীর শরীর ও মনে নানাপ্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। স্নায়বিক চঞ্চলতা, মাংসপেশির কম্পন, বুক ধড়ফড়ানি, অক্ষিগোলকের বিস্ফারণ প্রভৃতি দেখা যায়। এই রোগও মেয়েদের মধ্যে বেশি হয়, এবং সাধারণত ১৬ হইতে ৪০ বয়সের মধ্যে তীব্রভাবে দেখা যায়; ইহার পর কমিয়া যায়। সুতরাং নারীর রজঃ-যুগের সহিত ইহার একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পরিবারের মধ্যে এই রোগ বংশানুক্রমে চলিতে দেখা যায়।

গলঘসা (সং দ্রোণ পুষ্পী। দ্রঃ ঘলগসি)

গলনাঙ্ক (Melting point)
কোন কঠিন পদার্থ যে-তাপের দ্বারা গলিতে আরম্ভ করে তাহাকে গলনাঙ্ক বলে। তাপের মান সেণ্টিগ্রেড্ বা ফারেনহিট। 0° সেণ্টঃ তাপে বা ৩২° ফারেনহিট তাপে বরফ গলিয়া জল হয়। পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ধাতু ও খনিজের গলনাঙ্ক ও তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) নিম্নে সেণ্টিগ্রেড্ তাপমানে দেখানো হইল। ধাতুর মধ্যে কেসিয়ম (Cæsium) ২৮° তাপে গলে এবং টাংস্টান ৩১০০° তাপে গলে। তরল নাইট্রোজেন গলে —১৯৫° ডিগ্রীতে; তরল ক্লোরিন গলে —৩৩·৬° ডিগ্রীতে। যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পদার্থের নাম		গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক (c)
তরল নাইট্রোজেন	(Nitrogen)		১৯৫
" অক্সিজেন	(Oxygen)		১৮২°
" ক্রিপ্টন	(Krypton)		১০৯°
" জেনন	(Xenon)		১১২°
" নিটন	(Niton)		৬২°
" ক্লোরিন	(Chlorine)		৩৩·৬°
কেসিয়াম	(Caesium)	২৮°	৬৭০°
গ্যালিয়াম	(Gallium)	৩০·১৫°	
রুবিডিয়াম	(Rubidium)	৩৮°	৬৯৬°
জল			১০০°
আইওডিন	(Iodine)	১১৪°	১৮৪°
গন্ধক	(Sulphur)	১১৪·৫°	
ইন্‌ডিয়াম্	(Indium)	১৫৫°	
বিসমাথ	(Bismuth)	২৬৪°	১৪২০°
টিন	(Tin)	২৩২°	
থ্যালিয়াম	(Thallium)	৩০২°	
ক্যাডমিয়াম	(Cadmium)	৩২১°	৭৭৮°
সীসা	(Lead)	৩২৫°	১১৫০°
পারদ	(Mercury)	৩৫৭°	
দস্তা	(Zinc)	৪২০°	৯৩০°
আর্সেনিক	(Arsenic)	৫০০°	
অ্যাণ্টিমনি	(Antimony)	৬৩০°	
ম্যাগনেসিয়াম	(Magnesium)	৬৫০°	১১০০°
অ্যালুমিনিয়াম	(Alluminium)	৬৫৯°	
ক্যালসিয়াম	(Calcium)	৮১০°	
বেরিয়াম	(Barium)	৮৫০°	৯৫০°
রৌপ্য	(Silver)	৯৬১·৫১ (উড়িয়া যায়	
স্বর্ণ	(Gold)	১০৬৪°	
তাম্র	(Copper)	১০৮৩°	
লৌহ	(Iron)	১২০০°	
ম্যাংগনিস	(Manganese)	১২৪৫°	
নিকেল	(Montel metal)	১৩৬০°	
বেরিলিয়াম	(Beryllium)	১৪০০°	
নিকেল	(Nickel)	১৪৫২°	
কোবাল্‌ট	(Cobalt)	১৪৯০°	
প্যালাডিয়াম	(Palladium)	১৫৫০°	
খাঁটি লৌহ	(Pure Iron)	১৫২৫°	
ভ্যানডিয়াম	(Vandium)	১৭০০°	
প্লাটিনাম	(Platinum)	১৭৫৪°	
ইউরেনিয়াম	(Uranium)	১৮০০°	
ক্রোমিয়াম	(Chromium)	১৯২০°	
ইরিডিয়াম	(Iridium)	২২৯০°	
মলিবডেনাম	(Molybdenum)	২৪৫০°	
অসমিয়াম্	(Osmium)	২৭০০°	
ট্যানটালাম	(Tantalum)	প্রায় ২৮০০°	
টাংস্টান	(Tungstun)	৩১০০°	

গল্‌ফ্ খেলা (Golf)
বিলাতী খেলা; বিস্তৃত মাঠের মধ্যে নির্দিষ্ট গর্তের মধ্যে ব্যাটের আঘাতে বল ফেলিতে হয়। যে দল যত কম আঘাতে বল গুলিকে গর্তে ফেলিবে তাহাদের জয় হয়। ব্যাট ও বল বিশেষ ধরণের হয়। এদেশে সাহেবরাই খেলে; ইহার জন্য বড় বড় ক্লাব আছে।...১৫ শতকে স্কটল্যান্ডে এই খেলার

উদ্ভব হয়। ক্রমে লোকের এই খেলায় এমন নেশা ধরিল যে, স্কটিশ পার্লামেন্ট ১৪৫৭ ও ১৪৯১এ ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন করে।...১৬০৮এ ১ম জেমস্ ইংল্যানডে প্রথম গল্‌ফ ক্লাব স্থাপন করেন।

গলস্‌ওয়ার্দী (Galsworthy, John ১৮৬৭-১৯৩৩) ইংরেজি লেখক; গল্প, উপন্যাস, নাটক রচয়িতা। ১৮৮৯ অক্সফোর্ড হইতে আইন পাশ করেন, কিন্তু ব্যারিস্টারি না করিয়া কয়েক বৎসর দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ১৮৯৫ হইতে রচনা প্রকাশ করিতে থাকেন। 'ফরসিথ্ সাগা' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ড তাঁহাকে যশস্বী করে। ১৯০৬এ প্রথম নাটক ও ১৯১২এ তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচনায় মোপাসা ও টুর্গেনিভের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ১৯৩২এ সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। The Man of Property অনেকের মতে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস।

গল্‌স্টোন্ (Gall Stone) পিত্তপাথুরী, অশ্মরী। (দ্রঃ)।

গলা ভাঙে কেন ?

স্বরতন্ত্রী (Vocal Chords) সন্নিহিত পেশীসমূহের সহায়তায় আমাদের স্বরোৎপত্তি হয়। সাধারণত ক্ষণিক বা স্থায়ী আঘাত জনিত পক্ষাঘাত বা অসাড়ত্বকে 'স্বরভঙ্গ' বলে। স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংসের ফোলা, গলগণ্ড বা স্ক্রফুলা, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে গলা ভাঙে! ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি হওয়া, স্বরযন্ত্রের উপর অত্যন্ত পীড়ন (যেমন গান, বক্তৃতাদি) প্রভৃতির ফলেও 'গলাভাঙা' হয়। সাধারণ অসুখে লবণ ও গরমজলে কুলিকুচি দ্বারা গলা সাফ করিলে সারে।

গল্প, ছোট (Short Stories)

ভাষার জন্মের পরই বোধ হয় গল্পের উৎপত্তি। ঋগ্‌বেদে যে সকল উপাখ্যান আছে তাহাদের প্রায় সবগুলিই নিছক গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐসকল কাহিনী আদিম আর্য সমাজে ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল, বৈদিক ঋষিগণ কবিতায় তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন।...গল্পের আর একটা নাম উপকথা বা রূপকথা। রূপকথা গল্প হইলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। রাজকন্যা রাজপুত্র না থাকিলে রূপকথা হয় না, কিন্তু শুধু গল্প বলিলে সকল রকমের গল্পই বোঝায়।...ছোট গল্পের উৎপত্তি সকলের আগে ভারতবর্ষে। ঋগ্‌বেদের কথা বাদ দিলে—উপনিষদ্ বা আরণ্যকে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। উপদেশ মূলক হইলেও সেগুলি গল্প হিসাবে অতি চমৎকার।...ধর্মমূলক গল্প ছাড়া আর এক শ্রেণীর গল্প আছে যাহারা রূপকথা-জাতীয় এবং কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই তাহাদের কাজ। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পৈশাচী ভাষায় এক জাতীয় গল্পের বই লিখিত হইয়াছিল, একখানি বইএর নাম 'বৃহৎ কথা'। মূল বইখানি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সংস্কৃত অনুবাদ 'কথাসরিৎসাগর' নামে এখনও বর্তমান আছে। ভারতবর্ষের এই গল্পগুলি প্রাচীন কালে বণিকদের সাহায্যে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং কালক্রমে অন্য দেশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 'আরব্য উপন্যাসে,' এমন অনেকগুলি গল্প আছে যাহাদিগকে 'কথাসরিৎসাগরে'র গল্পগুলির হুবহু অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়। আরববাসিগণ এক সময়ে ভারতবর্ষের গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেসময় তাহারা ভারতের অমূল্য সম্পদ এই ছোট গল্পগুলিকে বাদ দেয় নাই। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে'র আক্ষরিক অনুবাদ এখনও আরবীভাষায় রহিয়াছে।...'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র' দুইখানি ছোট গল্পের বই। ইহাদের প্রায় সমস্ত গল্পই পশুপক্ষীদের ব্যাপার লইয়া রচিত। ইহাদের উদ্দেশ্য সমাজনীতি রাজনীতি ও ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া। ইউরোপে যে Æsop's Fables প্রচলিত আছে তাহারাও ঠিক সেই জাতীয় গল্প। ইউরোপ যে এবিষয়ে ভারতবর্ষের কাছে ঋণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পশুপক্ষি-সংক্রান্ত অনেক গল্প পালি জাতকেও আছে। পালি জাতক ও উপনিষদের বহু গল্প New Testamentএ Parable রূপে বর্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ অবদানগুলিও গল্পের সমষ্টি। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে অসংখ্য গল্প রহিয়াছে। এই গল্পগুলির অনেকগুলি বহু শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে সাহিত্যের খোরাক জোগাইয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ শকুন্তলার উপাখ্যানের কথা বলা যাইতে পারে। 'কাদম্বরী' বৃহৎ কথাগ্রন্থ হইলেও সংক্ষিপ্ত মূল আখ্যান ভাগটি অবান্তর বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর সংযোগে বিপুল আকার লাভ করিয়াছে।... ... কালক্রমে ভারতীয় সাহিত্যে গল্পের চর্চা কমিয়া আসিতে লাগিল। দেশের পণ্ডিতগণ ন্যায় দর্শন ও অলঙ্কারের কূট তর্ক লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। সুন্দর সুন্দর গল্পগুলি রূপকথায় পর্যবেশিত হইয়া মেয়ে ও ছেলে মহলে আবদ্ধ রহিয়া গেল। সাহিত্যের আসরে গল্পের চর্চা ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গেল।... ভারতবর্ষের মত ইউরোপেও আগে রূপকথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অবশ্য সে রূপকথার অনেকগুলিই ভারতবর্ষের সম্পদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Grimm এইরূপ অনেকগুলি রূপকথা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গল্পগুলি আগাগোড়া আজগুবি ধরণের, সেজন্য ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই, কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভুলাইবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে ছোট গল্পকে প্রকৃত সাহিত্যিক

মর্যাদায় মণ্ডিত করিলেন সকলের আগে Boccaccio। ইনি একজন বিশিষ্ট ইতালীয় সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁহার ছোট গল্পগুলি সাধারণ মানব জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া রচিত; সেজন্য ইউরোপে ইহাদের যথেষ্ট আদর হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক বড় বড় গল্প লেখক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বড় বড় উপন্যাস লিখিয়া অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, যেমন Scott, Dickens, Thackeray, George Elliot, Balzac, Tolstoy, Chekov প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলি গল্প হইলেও ছোট গল্প নহে। সাহিত্যিকদের মধ্যে উপন্যাস ও ছোট গল্প উভয় প্রকার রচনাতেই সমান পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন Tolstoy। আজকাল Tolstoyএর গল্পের আদর পৃথিবীর সকল দেশে। চিত্র ও চরিত্র এই দুই বিষয়েই তাঁহার গল্পগুলি সমৃদ্ধ। Tolstoyএর পর Franceএর বিশ্ববিখ্যাত গল্প লেখক Maupasant বা মো পা-সাঁর নাম করা যাইতে পারে। মোপাসাঁর ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। সামাজিক সমস্যা ও দেশের অবস্থা লইয়াই গল্পগুলি রচিত।...বাংলা সাহিত্যে ইংরেজ অধিকারের পর হইতে ছোট গল্পের প্রচলন হয়। 'বিজয়বসন্ত', 'চকমকির', বাক্স 'হংসরূপী রাজপুত্র' প্রভৃতি অনেক রকম গল্প বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগকে সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও ছোট গল্প রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। 'লোক রহস্য', ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'গুরু শিষ্য সংবাদে'র মধ্যে কয়েকটি মনোরম ছোট গল্প আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' নামক উপন্যাসটিকেও ছোট গল্প বলা যাইতে পারে। যাহা হউক বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প সাহিত্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোট গল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বোধ হয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সকলের আগে এই ছোট গল্পগুলি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে কবি কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা 'গল্পগুচ্ছের' এই গল্পগুলি হইতে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মহিয়সী সৃষ্টির বীজ এই গল্পগুলির মধ্যে নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের পর ছোট গল্প রচনা করিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। 'অভাগীর স্বর্গ', 'মন্দির', 'মহেশ', 'মামলার ফল', 'ছবি', 'বিলাসী' প্রভৃতি শরৎচন্দ্র-রচিত ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ হইয়া থাকিবে। বর্তমান সময়ে ব্যঙ্গ রসাত্মক ছোট গল্প লিখিয়া রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম ও কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমান যুগে ভারতীয় সাহিত্যে ক্রমশ গল্পের আদর বাড়িতেছে ও বহু সংখ্যক ছোট গল্প রচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়াই যে দেশের সাহিত্যিকদের এরূপ মনোবৃত্তি জাগিয়াছে সে কথা না বলিলেই চলে।... আধুনিক যুগে অনেক প্রতিভাবান গল্পলেখক এদেশে দেখা গিয়াছে।

গ সা গু (H. C. F; G. C. M.)

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (Greatest Common Measure বা G. C. M., Highest Common Factor বা H. C. F., Highest Common Divison or H. C. D.) গণিতে যদি কতিপয় সংখ্যায় কয়েকটি সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক (factor) থাকে, তবে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে গুণনীয়কটি বড়, তাহাকে গ. সা. গু বলে।

গাঁইট (Bale), কাঁচা গাঁইট, পাকা গাঁইট।

তুলা, পাট ও কাপড়ের গাঁট প্রভৃতির পৃথক ওজন। কাঁচা পাটের গাঁটের ওজন ৩½ মণ; পাকা গাঁটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫ মণ। প্রথমটি এদেশের পাটকলে ব্যবহৃত হয়। পাকা গাঁট বিদেশে চালান যায়। তুলার গাঁটের মণ হইতেছে ৪০০ পাউণ্ড বা ৩৯২ পাউণ্ড নিট। নানা স্থানে নানা ওজনে গাঁইট বাঁধা হয়।

গাইসা

জাপানী পেশাদার নর্তকী। এক শ্রেণীর লোকে ইহাদের নৃত্য গীত শিক্ষা দিয়া হোটেলে ও পাবলিক উৎসবে টাকা লইয়া উপস্থিত করে। টাকা মালিকরা পায়; তবে গাইসা মেয়েদের ইহারা যত্ন করে। নাচের সময় কখনো কখনো কোনো গল্প অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করে।

গাইসার (Geyser)

আগ্নেয়গিরি মণ্ডলে পৃথিবীর গভীর গর্ভে কোন স্থানে জল জমিয়া উষ্ণ হয় ও থাকিয়া থাকিয়া সবেগে উপরে উঠে। মার্কিন রাষ্ট্রে ইয়েলোস্টোন পার্কে Old faithful নামে গাইসারের জল ৬৫ মি: অন্তর ১০০ ফুট উচ্চতে ঠেলিয়া উঠে। এখানকার Giant G. হইতে শুণ্ডাকারে ২৫০ ফিট্ ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ৯০ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। সর্বাপেক্ষা বেশি গাইসার আইসল্যানডে; প্রায় একশত গাইসার হেক্লা আগ্নেয়গিরির সন্নিধানে অবস্থিত। একটির মুখ ৭০ ফুট প্রস্থ; জল ২০০ ফুট উচ্চে উঠে। নিউ জীল্যানডের গাঃ গুলিও কম বিখ্যাত নয়। মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড, বীরভূমের বক্রেশ্বর প্রভৃতি উষ্ণ কূপ মাত্র।

গাংচিল (দ্রঃ চিল)

গাংদারা মাছ (Belone cancila)

প্রায় এক ফুট লম্বা, সরু দেহ, আঁশ ছোট; দুই ঠোঁট দীর্ঘ, যেন দাড়া; চোয়ালে সরু দাঁত থাকে। (যোগেশ)। ইহাকে কোথায়ও কাঁকলে মাছ বলে কোথায়ও খোনা বলে। ভারতে প্রায় সর্বত্র সাফা জলে বাস করে। রং সবুজে-ধূসর; পেটের দিকে ক্রমশই শাদাটে। দেহের পাশ দিয়া একটি কালো রেখার তল দিয়া রূপালী রেখা চলিয়া গিয়াছে। গায়ের উপরিভাগে বারো আনিতে অতি ছোট ছোট কালো কালো তিলের মত দাগ আছে। JRASB. 1937, Vol. III.

গাগাভট্ট

মহারাষ্ট্র দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিত। কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা রচয়িতা। ১৬৭৪এ ছত্রপতি শিবাজীর অভিষেকে ইনি পৌরহিত্য করেন।

গাংসালিক (সালিক দ্রষ্টব্য)

সাধারণ সালিকের মত দেখিতে, তবে রঙ ধূসর; ঠোঁট ও চোখের গোড়ার রঙ লালচে। নদীর তীরে ভাঙনে গর্ত করিয়া খড় কুটা দিয়া বাসা করে। পুষিলে কথা বলিতে, শিস দিতে শেখে। (যোগেশ)

গাজন উৎসব

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা হয়; তাহার পূর্বে লোকে কয়েক দিনের জন্য 'সন্ন্যাসী' হয়। একদিন নীলের পূজা হয়। এই কয়দিন চড়ক তলায় যে উৎসব হয় তাহাকে গাজন বলে। এই শিবের গাজন ছাড়া রাঢ়ে ধর্মের গাজন হয়। শীতলা, মনসার গাজনও আছে।...এই সময়ে যাহারা এক মাসের জন্য সন্ন্যাসীর মতো থাকে তাহাদিগকে বলে গাজনের সন্ন্যাসী। (দ্রঃ হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা। মালদহের গম্ভীরার গাজন এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।)

গাজর (Carrot) শাক

পশ্চিম ভারতে গাজর বহু কাল হইতে প্রসিদ্ধ; ইহার দীর্ঘ মূল মনুষ্য খাদ্য। ইউরোপে পশু খাদ্যও বটে। এশিয়া হইতে ডাচরা ইউরোপে লইয়া যায়; সেখান হইতে ইংল্যানডে ১৬ শতকে যায়। পিষ্ট ও ভাজা গাজর অনেক দেশে কফির মত করিয়া লোকে খায়। ইহা হইতে খুব ঝাঁঝালো স্পিরিট তৈয়ারী হয়।

গাঁজা (Cannabis sativa ; Hemp)

উদ্ভিজ্জ নেশার সামগ্রী। সপুষ্প শুষ্ক জটাযুক্ত সিদ্ধি গাছের মঞ্জরী যাহা হইতে ধুনাযুক্ত রস অর্থাৎ চরস বাহির করা হয় নাই তাহাকে গাঁজা বলে। মধ্য এশিয়া ও রুশিয়ার দক্ষিণে স্বচ্ছন্দ-জাত গাছের ছালে সূত্র বা শণ (Hemp) থাকে। বঙ্গদেশে রঙপুর (নওগাঁ মহকুমা) ও ভারতের অন্যান্য স্থলে গভর্নমেন্টের খবরদারীতে ইহার চাষ হয়; লাইসেন্স ছাড়া চাষ দণ্ডার্হ। বাংলাদেশে ২৪৭০টি (১৯৩৪) গাঁজার দোকান ছিল।...বৈশাখে বীজ পোঁতা হয়, ফাল্গুন বা চৈত্রে গাছ কাটা হয়; সপুষ্প গাছ বহু যত্নে মাড়িয়া গাঁজা তৈয়ারী হয়। সমস্ত উৎপন্ন গাঁজা সরকারী আবগারী বিভাগের অপিসে জমা দিতে হয়। গাঁজা কলিকায় দিয়া তামাকের মত টানিয়া খায়। নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

গাঁজানো (Fermentation)

বায়ুমণ্ডলে চক্ষুর অগোচরে বহু জাতীয় বীজাণু রহিয়াছে; য়ীস্ট্ (yeast) নামে এক প্রকার উদ্ভিদণু তাহাদের অন্যতম। শর্করাজাত রসের উপর এই য়ীস্ট পড়িলে উহা সেখানে বৃদ্ধি পায়, যেমন গ্লুকোস, লাকটোস, সুকরোস, মলটোস, মালিটোন প্রভৃতি। রস খাইয়া য়ীস্ট্ অল্‌কোহল উৎপাদন ও অম্লযান (কার্বন ডাওক্সাইড্) গ্যাস বিস্তার করে। গ্যাস বাহির হইবার সময় ফেনাগুলি হয়। সেলিউলোস (cellulose)এর উপর য়ীস্টের কাজ হয় না; অন্যজাতের জীবাণুর দ্বারা ইহা গাঁজানো যায়; কৃত্রিম উপায়ে সুরা-জাতীয় তরল প্রস্তুত করিবার জন্য বোতলে-ভরা য়ীস্ট ব্যবহার করা হয়। দুধ হইতে দধির রূপান্তর এক প্রকার গাঁজানো মাত্র। ইহা ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড্ ব্যাকটিরিয়া দ্বারা গাঁজানো হয়। ভিনিগারও এক প্রকার গাঁজানো রস। (দ্রঃ ভিনিগার)

গাজি, রাজা

ইরাকের বর্তমান রাজা। ইরাকের প্রথম রাজা ফৈসালের পুত্র; জন্ম ১৯১২। পিতার মৃত্যুর (১৯৩৩) পর ইনি রাজা হন। হেজাজের পূর্বতন রাজা আলির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে ইরাকে পেট্রোলিয়াম শিল্পের বহু উন্নতি হইয়াছে।

গাটাপারচা (Guttapercha)

মালয় উপদ্বীপের (Pertja) পারজা নামে গাছের গেটা বা আঠা। গাছ প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ হয়। গাছ কাটিয়া রস বাহির করিলে রবারের মত জমিয়া যায়। মালয়রা বহুকাল হইতে ইহার ব্যবহার জানিত। ১৮৪৩এ ইউরোপীয়রা ইহার প্রথম মূল্য বুঝে এবং সেই হইতে প্রচুর পরিমাণে গাটাপার্চা বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকে। ইহা নানাপ্রকার কাজে, বিশেষ ভাবে ইলেক্‌ট্রিকের কাজে লাগে; কারণ ইহা উত্তম অপরিবাহী বা নন্-কনডাকটর। ইহা দাঁত বাঁধানোর কাজে লাগে। রবার ইহার অনেক স্থান পূরণ করিতেছে।

গাড়ী

গড়াইয়া চলে অর্থাৎ চাকার উপর যেসব যানবাহন স্থাপিত তাহাকে গাড়ী বলে। গাড়ী জীবে টানে এবং যন্ত্রে টানে;

জীবে টানা গাড়ী দুই রকমের,—এক পশু-টানা ও অপর মানুষ-টানা। পশুর মধ্যে বলদ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট গাড়ী টানে। বরফের দেশে গাড়ীতে চাকা থাকে না; ইহাকে স্লেজ বলে; সেগুলি ঘোড়া, বলগা হরিণ এমনকি কুকুরেও টানে। মানুষ-টানা গাড়ীকে রিক্শ (জাপানী) বলে। পূর্বে মানুষে টানা পুষ্পুষ্ গাড়ী ছোটনাগপুরে ছিল; বর্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। যন্ত্রচালিত গাড়ীর মধ্যে সাইকেল মানুষ নিজের শক্তি দিয়া চালায়। কোন বাহিরের যন্ত্রোৎপন্ন শক্তি ব্যতিরেকে ইহা চলে। যন্ত্রচালিত গাড়ী দুই প্রকারের—১ম বাষ্পচালিত, ২য় মোটর শক্তিবলে চালিত। এই দুইটি শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের চলা ফেরা খুব সহজ ও দ্রুত হইয়াছে। শহরে গাড়ী রাখিলে তাহার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে ট্যাক্স দিতে হয়। নানা গাড়ীর নানা রেট্। (দ্রঃ যান বাহন; রেল গাড়ী, মোটর গাড়ী)

গাড়ু, বদনা, কমণ্ডলু, ঝারি

পিতলের নির্মিত নানাপ্রকার জলপাত্র, পরস্পরের মধ্যে সামান্য প্রভেদ আছে। প্রত্যেকের জল নল দিয়া পড়ে। তবে গাড়ুর মুখ সরু, সেখানে হাত ঢোকানো যায় না। বদনা নীচু ধরণের, মুখ বিস্তৃত, ভিতরে হাত দিয়া সাফ করা যায়; মুসলমানরা বদনা ব্যবহার করে। কমণ্ডলু ছোট গাড়ুর মত—মুখটি বিস্তীর্ণ; উপরে ঝুলাইবার হাতোল আছে। সাধারণত সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করে। ঝারি গাড়ুর মত, তাহার হাতোল থাকে পাশে; উপর মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করা যায়।

গাথা

(১) ছন্দ বিশেষ; সুর সংযোগে আবৃত্তি হইত বলিয়া 'গাথা' মাত্রাবৃত্তকে গাথা বলে। পরবর্তীকালে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পালিতে প্রায় সকল শ্লোককেই গাথা বলে।

(২) জরথুষ্ট্রর ১৭টি উক্তিকে গাথা বলে, উহা প্রাচীনতম পারসিক ভাষায় রচিত। এগুলি যস্ন্ (Yasna)র অন্তর্গত। গাথা অহুনবৈতি যস্নের ৭টি পরিচ্ছেদ। ইহাতে ১০১টি কবিতা বা গাথা আছে। গাথা উষট বৈত্তি যস্নের ৪খানি অংশ লইয়া গঠিত। ইহাতে ৬৬ গাথা আছে। শেষ তিনটি গাথা স্পেন্ত মৈন্যু, বোহু খশথ্রেম ও বহিষ্টো ইষটি।

গাঁদা ফুল (Marigold)

সোমরাজাদি বর্গের শীতায়ু পুষ্প শাক। পাতার কিনারা কাটা কাটা, টিপিলে রসের সুগন্ধ পাওয়া যায়। পাতার রস কাটা ছেঁড়ায় বাটিয়া লোকে দেয়। ফুল দেখিতে কন্দুকবৎ বলিয়া নাম 'গেঁদা'। ফুল সুগন্ধ; বহু প্রকারের গেঁদা আছে; দেশী গাছ লম্বা, ফুলের পাপড়ি এক সারি, প্রায় তাম্রবর্ণ। চীনে গাঁদা ছোট গাছ; ফুলও ছোট, হলদে লাল দাগযুক্ত। বিলাতী গাছ ছোট; ফুল বড় হলুদ, প্রত্যেকটি পাপড়ি কলিকার মত। এই ফুল পুজায় লাগে। (দ্রঃ যোগেশ)

গাধা (দ্রঃ গর্দভ)

গাঁধালগাছ (দ্রঃ গন্ধ ভেদাল)

গাধি

চন্দ্রবংশীয় রাজা, বিশ্বামিত্র ইহার পুত্র।

গাঁধি পোকা (Rice bug)

ধানের অনিষ্টকারী, দুর্গন্ধ সবুজ রঙের পতঙ্গ বিশেষ; ধানের দুধ চুষিয়া খাইয়া ধানকে চিটা করে। সেইজন্য কার্তিক মাসে হুড়াপোড়া, আকাশ প্রদীপ, দীপালি করিয়া এই পোকা পোড়ানো হয়।

গান্ কটন(Gun cotton)

উগ্র বিস্ফোরক সামগ্রী। ১৮৪৫এ জারমান রাসায়নী শোনবিন (Schonbein) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তুলা সাফ করিয়া সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ১২ পাউণ্ড মিশ্রণে ১ পাউণ্ড তুলা ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে যুদ্ধোপযোগী গান্ কটন প্রস্তুত হয়; ইহা হইতে কম তেজালো মিশ্রণে ভিজানো তুলা হইতে অপেক্ষাকৃত কম তেজী গাঃ কঃ তৈয়ারী হয়। প্রথম মিশ্রণে ৭৫% ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড, ১৭% ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও ৮% ভাগ জল থাকে। অ্যাসিডে ডুবানোর পর উহাকে তুলিয়া কয়েকবার জলে সিদ্ধ করিয়া অপ্রয়োজনীয় উপাদান দূর করা হয়। বরবাদি তুলা ও ছেঁড়া নেকড়া হইতে গান্ কটন তৈয়ারী হয় এবং উহা হইতে ধূমহীন বারুদ হয়। টরপেডো, শেল, মাইন, টোটা প্রভৃতি বিস্ফোরণের জন্য গাঃ ব্যবহৃত হয় এবং সেলিউলয়েড, কলোডিওন ও ভার্নিশ প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

গান্ পাউডার (Gun powder) দ্রঃ বারুদ।

গান্ পাউডার ষড়যন্ত্র (Gun powder plot

১৬০৫) ইংল্যান্ডের রাজা ১ম জেমস অভিষিক্ত হইয়া যে দিন পার্লামেন্টের বাৎসরিক কাজ আরম্ভ করিবেন, সেইদিন (৫ই নভেম্বর ১৬০৫) একদল ক্যাথলিক পার্লামেন্ট গৃহ বারুদ দিয়া ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করে। পূর্বাহ্নে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। গাই ফকসকে (Guy Fawkes) পার্লামেন্ট গৃহের সেলারে পাওয়া যায়; অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হয়। সেই হইতে ৫ই নভেম্বর প্রতি বৎসর লন্ডনে আতসবাজি পোড়ানো প্রভৃতি উৎসব হয় ও পার্লামেন্টের পাতাল ঘরগুলি সাফ করা হয়।

গান মেটাল (Gun metal)

তামা ৯০% ও রঙ্গ (tin) ১০% এর মিশ্রিত ধাতু; সুতরাং ব্রোনজ জাতীয় মিশ্র ধাতুর অন্তর্গত। যেখানে লৌহ বা ইস্পাত ব্যবহার সম্ভব নহে সেখানে এই মিশ্র ধাতু ব্যবহৃত হয়।

গান্দিনী

কাশীরাজ কন্যা; যদুবংশীয় শ্বফল্কের সহিত বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণভক্ত অক্রুর।

গান্ধর্ব বিবাহ

প্রাচীন ভারতের আট রকম বিবাহের অন্যতম। বর কন্যা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পিতামাতার অনুমতি না লইয়া গোপনে মালাবদল করিয়া বিবাহ করাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। বোধহয় গন্ধর্ব নামে কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা।

গান্ধারী

গান্ধার দেশের রাজকন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী, দুর্যোধনাদির মাতা। পতি অন্ধ বলিয়া আজীবন নিজ চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ১৫ বৎসর পাণ্ডবদের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে থাকেন; তারপর বনে তপস্যা করিতে যান ও সেখানে দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যে কবি দেখাইয়াছেন মাতা গান্ধারী পুত্রকে সুপথে আনিতে না পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিতেছেন।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (১৮৬৯)

ভারতের রাজনৈতিক গুরু। ইনি ১৮৬৯ ২রা অক্টোবর, গুজরাটের কাথিওয়াড় অন্তর্গত পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা করমচাঁদ, মাতা পুতলী বাঈ। বাল্যকাল পোরবন্দর ও রাজকোটে অতিবাহিত করেন। ১৮৮৭ রাজকোট হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে কস্তুরী বাঈএর সহিত বিবাহ হয়। ১৮৮৭ ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৯১ ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও প্রথমে বোম্বাইতে ও পরে রাজকোটে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলার ভার লইয়া যাত্রা করেন। মামলা শেষ হইবার পর দঃ আফ্রিকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার লইয়া আন্দোলন চালনার জন্য থাকিয়া যান। ১৮৯৬ ভারতে সাময়িকভাবে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই বৎসরেই আবার দঃ আফ্রিকায় নাতালে চলিয়া যান। ১৮৯৯ বুয়ার যুদ্ধে সেবাকার্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন। ১৯০১ ভারতে প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসে যোগদান করিয়া পুনরায় দঃ আফ্রিকায় যাত্রা করেন। ১৯০৪ নাতালে 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজ প্রকাশ এবং ১৯০৪ রস্কিনের 'আন্ টু দি লাস্ট' বই পড়িয়া সরল জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ১৯০৬ জুলু বিদ্রোহে সেবাকার্য করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিতে মনস্থ করেন। ১৯০৬ ট্রান্সভাল গভর্নমেণ্ট 'এসিয়াটিক অর্ডিন্যান্স' পাশ করেন। উহাতে নিয়ম করা হয় যে ট্রান্সভালে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং যাহারা পূর্ব হইতে আছে তাহাদেরও অত্যন্ত হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে। গান্ধী ভারতীয়দের জানাইলেন যে তাহারা আইন অমান্য করিবে। সকলের নাম রেজিস্ট্রী করিতে হইবে, আইনে ইহা ছিল। উহা অমান্য করিয়া কেহ নাম রেজিস্ট্রী করিল না। সত্যাগ্রহীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য গান্ধী টলস্টয় ফার্ম (১৯১০) নামে আশ্রম স্থাপন করেন। বহুকাল সত্যাগ্রহ সংগ্রাম করেন; অবশেষে ট্রান্সভালের কর্তা স্মাটস্ আপোষ করেন যে স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রী করিলে আইন রদ হইবে। গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করেন। সকলে নাম রেজিস্ট্রী করিলে স্মাটস্ আইন রদ করিতে অস্বীকার করিলেন। পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হইল। গান্ধী ৩ বার জেলে গমন করেন। বহু লোক অত্যাচারিত হইল। ৮ বৎসর সংগ্রাম চলিয়াছিল। ১৯১৪ আন্দোলন সফল হইল ও ১৯১৫এ গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে তাঁহার ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও তাঁহার পুত্রগণ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। পরে ১৯১৬ আমেদাবাদে আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯১৭ সবরমতীতে উহা স্থানান্তরিত হয়। চম্পারন নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলন হয়। গান্ধীর নেতৃত্ব লোকে জয়লাভ করে। ১৯১৮ খেড়া জেলায় কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯১৮ দিল্লীতে যুদ্ধ-পরিষদে আমন্ত্রিত হন ও যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেন। ১৯১৯ রাউলাট আক্টের বিরুদ্ধে হরতাল ঘোষণা করেন। জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মথুরার পথে গ্রেপ্তার হন। এই সময়ে 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সম্পাদনা করেন। ইহার পর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (দ্রঃ) ঘোষণা করেন। ১৯১৯এ কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ঐ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। খিলাফত আন্দোলনে (দ্রঃ) গান্ধীজি যোগদান করেন। ১৯২০ ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজির আন্দোলনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯২১ লর্ড রীডিংএর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৯২২ চৌরীচৌরা (দ্রঃ) দুর্ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করেন। রাজদ্রোহাপরাধে গ্রেপ্তার ও ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৪ এপেনডিসাইটিসএর জন্য মুক্তি পান। ১৯২৫ নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ১৯২৫—২৯ গঠনমূলক কাযে ব্রতী হন। ১৯৩০ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীজী দাণ্ডীতে প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ

করিয়া গ্রেপ্তার হন ও যারবেদা জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩১ মুক্তিলাভ। গান্ধী-আরউইন চুক্তি হইলে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। ২য় রাউন্ড্ টেবিল কনফারেন্সে যোগদানের জন্য বিলাত যান ও ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন করেন। বড়লাট কর্তৃক গান্ধীজির সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ১৯৩২, ১লা জানুয়ারী পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়; জেলে হরিজনের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদে ৭দিন, (২০-২৬ সেপ্ট) (১৯৩২) অনশনে থাকেন। ১৯৩৩, ৮ মে, আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস আরম্ভ করেন ও সেইদিন মুক্তিলাভ হয়। ২৯শে মে পর্যন্ত অনশন চলে। জেল হইতে বাহির হইয়া সবরমতী আশ্রম ছাড়িয়া দেন। পুনরায় ১লা অগস্ট গ্রেপ্তার ও একবৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৭ অগস্ট অনশন ও ২৩ অগস্ট মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর হরিজন সংগঠন কার্য আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ পদব্রজে হরিজন সফর। ওয়ার্ধায় আত্মশুদ্ধির জন্য ৭ দিন অনশন। ১৯৩৪, ২৬ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে কন্‌গ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে গান্ধী কন্‌গ্রেস পরিত্যাগ করেন। ১৯৩৬ কন্‌গ্রেসে মতিনগর খাদি ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ৩০ এপ্রিল ওয়ার্ধার নিকট সেবাগাম পল্লীতে এক ক্ষুদ্র চালাঘরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে সংগঠন কার্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। ১৪ নবেম্বর ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৯৩৬ ফৈজপুর কন্‌গ্রেসের খাদি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৯৩৭ ওয়ার্ধা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমর্থন করিয়া বিবৃতি দেন। তাঁহার সমর্থনে কন্‌গ্রেস ও...কিং কমিটি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৩৯এ ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার উপর অপরিসীম ক্ষমতা দিয়াছে। ১৯৩৯ নভেম্বরে কন্‌গ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিবার আদেশ দেন। ১৯৪০ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা মালিকান্দায় গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। গান্ধীজি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও অক্লান্তভাবে Young India ও 'নবজীবনে' লিখিতেন; বর্তমানে হরিজন (ইং) পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। তাঁহার আত্মজীবনী ইংরেজি ভাষায় বিশিষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। বাংলায় অনেকগুলি বইএর অনুবাদ আছে।

গাব গাছ (Diospyros embroyopteris)

সংস্কৃত তিন্দুক। তমালাদিবর্গের আরণ্য তরু। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ; কাণ্ড-ত্বক কৃষ্ণবর্ণ। পত্র দৃঢ়, হ্রস্ববৃন্ত, উজ্জ্বল; পাকা ফল রোমশ, পীতবর্ণ, আঠাল, মিষ্ট। আধ-পাকা ফলের আঠা নৌকায় কাঠের যোড়মুখে দেওয়া হয়। ইহার কষ মাছ ধরা জালে লাগানো হয়। বৈদ্যশাস্ত্রে এই উদ্ভিদের ব্যবহারের কথা আছে। মিঠা গাব আছে। একোত্তর, দীর্ঘ, মসৃণ, ফুল শ্বেতবর্ণ, ৩।৪ বা ততোধিক এক সঙ্গে হয়। (Watt 495; বনৌষধি ২২০-১)

গাব-গুবা-গুব (বাদ্যযন্ত্র)

ছোট ঢোলের এক মুখ খোলা; অপর দিকে চামড়া ভেদ করিয়া একটি তাঁত থাকে; তাঁতটি ঢোলের মধ্যে পড়িয়া থাকে; বাজাইবার সময় ঢোলটি বাঁ বগলে চাপিয়া বাঁ হাতে তাঁত জোরে ধরিয়া ডান হাতে একটি কাঠি দিয়া বাজানো হয়। বৈরাগীরা ব্যবহার করে। লোকে ইহাকে আনন্দ লহরীও বলে।

গামা (Vasco de Gama ১৪৬০—১৫২৪)

পোর্তুগীজ নাবিক। ১৪৯৮এ আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারত মহাসাগর দিয়া ভারতে আসেন। কালিকটের হিন্দু শাসনকর্তা বা জামোরিনের নিকট হইতে তাঁহার দেশে বাণিজ্য ও বাস করিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৪৯৯এ বহু সামগ্রী ক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে অন্য পোর্তুগীজদের সহিত কালিকটের অধিবাসীদের বিরোধ হয় এবং এই বিবাদ শান্ত করিবার জন্য গামাকে পুনরায় ভারতে পাঠানো হয়। ১৫০৩এ ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে পোর্তুগীজদের উপনিবেশে অশান্তি দেখা দেয়, তাই গামা পুনরায় ১৫২৪এ আসেন ও ফিরিবার সময়ে কোচিনে মারা যান।

গামা (কুস্তিগীর)

ভারতের বিখ্যাত কুস্তিগীর। নিবাস পঞ্জাব; ইনি মুসলমান। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরিয়া বহু খ্যাতনামা কুস্তিগীরকে পরাভূত করিয়াছেন

গামার গাছ (Gmelina arborea)

গাম্ভারী, গম্ভীরা। বঙ্শাখা, মহোচ্চ, বিশাল ছায়াতরু; বাঙলাদেশে মাঝে মাঝে দেখা যায়। পুষ্প মিলিত দল, বৃহৎ পীতবর্ণ। ফল বকুলের মত; পক্কফল পীতবর্ণ, স্বাদে অম্লমধুর; বীজশস্য বাদামের মত হয়। কাঠ লঘু দৃঢ়, প্রায় শাদা; ভালরূপ মসৃণ হয়। জলে সহজে নষ্ট হয় না। শিবের গাজনে গামার কাঠ লাগে। শিকড়, ফল, ছাল, পাতা সমস্তই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের নির্যাস তিক্ত ও বহুপ্রকার ব্যাধিতে বৈদ্যরা প্রয়োগ করেন। (দ্রঃ Chopra 581।

গায়ত্রী

(১) অপর নাম ত্রিপদা দেবী, ব্রহ্মার পত্নী। কথিত আছে ব্রহ্মা যজ্ঞে পত্নী সাবিত্রীকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। সাবিত্রী গৃহকর্মে ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে বিলম্ব হয় ও ব্রহ্মা গায়ত্রী নামে গোপ কন্যাকে বিবাহ করেন। (২) বৈদিক ছন্দ; সূর্য মন্ত্র। ব্রাহ্মণরা সকাল সন্ধ্যায় এই

মন্ত্র ধ্যান করেন। মন্ত্রটি এই—ওঁ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। (ঋকবেদ ৩ মণ্ডল ৫ অধ্যায় ৬২ সূক্ত "সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন)।" লৌকিক বিশ্বাস অব্রাহ্মণের এই মন্ত্র শুনিবার অধিকার নাই।

গায়ে হলুদ

হিন্দুদের সকল শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের পূর্বে বর ও ক'নের নিজ নিজ বাড়ীতে হলুদ মাখাইয়া মাঙ্গলিক স্নান করানো হয়। প্রথমে বরের বাড়ীতে তাহার স্নানের পর উদ্বৃত্ত হলুদ এবং 'তত্ত্ব' (দ্রঃ) বা নানাপ্রকার খাদ্যাদি মেয়ের বাড়ীতে পাঠান হয়; বরের বাড়ীর হলুদে মেয়ের স্নান করিতে হয়। ইহা স্ত্রী-আচারের অন্তর্গত বিষয়, শাস্ত্রীয় কোন নির্দেশ মত ইহা হয় না। উপনয়নের পূর্বে কোনো কোনো স্থানে ব্রহ্মচারীকে গায়ে হলুদ দিয়া স্নান করানো হয়।

গারফীল্ড (Garfield, James Abraham ১৮৩১—৮১)

। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ২০শ প্রেসিডেন্ট (১৮৮০–৮১)। প্রেসিডেন্ট হইবার ৪ মাস পরে আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। ইনি সামান্য লোক ছিলেন, নিজ প্রতিভাবলে প্রেঃ হন। বাংলায় ইঁহার জীবনী আছে।

গার্ল্ গাইড্ (Girl Guide)

বয় স্কাউটের অনুরূপ মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠান। ১৯১০এ মিস এগনেস্ ব্যাডেন পাউএল (ব্যা-পাওর ভগ্নী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮—১৬ বৎসরের মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্কাউটদের ন্যায় নানা জনহিতকর কার্য করিতে শিখে; লনডনে প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষে অনেকে স্কুল কলেজে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। বাংলায় 'গৃহদীপ' (রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত) ও 'ব্রতচারিণী' (গুরু সদয় দত্ত) নাম প্রচলিত হইয়াছে।

গারো (The Garos)

আদিম জাতি। ময়মনসিংহ জিলার উত্তরে ও খাসি পাহাড়ের পশ্চিমে ইহাদের বাস। ইহারা মঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত হইলেও ইহাদের রং কালো; তিব্বত-বর্মী ভাষাবর্গের বাড়া (Bodo) উপভাষা বলে। নিজেদের ভাষাকে 'মান্দে কুমিক' 'মানুষের ভাষা' বলে। কাছাড়ি, রভা, মেথ প্রভৃতি জাতি ইহাদের আত্মীয় জাতি। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ যে ইহারা প্রথমে তিব্বত হইতে আসিয়া উঃ বঙ্গের কোচবিহারে বাস করে এবং সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া গারো পাহাড়ে আসে।...খাটো মজবুত গঠন; মুখ চ্যাপটা। স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। ২·১৭ লক্ষ গারোভাষী।...১৮ শতকের শেষভাগে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসে ও ১৯ শতকে বহুবার বাঙলা সরকারের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয়। ১৮৬৯ গারো জিলা গঠিত হয়। খৃস্টান পাদরীরা বাইবেল অনুবাদ, অভিধান প্রস্তুত ও কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কোচবিহার প্রভৃতি দেশে গিয়া অনেকে বাস করিতেছে।

গার্গী

বৈদিক যুগের বিদুষী ঋষিকন্যা; পিতা গর্গ মুনি। একদা মিথিলায় জনকরাজার সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বেদান্তাদি বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন।

গার্গ্য

(১) মহর্ষি গর্গের পুত্র ও বিদুষী গার্গীর সহোদর। যাদবগণের কুলগুরু ছিলেন। কোন কারণে যাদবদের উপর বিরক্ত হইয়া ইনি যাদবনিগ্রহকারক এক পুত্রের জন্য মহাদেবের আরাধনা করেন। ইহার ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরীর গর্ভে কালযবন নামে পুত্র জন্মে (দ্রঃ কালযবন)। (২) পাণিনী তাঁহার ব্যাকরণে যে ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন জনৈক গার্গ্য।

গার্বো, গ্রেটা (Garbo, Greta ১৯০৫)

সুইডিস অভিনেত্রী; ১৯২২ হইতে ফিল্‌মে অভিনয় সুরু করেন। সুইডেন ও জারমেনীতে নাম করার পর আমেরিকার হলিউডে যোগদান করেন।

গাল (Gull : Laridae order)

সামুদ্র পক্ষী; ইহাদের প্রায় ৫০ জাতি আছে। সাধারণত ইহারা শাদা ও ধূসর বর্ণের হয়; ইহাদের পাখা খুব শক্ত এবং পা চ্যাটালো হয়। সেইজন্য ইহারা সাঁতার দিতে ও উড়িতে বিশেষ দক্ষ। কয়েকটি জাত ভাল ডুবুরি। উপকূলের পাহাড়ে বাসা বাঁধে; দল বাঁধিয়া বাস করে; শীত গ্রীষ্মে স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। জাহাজের পিছু পিছু বহু দূর পর্যন্ত ইহাদের যাইতে দেখা যায়।

গাল্‌ফ ষ্ট্রীম (Gulf Stream দ্রঃ উপসাগরীয় স্রোত)

গালব

বিশ্বামিত্রের শিষ্য। অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরু তাঁহাকে ৮০০টি নির্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য বলেন। গালব রাজা যযাতির নিকট হইতে ৮০০ অশ্ব চাহেন; যযাতির ঐ রূপ অশ্ব না থাকায় তিনি গালবকে নিজ কন্যা মাধবীকে দান করেন ও যোগ্য পাত্রে উহাকে অর্পণ করিয়া শুল্ক স্বরূপ অশ্ব সংগ্রহ করিবার অনুমতি দেন। গালব প্রথমে অযোধ্যা-

পতি হর্যশ্বের হস্তে দুই বৎসরের জন্য মাধবীকে দেন ও ২০০ অশ্ব পান। তৎপরে কাশীরাজ দিবোদাসকে দিয়া ২০০ অশ্ব ও রাজা উশীনরকে ঐ ভাবে কন্যাটিকে সমপণ করিয়া আরও ৪০০ অশ্ব সংগ্রহ করেন। অবশেষে বিশ্বামিত্রর হস্তে কন্যাকে দিয়া দিলে তিনি পূর্ণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। ইহার পর গালব যযাতিকে কন্যা প্রত্যর্পণ করেন। মাধবীর গর্ভে হর্যশ্বর ঔরসে বসুমনা, দিবোদাসের ঔরসে প্রতর্দন, উশীনরের ঔরসে শিবি ও বিশ্বামিত্রর ঔরসে অষ্টক নামে পুত্র জন্মে। যযাতি মাধবীর স্বয়ম্বরা প্রস্তাব করেন, কিন্তু গালব বিবাহে সম্মত হন না।... গালব নামে বৈয়াকরণের নাম পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে ৬৪ পূর্বাচার্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

গালা (দ্রঃ লাক্ষা)

গালিচা (দ্রঃ কার্পেট)

গালিভার্স ট্রাভেলস (Gulliver's Travels)
গালিভারের ভ্রমণকাহিনী ইংরেজি গল্পের বই (১৭২৬)। লেখক সুইফট (Jonathan Swift ১৬৬৭-১৭৪৫); ইনি জাতিতে আইরিশ, ইংল্যান্ডে আসিয়া বাস করেন। সুইফট তাঁহার গ্রন্থখানি তৎকালীন সমাজের মেকি অবস্থা বিদ্রূপচ্ছলে রূপকের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সুইফটের সে আশা বোধহয় পূর্ণ হয় নাই, কারণ গ্রন্থখানি ছেলেদের চিত্তবিনোদনের জন্য রূপকথার বই হইয়াছে!...স্যামুয়েল গালিভার জাহাজ ডুবি হইয়া প্রথমবার (Lilliput) লিলিপুট বা বামনের দেশে যান; ২য় বার Brobdingnag বা তালঢ্যাঙা জাতের মধ্যে ও ৩য় বার Houyhnhms নামে ঘোড়ামুখো জীবের মধ্যে গিয়া পড়েন।... গ্রন্থখানি বাংলায় অনূদিত হইয়াছে; ছোটদের মত করিয়া বহু সংস্করণ লেখা হইয়াছে।

গালেন (Galen, Claudius Galenus খৃঃ অঃ ১৩০—২০০) গ্রীক চিকিৎসাবিদ। এশিয়া মাইনরের Pergamumএ জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রীস ও মিশরে শিক্ষা লইয়া রোমে যান ও সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াসের চিকিৎসক হন। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন; অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। বহু শতাব্দী তাঁহার গ্রন্থই ইউরোপে অধীত হইত। হিপোক্রাটাসের পর চিকিৎসাশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত গ্রীকদের মধ্যে হয় নাই।

গিকী (Giekie, Sir Archibald ১৮৩৫—১৯২৪) বৃটিশ ভূতত্ত্ববিদ; জন্ম এডিনবরা। ১৮৮২—১৯০১ পর্যন্ত গ্রেটবৃটেনের ভূতত্ত্ববিভাগের প্রধান পরিচালক ছিলেন। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ সমূহ বিখ্যাত।

গিজো (Guizot, Francois P. Guillaume ১৭৮৭—১৮৭৪) ফরাসী রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক। ইঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' নামে গ্রন্থ বাংলাভাষায় রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ (রিপন কলেজের অধ্যক্ষ) অনুবাদ করিয়াছেন।

গিনী (Guinea)
ইংল্যানডের স্বর্ণমুদ্রা। ১৬৬৩ আফ্রিকার গিনী উপকূল হইতে আনীত সোনা হইতে মুদ্রিত হয় বলিয়া এই নাম। প্রথমে ২০ শিলিং মূল্য ছিল; ১৮১৭এ ২১ শিঃ হয়। ১৮১৭ হইতে গিনী আর মুদ্রিত হয় না। বাংলায় ইংল্যানডের স্বর্ণমুদ্রা Sovereignকে গিনী বলা হয়। ইহার ওজন ৩।০ কড়া কম ।৶০ আনা। গিনী সোনায় ২৪ ভাগের মধ্যে ২ ভাগ তামা, ২২ ভাগ খাঁটি সোনা। বর্তমানে ২১ শিলিঙে ১ গিনী হয় অর্থাৎ ১৪৲ টাকার কিছু বেশী।

গিনীঘাস (Guinea Grass; Panicum maximum) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের চিরস্থায়ী, ভাল গোখাদ্য ঘাস। ইহার আদি জন্মভূমি আফ্রিকা। সেখান হইতে ভারতে আসিয়াছে। গুচ্ছ বাঁধিয়া ঘাসের মত বাড়ে। বেলে জমিতে ভাল জন্মায়; জমি তৈয়ারী করিয়া ২ ফুট অন্তর বৃষ্টির পূর্বে পোঁতা দরকার। বৃষ্টির জল যাহাতে না দাঁড়ায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতি চারি মাস অন্তর এক একার জমি হইতে ৫ টন (১০০ মণের উপর) ঘাস কাটা যায়। (Watt 843)

গিনীপিগ (Guinea Pig)
ছোট গৃহপালিত মূষিক জাতীয় প্রাণী। আদিনিবাস দঃ আমেরিকার পেরু। গিয়েনা হইতে প্রথম ইউরোপ আসে (১৬ শ); সেই হইতে গিনী পিগ্ নাম। বৈজ্ঞানিকরা এই প্রাণীর উপর নানা প্রকার ঔষধের পরীক্ষা করেন।

গিফোর্ড লেক্‌চার (Gifford Lecture)
১৮৮৫ অব্দে লর্ড গিফোর্ড উইলে প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (Natural Theology) সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থ দান করিয়া যান; এডিনবরা, গ্লাসগো, আবারডিন ও সেণ্ট অ্যানড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়। ১৮৮৮তে প্রথম বক্তৃতা হয়। (Lord Gifford 1820-87; ব্যারিস্টার ১৮৪৯; লর্ড অব সেশন্‌স ১৮৭০-৮১)

গিবন্ (Gibbons; Hylobates)
বন-মানুষের মধ্যে সেরা প্রাণী। লোম ও চর্মের বর্ণ ভেদে বহু জাতের গিবন্ আছে। আফ্রিকার গিবন্ খুব কালো;

ইহাদের বাহু ওরাংওটাঙের বাহু হইতেও বৃহৎ; এই দীর্ঘ বাহুর সাহায্যে বনের মধ্যে গাছ হইতে গাছে ১৫ ফুট তফাৎ সাধারণভাবে অতিক্রম করে; তাড়াতাড়ির সময়ে ৪০ ফুট পর্যন্ত পার হয়। ইহাদের মাথার আকৃতি, দাঁতের গঠন মানুষের খুব কাছাকাছি; ইহারা মানুষের মত হাঁটে।

গিবন্ (Gibbon, Edward ১৭৩৭—৯৪)
ইংরেজ ঐতিহাসিক। The Declino and Fall of the Roman Empire নামে অমর গ্রন্থ ১৭৭২ হইতে ১৭৮৭র মধ্যে রচনা করেন। পৃথিবীতে কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ এতকাল অবশ্য পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এখনো ইহা প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইনি স্বাধীন চিন্তাশীল ও খৃস্টধর্মের উপর বিরক্ত ছিলেন।

গিমাশাক (Erythraea Roxburghii)
মাঠের বর্ষায়ু ক্ষুদ্র শাক। পাতা অভিমুখী, ফুল ছোট, শীত কালে ফোটে। ইহার ফল ফাটিয়া যায়। (দ্রঃ যোগেশ)

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক (১৩২০—২৫ খৃঅ)
দিল্লীর তুগলুক বংশের স্থাপয়িতা। ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা ছিলেন; ইঁহার আসল নাম ছিল গাজী মালিক শাহ। খিলজি বংশের শেষ সম্রাট নাসিরুদ্দীন খসরুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ইনি গিয়াসউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহ হন। দিল্লীর নিকট তুগলুকাবাদ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময়ে দঃ ভারত পুনর্জিত হয়। পুত্র জুনা খাঁর (মহম্মদ তুগলুক) ষড়যন্ত্রে তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে নির্মিত তোরণ চাপা পড়িয়া মারা যান।

গিয়াসউদ্দীন বলবান্ (১২৬৬—৮৭ খৃঅ)
দাস বা গোলাম বংশীয় দিল্লী সম্রাট্। ইঁহার আসল নাম উলুঘ খাঁ; ইনি সম্রাট্ নাসিরউদ্দীনের শ্বশুর ছিলেন। নাঃ র রাজত্বকালে প্রকৃতপক্ষে উলুঘ খাঁই ছিলেন শাসক। জামাতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং গিঃ নাম লইয়া সম্রাট্ হন। ইনি দৃঢ় হস্তে রাজ্য শাসন করেন। বাংলার শাসক তুগরিল খাঁ বিদ্রোহী হইলে, ইনি স্বয়ং গৌড়ে আসিয়া বিদ্রোহীদের পরাভূত ও হত্যা করেন। নিজপুত্র বুঘরা খাঁকে তথাকার শাসক করিয়া দেন। কবি আমীর খশরু ইঁহার সভাসদ ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর বুঘরা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ বাদশাহ হন।

গিরগিটি (কাকলাস, সং কৃকলাস Calotes versicolor) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; দেহ ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের লেজ দেহের প্রায় দ্বিগুণ হয়। জিহ্বা চেপটা; দেহ পাশে চেপটা। ঘাড়ে কাঁটা-কাঁটা চূড়া; সর্বদাই উপরে নীচে কাঁপায়। বহুরূপী গিঃ এই জাতেরই অন্য প্রাণী। তাহারা রঙ বদল করিতে পারে। আফ্রিকা ও দঃ এশিয়ায় এই প্রাণী দেখা যায়। ইহাদের জিহ্বা খুব লম্বা এবং উহার সাহায্যে পোকা ধরে।

গিরিজা গাছ (Bastard cedar)
বন্ধুকাদি বর্গের আরণ্যতরু। পাতা রোমশ ফুল গোছা গোছা; ফল শুষ্ক দীর্ঘ, অর্বুদময়। পথের পাশে বাঙলাদেশে রোপিত হয়। কাঠ লঘু, ফাটিয়া যায়, প্রায়ই আরক্ত। ইহাকে নেপাল তুঁদও বলে। দেশী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ ঘোড়া নিম, মহানিম; যোগেশ; Chopra 491.)

গিরিখাত বা খাদ (Gorge)
চুনা পাথর প্রভৃতি কোমল শিলার উপর দিয়া যদি নদী প্রবাহিত হয়, এবং পার্শ্বস্থ কঠিনতর ভূখণ্ড যদি বৃষ্টি বা অন্য নদীর দ্বারা ধৌত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বোক্ত নদীর খাত ক্রমেই গভীর হয়। সাধারণত এই খাত দুই সরলোন্নত পার্শ্বের মধ্যে গভীরতর হইতে থাকে। ইহাকে গিরিখাত বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্যানিয়ন্ (canyon) গুলি গিরিখাত।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় (মৃঃ ১৯৩৫)
কবি। ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র; রাণাঘাটের নিকটস্থ গরীবপুরের জমিদার। 'বেলা', 'পত্রপুষ্প' নামে কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১২৬৮—১৩০৫)
বরিশাল জিলার সিদ্ধিকাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি.এল. পাশ করিয়া প্রথমে বরিশালে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৯৫এ প্লেগে মৃত্যু হয়। ইনি বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন। গৃহলক্ষ্মী, হিতকথা, দম্পতীর পত্রালাপ রচয়িতা। (ব-সা-সে)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯—৬৯)
সাংবাদিক। বিশ বৎসর বয়সে Bengal Recorder নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন; এই পত্র ১৮৫৩এ Hindu Patriot নাম লইয়া হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ইতিমধ্যে গিঃ ১৮৫০এ কলিকাতা মিলিটারী পে একজামিনার হন। ১৮৬২তে Bengali নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ রামদুলাল সরকারের জীবন চরিত রচনা করেন। ১৮৬৯এ হঠাৎ মৃত্যু হয়। এই 'বেঙ্গলি' কাগজ আরও কিছুকাল পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আসে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১)
বাংলা নাট্যকার। জন্মস্থান কলিকাতা, পিতা নীলকমল। কৈশোর হইতে নাট্যাভিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ১৮৬৭

বাগবাজারে প্রথম সখের থিএটার দল স্থাপন করেন, ইহাই পরে ন্যাশনাল থিঃ নাম হয়। পরে বহু নাটাশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। গ্রেট ন্যাঃ থিঃ, স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনুর ক্লাবের জন্য নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রেঃ ন্যাঃ থিঃএ ১০০৲ বেতনে ম্যানেজার হন। তাঁহার রচনা নাট্য জগতে যুগান্তর আনে। গান রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নাট্যের মধ্যে পৌরাণিক, সামাজিক, হাস্যরস-পূর্ণ রচনা আছে; বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস ভাঙিয়া নাটক করেন। স্বয়ং বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন; তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বা দানী বাবু পিতার অভিনয় শক্তি পাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রায় ৭০ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রচিত কয়েকখানি গ্রন্থঃ—বলিদান, শঙ্করাচার্য, মীরকাশিম, সিরাজউদ্দৌলা, অশোক, প্রফুল্ল, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি। (দ্রঃ অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। কুমুদবন্ধু সেন, গিরিশচন্দ্র নাট্য সাহিত্য; কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী)।

গিরিশচন্দ্র বসু (১৮৫৩—১৯৩৮)

অধ্যাপক। জন্মস্থান বর্ধমান-বেড়গ্রাম। ইনি এম-এ পাশ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান। ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গবাসী স্কুল (১৮৮৫) স্থাপন ও ১৮৮৭ অব্দে উহাকে কলেজে পরিণত করেন। ইনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহার গ্রন্থ A Manual of Indian Botany সর্বত্র সমাদৃত। উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। বাংলাদেশে বাঙালীর মধ্যে উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনার প্রেরণার জন্য তিনি দায়ী।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২৩—১৯০৩)

সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্মস্থান ২৪-পরগণা রাজপুর গ্রাম। ১৮৪৪-৮২ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৬এ 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন। ইনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন ও হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেন। বহু হিন্দু মন্দির, জলাশয় স্থাপন, দরিদ্র সেবার জন্যও অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৬এ 'দশকুমার চরিত' বাংলা অনুবাদ সহ, ১৮৫৮এ 'বিধবা বিষম বিপদ' নামে নাটক, ১৮৬০এ 'শব্দসাগর' নামে অভিধান ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। (দ্রঃ জীবনী কোষ পৃ ৩৪৩—৪)

গিরিশচন্দ্র রায়, রাজা (১৮৪৪—১৯০৮)

সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের স্থাপয়িতা। ইনি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ রায়ের কন্যা কর্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন এবং মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। মাতামহের নামানুসারে সিলেটে ১৮৯২এ কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৯৮এ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে রাজা উপাধি দেন। ইঁহার পিতার নাম দীপচন্দ্র নন্দী চৌধুরী, জন্মস্থান শ্রীহট্ট বোয়ালজুরি পরগণার চরভুতু গ্রাম।

গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই (১৮৩৬—১৯১২)

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সাধক ও জ্ঞানী। জন্মস্থান ঢাকা-পাঁচদোনা। ময়মনসিংহে সামান্য নকল-নবীশি করিয়া জীবন আরম্ভ হয়। পার্শী শিখিয়া গুলিস্তানের অনুবাদ 'হিতোপাখ্যান' নামে প্রকাশ করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ও কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কিছুকাল 'সুলভ সমাচার'এ সাহায্য করেন এবং পরে ঢাকায় গিয়া 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা সম্পাদন করেন। বহুস্থানে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ও একাকী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে যান। ১৮৭৬এ কেশবের আদেশে লক্ষ্ণৌ গিয়া আরবী ও পারশী অধ্যয়নে মন দেন। ঐ দুই ভাষা আয়ত্ত করিয়া কোরান্, হদিস্, তাপসমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। কোরান ইতিপূর্বে বাংলায় তর্জমা হয় নাই।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪)

মহিলা কবি। পিতা হারানচন্দ্র মিত্র; বাসস্থান—পানিহাটি। অক্রুর দত্তর প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তর সহিত বিবাহ হয় ১৮৬৮। ১৮৮৪তে তিনটি পুত্র লইয়া বিধবা হন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা, হিন্দু মহিলার পত্রাবলী, কবিতাহার, ভারতকুসুম, অশ্রুকণা, শিক্ষা, অর্ঘ্য, সন্ন্যাসিনী, সিন্ধুগাথা ইত্যাদি। 'জাহ্নবী' নামে মাসিক পত্রের সম্পাদিকা ছিলেন।

গিলগমীশ কাব্য (Gilgamish Epic)

বাবিলনের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ১২ খানি টালির উপর তীরাক্ষর লিপি ও বাবিলনীয় ভাষায় লিখিত কাব্য পাওয়া গিয়াছে; বীর গিলগমীশের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত। ইহার একখানি টালিতে বাইবেলের জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে।

গিলা লতা (Entada scandes)

বক্‌লাদিবর্গের বৃহৎ লতা বিশেষ। ফুল ছোট, হলুদা। ফল দীর্ঘ, বীজ গোল, চেপটা; ফল বা গিলা দিয়া কাপড় কোঁচানো হয়। বীজ রেচক গুণযুক্ত; ইহা মাছের পক্ষে বিষ। (যোগেশ Chopra 486)

গিলোটিন (Guillotine)

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অপরাধীদের শিরশ্ছেদের জন্য এক প্রকার যন্ত্র ইগ্‌নেস গিলোটিন (Ignace G.) নামে ডাক্তার আবিষ্কার করেন। ১৭৮৯এ প্রথম ব্যবহৃত হয়। দুইটি কাঠ

খণ্ডের উপরিভাগে শানিত, ভারী কুঠার থাকিত ; যূপকাষ্ঠে অপরাধীর মস্তক রাখিয়া স্কন্ধের উপর ঐ শানিত অস্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত ; তদ্দণ্ডেই মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

গিল্টি (Gild) করা

সাধারণ ধাতুনির্মিত গহনার উপর সোনার অতি পাতলা পাত দিয়া মোড়ানো হয়। মেকি জিনিষের উপর সোনালী আবরণ। বর্তমানে ইলেকট্রোলিসিস্ পদ্ধতিতে সাধারণ ধাতুর উপর দামী ধাতুর প্রলেপ দেওয়া সহজ হইয়াছে। ইহাকে 'কেমিকাল' সোনাও বলে।

'গীত-গোবিন্দ'

জয়দেব (দ্র) বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণিত সংস্কৃত কাব্য (১২ শতক)। ইহা বৈষ্ণবদের বিশেষ প্রিয় কাব্য, ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। এই কাব্যের উপর মৈথিল কৃষ্ণদত্ত, উদয়ন, রাণা কুম্ভ, কমলাকর, নারায়ণ দাস প্রভৃতি দ্বারা টীকা হইয়াছে। বাংলায় পুজারী গোস্বামী কৃত গদ্যানুবাদ প্রাচীন গ্রন্থ। আধুনিক অনুবাদ বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কালিদাস রায় কৃত।

'গীতা', ভগবদ্‌গীতা

ইহা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে অর্জুন আত্মীয়গণকে বধ করিতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়েন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন ; ইহাই ১৮টি অধ্যায়ে বিবৃত। হিন্দুশাস্ত্রে দশোপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাকে 'প্রস্থানত্রয়' বলে এবং সকল ধর্মাচার্য এই প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য লিখিয়াছেন। গীতার উপর অগণিত ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ৮ম শতকে লিখিত ; ইহাই প্রাচীনতম। বর্তমান যুগে বালগঙ্গাধর টিলক লিখিত 'গীতা-রহস্য', অরবিন্দ ঘোষ লিখিত Essays on Gita, দ্বিজেন্দ্রনাথের ঠাকুরের গীতা-পাঠের ভূমিকা ও গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায়ের গীতা-সমন্বয় ভাষ্য উল্লেখযোগ্য রচনা। ইউরোপীয় বহু ভাষায় একাধিক বার গীতা অনূদিত হইয়াছে। গীতা মহাভারতের অংশ হইলেও ইহা পৃথক-ভাবে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, এবং উহা আদৌ ঐ মহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে। ভগবৎ গীতা ব্যতীত অন্যান্য গীতা আছে, যথা সনৎসুজাত গীতা, অনুগীতা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কাব্য ও গানের বই। ১৩১৭ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার মধ্য হইতে কতকগুলি এবং নৈবেদ্য, খেয়া, গীতিমাল্য প্রভৃতি হইতে কতকগুলি কবিতা চয়ন করিয়া ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১৯১২অক্টোবর মাসে লনডনের ইনডিয়া সোসাইটি হইতে ইহা প্রকাশিত হয় (Gitanjali or Songs Offering) ; বৃটিশ কবি য়েটস্ (Yeats) ইহার ভূমিকা লিখেন। Poetry নামে কাগজ লিখিয়াছিল, "এই কবিতা প্রকাশ ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে, বিশ্বের কবিতার ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা।" এই গ্রন্থের জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পান (১৯১৩)। গ্রন্থখানি পৃথিবীর সুসভ্যজাতির সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও বহু লক্ষ কপি বিক্রিত হইয়াছে।

গুগ্‌গুল, গুগ্‌গল (Balsamodendron mukul)

সুগন্ধি গঁদ ; ধূপের সঙ্গে পোড়ানো হয়। এই জাতীয় প্রায় ৮০ প্রকার গাছ আছে ; ক্ষুদ্র, কণ্টকযুক্ত গাছ ; ইহার মধ্যে প্রায় ৬০ প্রকার আফ্রিকায় এবং মাত্র ৫ জাত ভারতে দেখা যায়। গাছের ছাল পাতলা কাগজের মত ; উহা খসিয়া পড়ে। B. agallocha জাতের গাছ পূর্ববঙ্গ, আসাম অঞ্চলে জন্মে ; ইহার গঁদ খাঁটি গুঃ নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। B. Mukul ভারতের আসল গুঃ। সিন্ধু, কাথিবাড় ও পঃ ভারতে ইহা জন্মে। শীতকালে গাছ কাটা হয় ও গঁদ সংগ্রহ করিয়া বিক্রীত হয়।......আফ্রিকা হইতে যে গুগ্‌গুল আমদানী হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্বেদে পাঁচ প্রকার গুগ্‌গুলের বর্ণনা আছে। ইহা জ্বর ব্যাধিহর ও রসায়ন। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফবাত ও কাস বিনাশী। ইহার দ্বারা বহু প্রকার ঔষধ হয়। ধূনার ন্যায় পুড়াইলে সুগন্ধ বাহির হয়। (Chopra 287-89)

পুকুরের জলের খোলকী প্রাণী, শামুকের থেকে অনেক ছোট। রাঢ়ের লোকে গুগলির ভিতরের মাংস রাঁধিয়া খায় ; চোখের অসুখে সুপথ্য। ইহা হাঁসের প্রধান খাদ্য।

গুজরাট (দ্রঃ ৩য় খণ্ড)

গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্য

গুজরাটের ভাষা পশ্চিমা হিন্দী বা রাজস্থানীর সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত। কচ্ছি ভাষা সিন্ধীর উপভাষা হইলেও গুজরাটী মিশ্রিত। কিন্তু দক্ষিণের মারাঠি সম্পূর্ণ পৃথক, মাঝে কোন উপভাষা নাই। গুজরাটি ভাষীর সংখ্যা প্রায় ১·১০ কোটি। পারসী ও মুসলমানদের গুজরাটি ভাষাতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ১৫ শতকের নরসিংহ মেহতার (১৪১৩—৭৯) রচনা প্রাচীনতম ; ইহার পূর্বের রচনার ভাষা অপভ্রংশ-প্রধান। নরসিংহ মেহতার রচনা ধর্মমূলক কবিতা ; তৎসত্ত্বেও আদি কবি বলিয়া ইনি সমাদৃত। ইহার পর প্রেমানন্দ ভট্ট (১৬৮১) ; মহাভারতের অনুবাদক রেবা শঙ্কর, সামল ভট্ট প্রভৃতি নাম

করার মতন লেখক। ইংরেজী যুগে গদ্য রচনা সুরু হয় এবং বর্তমানে অনুবাদাদির দ্বারা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। বড়োদা হইতে বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। আমেদাবাদ গুঃ সাহিত্য প্রকাশের অন্যতম কেন্দ্র।

গুজরী, গুজরু, গুজুরী

রাজস্থানীয় উপভাষা; পঞ্জাবের হাজরা জিলা ও কাশ্মীরের কোনো কোনো স্থানে গুজর জাতের কথ্য ভাষা। (গুর্জর)

গুঞ্জা (Abrus precatorius)

রক্ত গুঞ্জা, চূড়ামণি, উচ্চটা। শ্বেত শ্বেত কাম্বোজী, সিতোচ্চটা (দ্রঃ কুঁচ)।

গুটিপোকা (Cocoon)

পোকা. মাকড় ও পতঙ্গ জাতীয় অনেক প্রাণীর কীট লালারসের দ্বারা নিজ দেহকে ঘিরিয়া একটি 'শঙ্খ' (Conch = Cocoon) নির্মাণ করে. ইহাকে গুটি বলে। এই বাসগৃহে কীটের বর্ণ ও রূপ পরিবর্তিত হয়। সাধারণত তসর, মুগা ও এঁড়ী পোকারা গুটি বাঁধে ও তাহার মধ্য হইতে প্রজাপতিরূপে বাহির হয় কাটিবার পূর্বে গরম জলে সেগুলি সিদ্ধ করিলে ভিতরের কীট মরিয়া যায়। রেশম-গুটি ছাড়া অন্য বহু প্রকারের প্রজাপতি জাতীয় কীট, যথা শাল, আকন্দ, লেবু ও ঘাসের কীটে গুটি বাঁধে। (দ্রঃ তসর, এড়ী, মুগা)

গুটিকা (Tubercle) দ্রঃ গ্ল্যান্ড

গুটি খেলা, (ঘুঁটি) ছোট মেয়েছেলেদের খেলা।

গুটিমার পাখী (The small spotted eagle)

দিবাচর প্রসহবর্গের শ্যেন পাখী। বাজ বিশেষ। ১০ হাত দীর্ঘ; বাচ্ছার গায়ে শাদা ফোটকা থাকে; তসরের গুটি হইতে পোকা এবং অন্য পাখীর বাসা হইতে ডিম ও বাচ্ছা লুটিয়া খায় বলিয়া গুটিমার নাম হইয়াছে। (দ্রঃ যোগেশ)

গুটি রোগ (Small Pox) দ্রঃ বসন্ত

গুটেনবের্গ (Gutenberg, Johann ১৪০০-৬৮)

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারক। জারমেনীর মেনজ্ (Mainz) শহরে সম্ভ্রান্ত বংশে জোহানের জন্ম হয়; ইহার পিতার নাম ছিল গানজ্ ফ্লাইশ (Ganz Fleisch)। ১৪২০এ এই পরিবার রাজনৈতিক বিপ্লব হেতু মেনজ্ হইতে বিতাড়িত হইয়া স্ট্রাস্‌বুর্গে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। বালক জোহন তথায় আরশি তৈয়ারীর কারখানার কাজে ভর্তি হয়; ১৪৩৮এ বোধ হয় ড্রিট্‌জেন (Dritzehn) ও হাইলমানদের সহিত ব্লক-প্রিন্টিং কায সুরু করেন। কাঠের পাটাতনের উপর খোদাই করিয়া ছবি ছাপার পদ্ধতি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে জারমেনীতে প্রবর্তিত হয়। হরপ বা টাইপ তুলিয়া বই ছাপা কবে ও কোথায় হয়, তা লইয়া মতভেদ আছে। ১৩৪৫ অব্দে হারলেম (Haarlem) শহরে কস্‌টার (Lourens Janszoon Coster) নামে এক ব্যক্তি দুইখানি লাতিন বই হরপ দিয়া ছাপেন; শোনা যায় কস্‌টারের এক ভৃত্য কতকগুলি টাইপ চুরি করিয়া লইয়া মেন্‌জে গুটেনবের্গের কাছে আসে, এবং তিনি ইহা দেখিয়া হরপ তৈয়ারী সুরু করেন। এই গল্প সকলে বিশ্বাস করেন না। গুটেনাবর্গ জন্ ফুস্ট (John Fust) নামে একজন ধনিক ও পিটার শোএফার (Schoeffer) নামে কারিগরের সহায়তায় ১৪৫৫এ প্রথম লাতিন বাইবেল প্রকাশ করেন। শোনা যায় প্রথম তিন পাতা ছাপিতে ৩০০০ ফ্লোরিন খরচ হয়। ইতিমধ্যে ফুস্ট ও গুটেনবের্গের সহিত টাকা কড়ি লইয়া বিবাদ হয় এবং ১৪৬৬ অব্দে গুটেনবের্গ পৃথক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; এক্ষেত্রেও হুমেরি (Humery) নামে এক বন্ধু তাঁহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করেন। ১৪৬৮ ফেব্রুয়ারীতে গুঃ র মৃত্যু হয়।... লাতিন বাইবেল ছাপার ষোল বৎসরের মধ্যে জারমেনী ও ইতালীর প্রধান প্রধান নগরীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। মেনজের পর স্ট্রাসবুর্গ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়; ১৪৬৬এ কোলন, ১৪৬৭এ রোম, ১৪৭১এ ভেনিস, ফ্লোরেন্স, নেপলস্, বোলগ্‌না ও মিলানে ছাপাখানা হয়। ইংল্যান্ডে ১৪৭৭এ প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়।... ১৯০১ গুটেনবোর্গের পঞ্চশত বার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে মেনজ্ (Menz) শহরে গুটেনবের্গ মিউজিয়ম খোলা হয়।

গুডইয়ার (Good-year, Charles ১৮০০-৬০)

মোটর টায়ারে (Good-year) ছাপা থাকে। চার্লস্ গুড্-ইয়ার আমেরিকার লোক। তিনি লোহের ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হইয়া রবার শিল্প লইয়া পড়েন এবং অসহ্য দারিদ্র ও বিদ্রূপের মধ্যে গবেষণা করিয়া রবার (দ্রঃ) হইতে নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহা দেখাইলেন। পরে বহু সম্মান পান বটে, কিন্তু কখনো তেমন অর্থশালী হইতে পারেন নাই। পরবর্তী যুগে লোকে এই শিল্পে কোটিপতি হয়।

গুড্ ফ্রাইডে (Good Friday)

ঈস্টার (দ্রঃ) এর শুক্রবার। এই দিন যীশুখৃস্ট ক্রুসে প্রাণ ত্যাগ করেন। সোমবার তাঁহার স্বর্গারোহণ হয় অর্থাৎ কবরে তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। শুক্র হইতে সোমবার খৃস্টীয় জগতে আপিস, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকে।

গুড়

আখ, খেজুর, তাল, নারিকেলের মিষ্ট রস পাকের পর দানা বাঁধা অংশকে খাঁড় (Sugar candy), দানা না-বাঁধা অংশকে মাৎ

molasses) ও আদগ্ধ ঘন রসকে চিটা গুড় (teracle) বলে। গ্রামের পাশে আখের 'শাল' (গৃহ) হয় মাঘ-ফাল্গুন হইতে; খেজুরের শাল কার্তিক হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত চলে। বাঙলা দেশে দিনাজপুরের আখের গুড়, এবং যশোহর, ফরিদপুরের খেজুর গুড় বিখ্যাত। নারিকেলের গুড় দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে হয়। তালের গুড় দঃ বঙ্গে হয়। তাল ও নারিকেলের রসের খুব ভাল পাটালি গুড় হয়, এ-কথা অনেকে জানে না। আখের গুড় নানা ভাবে উপকারী, তবে পুরাতন গুড় বেশি উপকারী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গুড়ের গুণাগুণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মত যে গুড় শব্দ হইতে গৌড় হইয়াছে; ইক্ষু প্রথমে গৌড় ও পৌণ্ড্রে ছিল ও তৎপরে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। (দ্রঃ ইক্ষু, খেজুর, চিনি)।

গুড়কামাই, গুড় কাঁউলী, গুড় কোঙালি

দ্রষ্টব্য কাকমাচী। কিন্তু বাঙলাতে যাহা কাকমাচী, গুঃ তাহা নহে। ইহা দ্বিবিধ; বঙ্গনাদি বর্গের (Solaman nigrum) (১) এই ক্ষুপ ১২—২ হাত উচ্চ। পত্রপৃষ্ঠ শিরাযুক্ত ও ফিকে সবুজবর্ণ; পাতার মাঝখানটা মসৃণ, লোম অল্প, গাঢ় হরিদ্বর্ণ; পুষ্প গুচ্ছাকারে হয়, দীর্ঘ বৃন্তে অধোমুখে লম্বিত থাকে। ২৮টি ফুল গুচ্ছে হয়; দেখিতে শুভ্রবর্ণ, পাকা ফল বেগুনে রঙের; স্বাদে মধুর। বীজ বেগুণের বীজের মত তবে ক্ষুদ্রতর। মাঘ-ফাল্গুনে ফুল ফোটে। চরক হইতে প্রায় প্রত্যেক আয়ুর্বেদকার 'কাকমাচী' হইতে প্রস্তুত ঔষধের কথা বলিয়াছেন। (২) বরুণাদি বর্গের ছোট তরু (Capparis sepiaria)। পুকুর পাড়ে, বনে জঙ্গলে, ছায়ালো জমিতে জন্মে। গায়ে ছোট ছোট ভীষণ কাটা থাকে। ইহাকে কাইন্তা শাকও বলে। (বনৌষধি দর্পণ; যোগেশ।)

গুড়গুড়া পাখী (The spotted Crane)

কুলেচর বর্গের পক্ষী; দৈর্ঘে ১২ আঙ্গুল, পুচ্ছ ২।০ আঃ হয়। বুক পেট শাদা, ফোটকা দাগ থাকে। ইহা শীতকালে দেখা যায়। (যোগেশ)

গুড়ূচী (দ্রঃ গুলঞ্চ)

গুড্রিচ্ (Goodrich, Samuel Griswold)

১৭৯৩—১৮৬০) আমেরিকান লেখক। ইনি 'পিটার পার্লি' (Peter Parly) ছদ্ম নামে প্রায় ২০০ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কতকগুলি বই ইংল্যান্ডে ও এমন কি ভারতেও সমাদর লাভ করে। ১৮৫৭এ নিজ জীবন কাহিনী প্রকাশ করেন। (দ্রঃ পিটার পার্লি)

গুণক, (Multiplier)

গুণক নির্ণয়, উৎপাদক নির্ণয় (Factorization) দ্রঃ গুণফল। দ্রঃ সহগ।

গুণন, পূরণ (Multiplication)

কোন সংখ্যাকে বারবার লইয়া একত্র যোগ করিলে কত হয় তাহা নির্ণয় করিবার সংক্ষিপ্ত প্রণালীকে গুণ বলে। যে সংখ্যাটিকে বার বার লওয়া হয়, অর্থাৎ যাহাকে গুণ করা হয় তাহাকে বলে গুণ্য (multiplicand), এবং যতবার লওয়া যায় তৎসূচক সংখ্যাটিকে অর্থাৎ যাহাদ্বারা গুণ করা হয় তাহাকে বলে গুণক বা পূরক (multiplier) এবং গুণ করিলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাহাকে গুণফল (product) বলে। হিন্দু গণিত অনুসারে গুণকের অপর নাম অভ্যাস ও হনন।

গুণনীয়ক, উৎপাদক (factor) বীজগাণিতিক সংজ্ঞা (দ্রঃ গুণফল)

গুণফল (Product) বীজগাণিতিক সংজ্ঞা

দুই বা ততোধিক সংখ্যা পর পর গুণ করিলে যে সংখ্যা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যাগুলির গুণফল বলে এবং সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটিকে ঐ গুণফলের উৎপাদক বা গুণনীয়ক (factor) বলে।

গুণবর্মণ (৪র্থ শতক)

বৌদ্ধ ভিক্ষু। কাশ্মীরে কোন রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়া সিংহল যান ও তথা হইতে যবদ্বীপে গিয়া সর্বপ্রথম বুদ্ধের বাণী তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করেন; যবদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণরা গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। গুণবর্মার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চীনদেশে পৌছাইলে তথাকার সম্রাট তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। সেখানে গিয়া তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিতে সহায়তা করেন।

গুণরাজ খাঁ, মালাধর বসু

শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসুকে বাংলার সুলতান হোসেন শাহ গুণরাজ খাঁ উপাধি দান করেন। (দ্রঃ মালাধর বসু)

গুণভদ্র (৫ম শতক)

বৌদ্ধ ভিক্ষু। মধ্যভারতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু দেশ পর্যটন করেন ও অবশেষে সিংহল হইয়া সমুদ্রপথে চীনদেশে যান। ত্রিশখানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

গুণাঢ্য (৫ম শতক)

প্রাচীন কথাগ্রন্থ 'বৃহৎ কথা' রচয়িতা। বোধ হয় তিনি গোদাবরী তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরীর অধিবাসী ছিলেন। গুণাঢ্য রচিত গ্রন্থ লুপ্ত। ইঁহাকে প্রাচীন কবি ও লেখকগণ বহু বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ লোককথাগুচ্ছের (Folk-tales) কোষস্বরূপ ছিল এবং পরবর্তী বহু লেখক ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। মূল গ্রন্থ পৈশাচী ভাষায় রচিত হইয়াছিল অর্থাৎ লোকমধ্যে যেভাবে প্রচলিত ছিল গল্পগুলি সেইভাবে লিপিবদ্ধ হয়। সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'কথা সরিৎসাগর' ও 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' রচনা করেন। বুদ্ধস্বামী রচিত 'বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ' গুণাঢ্যর গ্রন্থের নৈপাল সংস্করণ।

গুণাবলী (Properties) বস্তুধর্ম বলা যাইতে পারে

গুণাভিরাম বড়ুয়া

আসামের সরকারী কর্মচারী; ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। আসামের ইতিহাস 'বুরঞ্জী' সম্পাদন তাঁহার অমর কীর্তি। ১৮৯৬এ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গুণিত (Into) গুণকের চিহ্ন ×

গুণিতক (Multiple)

কোন এক রাশি অপর এক রাশিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইলে, প্রথমোক্ত রাশিকে শেষোক্ত রাশির গুণিতক বলে।··· যদি কোন রাশি, দুই বা ততোধিক রাশির প্রত্যেকটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত রাশিকে শেষোক্ত রাশিদ্বয়ের বা রাশিসমূহের সাধারণ গুণিতক (Common Multiple) বলে।

গুণোত্তর শ্রেণী (Geometric Series)

গুণ্য (Multiplicand) দ্রঃ গুণন

ধনে, মউরী প্রভৃতির সহিত শুষ্ক তামাক পাতা চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত মুখ শুদ্ধি। ওড়িয়ারা খুব খায়।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্র। ইঁহার অগ্রজ গণেন্দ্রনাথ যৌবনেই মারা যান। গুণেন্দ্রনাথও দীর্ঘায়ু হন নাই। ইনি জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ। প্রথম দুইজন ভারতীয় চিত্রকলায় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার এক কন্যা সুনয়নী দেবীও চিত্রবিদ্যায় যশস্বী ছিলেন

গুণ্ডিচা

পুরীর জগন্নাথদেব রথারোহণের পর সপ্তাহকাল যে বেদীতে অবস্থান করেন, তাহা ইন্দ্রদ্যুম্ন-মহিষী গুণ্ডিচা দেবী নির্মাণ করিয়া দেন বলিয়া উহা ঐ নামেই ওড়িয়াদের মধ্যে খ্যাত। জগন্নাথের শ্বশুরালয়ে গমন উপলক্ষ্যে যে উৎসব হয়, তাহা গুণ্ডিচা যাত্রা নামে খ্যাত।

গুপ্তচর

গুপ্তচররা গোয়েন্দা, স্পাই, ইনফরমার, সি-আইডি, আই-বি, টিকটিকি নানা নামে বাংলায় পরিচিত। তবে এই শব্দগুলির অর্থ বিভিন্ন। শাসন পরিচালনার জন্য চিরকাল গুপ্তচরের প্রয়োজন হইয়াছে। রামচন্দ্রর রাজ্যে দুর্মুখ ছিল; কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্রে' গুপ্তচরের বহু বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। ইউরোপেও ইহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গুপ্তচর বহু শ্রেণীর আছে। এক দল সাধারণ অপরাধ অনুসন্ধানে লিপ্ত, অপর দল রাজনৈতিক কর্ম সন্ধানে রত। ইহাদের মধ্যে Agent Provocateur গণ সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। তাহারা পুলিশের লোক, অথচ রাজনৈতিক বিপ্লবী সাজিয়া বহু যুবককে জড়িত করিয়া ফেলে ও তারপর ধরাইয়া দেয়। রুশের অনেক অসদ্ কর্ম ইহাদের দ্বারা হইত। এদেশে গুপ্তচরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—সাধারণ চোর ডাকাতের খোঁজে যাহারা থাকে তাহারা Criminal Investigation Department বা সংক্ষেপে C. I. D.র লোক। রাজনৈতিক গুপ্তচরদের Intelligence Branch বা I. B. বলে; কলিকাতার রাজনৈতিক গুপ্তচররা Special Branch-এর অধীনে কাজ করে; ইহারা সাধারণ পুলিশের আজ্ঞাবহ নহে। এ ছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে বা তৎপূর্বে শত্রুদের দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিচিত্র পেশার লোকে গুপ্তচরের কাজ করে; স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এইসব কার্যে লিপ্ত থাকেন। বর্তমান সভ্য গভর্নমেন্টের অনেকখানি কাজ এই গুপ্ত সংবাদ দানের উপর নির্ভর করে।···সাহিত্যে এডগার অ্যালেন পো, কোনান্ ডয়েল প্রভৃতি গোয়েন্দাদের গল্প চলিত করেন; বর্তমান শতাব্দীতে বহু শত লেখক এই ধরণের উপন্যাস লিখিয়াছেন।

গুপ্তবংশ

উত্তর ভারতের রাজবংশ। পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনী রাজধানী ছিল। ৩২০ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত ১ম রাজ্য প্রতিষ্ঠান করেন। গুপ্তাব্দ সেই সময় হইতে চলে। সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৭৫), ২য় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৪), কুমার গুপ্ত ১ম (৪১৪-৫৫); স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭) স্কন্দগুপ্তের সময় হইতে হুনদের উৎপাত সুরু হয়। বুধগুপ্ত (৪৭৭-৯৬) শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। ইহার পর সাম্রাজ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। গুপ্তযুগের সভ্যতা হিন্দু ভারতের গৌরবের বিষয়। সাহিত্য, শিল্প, মূর্তি, স্থাপত্য হিন্দু

জাগরণে নূতন রূপ গ্রহণ করে। গুপ্তদের বহু শাখা উঃ ভারতের নানা স্থানে বহু বৎসর রাজত্ব করে।

গুপ্ত সমিতি (Secret Societies)

বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষ কতকগুলি লোক যখন গুপ্তস্থানে মিলিত হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য বা সাধন প্রণালী সভ্যর সদস্য ব্যতীত অপর কাহারো নিকট ব্যক্ত করেনা, তখন ঐ সব সমিতিকে গুপ্ত সমিতি বলে। সাধারণত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা গঠিত হয়। তবে প্রাচীনকালে ধর্ম সাধনের জন্য এই শ্রেণীর সমিতি ছিল।

গুপ্তি (অস্ত্র)

লাঠির মধ্যে লুকায়িত লম্বা তরবারি। বাঁকুড়া, ও বর্ধমান-বনপাশ প্রভৃতি স্থানে কামারগণ তৈয়ারী করে। ব্যবহারের জন্য সরকারী লাইসেন্স লাগে।

গুবরে, গোবর পোকা (Beetle)

১,৫০,০০০ জাতের পতঙ্গের মধ্যে গুবরে পোকা অন্যতম। এই পতঙ্গ গোবর ও বিষ্ঠার গুলি পাকাইয়া গড়াইয়া লইয়া যায়। বর্ণ কৃষ্ণ; পাখায় কাঁটা কাটা; দেহাবরণ শক্ত ঝিনুকের মতো। বাঙলা দেশে অনেক রকমের এই পতঙ্গ দেখা যায়।

গুরু অনুপাত (Ration of greater in-equality) গাণিতিক সংজ্ঞা।

গুরুকুল

আর্য সমাজের বিশ্ববিদ্যালয়; হরিদ্বারের নিকট কাঙরীতে অবস্থিত; ১৯০২এ লালা মুন্সিরাম (শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

গুরু গোবিন্দসিংহ (দ্রঃ গোবিন্দসিংহ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৪৫—১৩২৫)

বাংলার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক। সামান্য মেসের কর্মচারীরূপে জীবন আরম্ভ করেন ও 'বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী' নামে বিরাট গ্রন্থ-প্রকাশন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া যান। ১৮৭৬এ কলেজ স্ট্রীটে ক্ষুদ্র পুস্তকের দোকান খোলেন; তৎপর ১৮৮৫তে বর্তমান স্থানে (২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) নিজস্ব দোকান করেন। ইনি বাংলাভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, গ্রন্থকারদের সহিত সাধু ব্যবহারের জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের বিশেষ খ্যাতি আছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪—১৯১৮)

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। অতি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টা ও প্রতিভাবলে উন্নতি করেন। ১৮৬৪ এম.এ. পাশ। '৭২ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন। '৭৬এ ডি.এল. উপাধি পান। '৭৮এ ঠাকুর ল-লেকচার—The Hindu Law of marriage and Streedhan। ১৮৮৮—১৯০৪ হাইকোর্টের জজ। ১৯০৪এ স্যর উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০—৯৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসালার; ইনি প্রথম বাঙালী ভাইস্-চ্যানসালার। ১৮৯২ ভারতীয় বিদ্যালয়ের অবস্থা তদন্ত বিষয়ক কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি গণিতজ্ঞ ছিলেন। হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। রচিত গ্রন্থ :— 'জ্ঞান ও কর্ম' A few thought on Education, ইং পাটিগণিত প্রভৃতি। (দ্রঃ শরৎ কুমার রায়, বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস)

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ (১৯০০ মৃ)

ইনি কলিকাতার শিবনারায়ণ ঘোষের পুত্র; ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অনুরাগী ছিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা দান করেন। ভারতীয় ছাত্ররা যাহাতে বিদেশে গিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। উহার সুদ হইতে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়। জাপানের জন্য বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা, ইউরোপের জন্য ২০০০৲ বৃত্তি আছে; ইহা প্রধানত হিন্দুদের জন্য প্রদত্ত হয়। ১৯০৮ হইতে, এই বৃত্তি লইয়া বিদ্যার্থীরা বিদেশ যাইতেছেন।

গুরুবাদ

প্রায় সকল ধর্মেই এক শ্রেণীর উপদেষ্টাকে ভক্তেরা অন্ধভাবে ভক্তি করেন; হিন্দুদের মধ্যে গুরু, মুসলমানদের মধ্যে পীর বা ফকির, রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে স্বয়ং পোপ এই শ্রেণীর লোক। হিন্দুদের মধ্যে গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইবার প্রথা আছে। বর্তমানে এক ধরণের ধর্মোপদেষ্টা নূতন নূতন সম্প্রদায় ও মঠ স্থাপন করিয়াছেন; গুরুবাদ এইসব ক্ষেত্রে খুব প্রবল হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে গুরুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অনেকে পূজা করেন।

গুরুসদয় দত্ত

ভারতীয় সিভিল সার্বিসের লোক। বাংলার বহুস্থানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়াছেন। বাংলার রাইবেঁশে, জারি, কাঠিনৃত্য প্রভৃতি লোকনৃত্য ভদ্রসমাজে ও দেশে এবং বিদেশে চল করার জন্যই ইহার খ্যাতি। ইনি লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া বালক ও যুবকদের মধ্যে স্বাস্থ্য-চেষ্টা, সেবাকার্য প্রভৃতি প্রবর্তনের প্রয়াসী; এই আন্দোলনকে ব্রতচারী আঃ (দ্রঃ) বলে।...তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী সরোজনলিনী দেবীর নামে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন; নারীদের শিল্প শিক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। দত্ত মহাশয় সিলেট জিলার লোক। এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শ্রীহট্ট সমিতির সহায়তায় বিলাত যান

ও I.C.S. হইয়া আসেন। 'ভজার বাঁশি,' 'পাগলামির পুঁথি,' নামে নূতন ধরণের শিশু-কবিতা রচয়িতা। 'পটুয়া সঙ্গীত' সংগ্রহিতা।

(Gurkha)

নেপালের একটী জাতি। লোকপ্রবাদ গোরখা নামে একটি শহরের বাসিন্দারা গো-রক্ষা করিত বলিয়া এই নাম হয়। অন্যমতে গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া এই নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে খস, গুরুঙ, মগুার জাতির সাধারণ নাম গুর্খা হইয়াছে। ইহারা সকলেই হিন্দু। বাঙলায় গুর্খা বলিয়া যাহারা আসে তাহারা এই সব জাতের মধ্যে পড়িবে। ইহারা নেপালে ১৬ শতকে উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্তমানে ভারত গভর্নমেন্টের সহিত নেপালের গুর্খা সৈন্য সরবরাহ সম্বন্ধে একটি চুক্তি আছে। কুকরি নামে ছোরা ইহাদের সঙ্গে সর্বদা থাকে।

গুর্জর জাতি

অনুমান খৃঃ ৫ম শতকে হূনাদি জাতির ন্যায় ভারতের উঃ পঃ হইতে এইজাতি প্রবেশ করে। পঞ্জাব হইতে রাজপুতানা পর্যন্ত তাহাদের প্রগতির চিহ্ন স্থানীয় নামে আছে, যেমন পঞ্জাবের গুজরাট, গুজরনবালা, গুজরী ভাষা ইত্যাদি। এদেশে থাকিতে থাকিতে হিন্দু ধর্ম ও পশ্চিমা হিন্দী বা রাজস্থানী ভাষা গ্রহণ করে। গুর্জর-প্রতিহার (দ্র) বংশীয় রাজারা প্রবল হয় এবং ৯।১০ শতকে আরাবল্লীর পশ্চিমে 'গুজরাত্রা' নামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহা গুজরাট শব্দের আদি রূপ।...সঙ্গীতে একটি রাগিনীর নাম গুর্জরী।

গুর্জর-প্রতিহার বংশ

অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুতানা অঞ্চলে গুঃ প্রঃ রাজ্য প্রবল হয়। প্রতিহার বংশ গুর্জর জাতির শাখা; ৮ম শতকে ১ম নাগভট মারবার বা মালবে রাজ্য স্থাপন করিয়া সিন্ধুরাজ দাহির-জয়ী আরবদের পরাভূত করে। এই বংশের চতুর্থ রাজা বৎসরাজ (৭৮৩-৮১৫) গৌড়বঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন। তৎপুত্র ২য় নাগভট (৮১৫-৩৩) রাষ্ট্রকূট রাজের হস্তে পরাভূত হন বটে, তবে তিনি কনৌজ জয় করিয়াছিলেন। তৎপৌত্র ১ম ভোজ (৮৩৬-৯০) ও তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল (৮৯০-৯১০) প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালের সভায় ছিলেন। ইহার পর প্রতিহারদের কনৌজ সাম্রাজ্য রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইতে আরম্ভ করে (৯১৬)। ইহার পর একশত বৎসর এই বংশ কোন প্রকারে টিকিয়া থাকে। ১০১৮এ প্রতিহার রাজধানী কনৌজ সুলতান মামুদের হস্তগত হয়।

গুলঞ্চ (গুড়ূচী)

গুলঞ্চ দুই প্রকারের। বল্লী গুড়ূচী (Tinospora cordifola) লতা; পুরানো গাছ হইলে মানুষের হাতের মত মোটা হয়। ছাল পাতলা কাগজের মত। পাতা পানের মত। ফুল গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত, ক্ষুদ্র, হরিদ্রাভ-শ্বেতবর্ণ। ফল মটর কলাইয়ের সদৃশ, পাকিলে লাল হয়।...কন্দোদ্ভবা গুঃ বা পদ্ম গুলঞ্চর (T. Tomentorsa) ডাঁটায় কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণাগ্র, অর্ধচন্দ্রাকৃতি উৎসেধ থাকে। পাতা অপেক্ষাকৃত গোল, লোমশ, এবং তাহাতে তিনটি আঙুল মত থাকে। ফল পাকিলে নারঙ্গ বর্ণ হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে; ইহার স্বাদ তিক্ত। (বনৌষধি ; Chopra 599 ; যোগেশ)

গুলশকরী (দ্র গোরখ চাউলা)

গুলাঞ্চ (Spanish Jasinine)

তগরাদি বর্গের পুষ্পতরু। ক্ষীরা গাছ, শাখার অগ্রদিকে পাতা হয়; পাতা একোত্তর। গাছ বাঁকা বাঁকা, ছাল কাটা কাটা। ফুল শাদা, ভিতরে হলুদা, বাহিরে লালচা, সুগন্ধ; গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফোটে। শাদা ও লাল ফুলের গাছ আছে। পারসি শব্দ গুল্ আচীন অর্থাৎ চীন দেশীয় ফুল। (যোগেশ)

গুলাব সিং (দ্রঃ গোলাপ সিংহ)

গুলি (আফিঙ)

আফিমের গুলি বা গুটিকা তামাকের মত ধূমপান করিয়া লোকে নেশা করে। আসামে এই নেশা খুব প্রবল। চীন দেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল—রিপাবলিক গভর্নমেন্ট কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিল।

গুলি গোলা (Armament) দ্রঃ অস্ত্রশাস্ত্র, শেল্।

গুল্ম

(১) হিন্দু রণনীতি অনুসারে একটি সৈন্য দল। ৯ হস্তী, ৯ রথ, ২৭ অশ্ব, ৪৫ পদাতি। (২) আয়ুর্বেদের 'গুল্ম বায়ু' ও ইংরেজি হিস্টিরিয়া (দ্র) এক রোগ নহে, তবে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্নায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া বিকার জন্য এই রোগ জন্মে। পেটকাঁপা, ঢেঁকুর, হিক্কা, শ্বাসকষ্ট, স্বরভঙ্গ, মূত্ররোধ, বাক-রোধ, পেট হইতে গলা পর্যন্ত গোলার ন্যায় একটা পদার্থ উঠিতেছে বোধ, মস্তক বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উহার লক্ষণ। অনেকস্থলে জরায়ু আদির রোগ হইতে যুবতীদের এই রোগ হয়।

গুহক

রামায়ণোক্ত নিষাদরাজ; রামচন্দ্রের মিত্র। গঙ্গাতীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। রামচন্দ্রাদির বন গমনকালে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। ১৪ বছর পরে রাম ফিরিয়া আসিলে পুনরায় সাক্ষাৎ

হয়। আর্যরা যে তখনও গঙ্গা উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই, তাহা গুহকের রাজ্যের অবস্থান দেখিলে বুঝা যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ; কার্তিকেয়ের প্রিয় দিন।

গুহাচর (Cavemen)

আদিম মানব এককালে প্রকৃতি নির্মিত পর্বত গুহায় বাস করিত; ইউরোপে বহু গুহায় মানব বাসের চিহ্ন আছে, যথা বন্য জন্তুর ভুক্তাবশিষ্ট, অঙ্গার, চকমকি পাথরের অস্ত্র প্রভৃতি। এ ছাড়া গুহা গাত্রে নানা চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে ; স্পেনের একটি গুহা চিত্রের জন্য বিখ্যাত। আদিম মানব অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া বন্য জন্তুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করে ; গুহাগুলি পূর্বে বন্য জন্তুর বাসস্থান ছিল, মানুষ অগ্নির সাহায্যে তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া গুহাগুলিকে নিজ গৃহে পরিণত করে। ...গুহায় গিয়া মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন।...বৌদ্ধরা গুহা খুঁড়িয়া তাহার প্রাচীর গাত্রে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকিত, যথা বাগগুহা, অজন্টা গুহা।...চীন দেশের পশ্চিমে তুন্ হুয়াং নামক পর্বতে বহু শত গুহা আছে। সেখানে বহু চিত্র ও মূর্তি ছিল। দ্রষ্টব্য তুন-হুয়াং (ভূ-কোষ অংশ)।

গৃধিনী

প্রসহ বর্গের দিবাচর পক্ষী (Black Vulture) প্রায় ২ হাত দীর্ঘ হয় ; শ্মশানে ও গো-ভাগাড়ে মৃত প্রাণী আহার করে ; ঠোঁট হইতে গলা পযন্ত লাল থলির মত থাকে। গৃধিনীকে শকুনীরা ভয় করে। ইহাদের মাবা নিষেধ। (যোগেশ)।

গৃহস্থ

সনাতন আশ্রম বিভাগ অনুসারে আশ্রম (দ্রঃ) চারিটি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গুরুগৃহে থাকিয়া যথারীতি বেদাদি অধ্যয়নের পর ব্রহ্মচারী সমাবর্তন স্নান করিতেন। অতঃপর যাঁহারা সংসার করিতে চান, তাঁহারা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে পত্নী গ্রহণপূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তাঁহাদিগকেই বলা হইত গৃহস্থ। আজকাল সমাজে আশ্রম ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে। যাহারা বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম পালন করেন, তাহাদিগকেই এখন গৃহস্থ বলা হয়। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যের প্রশংসা পুরাণাদিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সৎ গৃহস্থের দায়িত্ব সংসারে সর্বাপেক্ষা বেশী। সমস্ত জগৎ তাহার উপর নির্ভরশীল।

'গৃহ্যসূত্র'

গার্হস্থ্যাশ্রমে কিভাবে কোন্ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়—সেই সব ব্যবস্থার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদির আলোচনা যখন অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হয়, তখনই ঋষিগণ গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করিয়া বৈদিক আচারে অবহিত হইবার জন্য গৃহস্থগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, বৌধায়ন, গোভিল, কৌষিতকী, জৈমিনি, বরাহ, খাদির, পারস্কর, আপস্তম্ব প্রমুখ ঋষিগণ গৃহ্যসূত্রের প্রণেতা। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র অনুসারে সামবেদীয় গৃহস্থের, গোভিল গৃহ্যসূত্র অনুসারে সামবেদীয় গৃহস্থের এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুসারে যজুর্বেদীয়দের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যে বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা বেশী। পরবর্তী স্মার্তনিবন্ধকারগণও বেদ বিশেষে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এখনও নিখিল ভারতে বিবাহাদি সংস্কার (সনাতন হিন্দুদের) গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থা অনুসারে সম্পাদিত হয়।

গে, জন্ (Gay, John ১৬৮৫—১৭৩২)

ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। ১৭১৭এ Trivia নামে কাব্য ও ১৭২৭এ কতকগুলি গল্প রচনা করেন। সর্বোৎকৃষ্ট গীতিনাট্য The Beggar's Opera (১৭২৮০) এককালে খুবই জনাদর লাভ করে। গে-র গল্পগুলি বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

গেঁটেবাত (দ্রঃ বাত)

গেজ (Gauge)

রেলপথের প্রস্থের মাপ। অনেক রকমের মাপ ব্যবহৃত হয়। ভারতে ব্রডগেজ (৫ ফুট), মিটার গেজ (৩' ৩") এবং লাইট রেলে ২ ফুট গেজ চলিত আছে। অস্ট্রেলিয়ার অংশ বিশেষে, দঃ আফ্রিকা, মিশর ও সুদানে ৩' ৬" মাপ চলিত। গ্রেট বৃটেনে ৪' ৮½" ; মার্কিন রাষ্ট্রে ৬' গেজ। ট্রামওয়ে গেজ ৪'৮½"

গেজেট্ (Gazette)

১৫৩৬ ভেনিস শহরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ; তাহার মূল্য ছিল এক গাজেটা (gazzetta) ভেনিসের পয়সা। সেই হইতে ঐ কাগজের নাম। বর্তমানে সরকারী সংবাদ ও ইস্তাহারাদি গেজেটে বাহির হয়। ভারত সরকার হইতে ইনডিয়া গেজেট ও প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট হইতে পৃথক গেজেট বাহির হয়। Calcutta Gazette বাংলার গেঃর নাম। ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় 'এডুকেশন গেজেট' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হইত ; বহুকাল ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৬এ উহা ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গেজেটিয়ার (Gazetteer), ভূকোষ

ভৌগোলিক অভিধান বা ভূকোষ। গেজেটিয়ার শব্দর অর্থ ছিল সাংবাদিক, যে গেজেট লিখিত। ১৭০৩ লরেন্স একহার্ড

(L. Echard) The Gazetteers or Newsman's Interpreter প্রকাশ করেন; পর বৎসরে The Gazetteer বাহির হয়। এই শব্দটি নূতনভাবে ব্যবহৃত হইলেও গ্রীক লেখক স্টিফেনাসের এই ধরণের গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। একহার্ডের পদ্ধতি মতে ব্রাইস্ Grand G. (১৭৫৯), ক্রাটওয়েল্এর Universal G. (১৮০৮) প্রকাশিত হয়। ১৯ শতকে প্রায় প্রত্যেক দেশ হইতে ভৌগোলিক অভিধান প্রকাশিত হয়। ভারতে হান্টার (W. W. Hunter) সম্পাদিত Imperial G. of India (২য় সং-১৯০৮) ও Statistical Account of Bengal বিখ্যাত। এ ছাড়া প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গেঃ সংকলিত হয়। বড় বড় দেশীয় রাজ্যের অতি উত্তম গেঃ সংকলিত হইয়াছে। আমাদের 'জ্ঞানভারতী'র ৩য় খণ্ড গেজেটিয়ার বা ভূকোষ।

গেঞ্জি (দ্রঃ গঞ্জি)

গেডিস্ (Geddes, Sir Patrick ১৮৫৪—১৯৩২) বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ও সমাজ সংস্কারক। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের লেকচারার, আবার্দিনে প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক, এডিনবারার উদ্ভিদবিজ্ঞানের ও তথাকার মেডিক্যাল স্কুলের প্রাণীতত্ত্বর ও অতঃপর ডানডির উদ্ভিদতত্ত্বর অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন ও ইন্দোরের নগর পত্তন (City planning) বিষয়ে প্লান দেন স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর বিস্তৃত জীবনী লেখেন (১৯২০)

গেঁয়ো, মাদাম (Guyon, Jeanne Marie ১৬৪৮—১৭১৭) ফরাসী তাপসী নারী। ইঁহার নাম ছিল বুভিএর দে লা মোট (de la Motte)। জ্যাক্‌য়াস গেঁয়োকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে না গিয়া ঈশ্বর ধ্যানে ও সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার আত্মজীবনী ইংরেজীতে তর্জমা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য নির্ঝরিণী ঘোষ, মাদাম গেঁয়ো; অমৃতলাল গুপ্ত লিখিত তাপসী।

গেরি মাটি (Red ochre)

এক প্রকার লাল পাথর যাহা ঘসিলে লাল রঙ হয়। সন্ন্যাসী বা তৎভাবাপন্ন ব্যক্তি আপনাদিগকে শুচি ও ধার্মিক প্রমাণের জন্য ইহার দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করেন।

গেলিক (Gaelic)

কেল্‌টিক মহাজাতির গেলিক শাখার ভাষা। এই ভাষা প্রায় লুপ্ত; কেবল স্কটল্যান্ডের উত্তরে হাইল্যান্ডসে (Highland) ইহা চলিত আছে। ১১ শতকের Leabhar na h' Uidhre নামে পুথি প্রাচীনতম গ্রন্থ। আয়ারল্যান্ডে গেলিক ভাষাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

গোএবল্স্ (Goebbels, Paul Joseph)

জন্ম ১৮৯৭। ন্যাশনালিষ্ট সোশিয়ালিষ্ট দলের সভ্য হন ১৯২২; Nazional-Socializtische Briefeএর স্থাপয়িতা '২৫; Der Angriffএর সম্পাদক ও প্রকাশক '২৭; রাইখস্টাগের সদস্য '২৮; Nat. Socialist দলের (Nazi) প্রচার পরিচালক '২৯; প্রচার সচিব '৩৩। হিটলারের অন্যতম প্রধান সহায়; বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকার লেখক।

গোকুলচন্দ্র নাগ

বাংলার লেখক ও শিল্পী। 'কল্লোল' মাসিকপত্রের অন্যতম সম্পাদক। গ্রন্থ—ঝড়ের দোলা, মায়ামুকুল, পথিক। ইনি অল্প বয়সে মারা যান; ইনি ডাঃ কালিদাস নাগের কনিষ্ঠ।

গোকুলানন্দ

বৈষ্ণব পদকর্তা; পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত সময় আন্দাজ ১৬৫০ (দ্রঃ Brajabuli 85)। 'পদকল্পতরু'তে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত আছে; সজনীকান্ত দাসের পুঁথিতে ৯টি পদ আছে। ...গোকুলচন্দ্র, গোকুলচাঁদ, গোকুল, গোকুলদাস, ভনিতাযুক্ত ৮টি পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একখানি পুঁথিতে আছে। ইনি বোধ হয় ১৮ শতকের লোক। (Brajabuli 815)

গোকুলানন্দ সেন (১৭—১৮ শতক)

বৈষ্ণবদাস নামে অধিক খ্যাত। 'পদকল্পতরু' নামে পদাবলী সংগ্রহকর্তা। কাটোয়ার উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে ৩১০১ পদ আছে, ইহার মধ্যে ২৬টি ইঁহার রচিত। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সংস্করণে ১৭৪ জন পদকর্তার নাম আছে। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত। গোবিন্দদাসের পদ সর্বাপেক্ষা অধিক ৪৬০ সংখ্যক; তার পরে জ্ঞানদাস ১৮৬, রাধামোহন ১৮২, বিদ্যাপতি ১৬৩, বলরাম দাস ১১৬, উদ্ধব দাস ৯৯, চণ্ডীদাস ৯০, বাসুদেব ঘোষ ৯৫, ইত্যাদি।

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ (১৮৬৬—১৯১৫)

অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতিক ও লেখক। জন্মস্থান কোলাপুর। ১৮৮৪ বি.এ. পাশ করেন ও Deccan Education Societyতে প্রবেশ করিয়া ৭৫৲ মাহিনায় ফার্গুসন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮ বৎসর ঐ কর্মে করিয়া ১৯০২এ বিদায় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৭এ Welly কমিশনের সাক্ষ্য দিবার জন্য বিলাত যান। ১৯০০-০১ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য; ১৯০২ ভারতীয় ব্যাঃ সভার সদস্য হন। বাজেট আলোচনা কালে গোখলের অর্থনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত। ১৯০৫এ বারানসী কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯০৫ পুণায় ভারত-সেবকসঙ্ঘ (Servants of India

Society) স্থাপন করেন। ১৯০৮এ বিলাত যান। ১৯১১ Public Service কমিশনের সদস্য মনোনীত হন ও তদুপলক্ষ্যে পুনরায় বিলাত যান। ১৯১৫, ১০ ফেব্রুয়ারি পুণায় মৃত্যু হয়। ইনি রাজনীতি ক্ষেত্রে 'নরম পন্থী' (moderate) ছিলেন। ইঁহার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক।

গোখুরি, গোখুরা শাক (Tribulus terrestris) বর্ষায়ু শাক, ঘাসের মাঝে জন্মে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ; বড় গোখরির ক্ষুপ ছোট, পাতা শাদাটে; ফুল শাদা হলদে; ফল মার্বেলের মত, ৫ কোণা, চারি কোণে কাঁটা থাকে। বীজ সুগন্ধ, স্বাদ কষায়। দক্ষিণ ভারতে সমুদ্র তীরে Pedalium murex নামে গাছকে বড় গোখুর বলা হয়; ইহার কাঁচা গাছে বোটকা গন্ধ থাকে; ফল কণ্টকময়। সমগ্র গাছ ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দশমূলের একটি উপাদান। (বনৌষধি 240 Chopra 590)

গোখুরা সাপ (Cobra)
বিষাক্ত ফণাধারী সাপ; ফণায় গোরুর খুরের ন্যায় চিহ্ন আছে। গায়ের বর্ণ অনুসারে নানা জাতির নানা নাম—শঙ্খভাঙা, খড়িশ (শাদা), তেঁতুলিয়া (তামাটে); কালী গোখুরা (ঘোর কৃষ্ণবর্ণ) ইত্যাদি। এই শেষোক্তকে ইংরেজিতে The King cobra বলে। গোখুরা সাপ দৈর্ঘ্যে ৪½ ফুট হইতে ৬ ফুট হয়। সাধারণত ভূচর হইলেও জলে চলিতে ও গাছে উঠিতে পারে। ইঁদুর বা উইএর গর্তে বাস করে; শীতকালে গভীর গর্তে নিঝুম মারিয়া অনাহারে পড়িয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে বাহির হয়, বর্ষাকালেই বেশী দেখা যায়। ইঁদুর ব্যাঙ, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। সাপুড়েরা যে সাপ লইয়া খেলা করে তাহাদের বিষদন্ত সপ্তাহে একবার করিয়া ভাঙিয়া দেয়। পুনরায় বিষ জন্মে। দ্রঃ সর্প।

গোগোল (Gogol, Nikoli V. ১৮০৯—৫২)
রুশীয় ঔপন্যাসিক। সেন্টপিটার্সবুর্গে কিছুকাল কেরানীগিরি করেন। ১৮২১এ প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭-৪৬ বিদেশে ভ্রমণ ও বিশেষভাবে রোমে বাস করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী মস্কো হইতে ১৮৫৬-৫৭এ ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে Taras Bulba ১৮৮৭তে প্রকাশিত হয়। The Government Inspector মূল ১৮৩৬এ রচিত; ইংরেজি তর্জমা ১৮৯১। Dead Souls (১৮৩৭) ইংরেজিতে ১৮৯৬ বাহির হয়।

গোঁজলা গুঁই
প্রাচীন কবিওয়ালা; সম্ভবত ১৮ শতকের লোক ছিলেন। ইঁহার গান এককালে সাধারণে গাহিত।

গোড়ালেবু (দ্রঃ জামীর)
বৈদ্যক গ্রন্থে জম্বীর শব্দ সাধারণ গোঁড়া লেবু বুঝায়

গোতিএর (Gautier, Theophile ১৮১১—৭২)
ফরাসী লেখক। ১৮৩০এ Albertus নামে কাব্য-উপন্যাস ও ১৮৩৫ Mlle. de Maupin নামে রোমাঞ্চ উপন্যাস লিখিয়া প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হন। সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের লেখক।

গোন্‌ডী (Gondi)
দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত, বহু উপভাষায় বিভক্ত ভাষা। মধ্য প্রদেশ, বেরার এমন কি উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, রাজমহল পাহাড়ের কাছেও গোনডীর উপভাষা আদিম জাত বলে। ইহার লিপি নাই। ভাষীর সংখ্যা ১২।১৪ লক্ষ।

গোধিকা (Lacerata) নক্ষত্রমণ্ডল
সিগনাস পুঞ্জের পূর্বদিকে 'W' আকারের ১৬টি তারাসমন্বিত মণ্ডল। অক্টোবরে মধ্যাকাশে আসে। "কিছুকাল পূর্বে লাসের্টার কাছে যাকে বলে একটি নূতন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলোক বছর দূরে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ব-পরিচয় পৃঃ ৫৮)

গোত্র, গাঁই
প্রাচীন যুগে আর্যদের এক একটী কুল (clan) এক এক গ্রামে গরু লইয়া বাস করিত; বোধ হয় যাহাদের গরু একত্র থাকিত তাহারা এক গোত্র হইত। এক গ্রামে বাস করিত বলিয়া এক গ্রামী—গাঁই শব্দ গ্রামী হইতে হইয়াছে। ভরদ্বাজ, কশ্যপ প্রভৃতি কুলপতিদের নাম হইতে গোত্রের নাম হইয়াছে।

গোদ রোগ শ্লীপদ (Elephantiasis)
মানুষের পদদ্বয় বা একটি ফুলিয়া হাতীর পায়ের মতো হয়। লিম্ফনালী ও গ্রন্থির মধ্যে স্ত্রী ফাইলেরিয়ার জীবাণু রসস্রোত বন্ধ করিলে ও চর্মের উপরিভাগ কোন প্রকার বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলে পা ফুলিয়া ওঠে; ইহা স্থায়ী ব্যাধি এবং কচিৎ আরাম হয়। দঃ আমেরিকার গিয়েনা দেশে পঞ্চমাংশ লোক এই রোগাক্রান্ত। (দ্রঃ ফাইলেরিয়া)

গোপদ (Al-genib) পোগাসাস্ নক্ষত্রপুঞ্জের তারা।

গোপা
শাক্য সিংহ গৌতমের (বুদ্ধ) পত্নী; কলিঙ্গ দেশপতি দণ্ডপানির কন্যা। পুত্র রাহুল। গৌতম 'বুদ্ধ' হইলে ইনি ভিক্ষুণী হন।

গোপাল (৭৬৫ ? — ? ৭০)

বাঙলার পালবংশের স্থাপয়িতা। খৃঃ ৮ম শতকে বঙ্গদেশ পার্শ্বস্থ রাজাদের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়াছিল ; দেশ অরাজক হয় ; সেই অবস্থায় লোকে 'গোপাল'কে রাজপদে বরণ করে। ইঁহার পত্নী দেদ্দা দেবী, ভদ্রদেশের কন্যা। ইঁহদের পুত্র ধর্মপাল পালবংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা (২) ২য় গোপাল—রাজ্যপালের পরবর্তী পাল রাজা ; ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি গয়া প্রদেশ অধিকার করেন। (৩) ৩য় গোপাল কুমারপালের পুত্র, খৃঅঃ ১১১০—১৫ রাজত্বকাল।

গোপাল উড়ে, গোপালদাস

বাংলার যাত্রাওয়ালা। কটকের জাজপুরে জন্ম, সুতরাং জাতিতে ও ভাষায় ওড়িয়া। কলিকাতায় আসিয়া বহুবাজারের রাধামোহন সরকারের সখের যাত্রাদলে ভর্তি হয় ; সুকণ্ঠ বলিয়া ৫০৲ বেতন হয়। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল নিজে যাত্রা দল গড়ে। ভৈরব হালদারকে দিয়া গান রচনা ও সুর যোজনা করাইয়া লইত। বাঙলাদেশে এককালে ইহার খুব নামডাক ছিল ; বিশেষত 'বিদ্যাসুন্দরে'র পালায় তাহার স্ত্রীবেশের খুব তারিফ হইত।

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৫০)

পিতা হরচন্দ্র, আবগারী সুপার ও পরে ডেপুটি ম্যাঃ হন। গোঃর জন্মস্থান মালদহ। ১৮৭৬ আইন পাশ করেন ও ১৮৮২ মুন্সেফ হন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' ও অন্যান্য পত্রিকায় গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হইত ; ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, মুখার্জিস ম্যাগাজিন্এ ইংরেজি প্রবন্ধ লিখিতেন। ন্যাশনাল ম্যাঃ এ বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ 'কুসুমমালা', 'কবিতা পুস্তক' এবং 'ব্রহ্মচারী' নামে উপন্যাস লেখেন। বাঙলা ভাষার লেখক ৭৩৩।

গোপাল দাস বা রামগোপাল রায় চৌধুরী

বর্ধমান শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ; পিতা শ্যাম রায়। ইনি 'রস কথাবল্লী' 'রসরতি মঞ্জরী', 'রতিশাস্ত্র', 'সরকার ঠাকুরের শাখা বর্ণন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। পদকর্তা। ইঁহার পুত্র 'রস-মঞ্জরী' রচয়িতা পীতাম্বর দাস (দ্রঃ)। 'রসকথাবল্লী' ১৬৭৩এ আরম্ভ হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই ; (বঙ্গীয় কবি ২৩১—৪০ ; Brajabuli 845—77)—রসকথাবল্লী একখানি প্রাচীন পদসংগ্রহ (দ্রঃ পদকল্পতরু ৫ম ৪৬—৪৯)

গো-পালন (Dairy)

গো-পালন কৃষিজীবী জাতির পক্ষে একান্তভাবে আবশ্যক। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গো-পালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এখন যে সব সুবিধা সুযোগ নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে, ভাল জাতের বৃষের অভাব, খাদ্য পানীয়র অপ্রাচুর্য, গোচারণ ভূমির অভাব, গো-চিকিৎসকের অভাব, গো-জাতি সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা ইত্যাদি। ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও সুইস দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গো-পালনে সবিশেষ অগ্রসর হইতেছে। সেখানকার গোশালায় প্রচুর দুধ হয়, এবং তাহা হইতে ক্রীম্, মাখন, পনীর, জমাট দুধ, গুঁড়া দুধ প্রস্তুত হয়। (দ্রঃ গরু)

গোপাল ভাঁড়

১৮ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার 'বিদূষক' বা ভাঁড়। ইঁহার সম্বন্ধে বহু গল্প চলতি আছে ; হাস্যরসের উদ্দীপনায় ইঁহার কৃতিত্বের কথা বাঙলায় ঘরে ঘরে সুপরিচিত। গোপাল জাতিতে নাপিত। ইঁহার কৌতুককর কাহিনীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সবগুলিই যে তাহার রচনা এমন বলা যায় না।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী (১৫০৩—৭৮)

শ্রীচৈতন্যর ছয়জন ভক্ত গোস্বামীর অন্যতম (সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ও রঘুনাথ দাস)। ইনি দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ; পিতা ভট্টমারি-গ্রামবাসী বেঙ্কট ভট্ট। ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। দঃ ভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা, 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'র টীকা ও 'বৃন্দাবন যমক' গ্রন্থ রচয়িতা। (Brajabuli)

গোপীকান্ত দাস (১৬ শতক)

বৈষ্ণব পদকর্তা। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ৪টি পদ উদ্ধৃত আছে ; ৩টি ব্রজবুলিতে লিখিত। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যর বংশধর। (Brajabuli 248-60 ; পদকল্পতরু ৫ম পৃঃ ৫১)

গোপীচাঁদ

উত্তর বঙ্গের কোন রাজা। ইনি মানিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ মাতার পীড়নে বাধ্য হইয়া গোরখনাথ প্রবর্তিত যোগীসম্প্রদায় ভুক্ত হইতে বাধ্য হন। তাঁহার দুই পত্নী অদুনা ও পদুনা, সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা। গোপীচাঁদ সম্বন্ধে লোক-গীত উত্তর বঙ্গে প্রচলিত আছে ; বাঙলার বাহিরে 'গোবিন্দচন্দ্র গীতি' ময়ূরভঞ্জ হইতে ওড়িয়া ভাষায় পাওয়া গেছে ; হিন্দী ভাষায় 'গোপীচাঁদ পুঁথি' প্রচলন আছে। মালিক মোঃ জয়সী কৃত 'পদ্মাবত,' লক্ষ্মণ দাসের 'গাথা,' গঙ্গারাম কৃত 'সিহরফী গোপীচন্দ্র,' প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত কৃত 'গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল' প্রভৃতি বিখ্যাত। মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি (১৭১৫—৯০) এই প্রসঙ্গ লইয়া 'সন্ত লীলামৃত' ও পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ 'গোপীচাঁদ

নাটক' (১৮৬৯) রচনা করিয়াছেন। 'গোপীচন্দ্র' নামে বাদ্য, গোপীচাঁদ হইতে হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫৩-৫৫ ; শ্রীনলিনী ভট্টশালী সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

গোপীমোহন ঠাকুর (মৃঃ ১৮১৮)

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশীয় সম্ভ্রান্ত। দর্পনারায়ণের পুত্র। বিদ্বান ও হিন্দুধর্মনিষ্ঠ ; মুলাজোড়ে দ্বাদশ শিবমন্দির ও কালীমূর্তি তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সমধিক খ্যাত।

গোপীযন্ত্র

বাঁশ ও লাউখোল দ্বারা নির্মিত, তন্ত্রীযুক্ত একতার যন্ত্র। পুরাকালে 'জুগী' বা কানফাটা যোগীরা এই যন্ত্র সহযোগে রাজা গোপীচন্দ্রের করুণ রসাত্মক জীবনকাহিনী গাহিয়া বেড়াইত বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

গোবরের ব্যায়ামাগার

কলিকাতা গোয়াবাগানে এই ব্যায়ামাগর প্রতিষ্ঠিত। যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবরবাবু একজন মল্লবীর (জ ১৮৯৪)। তিনি বাঙালী যুবকদের ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য এই জিমনেসিয়াম স্থাপন করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানাদেশে নিজ মল্লশক্তি দেখাইয়াছেন। ইনি গামা ও কালুর নিকট কুস্তি শিক্ষা করেন।

গোবর্ধন বৈষ্ণবপদকর্তা

পদকল্পতরুতে ইহার ১৬টি পদ আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী'তে ৪ জন গো:র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন পদকর্তা নহে বলিয়া সতীশচন্দ্র রায় মত দিয়াছেন (প-ক-তঃ ৫ম ৫৩ ; Brajabuli 286-7)

গোবর্ধনদাস

গোস্বামী রামনাথ দাসের পিতা ; ইতি ১২ লক্ষ টাকার ইজারাদার ছিলেন। যবন হরিদাস ইঁহার গৃহে বহুকাল বাস করেন।

গোবর্ধন আচার্য্য

জয়দেবের পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবি ; আদি সপ্তশতীর (সাত শত শ্লোক) রচয়িতা বলিয়া খ্যাতি আছে।

গো-বসন্ত (Rinder-pest)

গরুর সংক্রামক ব্যাধি ; দেহের ভিতরে 'বসন্ত' হয়। ৬—১০ দিনের মধ্যে গরু মারা যায়। ১৮৬৫ অব্দে ইংল্যান্ডে ২ লক্ষ ৫০ হাজার গরু এই রোগে মরে ; ১৮৭৭ সালের পর সেদেশে এ প্লেগ আর হয় নাই। ভারতে প্রতি বৎসর কোনো না কোনো স্থানে গোমড়কে চাষীর সর্বনাশ হয়। এক প্রকার injection বাহির হইয়াছে, সময় মত দিলে নূতন আক্রমণ হয় না ; তবে ইন্‌জেকশনের গুণ স্থায়ী হয় না।

গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০—৭২) যাত্রাওয়ালা।

হুগলি জিলার জঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 'কালীয় দমন' নামে যাত্রা দল গঠন করিয়া বহু পালা-গান রচনা করেন। ইনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। 'শুকসারীর পালা,' 'চূড়া নুপুরের দ্বন্দ' প্রভৃতি রচয়িতা। যাত্রা, কথকতা ও কীর্তনে নাম করেন। (ব-স-সে ১৭৬)।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১২৬১—১৩২৫ বঙ্গাব্দ)

স্বভাবকবি নামে পরিচিত। নিবাস ঢাকা-ভাওয়াল-জয়দেবপুর। আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করেন ; তবে ভাওয়াল স্টেট তাঁহাকে বহুকাল বহুভাবে অর্থ সাহায্য করে। রচিত গ্রন্থ (১) প্রসুন (২) প্রেম ও ফুল, ১২৯৪, (৩) কুঙ্কুম ১২৯৮ (৪) মগের মুলুক (বিদ্রূপাত্মক কবিতা) (৫) কস্তুরী, ১৩০২ (৬) চন্দন, ১৩০৩ (৭) ফুলরেণু, ১৩০৩ (৮) জয়ন্তী, ১৩১২ (৯) শোক ও সান্ত্বনা, ১৩১৬ (১০) উচ্ছ্বাস। এ ছাড়া অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। (দ্রঃ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বভাবকবি গোবিন্দদাস ১৩৩০)

গোবিন্দচন্দ্র রায়

কবি। জন্মস্থান বরিশাল-মীরপুর। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও বহু নির্যাতন ভোগ করিয়া দেশত্যাগী হন ; প্রথমে কাশী ও পরে আগ্রায় গিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া অর্থশালী হন। ইঁহার রচিত কবিতা 'নির্মল সলিলে বহিছ সদা' ও বিখ্যাত সঙ্গীত 'কত কাল পরে বল ভারতরে দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে' অনেকেরই সুপরিচিত। বেরেলীতে মৃত্যু হয়।

গোবিন্দদাস, কবিরাজ (১৫৩৫—১৬১৩)

ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুতে ইঁহার ৪৬০টি পদ আছে। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড ; পিতা চিরঞ্জীব, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস ছিল ভাগীরথীতীরে কুমার নগর ; উহা ত্যাগ করিয়া শ্রীখণ্ডে বাস করেন ; এই স্থান চিরঞ্জীবের শ্বশুরালয়। শ্বশুরের নাম দামোদর সেন—'সঙ্গীত দামোদর' নামে বিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার কন্যা সুনন্দা চিরঞ্জীবের পত্নী ও গোবিন্দর জননী। চিরঞ্জীবের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দুই ভ্রাতা মাতুলালয়ে বাস করেন ; পরে মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্যর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লন ; কিন্তু গোবিন্দ শাক্ত ছিলেন ও বহুকাল সংসারধর্ম পালন করিয়া প্রায় প্রৌঢ় বয়সে ১৫৮২ অব্দের কিছু পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৪৬।৪৭ বৎসর

বয়সে বৈষ্ণব হন। পদ রচয়িতা হিসাবে ইঁহার যশ অমর। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—'সঙ্গীত মাধব' নাটক, 'কর্ণামৃত' কাব্য রচয়িতা। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিনী'র উপক্রমণিকায়, সতীশচন্দ্র রায় পদকল্পতরু ৫ম খণ্ডে ৫০-৮৯, গোবিন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সুকুমার সেন লিখিত History of Brajabuli 105-34 দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী (১৫৮৩ ?)

বৈষ্ণব পদকর্তা। শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের সমকালীন। ইনি সুকবি ও সুগায়ক। ইঁহার পদাবলী গোবিন্দদাসের পদের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; তবে ইনি বাঙলায় কবিতা রচনা করেন এবং বোধ হয় ব্রজবুলিতে লেখেন নাই; গোবিন্দদাসের পদাবলী ব্রজবুলিতেই রচিত। (দ্রঃ Brajabuli 135—8)

'গোবিন্দদাসের করচা'

শ্রীচৈতন্যর গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ভৃত্য ছিল। গোবিন্দ মহাপ্রভুর সহিত শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং একখানি 'করচা' বা জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া একদল লোকের বিশ্বাস। শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রতিপক্ষরা বলেন এই করচা আধুনিক যুগের রচনা।

গোবিন্দমাণিক্য (১৬৫৯)

ত্রিপুরার রাজা কল্যাণমাণিক্যের পুত্র; চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শিবলিঙ্গ স্থাপয়িতা। কনিষ্ঠ ছত্রমাণিক্যর চক্রান্তে কিছুকাল রাজ্যচ্যুত হন। ইঁহার সময় মুগলরা ত্রিপুরা অধিকার করে। (১৭ শতক) ইঁহার আখ্যায়িকা লইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও পরে 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন।

গোবিন্দরাজ

'মনুসংহিতা'র টীকাকার; ইঁহার টীকা অবলম্বন করিয়া কুল্লুক ভট্ট তাঁহার 'মুক্তাবলী' টীকা রচনা করেন। গোবিন্দরাজের পিতার নাম মাধব। ১১ শতকের লোক ছিলেন।

গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২—১৯০৪ দ্রঃ রাণাডে)

গোবিন্দলাল রায় (১৮৩৪—১৮৯৭)

রংপুর-তাজহাটের জমিদার। ইনি বিশেষ দাতা ছিলেন; দার্জিলিঙে ভারতীয়দের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস (Lowis Jubilee Sanatorium) স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৯৭এর ভূমিকম্পে আহত হইয়া মারা যান।

গোবিন্দলাল দত্ত

কলিকাতা রামবাগানের দত্ত পরিবারের লোক। ইঁহার দুই বিদুষী কন্যা অরু দত্ত ও তরু দত্ত (দ্রঃ)। ইনি খৃস্টান ছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ, শিখগুরু (১৬৬২—১৭০৮)

শিখদের দশম বা শেষ গুরু (১৬৭৫)। পিতা ৯ম গুরু তেগ বাহাদুর। গুরু গোবিন্দর জন্ম হয় পাটনা নগরীতে। ইনি শিখসমাজে জাতিভেদ উঠাইয়া শিখদিগকে একটি জাতিতে (খালসা) পরিণত করেন। ইঁহার আদেশে সকলেই 'সিংহ' উপাধি পায়; কেশ, কংখা, কড়া (বালা), কৃপাণ, কৌপীন সর্বদা ধারণ অবশ্য কর্তব্য করেন। শিখ ছিল ধর্ম সম্প্রদায়; ইঁহার সময়ে মুগলদের অত্যাচারের ফলে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা লাভ করে। ১৭০৮এ গোদাবরী তীরে একজন পাঠান কর্তৃক নিহত হন; এ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। (দ্রষ্টব্য তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গুরু গোবিন্দ সিংহ। শরৎকুমার রায় কৃত শিখগুরু ও শিখজাতি)।

গোয়ালী লতা, গুহালিকা (Vitis latifolia)

দীর্ঘ শাক লতা; ঘরের কাঁপের বা গাছের ছালের গর্তে শিকড় প্রবেশ করাইয়া চড়ে। পাতায় তিনটি পর্ণ থাকে। গরুর হাড়ে ব্যথা হইলে এই পাতা দিয়া বাঁধিয়া দেয়। বড় গোয়ালীর পাতায় ৭টা পর্ণ; পাতা রোমশ। সংস্কৃতে এই বড় জাতের গাছকে গোধাপদী বা হংসপদী বলে। (বৈদ্যক শব্দসিন্ধু ৩৮৭; যোগেশ; Chopra 588)

গোয়েন্দা বিভাগ

পুলিশের একটি শাখা। কোন অপরাধ সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেওয়া হইতেছে এই বিভাগের কাজ। বাংলাদেশের ও কলিকাতার গোঃ বিভাগ পৃথক। প্রথমটি ইন্সপেক্টর জেনারল অব্ পুলিসের অধীন; কলিকাতাস্থ গোঃ বিভাগ পুলিশ কমিশনরের অধীন। গোয়েন্দা বিভাগ দুই শ্রেণীর:—এক হইতেছে সাধারণ অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য, ইহাকে বলে সি, আই, ডি, C.I.D. (Criminal Investigation Department); অন্যটি হইতেছে রাজনৈতিক —ইহাকে বলে আই,বি, I.B. বা (Intelligence Branch)। কলিকাতার রাজনৈতিক গোঃ বিভাগকে Special Branch বলে।

গোরখনাথ, গোরক্ষনাথ

যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের গুরু। অসংখ্য জনপ্রবাদ মিশাইয়া ইঁহার জীবন-কাহিনী জটিল হইয়া গিয়াছে। ৭ম শতাব্দীর পূর্বে ইনি ছিলেন না—কিন্তু সময় বলা কঠিন; অনেকের মতে ১০ম শতক। জন্মস্থান জলন্ধর-পঞ্জাব। কানফাটা যোগীরা ইঁহার শিষ্য। তাহারা উঃ ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। গোরখপুর প্রধান তীর্থ। সংস্কৃতে ও হিন্দীতে বহু গ্রন্থ আছে। বাঙলায় 'ময়নামতীর গান,' 'গোরক্ষ বিজয়'

গ্রন্থসমূহ এই সম্প্রদায়ের সাহিত্য। বাঙলায় জুগী বা নাথরা এককালে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, এখন তাহারা হিন্দু। ইনি গুর্খাদের আদি পুরুষ বলিয়া কিম্বদন্তী। বৌদ্ধ মতে ইনি একজন মহাতান্ত্রিক, চৌরাশী সিদ্ধর অন্যতম। দ্রষ্টব্য ময়নামতীর গান; গোরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫৯—৬২; দীনেশ বাবুর মতে গোরক্ষনাথ ১১ শতকের লোক।

গোরখ চাউলা, গুলশকরী, (Sida spinosa)

বাংলা—বনমেথিয়া। সং নাগবলা। জবাদি বর্গের ক্ষুপ বিশেষ। পাতা পান পাতার মতো, পাতায় ৩ শিরা; বোঁটার কাছে ৩ আব আছে। পাতার নীচের পিঠ পাশুটা, ফুল ছোট শাদা, ফল পঞ্চকোষ হয়। বেড়েলা গাছের মত হঠাৎ দেখিতে; তবে বেড়েলার ফল দশ-কোষ। আয়ুর্বেদে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ; শব্দকল্পদ্রুম; Chopra 528)

গোরিং (Goering, Hermann)

জারমেন রাজনীতিক। জন্ম ১৮৯৩। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিমান-অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের পর সুইডিশ বিমান বিভাগের ব্যবস্থাকর্তা হন। ১৯২৩ মিউনিক দাঙ্গায় আহত হন। কিছুকাল বিদেশে কাটে। জারমান রাইখস্টাগের সদস্য '২৮; প্রেসিডেন্ট '৩২; প্রুশিয়ান প্রাইম-মিনিস্টার '৩৩; গোরিং পুলিশ ;বাহিনী সংগঠন '৩৩; বনবিভাগ ও শিকার বিভাগের কর্তা '৩৪। ইনি হিটলারের দক্ষিণ হস্ত।

গোরোচনা (Organic colour)

গরুর পিত্ত হইতে প্রাপ্ত পীতবর্ণ রঙ; এই রঙের নিমিত্ত গরুকে কেবল জাম পাতা খাওয়াইয়া রাখা হয়; এই আহারের ফলে গরু মারা যায়। ইহার নানা প্রকার ঔষধি গুণ আছে। (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ৩৬২; যোগেশ; Chopra 546)।

গোল আলু (Potato; Solanum tuberosum)

সুপরিচিত কন্দমূল। আলু নানাজাতীয় থাকিলেও সাধারণত এই আলুকেই লোকে 'আলু' বলে। চারিশত বৎসর হইল এই আলু ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে; ইহার আদিস্থান আমেরিকা। ১৫৩৮এ Pedro Cieza de Leon আলু সম্বন্ধে প্রথম লেখেন। বোধহয় ১৫৭০ উহা স্পেনে সর্বপ্রথম চাষের জন্য আনীত হয়। জাপানে ১৬০০, ফরমোসা দ্বীপে ১৬৫০ ও ভারতে ১৬৭২-৮১র মধ্যে আসে। ইংল্যান্ডে স্যর ওয়ালটার র‍্যালে প্রথম উহা আনেন। ইতালি ও স্পেনে তৎপূর্বেই আসে। ১৯ শতক হইতে চাষ রীতিমত সুরু হয়। ইহাতে শ্বেতসার ৬৪%, শর্করা ১৫%, প্রোটীন ৯%, তৈলাক্ত দ্রব্য ১%, আঁশাল পদার্থ ১১% আছে। আলু গাছের কাণ্ড, ফল নয়। ইহা কয়েক প্রকার হয়, দেশী, দার্জিলিঙ ও নৈনীতাল। বর্ষার পর পোঁতা হয়; বিঘায় ৩০।৪০ মন হয়। আলু মাটির মধ্যে ঝাড় বাঁধিয়া হয়। পাতা শাকের মত খাদ্য।

গোলক (Globe)

কাঠ, কাষ্ঠমণ্ড (pulp), পাতলা লোহচাদর বা আলুমিনিয়াম নির্মিত গোলাকার সামগ্রীর উপর পৃথিবীর মানচিত্র দেওয়া থাকে; ইহাতে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা প্রভৃতি থাকে এবং সেইজন্য ইহার সাহায্যে ছাত্রদের ভুগোল শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

কয়েকটি বিখ্যাত গোলক

প্রাচীনতম খ-গোলক (Celestial G.) খৃ পূঃ ৩০০ অব্দে নির্মিত হয়; ইহার পরিধি ৬½ ফুট, ইহা নেপ্‌লস শহরে আছে। আরবদের রচিত একটি খ-গোলক (১০৮০ খৃ অ) ফ্লোরেন্সে আছে। প্রাচীনতম ভূ-গোলক ১৪৯২এ জারমেনী-নুরেমবুর্গের মার্টিন বিহাল্‌ম (Behalm) নির্মিত। ১৫১৭এ তৈয়ারী একটি গ্লোব নিউ ইয়র্কে আছে। টাইকো ব্রাহির (Tycho Brahe) আদর্শানুযায়ী রচিত গ্লোব ডেনমার্ক-হোল্‌স্টাইনের রাজা ১৭১৩এ রুশিয়ার জার পিটারকে উপহার দেন। কেম্‌ব্রিজ-পেম্‌ব্রোক কলেজে ১৮ ফুট ব্যাসের একটি গোলক ১৭৩৩এ নির্মিত হয়। লনডনের লিচেস্টার স্কোয়ারে ৬০ ফুট ৪ ইন্‌চি ব্যাসের একটি গোলক ১৮৫১এ নির্মিত হইয়াছিল; পরে উহা নামাইয়া ফেলা হয়। প্যারিসে ১৮৮৯ অব্দে ৪২ ফুট ব্যাসের একটি গোলক তৈয়ারী হয়।

গোলগম্বুজ

বিজাপুরের সুলতান মোঃ আদিল শাহর (১৬২৬-৫৬) কবরের উপর যে ইমারত আছে তাহার গম্বুজ; ইহা মেঝে হইতে ১৭৫ ফুট উচ্চে নির্মিত। (গম্বুজ দ্রঃ)।

গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) দ্রঃ রাউন্‌ড্ টেবল কনফারেন্স।

গোলনুড়ি (Shingle)

গোলন্দাজ (Artillery)

সৈন্য বিভাগে যেসব কামান গাড়ীর উপর করিয়া চালিত হয়, তাহাকে সাধারণত 'আর্টিলারি' বলে। মধ্যযুগের কামান বর্তমানের তুলনায় অনেক ছোট ও কম মারাত্মক ছিল; সেগুলিকে ঘোড়ায়-টানা গাড়ীতে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া যাইত; এইসব কামান সাধারণত নগর অবরোধ করিবার ও বিশেষভাবে প্রাচীর ভাঙিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে কামান ও বিস্ফোরকের আশ্চর্য উন্নতি হইয়াছে; এবং গোঃ বিভাগও নানাভাবে গঠিত হইয়া সমর বিভাগের

।বশেষ একটি অঙ্গ ও প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। আর্টিলারির অঙ্গ—(১) কামান, গাড়ী, বিস্ফোরক গোলা ও অন্যান্য পদার্থ; (২) সৈনিক ও সেনাপতি; গাড়ী-চালক; যন্ত্রশিল্পী। (৩) বাহন ও বাহক—ঘোড়া বা খচ্চর; মোটরগাড়ী ইত্যাদি। সাধারণ ছয়টি কামানের দলকে 'ব্যাটারি' বলে। মেশিনগানকে আর মধ্যে ধরা হয়।...ভারতের রয়েল আর্টিলারিতে শান্তির সময়ে এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত থাকে: (১) রয়েল হর্স আঃ—৪টি ব্যাটারি; প্রত্যেক ব্যাটারিতে ৬টি করিয়া ১৮-পাউণ্ডী কামান আছে। ২ ফীলড্ ব্রিগেড্—৪টি উচ্চ স্তরের ও ৪টি নিম্নস্তরের ব্রিগেড্ লইয়া গঠিত; প্রত্যেকটি ব্রিগ্রেডে ৪টি করিয়া ব্যাটারি আছে। (৩) ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ব্রিগেড্—পার্বত্য অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হয়। ইহাতে ৬টি ব্রিগেড্ আছে। প্রত্যেকটিতে ৪টি ব্যাটারি, ইহার মধ্যে একটি থাকে বৃটিশ। (৪) মিডিয়াম ব্রিগেড্ (৫) হেভি ব্রিগেড্—বোম্বাই ও করাচীতে আছে, বন্দর রক্ষার জন্য শক্তিশালী ব্যাটারি আছে। (৬) অ্যান্টি-এয়ার—বোম্বাইতে একটি ব্যাটারি আছে।...মথুরা ও আম্বালা গোলন্দাজী শিক্ষার কেন্দ্র।

গোলপাতার গাছ (Nipa fruticans)
তালাদিবর্গের প্রকাণ্ড হীন ক্ষুপ; সুন্দরবনে, কলিকাতার দক্ষিণে জন্মে। ইহার পাতায় পূর্বে ছাতা হইত, এখন ঘরের ছায়ানি হয়। কলিকাতার কাছে এখনো দেখা যায়। (যোগেশ)

গোল মরিচ (Piper nigram)
তাম্বুলাদি বর্গের লতা; মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে বন্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ও বিশেষভাবে আসামে ইহার চাষ কোথাও কোথাও হয়। লতাকাণ্ড ও শাখা গ্রন্থিযুক্ত; প্রতি গ্রন্থি হইতে শিখা নির্গত হইয়া আশ্রয় বৃক্ষকে বেষ্টন করে।পুং ও স্ত্রী গাছ পৃথক; এ কারণ গাছ জন্মিলেই ফল হয় না। ইহা বহু ঔষধে লাগে। এই লতার ফল বা গোল-মরিচ (Black pepper) শুকাইয়া বিক্রয় হয়। (বনৌষধি ৫৪৫)

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী (১৮৪৩—১৯১৫)
সংস্কৃত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া শাস্ত্রী হন। ১৮৭৩ হাইকোর্টের উকীল হন। ১৮৮৮ ঠাকুর ল অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা করেন। ইউনিভার্সিটী ল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র বা ব্যবহার সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

গোলাপ সিংহ (মৃঃ ১৮৫৭)
কাশ্মীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতামহ জোরাবর সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর ইংরেজরা ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু টাকা শিখসরকার হইতে দাবী করে; শিখ রাজকোষে অর্থাভাবহেতু গোলাপ সিংহ ৭৫ লক্ষ টাকা শিখ সরকারকে দিয়া কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য লাভ করেন।

গোলাপ জাম (Rose apple, Eugenia Jambos) জম্বুকাদি উদ্যানজাত ফল তরু। পাকা ফল লাল বলিয়া গোলাপ জাম বলে। ফুল সুগন্ধ, ফলের মধ্যে বড় বীজ থাকে। ক্ষুদ্রবৃন্ত পত্র; ফুল বড় বড়।

গোলাপ (Rose)
ফুল গাছ। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে এই পুষ্প ক্ষুপের নানা জাতি আছে; এ গাছ পূর্বে ভারতে ছিল না, মুসলমানরা পারস্য হইতে আনে। 'গোলাপ' শব্দের অর্থ ফুল হইতে যে জল পাওয়া যায় (গুল+অপ্)। বসোরা গোলাপ কদাকার, কাঁটাযুক্ত, শাদা ও লাল দুই প্রকার ফুল হয়। এই গোলাপ হইতে আতর হয়। বসন্ত কালে একবার ফোটে। অন্য গোঃ বছরে দুইবার ফোটে; শীত ও বর্ষায় চাষ হয়। এই ফুল হইতে চোলাই করিয়া যে জল বাহির হয় তাহাকে গোলাপ জল বলে। ইউরোপে বহু প্রকারের গোলাপ গাছ কলমের সাহায্যে তৈয়ারী করা হইয়াছে।

গোলাপ যুদ্ধ (War of the Roses ১৪৫৬—৮৪)
ইংল্যান্ডের গৃহ যুদ্ধ। রাজা ৬ষ্ঠ হেনরী (রাজত্ব ১৪২২—৬১, মৃঃ ৭১) উন্মাদগ্রস্ত হইলে, ইয়র্কের ডিউক রিচার্ড সিংহাসন দাবী করেন। রিচার্ড ছিলেন ৩য় এডোয়ার্ডের ৪র্থ পুত্র, ইয়র্কের ডিউক এডমন্ডের পৌত্র; তাঁহার মাতার দিক হইতে তিনি ৩য় এঃর দ্বিতীয় পুত্র ক্লেরান্সের বংশধর। এই সম্বন্ধ সূত্রে তিনি সিংহাসন দাবী করেন।...হেনরীর দলের লোকেরা লান্‌কাস্ট্রিয়ান ও রিচার্ডের দল ইয়র্কিস্ট নামে পরিচিত; হেনরীর দল 'লাল গোলাপ' ও রিচার্ডের দল 'শাদা গোলাপ' নিজ নিজ চিহ্ন রূপে ধারণ করেন; সেই হইতে এই যুদ্ধ গোলাপ যুদ্ধ নামে খ্যাত। উভয় দলের মধ্যে ৩০ বৎসর খণ্ড যুদ্ধ চলে। শেষ যুদ্ধে হেনরী টিউডর বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে (১৪৮৫) ৩য় রিচার্ডকে পরাস্ত ও নিহত করিলে গোলাপ যুদ্ধের অবসান হয়। হেনরী ইয়র্কিস্ট বংশের ৪র্থ এডোয়ার্ডের কন্যাকে বিবাহ করিয়া উভয় বংশকে মিলিত করিলেন। হেনরী ইতিহাসে ৭ম হেনরী নামে খ্যাত।

গোলাম হোসেন খাঁ
মুসলমান ঐতিহাসিক। ১৭৮৩ অব্দে মিঃ জর্জ উড্‌নী নামে ইংরেজের অনুরোধে ইনি 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' নামে বাংলাদেশের একখানি ইতিহাস পারশি ভাষায় রচনা করেন। গ্রন্থকারের নিবাস ছিল মালদহ জিলা।...

রামপ্রাণ গুপ্ত ইহার বাংলা তর্জমা করিয়াছেন (১৯০৭)। ইংরেজিতে বহু টীকা টিপ্পনী সমেত তর্জমা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গোলাম হোসেন খাঁ তবতবা, সৈয়দ

'সিয়ার-উহুল মুতাক্ষারিন্' নামে পারশি ভাষায় লিখিত ইতিহাসের রচয়িতা। লেখক সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী ছিলেন; তিনি প্রথমে মুগল বাদশাহর অধীনে, পরে মীর কাশিম ও কোম্পানীর নিকট ও তৎপরে অযোধ্যার নবাবের কাছে চাকুরী করেন। সুতরাং সমসাময়িক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মুগল সাম্রাজ্যের শেষাংশের ও বৃটিশ প্রভুত্বের প্রথম ভাগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে।

গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী, মির্জা (১৮৪০—১৯০৮)

(দ্রঃ আহমদ, মির্জা গুলাম)।

গোলকধাম

এক প্রকার কড়ি খেলা। একখানা ছক কাটা কাগজের উপর-দিকে গোলকধাম, নীচে নরক ও মধ্যে নানা তীর্থের নাম। দুই তিন বা ততোধিক লোকে কড়ি লইয়া খেলে; দান পড়িলে ঘুঁটির চাল হয়।

গোল্ডস্টুকার (Goldstucker, Theodore ১৮২১—৭২)

জারমেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮৫০ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পানিনি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন (১৮৬১) ও পানিনির মহাভাষ্য সম্পাদন করেন (১৭৭৪)। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধের রচয়িতা।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড (Gold Standard)

স্বর্ণমান। যখন কোন দেশের চলৎসিক্কা স্বর্ণমুদ্রা হয় এবং তাহার দ্বারা আভ্যন্তরীন ও বিদেশের যেসব দেশে ঐ একই মান ও মূল্যের মুদ্রা চলে তাহাদের সহিত বাণিজ্য চলে বা তাহাদের ঋণশোধ করা হয়, তখন উহা 'স্বর্ণমানে' চলিতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু যখন স্বর্ণমান-দেশের সহিত স্বর্ণমান-দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য চলে, অথচ উভয়ের মুদ্রার মান ও মূল্য এক নহে বা মুদ্রায় খাদের অনুপাতে তারতম্য থাকে, তখন বিনিময়ের সময়ে 'সমধাতু বিনিময় হার' নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ দুটি দেশের চলৎসিক্কার স্বর্ণ ওজন করা হয় এবং উভয়ের বিনিময়ের হার স্থির করা হয়; এই বিনিময়-হারটা আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের টান যোগানের উপর নির্ভর করে। স্বর্ণমান ও রৌপ্যমানের মধ্যেও এইভাবে বিনিময় হার স্থির করা হয়। (দ্রঃ স্বর্ণমান)

গোল্ডস্মিথ (Goldsmith, Oliver ১৭২৮—৭৪)

ইংরেজ লেখক ও কবি। দরিদ্র আইরিশ পুরোহিতের পুত্র। ১৭৫৬এ ইংল্যান্ডে আসেন। ডাঃ জনসন্, বার্ক প্রভৃতির বিশেষ বন্ধু। The Vicar of Wakefield গল্পের বই ও The Deserted Village, Traveller কবিতাগ্রন্থের লেখক। অন্যান্য গ্রন্থ The Citizen of the World, She stoops to conquer প্রভৃতি।

গোশাল মস্করিপুত্র

জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীর ও সঙ্ঘ প্রচারক বুদ্ধদেবের সমকালীন জনৈক ধর্ম প্রচারক। ইনি প্রথমে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন; কিন্তু পরে নিজে সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা করেন। বুদ্ধ ও মহাবীরের সহিত ইঁহার অনেক বিষয় বিচার হয়; সেসব আলোচনা জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে।

গোশালা

ভারতের নানাস্থানে বৃদ্ধ গরু ও অন্যান্য পশু রাখিবার স্থান। মাড়োয়ারীরা অর্থ দিয়া পিঁজরাপোল বা গোশালা স্থাপন করিয়াছেন।

গো-সাপ (Varanus salvator)

চতুষ্পদ সরীসৃপ—ছোট কুমীর বা বড় টিকটিকির মত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ হাত হয়। জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত; চক্ষুতারা গোল, বুক আপীত। জলাভূমি, পুকুর, নদীর নিকটস্থ বনে থাকে। ইহার চামড়ায় তৈরী জিনিষ পত্র সৌখীন লোকে ব্যবহার করে। ইহাদের হত্যা করার সময় সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের নিয়ম নিষেধ আছে। (যোগশ ২৪৫)

গো-সালিক

সাধারণ সালিকের জ্ঞাতি; গৃহস্থ বাড়ীতে বড় আসে না; ঝাঁকে ঝাঁকে মাঠে বাগানে চরে। ডানা ও শরীরের অনেকটা কালো, গায়ে ও পিছনের পালক শাদা, ঠোঁট লাল। গাছে নোঙরা ধরনের বাসা বাঁধে।

গো-হত্যা

ঈশ্বরের নামে পশু উৎসর্গ করিয়া উহার মাংস আহারের রেওয়াজ আদিম যুগ হইতে মানবের মধ্যে দেখা যায়। যাযাবর যুগে গো-বধ করিয়া আর্যরা উহার মাংস খাইত; ভারতে প্রবেশের পরেও তাহাদের এই অভ্যাস ছিল। পরে কৃষির সহিত ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিয়া অথবা উষ্ণপ্রধান দেশে ইহার আহার ক্ষতিকর বুঝিয়া অথবা বৌদ্ধ ও জৈনদের অহিংসা ধর্মমত প্রচারের ফলে গো-বধ নিষিদ্ধ হয়। তারপর মুসলমান তুর্কীরা আসিয়া আহার ও কোরবানীর জন্য গো-হত্যা আরম্ভ করে।

গো-হত্যা লইয়া বর্তমানে হিন্দুরা অত্যন্ত আপত্তি করে ও মুসলমানরা জিদ করে এবং এই লইয়া প্রায় দাঙ্গা হয়। আহারের জন্য মুসলমানরা বড় শহরে গো বধ করে এবং বাজারে মাংস বিক্রয় করে। (দ্রঃ কশাইখানা)। সাহেব ও বৃটিশ সৈন্যদের জন্য গোহত্যা হয়। দরিদ্র মুসলমানরা যে সব গরু খায় তাহা সাধারণত বৃদ্ধ, রুগ্ন,—সামাজিক দিক হইতে অপ্রয়োজনীয়। গো-হত্যার সহিত দেশে চর্ম-ব্যবসায় ও চর্ম শিল্প সংযুক্ত। গ্রামে এক শ্রেণী মুচিদের নামে বদনাম আছে যে তাহারা চামড়া পাইবার জন্য গোপনে গরুকে বিষ দিয়া বধ করে; শোনা যায় কুঁচের সূচ বানাইয়া তাহা গরুর গায়ে ফুটাইয়া দিয়া গো-বধ করে অথবা গো-চারণ ভূমিতে বিষ ছড়াইয়া গোমড়ক ঘটাইয়া থাকে। হিন্দুরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত গো-হত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করে। গরু গলায় ফাঁস লাগিয়া মরিলে মালিককে গলায় দড়ি বাঁধিয়া গরুর মত ডাকিয়া ডাকিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। দেশে প্রতি বৎসর কত গো-হত্যা হয় তাহার হিসাব পাওয়া যায় না; কেবল মিউনিসিপাল কশাইখানার সংখ্যা পাওয়া যায়। কলিকাতা শহরে বৎসরে প্রায় ১,০৭,৭০০ গরু ও ৩০০০এর উপর বাছুর জবাহ করা হয়।

গো-হত্যার তালিকা (১৯৩১)

মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গরু	১২,১৫৬,০০০
	বাছুর	৮, ৫৩২,০০০
আর্জেনটাইন	গরু	৫,৩৮৬,০০০
কানাডা	,,	১,৭০২,০৫০
উরুগয়ে	,,	১,১০২,০০০
জারমেনী	গরু	৩,৬৭৬,০০০
	বাছুর	৪,০৯২,০০০
সোভিয়েট রুশ	গরু	১৪,৫৬৫,০০০
	বাছুর	১৮,৪৩১,০০০
ইংল্যান্ড প্রভৃতি	গরু	১,৭২৯,৭০০
	বাছুর	৮৫৬,০০০
পোল্যান্ড	গরু	১,৩০২,০০০
	বাছুর	২,৩৫২,০০০

পৃথিবীর সকল দেশের তালিকা যোগ দিলে বহু কোটি হয়। (দ্রষ্টব্য Statistical Year Book 1934-35. P 79-82)

গৌড়পাদ আচার্য্য (৭ম শতক ?)

অদ্বৈতমতের অন্যতম আচার্য। শঙ্করাচার্যর পূর্বে ইনি আবির্ভূত হন ও অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া শঙ্করের পথ সুগম করিয়া রাখেন; তাঁহার প্রধান গ্রন্থ মাণ্ডুক্য-কারিকা (২১৫ শ্লোকাত্মক)। ভড়িন্ন সাংখ্য-কারিকা ভাষ্য, উত্তরগীতা ভাষ্য, শ্রীবিদ্যা তন্ত্র ভাষ্য প্রভৃতি তাঁহার রচিত।

গৌতম

(১) প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা, গোতম মুনির পুত্র। রাজা বৈণ্যের যজ্ঞে অত্রি ঋষির সহিত ইঁহার ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করেন। কৃপ ও কৃপী ইঁহার সন্তান।...অহল্যাকে ব্রহ্মা ইঁহার ভার্যারূপে দান করেন, শতানন্দ নামে পুত্র জন্মে। ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরিয়া অহল্যাকে প্রতারণা করিলে ইঁহার শাপে অহল্যা পাষাণ হইয়া যান এবং ইন্দ্রও অভিশপ্ত হন। রামচন্দ্র অহল্যাকে উদ্ধার করিলে গৌতম হিমালয় হইতে ফিরিয়া অহল্যার সহিত পুনরায় বাস করেন।...বোধ হয় একাধিক গৌতমের জীবনী একত্র গ্রথিত হইয়াছে।...সাম বেদীয় ধর্মসূত্রের মধ্যে গৌতম ধর্মসূত্রই প্রধান; উহা ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, সুত, মাগধ প্রভৃতি ১৮টি সঙ্কর বর্ণের উল্লেখ আছে।

(২) ন্যায়দর্শনের সূত্র রচয়িতা; তাঁহার অপর নাম অক্ষপাদ, মেধাতিথি, কাহারো মতে গোতম। কাহারো মতে গৌতম ও অক্ষপাদ পৃথক ব্যক্তি। ন্যায়সূত্রের প্রাচীন অংশ অনুমান ৫৫০ খৃঃ পূঃ গৌতম রচনা করেন এবং নূতন অংশ ১৫০ খৃঃ পূঃ অক্ষপাদ রচনা করেন। তবে অন্যেরা ইহা স্বীকার করেন না। (দ্রঃ ন্যায় দর্শন)।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী

দক্ষিণাপথের সাতবাহন রাজবংশের রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী (১৫৭-১৩৭ খৃ অ) শক, যবন (গ্রীক) ও পহ্লবগণকে পরাজিত করেন; ইঁহার রাজ্য মালব ও কাথিবাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; শেষ জীবনে উজ্জয়িনীর শকরাজা রুদ্রদামের দ্বারা পরাভূত হন। ইঁহার পুত্রের নাম পুলমায়ি।

গৌর (Bos gaurus)

বন্য গো (দ্রঃ গবয়)। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বর্মা, ওড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অরণ্যে বন্য-গো আছে। পার্বত্য জাতিরা ইহাদের খানিকটা ঘরপোষা করিয়া কাজে লাগাইতেছে। বর্ণ প্রায় কালো; দুই শিঙের মাঝখানটা খুব গোলপানা; কান বড়; দেহ পুষ্ট; গলকম্বল নাই। ষাঁড়গুলি ৬ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, কিন্তু পিছন দিকটা বেশি নিচু। গৌররা খুব ভীরু প্রাণী ও সেইজন্য দল বাঁধিয়া বনে ঘোরে।

গৌর, স্যর হরিসিংহ, এম-এ, ডি-লিট্

জন্ম ১৮৭২। শিক্ষা নাগপুরে। ব্যারিস্টার। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর ১৯২২—২৬। ভারতীয় ব্যবস্থা সভার সদস্য ১৯২১—৩৪। জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির সদস্য ১৯৩৪। ইনি হিন্দুদের আইন গ্রন্থ Penal Law of India, Law of Transfer of Property প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। Spirit of Buddhism প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। ইনি হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ-আইন প্রবর্তন করেন।

গৌর আইন (Intercaste Marriage Act)

স্যর হরিসিং গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আইন আনিয়া পাশ করেন—উহার দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে। ১৮৭২এর তিন আইন মতে বিবাহকে সিবিল বিবাহ বলে; পাত্রপাত্রী কোনো ধর্মেরই লোক নহে—ইহা ঘোষণা করিতে হয়। গৌর আইন মতে সেরূপ করিতে হয় না। তবে এই আইনানুসারে হিন্দু অহিন্দুর মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না; এই আইনমতে অসবর্ণ বিবাহ করিলে পৈতৃক দেবত্রাদি সম্পত্তি হইতে বিবাহকারী বঞ্চিত হইতে পারে।

গৌরগোবিন্দ রায় (মৃঃ ১৩:৮)

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানী সাধক। জন্মস্থান পাবনা-সিরাজগঞ্জ-বাগবাটী গ্রাম। ইনি পুলিশ বিভাগে কার্য করিতেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের পরিবর্তন হয় ও তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'গীতা সমন্বয় ভাষ্য' ও 'বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য' রচনা করেন; এই দুই গ্রন্থের পাণ্ডিত্য অসাধারণ; গ্রন্থ দুইখানি সর্বজন সমাদর লাভ করিয়াছে।

গৌরমোহন আঢ্য (১৮০৫—৫৪)

কলিকাতায় ১৮২৩এ ওরিএণ্টাল সেমিনারি নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেকালে এই ইংরেজি স্কুল খোলা হয়, তখন ভাল স্কুল মাত্রই খৃস্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই বিদ্যালয় সে যুগে বিশেষ খ্যাত হইয়াছিল।

গৌরসুন্দর দাস

'কীর্তনানন্দ' নামে পদগ্রন্থের সম্পাদক। এই গ্রন্থে ৬৫০ পদ আছে। পদগ্রন্থখানি বহরমপুর হইতে বনওয়ারিলাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গৌরসুন্দর দাসের কয়েকটি পদ পদকল্পতরুতে আছে। তবে ইনি অন্য গৌর কি না বলা যায় না।

গৌর, শ্রীচৈতন্য (দ্রঃ চৈতন্য মহাপ্রভু)

গৌরীদাস

বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইজন গৌরীদাসের নাম পাওয়া যায়। প্রথমজন পণ্ডিত গৌরীদাস ঠাকুর নামে পরিচিত। ইনি অম্বিকা-কালনা নিবাসী মুখটী-বংশীয় কংসারি মিশ্রর পুত্র ও সূর্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। উভয় ভ্রাতা চৈতন্য ও নিত্যানন্দর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। গৌরীদাস ভাল কাঠখোদাইকর ছিলেন এবং কিম্বদন্তী ইনি নিতাই-গৌরের দুই মূর্তি খোদাই করেন। নিত্যানন্দ পরে সূর্যদাসের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। গোঃ পদকর্তা ছিলেন।...দ্বিতীয় গৌরীদাস কীর্তনিয়া ছিলেন। ইনিও নিত্যানন্দর সমসাময়িক। (দ্রষ্টব্য প-ক-ত; ৫ম ৮৪; Brajabuli 807-9)

গৌরীশঙ্কর ওঝা

হিন্দীভাষী পণ্ডিত। ভারতীয় লিপি সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন; ইঁহার রচিত রাজপুতানার ইতিহাসও প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইনি জেমস্ টড্ লিখিত রাজস্থানের ইতিহাসের বহু তথ্য অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি আজমীরবাসী ও অন্যান্য গ্রন্থ রচয়িতা।

গৌরীশঙ্কর দে (১৮৪৫—১৯১৪)

গণিতের অধ্যাপক; পিতা রামসুন্দর দে; আদি নিবাস সিলেট। গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় কলিকাতায়। ১৮৬৭ এম.এ. পাশ করেন ও ১৮৭০এ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান নাম Scottish Churches College) গণিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ৪৭ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার গণিতের বই সুপরিচিত।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (বঙ্গাব্দ ১২০৭—১২৬৫)

সাংবাদিক। জন্মস্থান সিলেট। টোলে পাঠ শেষ করিয়া হাঁটিয়া নবদ্বীপে আসেন ও তথায় অধ্যয়ন করেন। ইনি রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'রসরাজ' পত্রিকার সম্পাদক রূপে ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকরে'র সহিত কবিতায় যুদ্ধ চালাইতেন। পরে স্বয়ং 'সংবাদ ভাস্কর' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ভূগোল, জ্ঞানপ্রদীপ নামে পুস্তক রচয়িতা। ইনি অবিবাহিত ছিলেন ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে তৎকালে পরিচিত হইয়াছিলেন।

গৌরী সেন

'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—প্রবাদ বাক্য বাংলাদেশে প্রচারিত আছে। কোম্পানীর আমলে বহরমপুর নিবাসী এক দানবীরের নাম ছিল গৌরী সেন। কলিকাতার আহিরিটোলায় ইঁহার বাড়ী এখনো আছে। দেনার দায়ে যাহারা জেলে যাইত, ইনি তাহাদের টাকা দিয়া উদ্ধার করিতেন। ইনি সুবর্ণ বণিক পরিবারের লোক ছিলেন। গল্প আছে যে একবার ইনি সাতখানি নৌকাযোগে মাল মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন; নৌকা পৌঁছাইলে দেখা গেল যে নৌকার মাল রৌপ্যে পরিণত হইয়াছে।

গ্যাডোলিনিয়াম্ (Gadolinium)

দুষ্প্রাপ্য ভৌতিক পদার্থ বা Element। ১৮৮০তে Marignac নামে বিজ্ঞানী গ্যাঃ ও টেরবিয়াম্ (terbium) নামে পদার্থ দুটি ও গ্যাডোলাইনাইট মৃত্তিকার মধ্য হইতে আবিষ্কার করেন। ইহার পরমাণবিক ওজন ১৫৭·৩; ও

অ্যাটমিক সংখ্যা ৬৪।...গ্যাডোলাইনাইট নামে মৃত্তিকা দেখিতে সবুজ কৃষ্ণাভ; ইহা টেক্সাস্ (U. S. A.), সুইডেন ও নরওয়েতে পাওয়া যায়। ১৭৯৪ অব্দে (J. Gadolin) গ্যাডোলিন নামে সুইডিস রসায়নী এবিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন এবং তাঁহা হইতে এই ভৌতিকের নামাকরণ হইয়াছে।

গ্যারিক (Garrick, David ১৭১৭—১৭৭৯)

ইংরেজ অভিনেতা। ১৭৪১এ প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ১৭৪৭এ Drury Lane থিএটরের মালিক হন ও শেক্সপীয়ারের নাটকে অংশ গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ডাঃ জনসন লেখেন যে জাতির আনন্দ অন্ধকারময় হইল। ('eclipsed the gaiety of nations')

গ্যারিবল্‌ডি (Garibaldi, Giuseppe)

(১৮০৭—৮২) ইতালীর বীর সেনাপতি। মাৎসিনির 'ইয়ং ইতালী' দলের সদস্য ছিলেন। ১৮৩৪এ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষ্ফল হইলে পলায়ন করিয়া দঃ আমেরিকায় বাস করেন ১৮৩৪—৪৮। ১৮৪৮এ ইউরোপে ফিরিয়া ইতালীর স্বাধীনতা সমরে সার্দিনিয়ার রাজার পক্ষে যোগদান করেন। ১৮৫৯এ পুনরায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও তাঁহার অজেয় লালকোর্তা (Red Shirt) স্বেচ্ছাবাহিনী লইয়া সিসিলী, নেপল্‌স প্রভৃতি স্থান বিদেশীদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে রোম ব্যতীত সমগ্র ইতালীর রাজা করিতে সমর্থ হন। ১৮৭০এ ফ্রান্সে যান ও জারমেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৮২এ মৃত্যু হয়। বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিত গ্যারিবলডির জীবনী আছে।

গ্যাল্‌টন (Galton, Sir Francis ১৮২২-১৯১৯)

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারুইনের আত্মীয় ভ্রাতা। চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে গ্রাজুএট হন, কিন্তু প্রাক্‌টিস্ করেন নাই। আফ্রিকার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন (১৮৫৩) ও আবহবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কিন্তু তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়াছে Heredity বা বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। এ ছাড়া মানুষের আঙ্গুলের ছাপ যে সকলেরই পৃথক এবং তাহার পরিবর্তন হয় না—এই তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেন। ১৯০৪এ লন্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে Eugenics বা সুজনন বিদ্যার গবেষণার জন্য অর্থ দান করেন।

গ্যালন (Gallon)

তরল পদার্থের মাপ। 8 pint বা 4 quarts। ২৭৭.২৭৪ ঘন ইঞ্চি। চারি বড় বোতল; প্রায় ৩ সের। ৬ ইঞ্চি উচ্চ ও ৭ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গোল চোঙা পাত্রে ১ গ্যাঃ তরল ধরে। (ইম্পিরিয়াল গ্যালন্=২৭৭¼ ঘঃ ইঃ।) ১৮২৪ অব্দে গ্রেট বৃটেনে এই মাপকে আদর্শ-মান বলিয়া স্থির করা হয়। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৩১ ঘন ইঞ্চি।

গ্যালভানাইজিং (Galvanising)

লোহার উপর দস্তার দ্রবণ মাখানোর পদ্ধতিকে গ্যাঃ বলে। গলিত দস্তা ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ মিশাইয়া দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লোহার বা ইস্পাতের চাদর ডুবাইলে গ্যাঃ হয়। ইস্পাতের তার (wire) প্রভৃতিও গ্যাঃ হয়। ১৭৪২এ ফরাসী বিজ্ঞানী Paul J. Malouin এই প্রথার উদ্ভাবক; ১৮৩৭এ H. W. Crawford ইহার প্রথম পেটেণ্ট লইয়া গ্যাঃ কাজ আরম্ভ করেন।

গ্যালভানিক ব্যাটারি (Galvanic battery)

দ্রষ্টব্য ব্যাটারি।

গ্যালভানি (Galvani, Luigi ১৭৩৭-৯৮)

লুইগি গ্যালভানি ইতালীর বোলগ্‌না (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শারীরবিদ্যার পরীক্ষার জন্য ব্যাঙের একখণ্ড মাংসপেশীকে লবণের জলে ভিজাইয়া তামার তার দিয়া ঝুলাইয়া রাখেন। তিনি হঠাৎ দেখেন বাতাসের গতিতে উহা যখন বারান্দার লোহার রেলিঙে ঠেকিতেছে, তখন মাংসপেশীটির সঙ্কোচ ঘটিতেছে। ১৭৯১এ তিনি On the force of Electricity in Muscular movement নামক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ইহা হইতে বৈদ্যুৎ বিজ্ঞানের আরম্ভ হয়। অবশ্য Volta এ বিষয়ে আরও তথ্য প্রকাশ করেন। ফরাসীদের দ্বারা Cisalpine Republic প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উহার অধীনে শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন; সেই অপরাধে বোলোগ্‌নার অধ্যাপক পদ হইতে অপসারিত হন।

গ্যাল্‌ভানোমিটার (Galvanometer)

বৈদ্যুতপ্রবাহ ও শক্তি মাপিবার যন্ত্র। Oersted, Ampere, Schweigger ও লর্ড কেল্‌ভিন এই যন্ত্রের উন্নতি করিয়াছেন।

গ্যালারি (Gallery)

ঘরের মধ্যে কিছু উঁচুতে বারান্দার ন্যায় মঞ্চকে গ্যাঃ বলে। ইংল্যান্ডে নরম্যান যুগের হল ঘরে এই প্রকার মঞ্চ প্রথম নির্মিত হয়; কিন্তু এলিজাবেথিয়ান্ যুগে এই ধরণের ঘর করার রেওয়াজ হয়। ছবি সংগ্রহ করিয়া ধনীরা এইখানে সাজাইয়া রাখিতেন; কালে ছবি ও আর্টের সামগ্রী রাখার স্থানকেই 'গ্যালারি' আখ্যা দেওয়া হইল এবং 'আর্ট গ্যালারি' শব্দ প্রচলিত হইল।...খনির মধ্যে যেখানে কয়লাদি কাটা হয় তাহাকে গ্যালারি বলে।...সার্কাস, থিএটর প্রভৃতির মঞ্চ, যেখানে দর্শক বা শ্রোতারা বসে তাহাকেও গ্যালারি বলে।

গ্যালিয়াম (Gallium)

অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ভৌতিক পদার্থ বা element, দস্তাদি ধাতুর জাতি ; মেন্‌ডেলীফ্‌ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন যে Eka-aluminum নামে একটি পদার্থ zincএর পরেই পাওয়া যাইবে। ১৮৭৫এ Lecoq de Boisbaudran পিরীনিস পাহাড়ে দস্তাচুরের (zinc blende) মধ্যে ইহাকে আবিষ্কার করেন। ইহা দেখিতে রূপার মত শাদা ; ৮৬° (৩০·১৫ c) তাপে গলে ; অ্যাটমিক ওজন ৬৯·৭২ ; অ্যাঃ সংখ্যা ৩১।

গ্যালিলিও (Galilio, Galilei ১৫৬৪—১৬৪২)

জ্যোতির্বিদ। জন্মস্থান পিসা, ইতালী। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে পাদুয়া (Padua) ও ফ্লোরেন্সের (Florence) অধ্যাপক। টেলিস্কোপ নির্মাণ করিয়া বৃহস্পতির উপগ্রহ, সূর্যকলঙ্ক প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। সূর্যর চারিদিকে গ্রহগুলি চলিতেছে, কপারনিকাসের এই মতবাদ সত্য বলিয়া ঘোষণা করায় খৃস্টীয় চার্চ তাঁহাকে পাষণ্ড মনে করে। তিনি কিছুকালের জন্য তাঁহার মত ভুল বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ১৬৩২এ লাতিন ভাষায় সৌরজগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই অপরাধে কারারুদ্ধ হন। পরে পোপ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। শেষ জীবন পর্যন্ত গাণিতিক গবেষণা করেন। শেষ পাঁচ বৎসর অন্ধ হইয়া ছিলেন।

গ্যালেনা (Galena ; Lead Glance)

সীসকের প্রস্তর-চুর (Ore)। কোয়ার্টজ (quartz), ফ্লুওর (fluor), তামা, দস্তা, রৌপ্যার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় এই প্রস্তর গঠিত। কোনো কোনো সীসা-প্রস্তরে ৮৬% ভাগ সীসা ও কিছু রৌপ্য থাকে।

গ্যাস (Gas)

কেহ কেহ বলেন J. B. Van Helmont (১৫৭৭—১৬৪৪) কার্বন ডাই অক্সাইড্‌কে 'গ্যাস' আখ্যা দেন ; ইহা geest শব্দ হইতে হইয়াছে। Geest অর্থাৎ ghost, তাহা হইতে gas। অন্যেরা বলেন chaos হইতে হইয়াছে। বস্তু মাত্রকে তিনটি ভাগে শ্রেণীত করা হয়, যথা কঠিন, তরল ও গ্যাস। কঠিন পদার্থের আয়তন ও নির্দিষ্ট আকার আছে ; তরলের আয়তন আছে, আকার নাই ; গ্যাসের আয়তন ও আকার কোনটিই সীমাবদ্ধ নহে।…গ্যাস ও বাষ্পের মধ্যে পার্থক্য সামান্য ; কোন বায়বীয় বস্তু যখন উহার চরম তাপের (Critical temperature) উর্ধ্বে থাকে, তখন তাহাকে গ্যাস (gas) বলা যায় ; ঐ চরম তাপের নিম্নে থাকিলে উহাকে বাষ্প (vapour) বলা হয়। যে তাপের নীচে বায়বীয় বস্তুকে (gaseous substance) চাপের মধ্যে ফেলিয়া তরলে পরিণত করা যায়, এবং যে তাপের উর্ধ্বে উহাকে কোন প্রকার চাপের দ্বারা তরল করা যায় না—সেই তাপকে Critical temperature বলে। বিভিন্ন বায়বীয় বস্তুর বিভিন্ন চরম তাপ। উত্তাপ বাড়াইলে গ্যাসের অণুগুলি (molecule) বৃহত্তর স্থানকে পূর্ণ করে এবং তাপের কমতি ও চাপের বাড়তি হইলে উহা তরল আকার ধারণ করে। বায়ুকে তরল করা যায় (Liquid air)।…কেহ কেহ বলেন ইউরোপের মধ্যযুগে লোকে কিমিয়া বিদ্যার পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিতে পায় যে কোন কোন বাষ্পে হঠাৎ আগুন ধরে বা কোন কোন বাষ্প বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শব্দ করে। বিজ্ঞানীরা বায়বীয় গ্যাস্‌কে সর্বপ্রথম নানাভাবে পরীক্ষা করেন। ১৭ শতকে Roy ও Mayow লক্ষ্য করেন যে কোন ধাতু পুড়াইলে তাহা বায়ু হইতে এমন কিছু আহরণ করে, যাহার ফলে ঐ ধাতুর ওজন বাড়িয়া যায় (oxidation)। ইহার পর প্রিস্‌টলে ও শীলে (Scheele) বায়ুমধ্যে অক্সিজেন গ্যাস এবং ক্যাভেনডিস্‌ নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন ; দহন ক্রিয়ার (combustion) সময়ে ধাতুর কি পরিবর্তন হয় ইহা আবিষ্কার করিলেন লাভোইসিয়ের। ১৯ শতকের শেষ ভাগে Ramsay ও Travers কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্যাস আবিষ্কার করেন, যথা, আর্গন (argon), ক্রিপটন (krypton), জেনোন (xenon), নিওন্‌ (neon), হিলিয়াম্‌ (helium)।… গ্যাসের ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি বিশেষ ধর্ম (important laws) আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রবার্ট বয়েল (Boyle 1627—1691) ১৬৬২ অব্দে গ্যাসের উপর চাপের প্রয়োগে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। চার্লস্‌ (১৭৮৭) গ্যাসের আয়তন ও উত্তাপের মধ্যে সম্বন্ধ-ধর্ম আবিষ্কার করেন। অ্যাভোগাদরো (Avogadro ১৮১১) পরীক্ষার দ্বারা দেখান যে সমান আয়তনের (volume) বিভিন্ন গ্যাস (মৌলিক ও যৌগিক) সম তাপ ও সম চাপের মধ্যে রাখিলে তাহাদের অণুর সংখ্যা সমানই থাকে। এ ছাড়া Gay-Lussac (১৭৭৮-১৮৫০), Dalton (১৮০১), Regnault (১৮১০-৭৮), গ্রেহাম (১৮৭৩), অ্যানড্রুস (১৮৬৯) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা গ্যাস সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন।…গ্যাস দুই প্রকারের, মৌলিক (element) ও যৌগিক (compound)। মৌলিক গ্যাস—অক্সিজেন নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি প্রধান ; যৌগিক গ্যাস যথা কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি। কতকগুলি গ্যাস যেমন হিলিয়াম, নিওন, জেনোন, ক্রিপটন, আর্গন্‌ অন্য কোন পদার্থের সহিত মিশিয়া কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না।

গ্যাস, ওয়াটার (Gas, Water)

জ্বলন্ত কোকের মধ্য দিয়া বাষ্প (steam) চালিত করিলে যে

গ্যাস হয় তাহাতে কারবন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন ও কিয়ৎ পরিমাণে কাঃ ডাই-অক্সাইড থাকে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

গ্যাস, কয়লার (Coal gas)

কাঁচা কয়লা চোলাই করিয়া (distillation) যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে কয়লার গ্যাস বলে। গাড়ু বা বদনা জাতীয় কোন পাত্রের মধ্যে কাঁচা কয়লা ভরিয়া বড় মুখটা খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়; তৎপরে ঐ পাত্রটি আগুনের তাপের উপর চড়াইলে ভিতরের কয়লা জ্বলিয়া উঠিবে এবং গাড়ুর নল দিয়া ধুম বাহির হইতে থাকিবে। এই ধুমের সম্মুখে জ্বলন্ত কাঠি ধরিলে গ্যাসটি জ্বলিতে থাকিবে। ইহাই হইতেছে আদিমতম কয়লার গ্যাস। কিন্তু এই গ্যাসের মধ্যে বহুবিধ রাসায়নিক সামগ্রী থাকে; বিশুদ্ধ জ্বালানি গ্যাস (illuminating gas) পাইতে হইলে এই সকল সামগ্রীকে চোলাই করিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়।...ফায়ার ক্লে নামে বিশেষ এক প্রকার মৃত্তিকা নির্মিত আধারের মধ্যে কাঁচা কয়লা ভরা হয়; আধারগুলি (retorts) সাধারণত ৮—১০ ফুট লম্বা, ২৬ ইঞ্চি চাওড়া, ১৬ ইঞ্চি উচ্চ হয়; এক একটি আধারে ৪।৫ মণ কয়লা দেওয়া হয়। নয় দশটি আধার একত্র করা হয়; তাহাকে বলে বেন্‌চ (bench)। আধারের মধ্যে কয়লা দিয়া মুখ বন্ধ করা হয়; কেবল একটি চোঙ থাকে ধোঁয়া বাহিরের জন্য। এই বেন্‌চের তলদেশে পোড়া কয়লার আগুন দেওয়া হয়। এই আগুনের আঁচে ভিতরের কয়লা পুড়িয়া ওঠে ও চোঙের ভিতর দিয়া ধুম চলিতে থাকে। এই ধুমের মধ্যে নানাজাতীয় রাসায়নিক সামগ্রী থাকে এবং সেগুলি নিষ্কাষণ করিবার জন্য বহু বিস্তৃত জটিল কলকব্জা আছে। ধুমের গ্যাস প্রথমে U আকৃতি জলপূর্ণ নলের ভিতর দিয়া যায় ও এখন কিয়দপরিমাণ অ্যামোনিয়া ও আলকাতরা চোলাই হইয়া যায়; গ্যাস অংশ কন্‌ডেনসার (condenser) যন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে; কন্‌ডেনসারের নলের মধ্যে যে দিক হইতে গ্যাস যাইতেছে, তাহার বিপরীত দিক হইতে জলের স্রোত নলের উপর দিয়া চালিত হইতে থাকে; এই ধরণের চোলাই-এর ফলে এইখানে পুনরায় আলকাতরা অংশ পড়িয়া যায়। এ দিকে গ্যাস অংশ প্রথমে Scrubber ও পরে Purifier নামে দুইটি যন্ত্রর মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। স্ক্রাবারের মধ্যে জল ও পোড়া কয়লা থাকে; এইখানে গ্যাসের অ্যামোনিয়া ও আলকাতরার শেষ অবশিষ্ট নিঃশেষিত হয়। ইহার পর গ্যাস যায় পিউরিফায়ারের কক্ষর মধ্য দিয়া; সেখানে আছে চুন বা আয়রণ-অক্সাইড; গ্যাসের মধ্যের গন্ধক অংশ এইখানে শোধিত হয়; এইবার বিশুদ্ধ গ্যাসকে বৃহৎ গোলাকার আধারের মধ্যে ভরিয়া রাখা হয়।...এই গ্যাস জ্বালানির জন্য ও আলোর জন্য ব্যবহৃত হয়। রান্নার কাজে, গ্যাস-স্টোভে ও কলেজ ল্যাবোরেটরীতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়।...গ্যাসের আলোর ঔজ্বল্য হয় ম্যান্টেলের জন্য (দ্রঃ ম্যান্টেল)

১৭৩৯এ ডাঃ ক্লেটন (Clayton) লন্‌ডনের রয়েল সোসাইটির সম্মুখে কয়লার গ্যাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ১৭৯২এ উইলিয়ম্ মার্দোক নামে একজন স্কচ্ তাঁহার নিজ বাড়ীতে গ্যাসের আলো করেন; ১৭৯৮এ তাঁহার কারখানায় ধাতু-গলানো কাজে উহা ব্যবহৃত হয়; ১৮০৫এ লান্‌কাসায়ারের কতকগুলি কাপড়ের কলে ইহা তিনি প্রচলিত করেন। ১৮১০এ প্রথম গ্যাস লাইট কোম্পানি গঠিত হয়। প্যারিসে ১৮০২এ সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহৃত হয়; অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৪১; কলিকাতায় ১৮৫০এর পর। বিলাতে ১৮৬২ অব্দে রেলগাড়ীতে গ্যাসের আলো দেওয়া হয়। ১৯০০এ গ্যাস বার্নার বা ম্যান্টেল আবিষ্কৃত হইলে গ্যাসের আলোর ঔজ্বল্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

গ্যাস, প্রাকৃতিক (Natural gas)

ভূগর্ভ হইতে এক প্রকার গ্যাস পাওয়া যায়; উহা নানা কাজে লাগানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫,০০০, মিলিয়ন, রুমেনিয়ায় ১,৫৯৪, মিঃ কিউবিক মিটার গ্যাস ১৯৩৩এ পাওয়া গিয়াছিল। পাইপ করিয়া বহুদূর এই গ্যাস লওয়া হয়।

গ্যাস, প্রোডিউসার (Gas, Producer)

এই গ্যাস কারবন্ মনোক্সাইড (অঙ্গার একাম্লযান) ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। একটি থাড়া ঢোলকাকার চুল্লীর মধ্যে জ্বলন্ত কোক্ (coke)এর ভিতর দিয়া বায়ু সজোরে ঢুকিয়া অঙ্গারাম্লযানের সহিত মিশিলে যে গ্যাস হয় তাহাকে প্রোঃ গ্যাস বলে। এই গ্যাস পুড়াইলে কারবন ডাই-অক্সাইড্ বা অঙ্গার-দ্ব্যম্লযান হয়। এই গ্যাস জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস, বিষাক্ত (Gas, poisonous)

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ অব্দে জারমেনরা বিষাক্ত গ্যাস প্রথম ব্যবহার করে। বিঃ গ্যাস প্রবল চাপে তরল করিয়া সরু সরু শেলে (Shell) পূর্ণ করিয়া বিস্ফোরকের (explosives) সাহায্যে সেগুলিকে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হইত। গতযুদ্ধের পর ২০ বৎসর ধরিয়া নানা বীক্ষণাগারে নানা বিষাক্ত গ্যাসের পরীক্ষা হইয়াছে। হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিডের গ্যাস শ্বাসরোধ করিয়া মৃত্যু ঘটায়; কিন্তু ইহা বায়ু হইতে হালকা বলিয়া সহজে আকাশে উড়িয়া যায়। ক্লোরিন, ফসজেন, সায়নোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরমেথিল, ক্লোরফমেট, ব্রোমো-বেন্‌জিল সায়েনাইড প্রভৃতি বহু প্রকার বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসকল গ্যাসের আঘ্রাণ লইলে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষত হয় ও শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। এইসব বিষ অত্যন্ত মারাত্মক, দশকোটি ভাগ বায়ুতে যদি একভাগমাত্র ব্রোমো-বেনজিল সায়েনাইড থাকে, তবেই

তাহাতে মৃত্যু ঘটিবে। মাস্টার্ড গ্যাসের স্পর্শে দেহে জ্বালা ধরে ও রোগী বহুকালের মত অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। গ্যাস রোধক মুখোস পরার রেওয়াজ হইলে, হাঁচি-উৎপাদক এক প্রকার গ্যাস তৈয়ারী হয়; উহা এত সূক্ষ্ম যে মুখোসের ভিতরে কোন প্রকারে ঢুকিলে ভীষণ হাঁচি করায়। ফলে মুখোস খুলিয়া ফেলিতে সৈন্যরা বাধ্য হয়; তখন শত্রুপক্ষ হইতে বিষাক্ত বোমা ছোড়ে। ডাইক্লোর-মেথিল-ইথর নামে গ্যাসে রোগীর কর্ণ আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কর বিকৃতি ঘটে।...বর্তমান যুগের যুদ্ধে বিমান হইতে গ্যাসবোমা ফেলিয়া অসামরিক নাগরিকদের পর্যন্ত হত্যা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিষাক্ত গ্যাস ও বিমান যুদ্ধ বিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছে।... বোমা ও গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য শহরের ফাঁকা জায়গায় মাটির তলে সুড়ঙ্গ করিয়া ঘর করা হইয়াছে; অনেক বাড়ীতে সেলার বা মাটির তলে ঘর করা হইয়াছে। লোকে মুখোস ব্যবহার করিতে শিখিতেছে।

গ্যাস ইন্‌জিন্ (Gas engine দ্রঃ ডিসেল)

গ্যাসোলিন (Gasoline), পেট্রোল

পেট্রোলিয়াম হইতে প্রস্তুত অতি-দাহ্য, উদ্বায়ী তরল। কাঠের পাত্রে ইহাকে রাখা যায় না; লোহার পাত্রে খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া না রাখিলে ইহা উবিয়া যায়।...পেট্রোলিয়াম একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া ইহার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া একটি সরু নল রাখিতে হয়; তার পরে পাত্রটিতে উত্তাপ দিয়া তরল ও হালকা অংশ চোলাই করা হয়। প্রথম চোলাইএর পরে যে ভারী তৈলাংশ পড়িয়া থাকে, কঠিন তাপ ও প্রচণ্ড চাপ দ্বারা তাহা হইতে পুনরায় গ্যাঃ পাওয়া যায়।...আমাদের দেশে গ্যাঃকে পেট্রোল বলে। এই গ্যাসোলিনের শক্তি অসাধারণ—এক গ্যালন গ্যাঃ এক-টনী লরীকে ১৪ মাঃ লইয়া যাইতে পারে; ৪ টন্ খড় চাপিয়া বস্তা বন্দী করিতে পারে; দুই বিঘা জমি চষিতে পারে; আটটা বিজলিবাতি ত্রিশ ঘণ্টা জ্বালিতে পারে।

গ্যেটে বা গ্যোথে (Goethe, Johan Wolfgang ১৭৪৯—১৮৩২) জারমান সাহিত্যসম্রাট, কবি ও মনীষি। জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফুট-অন্-মেইন। আইন ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৭৭৫এ Weimarএ আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন; তথাকার ডিউকের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। স্থানীয় রাজনীতিক কাজকর্ম হইতে অবসর লইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞানে মন সংযোগ করেন। নেপোলিয়ন-সমরের অশান্তির যুগে বাস করিয়াও রাজনীতিতে কোনো দিন যোগ দেন নাই। বহু নারীর প্রেমাস্পদ ছিলেন; তবে খৃস্টিয়ান ভুলপিউ নাম্নী রমণীকে বিবাহ করেন (১৮০৬)। ১৮৩২, ১২এ মার্চ মৃত্যু হয়। ১৯৩২এ শতবার্ষিকী হয়। বহু কাব্য ও গদ্যর লেখক। বিখ্যাত নাটক Faust, প্রথমাংশ ১৮০৬ ও উত্তরাংশ ১৮৩১এ রচিত হয়। গদ্য কাব্য Wilhelm Meister টমাস্ কার্লাইল ইংরেজিতে অনুবাদ করেন; গ্যোথেকে ইংরেজদের নিকট পরিচিত করিবার জন্য তিনি দায়ী। গ্যোথে শকুন্তলার অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া চারিটি পংক্তিতে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার মত সমঝদারের দ্বারা সংস্কৃত নাটক সমাদৃত হওয়ায় জারমেনীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন বিশেষ প্রসার লাভ করে বলিয়া মনে হয়। ফিজিকস ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানেও তাঁহার গবেষণাপূর্ণ কাজ ছিল।

গ্রন্থলিপি

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মালায়ামের লিপি। তামিল ভাষার ব্যঞ্জন বর্ণে ক, ঙ. চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম, অক্ষর আছে। মাঝের বর্ণগুলি নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদি ঐ লিপিতে লেখা যায় না, সেইজন্য গ্রন্থলিপিতে লিখিতে হয়। উহাতে সংস্কৃত বর্ণমালা আছে।

গ্রন্থ সাহেব (আদিগ্রন্থ দ্রঃ)

গ্রন্থাগার (দ্রঃ লাইব্রেরী)

গ্রন্থি (Gland) বা গণ্ড

দেহের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গ আছে যে গুলির কাজ অনেকটা রসায়নাগারের ন্যায়। সেখানে দুই প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়; একপ্রকার দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; অন্যপ্রকার অনাবশ্যক, অনিষ্টকর। প্রথম জাতীয় গ্ল্যান্ড হইতে লালারস, পাচক রস, পিত্তাদি নির্গত হয়; এই গ্রন্থিগুলিকে নিঃস্রব গ্রন্থি বলে। দ্বিতীয় জাতীয়কে বলে রেচন গ্রন্থি। এ ছাড়া লসিক বা Lymph gland সমূহ দেহকে বহিরাগত বীজাণুর হাত হইতে রক্ষা করে। (দ্রঃ লসিক)

গ্রন্থিবাত (গেঁটে বাত) Gout (দ্রঃ বাত)

গ্রহ (Planets)

সৌরজগতের ১০টি গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ আছে। ইহারা সূর্যর চতুর্দিকে উপবৃত্তাকারে এবং একই দিকে (বোধ হয় প্লুটো ব্যতীত) এবং প্রায় সূর্যর বিষুব রেখার সমতলেই ঘুরিতেছে। সূর্য হইতে গ্রহগুলি যতই দূরে অবস্থিত, ততই ইহাদের সূর্য

পরিক্রমণে সময় লাগিতেছে। প্রত্যেক গ্রহের আক্ষিক (বোধ হয়ইউরেনাস ও প্লুটো ব্যতীত)। গ্রহগুলির আবর্ত (axial rotation) পরিক্রমণের দিকের অনুযায়ী তালিকাঃ—

গ্রহের নাম	সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ১০ ধরিলে	সূর্য হইতে দূরত্ব মিলিয়ন মাইল	ব্যাস মাইল	উপগ্রহ Satelites	আবর্তন Rotation	পরিভ্রমণ Revolution	ঘনত্ব জল =
বুধ (Mercury)	৩'৯	৩৬	৩,০০	০	৮৮ দিন	৮৮ দিন	৩'৮(?)
শুক্র (Venus)	৭'২	৬৭	৭,৬০০	০	৩০ „ (?)	২২৩ „	৫(?)
পৃথিবী (Earth)	১০	৯১	৮,০০০	১	২৪ ঘণ্টা	১ বৎসর	৫'৫২
মঙ্গল (Mars)	১৫'২	১৪১	৪,২০০	২	২৪'৬ ঘণ্টা	১০৯ ব	৩'৯৫
গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)	২৭'৭	২৭০ গড়ে	৫ মাঃ—৫০০ মাঃ	০			
বৃহস্পতি (Jupiter)	৫২'০	৪৮৩	৮৭,০০০	৯	৯'৯ দণ্টা	১১'৯ ব	১'৩৩
শনি (Saturn)	৯৫'৪	৮৮৬	৭২,০০০	৯	১০'২ ঘণ্টা	২৯'৫ ব	০'৭৩
ইন্দ্র (Uranus)	১৯১'৮	১,৭৮৩	৩১,০০০	৪	১০'৮ ঘণ্টা(?)	৮৪ ব	১'৩৬
বরুণ (Neptune)	৩০০'৫ঃ	২,৮০০	৩৩,০০০	১	১৯ ঘঃ (?)	১৬৫ ব	১'৪০
যম (Pluto)	×	৩,৭০০	৪,০০০ (?)	?		২৪৮ ব	?

বুধ সূর্যের নিকটতম ও ক্ষুদ্রতম গ্রহ; বৃহস্পতি বৃহত্তম; নেপচুন দূরতম। অধুনা প্লুটো নামে একটি গ্রহ দেখা দিয়াছে। (দ্রঃ পৃথক পৃথক নাম)

গ্রহণ (Eclipse)

একটি উজ্জ্বল পদার্থ ও তাহার দ্বারা আলোকিত অপর পদার্থের মধ্যে যদি কোনো অস্বচ্ছ পিণ্ড বা বস্তু আসিয়া পড়ে, তবে আলোক-প্রাপ্ত বস্তুটি ছায়াবৃত হয়, আর উজ্জ্বল পদার্থটির 'গ্রহণ' লাগিয়াছে বলা যায়। (চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ দ্রঃ) পৌরাণিক মতে রাহু ও কেতু সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হয়; অমৃতের ভাগ না পাইয়া রাহু রাগিয়া মাঝে মাঝে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে।

গ্রহবর্মা (৭ম শতক)

মৌখরি (দ্র) রাজবংশের নরপতি; বোধহয় কনৌজ ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি স্থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত গ্রহবর্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন। (দ্রঃ রাজ্যশ্রী)

গ্রহাণুপুঞ্জ, গ্রহিকা (Asteroids)

সৌর জগতের মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখিয়া পণ্ডিতরা সন্দেহ করেন যে ঐখানে একটা গ্রহ ছিল। অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা প্রথমে চারিটি ছোট গ্রহ দেখিতে পান; তারপর বহু টুকরো গ্রহের ভিড় দেখা গেল। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা ১৫০০; আরও হাজার খানেক আছে বলিয়া মনে হয়। প্রধান চারটি Ceres ৪৮৫ মাঃ ব্যাস, Pallas ৩০৪ মাঃ, Juno ১১৮ মাঃ ও Vesta ২৪৩ মাঃ। গড়ে এগুলি সূর্যকে ১,৬০০ দিনে বা ৪½ বৎসরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে হইলেও কয়েকটির কক্ষপথ এ সীমানার বাহিরেও গিয়াছে। Hidalgo শনির কক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে; প্রদক্ষিণে ১৩½ বৎসর যায়; Erosএর কক্ষপথ মঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। এই গ্রহিকা ১৯৩১এ পৃথিবীর কক্ষপথ হইতে ১৬০ লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিয়াছিল। (সূর্যকে ঘুরিতে একটি গ্রহিকার ১৬০ ১'৮ বৎসর লাগে—গ্রহিকাপুঞ্জের প্রদক্ষিণের ন্যূনতম সময়।) এই গ্রহিকার উজ্জ্বলতা ১২'৮ ছিল, এবং ইহার ব্যাস ১ মাইল মাত্র। বলা বাহুল্য এসব তথ্য দূরবীন ও গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে। ১৮০১এ পিয়াৎসি নামে ইতালীয় জ্যোতির্বিদ দূরবীনের সাহায্যে প্রথম গ্রহিকা আবিষ্কার করেন। গাণিতিক গবেষণা ও দূরবীনের পর্যবেক্ষণের ফলে ১৮০৯এর মধ্যে ৭টি গ্রহিকা আবিষ্কৃত হয়; ১৮৭৯এর মধ্যে ২০টি দেখা যায়; এখন ৩০০টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে ও ১৫০০টির নাম খাতায় উঠিয়াছে। গ্রহিকাদের কক্ষ বা চলিবার পথ অত্যন্ত জটিল; অনেকে অনেকের কক্ষ অতিক্রম করিয়া চলে; কিন্তু গত একশত বৎসরের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষ ঘটে নাই। Bode's Law (বোদসূত্র) অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহ থাকার কথা; কিন্তু একটী গ্রহের বদলে এই বহু শত গ্রহাণুপুঞ্জ সেখানে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে এগুলি একটি বৃহৎ গ্রহের ভগ্নাংশ মাত্র; কিন্তু ইহাদের গতিপথ এমন বিচিত্র যে ইহাদের ঐ প্রকার উৎপত্তি সম্বন্ধে একদল পণ্ডিতের সন্দেহ আছে।

গ্রাউস্ (Growse, Frederic Salmon ১৮৩৭—১৮৯৩) ভারতীয় সিবিলিয়ন্ (১৮৬০—৯০)। মথুরার

বিস্তৃত ইতিহাস ও পুরাতত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণেতা। ইংরেজিতে তুলসীদাসকৃত রামায়ণের অনুবাদক (১৮৮০)।

গ্রানড্ ট্রাংক্ রোড (Grand Trunk Road)

কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তার নাম। প্রায় ১৪০০ মাঃ দীর্ঘ। মধ্যযুগে সপ্তগ্রাম (দ্রঃ) হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি পথ শেরশাহ নির্মাণ করেন। ইংরেজ যুগে প্রথম লর্ড কর্নওয়ালিস এবং পরে লর্ড ডালহৌসি বিশেষভাবে ইহার সংস্কার করেন। ইহাকে 'শের শাহ সড়ক' বলা উচিত।

গ্রানাইট পাথর (Granite)

আগ্নেয় শিলা ; কোয়ার্টজ, ফেলস্পার, অভ্র প্রভৃতির সূক্ষ্ম কণা প্রচণ্ড চাপে ও তাপে জমিয়া এই শক্ত পাথর হয়। রাস্তা ও বাড়ীর জন্য এই পাথর ব্যবহৃত হয়। আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদাদি লাল গ্রানাইটের দ্বারা নির্মিত।

গ্রাণ্ট (Grant, Ulysses ১৮২২—৮৫)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট (১৮৬৮)। পুনরায় ১৮৭২। ১৮৭৬ হইতে রাজনীতি হইতে অবসর লন। ইনি সামান্য কৃষকের পুত্র ছিলেন ; অধ্যবসায় বলে প্রেসিডেন্ট হন।

গ্রাণ্ট (Grant, Sir John Peter ১৮০৭—৯৩)

বৃটিশ শাসক ও রাষ্ট্রনীতিক। ইঁহার পিতা স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৭৭৪—১৮৪৪) বোম্বাইএর পিউনি জজ (১৮২৭) ও কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চীফ-জাস্টিস্ ছিলেন। পিটার গ্রাণ্ট এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ১৮২৮এ বেঙ্গল সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করেন। বোর্ড অব্ রেভেনিউএর সহকারী ১৮৩২ ; বেঙ্গল গভঃর সেক্রেটারী ১৮৪৭—৫২ ; বৈদেশিক সেক্রেটারী ও হোম ডিপার্টমেন্টের স্থায়ী সেক্রেটারী ১৮৫৩। গভঃ জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ১৮৫৪—৫৯। মধ্যপ্রদেশের ছোটলাট ১৮৫৭—৫৯। বাংলার ২য় ছোটলাট ১৮৫৯—৬২। ইঁহার সময়ে নীলকরের অত্যাচার ও হাঙ্গামা হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট হয়। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া গিয়া আমেরিকার পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত জামাইকার গভর্নর হন (১৮৬৬-৭৩)।

গ্রাফ্ কাগজ (Graph Paper)

একটি বর্গক্ষেত্রর (square) বাহুগুলিকে সমান ১০টি ভাগে ভাগ করিয়া সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করিলে যরটি একশটি ক্ষুদ্র ঘরে বিভক্ত হয় এই প্রকার চিত্রকে গ্রাফ কাগজ বলে দ্রঃ বর্গাঙ্কিত কাগজ।

গ্রাফ্ জেপেলিন (Graf Zeppelin)

(জেপেলিন দ্রঃ) একখানি বিশাল আকাশ জাহাজ। ১৯২৯-৩০ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ; মাত্র তিনটি স্থানে নামে। ১৯৩১-৩২ ইংল্যান্ডে যায়। ইহা ৭৭৬ ফুট দীর্ঘ ; ৩৭,০০,০০০ ঘন ফুট গ্যাস ধরে। ৫ খানি ইন্জিন দ্বারা চালিত হয়। ঘণ্টায় ৮০ মাইল গতি।

গ্রাফাইট (Graphite, Blacklead, Plumbago)

অঙ্গারের একটি রূপ। নরম খনিজ ; হাতে চট্চটে লাগে। লুব্রিকেন্ট্ ও স্টোভ পালিশ প্রভৃতিতে লাগে। প্রধান ব্যবহার পেন্সিলের সীস তৈয়ারীতে। ইংল্যান্ড, সিংহল, মাদাগাস্কার ও কানাডায় গ্রাঃ আগ্নেয় শিলা মধ্যস্থিত গহ্বরে পাওয়া যায়। সাইবেরিয়ার ইরখুটস্কে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রাফাইট্ পাওয়া যায়।

গ্রাবরেখা (Moraine)

তুষারের (Snow) ক্রিয়ায় অনেক সময়ে শিলাখণ্ড ভাঙিয়া হিমবাহ বা হিমনদ (Glacier)এর সহিত মিশিয়া যায় এবং বরফের নিম্নের শিলাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নুড়ি, কর্দম, ইত্যাদি হইয়া চলে। এইসকল পদার্থ হিমনদের পার্শ্বে, মধ্যে, নিম্নে ও সম্মুখে সঞ্চিত হয়। ইহাকে মোরেইন বলে।

গ্রামোফোন (Gramophone)

বৈজ্ঞানিক এডিসন ১৮৭৭ অব্দে 'কলের গান' আবিষ্কার করেন। কোন শব্দ, কাহারও কণ্ঠস্বর, গান, অর্কেস্ট্রা প্রভৃতি রেকর্ডে উঠাইয়া এই কলের উপর দিলে তাহা শোনা যায়। এই কলের প্রধান অঙ্গ হইতেছে—একটি স্প্রিং, যাহার সাহায্যে রেকর্ড সমেত চাকতি ঘোরে, এবং 'সাউণ্ড বক্স' বা শব্দ-উৎপাদক যন্ত্র। (দ্রঃ রেকর্ড)

গ্রিফিথ (Griffith, Arthur ১৮৭২-১৯২২)

আইরিশ দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনীতিক। জন্ম ডবলিনে ; মুদ্রাকর ও সাংবাদিকরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ১৮৯৯এ The United Irishman নামে সাপ্তাহিক সম্পাদন করেন ; ইনি 'সিন্ ফিন্' ('আমরা আমরাই') আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৯০৭এ তাঁহার কাগজের নাম দেন 'সিন ফিন,' পরে হয় 'Eire'। মহাযুদ্ধের সময় আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করেন ; কিন্তু ১৯১৬র বিদ্রোহে নিজে কোন অংশ না লইলেও অন্তরীনাবদ্ধ হন। মুক্তির পর ১৯১৮এ পুনরায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর আইরিশ রিপাবলিকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯১৯-২০এ ডি. ভালেরা যখন পলায়ন করিয়া আমেরিকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সময় গ্রিফিথ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ; ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিবার মধ্যে তাঁহার হাত খুবই বেশি ছিল (১৯২১)। ইহার পর তিনি আইরিশ শাসনতন্ত্রের পরিচালক সভার নেতা

নির্বাচিত হন, কিন্তু অব্যবহিত পরে হঠাৎ মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৫০।

গ্রিফিথ মেমোরিআল প্রাইজ (Griffith Memorial Prize) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০১এ মৃত উইলিয়ম গ্রিফিথের স্টেট্ হইতে প্রায় ২৬,০০০ টাকা পান। এক বৎসর বিজ্ঞান, এক বৎসর সাহিত্যের গ্রাজুএটকে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধর জন্য ৯০০৲ টাকা দেওয়া হয়।

গ্রিফিথ, উইলিয়ম (Griffith, W. ১৮১০-৪৫) উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ১৮৩২এ ঈঃ ইঃ কোম্পানির চিকিৎসক রূপে ভারতে আসেন ও আসাম, বর্মা, ভুটান খুরাশান, আফগানিস্থানে উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনার জন্য পরিভ্রমণ করেন। মালাকায় মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পত্তি হইতে প্রায় ২৬,০০০৲ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন।

গ্রিফিথস্ (Griffiths, Ralph Thomas Hotchkin) কবি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম ইংল্যান্ডে ১৮২৬। কাশী সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ১৮৫৪-৬২; তদন্তর অধ্যক্ষ '৬২-'৭৮; যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক (১৮৮৫ পর্যন্ত)। ইনি ইংরেজিতে সংস্কৃত রামায়ণের কবিতায়, কুমারসম্ভব, বেদের অনুবাদ করেন। 'পণ্ডিত' নামে সংস্কৃত পত্রিকার ৮ বৎসর সম্পাদক ছিলেন।

গ্রিম (Grimm, Jacob Ludwig, ১৭৮৫-১৮৬৩; Grimm, Willelm Karl (১৭৮৬-১৮৫৯) জারমেন দুই ভাই। দুইজনে ভাষাতত্ত্ববিদ ও লোকসাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। গ্রিমের পরীর গল্প (Fairy Tales) পৃথিবীর শিশু সাহিত্যে অমর হইয়াছে (১৮১৪-২২)। গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ জারমান ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচয়িতা।

গ্রিমস্ ল (Grimm's Law) গ্রিমের তত্ত্ব। য়্যাকব গ্রিম জারমান ব্যাকরণ (Deutsch Grammatik 4 vols 1819-87) রচনা করেন; ইহাতে ইনি উচ্চারণ সম্বন্ধে যে কয়টি সূত্র ব্যাখ্যা করেন, তাহা তাঁহার নামে খ্যাত।

গ্রিয়ারসন্ (Grierson, George Abraham) ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ। জন্ম ১৮৫১। ১৮৭৩এ বাইশ বৎসর বয়সে ভারতীয় সিবিল সার্বিস চাকুরী লইয়া ভারতে আসেন। ১৯০৪এ অবসর গ্রহণ করেন। ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাঁহার তত্ত্বাবধানে ভারতের বিরাট Linguistic Survey চালিত হয়। Introduction to Maithili Language, Kaithi character, The Languages of India প্রভৃতি গ্রন্থ ও ভাষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

গ্রীক (The Greeks) প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীদের নাম; ইহারা নিজদিগকে হেলেন্ (Hellen) বলিত। গ্রীকভাষা আর্যভাষার কেন্টুম বর্গের অন্তর্গত। ইহাদের লিপি ইউরোপে অন্য লিপি হইতে পৃথক্—যদিও ইহাদেরই লিপি পরিবর্তিত করিয়া রুশ ও রোমান্‌রা গ্রহণ করে। গ্রীক্‌রা তাহাদের লিপি ফিনিক (ফিনিশীয়)দের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল (দ্রঃ গ্রীস)।

গ্রীনউইচ টাইম্ (Greenwich Time) দ্রাঘিমা বা দেশান্তর রেখা গ্রীনউইচ হইতে নির্ধারিত হয়। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া থাকে; পৃথিবীর পরিধি ৩৬০° ডিগ্রীতে বিভক্ত; সুতরাং ১° ডিগ্রী ঘুরিতে ৪ মিনিট সময় লাগে। প্রতি ১৫ ডিগ্রীতে এক ঘণ্টা সময়ের তফাৎ হইবে। গ্রীনউইচের পূর্বে দিন বাড়িয়া চলিবে ও পশ্চিমে দিন কমিবে। অর্থাৎ গ্রীঃর বেলা ১২টার সময়ে ৯০ ডিগ্রী পূর্বে হইবে সন্ধ্যা ৬টা; আর ৯০ ডিগ্রী পশ্চিমে হইবে সকাল ৬টা। যখন কোন স্থানে সূর্য আকাশের সর্বোচ্চ অংশে থাকে, তখন সেখানে মধ্যাহ্ন বা বেলা ১২টা। মধ্যাহ্ন সময়ে আকাশে সূর্যর অবস্থান দেখিয়া সময় নির্ধারিত হয়, তাহাকে স্থানীয় কাল (Local Time) বলে। গ্রীনউইচে যখন মধ্যাহ্ন, কলিকাতায় তখন ৫টা ৫৩ মিঃ অপরাহ্ন। গ্রীঃর সময় দেওয়া থাকিলে যদি কোন স্থানের দেশান্তর (longitude) দেওয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থানের সময় নির্ণয় করা যায়।

গ্রীষ্ম মণ্ডল (Torrid Zone) পৃথিবীর পঞ্চমণ্ডলের (zone) অন্যতম। কর্কট ক্রান্তি ($২৩\frac{১}{২}°$ উত্তর) ও মকরক্রান্তির ($২৩\frac{১}{২}°$ দক্ষিণ) মধ্যবর্তী স্থান পৃথিবীর অন্যস্থান অপেক্ষা আলোক ও তাপ বেশী পায়; তজ্জন্য এই স্থানকে গ্রীষ্ম বা উষ্ণ মণ্ডল বলে।

গ্রে (Grey, Sir William ১৮১৮—৭৮) বাঙলার ছোটলাট (১৮৬৭—৭১)। ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন (১৮১৮)। ১৮৪০এ বেঙ্গল সিবিল সার্বিসে প্রবেশ; রাজসাহীতে সহঃ ম্যাজিঃ (১৮৪২); ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের সেক্রেটারী (১৮৫১—৪); বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী (১৮৫৪—৫৭); মিউটিনীর সময়ে পোস্টাপিসের ডিরেক্টর জেনারেল। ১৮৫৯ ভারত গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী। বড় লাটের ব্যবস্থা সভার সদস্য '৬২—৬৭। বাঙলার ৪র্থ ছোটলাট (৬৭—৭১) হন। জামাইকার গবর্নর (১৮৭৪—৭৭)। হাওড়ার পুল তাঁহার সময়ে নির্মিত হয়। ল্যান্সডাউন তখন গঃ জেঃ ছিলেন।

গ্রে (Gray, Thomas ১৭১৬—৭১)
ইংরেজ কবি। ইটন ও কেমব্রিজে অধ্যয়ন করেন। ইউরোপ ভ্রমণ করেন (১৭৩৯—৪১)। কেমব্রিজের ইতিহাস অধ্যাপক ছিলেন ১৭৬৮। ১৭৫১ অমর কবিতা Elegy রচনা করেন। অন্যান্য কবিতা—Ode on a Distant Prospect of Eton College 1747 ; Odes 1757 ; Poems 1768 ইত্যাদি।

গ্রেট্ বেয়ার্ (Great Bear) দ্রঃ সপ্তর্ষি

গ্রেগরি (Gregory)
গ্রেগরি নামে ১৬ জন পোপ রোমে ছিলেন। ১ম গ্রেগরি (পোপ ৫৯০—৬০৪) খৃস্টীয় জগতে বিখ্যাত। ইনি ধনীপুত্র হইয়াও সংসার ত্যাগ করিয়া ৫৭৪ অব্দে সন্ন্যাসী হন। ৫৯০এ পোপ নির্বাচিত হন ও ৫৯৬এ ৪০ জন সন্ন্যাসী সমেত অগস্টাইনকে ইংল্যান্ডে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। গ্রেগরি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন, তাঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।...৭ম গ্রেগরি (জন্ম পোপ ১০৭৩—৮৫) ইউরোপের ইতিহাসে বিখ্যাত। ইনি রাজশক্তিকে তাঁহার অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন। জারমেন সম্রাট্ ৪র্থ হেনরীকে কিছুকালের জন্য তাঁহার বশে আনিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১০৮৪তে হেনরী পোপকে রোম হইতে বিতাড়িত করিয়া নূতন পোপ মনোনীত করেন।

গ্রেন (ওজন)
ইংরেজি ওজন ; এক কণা শস্যর সমতুল্য ২৪ গ্রেনে এক পেনির ওজন হয়।

গ্রেশামের নিয়ম (Gresham's Law)
স্যর টমাস গ্রেশাম (১৫১৯-৭৯) রানী এলিজাবেথের বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি এই মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যদি দেশে সোনা রূপার দুই ধাতুর টাকা (Bimetalism) চলিত থাকে, তবে সেই দেশে মানুষ ঐ রকম দুই শ্রেণীর টাকার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত মন্দ, সেই অর্থ দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালায়, আর ভাল অর্থ ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া অদৃশ্য হয়। অর্থাৎ আমাদের দেশে রূপার টাকার মধ্যে রৌপ্যের মূল্য মাত্র আট-আনা, অর্থাৎ ইহাকে ভাঙিয়া সেকরার দোকানে লইয়া গেলে আট আনা মূল্য পাওয়া যায় ; কিন্তু গভর্নমেণ্ট দায়ী বলিয়া ছাপা টাকা ১৬ আনার বিনিময় কার্য করিতেছে। কিন্তু গিনীর দাম আন্তর্জাতিক। লোকের হাতে উভয় জাতের টাকা আসিলে সে রূপার টাকায় বাজারের বিচিকিনি করিবে ; এবং সোনার টাকা জমাইয়া রাখিবে বা গলাইয়া ফেলিবে বা বিদেশের কারবারে দিবে। ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট স্বর্ণমানে টাকা দিতে হয় বলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা অদৃশ্য হয়।

গ্রে হাউণ্ড (Grey hound)
এক প্রকার শিকারী কুকুর—লম্বা হাত পা ; দেহ ক্ষীণ, কোমর সরু ; মুখ লম্বাটে ; বর্ণ ধূসর। স্কচ, পার্সিয়ান, আফগান্ রুশীয় জাতের গ্রেহাউণ্ড বিখ্যাত। অল্পকাল হইল কলিকাতায় গ্রে হাউণ্ড রেস্ বা দৌড়ের খেলা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

গ্রোট্ (Grote, George ১৭৯৪—১৮৭১)
ইংরেজ ঐতিহাসিক। গ্রীসের বিরাট ইতিহাস রচয়িতা।

গ্লাইডার (Glider)
মোটর ইন্‌জিন ছাড়া এক প্রকার এরোপ্লেন। জারমেনীতে যুদ্ধের পর এরোপ্লেন নির্মাণ সম্বন্ধে সন্ধি সর্তে কঠোর নিয়মাদি থাকায় ঐ শিল্প কিছুকাল স্থগিত থাকে। তখন যুবকরা খেলিবার জন্য মোটর ছাড়া এরোপ্লেন বানাইয়া উড়িতে চেষ্টা করে। ইহাকে গ্লাইডার বলে। প্রথমে ইহাতে করিয়া দুই চার মিনিট উপরে থাকা যাইত, ক্রমে ১৯৩৪এ ২৩৫ মাইল পথ ৬ঘঃ ২৬মিঃ ভ্রমণ করে। বিমানীরা উপরে ১৩,৬৫০ ফুট উঠিয়াছে ; এক সঙ্গে ৬৩ ঘণ্টা উপরে ছিল। ইংল্যান্ডে ও অন্যান্য দেশে এই ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। রুশিয়ার ভিক্টর রাস্‌টোরগেফ ১৯৩৭এ ৪০৫·২ মাইল উড়িয়াছিল। ১৯৩৪এ জারমেন এইচ্ ডিটমার ১৪,১৮৯ ফুট, ইহার সাহায্যে উর্ধ্বে উঠিয়াছিল।

গ্লিসিরিন (Glycerine)
উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তৈল ও বসা (fat) হইতে প্রাপ্ত বর্ণহীন মিষ্ট তরল পদার্থ। সাধারণ বাতি ও সাবানের কারখানায় ইহা উপসামগ্রী (by-product) হিসাবে প্রস্তুত হয়। গরু ও ভেড়ার চর্বি, বসা, পাম তৈল (Palm oil) যাহা সাবানের কারখানায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়। নাইট্রো-গ্লিসেরিন ও বিস্ফোরক (ডিনামাইট) তৈয়ারীতে গ্লিঃ প্রচুর পরিমাণে লাগে। ক্যালিকো ছাপা, রং করার কাজে, চামড়া তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। ঔষধেও প্রয়োজন হয়। ইহা শুকাইয়া বা উড়িয়া যায় না বলিয়া ঘড়ির মধ্যে দেওয়া হয়। গ্লিঃ জলের সহিত মিশাইলে জল বরফ হয় না।

গ্লুকোস (Glucose ; Grape sugar)
পাকা ফল বা মধুর মধ্যে মিষ্ট পদার্থকে গ্লুঃ বলে। বর্তমানে ব্যবসাদারীভাবে আলু, ভুট্টা প্রভৃতির শ্বেতসার সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ফুটাইয়া পরে এসিড অংশ চুনের সাহায্যে

বাহির করিয়া ও জলীয় অংশ বাষ্পাকারে নিষ্কাষিত করিয়া গ্লুঃ প্রস্তুত হয়। মদ্য প্রস্তুতকারী ও যাহারা জ্যাম তৈয়ারী করে তাহাদের প্রয়োজনে লাগে। চিকিৎসকরা জ্বরের সময় রোগীকে ইহার জল প্রচুর পরিমাণে পান করিতে বলেন। প্রয়োজন হইলে গুহ্যদ্বার এবং মাংসপেশীর মধ্যে ও শিরার মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

গ্লোব (Globe) দ্রঃ গোলক।

গ্ল্যাডিয়েটর (Gladiator)

প্রাচীন রোমে লোকের চিত্ত বিনোদনের জন্য এক শ্রেণীর পেশাদারী লোক খাটো অসি লইয়া যুদ্ধ করিত। রথে, অশ্বে চড়িয়া দ্বন্দ্ব হইত; বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ চলিত। ৫০০ অব্দে সম্রাট থিওডরিক বন্ধ করিয়া দেন।

গ্ল্যাড্‌স্টোন (Gladstone, William Ewart ১৮০৯—৯৮) ইংল্যান্ডের উদারনীতিক মন্ত্রী। বহুবার প্রধান মন্ত্রী হন ১৮৬৮—৭৪; ১৮৮০—৮৫; ১৮৮৭ ফেব্রুয়ারী—জুলাই; ১৮৯২—৯৪ মার্চ। ইনি গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ খৃস্টান ছিলেন। মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার যুগে ইনিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল আয়ারল্যান্ডকে Home Rule দান। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত বিল বার বার পার্লামেন্ট নাকোচ করে। ইহার পরে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন।

গ্ল্যান্ড (Gland) বা গণ্ড

দেহের মধ্যে বিশেষ জীবকোষ সমন্বিত গ্রন্থি বা গণ্ড; সাধারণত তিন প্রকার ধরা হয়। যথা, পাকযন্ত্রীয় গ্ল্যান্ড হইতে হজমের রস নির্গত হয়; সিক্রিটিং গ্ল্যান্ড হইতে ঘাম, স্তনের দুধ নির্গত হয়; রক্ষণক্রিয় গ্ল্যান্ড (Protective) রক্ত হইতে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া পুঁজি করে, রক্তকে পরিষ্কার রাখে। পাকযন্ত্রীয় গ্ল্যান্ড হইতে মুখের লালা (দ্রঃ) নির্গত হয়। মুখ যত নাড়িবে গ্ল্যান্ড হইতে লালা তত বাহির হয়। পাকস্থলীর মধ্য হইতে এক প্রকার রস নির্গত হইয়া খাদ্যকে হজমে সহায়তা করে। সিক্রিটিং গ্ল্যান্ড রক্ত হইতে জল লইয়া ঘাম তৈয়ারী করে; মাথার চুলে তৈলাক্ত পদার্থ এবং মাতৃবক্ষে দুধ তৈয়ারী করে। এইসব গ্ল্যান্ড ছাড়া কতকগুলি আছে ductless অর্থাৎ ইহার সহিত বাহিরের কোনো সম্বন্ধ (প্রণালী) নাই, যেমন পূর্বের গুলির আছে। থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থি গলদেশে থাকে; উহা বড় হইলে গলগণ্ড ব্যাধি হয়; আবার স্বাভাবিকভাবে প্রজনন গ্রন্থি সমূহকে (sexual gland) নিয়ন্ত্রিত করে। চিকিৎসকরা বলেন এই প্রণালীশূন্য গ্রন্থি বা গণ্ড (ductless) আমাদের শরীরের গঠন, মনের প্রকৃতি, রোগপ্রবণতা, এমনকি স্বভাব বৈচিত্র্যও নিয়ন্ত্রিত করে।

ঘটক

হিন্দুদের বিবাহে যাহারা সম্বন্ধাদি করেন। জাতি, বর্ণ, গোত্র, মেল, থাক প্রভৃতি বহু বিষয়ের যোগাযোগ না হইলে হিন্দুদের বিবাহ হয় না। ঘটকদের কুলপঞ্জিকা ভাল করিয়া জানিতে হয়।...ব্রাহ্মণদের উপাধি; পেশা হইতে উৎপত্তি।

ঘটকর্পর

সংস্কৃত কবি। লোকপ্রবাদ বিক্রমাদিত্যর নবরত্নের অন্যতম। কয়েকটা শ্লোক-সমন্বিত কাব্য ইঁহার রচিত বলিয়া চলে।

নক্ষত্রমণ্ডল (Horologium)

(দ্রঃ হোরোলোজিয়াম)

ঘটোৎকচ

ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর পুত্র। মাতামহ গৃহে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবরা যখন বদরিকাশ্রম যাইতে-ছিলেন, সেই সময়ে ঘঃ তাঁহার অনুচরসহ ইঁহাদিগকে সাহায্য করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণর দ্বারা নিহত হন।

ঘড়ি (Clock, Watch)

আদিযুগ হইতে মানুষ সময় নির্ধারণের জন্য নানারূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি, সূর্যর ছায়া প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ সময় নিরূপণের আদিমতম প্রচেষ্টা (দ্রঃ সূর্যঘড়ি)। পূর্বকালে এদেশে ঘট বা ঘটির (ঘড়ি বা ঘড়া) জল ছিদ্র দিয়া কত সময়ের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া

সময় নির্ধারণ করিত। বাতি কতক্ষণে পুড়িয়া যায়, কলসী বা ঘটে রক্ষিত বালু একটি ছিদ্র দিয়া কতক্ষণে নিঃশেষিত হয়, ইত্যাদিরূপ সময়জ্ঞাপক যন্ত্র আদিমযুগে ব্যবহৃত হইত। ...বাংলায় ঘড়ি বলিতে Clock ও Watch দুই বুঝায়। ক্লক বা বড় ঘড়ি দেওয়ালে টাঙানো বা কোন স্থানে রাখা যায়; ওয়াচ পকেটে রাখা বা হাতে বাঁধা যায়। ক্লক ঘড়ি ইউরোপের মধ্যযুগে নির্মিত হয়; জারমেনী এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ঘড়ির প্রধান দুটি অঙ্গ, একটি বহিরাবয়ব বা case ও ডায়াল (dial) এবং দ্বিতীয় হইতেছে ভিতরের কলকব্জা। কলকব্জার প্রধান অঙ্গ হইতেছে একটি ব্যারেল বা ধুর যাহার উপর একটি চেন (chain) জড়ানো (wound up) থাকিত। এই চেনের একটি দিকে থাকিত একটা ভার; এই ভার নামিয়া আসিতে থাকিলে ব্যারেলটি ঘুরিত। ব্যারেলের এক মুখে থাকিত দন্তুর-চাকা (cog-wheels); এই দন্তুর চাকা পাশের অপর একখানি দন্তুর-চাকাকে ঘুরায়; এইভাবে কয়েকখানি চাকা ঘুরানো হয়। প্রত্যেক চাকার আকার ও দাঁতের সংখ্যার উপর পরস্পরের গতি নির্ভর করে। কিন্তু ব্যারেল-জড়ানো চেইন্ ভারের টানে অসম গতিতে নামিয়া যাইতে পারে; উহা বন্ধ করিবার জন্য উপরের চাকার সঙ্গে একটি escapement নামে কল লাগানো হয়; ইহার সহিত সংলগ্ন আছে একটি দোলক বা পেন্‌ডুলাম; দোলক দুলিতে থাকিলে শেষোক্ত escapement নামে কলটি দন্তুর-চাকার একটি দাঁতে একবার লাগে, আবার দোলক দুলিয়া অন্য প্রান্তে গেলে দাঁতটির আটক খুলিয়া যায়; আটক খুলিয়া গেলেই ব্যারেলের চেইন্ নিজের ভারের টানে একটুখানি খুলিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে চাকাগুলি নড়িতে সুরু করে। পেন্‌ডুলামের দোলনের জন্য ও এস্‌কেপমেন্টের ওঠানামার ফলেই ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ হয়। ক্লক ঘড়িতে পেন্‌ডুলামের ব্যবহার সর্বপ্রথম করেন Huyghens আন্দাজ ১৬৫৫ অব্দে; ইহার কিছুকাল পরে Fromanteel ইংল্যান্ডে ইহা প্রবর্তন করেন।...কয়েক শতাব্দী এইভাবে চেইন-জড়ানো ক্লক চলে; তারপর স্প্রিঙ আবিষ্কৃত হইলে ঘড়ির অনেক উন্নতি হইল; দোলকের পরিবর্তে একটি balance wheel আবিষ্কৃত হইল এবং তাহার ফলে ছোট ঘড়ি (watch) নির্মাণ করা সম্ভব হইল। যেসব ক্লকে ঘণ্টা বাজে বা যেসব টাইম-পিস্-এ 'আলার্ম' বাজে তাহার জন্য পৃথক স্প্রিঙ্ ও পৃথক্ একদফা দন্তুর-চাকার প্রয়োজন হয়।...ছোট ঘড়ি (watch) ১৫০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পিটার হেলে (Hele) নামে এক জারমান নুরেনবুর্গে প্রস্তুত করে। ইহার পর সুইসদেশ ও ইংল্যান্ডে এই শিল্প প্রসার লাভ করে। ভাল ঘড়ি প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ফ্রান্স ও ইতালীতে আবিষ্কৃত হয় এবং অল্পকালের মধ্যে মার্কিন দেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘড়িনির্মাতা দেশ হইয়া উঠে। তথায় বৎসরে ২৫ কোটি ডলারের ঘড়ি ও ঘড়ির সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। পূর্বে ঘড়ির কেস সোনা, রূপার হইত; এখন নানা প্রকার মিশ্র-ধাতু হইতে কেস্ তৈয়ারী হওয়ায় ঘড়ি সস্তা হইয়াছে। হাতঘড়ি বা পকেট ঘড়ির সাধারণ ওজন ৩।৪ আউন্স; মেয়েদের ঘড়ির ওজন মাত্র ২।৩ আউন্স। ঘড়িতে বহু স্ক্রুর প্রয়োজন; ঘড়ির স্ক্রু ও স্প্রিং সূক্ষ্মভাবে করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক ইঞ্চি একটি স্ক্রুতে ২৬০টি পেঁচ থাকে; একটি স্ক্রু-র ওজন $\frac{১}{২০০০০}$ আউন্স। একটা হেয়ার স্প্রিং (hair spring) প্রায় ১২ ফুট লম্বা হয়, কিন্তু উহার ওজন ১০০০ আউন্সের একভাগ মাত্র। চাকাগুলি দামী ঘড়িতে হীরার টুকরার উপর বসানো থাকে; এগুলি মণিকারের দোকানের ছাট। ইহাদের ১,৫০,০০০এর ওজন আধ সেরের কম (1 pound)। বর্তমানে ঘড়ির সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ কলে প্রস্তুত হইতেছে।

...ছোট ঘড়ি নির্মাণে সুইস্‌রা বিখ্যাত। বড় ঘড়ি ইংল্যান্ড জারমেনী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সকল দেশই প্রস্তুত করে। ইংল্যান্ড হইতে ১৭,০০০ বড় ঘড়ি ও ৩,০০০ ছোট ঘড়ি রপ্তানী হয়। ইহার মুল্য ৫৪,০০০ পাঃ। কিন্তু গ্রেট বৃটেন বিদেশী সস্তা ঘড়ি আমদানী করে ১২,০০,০০০ পাউণ্ড মুল্যের। ভারতে ঘড়ি তৈয়ারী হয় না। ভারতে প্রতি বৎসর ১৬ লক্ষ টাকার ঘড়ি ও ঘড়ির কলকব্জা আমদানী হয়।...বর্তমানে ইলেকট্রিক ঘড়ি হইয়াছে। একটী প্রধান ঘড়ি হইতে তারের দ্বারা অনেকগুলি ঘড়ি যুক্ত থাকে ও চলে; ১৮৭৮এ লন্‌ডনে ১০৮টি ঘড়ি একসঙ্গে চলিবার প্রথমে ব্যবস্থা হয়।

ঘড়ি, বড় ও অদ্ভুত

লন্‌ডনের পার্লামেন্টের মাথার একটি বড় ঘড়ি (Big Ben) আছে। ইহার ওজন ১৩ টন (৩৬০ মণ)। পথ হইতে উহা ১৮০ ফুট উচ্চ। ইহার মিনিট-কাঁটা ১৪ ফুট লম্বা, ওজন ২ হন্দর। ঘণ্টা-কাঁটা ৯ ফুট দীর্ঘ। দোলক ১৩ ফুট লম্বা ও কুণ্ডটির ওজন ৪ হন্দর। চেইনের তলার ভার ২$\frac{১}{২}$ টন। ঘড়ির ডায়াল বা মুখ ২৩ ফুট চাওড়া। প্রত্যেক মিনিটের দাগের মধ্যে ফাঁক হইতেছে এক ফুট। ১৮৫৬এ ইহা প্রথম তৈয়ারী হয়। ইহাতে সময়সূচক ঘণ্টা বাজে। অধুনা Shell Mex Ltdএর বাড়ীতে যে ঘড়ি বসানো হইয়াছে তাহা বিগ বেন্ হইতে বড়।...স্ট্রাস্‌বুর্গের গির্জাঘরে অদ্ভুত ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় এক জন, দুইজন করিয়া বারোজন আপোসল্ বা খৃস্টশিষ্য আসিয়া ঘণ্টা বাজান। মূর্তিগুলি ধাতুনির্মিত, কলের সাহায্যে চালিত হয়। ইহা ১৫৭৪এ নির্মিত ও ১৮৪২এ মেরামত হয়।

ঘড়িয়াল

মেছো কুমীরের জাত; ১২।১৩ হাত দীর্ঘ হয়।

ঘণ্টা (Bells)

স্কুলের ঘণ্টা, কাছারির ঘণ্টা, ট্রেনের ঘণ্টা, মন্দিরের ঘণ্টা প্রভৃতি আমরা শুনিতে অভ্যস্ত। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে; 'আলার্ম' দিয়া রাখিলে নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা ধ্বনি হয়। ঘণ্টা দুই রকমের—এক পেটা ঘড়ির ঘণ্টা; অন্য রকম অর্ধ কলসী আকার। এছাড়া অপিসে নানা রকম কল-বেল (call-bell) বা ভৃত্যকে ডাকিবার ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়। বাড়ীতেও ইলেকট্রিক বেল বা ঘণ্টার চল দেখা যায়।...ধর্মমন্দিরে ঘণ্টা বাজাইবার রেওয়াজ খুব প্রাচীন। বৌদ্ধ, খৃস্টান, হিন্দু মন্দিরে এখনো ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ ও খৃস্টীয় মন্দিরে অতিকায় ঘণ্টা দেখা যায়; বর্মা, চীন ও জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে ঘণ্টা বাজানো হয়। ভারতের হিন্দু মন্দিরে যেমন কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ঘণ্টা আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে ঘণ্টার শব্দের ছন্দে লিখিত কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইউরোপে মধ্যযুগে মঠে ঘণ্টা ঢালাই হইত; ক্রমে পেশাদার লোকে উহা নির্মাণ করিতে সুরু করে। ঘণ্টা কাঁসার তৈয়ারী হয়; সেই জন্য কাঁসার ইংরেজি bell-metal। বৃটেনে ৬৮০ খৃঃ অব্দে মন্দিরে প্রথম পেটা ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়।...মস্কোর Czar Kolokol নামে অতিকায় ঘণ্টা ১৬৫৩ অব্দে বোধহয় নির্মিত হয়। ১৭৩৭ অগ্নিদাহে ঘরটি ধ্বংস হয় ও ঘণ্টাটি পড়িয়া ভাঙিয়া যায়। অবশেষে ১৮৩৮এ ঘণ্টার তলদেশে একটি ক্ষুদ্র ধর্মগৃহ (chapel) খুঁড়িয়া বাহির করা হয়; ঘণ্টাটি কখনো বাজানো হয় নাই। দ্বিতীয় ঘণ্টাটি মস্কোতে (১৮১৭) আছে; ১৮১৭এ উহা নির্মিত হয়।

ঘণ্টা, পৃথিবীর বড় বড়

	ওজন আন্দাজ		কোন বৎসরে
মস্কোর বৃহৎ ঘণ্টা	২০০ টন্	৫৪১০ মণ	১৬৫৩
বর্মা—আভার নিকট রাজা মিন্‌গোনের অর্ধসমাপ্ত মঠের নিকট	১২৫ „	৩৩৭৪ „	১৭৩৬
মস্কো—দ্বিতীয় ঘণ্টা	১২৫ „	৩৩৭৫ „	১৮১৭
চীন—পেকিং	৫৩ „	১৪৩১ „	...
রুশ—নভগোরদ	৩১ „	৮৩৭ „	...
কোলন—গির্জা	২৬ „	৭০২ „	১৪৪৮
লেনিনগ্রাদ—সেণ্ট আইজাক	২২ „	৪৯৪ „	...
অস্ট্রিয়া—উলমুৎজ	১৮ „	৫৮৬ „	...
পারিস—নোটর দাম	১৮ „	৪৮৬ „	১৬৮০
ভিয়েনা	১৮ „	৪৮৬ „	১৭১১
লনডন—সেণ্টপল গির্জা	১৭ „	৪৫৯ „	১৮৫৮
ফ্রান্স—সিউস	১৩ „	৩৯১ „	...
জারমেনি—এরফুর্ট গির্জা	১৩ „	৩৮১ „	১৪৯৭
কানাডা মন্ট্রিল	১৩ „	৩৯১ „	...
ইংল্যান্ড—ইয়র্ক	১২ „	৩৬৩ „	১৮৪৫
লনডন—বিগ বেন	১১½ „	৩০০ „	১৮৫৬
জারমেনি—গোরলিৎজ	১০ „	২৭০ „	...
বেলজিয়াম—ব্রুগস্	১০ „	২৭০ „	১৬৮০
ইংল্যান্ড—অক্সফোর্ড Great Tom			

ঘণ্টা বাজে কেন? (দ্রঃ শব্দ)

ঘণ্টাকর্ণ

জনৈক শিবানুচর; বিষ্ণুবিদ্বেষী। ঘঃ মুক্তিকাম হইলে শিব কর্তৃক বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদিষ্ট হয় ও তদনুরূপ করিলে মুক্তিলাভ করে। ঘঃ-পূজা বাঙলায় প্রচলিত আছে; লৌকিক ঘেঁটু পূজা। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে এই পূজা গ্রামে হয়। এই দেবতা ব্রণাদি ক্ষত দাতা; সেইজন্য মন্ত্রে বলা হয়, 'সর্বব্যাধি বিনাশন বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল' (শব্দকল্পঃ)।

ঘণ্টা-পাটলি, ঘণ্টা-পারুল (Schrebera swietenioides)

বন্য তরু; ৩।৪ জোড়া পর্নে এক পাতা; ফুল আপীত, খদির বর্ণ, সুগন্ধ; ফল ৩।৪ আঙুল লম্বা, ঘণ্টাকার; গোলীঢ়, পাটল, মোক্ষ, মুষ্কক প্রভৃতি নাম (শব্দকল্পঃ) 'ভাব-প্রকাশ' মতে গোলীঢ় বা মোক্ষ পলাশবৎ পাবত্য বৃক্ষ। শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইপ্রকার; বহু রোগের ঔষধ। (যোগেশ; Chopra 526.)

ঘন, ঘনবস্তু (Solid) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

যে সমস্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটি আয়তন আছে তাহাকে ঘন বলা হয়। ঘনফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ। যথা, ইট, দালান ইত্যাদি।

ঘনক্ষেত্র (Cube)

যে কোন পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বা বিস্তার ও বেধ (উচ্চতা বা গভীরতা) আছে তাহাকে ঘন (solid) বলে। যে ঘন-র দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমান ও কোণগুলি সমকোণ তাহাকে ঘনক্ষেত্র (cube) বলে।

ঘনমূল (Cube root) বীজ গাণিতিক সংজ্ঞা

কোন সংখ্যার ঘন (cube) বা তৃতীয় শক্তি (3rd power), অপর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা 'a'র সমান হইলে, প্রথমোক্ত সংখ্যাটিকে শেষোক্ত সংখ্যা যেমন 'a'র ঘনমূল বলে, এবং $\sqrt[3]{a}$

এইরূপে লেখা হয়। যথা = $\sqrt[3]{8}$ (৪এর ঘনমূল) = 2 ; কারণ $2^3 = (2 \times 2 \times 2) = 8$।

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯—১৭ ?)

বাংলার কবি। জন্মস্থান বর্ধমান জিলার কৃষ্ণপুর গ্রাম। পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতাদেবী। 'শ্রীধর্মমঙ্গল' নামে কাব্য রচয়িতা (১৬৩৩ শকে রচিত, খৃঃ ১৭১১) ; ইহাতে ৯১৪৭ শ্লোক আছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং ঘনরাম দাস ভনিতায় ১৬টি পদাবলী 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে আছে। ঘনশ্যাম দাস ভনিতাযুক্ত পদও পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুকুমার সেন সকলকে অভিন্ন মনে করেন। (Brajabuli 273) সতীশচন্দ্র রায় দুই জনকে পৃথক অনুমান করেন। (প-ক-ত ৫ম পৃঃ ৮৫-৮৮) কিম্বদন্তী, ঘনরামকে তাঁহার কবিত্বশক্তির জন্য গুরুমহাশয় 'কবিরত্ন' উপাধি দান করেন। ঘনরাম চাকুরীর সন্ধানে নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে আসেন ও তথাকার রাজা কীর্তিচন্দ্র তাঁহাকে রাজকবি নিযুক্ত করেন ; তাঁহারই আদেশে ইনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন।

ঘনশ্যাম

বৈষ্ণব কবি। বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের পৌত্র ; পিতা দিব্যদাস। ইনি 'গোবিন্দ রতিমঞ্জরী' রচয়িতা।

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী (দ্রঃ নরহরি চক্রবর্তী)

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য

লর্ড ওয়েলেসলির সময় ইনি কলিকাতা নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন ; ওয়েলেসলি ইঁহাকে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দেন ; তদুত্তরে ঘনশ্যাম বলেন যে বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার উভয় বিরুদ্ধ। ইনি সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথম মত জ্ঞাপন করেন।

ঘনীভবন (Condensation)

বাষ্প বা গ্যাস হইতে কোন পদার্থকে তরল বা কঠিনে পরিণত করিবার পদ্ধতি ; ঠাণ্ডা বা চাপ বা উভয়ের দ্বারা ইহা ঘটে। বায়ুমণ্ডলের জলীয়-বাষ্প শিশির, বৃষ্টি, তুহিন, শিলা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। কয়লার গ্যাস ঘনীভূত হইলে আলকাতরা হয়।

ঘর্ষ-বিদ্যুৎ (Frictional electricity)

একটি কাচ দণ্ডকে রেশমী কাপড় দিয়া ঘষিয়া কতকগুলি হাল্কা শোলা বা কাগজের টুকরার উপর ধরিলে ঐ জিনিষগুলি আকৃষ্ট হইয়া দণ্ডে সংলগ্ন হইবে। ঘষণের ফলে কাচ দণ্ডে ও রেশমী কাপড়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কাচে ও রেশমে যে বিদ্যুৎ ছিল, তাহা বিপরীত ধর্ম-বিশিষ্ট। গাটাপার্চার চিরুনী মাথায় ঘষিয়া কাগজের উপর ধরিলে এইরূপই হইবে। বিজ্ঞানী Dufay প্রথমটিকে Positive ও বিপরীতটিকে negative আখ্যা দান করেন। প্রত্যেক পদার্থেই এই দুই প্রকার তড়িৎ সমান পরিমাণ আছে এবং সমান বলিয়া কোনটিই প্রকাশ পায় না। ঘষণ বা অন্য কোন শক্তির প্রয়োগে উহারা পৃথক্ হইয়া পড়িলে নিজ নিজ ধর্ম প্রকাশ করে। ঘষণ জনিত বিদ্যুৎ স্থৈতিক (static)।

ঘলঘসা, ঘলঘসিয়া গাছ

সং দ্রোণপুষ্পী। তুলস্যাদি বংশের বর্ষায়ু ছোট বন্য শাক। চষা জমিতে প্রায় জন্মে। ইহার পত্র পুষ্প স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। পাতা সরু, লম্বা ; পত্রপ্রান্ত দন্তুর, মর্দনে তীব্র গন্ধ হয়। ফুল শাদা ; একস্থানে অনেক জন্মিয়া স্তবক হইয়া ডাঁটাকে বেড়িয়া থাকে ; দেখিতে যেন কলস। তিন জাতের গাছ আছে। ঔষধে ইহার ব্যবহার হয়। (দ্রঃ যোগেশ ; বনৌষধি দর্পণ)

ঘষা কাঁচ (Ground glass) দ্রঃ কাঁচ।

ঘাট (Ferry)

নদী পার হইবার ঘাট (ferry) বা পর্বতের উপত্যকার পথ ; ইংরেজিতে Passকে বুঝায়। এই স্থান যাহারা রক্ষা করে তাহাদের ঘাটোবার (ঘাটোয়াল) বলে।...ঘাটে পারাপারের জন্য নৌকা থাকে ; জেলা বোর্ড হইতে ঘাট পারানীর লাইসেন্স নিলামে বিক্রয় হয়।

ঘাড়ের বাত (Stiff neck)

এক প্রকার ব্যাধি ; ইহাতে ঘাড় শক্ত হইয়া যায়, উহা ফিরানো নাড়ানো যায় না।

ঘাত (Power) গাণিতিক সংজ্ঞা

যদি কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারাই বার বার গুণ করা হয়, তবে মোট যত বার সংখ্যাটি লওয়া হয়, গুণফলকে সংখ্যাটির তত ঘাত বা শক্তি বলে। যদি দুই বার কোন সংখ্যাকে লওয়া যায়, তাহা হইলে গুণফলকে সংখ্যাটির দ্বিঘাত বা বর্গ (অপর নাম কৃতি) বলে। ৭×৭×৭কে বলা হয় ত্রিঘাত বা ঘন। ঘাত বা শক্তি (Power) সূচনার জন্য যে সংখ্যাটি মূল সংখ্যার ঈষৎ ডান দিকে উপরে ছোট করিয়া লেখা হয়, তাহাকে সূচক (Index) বলে, যেমন a^2 বা ক২।

ঘাত সহনতা (Malleability)

বস্তুর যে ধর্ম উহাকে ঘাতসহ করে ; অর্থাৎ আঘাত পাইলেও ভাঙ্গিয়া যায় না। উদাহরণ—সোনা, ইহাকে পিটাইয়া ১ইঞ্চির ১৩,০০,০০০ অংশ পাতলা করা যায়।

ঘানি (Oil-press)

তৈলবীজ পিসিয়া তৈল বাহির করিবার যন্ত্র। উহা সম্পূর্ণ কাঠের তৈয়ারী। গরুতে ঘানী ঘুরায়। এক জোড়া গরু পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টা ঘানি চালাইতে পারে। একখানা ঘানিতে ১/৬।৭ সের সরিষা পিশিয়া ১৪।১৬ সের তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে তেলের কলে লোহার ঘানি বাষ্পীয় বা বিজ্‌লি শক্তি বলে চলে। বাংলা দেশে সাধারণত এই কলের তেল ব্যবহার হয়। বাংলায় কলু নামক জাতি তৈল নিষ্কাষণ করে; কলু বা তিলির সংখ্যা ২·৯৬ লক্ষ; অর্থাৎ প্রায় ৬০,০০০ পরিবার। কিন্তু ঘানির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১৮,৫০০। সুতরাং অধিকাংশ কলুই ঘানির কাজ ত্যাগ করিয়াছে।...বাংলার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ তৈল ও খৈল বাংলার বাহির হইতে আসে।...জেলে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের দ্বারা ঘানি ঘোরানো হয়। উহা উঠাইয়া দিবার কথা হইতেছে।

ঘাম, ঘর্ম, স্বেদ (Perspiration ; sweat)

লোমকূপের মধ্যে এক প্রকার গ্রন্থি হইতে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চামড়াকে তেলা করিয়া রাখে। কিন্তু চর্মে আরও এক প্রকার গ্রন্থি অধস্ত্বকের তলদেশে থাকে। এই স্বেদগ্রন্থিগুলির (Sweat glands) কার্য হইতেছে রক্তমধ্য হইতে ঘর্ম এবং উহার সহিত কতকগুলি ক্লেদ বস্তু ছাঁকিয়া বাহির করা।...চর্মের উপর লোমকূপ ছাড়াও অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র (pores) আছে। চর্মের যেখানে লোম আছে তথায় এই ছিদ্র সংখ্যায় কম ; যেখানে লোম নাই, সেখানে ছিদ্র বেশি—যেমন হাত ও পায়ের তলা। এই ছিদ্রগুলি ঘর্ম নির্গমনের পথ। চর্মমধ্যস্থ স্বেদগ্রন্থি গণ্ড হইতে অতি সূক্ষ্ম নলী (duct) চামড়ার উপরে আসিয়া এই ছিদ্রে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই স্বেদগ্রন্থিতে অনেক রক্তবাহী ধমনী এবং শিরা থাকে। রক্তের বর্জনীয় বস্তুগুলি ছাঁকিয়া ঘর্মরূপে বাহির হয়। ঘাম সর্বদাই বাহির হইতেছে ; তবে অপ্রতীত ঘর্ম (insensible perspiration) সহজেই উবিয়া যায় বলিয়া আমরা টের পাই না। কিন্তু ঘাম বেশি হইলে বিন্দু বিন্দু আকারে চর্মের উপর দেখা দেয়।...ঘর্মের উপর নার্ভের প্রভাব খুব বেশি ; চামড়ার নিচে রক্ত বেশি চলাচল করিলে ঘামও বেশি হয়।...ঘর্ম কতকটা মূত্র-জাতীয় তরল ক্লেদ পদার্থ, এবং রক্ত হইতেই উহা জন্মায়। ইহা অম্লগুণাত্মক (acid) ; নানারূপ উদ্বায়ী স্নেহ পদার্থ (volatile fatty) থাকে বলিয়া বিভিন্ন অংশের ঘর্মে বিশেষ বিশেষ গন্ধ থাকে। উহার স্বাদ লবণাক্ত। ইহাতে নানা প্রকার ধাতব লবণ এবং তাহার মধ্যে সাধারণ লবণ (Sodium chloride) সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে। কিছুটা ইউরিক অ্যাসিড ও গন্ধক (Sulphur) আছে।...ঘাম হইয়া শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ দূর হয়। সর্দিগর্মিতে দেহের মধ্যে অতিরিক্ত তাপ জন্মে ; কিন্তু ঘাম বন্ধ হয় বলিয়া মৃত্যু হয়।

ঘাস (Grasses)

বিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ দূর্বাদি তৃণ হইতে বংশ পর্যন্ত সবই তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। গম, ধান সবই এই পর্যায় পড়ে। উলু, শর, দূর্বা, মুতা, বাবুই প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার ঘাস আছে। অনেকগুলি ঘাস গবাদি পশুর খাদ্য। পাশ্চাত্য দেশে পশুর খাদ্যের জন্য কতকগুলি বিশেষ ঘাসের চাষ করা হয়, যেমন নেপিয়ার ঘাস। বাগানের (Lawn) জন্য সূক্ষ্মপত্র ঘাসের বীজ বুনা হয়। বাবুই ঘাস হইতে দড়ি হয়। কুশ ঘাস হইতে আসন, বেনা জাতীয় ঘাস হইতে মাদুর হয় ; এবং উহার মূল হইতে খশখশ প্রস্তুত হয়। শর কাঠি হইতে মোড়া, চেয়ার হয় এবং শরের মসৃণ ত্বক হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ইক্ষুও এক প্রকার ঘাস।

ঘাসিটি বেগম

আলিবর্দি খাঁর কন্যা, সিরাজউদ্দৌলার মাসি ; মীরজাফরের পুত্র মিরন ইঁহাকে ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগমকে ঢাকার নিকট জলমগ্ন করিয়া হত্যা করেন।

ঘুংড়ি কাশি (Croup)

শিশুর স্বরযন্ত্র (ল্যারিংস) ও শ্বাসযন্ত্রের (ট্রাকিয়া) প্রদাহ। শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধক কাশি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। কাশিতে কাশিতে শিশুর দম আটকাইবার মত হয়। ঘুংড়ি ভয়াবহ ব্যাধি। অনেক সময় হঠাৎ দেখা দেয়। পূর্বে ইহাকে লোকে ডিপ্‌থিরিয়ার সঙ্গে এক করিত ; কারণ উভয় ক্ষেত্রেই গলার মধ্যে একটি ঝিল্লী-আবরণ পড়ে। এখন জানা গিয়াছে ঘুংড়ি কাশির রোগ-বীজাণু পৃথক জাতের ; ইহাকে বলা হয় Klebs-Loeffler bacillus।

ঘুঘু পাখী (Dove)

পারাবতাদি বর্গের পক্ষী ; বনে জঙ্গলে 'ঘু ঘু' স্বরে ডাকে। গলায় কালো দাগ, দাগের শেষটা শাদা থাকে। তিলিয়া ঘুঘুর গায়ে তিল তিল দাগ আছে। লাল ঘুঘুর (Red turtle) পক্ষ গোলাপী, দীর্ঘ ; মাথা ধূসর। ১২ আঙুল দীর্ঘ হয়। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে চরে। রাম ঘুঘু বনে একা একা চরে ; ফল খাদ্য। দেখিতে সুন্দর চকচকে, লাল-সবুজে রঙ। শ্যাম ঘুঘু (Turtle D) খয়রা বর্ণ ; গলার পাশ কালো ; মাথা ছোট, পুচ্ছ দীর্ঘ (যোগেশ)। খৃস্টানদের কাছে ঘুঘু শান্তির চিহ্ন। বাইবেলে আছে নোয়া জলপ্লাবনের সময় আর্ক-নৌকা হইতে ঘুঘুকে স্থলের সন্ধানে প্রেরণ করেন।...বাংলা ভাষায় দুষ্ট লোককে অনেক সময়ে ঘুঘু আখ্যা দেওয়া হয়।

ঘুটিং চুন, ঘসিম (Nodular limestone)

রাঢ় ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে মৃত্তিকার সঙ্গে এই চুনা পাথরের

মুড়ি পাওয়া যায়। লোকে জড় করিয়া ভাঁটায় পোড়াইয়া চুন তৈয়ারী করে। সিলেট বা কাট্‌নী চুন অনায়াসলব্ধ হইবার পূর্বে ইহার চলন বেশী ছিল।

ঘুড়ি (Kite)

কাগজ ও বাঁশের শলা দিয়া তৈয়ারী ঘুড়ি লইয়া খেলার রেওয়াজ অতি প্রাচীন ও ব্যাপক। ইহা পূর্ব-এশিয়ার বিশেষ খেলা; কোরিয়া, চীন, জাপান, আসাম, মালয় পূর্ব দ্বীপালি ও ভারতে এই খেলার খুব চলতি আছে। চীন, জাপানে খেলোয়াড়রা ৭ ফুট পর্যন্ত বড় ঘুড়ি প্রস্তুত করে। প্যাঁচ খেলা বা ঘুড়িতে ঘুড়িতে কাটাকাটি করা ছেলেদের খুব আমোদের খেলা। সুতায় মানজা দিয়া অর্থাৎ ভাতের মাড়ের সঙ্গে কাঁচের গুঁড়া মিশাইয়া সুতাকে ধারালো করা হয়।...১৭৪৯ ও '৫২ অব্দে আমেরিকায় বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ির সাহায্যে বিদ্যুতের প্রথম সন্ধান পান।...বর্তমানে ঘুড়ির সাহায্যে আবহাওয়ার তাপ, শৈত্য, গতি প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা হয়; বিশেষভাবে নির্মিত ঘুড়িতে যন্ত্রপাতি দিয়া উপরে পাঠানো হয়।...যুদ্ধের সময়ে সঙ্কেতের জন্য, ফোটো তুলিবার জন্য ঘুড়ি ব্যবহৃত হয়। ইন্‌জিনীয়ারগণ গভীর খাদের উপর দিয়া প্রথম দড়ি বা তার পার করেন ঘুড়ির সাহায্যে, এবং সেই তার দিয়া মোটা তারের দড়া পার করিয়া কাজ সুরু করেন। এইভাবে সেতুর কাজ আরম্ভ হয়।... শীতের শেষে এদেশে ঘুড়ির খেলা সুরু হয়।

ঘুণ (Weevil)

শুষ্ক কাষ্ঠ ভেদক দৃঢ়পত্রী পতঙ্গ। মাথা শুঁড়ের মত হইয়া দীর্ঘ হয় ও তাহার দ্বারা কাট ফুটা করে। কীটগুলি দেখিতে শাদা, চামড়া কোঁচকানো, পদহীন, বক্র দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (যোগেশ)

ঘুনসি

কোমরের সুতা। কৌপীন পরার জন্য কাজে লাগে। দেশজ শব্দ। ছেলে পুলেদের স্বাস্থ্যের জন্য (লোকবিশ্বাস) পয়সা ফুটা করিয়া বাঁধা থাকে।

ঘুম (নিদ্রা)

মানুষ নিদ্রা যায়। কিন্তু ঘুম কেন হয় তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ সর্ববাদী সম্মত হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কয়েক ঘণ্টা কাজের পর ঘুম স্বভাবতই আসে, স্নায়ুমণ্ডল আর কাজ করিতে পারে না।...মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে সর্বপ্রকার আহার ও আরাম দিয়াও ঘুমাইতে না দিয়া দেখা গিয়াছে যে সে মরিয়া গিয়াছে। অনিদ্রা পাগলামীর পূর্ব লক্ষণ; অনিদ্রা হইতে অন্যান্য ব্যাধিও হয়। সুতরাং ঘুম প্রয়োজন। সাধারণ বালকদের ৮ ঘণ্টা ঘুম প্রচুর। বড়দের ৬।৮ যথেষ্ট। গ্রীষ্মকালে সামান্য দিবানিদ্রা চলিতে পারে, অন্য সময়ে নহে। যত ছোট তত বেশী নিদ্রা হয়। বৃদ্ধ বয়সে ঘুম কমিয়া যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীও ঘুমায়।

ঘুরঘুরা পোকা

বেলে মাটিতে গ্রীষ্মকালে গর্ত করিয়া গর্তের মুখে ইহারা বসিয়া থাকে; পিঁপড়ে গর্তে পড়িলে ঝুরা বালি দিয়া উঠিতে পারে না, তখন ঘুঃ পিপীলিকাকে ধরিয়া গর্তের মধ্যে লইয়া যায়।

ঘুরী বংশ ঘোরী

শফেদ কোহ পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান আফগানিস্তানে ঘুর নামে জিলা সুলতান মামুদের অধীন দেশ ছিল। গজনীবংশের পতনের পর আলাউদ্দীন হোসেন নামে এক ব্যক্তি ঘুরের অধিপতি হন ও তিনি গজনী পুড়াইয়া শেষ করেন। তাঁহাকে সেলজুক তুর্ক সুলতান সঞ্জর হারাইয়া বন্দী করেন। তাঁহার দুই ভাগিনেয় তাঁহার পর ঘুরের রাজা হন। এই ভাগিনেয়দ্বয় ইতিহাস বিখ্যাত গিয়াসুদ্দীন মোহম্মদ ঘোরী ও শহাবুদ্দীন ঘোরী। মোঃ ঘুরী ভারতবর্ষ জয় করেন। (দ্রঃ মোহম্মদ ঘুরী)।

ঘূর্ণিঝড় (Tornado)

বাতাস ঘুরিতে ঘুরিতে ঘণ্টায় ২০-৪০ মাইল বেগে চলে ও ভীষণ শব্দ করে। গাছপালা ছোট বাড়ীঘর চূর্ণ হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের জেল ধ্বংস হয় ও ব্রহ্মপুত্রে জলস্তম্ভ ওঠে।

ঘূর্ণিবাত (Cyclone)

ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান আকস্মিক কোন কারণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে ঐ স্থানের বায়ু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে বায়ু ধাবিত হয়; উঃ গোলার্ধে চারিদিকের এই বায়ু বামাবর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের দিকে ছুটে ও কেন্দ্রস্থ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে উঠে। ইহার গতি দুই প্রকার, কেন্দ্রের দিকেও ইহা ঘোরে, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়। (কালবৈশাখী দ্রঃ) ঘূর্ণবাত মরুভূমিতে হইলে ধূলিঝড় হয়। সমুদ্রে হইলে জলস্তম্ভ হয়। সাধারণত গ্রীষ্মের পূর্বে ও শরতে ঘূর্ণিবাত হয়।

ঘূর্ণিরোগ (Epilepsy) দ্রঃ মৃগী

ঘুস (দ্রঃ উৎকোচ)

ঘৃত

দুগ্ধ হইতে মাখন (দ্রঃ) তুলিয়া তাহা জ্বাল দিলে ঘৃত হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া ইহার ব্যবহার কোথায়ও ছিল না, ইউরোপে মাখন ও চর্বি দিয়া রান্না হয়। উঃ ভারতবর্ষের পঞ্জাব,

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে গোয়ালারা ঘৃত প্রস্তুত করে। বর্তমানে ইহার মধ্যে খুব ভেজাল চলে ; কোন কোন ঘিয়ে ৪৬% ভাগ ভেজাল জিনিষ থাকে। ঘোল সের দুধে প্রায় একসের ঘৃত হয়। মহিষের দুধে ঘৃতাংশ বেশী থাকে। যজ্ঞাদি কর্মে ঘৃতের ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের ব্যবহার্য ঘৃত অধিকাংশ বাংলার বাহির হইতে আসে এবং এই ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে মাড়োয়ারী বণিকদের হাতে আছে। অনুমান করা হয় ভারতে বৎসরে ১০০ কোটি টাকার ঘৃত বিক্রয় হয়।

ঘৃতকুমারী (Aloe vera)

রজনীগন্ধাদি বর্গের ঘন পিচ্ছিল রস-বিশিষ্ট শাক। পাতা বড় বড়, দন্তুর, স্থূল। শুকাইলে রসকে মুসব্বর (দ্রঃ) বলে। বেড়ায় এই গাছ রোপিত হয়। (Watt 59 ; বনৌষধি)

ঘেঁচু শাক (Typhonium trilobatum)

কচু আদি বর্গের বন্য শাক। বনে ঝোপে ঘাসের মধ্যে জন্মে ; পাতায় তিন আঙুল ; পুষ্পমঞ্জরী দণ্ড ও রক্তবর্ণ হয়। মাটির ভিতরের কচু অত্যন্ত কটু। (যোগেশ)

ঘেঁটু

(১) গাছ (Clerodendrom infortunatnm) ভাণ্ডীরাদি বন্য ক্ষুপ ; ভিতরে লাল ফোঁটা ফোঁটা ; তীব্র সুগন্ধ থাকে। বসন্তকালে ফোটে, পাকা ফল কৃষ্ণ-রক্ত বর্ণ হইয়া থাকে। (যোগেশ) (২) ঘণ্টাকর্ণ পূজা দ্রঃ।

ঘোগ (Wild Dog, সং কোক)

বন্য কুকুর ; দেখিতে শিয়ালের মত। দেহ পুষ্ট, উদর দীর্ঘ, পুচ্ছ স্থূল ও ইহাদের গা গিরিমাটির রং হইয়া থাকে। বাঘ ঘোগকে ভয় করে। (যোগেশ)

ঘোড়দৌড় খেলা (Horse Race)

অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে এই খেলা ছিল। ইহা আরবদের জাতীয় খেলা। বর্তমানে আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ভারতের কোন কোন নগরে ঘোড়দৌড়ের খেলা বা রেস চলিত হইয়াছে ; ইংল্যান্ডে উহা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলে ; ১৭ শতকে স্টুয়ার্ট রাজারা এই খেলায় বিশেষভাবে যোগ দেন। সমতল ভূমিতেই 'ডার্বি' রেস হয়। তবে বন বাদাড় নদী নালা ভাঙ্গিয়া একটা চার্চের চূড়া লক্ষ্য করিয়া এক রকম দৌড় আয়ারল্যান্ডে আছে (Steeple chase)। 'ডার্বির দৌড়' সারে কাউন্টির এপসোম (Epsom) মাঠে হয়। (দ্রঃ ডার্বি রেস) ডার্বি ছাড়া অনেকগুলি ঘোড়দৌড় হয়। বিলাতে জকি ক্লাব সমস্ত খেলা নিয়ন্ত্রণ করে।...ভারতের বঙ্গলুর, বোম্বাই, কলিকাতা, কলম্বো, দার্জিলিঙ, করাচী, কোলহাপুর, লাহোর, লখ্নৌ, মাদ্রাস, মহীশুর, উটকামণ্ড, পুণা ও সেকন্দারাবাদে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে। রাজা, মহারাজা, গভর্নরগণ সকলেই ঘোড়দৌড়ের বাজীতে যোগদান করেন। বড়লোকদের ঘোড়া মাহিয়ানা করা জকিতে চালায়। এদেশে আগা খাঁ সাহেবের ঘোড়া খুব বিখ্যাত। (টিকিট বিক্রয় ও বাজি খেলার জন্য 'রেস' দ্রষ্টব্য)...কলিকাতার সুইপ্ স্টেক (Sweep stakes) তথাকার রয়েল টার্ফ ক্লাবের দ্বারা চালিত হয়। ইংল্যান্ডের এপসমে যে ডার্বি রেস হয় তাহার পুরস্কার এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; অর্থাৎ এই ক্লাবের মেম্বর ছাড়া কাহারও পক্ষে টিকিট কেনা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা কার্যে হয় না ; মেম্বররা সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রয় করেন (১০৲)। এপসমের ঘোড়দৌড় সাধারণত হয় জুন মাসের শেষ বুধবারে অথবা মে মাসের শেষ বুধবারে ; এবং তাহার আগের শনিবারে কলিকাতায় টিকিটের লটারী হয়। ১৯২৯এ তিনটি টিকিটে ১৩৫,০০০ পাউণ্ড প্রদত্ত হয়।

ঘোড়া (দ্রষ্টব্য অশ্ব)

ঘোড়ানিম, মহানিম (Bastard ceder ; Melia azedarach)

ভারতে ও বর্মায় এই তরু দেখা যায়। ইহা হইতে এক প্রকার নির্যাস (গঁদ) ও বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। হেকিমি চিকিৎসায় ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। বীজ ফুটা করিয়া মালা তৈয়ারী হয়। যত্ন করিলে ইহা হইতে ভাল কাঠ পাওয়া যায়। (Chopra 506 ; Watt 780)

ঘোমটা, অবগুণ্ঠন

যাযাবর যুগে মানুষ যখন ঘুরিয়া বেড়াইত তখন যুদ্ধ করিয়া তাহারা কৃষিলিপ্ত জাতির মধ্য হইতে নারী সংগ্রহ করিত। নারী পুরুষের সম্পত্তি ও বন্দিনী হইত, অপরে তাহাকে দেখিতে বা চিনিতে না পারে সেজন্য তাহাকে অবগুণ্ঠিত করা হইত। ইসলামিক জগতে এই প্রথা অত্যন্ত প্রবল ; নারী বোরখা পরিয়া বা আপাদমস্তক ঢাকিয়া বাহিরে আসে। মিশরে চোখের নিচ হইতে মুখ ঢাকা থাকে। ভারতের সর্বত্র, যেখানে মুসলমানদের প্রভাব বেশি, সেখানে হিন্দুদের মধ্যেও অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথা অত্যন্ত উৎকট। হিন্দুরা মুসলমানদের অনুকরণে আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়াছিল, যেমন বর্তমানে ইউরোপীয়দের অনুকরণে তাহার বিপরীত করাই সভ্যতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এখন ইহা নারীদের সাধারণ শ্লীলতার অঙ্গ হইয়াছে। মারাঠারা ঘোমটা দেয় না ; দক্ষিণ ভারতে ইহার প্রচলন নাই। (দ্রঃ অবরোধ প্রথা)

ঘোল (Whey)

দুধ হইতে দধি করিয়া তাহা ঘোল-মন্থনী কাঠি দিয়া মন্থন করিলে ননী মন্থনীর গায়ে লাগিয়া যায়। অবশিষ্টাংশকে ঘোল বলে। কোন কোন রোগে ঘোল পথ্যস্বরূপ।

ঘোল ময়নী লতা (Deeringa celosiodes)

অপামার্গাদি বর্গের ক্ষুপ, গাছ জড়াইয়া উঠে। পাতা একোত্তর, ফুল ছোট ; ফল ছোট গোল ও শাঁসাল হইয়া থাকে। (যোগেশ)

ঘোষলতা, কোশতকী

ভূলুণ্ঠিত লতা ; আর্দ্র জমিতে হয়। ইহার পাতা ও ডাঁটা প্রায় ঝিঙের মত ; ফল বাজনার খোলের মত হয়। বর্ষা শেষে পুষ্পিত হয়, শীতে ফল হয় ; শীতাবসানে লতা মরিয়া যায়। পাতা ফল অতিতিক্ত। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। (Chopra 504 ; যোগেশ)

ঘ্রাণশক্তি

নাসারন্ধ্রের উপরদিকে যে কোমল আর্দ্র চর্ম আছে, তাহার উপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অর্থাৎ যে নার্ভগুলির সাহায্যে ঘ্রাণের অনুভব হয়, তাহা অবস্থিত। যে সকল বস্তুর গন্ধ আছে তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম অণুসমূহ বায়ুমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতে থাকে ; নাকের ভিতরে অণুগুলি নার্ভগুলিকে উদ্দীপিত করে। মস্তিষ্কে এই আঘাত পৌঁছিলে আমাদের ঘ্রাণের অনুভব হয়।

চই, চব্য, চবিকা (Piper chaba)

তাম্বুলাদি বর্গের লতা। ইহার ফল পিপুলের মতন। যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা জিলায় প্রচুর জন্মে। আদি স্থান মলাক্কা। ডালপালা, পাতা, ফল সবই ঝাল। লোকে ডাঁটার রস রন্ধনে ব্যবহার করে, কন্দবৎ মূল ভাতে দিয়া খায়। ইহা নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ডাঁটা ও মূলসিদ্ধ রং কাপড় ছোপানো কাজে ব্যবহৃত হয়। (Watt 890)

চকমকি, অগ্নিপ্রস্তর (Flint)

কোয়ার্টজ (Quartz) জাতীয় কঠিন কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক প্রস্তর। ইস্পাতের উপর আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয় ও সোলা বা অন্য কোন সহজদাহ্য পদার্থে লাগিবামাত্র আগুন ধরিয়া যায়। দেশলাই আবিষ্কারের পূর্বে এইভাবে অগ্নি চয়ন করা হইত। এখনো গ্রামে চাষীরা উহা ব্যবহার করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে লোকেরা এই কঠিন প্রস্তরের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র বানাইত। পূর্বে বন্দুকের বারুদে আগুন লাগাইবার জন্য চকমকির সাহায্য লওয়া হইত। দামী চিনামাটির বাসন করিতে এই প্রস্তরের গুঁড়ার প্রয়োজন হয়। সিগারেট জ্বালাইবার পকেট-বাতি চকমকির বৈজ্ঞানিক সংস্করণ।

চকা-চকী পাখী (The Brahminy duck or Ruddy Sheldrake : Casarca rutila) হাঁসজাতীয় পাখী। সংস্কৃত চক্রবাক, পূর্ববঙ্গে বুগরী বলে। লম্বায় প্রায় দেড় হাত। মাথার পালক শাদাটে ; ডানা, লেজ, ঠোঁট, পা কালো। শরীরের অন্য অংশ খয়েরি। শীতের দেশে বাস করে ও শীতকালে এদেশে আসে ; জোড়ায় বাস করে ও নদীর ধারে চরে। পুং চকার গলায় কালো রং হয়। ইহারা শিকারীদের প্রিয় শিকার। ইহার মাংস লঘু, স্নিগ্ধ বলপ্রদ। (দ্রষ্টব্য যোগেশ ; জগদানন্দ, বাঙলার পাখী ১৭০)।

চকোর (Himalayan partridge)

সং চক্রবাক। বিষ্কির বর্গের পশ্চিম হিমালয়বাসী প্রায় ১ হাত লম্বা পাখী। পা লাল। চকোর ও চকোরীর রং একই প্রকার। পাখীর ডাক কুক্কুটের মত। সন্ধ্যায় একসঙ্গে ডাকে। এই জাতের অন্যান্য পাখী ইউরোপে আছে।

চকোলেট (Chocolate)

কোকোর (cocao) শুঁটি ও চিনি মিশাইয়া প্রস্তুত খাদ্য। ১৯ শতকের মধ্য হইতে এই খাদ্য চল হইলেও এই শতাব্দীতে ইহার ব্যবহার ও ব্যবসায় বাড়িয়াছে। ইউরোপের বহুস্থানে প্রস্তুত হয় ; ভারতে বোম্বাই ও বড়োদায় তৈয়ারী হয়। চকোলেটের মধ্যে যে ক্ষীর থাকে, তাহা গব্য ক্ষীর নহে ; তাহা কোকোর ঘন তৈল, সুস্বাদু করিয়া দেওয়া মাত্র। এদেশে জাপানী ও নেসলের (Nestles) চকোলেট বহু লক্ষ টাকার আমদানী হয়।

চক্র, চাক, চাকা

আদি মানব গাছের গুঁড়ি কাটিয়া প্রথম চাকা বানায় ; চাকা তৈয়ারী হইলে শকট বানাইয়া মানুষ নিজ কাঁধের ভার

বা মাথার বোঝা শকটের উপর দিল। সেদিন মানুষের চলা-ফেরায় যুগান্তর হইল। পূর্বে ছিল পায়ে-চলার 'পথ'। এখন অশ্ববাহিত রথ বলদটানা শকট চলিবার জন্য নির্মিত হইল রথ্যা বা রাস্তা, বা Rut, (Strrsse, Street)। সমস্ত যান চাকার উপর চলে।...চাকার সাহায্যে মানুষ মাটির পাত্র গড়ে—ইহাই হইতেছে কুমোরের চাক। কপিকল আবিষ্কৃত হওয়ায় ভার উত্তোলন সহজ হইল।...শ্রীকৃষ্ণ লৌহ বা অন্য কোনো ধাতুর পাতলা চাদরের 'চক্র' ঘুরাইয়া শত্রু মধ্যে নিক্ষেপ করিবার এক অস্ত্র আবিষ্কার করেন।...গাড়ীর চাকা ধুরে (Axle) লাগানো থাকে; ক্রমে ধুর ও চক্রের মাঝখানে ball-bearingএর ব্যবস্থা হওয়ায় অতি সহজে ভারী গাড়ী ঠেলাও সহজসাধ্য হইল। চাকার চারিপাশে বাতাস-ভরা টায়ার দেওয়া হওয়াতে গাড়ীর পক্ষে আরও বেশি ভার বহন করা সম্ভব হইয়াছে এবং জন্তু বা যন্ত্রের পক্ষে টানা সহজ হইয়াছে।...কারখানার অনেক কাজ চাকার সাহায্যে হয়। যন্ত্রপাতির অনেক কাজ দস্তুর চাকা দিয়া হয়।

চক্রধ্বজ সিংহ

আসামের অহোমবংশীয় রাজা; ইঁহার অহোম নাম সুপুংমুংফা। ১৬৬৩ অব্দে অপুত্রক অবস্থায় রাজা সুতীনফার মৃত্যু হইলে লোকে ইঁহাকে রাজা মনোনীত করে। মুগলদের ইনি পরাভূত করেন। ১৬৬৮ মৃত্যু হয়। ইঁহার ভ্রাতা সুন্যৎফা উদয়াদিত্য নামে রাজা হন।

চক্রপাণি দত্ত

'চক্রদত্ত' নামে বৈদ্যক গ্রন্থ রচয়িতা: ১১ শতকের মধ্যভাগে (১০৩০) রাজা নয়পালের সমকালীন ও সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; ইঁহার পিতা নারায়ণ গৌড়াধিপের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন ইঁহার জন্মস্থান বীরভূম। ইনি সুশ্রুতের 'ভানুমতী' নামে আংশিক টীকা রচনা করেন।

চক্রবর্তী

সাধারণত ব্রাহ্মণের উপাধি।...যে রাজা সম্রাট্ তুল্য, অর্থাৎ যাঁহার খ্যাতি ক্ষিতিচক্রের নেমি বা দিক্ চক্রবাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত তিনি 'চক্রবর্তী'।

চক্রবাল, ক্ষিতিতল, ক্ষিতিচক্র (Horizon)

কোন স্থানে দাঁড়াইয়া দূরে দৃষ্টিপাত করিলে পৃথিবী ও আকাশ যেখানে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই কাল্পনিক মণ্ডলাকার দিককে চক্রবাল বলে।

চক্রায়ুধ

মধ্যযুগে কনৌজের রাজা। ৭৮৩ অব্দের কিছুকাল পরে গৌড় মগধের রাজা ধর্মপাল কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চক্রায়ুধকে রাজা করেন। কিন্তু রাজপুতানার গুর্জর প্রতিহারবংশীয় ২য় নাগভট চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া কনৌজরাজ্য অধিকার করেন।

চক্রবৃদ্ধি (Compound Interest)

ঋণদান ব্যাপারে দেয় সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করিয়া সেই সবৃদ্ধি মূলটিকেই (Principle and Interest আসল + সুদ) আবার নূতন মূলধন বা আসলরূপে ধরিয়া তাহার উপর সুদ ধরাকে চক্রবৃদ্ধি হার বলে। চক্রবৃদ্ধি হারে টাকা দ্বিগুণ হয় কতদিনে?...শতকরা ৬ টাকা সুদ ১১ বছর ২২৭ দিনে দ্বিগুণ হয়। ৫% হারে ১৫ বঃ ৭৫ দিনে। ৪½%হারে ১৭ বঃ ২৪৬ দিনে। ৩½% হারে ২০ বৎসর ৫৪ দিনে। ৩% হারে ২৩ বৎসর ১৬৪ দিনে। ২½% হারে ২৮ বঃ ২৬ দিনে দ্বিগুণ হয়। (Hindusthan Year Book 1940, p. 71; বিস্তৃত তালিকা দ্রষ্টব্য Whitaker's Almanac 1940, p 644)

চক্ষু (The Eyes)

সুপরিচিত ইন্দ্রিয়। মনুষ্য-চক্ষুর ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি গোল পদার্থ। এই অক্ষি-গোলকের অধিকাংশই চক্ষু-কোটরের মধ্যে থাকে; উহার উপরে ভুরুর আড়াল, এবং সম্মুখে দুইটি নেত্রপল্লব (পাতা) দ্বারা আবৃত; এই পল্লব বা পাতা বারে বারে নিমেষের জন্য বুজিয়া ও অশ্রুরস দিয়া চক্ষুকে সজল রাখে।...অক্ষি-গোলক উপর্যুপরি তিন প্রস্থ পর্দার দ্বারা নির্মিত। (১) বাহিরের আবরণ মজবুত তন্তু পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত; উহা শ্বেতবর্ণ ও অস্বচ্ছ। উহার নাম Sclerotic। ইহার মধ্যভাগে আছে অচ্ছোদপটল বা Cornea; ইহা কাচের মত স্বচ্ছ এবং গোলকের তল হইতে কিছু উচ্চ। (২) দ্বিতীয় পদার্থের নাম কৃষ্ণমণ্ড (Choroid); উহার ভিতর দিক কালো রঙে রঞ্জিত, যাহাতে দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব উহা ভেদ করিয়া বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে। এই অংশে থাকে আইরিস (Iris) বা চক্ষুতারকা বা কনীনিকা — কর্নিয়ার ঠিক পশ্চাৎভাগে। এই আইরিসের মধ্যে একটি ছিদ্র থাকে, তাহাকে বলে মণি (Pupil)। (৩) ভিতরকার তৃতীয় পর্দাটির নাম রেটিনা (retina) বা অক্ষিপট। ইহাতে অসংখ্য নার্ভ-কোষ পাশাপাশি সজ্জিত, এবং প্রত্যেক কোষ হইতে এক একটি নার্ভ তন্ত্রী বাহির হয়; এই মিলিত নেত্র নার্ভ (optic nerve) মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে অচ্ছোদ পটলের পশ্চাতভাগে আছে লেনস্ (lens) বা চক্ষুমণি (দ্র)।...মনুষ্যেতর জীবের চক্ষুর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মাছের চোখ ও পাখীর চোখের তেজের অনেক তফাৎ। পাখীর চোখ অত্যন্ত তীব্র; আধ মাইল উর্ধ্ব হইতে সামান্য খাদ্য দেখিতে পায়। গভীর সমুদ্রের জীব দেখিতে পায় না।

চক্ষু-তারকা (Iris)

সম্মুখ হইতে চক্ষু লক্ষ্য করিলে চক্ষুর ভিতরে একটি কালো পর্দা

এবং পর্দার ঠিক মধ্যভাগে একটি ছিদ্র দেখা যায়। পর্দাটিকে চক্ষু-তারকা (Iris) এবং ছিদ্রটিকে 'তারারন্ধ্র' বলে। প্রয়োজন অতিরিক্ত প্রখর আলো চোখে পড়িলে তারকার মাংসপেশী কুঞ্চিত হইয়া যায় ; তখন ছিদ্র ছোট (contracted) হয় ; আবার অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে হইলে উহা প্রসারিত হইয়া ছিদ্র বড় (dilated) হইয়া যায়।

চক্ষুমণি (Lens)

চক্ষুর অভ্যন্তরে একটি কাচবৎ স্বচ্ছ পদার্থ আছে ; ইহা দুই প্রান্ত হইতে বাঁধা ; বাঁধান আলগা হইলে লেন্সটি পুরু হয় এবং উহার কুব্জতা (convexity) বাড়িয়া যায়। আবার বাঁধনে বা পেশিতে (ligament) টান পড়িলে লেন্সটি পাত্‌লা হইয়া যায়। মুহূর্ত মধ্যে কুব্জতার তারতম্য করিয়া উহা বিভিন্ন দৃশ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবি রেটিনার যথাস্থানে আনিয়া ফেলিতে পারে। ...লেন্সের সম্মুখে একটু জলীয় পদার্থ (aqueous humour) ও পশ্চাতে অনেকখানি স্থানে vitreous h. নামে জলীয় পদার্থ আছে। এই উভয়বিধ জলীয় পদার্থ প্রতিবিম্বকে প্রতিফলিত করিতে সাহায্য করে।...লেন্সটি পেঁয়াজের খোসার মত কয়েক স্তর স্বচ্ছ ও কঠিন পর্দার দ্বারা নির্মিত। বৃদ্ধ বয়সে ইহা অস্বচ্ছ, চাপটা ও হরিদ্রাভ হয় ; ইহাকে বলে ছানিপড়া (দ্রঃ)।... লেনসের দ্বারা যে ছবি প্রস্তুত হয়, তাহা উল্টা হইয়া রেটিনাতে পড়ে, কিন্তু মস্তিষ্কে গিয়া ঠিক সোজাভাবে উপলব্ধি হয়।

চক্ষুর ছানি (Cataract) (দ্রঃ ছানি)

চচ (Chach)

সিন্ধু দেশের রাজা। সিন্ধুর রায় বংশের রাজা রায় সাহসীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া (৬৪৮) ব্রাহ্মণ কোমমন্ত্রী চচ রাজা হন। নাসিরউদ্দিন কবাচের (১২১৬) সময়ে লিখিত ও তাঁহাকে উৎসর্গীকিত 'চচ-নামা' বা 'তারিখই হিন্দ্' বা সিন্ধু বা ফতনামা গ্রন্থে চচ সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। রায় সাহসীর বিধবা পত্নীকে চচ বিবাহ করেন ; ইহার পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দর ও তৎপরে চচের পুত্র দাহির (দ্র) সিন্ধুদেশের রাজা হন। ইঁহার রাজধানী ছিল অরুর বা বর্তমান রোহ্‌রি এবং রাজ্য কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চচ সম্বন্ধে বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী 'চচ-নামা' গ্রন্থে আছে।

চঞ্চুভৃৎ নক্ষত্রমণ্ডল (Toucan) দ্রঃ আকাশ

হাইড্রাস ও ফিনিক্স তারকাপুঞ্জের মধ্যস্থিত ৯টি তারা।

চটকল (Jute mill)

পাট হইতে সুতা করিয়া এবং তাহা দিয়া চট, থলিয়া, গানি প্রভৃতি পাট জাতীয় কাপড় যেখানে প্রস্তুত হয়, তাহাকে চটকল বলে। বাঙলা দেশে প্রথম চটকল ১৮৫৫এ রিশড়ায় স্থাপিত হয়। বাষ্পীয় শক্তিবলে ১৮৫৯এ প্রথম চটকল চালিত হয়। ১৮৫৯ দৈনিক ৮টন চট হইত ; ১৯০৯এ ২,৫০০ টন, বর্তমানে ৪,০০০ টন। ১৮৮১তে ২১টি কল ছিল, ১৯০১এ ৩৬ ; ১৯২১এ ৭৭, ১৯৩১এ ১০১। ১৯৩২এ মূলধন ছিল ২৩কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। বৎসরে প্রায় ২১·১০ কোটি টাকার মাল উৎপন্ন হয় ; ২·৬৩ লক্ষ শ্রমিক গড়ে কাজ করিত। এতগুলি কলের মধ্যে তিনটির পরিচালক মাড়োয়ারী, দুইটি বাঙালীর, অপর সবগুলি সাহেবদের। বিদেশে বহু চটকল আছে। (বঙ্গ পরিচয় ২য় খণ্ড দ্রঃ)

চড়ক পূজা

চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজার উৎসব বা গাজনকে চড়ক বলে। আযদের এদেশ জয় করিবার পূর্বে উত্তর বঙ্গে বাণ নামে এক অসুর রাজ ছিলেন ; শিব তাঁহার আরাধ্য ছিলেন ; তাঁহাকে প্রীত করিবার জন্য বাণ বন্ধুদের সঙ্গে নৃত্য গীত করিয়া নিজ রক্ত গাত্র হইতে বাহির করিয়া মহাদেবকে দিতেন। এই লৌকিক উৎসব যুগযুগান্ত হইতে সাধারণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ কাষ্ঠের উপর দুইটি বাঁশ দিয়া একটি চাকার মত করা হয় ; লোকের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া উহা চাকার বাঁশে পুনরায় বাঁধিয়া বাঁশটিকে ঘোরানো হয়। পূর্বে পৃষ্ঠে ফুঁড়িয়া ঘোরানো হইত, জিহ্বা বা বাণ ফোঁড়া রীতি ছিল। ১৮৬৩ অব্দে গভর্নমেন্ট এই নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করিয়া দেন। চড়কের পূর্বে সাধারণ শ্রেণীর লোকে 'সন্ন্যাসী' হইয়া থাকে ; দুইদিন পূর্বে কাঁটা ঝাঁপ ও আগুন ঝাঁপ হয়, অর্থাৎ উঁচু জায়গা হইতে কাঁটা বা আগুনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। একদিন আগে 'নীল' বা মহাদেবের সহিত নীলাবতীর বিবাহ উৎসব হয়। হিন্দু সন্তানবতী মায়েরা সেদিন উপবাস থাকিয়া শিবের পূজা করিতে গাজন তলায় আসেন। এই সময়ে তারকেশ্বরে বহু যাত্রী আসে। অনেক গ্রামে গাজন তলা আছে। ক্রমে এই সব উৎসব প্রাণহীন হইয়া আসিতেছে।

চড়ুই পাখী, চটক (Sparrow)

সুপরিচিত পাখী। মদ্দা চড়ুইএর মাথা ধূসর, গলা বুক কালো ; মাদি চড়ুইএর রং খয়রা, আকারেও একটু ছোট। লোকের বাড়ীতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ঘর বাঁধে ; ইহারা জঙ্গলে যায় না। আয়না বা কাঁসার বাসনের উপর নিজ প্রকৃতি দেখিয়া খুব ঝগড়া করে। হীনবীর্য লোকে চটকের মাংস খায়। ইহারা মাটি হইতে শস্যকণা খুঁটিয়া এবং ছোট পোকামাকড় ধরিয়া খায়।

চণ্ড

(১) চিতোরের রানা লক্ষ্মণের (লক্ষ) পুত্র। পিতার আদেশমত বিবাহ না করায়, পিতা মারবাররাজ রণমল্লর কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ড বিমাতা-পুত্র শিশুভ্রাতা মুকুলজিকে রানা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্বয়ং রাজ্যর কার্য পরিচালনা করিতেন ; কিন্তু

বিমাতার ঈর্ষার ফলে তাঁহাকে চিতোর ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর রণমল্ল ও অন্যান্য আত্মীয়রা আসিয়া চিতোর গ্রাসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; চণ্ড ঐ সংবাদ পাইয়া মেবারে ফিরিয়া আসিয়া চিতোর আত্মীয়-শত্রুদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

(২) পৌরাণিক দৈত্য ; শুম্ভের অনুচর ; দেবী ভগবতী চণ্ডিকা দ্বারা শুম্ভ যুদ্ধে নিহত হয়।

'চণ্ডকৌশিক' (সংস্কৃত নাটক)

কবি ক্ষেমীশ্বর (দ্রঃ) কান্যকুব্জরাজ মহীপালের জন্য এই নাটক রচনা করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান লইয়া রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ আছে।

চণ্ডনায়িকা

দুর্গার মূর্তি বিশেষ ; অষ্ট নায়িকা অন্তর্গত চণ্ডীমূর্তি। নীলবর্ণ, ষোড়শভুজা ; প্রত্যেক ভুজে বিভিন্ন অস্ত্র।

চণ্ডাশোক

মহারাজ অশোক যৌবনে অতীব নিষ্ঠুর ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে ; সেই সময়ে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও আত্মীয়দের হত্যা করিয়া 'চণ্ডাশোক' নাম প্রাপ্ত হন। কোন কোন মতে এই প্রবাদ ভিত্তিহীন।

চণ্ডা

অষ্ট নায়িকা অন্তর্গত চণ্ডীমূর্তি ; শুক্লবর্ণ, ষোড়শভুজা।

চণ্ডাল

প্রাচীন ভারতের উপজাতি ; শাস্ত্র মতে শূদ্রপিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান। বাঙলায় চলিত ভাষায় চাঁড়াল, বর্তমানে এ নাম প্রয়োগ ভদ্রসমাজে উঠিয়া গিয়াছে। (দ্রঃ নমঃশূদ্র)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায় ; ৭০০ শ্লোক। উহাতে দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ; হিন্দুরা ভক্তিভরে এই গ্রন্থ পাঠ করে। উহার বহু টীকা আছে। চণ্ডী বা দুর্গার যেস্থানে পূজা হয় তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপ বা চণ্ডী-তলা বলে। ভগবতী অসুর শুম্ভের সৈন্যবাহিনী ও প্রধান সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া 'চণ্ডী' নাম পান।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৬৪—১৩২৩)

বাঙলার লেখক ; ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, সমাজ-সংস্কারক। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী' ইঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ ছাড়া কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন—'কমলকুমার,' 'মনোরমার গৃহ,' 'পাপীর নবজীবন', 'অদৃষ্টলিপি,' 'দেবগণের ভারত ভ্রমণ' বামড়ার রাজা স্যর বাসুদেব সুধলদেবের জীবনী প্রভৃতি। ইঁহার পুত্র ইন্দুপ্রকাশ বঙ্গ সাহিত্যে এক সময়ে সুপরিচিত ছিলেন। মার্কিন দেশ হইতে সাহিত্যে ডক্টর হইয়া ফিরিবার সময় লুসিটেনিয়া জাহাজ ডুবিতে মৃত্যু হয় (১৯১৬)। চণ্ডীচরণের পিতার নাম রামকমল সার্বভৌম ; নিবাস ২৪পরগণার বারাসত নলকুড়া গ্রাম। ইঁহার এক জামাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুএট। ইনি বর্তমানে ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার।

চণ্ডীচরণ মুন্সী (জঃ ১৭৬০ ?)

১৮০৫এ 'তোতা ইতিহাস' নামে বাঙলা গল্পের বই রচনা করেন ; ১৮২৫এ লন্ডনে ছাপা হয়। (বঙ্গভাষার লেখক ২৫৬)

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫—১৯০৬)

পিতা নিমচাঁদ ; জন্মস্থান বাসণ্ডা, বাখরগঞ্জ। ১৮৬৯ আইন পাশ। ১৮৭০ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট ঢাকা সহরে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ মুন্সেফ, ১৮৯৬ সবজজ। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা—জীবনগতি নির্ণয়, লঙ্কাকাণ্ড (বিদ্রূপাত্মক কাব্য), টম কাকার কুটীর (Uncle Tom's Cabinএর অনুবাদ) ; মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ঝান্সীর রানী, অযোধ্যার বেগম, এই কি রামের অযোধ্যা, মেটকাফের জীবনী, টলস্টয়ের 'চল্লিশ বৎসর' (অনুবাদ)। 'নন্দকুমার' লিখিয়া সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন। ইঁহার কন্যা কবি কামিনী রায় (দ্রঃ) ও পুত্র নিশীথচন্দ্র সেন ব্যারিস্টার, কন্গ্রেস কর্মী ও কলিকাতার মেয়র ১৯৩৯—৪০।

চণ্ডীদাস

এই নামে প্রাচীন বাঙলায় দুইজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল 'বড়ু'। অন্যজন চৈতন্য-পরবর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল 'দীন'।…'বড়ু' চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে পালাগানের রচয়িতা ; এই গ্রন্থ বাঁকুড়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় এবং গ্রন্থকার ছাতনা গ্রামের বাসিন্দা বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যে বৈষ্ণবভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা চৈতন্যদেবের পূর্বের ভাব। 'দীন' চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পরবর্তীযুগের কবি ; ইনি বোধহয় প্রথমে বাসুলী পূজক ছিলেন এবং বোধহয় বীরভূম নান্নুর গ্রামবাসী ছিলেন। ইনি চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমত পালাগান করেন। বহুকাল সাধারণ পদাবলী সংগ্রহ হইতে তাঁহার রচিত বিচ্ছিন্ন গানগুলি সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান ছিল। জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবির উত্তম পদ চণ্ডীদাসের কবিতায় চলিয়া আসিয়াছে। এখন দীন চণ্ডীদাসের ২০০০ পদযুক্ত এক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—যদিও সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।…চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন তিনি বড়ু চঃ। (দ্রষ্টব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত ; ইঁহার ভূমিকা বিশেষভাবে পঠনীয়) চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বাংলায় একটি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই খণ্ডে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন।

একজন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালীন ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; এবং বোধ হয় তিনি বীরভূম নান্নুর বাসী ছিলেন। তিনি

জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বোধ হয় বিবাহ করেন নাই। তিনি এক রজকিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রেমে 'কামগন্ধ' ছিল না। একথা কবি তাঁহার কাব্যে বহুবার বলিয়াছেন।

চণ্ডু

আফিম হইতে তৈয়ার এক প্রকার নেশার জিনিষ; ইহার ধূম নেশা-খোররা শুইয়া পড়িয়া টানিয়া খায়। এই নেশা চীন দেশে প্রবল ছিল। চীনারা ইহা ডাচদের নিকট হইতে ১৭ শতকে শিক্ষা করে; ক্রমে দেশময় এই বদ্‌অভ্যাস ছড়াইয়া পড়ে। ইহার জন্যই চীনে আফিমের আমদানী হইত। আফিমযুদ্ধ ও ইংরেজের হাতে চীনের অপমানের সূত্রপাত এই চণ্ডুর অভ্যাস হইতে।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর

১৪ শতকের মিথিলাবাসী স্মৃতিকার। ইনি মিথিলা-রাজ হরি সিংহদের অমাত্য ছিলেন। বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ 'বিবাদ রত্নাকর' সংকলন করেন। ইহা ৭ খণ্ডে বিভক্ত। ইনি যোদ্ধা ছিলেন; মিথিলা রাজের সৈন্য পরিচালনা করিয়া নেপাল-রাজকে পরাভূত করিয়া ভাটগাঁও নামক স্থান অধিকার করেন। ইনি বাঘমতী নদী তীরে (১৩১৪ খৃ অ) তুলাপুরুষ নামে দানসাগর করিয়া খ্যাত হন।

চতুরঙ্গ

একজাতীয় অক্ষক্রীড়া। ৬৪ ঘরের একটি ছক্‌কাটা পীঠির উপর দুইটি ছয়পল গুটি লইয়া খেলা হয়। দুইটি দল খেলায় বসে। এক এক দিকে রাজা, হস্তী, অশ্ব, নৌকা ও পদাতিক থাকে।...চতুরঙ্গ ক্রীড়া ভারতে ৫ম শতক হইতে প্রচলিত ছিল; অলবিরুনী (১১০০ খৃঅ) তাঁহার গ্রন্থে চতুরঙ্গ খেলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।...এই খেলা ভারতবর্ষ হইতে বর্মা, সিয়াম (থাইভূম) প্রভৃতি দেশে যায়। এমনকি চীনা অক্ষক্রীড়ায় রথ, অশ্ব, হস্তী ও মন্ত্রী প্রভৃতি থাকায় উহাও যে ভারত হইতে গিয়াছিল তাহা মনে হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পারস্য ও মুসলিম দেশেও চতুরঙ্গ ভারত হইতে যায়। (দ্রষ্টব্য **Dr. Monomohan Ghose, Caturanga-Dipika, Calcutta Sanskrit Series XXI, 1936)**।...প্রাচীন ভারতে সমর বিভাগে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকে চতুরঙ্গ বলিত।... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস আছে। ইহাতে চারিজন প্রধান নায়ক, জ্যোঠা মহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস।

চতুর্দশ দেবতা

ত্রিপুরায় চৌদ্দটি দেবতা-সমষ্টিকে বলা হয় (শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগদেবী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব, হিমাদ্রি)। এই দেবতাদের ১৪ মুণ্ড পূজিত হয়; মুণ্ডসমূহ অষ্টধাতু নির্মিত। ত্রিপুরার আদি রাজধানীতে চতুর্দশ দেবতার মন্দির ছিল, পরে রাঙামাটিতে (উদয়পুর) এবং এখন আগড়তলায় আছে। পুরোহিতদের 'চণ্ডাই' বলে। আষাঢ় শুক্লাষ্টমীতে বিশেষ পূজা উৎসব হয়। ইহাকে খার্চি (দ্র) পূজা বলে।

চতুর্দশপাদ কবিতা (Sonnet)

চৌদ্দ পংক্তিতে সনেট রচনার পদ্ধতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৬৫) সর্বপ্রথম বাঙলায় প্রবর্তন করেন; তাঁহার চতুর্দশপদ কবিতাবলীর অনেকগুলি ইংরোপ বাসকালে রচিত। সনেট্ কবিতায় তিনটি স্ট্যানজা থাকে—প্রথম দুটিতে ৪,৪ লাইন, শেষে ৬ লাইন। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক (দ্র) ১৪শ শতকে এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁহার কবিতার প্রথম দুই স্ট্যানজার ১ম ও ৪র্থ পংক্তি, ২য়, ৩য় পংক্তিতে মিল থাকে। শেষার্ধ মিল পদ্ধতি ১, ৩; ২, ৪ বা ১, ২, ৩; ১, ২, ৩; এইভাবে ছয় লাইনকে তিনি মিলাইয়াছেন। শেক্সপীয়রের সনেটে অন্য ভাবের মিল দেখা যায়—১, ২, ১, ২; ৩, ৪, ৩, ৪; ৫, ৬, ৫, ৬; ৭, ৭। মাইকেলের মধ্যে পেত্রার্কের ও শেক্সপীয়রের ঢঙ, দুইই দেখা যায়।...রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' সনেট ঢঙে লেখা; প্রমথ চৌধুরী 'সনেট পঞ্চাশৎ' নাম দিয়া কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চতুর্বর্ণ

(Caste)। প্রাচীন ভারতে সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা গঠিত ছিল। প্রথম তিনটি বর্ণ দ্বিজ, অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার হইত; এই ত্রিবর্ণ গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞানলাভ করিবার অধিকারী ছিল। শূদ্র শব্দটি বোধহয় 'ক্ষুদ্র' হইতে হইয়াছে। শূদ্ররা আর্য সভ্যতা ও ভাষাগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হয়; যাহারা আর্য ভাষা ও সভ্যতা গ্রহণ না করিয়া সরিয়া গেল তাহারা 'পঞ্চম' বা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। পরযুগে পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করিয়া চতুর্বর্ণ বহু সঙ্কর বর্ণে পরিণত হয়। নানা অনার্য জাতি আর্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণে প্রবেশলাভ করে—যেমন দ্রাবিড়গণ; পরযুগে মনিপুরীরা; ইহারাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ধর্ম ছিল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ছিল যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ। রক্ষণই প্রধানতম। বৈশ্যের ধর্ম যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষি, বাণিজ্য বা বার্ত্তা; শূদ্রের ধর্ম ত্রিবর্ণের সেবা; তবে জীবিকা না হইলে বাণিজ্য করিতে সকলেই পারিত। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে ও শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন।

চতুঃশন সম্প্রদায় (নিম্বার্ক দ্রঃ)

অপর নাম হংস সম্প্রদায়; ইহারা দ্বৈতাদ্বৈত মতাবলম্বী।

চতুর্ভুজ (Quadrilaterral) জ্যামিতির সংজ্ঞা চারিটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের নাম চঃ। চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও ৪টি শীর্ষবিন্দু আছে। চতুর্ভুজের বিপরীত দুই শীর্ষবিন্দুর যোজক সরল রেখার নাম কর্ণ (diagonal)। সুতরাং একটি চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণ আছে।

চন্দ বরদাই (দ্রঃ চাঁদকবি)

চন্থাল নক্ষত্রমণ্ডল (Mensa constellation) দক্ষিণ আকাশে ৩০টি দৃশ্যমান ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ ; ইহাতে একটি নীহারিকা আছে।

চন্তাই

ত্রিপুরা-আগড়তলার চতুর্দশ দেবতার (দ্রঃ) পুরোহিত। হালাম বা কুকি জাতীয় ব্রাহ্মণ সদৃশ জাতি ; অপর নাম 'দেওড়াই' ; কামাখ্যা দেবীর পূজারীকে দেওড়ি বলে।

চন্দন (Sandal wood)

দঃ ভারত, মহীশূর ও কুর্গে প্রধানত এই গাছ আছে। দেড় হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চ কঙ্কর ভূমিতে ভাল জাতের চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছ শিকড় বিস্তার করিয়া অন্যান্য গাছ হইতে রস সংগ্রহ করে ; শিকড়ে ও গুঁড়িতে গন্ধকোষ থাকে। ৪০।৫০ বৎসরে গাছ পরিপক্কতা লাভ করে। মহীশূরে চন্দন ব্যবসায় স্টেটের একচেটিয়া। চন্দন তৈলের দাম ৩০৲—১০০৲ সের পর্যন্ত হয়। এই তৈল বিদেশে রপ্তানী হয়। চন্দন তৈলের একটি রূপ হইতেছে 'চুয়া' যাহা পানের মশলায় ব্যবহৃত হয়। হরিচন্দন বৃক্ষ দঃ ভারতে জন্মে ; বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে ও তিলক কাটিতে ব্যবহৃত হয়। রক্ত চন্দন—শিম্বাদি বর্গের নাতিদীর্ঘ তরু। ইহাও দঃ ভারতে জন্মে ; কাঠ সুগন্ধ নহে ; বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে, কপালে তিলক পরিতে লাগে। কুচন্দন—বকুলাদি বর্গের দীর্ঘ তরু ; বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। বীজ দৃঢ়, মসৃণ ও রক্তবর্ণ। সেকরারা এই বীজ দিয়া স্বর্ণাদি ওজন করে ; প্রায় দুই কুঁচের সমান। (দ্রষ্টব্য যোগেশ)

চন্দনা পাখী (Indian Paraquet)

এক প্রকার শুক পক্ষী, দীর্ঘপুচ্ছ, উজ্জ্বল হরিত ; মদ্দা পাখীর গলায় গোলাপী কণ্ঠ। লোকে পোষে। চন্দনা টিয়া জাতীয় পাখী ; কিন্তু টিয়ার চেয়ে আকারে বড়। ইহাদের ডানার পালকের উপরে এক একটা লাল ছোপ আছে। (জগদানন্দ রায়, বাংলার পাখী ৬৩ ; যোগেশ)।

চন্দরস (Sandarac)

দঃ ভারতের পশ্চিমঘাট হইতে ত্রিবঙ্কুর পর্যন্ত শাল গাছের মত চিরহরিৎ দীর্ঘ একজাতীয় গাছ (Vateria indica)। ইহার ধুনা বা নির্যাস সন্দরস, সফেদ ডামর, রাল ইত্যাদি নামে বার্নিশ করিতে লাগে। এই নির্যাস নারিকেল তেলের সহিত মিশাইয়া বাতির মত জ্বালা হয়। বীজে প্রচুর তৈল থাকে, উহা জ্বালানিতে ব্যবহার হয়। ঘি-এর ভেজালে লাগে ও বাতের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ফলের মধ্যে ২৫% কষায়ীন থাকে। (Watt 1105)

চন্দেল্ল বংশ

দশম শতকে প্রতিহার (দ্রঃ) সাম্রাজ্যর ধ্বংসের পর বুন্দেলখণ্ড বা জেজাকভুক্তিতে চন্দেল্ল রাজপুতগণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মহোবা, খজুরাহো ও কালিঞ্জর তাহাদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল। নন্নক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৮৩১) ; ১২০২ কুতবউদ্দীন কর্তৃক চন্দেল্ল আধিপত্য ধ্বংস হয়। বিশ জন (?) রাজা ৮৩০—১২৮৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। চন্দেল্ল স্থাপতি অতি বিখ্যাত। খজুরাহোর মন্দির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চন্দ্র (পৌরাণিক)

অত্রি ঋষির পুত্র ; দক্ষর ২৭ কন্যার সহিত বিবাহ হয়। সকল কন্যাকে সমভাবে না দেখার অপরাধে দক্ষর শাপে চন্দ্র ক্ষয় ব্যাধিগ্রস্ত হন ও পরে সকলকে সমভাবে দেখিলে নিরাময় হন। এই আখ্যানটি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লইয়া রূপক মাত্র। চন্দ্র একদা দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেন ও তাঁহার ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। অতঃপর দেবগুরুর ভয়ে চন্দ্র শুক্রাচার্য ও অসুরগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও দেবাসুরের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। ব্রহ্মার চেষ্টায় সে যাত্রায় যুদ্ধ হয় নাই। চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য মত হইতেছে যে সমুদ্রমন্থন কালে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল।

চন্দ্র (The Moon)

পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃঃ হইতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব প্রায় ২,৩৮,৮৩৫ মাইল। অধমদূরত্ব ২,২৪,৭২০ মাঃ ; পরমদূরত্ব ২,৫২,৯৫০ মাঃ। চন্দ্র দেখিতে গোলাকার বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ গোল নহে, কিঞ্চিৎ ডিম্বাকার। চন্দ্রের স্ফীত অংশের ব্যাস ২১৬০ মাঃ, পৃথিবীর মেরুদণ্ডের $\frac{৩}{১১}$ ভাগ। চন্দ্রের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের $\frac{১}{৫০}$ ভাগ। গুরুত্বে পৃঃর $\frac{১}{৮০}$ ভাগ। সুতরাং চন্দ্র যে-উপাদানে গঠিত তাহার গাঢ়তা পৃথিবীর মৃত্তিকার গাঢ়তার $\frac{৩}{৫}$ অংশ মাত্র।...চন্দ্র পৃথিবীকে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে একবার বেষ্টন করে। পৃথিবী ও চন্দ্রের দৈনিক গতি একই প্রকার বলিয়া চন্দ্রের একটি দিক মাত্র দেখা যায়। সূর্যের আলোক হইতে চন্দ্র আলোক পায়। চন্দ্রে অনেক পাহাড় ও উপত্যকা আছে। বিশাল সমুদ্র এককালে ছিল, সেগুলি বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ চন্দ্রের প্রত্যেকটি পাহাড় ও সমুদ্রের নামাকরণ করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। চন্দ্রের বিশেষ অবস্থান অনুসারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও গ্রহণ হয়। ইহার আকর্ষণী শক্তিবলে

জোয়ার-ভাঁটা হয়। চন্দ্রে কোন জীবজন্তু বা উদ্ভিদ নাই; ইহা জলশূন্য, বায়ুশূন্য, তুষারাবৃত শিলাময় গোলক। বড় দূরবীনে ইহাকে ৫০০ মাঃ দূরে অবস্থিত দেখায়। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহকেও চন্দ্র বলে।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬—১৯১৩)

সংস্কৃত মহাপণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৭)। মৈমনসিংহ-সেরপুর জন্মস্থান। পিতা রাধাকান্ত অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিয়া চন্দ্রকান্ত 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন ও দেশে গিয়া চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন। অতঃপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে (১৮৮৩-৯৭) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপের প্রথম বক্তৃতা (১৮৯৭-১৯০৬) ইনি দেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা, ভাষ্য ও টীকাকার। সভাষ্য গোভিলসূত্র, শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্য, গৃহ্যসংগ্রহ ভাষ্য, বৈশেষিক ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি টীকাতত্ত্বাবলী সটিক ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা,' 'সত্যবতী চম্পূ'। এ ছাড়াও বহু গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ফেলোশিপের বক্তৃতাবলী।

চন্দ্রকীর্তি

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও তত্ত্ববিদ; ইনি অসঙ্গ-প্রচারিত যোগাচার মতের সমর্থক ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের লোক ছিলেন।

চন্দ্রকেতু

লক্ষ্মণের পুত্র; রামচন্দ্র ইহাকে চন্দ্রকান্ত দেশের রাজা করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ১ম (৩২০ খৃ অ)

মগধের গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ৩২০ খৃঃ অব্দে একটি অব্দ প্রচলিত করেন। লিচ্ছবিদের কন্যাকে বিবাহের পর তাঁহার ধনাগম হয় ও সেইজন্য রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। ইঁহার পিতার নাম ছিল ঘটোৎকচ। ইঁহার পুত্র বিখ্যাত সমুদ্র-গুপ্ত (দ্রঃ)। চন্দ্রগুপ্তর স্বর্ণ মুদ্রায় রাজার নিজ মূর্তি ও পত্নী লিচ্ছবী কুমারীর মূর্তি খোদিত আছে। রাজধানী ছিল পাটলি-পুত্র (পাটনা)।

চন্দ্রগুপ্ত ২য় (৩৮০-৪১৪ খৃ অ)

মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। ইঁহার প্রথমা মহিষী ধ্রুবদেবীর গর্ভে গোপাল গুপ্ত ও কুমারগুপ্তের জন্ম হয়। ২য় পত্নী কুবেরনাগার গর্ভে প্রভাবতী নামে কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত বাকাটক বংশীয় পৃথিবীসেনের পুত্র রুদ্রসেনের বিবাহ দেন। চন্দ্রগুপ্তর রাজধানী প্রথমে ছিল পাটলিপুত্র; শকদের নিকট হইতে পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ জয় করিয়া লইবার পর বোধহয় রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেন। বসার, এলাহাবাদ, বাকাটক, রাঁচি, উদয়গিরির গুহা প্রভৃতি স্থানে ইঁহার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্রাটের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; ঐ সকল মুদ্রায় শ্রীবিক্রম, সিংহবিক্রম, অজিতবিক্রম, বিক্রমার্ক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ...তাঁহার সময় ভারত ইতিহাসে স্বর্ণময় যুগ; কালিদাস ও দিগ্‌নাগ বোধহয় এই সময়ের মানুষ; এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু স্থপতি প্রভৃতির অভ্যুত্থান হয়। চীনা ভারত-পর্য্যটক ফা-হিয়েন বোধহয় ইঁহার সমকালীন (৩৯৯-৪১৪)। চন্দ্রগুপ্ত শিলালিপিতে 'পরম ভাগবৎ' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৪র্থ-৩য় শতক খৃ পূ)

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দবংশকে উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন। কিম্বদন্তী মুরা নামে দাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। বৌদ্ধদের মতে 'মোরিয়' নামে এক উচ্চ বংশে চন্দ্রগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। মগধেশ্বর নন্দর কোপানলে পড়িয়া তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হয়; পঞ্চনদে উপস্থিত হইয়া তিনি আলেকজান্দারের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ক্রমে সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া মগধ জয় করিয়া সম্রাট হন। গ্রীক রাজা সেলিউকাস হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য ভারত আক্রমণ করিলে ইঁহারই দ্বারা বিতাড়িত হন; উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়; তদনুসারে সেলিউকাস মেগাস্থিনীস নামে রাজদূতকে ভারতে পাঠান; উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। দঃ ভারত হইতে কান্দাহার পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। কিম্বদন্তী শেষ জীবনে জৈন ধর্ম্মানুসারে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে Xandrogottas বলিয়াছেন। মেগাস্থিনীসের খণ্ডিত ভারত বিচরণ গ্রন্থে ইঁহার শাসন সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। ৮ম শতকে রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চন্দ্রগুপ্তর কাহিনী বর্ণিত আছে। কৌটিল্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী। কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' হইতে প্রাচীন যুগের চিত্র পাই। মহারাজ অশোক ইঁহার পৌত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নামে নাটকে হেলেন প্রভৃতির যে কাহিনী আছে, তাহা ঐতিহাসিক নহে।

চন্দ্রগোমিন (৪৭০ খৃঃ অঃ)

(১) বৈয়াকরণ; বৌদ্ধ। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্রেই একটু পরিবর্তন করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পাদন করেন। ২১০০ সূত্র; পাণিনীতে আছে ৪০০০ সূত্র। নিজেই বৃত্তি রচনা করেন। এই ব্যাকরণের উপর বহু টীকা রচিত হয়। চান্দ্রব্যাকরণ তিব্বতে প্রচলিত ছিল। (২) বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। ১০ শতক। বরেন্দ্রভূমবাসী।

চন্দ্রগ্রহণ (Lunar eclipse)

পৃথিবী ও চন্দ্রের উভয়ের আলোক আসে সূর্য হইতে। চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ও পৃথিবী চন্দ্রসমেত সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে সমরেখায় আসে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে; ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণিমার দিন ছাড়া চঃ গ্রঃ হয় না। তবে প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন? ইহার কারণ সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র সর্বদা একই সমতলে থাকে না; যখন সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র একই সমতলে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর দ্বারা চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া পড়ে। গ্রহণের সময় চন্দ্র কিয়দংশ তামাটে দেখায়, গ্রহণের পরেও চন্দ্রের কিনারাগুলি তদ্রূপ দেখা যায়। ইহার কারণ পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সূর্যের আলো বাঁকিয়া চাঁদে পড়ে। সেইজন্য পূর্ণ গ্রহণের সময়েও উহা সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখায় না।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪০—১৯২৪)

বাংলার সাহিত্যিক। জন্মস্থান হুগলী, কৈকালা গ্রাম। জন্ম ১২৫১, ভাদ্র। ১৮৬৬ এম.এ, ও ১৮৬৭ আইন পাশ করেন। হাইকোর্টে কিছুকাল ওকালতী করিবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৭৮এ ঐ পদ ত্যাগ করিয়া জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। সেখানে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তাহাও ত্যাগ করিয়া দেশে আসেন ও গভর্নমেন্ট তাঁহাকে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (১৮৭৯) নিযুক্ত করেন। পরে ১৮৮৭ গভর্নমেন্টের অনুবাদক হন। বঙ্গভাষায় চন্দ্রনাথের বিশেষ অধিকার ছিল। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিকের লেখক। 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'হিন্দুত্ব', 'কঃ পন্থা', 'ফুল ও ফল', 'পশুপতি সংবাদ', 'বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃতি', 'ক্রমওয়েলের জীবনী' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। শশধর তর্কচূড়ামণির নূতন হিন্দুত্বর উৎসাহী পৃষ্টপোষক।

চন্দ্রভরকার, বিঠল নারায়ণ (১৮৮৭)

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চানসেলার। কেমব্রিজের ট্রাইপোস, ব্যারিস্টার ১৯১৩। ইঁহার পিতা স্যর নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভরকার বোম্বাইএর বিশিষ্ট কর্মী ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন; তিনি হাইকোর্টের জজ হন ও ১৯০০ সালে লাহোর কন্‌গ্রেসের সভাপতি হন। বিঠল নারায়ণ বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত।

চন্দ্রমল্লিকা (Chrysanthemum)

সোমরাজাদি বর্গের পুষ্প শাক; ১৫০ রকমের আছে; অস্ট্রেলিয়া ছাড়া সকল দেশেই আছে। তবে চীন ও জাপানের গাছ আজ-কাল ইউরোপে ও এদেশের ফুল বাগানে দেখা যায়। জাপানে চন্দ্রমল্লিকা সকুরার পরই আদরের ফুল। এদেশে শীতকালে ফুল ফোটে। গাছের পাশ হইতে চারা গজায়।

চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যর (১৮৩৮—১৯২৮)

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুর। পিতা দুর্গাপ্রসাদ ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৫৯ ওকালতী (প্লিডারশীপ) পাশ করিয়া চন্দ্রমাধব বর্ধমানের সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। পরে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৮৬৩) তথায় ওকালতী করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভার সদস্য হন। ১৮৮৫—১৯০৩ হাই কোর্টের জজ। কিছুকাল অস্থায়ী চীফজাস্টিস হন। ১৯০৩এ স্যর উপাধি পান। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন ও বহুকাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় বহু বাঙালী যুবক বিদেশে গিয়া শিক্ষিত হইয়া আসেন।

চন্দ্রলেখা, চন্দ্ররেখা

উত্তর বঙ্গের অসুররাজ বাণের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডর কন্যা ও রাজকন্যা ঊষার সহচরী।

চন্দ্রশেখর কর, বিদ্যাবিনোদ (জন্ম ১৮৬১)

রাজকর্মচারী ও সাহিত্যিক। জন্মস্থান যশোহর-মির্জাপুর। ১৮৮৫ বি এ পাশ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাকুরী পান। তাঁহার রচিত উপন্যাস—অনাথ বালক, সুরবালা, সৎ কথা, ছ আনাজ, পাপের পরিণাম প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন ঘোষের জীবনী রচয়িতা।

চন্দ্রশেখর কালী

কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তাঁহার রচিত হোমিওপ্যাথি মতে জ্বর চিকিৎসা, ওলাওঠা চিকিৎসা বিখ্যাত।

চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩—১৯০২)

জন্মস্থান নদীয়া উলা। পিতা কালীচরণ। বাল্যে উর্দু পার্শী ও পরে ইংরেজি শিক্ষা করেন। বরিশালে মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়েন ও জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন; খৃস্টান পাদরীদের সাহায্য ও যত্ন লাভ করা সত্ত্বেও খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। বর্ধমান আদালতে মীরগঞ্জ কনসার্ন নামে সাহেবী জমিদারীতে ও তদনন্তর দ্বারভাঙ্গা স্টেটে ১৯০২ পর্যন্ত চাকুরী করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন ও ১৮৫৮এ বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ ইঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। বহু গ্রন্থের লেখক; অধিকারতত্ত্ব (১২৭৯); বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি (১২৮২); বেদান্ত প্রবেশ (১২৮২); সৃষ্টি বেদান্ত দর্শন (১২৯২); প্রলয় তত্ত্ব (ঐ); পরলোকতত্ত্ব (ঐ); হিন্দুধর্মের উপদেশ (১২৯১)। (বঙ্গভাষায় লেখক পৃ ৬৫—৮১)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১২৫৬—১৩২৯ বঙ্গাব্দ) বাংলার লেখক। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' নামে গদ্য কাব্যের রচয়িতারূপে তাঁহার খ্যাতি। 'উপাসনা' নামে মাসিকের সম্পাদক ছিলেন। ইনি গ্রাজুএট হইয়া কিছুকাল পুঁটিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপরে আইন পাশ করিয়া বহরমপুরে ওকালতী করেন। ১৯২০এ মৃত্যু হয়।

চন্দ্রশেখর সেন (১৮৫১) ভূপর্যটক ও ব্যারিস্টার; মালদহে জন্ম। স্কুলের শিক্ষকতা করিতে করিতে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। ১৮৮৯ হইতে পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার 'ভূপ্রদক্ষিণ' (১৮৯৮) গ্রন্থ এক কালে বিখ্যাত ছিল। অপর গ্রন্থ 'কি হলো' (১৮৭৫)।

চন্দ্রশেখর, এই নামে তিনজন বৈষ্ণব মহাপ্রভুর সমকালীন (১৫০০ অব্দ)।...১৮ শতকের মধ্যভাগে শেখ ব্রজবুলি পদরচয়িতা চন্দ্রশেখর ও তাহার ভ্রাতা শশীশেখর। বর্ধমান-কাদরা নিবাসী; পিতা গোবিন্দলাল ঠাকুর। 'পদরসসার' নামক পদাবলী গ্রন্থে ইঁহাদের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। 'নায়িকা রত্নমালা' চন্দ্রশেখরের অপর গ্রন্থ। (Brajabuli 822; পদকল্পতরু; ৫ম ১০৬-৯)

চন্দ্রা, চন্দ্রিকা, সর্পগন্ধা (Rauwolfia Serpentine)। বৃহৎ বল্লরী বা প্রতানী লতা, হিমালয়ের পাদমূলে মোরাদাবাদ হইতে সিকিম পর্যন্ত স্থানে জন্মে; আসাম, পেগু, টেনাসেরিমে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ স্থানে, দঃ ভারতের পার্বত্যদেশে দেখা যায়। জাভা, মালয়ে ইহা জন্মে। বহুকাল হইতে এদেশে সর্প ও বৃশ্চিকাদির দংশনের ঔষধরূপে শিকড় ব্যবহৃত হইতেছে। জ্বর, জরায়ু, অনিদ্রা, বায়ু প্রভৃতি রোগে দেশীয় চিকিৎসার ঔষধ, কবিরাজিতে ইহার উল্লেখ নাই। (Chopra 522)

চন্দ্রাপীড়

(১) কবি বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' নামে সংস্কৃত কথাগ্রন্থে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনী বর্ণিত আছে। উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বাধিপতি চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরী উভয় উভয়কে ভালবাসিলেও কাদম্বরী তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিতেন না। চন্দ্রাপীড় প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন; পথে কাদম্বরী-সখী মহাশ্বেতার নিকট তাঁহার বন্ধু বৈশাম্পায়নের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কাঃ চন্দ্রাপীড়কে সেবা করিয়া সুস্থ করেন। (২) কাশ্মীরের রাজা (৬৮৪—৬৯৩ খৃ অ)। রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র কনিষ্ঠ তারাপীড়ের প্ররোচনায় নিহত হন।

চন্দ্রাবতী (১৫৫০)

মনসা-ভাসান রচয়িতা ময়মনসিংহবাসী বংশীদাসের কন্যা, রামায়ণ গীতি, মলুয়া ও কেনারাম প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। এই মহিলা কবির কবিতা চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত ও দীনেশ চন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামের বিদ্যালয়ে চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বালক একত্র পড়িত; উভয়ে মেধাবী ছিল। উভয়ে পরস্পরের প্রতি বাল্যকাল হইতে আকৃষ্ট ছিল। জয়চন্দ্র এক মুসলমান বালিকাকে বিবাহ করে। ইহার পর চন্দ্রা আর কখনও জয়চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। বহুকাল পরে অনুতপ্ত জয়চন্দ্র ফিরিয়া আসিবার জন্য বংশীদাসকে পত্র দেয় ও চন্দ্রার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহে। অনুমতি না পাইয়া সে একদা পাগলের ন্যায় হইয়া গ্রামে আসে; চন্দ্রা তখন মন্দিরে পূজায় রত ছিল। জয়চন্দ্র সেখানে গেলে চন্দ্রা দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়; জয়চন্দ্র এই প্রত্যাখ্যান সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহার কিছুকাল পরে চন্দ্রার মৃত্যু হয়। (দ্রঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪২৪-৮)

চন্দ্রাবলী

রাধাকৃষ্ণের ব্রজবাসিনী প্রিয় সখী। চন্দ্রভানু ও বিন্দুমতীর কন্যা; গোবর্দ্ধন মল্লের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

চমনলাল, দেওয়ান (জ ১৮৯২)

পঞ্জাবের রাষ্ট্রনীতিক ও শ্রমিক নেতা। ব্যারিস্টার ও অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুএট (১৯১৭)। ভারতে ১৯২০এ ফিরিয়া Bombay Chronicle দৈনিকের সহঃ সম্পাদক হন। নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কন্‌গ্রেস প্রতিষ্ঠাতা ১৯২০। জেনেভার অন্তর্জাতিক শ্রমিক কনফারেন্সে শ্রমিক প্রতিনিধির পরামর্শদাতা ১৯২৫; ঐ প্রতিনিধি ১৯২৮। কানাডায় ডেলিগেট ১৯২৮। শ্রমিক সম্বন্ধে রয়েল কমিশনের সদস্য ১৯২৯-৩১। ১৯২৩-৩০ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য; ১৯৩০এ ঐপদ ত্যাগ করেন। বহু শ্রমিক সঙ্ঘের সহিত যুক্ত। পঞ্জাব ব্যঃ সভার সদস্য ১৯৩৭। Coolie গ্রন্থে ভারতের বণিক ও শ্রমিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন।

চমরী (Yak; The Grunting ox; Bos grunnious) হিমালয় ও প্রধানত তিব্বতের গোজাতীয় প্রাণী। শীতের দেশে বাস বলিয়া গায়ে দীর্ঘ পশম হয়; পা দৃঢ় ও ক্ষুদ্র। শরীর ভারী। শূকরের ন্যায় শব্দ করে। ভোটদের গৃহপালিত পশু; দুগ্ধ, মাংস ও ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বন্য চমরী কৃষ্ণবর্ণ, মাথা মুখ ধূসর। পুচ্ছের লেজকে চামর বলে। বহুকাল হইতে ভারতে আমদানী হইতেছে। চীনের লোকেরা ইহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া টুপিতে পরিত।

চমূ, প্রাচীন ভারতে সৈন্যবাহিনীর একক। হস্তী ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫।

চম্পতি রায় (১৭ শতক)

বৈষ্ণব পদকর্তা। উপাধি ছিল:সুকবি বিদ্যাপতি। 'পদকল্পতরু'তে পদাবলী উদ্ধৃত দেখা যায়। দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র রায় ৫ম খণ্ড ১০৯-১১১।

চম্পূ

সংস্কৃতে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে চম্পূকাব্য বলে। প্রাচীন কোন চম্পূ পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রকূট নৃপতি ইন্দ্রের রাজত্বকালে (৯২৫ খৃঃ অ) ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত নলচম্পূ ও মদালসা চম্পূ প্রাচীনতম।

'চরক সংহিতা'

ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। কাহারও মতে চরক মহারাজ কনিষ্কের সমকালীন (২য় শতক)। এ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পূর্বে 'অগ্নিবেশ তন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল, মহর্ষি আত্রেয় বক্তা ও অগ্নিবেশ শ্রোতা। চরক তাহার প্রতিসংস্কারক। পরে এই সংহিতায় অঙ্গহানি হইলে দৃঢ়বল পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান ও ও চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্তৃক লিখিত বলিয়া 'চরক: সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে। দৃঢ়বল কাশ্মীর বা পঞ্জাবের লোক। ভারতীয় চিকিৎশাস্ত্রের মূলে এই গ্রন্থ। এই কায়চিকিৎসা প্রধান প্রামাণিক সংহিতা, সমস্ত কায়চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'চরক সংহিতা'র বহু ভাষ্য ও টীকা রচিত হইয়াছে। বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ আছে।

চরকা (Spinning Wheel)

সুতা কাটিবার যন্ত্র। উদ্ভিজ্জ, আঁশ, তুলা বা লোম হইতে সুতা পাকাইবার জন্য আদি যুগে মানুষ তকলী (দ্র) আবিষ্কার করে। তকলির উন্নততর অবস্থা চরকা আমাদের দেশে হাতে চালানো হয়, ইউরোপে অনেক জায়গায় পা-এর দ্বারা চালিত হইত। ইংল্যানডে চরকার কল অর্করাইট (দ্র) আবিষ্কার করেন; হারগ্রীভস্ (১৭৬৪) উন্নততর কল বানান। ভারতে আদি যুগ হইতে ১৯ শতক পর্যন্ত চরকায় সুতা হাতে কাটিয়া ও সেই সুতা তাঁতিকে দিয়া কাপড় বুনান হইত। ক্রমে প্রায় সকল দেশেই কলের চরকায় সুতাকাটার রেওয়াজ হওয়ায় কাটুনীর চরকা বন্ধ হইয়াছে। ভারতেও তদ্রূপ হইয়াছিল। গান্ধীজি ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ দেশে চরকায় সুতা কাটিবার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চরকার সুতা বোনা কাপড়কে 'খদ্দর' বলে। পূর্বকালে মানুষের যে পরিমাণ বস্ত্রাদি লাগিত তাহা চরকার দ্বারা পূরণ হইত।• বর্তমানে চাহিদা বাড়িয়াছে এবং সেই জন্য একদল লোক মনে করেন যে চরকা তাহা পূরণ করিতে পারে না।...ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে চরকা অঙ্কিত থাকে।

চরকী

(১) চরকায় সুতা কাটা হইলে টেকো হইতে সুতা নলীতে তোলা হয়; নলী হইতে লাটাইএর মতো দেখিতে বাঁশের শলাযুক্ত একটা কাঠামোতে সুতার ফেটী পরাইয়া উহা খোলা হয়; এই যন্ত্রটিকে চরকী বলে। (২) আগুনের বাজিতে একটা খেলাকে চরকী বলে, কারণ সেটা ঘুরে।

চরঙ্গী, ভরঙ্গী (Picrasma quassiodes)

হিমালয়ের তিক্ত ক্ষুপ; কাঠ ঔষধে লাগে। কোয়াশিয়া (Quassia) নামে ঔষধের উপাদান। (যোগেশ; Chopra 515)

চরণদাসী সম্প্রদায়

যুক্ত প্রদেশ, আলবার ও পঞ্জাবের কিয়দংশে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। প্রবর্তক চরণ দাস (১৭০৩-৮২) আলবারের লোক ছিলেন। ডহরা (আলঃ স্টেট) ও দিল্লীতে তাঁহার মঠ আছে। ইঁহার আসল নাম রণজিত, পিতা মুরলীধর; জাতিতে বেনিয়া। মুরলী সন্ন্যাসী হইয়া যায়। চরণ দাস ১৭৩০এ নিজে সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ৫০ জন শিষ্য পঞ্চাশটি স্থানে 'গদি' স্থাপন করেন। ইঁহাদের ধর্মগ্রন্থ সবই হিন্দীতে; সন্দেহসাগর, ধর্মজাহাজ প্রভৃতি প্রধান গ্রন্থ। ইঁহার ভগিনী সহজি বাই সাধিকা ছিলেন ও তিনি সহজ প্রকাশ বা ষোলহ তৎনির্ণয় নামে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

চরম জলবায়ু (Extreme climate)

কোন কোন দেশে শীতের সময় শীত অত্যন্ত তীব্র এবং গ্রীষ্মকালে গরম অতীব অসহ্য হয়। মরুভূমে রাত্রে তীব্র ঠাণ্ডা ও দিনে প্রচণ্ড গরম পড়ে; এই প্রকার জলবায়ুকে চরম জলবায়ু বলে।

চরমপন্থী (Extremists)

রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা বিধি বিধান সঙ্গত দীর্ঘ পথ ধরিয়া না চলিতে চায় তাহাদের বলে চঃ। ভারতে এককালে চরমপন্থী ও নরমপন্থী (moderate) ছিলেন।

চরস (মাদক)

সিদ্ধি গাছের মঞ্জরীর মাদক রস; গাঁজাক্ষেত্রে ফুল ধরিলে তাহার মধ্য দিয়া চামড়ার জামা পরিয়া যাওয়া আসা করিতে হয়; এইরূপ করিতে থাকিলে চামড়ার জামার গায়ে যে আঠা পদার্থ লাগিয়া যায়, তাহা চাঁচিয়া যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে চরস। উহা সংগ্রহের আরও কয়েক প্রকার পদ্ধতি আছে। এদেশে চরস তৈয়ারী হয় না। প্রায়ই

মধ্য এশিয়ার বোখরা প্রভৃতি স্থান হইতে কাশ্মীরের পথে আসে; লিহ্ (Leh) শহর চরসের ভাণ্ডার; ২১৪ হাজার মণ চরস প্রতি বৎসর আসে। (Chopra 77—78)

চর্বক (Chewers) দন্ত

দন্ত পাটির ছেদক (দ্রঃ) দন্তের দুই পার্শ্বে, নীচে ও উপরে আটটি দাঁত; উপরটি সমতল নহে, চিবাইবার উপযোগী ইহাদের গঠন।

চর্বি (Fat, tallow, lard)

পশু প্রাণীর দেহে চর্মের নীচে চর্বি বা ফ্যাট জন্মে। তৃণভোজী প্রাণীর চর্বি, মাংসাশী প্রাণীর চর্বি অপেক্ষা কঠিন; জলচর জন্তুর চর্বি স্থলচর জন্তুর চর্বি অপেক্ষা, এবং সাপ প্রভৃতি শীতল-রক্ত প্রাণীর চর্বি উষ্ণ-রক্ত প্রাণীর চর্বি অপেক্ষা অধিক তরল। সাধারণত ইহা আধা-কঠিন অবস্থায় প্রাণী দেহে থাকে। মৃত বা নিহত প্রাণীর দেহ হইতে ইহা বাহির করিয়া মসলিনের ব্যাগে পুরিয়া জলে সিদ্ধ করিলে চর্বি গলিয়া ব্যবহার্য হয়। ইহাকে Tallow বলে। এই ট্যালো চর্বিকে পুনরায় অত্যধিক তাপে গরম করিলে ইহার মধ্য হইতে গ্লিসারিন (দ্র) নামে মিষ্টস্বাদ এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। প্রাণী দেহে চর্বি অনাহারের সময় খাদ্যের কাজ করে।...ইউরোপে চর্বি দিয়া রান্না হয়।...শূকরের চর্বিকে Lard বলে, ভেড়া ও গোরুর চর্বিকে Tallow বলে। লার্ড চর্বি ২৮ হইতে ৪৫ সেন্টিগ্রেড তাপে গলিয়া জলের মত হয়; তুলা বীজের তৈল প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া ভেজাল করা হয়। ট্যালো চর্বির প্রধান ব্যবহার হইতেছে সাবান, বাতি তৈয়ারীতে; গাড়ীর চাকায় 'তেলে'র কাজে ও চামড়ার শিল্পে কাজে লাগে। (দ্রঃ স্নেহপদার্থ, ফ্যাট্)

চর্ম (Skin ; Epidermis)

দেহের উপরিভাগে যে শুষ্ক আচ্ছাদন আছে তাহাকে সাধারণত চর্ম বলা হয়। ইহা মাংসপেশি সমূহকে আবৃত করিয়া বাহিরের আঘাত ও প্রভাব হইতে রক্ষা করে। ইহা স্থিতি-স্থাপক বলিয়া ঘাতসহ। স্নেহপদার্থ দীর্ঘকাল না মর্দন করিলে সাধারণত জল সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য চর্ম জলসহ বা water proof-ধর্মী। সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া দুই জাতের তরল নির্গত হয়; একজাতীয় তৈলাক্ত ও অপর জাতীয় জলীয়; শেষোক্তকে ঘর্ম (দ্রঃ) বলে। চর্মের দুই অংশ; বাহিরের অংশকে অধিত্বক (epidermis) ও ভিতরের অংশকে অধঃত্বক (dermis) বলে। অধিত্বক দুইটি বিভিন্ন স্তরের চর্ম-কোষ দিয়া নির্মিত। তন্মধ্যে উপরকার স্তরের কোষগুলি মৃত, নিচেকার স্তরের কোষগুলি জীবন্ত। নিম্নস্তরের কোষগুলি বাড়িতে থাকে এবং নূতন কোষ পুরাতনকে উপরের দিকে ঠেলিতে থাকে। উপরে যে কোষগুলি উঠিয়া যায়, সেগুলি চ্যাপ্টা ও কঠিন, উহাদের নিউক্লিয়াস বিচ্ছিন্ন হয়, এবং মৃত অবস্থায় উহারা অপরকার স্তরে জমিতে থাকে। এই স্তর রুক্ষ ও কঠিন, কোন তরল পদার্থ ইহাকে ভেদ করিতে পারে না। উহা সাফ না করিলে খড়ি ওঠে। এই স্তরে কোনও নার্ভ বা রক্তশিরা নাই; যখন কোন ফোসকা পড়ে, তখন এই স্তরটিই গোল হইয়া ফুলিয়া উঠে। মানুষের এই অধিত্বক $\frac{১}{২০}$ ইঞ্চি হইতে $\frac{১}{২৫০}$ ইঞ্চি পুরু হয়। আমাদের হাতের ও পায়ের তলার চামড়া অন্যান্য অংশ হইতে পুরু; মুখের চামড়া সবথেকে পাতলা। স্ত্রী হইতে পুরুষের চামড়া বেশী পুরু। অধিত্বকের নিম্নস্তরের কোষগুলির মধ্যে এক প্রকার রঙ (pigment) থাকে, তাহার দ্বারা আমাদের গাত্রবর্ণের তারতম্য লক্ষিত হয়। এই স্তরে লসীকা (lymph) প্রবাহিত হয়, এবং এখানে যথেষ্ঠ নার্ভ (nerve fibres) আছে। সূক্ষ্মভাবে অধিত্বককে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (১) The Horny layer, (২) The Clear layer, (৩) The Granular layer, (৪) The Malpighian layer। মানুষের নখের কাছে এই চারিটি উপস্তর বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।...অধস্তক (dermis) সংযোজক তন্তুর দ্বারা নির্মিত। উহার মধ্যে রক্তশিরা, নার্ভ, লোমকূপ এবং ঘর্মোৎপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদ-গ্রন্থি (sweat glands) আছে। ইহার নিচে থাকে মেদের (fat) স্তর। এই স্তর $\frac{১}{৫০}$ হইতে $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি পুরু। ইহার উপরের দিকটায় শৃঙ্গের ন্যায় উঁচু papilla ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এই শৃঙ্গগুলির উপরিভাগে স্পর্শেন্দ্রিয় বা স্পর্শকোষ (touch corpuscles) থাকে; প্যাপিলাগুলিতে নানাজাতীয় অনুভূতি হয়; কতকগুলিতে তাপ অনুভব হয় (heat spot), কতকগুলিতে শীত (cold spot), কতকগুলিতে বেদনা (pain spot) অনুভব হয়।

চল (Variable) বীজঃ সংজ্ঞা। (দ্রঃ অপেক্ষক)

চলচ্চিত্র (Cinema) দ্রঃ সিনেমা।

চলবিদ্যুৎ (Current electricty) দ্রঃ বিদ্যুৎ।

চলৎসিক্কা (Legal tender)

দেশের যে মুদ্রা দেনা-পাওনার ব্যাপারে আদান প্রদান করা আইন সঙ্গত বা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে বলা হয় চঃ সিঃ। ইহা সব দেশে যে একই ধাতুর তৈয়ারী হইবে বা একই ওজনের হইবে তা নয়। ইংল্যান্ডের চঃ সিঃ পাউণ্ড, জাপানের য়েন, ভারতের টাকা।

চলিত নিয়ম (Practice)

পাটীগণিতের নিয়ম। কোন একটি দ্রব্যের মূল্য দেওয়া থাকিলে তজ্জাতীয় অনেকগুলি দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ গুণ দ্বারা করা যাইতে পারে। কিন্তু সোজাসুজি গুণ করা অনেক সময়ে শ্রমসাধ্য হয়; তবে মূল্যের একাংশের যোগে সহজেই উহা

পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে 'সরল চলিত নিয়ম' বা 'সরল সাঙ্কেতিক' বলে। মিশ্ররাশির অঙ্ককে 'মিশ্র চলিত' বলে।

চশমা

'চোখ খারাপ' অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইলে লোকে চশমা পরে। যাহারা দূরের জিনিস দেখিতে পায় না, তাহাদের বলে শর্ট-সাইট্ (short sight); ও যাহারা নিকটের জিনিস দেখিতে পায় না তাহাদের বলে লং সাইট্ (long sight); সাধারণত অল্প বয়সে সর্ট সাইট্ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পর 'চালশে' (ত্র) ধরে বা লোকে লং সাইট্ হয়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। শর্ট সাইটের চশমা বা কাঁচ হয় concave, ইহাকে বলে মাইনাস্ পাওয়ার (minus power); ইহারা দূরের জিনিষকে তাহার সত্য আকার হইতে দীর্ঘ দেখে বলিয়া অস্পষ্ট দেখে। লং সাইট্-এর চশমা হয় convex; ইহাকে বলে প্লাস্ পাওয়ার (plus power); ইহারা নিকটের জিনিসকে তাহার সত্য আকার হইতে ক্ষুদ্রতর দেখে বলিয়া অস্পষ্ট দেখে। কন্‌কেভ কাঁচের মধ্য দিয়া বাহিরের দৃশ্যমান বস্তু ক্ষুদ্রতর দেখায় এবং কন্‌ভেক্স কাঁচের মধ্য দিয়া বস্তু বৃহত্তর দেখায়। যাহার যেমন 'চোখ খারাপ' তাহাকে তদনুযায়ী কাঁচ চশমার জন্য দেওয়া হয়। চশমার ব্যবসায় খুব লাভজনক।

চসার্ (Chaucer, Geoffrey ১৩৪০ ?—১৪০০)

ইংরেজি ভাষার আদি কবি। রাজা ৩য় এডোয়ার্ডের সমকালীন। ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে গিয়া ইনি একবার বন্দী হন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া রাজার চাকরিতে নিযুক্ত হন; সেই কর্ম উপলক্ষ্যে তাঁহাকে ইতালী প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয় ও ইতালীতে পেত্রার্ক, বোকাচিওর সহিত ও তাঁহাদের রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাহারই ফলে বিখ্যাত কাব্য 'কেণ্টারবেরী টেল্‌স' (১৩৮৬—৮৯) রচিত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী ১৫৩২এ প্রথম মুদ্রিত হয়। এই কাব্যখানিতে কল্পিত হইয়াছে যে কয়েকজন তীর্থযাত্রী কেণ্টারবেরীতে টমাস বেকেটের সমাধি দেখিতে যাইতেছেন; যাইবার পথে প্রত্যেকে এক একটি গল্প বলিতেছেন। চসার ১৩৭৪এ শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ২য় রিচার্ডের আমলে কিছুকাল রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন ও পরে রাজ কর্ম পুনঃ প্রাপ্ত হন।

চা (Tea)

চা ও ত (টী) উভয় শব্দই চীনা, উত্তর ও দক্ষিণ চীনের উচ্চারণের ভেদ মাত্র। চীনে চা-এর গাছ বহু যুগ হইতে সুপরিচিত। ইউরোপে ১৬৫২এ ডাচরা প্রথম উহা লইয়া যায়। চীনারা কাঁচা পাতা দ্রুত শুকাইয়া ও আগুনে গরম করিয়া পাকাইয়া লয়; ইহাই গ্রীন টী (Green tea)। চা-র পাতা গরম হাওয়ায় শুকাইয়া বা ভাজিয়া 'কালো' করিয়া আমরা খাই। চা-র বীজ হইতে চারা গাছ করা হয় এবং তিন বৎসর পরে উহা হইতে পাতা সংগ্রহ সুরু হয়। চা-র গাছ ৩।৪ হাতের বেশি উঁচু হইতে দেওয়া হয় না। গাছের কচি পাতা সর্বদা তোলা হয় এবং পাতার সরু মোটা ভেদে চা-র দামের কমি-বেশি হয় এবং পিকো, অরেঞ্জ-পিকো প্রভৃতি নামও সেই অনুসারে হইয়াছে।...আসামে ১৮৩০, শিবসাগরে ১৮৪০এ প্রথম চা-বাগান খোলা হয়। ইহার পূর্বেই ১৮২১ হইতে নানা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। চা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। ভারতে ১৯৩৪এ ৮ লক্ষ একার জমিতে চা বাগান ছিল; প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। ৮·৬৪ লক্ষ লোক দৈনিক বাগানে খাটিত। ভারতীয় চা-এর প্রধান খরিদ্দার ইংল্যান্ড। ভারতের মধ্যে আসামে ৪·৩০ লক্ষ ও বাঙলার ১·৯৮ লক্ষ একার জমিতে চা বাগান আছে। ভারতের মধ্যে আসাম, দার্জিলিঙ, সিংহল চা-র জন্য খ্যাত। বর্তমানে সুমাত্রা, যবদ্বীপে চা হইতেছে। এদেশে অধিকাংশ বাগানের মালিক ইউরোপীয়ানরা। চা-পানের অভ্যাস এদেশে গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে; এখনো টী-সেস-কমিটি এদেশে ও বিদেশে প্রচার কায করিতেছে।...চা পানের উপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তারগণ এক মত নহেন। অধিকাংশের মতে উহা ক্ষুধা অপহারক।

পৃথিবীর কোথা হইতে কত চা রপ্তানী হয় (১৯৩৩):—

কুইন্‌টল ওজন ভারতবর্ষ ১,৭৪০,০০০। ওলন্দাজ দ্বীপালি—৭৫৩,০০০। সিংহল—৯,৮২,০০০। জাপান—৪৩৫,০০০। ফরমোসা—৯১,০০০। ইন্দো-চীন—৬৯,০০০। আফ্রিকা—৩১,০০০। USSR ৮,০০০। মোট—৪,১১০,০০০ কুইনটল।

চাইলডার্স (Childers, Robert Ceaser ১৮৩৮—৭৬) প্রাচ্য শাস্ত্রবিদ। সিংহলের সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। তথায় সিংহলী, পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৪এ ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান ও বহু পালি গ্রন্থ সম্পাদন করেন (১৮৬৯—৭৪); পালি অভিধান (১৮৭২—৫) বিখ্যাত গ্রন্থ; ইনি সিংহলীর আয উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করেন (১৮৭৩—৫)।

চাউল, চাল (Rice)

ধানের খোশার মধ্যে যে শস্য থাকে, তাহাকে চাউল বলে। রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে ভাঙিলে যে চাল হয়, তাহাকে আতপ চাল বলে। ধান দুইবার সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া ভাঙিলে তাহাকে দো-ভাবা চাউল বলে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকিতে চাউল ভাঙে; কিন্তু বর্তমানে ধানকলে ধান হইতে চাউল তৈয়ারী হইতেছে। চাউল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়, বাঙালীরা ভাতের ফেন বা কাঞ্জি ফেলিয়া দেয়: কিন্তু অন্য লোকেরা ভাতের সহিত ফেন জমাইয়া ফেলে। এ ছাড়া কাঁড়া বা

সাফ-করা চাউলে ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। চাউলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ—

	প্রোটীন	ফ্যাট	স্টার্চ	ফসফেট্
আঁকাড়া	৭·৩৭	৩·৩০	৭২·৪৯	·২২৯৬
কাঁড়া	৬·৫৬	২·৫০	৩৮·৩৭	·১০৬৪
খুদ বা কুঁড়া	১৫·৬৭	২০·৮৭	৩১.৪০	·১৫০৯

ইহা মানুষের খাদ্য, খুদ কুঁড়া প্রভৃতি পশুর খাদ্য। ভাত ও চাউল গাজাইয়া নানারূপ মদ হয়, এবং চোলাই (distillation) দ্বারা সুরাসার (alchohol), বিয়ার, হুইস্কি নামক মদ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। ভিনিগার বা সির্‌কা ভাতের রূপান্তর মাত্র। শ্বেতসার চাউলের প্রধান উপাদান বলিয়া বিদেশে চাহিদা খুব। চাউলে ৭৬% – ৮০% ভাগ, গমে ৬৫ – ৭০ ভাগ, ভুট্টায় ৬৮ – ৭০ ভাগ, যবে ৫৮—৬৪ ভাগ এবং আলুতে ২০ ভাগ শ্বেতসার আছে। শ্বেতসার হইতে বহু প্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয়।···

১৯৩২—৩৩ হইতে ১৯৩৬···৩৭ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে ভারতবর্ষের এক একার জমিতে ৮২৬ পাউণ্ড বা একারে ১০·৬ মণ চাউল হইয়াছিল। বাংলাদেশে ঐ সময়ে একারে গড়ে ৯২১ পাঃ (১১·১৯ মণ) হইয়াছিল; ঐ সময়ে মাদ্রাজে একারে ১০৪৯ পাঃ (১২·২৩ মণ) হয়। ভারতের ফলন পৃথিবীর অনেক দেশ হইতে খুবই কম। (দ্রঃ ধান)

চাকন্দ, চাকুন্দে, চক্রমর্দ (Cassia alata C. Tora) শব্দকল্পদ্রুমে ২৫টি প্রতিশব্দ বাচক নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কাঞ্চনাদি বর্গের ছোট বন্য ক্ষুপ; কাসন্দার (দ্রঃ) মত দেখিতে বলিয়া অনেকে ভুল করে। চাকন্দর পাতা দীর্ঘ, সুক্ষ্মাগ্র ও বৃন্তে ৭।৯ ফুল; শিম্বি চ্যাপটা, বীজ শক্ত। দুর্গন্ধ, ঔষধার্থে বীজ ও মূলত্বক ব্যবহৃত হয়। পিত্তশ্বাস, কৃমি নাশক; দদ্রুঘ্ন। (যোগেশ; Chopra 472—8)

চাকমা জাতি

চট্টগ্রামের পূর্বদিকের বাসিন্দা। ইহারা ধর্মে বৌদ্ধ। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও পার্থক্য বেশি নাই। সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ়। বাল্য বিবাহ নাই; জুম কৃষি অধিকাংশের প্রধান উপজীবিকা। মেয়েরা চরকা কাটে ও তাঁত বোনে। ইহারা শিক্ষিত হইতেছে। ভাষা বাঙলা ও পাহাড়ীর মিশ্রণ। প্রাচীন লিপি বাঙলার মতো; ইহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত লোক হইতেছেন।

চাকুল্যা, পৃশ্নিপর্ণী (Uraria lagopoides) শিম্বাদিবর্গের বন্য ছোট লতানিয়া ক্ষুপ। ২-২½ হাত উচ্চ; পাতায় ১—৩ পর্ণ, পর্ণ প্রায় গোল, লোমশ। পুষ্পদণ্ড শাখার আগায় হয়, দেখিতে প্রায়ই শৃগালের লেজের মতন, ফুল আরক্ত। শুঁটিতে প্রায়ই ২ গাঁইট, মাঝে ভাঁজ হইয়া দুইটা গাঁইট লাগিয়া থাকে। লতাইবার সময় গাঁইট হইতে শিকড় নামে। ভিজা মাটিতে এ গাছ ভাল জন্মে না। বঙ্গদেশ, নেপাল ও বর্মায় জন্মায়। কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ, বনৌষধি ৪৪)

চাখড়ি (Chalk) দ্রঃ খড়ি

চাঙ মাছ (Ophiocephalus gachu) সশল্ক কর্দমচর মৎস্য; ল্যাঠা মাছের মতো। পাখনার ধার নারঙ্গ বর্ণ; লাফাইয়া চলিতে পারে। (যোগেশ)

চাটার্টন, (Chatterton, Thomas ১৭৫২-১৭৭০) ইংরেজ কবি; ১৮ বছর বয়সে দারুণ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা করেন। Rowley নাম দিয়া ১৫ শতকের কোনো লেখকের লেখা বলিয়া নিজের লেখা প্রকাশ করেন। *Ryse of Peyncteynyng* [Painting] in *Englande written by T. Rowlie 1469 for Master Canynge*। ইহার সম্বন্ধে Wordsworth বলিয়াছিলেন, "The marvellous boy, the sleepless soul that perished in his pride."

চাটিম কলা

ঢাকায় ইহাকে সফরী কলা বলে। চট্টগ্রাম বা চাটিগাঁ হইতে বোধহয় এই জাতের কলা আসে, যেমন আরও পূর্ব-দক্ষিণস্থ মার্তাবান (পেগু) হইতে আনীত কলাকে 'মর্তমান' কলা আসে। চাটিম কলা ছোট, সুগন্ধ ও সুস্বাদু।

চাণক্য

বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্যর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। জীবনী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ছাড়া কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। জন্মস্থান তক্ষশিলায়। ধনোপার্জনের জন্য পাটলিপুত্রে আসেন। গল্প চলিত আছে ইহার কদাকারের জন্য মগধের নন্দবংশীয় রাজার দ্বারা কোন সভায় অপমানিত হন এবং ঐ বংশ ধ্বংসের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলিত হইয়া ইনি নন্দবংশ ধ্বংস করেন। চাণক্য শ্লোক তাঁহার রচিত বলিয়া লোকবিশ্বাস। (কৌটিল্য দ্রঃ)

চাতকপাখী (Pied-crested cuckoo, Coccyster) চাতকপাখী পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; ইহার ঠোঁট খুব ছোট, ডানা কাস্তের মত বাঁকা; পুচ্ছ দীর্ঘ ও পা হ্রস্ব; পুচ্ছের শেষ পালক দুটি সরু; ঐ দুটি পালক ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। পালকের রং কালো, বেগুনে, ধূসরমিশ্রিত; বুক পেট লালচে-শাদা। নানাজাতের ফড়িঙ ইহাদের খাদ্য। ইহারা

কোকিলের ন্যায় পরভৃত ; গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে ইহারা করুণ শব্দ করে, লোকে মনে করে 'ফটিক জল' বলিতেছে।...হিন্দীতে ইহাদের পাপিয়া বলে। (যোগেশ ; জগদানন্দ)

চাঁদকবি (১২শ শতক)

হিন্দী কবি ; দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের সভাকবি। 'পৃথ্বীরাজ রাসো' নামে ঐতিহাসিক কাব্যে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা সম্বন্ধে কাহিনী আছে ; এই গ্রন্থের মূলে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র ভাষা পঞ্জাবী মিশ্রিত হিন্দী।

চাঁদবিবি, সুলতানা

মুসলিম বীরাঙ্গনা। আহমদনগরের হুসেন নিজাম শাহের কন্যা, বিজাপুর-সুলতান আদিল শাহের (১৫৫৭—৮০) সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৫৮০) আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদরের সমবেত আক্রমণ হইতে বিজাপুরকে রক্ষা করেন। স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র সাবালক হইয়া রাজা হইলে চাঁদবিবি আহমদনগরে চলিয়া যান। সেখানে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল ; বিরোধী দল আকবর শাহের সাহায্য চায়। আকবর-পুত্র মুরাদ মুগল সৈন্য লইয়া আহমদনগর আক্রমণ করেন (১৫৯৩) ; নগরদুর্গে যুদ্ধ হয় ও চাঁদবিবি নিজে সৈন্য চালনা করেন। কয়েক বৎসর পরে মুগলরা পুনরায় আহমদনগর আক্রমণ করে ও চাঁদবিবি শত্রুহস্তে নিহত হন ; অন্যমতে তিনি আত্মহত্যা করেন (১৬০০)। এই সময়ে রাজ্যের একটি অংশ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

চাঁদ রায়

বারভূঞার অন্যতম। বিক্রমপুর-অন্তর্গত শ্রীপুরের কায়স্থ জমিদার। পূর্বপুরুষ কর্নাট হইতে আসেন বলিয়া কিম্বদন্তী। ইনি বহু পুণ্য কর্ম করেন। সুবর্ণগ্রামের জমিদার ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা ভগিনী (অন্যমতে কন্যা) স্বর্ণময়ীকে নিজ ব্রাহ্মণ অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে হরণ করিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন ও সোনাবাই নাম দিয়া বিবাহ করেন। চাঁদ রায় অপমানে ও লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন (১৬০১)। ইঁহার পর কেদার রায় রাজা হন।

চাঁদ সদাগর

'মনসার ভাসানে'র উপাখ্যানে আছে চাঁদসদাগর চম্পাই নগরের এক ধনী বণিক। ইনি শিবভক্ত ও মনসার বিদ্বেষী ছিলেন। সেই অপরাধে চাঁদপুত্র লখিন্দরের বিবাহরাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পত্নী বেহুলার (দ্রঃ) চেষ্টায় লখিন্দর প্রাণ ফিরাইয়া পাইলে চাঁদ মনসা ভক্ত হন।

চাঁদ সাহেব (হোসেন দোস্ত খাঁ)

১৮ শতকে দঃ ভারতের কর্নাটকে মুসলমান নবাব ছিল। চাঁদ সাহেব নবাব দোস্ত আলি খাঁর জামাতা। ইনি ১৭৩৬ ত্রিচিনপল্লীর রানীকে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা প্রতারিত করিয়া উক্ত নগরী জয় করেন। ১৭৪১ মারাঠাদের দ্বারা ইনি বন্দী হন। ১৭৪৪এ নবাব পরিবারে আত্মকলহ হয় ; হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল-মুলকের চেষ্টায় আনোয়ারউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি কর্নাটকের নাবালক নবাবের অছি নিযুক্ত হন ; ইনি পরে নাবালককে হত্যা করিয়া স্বয়ং নবাব হন। চাঁদ কর্নাটক রাজবংশের লোক ছিলেন বলিয়া তিনি এইবার সিংহাসন দাবী করিলেন। ইতিমধ্যে (১৭৪৮) নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হয় ও তাঁহার সিংহাসনেরও দুইজন দাবীদার উঠে। ফরাসী গভর্নর দুপ্লের চেষ্টায় চাঁদ মুক্তিলাভ করেন এবং নূতন নিজাম মুজাফর জঙ্গ ইঁহাকে কর্নাটের নবাব ঘোষণা করেন। ফরাসীরা চাঁদের পক্ষ গ্রহণ করিলে ইংরেজ আনোয়ারউদ্দীনের দিক লইল। ইহার ফলে ২য় কর্নাটযুদ্ধ হয়। যুদ্ধান্তে সাময়িকভাবে চাঁদ সাহেব কর্নাটের সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু ক্লাইভ চাঁদকে পরাভূত করেন ও ইংরেজের মনোনীত মোহাম্মদ আলিকে কর্নাটের নবাব করেন। ১৭৫২এ মারাঠারা চাঁদকে যুদ্ধে হারাইয়া ইঁহার মুণ্ড কাটিয়া কর্নাট নবাব মোহম্মদ আলির নিকট পাঠাইয়া দেয়।

চাঁদা মাছ (Ambassis nama)

চাঁদগুড়া, চান্দাগুড়া। ক্ষুদ্র সশল্ক মৎস্য ; অত্যন্ত চেপ্টা ; পিঠের পাখনায় কাঁটা আছে। হলুদেটে রঙের উপর রূপালি জৌলস ; ৩।৪ ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। নামা চাঁদা ও রাঙা চাঁদা দুই রকম মাছ।

চাঁদা, কোণচক্র (Protractor)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। কোণ (anglo) মাপিবার অর্ধবৃত্তাকার যন্ত্র। ইহার কেন্দ্রে একটি চিহ্ন আছে ; ইহার পরিধিকে ১৮০ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দাগ কাটা থাকে এবং উভয় প্রান্তেই দাগ চিহ্নগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। কোনো কোণ মাপিতে হইলে যন্ত্রটি এরূপভাবে স্থাপন করিতে হয়, যেন উহার কেন্দ্র ও ব্যাস যথাক্রমে উক্ত কোণের শীর্ষে ও একটি বাহুর সহিত মিলিয়া যায়। কোণের অপর বাহুর উপর পরিধির যে দাগ আছে তাহার সংখ্যা কোণের পরিমাণ নির্দেশ করে।

চানসেলর (Chancellor)

নানাদেশে নানা বিভাগের প্রধান কর্তাকে চানসেলর বলে। বিলাতের অর্থসচিবকে চানসেলর (Chancellor of the Exchequer) বলে। লর্ড চানসেলর তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ; ইনি হাউস অব্ লর্ডসের সভাপতি, সুপ্রীম কোর্টের চানসেরি বিভাগের প্রধান। জারমেনী ও অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে চাঃ বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তার এই উপাধি। ভারতে বড়লাট ও গভর্নরগণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলর। তবে ভাইস-চানসেলর সমস্ত কার্য করেন। উপাধি বিতরণের সময়ে বৎসরে একবার করিয়া চানসেলর উপস্থিত হন।

চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর

চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করে ; পৃথিবীর চতুর্দিকে সূর্যের তুলনায় একবার স্বীয় কক্ষতে ঘুরিয়া আসিতে ২৯ দিন ৩১ দণ্ড ৫০ পল ৭ বিপল বা প্রায় ২৯½ দিন লাগে। এইরূপ ১২টি চান্দ্রমাসে ৩৫৪ দিন অর্থাৎ সৌর বৎসর হইতে ১১ দিন কম হয়। এই পার্থক্য ৩২½ মাসে প্রায় একমাস দাঁড়ায়। সেইজন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের সাম্য রক্ষা করিবার জন্য ঐ সময়ের অন্তে একটি চান্দ্রমাস বাদ দেওয়া হয় ; সেই মাসটিকে বলে অধিমাস বা মলমাস (intercalary month)। যখন কোন সৌর মাসে দুইটি অমাবস্যা পড়ে তখন মলমাস হয়।...কোন চান্দ্রমাসে চন্দ্র পূর্ণিমাতে যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে সেই মাসের নাম হইয়াছে। (মাসগুলির নাম দ্রঃ)

চান্দ্রায়ণ ব্রত

কোন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্তর জন্য হিন্দুরা আহারের সংযম করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করিত। কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে এক গ্রাস করিয়া খাদ্য কমাইয়া অমাবস্যায় উপবাস ও তৎপরে প্রতিদিন এক গ্রাস বাড়াইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণ ভোজন করিতে হয়। এইরূপ বহুবিধ বিধি আছে। বর্তমানে কিছু টাকা ও ২২৷৷০ কাহন কড়ি দিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করা যায়।

চাপ (Arc)

(১) জ্যাঃ সংজ্ঞা। বৃত্তর (Circle) পরিধির যে কোন অংশকে চাপ বলে। (২) চাপ (Pressure) ব্যারোমিটার দ্রঃ। ভূ-পৃষ্ঠের উপর বায়ু প্রায় ২০০ মাঃ উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুর ওজন আছে ; সমুদ্রপৃষ্ঠে এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় ১৫ পাউণ্ড (৭½ সের)।

চাপমানযন্ত্র (দ্রঃ ব্যারোমিটার)

চাঁপানোটে, চাঁপানটিয়া, তণ্ডুলীয় (Amaranthus Polygameous)

কণ্টক বর্জিত, প্রায়, ভুলুণ্ঠিত, ক্ষীণশাখা, ক্ষুদ্র ক্ষুপ। শাদা ও লাল দুই জাতের চাঁপানোটে।

চাঁপাফুল (Michelia champaca)

বিখ্যাত পুষ্পতরু। পাতা ও গাছ দূর হইতে আম গাছের মতন দেখিতে, তবে শাখা ঘন হয় না ; পাতা বড় ও মসৃণ। ফুলে তীব্র মিষ্ট গন্ধ, রঙ হলদে। এক ফুলে বহু ফল হয়। অগণ্য ফল প্রসবহেতু গাছ দীর্ঘজীবি হয় না। তিন বৎসর বয়স হইতে গাছে ফুল ধরে। চাঁপা গাছ ভারতের সর্বত্র জন্মে। শ্বেত চম্পক চাষ হয়, কলম কাটিয়া রোয়া হয়। ইহ নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার লাতিন নাম Peitro Antonia Michela (১৬৭৯—১৭৩৭) নামে ফ্লোরেন্সবাসী উদ্ভিদ্‌বিদের নামানুসারে হইয়াছে।

চাবি (Switch)

বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সুইচ বা চাবি বলে। (দ্রঃ সুইচ) চাবি শব্দটি পোর্তুগীজ, chavo হইতে আসিয়াছে ; কুলুপ কথাটি আরবী।

চাম (The Chams)

হিন্দু-চীনের প্রাচীন চম্পা (দ্রঃ) দেশের বর্তমান অধিবাসীদের নাম। ইহারা আনাম, কোচিন, চীন কাম্বোডিয়ার বাসিন্দা। জন সংখ্যা ৩০ হাজার মাত্র। এককালে ইহারা হিন্দু ছিল। এখন তাহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান হইয়াছে ; যাহারা হিন্দু আছে তাহারা নামেমাত্র হিন্দু। তবে এখনো বহু উৎসবের আচারাদি হিন্দুর মতো আছে।

চামচিকা (The bat)

চর্মপত্রী প্রাণী। ৫।৬ আঙুল দীর্ঘ দেহ। লেজ আছে ; সাধারণত ফলভোজী ; ইহাদের মুখ অপেক্ষা কান বড় ; নাক অদ্ভুত দেখিতে। পুরাতন জীর্ণ মন্দিরে ও বাড়ীতে বাস করে। উড়িতে পারিলেও ইহারা স্তন্যপায়ী প্রাণী। (বাদুড় দ্রঃ) মাথা নিচু করিয়া পা উপরে কিছুতে আটকাইয়া ঝুলিতে থাকে ও নিদ্রায় দেয়।

চামড়া তৈয়ারী (Tannery)

গো-চর্মাদিকে ইংরাজিতে Hide বা চামড়া ও ছাগলাদির চামড়াকে Skin বা ছাল বলে ; শোধিত হইলে Leather বলে। শোধনাদি কার্য্যকে Tanning বলে। ট্যানিং অনেক রকমের আছে। বার্ক ট্যানিং ও ক্রোম ট্যাঃ এদেশে অধিক প্রচলিত। গ্রামের চামাররা বাবলার ছাল, চুন প্রভৃতি দ্বারা 'দেশী' চামড়া তৈয়ারী করে ; ইহা হইতে জুতার সুকতলা, বাদ্যাদি যন্ত্র, ঘোড়ার জিন লাগাম, নাগরা জুতা প্রভৃতি মোটা কাজ হয়। ক্রোম ট্যানিঙে কলকব্জা লাগে ; দামী জুতাদি এই চামড়ায় হয়। এদেশে বড় ট্যানারী ভাল চলে না। আজকাল কলিকাতায় পঞ্জাবী ও চীনারা চামড়া ট্যান্ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। চামড়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে রবার ও রবার-জাত সামগ্রী। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ৫।৬ কোটি টাকার চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয় (সমগ্র রপ্তানীর মূল্যর ৩·৬%)। ইহার প্রধান খরিদ্দার ইউরোপ ও বিশেষভাবে জারমেনী।

চামার

হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের দরিদ্র বর্ণ বিশেষ। উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে অধিকাংশ চামারের বাস। প্রধান উপজীবিকা কৃষি (অন্যের 'মনিষ') ও চর্ম কাজ। ইহারা মৃত গরুর চম সাফ করে। অনেক সময়ে গোপনে বিষ দিয়া গরু মারে বলিয়া

ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ আছে। বাঙলাদেশে চামারর। বহু লক্ষে আসিয়াছে এবং সাধারণ মুচির কাজ হইতে অনেক কাজেই নিযুক্ত হইতেছে। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র, সমাজে অস্পৃশ্য; অপরিচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণিত। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আছে। ভারতে এক কোটির উপর চামার আছে। কোনো কোনো উপজাতির বর্ণ-ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে; অধিকাংশের পুরোহিত নীচ ব্রাহ্মণ বা নিজেদের লোক। ২৫৪টি উপশাখায় বিভক্ত।

চামুণ্ডা দেবী

ভগবতীর এক নাম। তিনি চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই অসুরকে বিনাশ করেন বলিয়া লোকে চামুণ্ডা দেবী বলে।

চামেলী ফুল, জাতি পুষ্প (Catalonian or Spanish Jasmine) মল্লিকাদি বর্গের চিরহরিৎ পুষ্প-ক্ষুপ; পাতা পক্ষাকার; গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ফোটে। পাথুরে মাটিতে ভাল জন্মে। সাধারণ বৃন্তে ২-৩ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি অযুগ্ম পত্র থাকে। পাতার ভিতরটা গাঢ় হরিদ, পিঠ ফিকে সবুজ। ঔষধার্থে পত্র পুষ্পর ব্যবহার হয়। (যোগেশ)

চারণ কবি

রাজপুত রাজাদের বংশপরম্পরার বীরত্বমূলক যশোগান করিবার জন্য পেশাদার ভাট জাতীয় কবিকে চারণ বলে। বর্তমানে ইহারা পৃথক্ জাতি হইয়াছে; পুরাণে (সহ্যাদি খণ্ড, স্কন্দ পুরাণ) বর্ণিত আছে যে ইহারা বৈতালিকদের ন্যায়ই বৈশ্য ও শূদ্রানীর গর্ভজাত; ইহাও লিখিত আছে যে ইহাদের শূদ্রত্ব বৈতালিকদের হইতে কম। বর্তমানে ইহারা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করে।...বর্তমানে বাঙলা ভাষায় লাক্ষণিক অর্থে সমস্ত বীরগাথা রচয়িতাদের 'চারণ' বলা হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮)
সাহিত্যিক ও অধ্যাপক। জন্মস্থান মালদহ, রাজবাটি। ১৮৯৯ বি.এ. পাশ করিয়া সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। এলাহাবাদ ইন্ডিয়া প্রেসে কয়েক বৎসর চাকুরী করেন। ১৯০৯ হইতে 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' মাসিকের সহ-সম্পাদক ছিলেন। ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকের লেখক। ১৯১৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে ঢাকা বিশ্বঃ অধ্যাপক হন ও তথা হইতে সম্মানসূচক এম.এ. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। বহু উপন্যাস ও গল্প লেখক (৩২।৩৩ খানি গ্রন্থ)। প্রাচীন বাঙলায় বিশেষজ্ঞ; 'শূন্য পুরাণ' ও 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের একজন বিশেষ সমঝদার ছিলেন ও মৃত্যুর পূর্বে 'রবি রশ্মি' (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়) নামে দুই খণ্ডে এক বিরাট বিশ্লেষণ মূলক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

চার্চ (Church)
খৃস্টানদের উপাসনা মন্দির। ইংরেজি চার্চ, জারমেন কির্চে, পোর্তুগীজ গির্জা সমস্ত একই শব্দ ও গ্রীক 'কুরিয়া কোন' শব্দ (Kuria Kon, প্রভুর গৃহ) হইতে আসিয়াছে। চার্চ বলিতে সম্প্রদায় বুঝায়—যেমন প্রোটেস্টান্ট চার্চ, গ্রীক্ চার্চ, কাথলিক চার্চ ইত্যাদি। বাঙলায় ১৫৯৮ বান্দেলের কাছে পোর্তুগীজদের প্রাচীনতম চার্চের নিদর্শন আছে; উক্ত বাড়ীর সমস্ত বদল হইয়াছে। ভারতে ত্রিবঙ্কুরের খৃস্টানদের চার্চ প্রাচীনতম।

চার্চিল, উইন্স্টন (Churchill, Winston Leonard Spencer ১৮৭৪) ইংরেজ রাজনীতিক; লর্ড রান্ডলফ চার্চিলের পুত্র। উইনস্টন ১৮৯৫এ সৈন্য বিভাগের কর্ম গ্রহণ করেন। ভারতসীমান্ত যুদ্ধে সুদান সময়ে যান। বুয়র যুদ্ধে সামরিক সাংবাদিক ছিলেন। ১৯০০এ চাকুরি ছাড়িয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন ও সেই হইতে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্তমান মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪০ মে মাসে ইনি প্রধান মন্ত্রী হন। ইনি সুলেখক ও ভারতবিদ্বেষী।

চার্চিল, রানডোলফ Churchill, Lord Randolph (১৮৪৯—৯৫) ইংরেজ রাজনীতিক। ১৮৭৪এ পার্লামেন্টের সদস্য হন। বাগ্মিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। ১৮৮৫—৮৬ ভারত-সচিব। উইনস্টন চার্চিল ইঁহার পুত্র।

চার্টার (Charter)
শব্দটি ইংরেজি হইলেও এদেশে নানাভাবে চলিয়াছে; যেমন ইংলনডের ইতিহাসের 'মাগ্না কার্তা বা গ্রেট চার্টার' শব্দ। ভারত ইতিহাসে ঈঃ ইঃ কোং'র চার্টার প্রাপ্তি প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণত রাজা কোনো সমিতি বা কোংকে লিখিত ভাবে কতকগুলি অধিকার দান করিলে তাহাকে সনন্দ বা চার্টার বলে। ঈঃ ইঃ কোং ১৬০০ অব্দে রানী এলিজাবেথের নিকট হইতে 'চার্টার' পাইয়া পূর্বদেশে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এই চাঃ মাঝে মাঝে রাজাদের নিকট হইতে ঝালাই করিয়া লওয়া হইত। ১৭৭২এ রেগুলেটিং আক্ট অনুসারে স্থির হয় যে প্রতি ২০ বৎসর অন্তর কোংকে পার্লামেন্টের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সেই নিয়মানুসারে ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৫৩এ সনন্দ লইতে হয়।...চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট—রাজসনন্দ-প্রাপ্ত হিসাবপরীক্ষকদের সমিতি হইতে কাহাকে অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হইলে তাহাকে চাঃ অ্যাঃ বলা হয়।

চার্নক, জব (Charnok, Job, মৃঃ ১৬৯৩)
কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৫এ ভারতে আসেন। ঈঃ ইঃ কোম্পানির চাকুরী গ্রহণ করিয়া কাশিমবাজারে ১৬৫৮—৬২,

পাটনায় ১৬৬৪, কাশিম বাজার ও হুগলীতে ১৬৮৬ পর্যন্ত কার্য করেন। এই সময়ে ইংরেজরা মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে সুবাদার সায়েস্তা খাঁ কর্তৃক ইহারা হুগলী হইতে বিতাড়িত হয় (১৫৮১) ও হিজলির নিকট আস্তানা করে। ইহার পর আরব সাগরে ইংরেজরা হজ যাত্রীদের জাহাজ আক্রমণ করিতে থাকে। তখন আওরঙজেব ইংরেজদের বাংলায় বাস করিতে অনুমতি দেন। ১৬৯০এ চার্নক সুতানটি পরে কালিঘাট ও গোবিন্দপুরের জমিদারী বন্দবস্ত লন। ইহাই ভবিষ্যতের কলিকাতা পত্তন।

চার্বাক

প্রাচীন ভারতের দার্শনিক ঋষি। ইঁহার মতে সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই। তিনি পরলোক বিশ্বাস করিতেন না। সুখই পরম কাম্য; প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণ নাই। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব। বৃহস্পতি এই মতের গুরু, চার্বাক প্রধান শিষ্য। সে-যুগে লোকায়ত নামে আর একটি সম্প্রদায় ছিল। এই ঋষির নির্ভীক উক্তি আধুনিক যুগের নাস্তিকদেরই মত। ইঁহার কোন গ্রন্থ নাই তবে মাধবাচার্য কৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', জয়ন্ত কৃত 'ন্যায়মঞ্জরী', গুণরত্ন কৃত 'তর্করহস্য দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে চার্বাকের মত লিপিবদ্ধ আছে। চার্বাক বলিতেন পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, কেবল সুখের উপায়ই চেষ্টা করিবে।......পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি ভূত হইতে দেহের উৎপত্তি হয়। যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে।......স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সকলও নিষ্ফল।...দেহ ভস্মাবশেষ হইলে কোন প্রকারে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যতকাল পর্যন্ত জীবন থাকে সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করাই উচিত; অধিক কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা বিধেয়।......ভণ্ড, ধূর্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন।...স্বর্গ নরকাদি বিষয় সকল ধূর্তের প্রণীত। (দ্রষ্টব্য সর্বদর্শনসংগ্রহ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ১৯২১ সংবৎ [১৮৪৩])।

চার্লস, ইংল্যান্ডের রাজা

১ম চার্লস (১৬২৫-৪৯)। জেমসের পুত্র, জন্ম ১৬০০। প্রিন্স অব ওএলস ১৬১৬। ১৬২৫এ রাজা হন। ফ্রান্সের রাজার ভগ্নী Henrietta Mariaকে বিবাহ করেন। পরামর্শদাতা বাকিং-হামের হত্যা ১৬২৮। পার্লামেন্টের সহিত বিবাদ ১৬২৯—৪০। ইনি অন্যায়ভাবে বহু ট্যাক্স চাপাইয়া টাকা তোলেন, যথা, Ship Money ১৬৩৪। ফলে ১৬৪২এ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন ক্রমওয়েল; অবশেষে চার্লস বন্দী হন। বিচারে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৪৯)। তাঁহার পুত্র ২য় চার্লস (১৬৬০-৮৫) জন্ম ১৬৩০। বিপ্লবের সময়ে ১৬৪৬এ দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে বাস করেন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর কমনওএল্‌থ্ অচল হয়; তখন পুনরায় রাজ-শাসন সুরু হয় (১৬৬০)। লোকে চার্লসকে আহ্বান করিয়া আনে। ১৬৬২এ চার্লস পোর্তুগালের রাজকুমারী Catherine of Barganzaকে বিবাহ করেন। ওলন্দাজদের সহিত যুদ্ধ ১৬৬৫ ও আমেরিকায় রাজ্য প্রাপ্তি। লন্ডনে প্লেগ ও অগ্নি ১৬৬৫। হেবাস কর্পাস অ্যাক্ট (Habeas Corpus Act) পাশ হয় ১৬৭৯। রাই হাউস্ প্লট্ (Rye House plot) ১৬৮৩। ইনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। মৃত্যু ১৬৮৫। ইঁহার পুত্র ২য় জেম্‌স মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করেন।

চার্লস ৫ম, সম্রাট (১৫০০-৫৮)

জন্মস্থান বেলজিয়ামের ঘেণ্ট নগরী। পিতামহ সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান্। মাতামহ ও মাতামহী স্পেনের ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা। পিতার মৃত্যুতে ১৫০৬ নেদারল্যান্ডের মালিক হন। ১৫১৬ এ মাতামহের রাজ্য স্পেনে ও ইউরোপস্থ স্পেনিস সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সেই সঙ্গে বিশাল আমেরিকার স্পেনিস সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। ১৫১৯এ পিতামহের মৃত্যুতে অস্ট্রিয়ান রাজ্যের মালিক হন। ২০বৎসর বয়সে বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ১৫২০ এ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে (Holy Roman Empire) সম্রাট নির্বাচিত হন। তাঁহার সমকক্ষ রাজা বা সম্রাট আর কেহ ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর অর্ধ-ইউরোপ ও আমেরিকা শাসন করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া মঠে গিয়া বাস করেন। স্পেনিশ সাম্রাজ্য তাঁহার পুত্র ২য় ফিলিপকে এবং জার্মান সাম্রাজ্য ভ্রাতা ফার্দিনান্দকে দিয়া যান। মৃত্যু ১৫৫৮। এই সময়ে মার্টিন লুথার ধর্ম সংস্কার করেন।

চালতা (Dillenia speciosa)

গ্রামের উদ্যানজাত তরু; পাতা মোটা ও শিরাযুক্ত; বর্ষা আরম্ভে বড় বড় শাদা ফুল ধরে। ফল পুষ্পের পাঁচটা বহিঃচ্ছদে আবৃত থাকে। চালতা ফলের এই বাহিরটা মানুষের খাদ্য; সেই জন্য ইহার এক নাম লোমফল। স্বাদ অম্লমধুর। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার সরবৎ জ্বরের সময় দেওয়া হয়। রক্ত-শোধন, পিচ্ছিল বীজ। আয়ুর্বেদে ইহার গুণাগুণ বর্ণিত আছে।

চালপড়া

গ্রামে চুরি হইলে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের উপর 'চালপড়া' পরীক্ষা হইত,

এখনো মাঝে মাঝে হয়। সন্দিগ্ধ লোকদের এক করিয়া পূর্ব মুখে বসানো হয়; তারপর দেবতার স্নানকরা জলে ভিজানো চাল ইহাদের চিবাইতে দেওয়া হয়; মাথায় একটি মন্ত্রলেখা পাতা রাখা হয়। ইহার পর প্রত্যেকে ঐ পত্রের উপর মুখের চাল ফেলে; যদি দেখা যায় তাহার তালু শুকানো, অথবা থুথুতে রক্ত তবে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

চালমুগরা তুবরক, কুষ্ঠবৈরী (Taraktogenos surzii, Hydnocarpus wightiana) শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশের আরণ্য তরু; পাতা বড়, মসৃণ; ফল বড়, গোল। ইহার বীজ হইতে চর্মরোগের তৈল প্রস্তুত হয়। পূর্বে আর এক জাতের গাছকে (Gynocardia odorata) এই ঔষধ-তৈলের আকর বলিয়া ভুল হইত ও কুষ্ঠের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চালমুগরা বীজ কুষ্ঠাদি ব্যাধিতে সেবনবিধি ছিল। এখন চালমুগরার ইনজেক্‌শন কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হইতেছে। রজার্স সাহেব ইহার প্রবর্তক। প্রকৃত চালমুগরার ফুল ছোট, বীজ দীর্ঘ; বীজের খোলা মসৃণ, শাঁস কালো। অন্য গাছের বীজ ছোট খোলা পুরু; শাঁস আপাণ্ডুর। বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য Chopra 391।

চালসা (Presbyopia)

সাধারণত দেখা যায় চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে মানুষ নিকটের জিনিষ ভাল দেখিতে পায় না; এই অবস্থাকে 'চালসা' ধরা বলে। দূরের জিনিষের প্রতিবিম্ব অক্ষিগোলকে চোখের মধ্যস্থিত লেন্‌সের উপর সরাসরি আসিয়া পড়ে। নিকটের বস্তু দেখিবার সময়ে চক্ষুপেশিসমূহ এই লেনস্‌কে সঙ্কুচিত করিয়া একটু স্ফীত করিয়া দেয় এবং পদার্থসমূহ যথাযথভাবে দেখা যায়। বয়স হইলে পেশি-সমূহের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি শিথিল হইয়া যায় এবং উহার লেনস্‌কে যথাযথ আকার দান করিতে পারে না; তখন চশমা দিলে ঐ দোষ কাটিয়া যায়। (দ্রঃ চশমা)

চালান (Invoice)

প্রেরিত মালপত্রের তালিকা।

চাষা ধোপা (ধোপা দ্রঃ)

ধোপাদের মধ্যে যাহারা কাপড় কাচা ছাড়িয়া চাষের কাজে লাগিয়াছিল, তাহারা পৃথক উপবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

চাহা পাখী (Snipe)

কুলেচর বর্গের পক্ষী; বাঙলায় শীতকালে জলা জমি ও বিলে দেখা যায়। শিকারীদের প্রিয়। কিন্তু শিকারীর আভাস পাইলে ইহারা এমন বিচিত্র গতিতে উড়িতে আরম্ভ করে যে অনেক সময় নূতন শিকারীদের সন্ধান ব্যর্থ করে। পুং পাখী খুব উঁচুতে ওড়ে ও হঠাৎ নীচে নামিয়া আসে। গলার স্বর অদ্ভুত রকম। (যোগেশ)

চাহার শুম্বা

পারসী ভাষায় বুধবার। রবিবার ১ম দিন, একশুম্বা; সোমবার ২য় দিন, দোশুম্বা; মঙ্গলবার ৩য় দিন, ছেশুম্বা; বুধবার ৪র্থ দিন, চাহার শুম্বা; বৃহস্পতিবার ৫ম দিন, পাঞ্জশুম্বা; শুক্রবার ৬ষ্ঠ দিন, জুম্‌মা; শনিবার ৭ম দিন, শুম্বা। 'আখেরি চাহার শুম্বা' নামে মুসলমানী উৎসব আছে।

চাহিদা (Demand) ও **জোগান** (Supply)

অর্থনীতিশাস্ত্র বলে চাহিদা বা টান অনুসারে বাজারে মালের জোগান হয়। আবার মালের যোগান অনুসারেও চাহিদা বা টান নিরূপিত হইয়া থাকে। যখন চাহিদা ও জোগান সমান হয়, তখনই বাজারে দ্রব্যমূল্য সমতা (equilibrium) লাভ করে। যদি জোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হয়, তবে বাজারে সাময়িকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, এবং চাহিদা অপেক্ষা জোগান বেশী হইলে দ্রব্যমূল্যের সাময়িক হ্রাস হয়। পরে জোগান বেশী হইলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জোগান কম হইলে পুনরায় দ্রব্য-মূল্যের সমতা ফিরিয়া আসে।...সুতরাং দ্রব্যমূল্য বেশী হইলে জোগান বেশী হয়, এবং মূল্য কম হইলে জোগান কমিয়া যায়। আবার মূল্য কম হইলেই চাহিদা বাড়িয়া থাকে, এবং মূল্য বেশী হইলে চাহিদা কম হয়। ইহাকেই Law of demand and supply বলে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। যেখানে monopoly সেখানে এই নিয়মের অনেকটা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। বর্তমান যুগে শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা নূতন নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বাজারে তাহার জোগান দিয়া চাহিদা সৃষ্টি করিতেছে; যেমন গ্রামোফোন, রেডিও, মোটর গাড়ী প্রভৃতি।

চিউইং গাম (Chewing gum)

বিদেশী মুখশুদ্ধি; মার্কিন দেশেই ইহার চল বেশী; তবে এদেশেও আজকাল ছেলেপুলেরা মুখে দিয়া চিবাইয়া থাকে। একপ্রকার গাছের (bully tree) গঁদ বা চিকাল (chicle) ইহার প্রস্তুতি উপাদান; অল্প গন্ধ ও মিষ্টি দিয়া মুখরোচক করা হয়; মুখে থাকিলে দাঁত সাফ হয় ও মুখ রসালো হয়; এই গঁদ মুখে গলিয়া যায় না, রবারের মত মুখে থাকে।

চিংড়ি, চিঙড়ী মাছ

জলের এক প্রকার পোকা; মাছ বলা যায় না। ঘুসা চিংড়ি অতি ক্ষুদ্রাকার প্রাণী, চিংড়ির মতো দেখিতে তবে অন্য জাতের পোকা। গলদা চিংড়ি খোলকী জাতের প্রাণী (lobster)। বড় বড় দাড়া-

যুক্ত জীব। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা খাদ্য। সাধারণ গলদা ৩।৬ সের হয়; আমেরিকায় ১০।১২ সেরও হয়। এ ছাড়া বহু জাতের চিংড়ি আছে। ইহা দুষ্পাচ্য।

চিক্‌

(১) বাঁশের কঞ্চি চিকন করিয়া কাটিয়া পরদা বানানো হয়। পর্দানশীন মেয়েরা সভা, যাত্রা বা থিএটর চিকের আড়ালে বসিয়া দেখেন। (২) মেয়েদের কণ্ঠের অলঙ্কার।

চিকণের কাজ (Embroidery)

সূচের কাজ। কাপড়ের উপর বুটি তোলা বা ফুল তোলা, কাঁথা তৈয়ারী, কাঁথার উপর কারুকার্য করা প্রভৃতিকে চিকণের কাজ বলা যায়। শান্তিপুরের সাড়ীতে মেয়েরা ফুল তুলিয়া বিক্রয় করিত। মুসলমান মেয়েরা এই কাজ অনেক জায়গায় করিত। রুচির পরিবর্তনের সহিত এ সবের চাহিদা নাই বলিলেও চলে। একমাত্র ব্লাউসের কাপড়ে সূচের কাজ দেখা যাইতেছে। পুনরায় এই রুচি ও শিল্প জাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। এবিষয়ে অনেকগুলি বই বাঙলায় বাহির হইয়াছে। ইউরোপে এককালে চিকণের কাজ খুব বিখ্যাত ছিল।

চিকিৎসা শাস্ত্র

আদিকাল হইতে ব্যাধির সঙ্গে মানুষ সংগ্রাম করিতেছে। সেই জন্য মানুষ প্রত্যেকটি উদ্ভিদের পাতা, শিকড়, ফুল, বীজ, কন্দ খাইয়া, বাটিয়া, মাখিয়া, অন্য পাঁচ রকম উদ্ভিজ্জের সহিত মিশাইয়া, তাহার ফল পরীক্ষা করিয়াছে; নানা ধাতু পোড়াইয়া, শোধন করিয়া, নানা খনিজ চোলাই করিয়া ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছে। বহু যুগের মানবের চেষ্টায় চিকিৎসা শাস্ত্র গড়িয়াছে। ভারতের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সুপরিচিত; এছাড়া দেশীয় জড়ি বড়ি, দ্রব্যগুণ, মালবৈদ্যের চিকিৎসা প্রচলিত আছে। মুসলমানদের ইউনানী বা হেকিমী মধ্যযুগে উদ্ভাবিত হয়। এ ছাড়া প্রাচীনকালের গ্রীকদের প্রণালী বহুকাল চলিত ছিল। বিদেশেও বহুবিধ প্রণালী হইয়াছে—যেমন এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও বাওকেমিক। বর্তমানে জল-চিকিৎসা (Hydropathy), অস্থি চিকিৎসা (Osteopathy) Christian Science প্রভৃতি অনেক পদ্ধতি পশ্চিমদেশে হইয়াছে। বাঙলা ভাষায় প্রত্যেক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ আছে। (দ্রঃ কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা)

চিকেন পক্স্‌ (Chicken pox), জলবসন্ত

Varicella. জ্বরের সঙ্গে গায়ের উপর ফোস্‌কার মতন ওঠে। সংস্পর্শে সংক্রামিত হয়; জীবাণু নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে; কিন্তু ইহার জীবাণু এখন অনাবিষ্কৃত। রোগের বিষ দেহে ঢুকিবার ১১ হইতে ২১ দিনের মধ্যে গায়ের উপর ফোসকা দেখা দেয়। কিন্তু জ্বরাদি অন্যান্য উপসর্গ ১৪ দিনেই প্রকট হয়। ইহা মারাত্মক ব্যাধি নহে, তবে এক বাড়ীতে বা পাড়ায় হইলে সহজে ছাড়ে না—একের পর একে ভোগে। অসুখ সারিবার পর ২০ দিন সঙ্গরোধ প্রয়োজন।

চিড় (Crevasses)

হিমনদের (Glacier) মধ্যে গভীর ফাটল।

চিচিঙ্গা (Snake gourd : Trichosanthes anguina)

কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের গ্রামজাত প্রতানী। ফল লম্বা সর্পাকার; বর্ষাকালে হয়। বীজ স্নিগ্ধ।

চিড়চিড়া ঘাস (Digitaria pedicillaris)

মাঠের ঘাস; শীর্ষ সরের গায়ে ফল হয়; কাপড়ে লাগিয়া যায়, দেখিতে ধানের মত। গ্রাম্য ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

চিঁড়া (খাদ্য)

ধান জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লয়; তৎপরে আগুনের খোলায় সামান্য ভাজিয়া লইয়া ঢেঁকিতে দেয়। বহুক্ষণ ঢেঁকিতে নিয়মিতভাবে পাড় দিলে উহা চেপটা হয়। পূর্বে ছুতাররা চিঁড়া কুটিত, ইহাদিগকে গাঁড়াল বলিত। যেখানে জাতি যাবার ভয়ে লোকে ভাত খায় না, সেখানে কিন্তু চিঁড়া খায়।

চিঁড়ার বাইশ ফের

গনিতের অঙ্ক। দাঁড়িপাল্লার প্রতি পাল্লায় প্রথমে ১ চিঁড়া, দ্বিতীয়বার ২টি করিয়া তৃতীয়বার ৪টি করিয়া, চতুর্থবার ৮টি করিয়া এই ক্রমে ২২ বার রাখিলে যত হয়, তত। হিসাব করিলে এইরূপ হইবে ২+৪+৮+১৬+৩২+৬৪+১২৮...... ইত্যাদি বাইশ বার অর্থাৎ ২১ ২২ ২৪ ২৮ ২১৬...+২২২ = ৮৩, ৮৮, ৬০৬। এই চিঁড়ার ওজন প্রায় ৪ মন!

চিঁড়িয়াখানা (Zoological garden)

বন্য জীব জন্তু, পশু পক্ষী বন্দী করিয়া সকলের দেখিবার ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বড় বড় শহরের বাগানে রাখা হয়। লনডন, এডিনবরা, প্যারিস, বার্লিন, ওয়াশিংটন, কলিকাতায় বড় বড় চিঃ আছে। হামবুর্গে কার্ল হাগেনবেকের চিঃ জগৎ বিখ্যাত। কলিকাতার আলিপুরে চিঃ আছে। ১০টার পর এক আনা দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। রবিবারে চারি আনা দর্শনী লাগে। চিঃ-তে জীবজন্তু সরবরাহ একটা প্রকাণ্ড আন্তর্জাতিক ব্যবসায়।

চিতল মাছ (Notopterus chitala)

ফলই-এর মত শকলী মৎস্য, তবে বৃহত্তর; চিতল খুব বড় হয়;

দেখিতে শাদা ; দেহ পাতলা ও লেজ ক্রমশ সরু। নদীর জলে হয় ; পুকুরে হইলে অন্য মাছ মারিয়া ক্ষতি করে। বড় চিতল জালে ধরা খুব কঠিন। পূর্ববঙ্গে এই মাছকে কাঁটামুক্ত করিয়া 'মুঠা' নামে সুন্দর খাদ্য রান্না করে।

চিতপাবন ব্রাহ্মণ

পঞ্চ দ্রবিড় ব্রাহ্মণের ১২ ভাগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ অন্যতম। তন্মধ্যে দেশস্থাদি বহু উপভাগ আছে ; চিতপাবন ব্রাহ্মণ অন্যতম। টিলক, সভরকার প্রভৃতি চিতপাবন ব্রাহ্মণ।

চিতা, চিত্রক গাছ (Plumbago zeylanica ও P. Rosea) প্রধানত শ্বেত ও লাল চিতা হয় ; পীতও দেখা যায়। ১॥—২ হাত উঁচু। মূল হইতে নূতন কাণ্ড উঠে ; কাণ্ড ক্ষীণ, গাঁঠযুক্ত ও তেলতেলে ; সহজে বাঁকে। পাতা একোত্তর। ফুল পঞ্চদল, সরু কলিকার মতো। শীতে ফুল ফোটে। মূল ও পাতা ঔষধে লাগে ; বিষাক্ত। ইহার শিকড়ে প্লমবাজিন্ নামে পদার্থ আছে ; শিকড় বাটিয়া কোন স্থানে প্রলেপ দিলে ফোস্কা হয়। কিন্তু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিলে উগ্রতা হ্রাস পায় ও তখন বাত, পক্ষাঘাতাদি রোগে মালিশ করিতে পারা যায়। ইহার নির্যাস পাঁচড়ার ঔষধ। (Chopra 864-6)

চিতা বাঘ (Leopard)

হিংস্র প্রাণী ; গায়ে গোল কালো ছক থাকে। এই চিত্রিত চামড়ার জন্য ইহাকে শিকার করা হয়। লম্বায় ইহারা লেজবাদে প্রায় ৪ ফুট হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার জঙ্গলে ইহাদের বাস। রাতে কুকুর ছাগল বানর ও অন্যান্য পশু মারে ; মানুষকে কমই আক্রমণ করে। ভারতের চিতাকে Panther বলা যায়। শিকারী চিতা লোকে পোষে শিকারের জন্য। ইহারা সাধারণ Leopard হইতে দীর্ঘ। ইহাদের নখ তীক্ষ্ণ নয়।

চিতি সাপ

খয়রা রঙের ১।২ হাত দীর্ঘ হয় ; মাথা হইতে দেহ স্পষ্ট পৃথক্ নহে ; মাথা চাপা, ঠোঁট ফোলা, চোখ ছোট। দেহে শাদা শাঁখার দাগ। ঘরের চালে অনেক সময় বাস করে। বিষাক্ত, বিষ ধীরে চড়ে। ডোমনা চিতি (ধুমনচিতি) ভীষণ বিষাক্ত (করাইত সাপ দ্রঃ ; যোগেশ)

চিতু (১৮১৮)

পিণ্ডারিদের অন্যতম সর্দার। আমীর খাঁ ও করিম খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু চিতু ইংরেজের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বনে পলায়ন করে ও তথায় ব্যাঘ্র দ্বারা নিহত হয়।

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু (১৮৭০-১৯২৫)

ব্যারিস্টার ও রাজনীতিক। পিতা ভুবনমোহন দাস ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছিলেন। আদি নিবাস ঢাকা, তেলিরবাগ ; জাতিতে বৈদ্য। ১৮৯০ বি.এ. পাশ করিয়া বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। ১৯০৭-৮ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ যশ অর্জন করেন ও সেই হইতে প্রভূত ধন উপার্জন করিতে থাকেন। জাতীয় আন্দোলনের সহিত বরাবর সহানুভূতি ছিল। ১৯২১এ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১এ প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯২২এ গয়ায় বিশেষ কংগ্রেসের সভাপতি। মণ্ট-ফোর্ড শাসনে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য 'স্বরাজ' পার্টি গঠন করেন ও নূতন ব্যবস্থার প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন। 'লিবার্টি' নামে কাগজ প্রকাশ করিয়া নিজ মত ব্যক্ত করেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র। দার্জিলিঙে মৃত্যু ১৯২৫, ১৬ জুন। ইনি অসামান্য দাতা ও ত্যাগী ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের লেখক। 'নারায়ণ' নামে পত্রিকা প্রকাশের জন্য ইনি দায়ী। ইনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি ও গৃহ 'সেবাসদনে'র জন্য প্রদত্ত হয়। লোকে ইঁহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দান করিয়াছিল। 'মালঞ্চ,' 'সাগর সঙ্গীত', 'মালা', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

চিত্র (Figure)

আলোকচিত্র Photography : ছায়াচিত্র Bioscope ; জলচিত্র Water colour ; তৈলচিত্র Oil painting ; রেখাচিত্র Sketch : চিত্রকলা Paintiug ; চিত্রপট, চিত্র ফলক Canvas ; চিত্রশালা Art Museum.

চিত্রকর, পটুয়া (জাতি)

মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম অঞ্চলে এই জাত আছে। পট আঁকা জাত ব্যবসায় ; ইহারা প্রতিমার পিছনে 'চাল চিত্র' করিত। এ ছাড়া গ্রামের গো-চিকিৎসক বটে। কপিলা গাভীর গান গাহিয়া গৃহস্থকে গো-সেবা সম্বন্ধে উপদেশ দিত। এখন ইহাদের অনেক শাখা মুসলমান হইয়া আসিতেছে। (দ্রঃ মাল জাতি)

চিত্রকলা (Painting)

বর্ণের দ্বারা চিত্র অঙ্কনকে চিত্রকলা বলে। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে আদিম মানব গুহার মধ্যে বাস করিয়াও নানাপ্রকার মৃত্তিকা-রঙ দিয়া চিত্র আঁকিয়াছিল। প্রাচীন মিশরের প্রাচীর গাত্রে খনিজ রঙ গঁদে মিলাইয়া লোকে ছবি আঁকিত। প্রাচীন গ্রীসেও ছবির যথেষ্ট চর্চা ছিল ; তবে তাহার নমুনা দুর্লভ। ভারতে প্রাচীর গাত্রে চিত্র অঙ্কিত হইত—অজন্তা, বাগ ও

সিগরীর প্রাচীর চিত্র বিখ্যাত (দ্রঃ ফ্রেস্‌কো)। সর্ব লোক এইসব চিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পাইত। মুসলমান যুগে কাগজ আবিষ্কার হইবার পর পারসিকদের প্রভাবে এদেশে ছবি ছোট করিয়া আঁকার রেওয়াজ হয়; এই সময় হইতে ছবি দরবারী বিলাসের সামগ্রী হইল। চীনে তিব্বতে ও পূর্ব এশিয়ায় রেশমের কাপড়ের উপর ছবি আঁকার প্রথা প্রচলিত হয়। ইউরোপে মধ্যযুগে মন্দির গাত্রে ফ্রেস্‌কো অঙ্কিত হইত। বর্তমান যুগের আরম্ভে তৈল-চিত্র সুরু হয়; ডাচরা ইহার প্রবর্তক। ১৮ শতক হইতে জলচিত্র বা Wator Colour অর্থাৎ রঙ জলে গুলিয়া আঁকার প্রথা আরম্ভ হয়। পৃথিবীর সকল জাতি, প্রায় সকল ধর্মের মধ্যে চিত্রকলার আদর আছে। ইসলাম জীবমাত্রের চিত্রাঙ্কনকে পাপ মনে করে। আরবাদি দেশে ইহার চর্চা হয় নাই—তবে পারস্য মুসলমান দেশ হইলেও চিত্রবিদ্যায় পরাঙ্মুখ হয় নাই। আনিলিন্ রঙ আবিষ্কৃত হওয়ায় বহুশত প্রকারের রঙ প্রস্তুত হইয়াছে। থিএটর, সিনেমা, সাময়িক পত্রিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির প্রসার ও উন্নতির ফলেও চিত্রকলার সমাদর বাড়িয়াছে। ধনী ও মধ্যবিত্তর গৃহের দেওয়ালে চিত্র রক্ষার রেওয়াজ হইয়াছে। দেব দেবীর চিত্র সাধারণ লোকে গৃহে রাখে। বিজ্ঞাপনের জন্য বিচিত্র চিত্র ব্যবহৃত হইতেছে। মোটকথা পৃথিবীর সর্বত্রই চিত্রকলার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

চিত্রক্রমেলক নক্ষত্র মণ্ডল (Camelo-pardalis) উত্তর আকাশে পার্সিউস ও অরিগার উত্তরে এবং সপ্তর্ষির পশ্চিমস্থিত ৪৮টি তারার পুঞ্জ।

চিত্রগুপ্ত

চতুর্দশ যমের অন্যতম। ইনি যমের লেখক—অর্থাৎ মৃতদের হিসাব রাখেন। ব্রহ্মার কায় হইতে ইঁহার জন্ম। চণ্ডিকা দেবীর তপস্যার ফলে অমর হন; দুইটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন ও লোকপ্রবাদ তাহাদের গর্ভজাত সন্তানরা কায়স্থ। চিত্রগুপ্তর খতিয়ানের অর্থ মৃত্যু তালিকা।

চিত্রপটু নক্ষত্রমণ্ডল (Pictor constellation) দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ।

চিত্রভানু

পৌরাণিক মনিপুর দেশের রাজা। ইঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করেন। (দ্রঃ চিত্রাঙ্গদা)

চিত্ররথ

গন্ধর্ব জাতীয় বীর। অপর নাম অঙ্গারপর্ণ। মাঝে মাঝে ইন্দ্রের সারথির কাজ করিতেন বলিয়া চিত্ররথ নাম। মহাভারতে আছে পাণ্ডবরা যখন বনবাস কালে পঞ্চাল যাইতেছিলেন তখন চিত্ররথ যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাভূত হন। সেই হইতে পাণ্ডবদের মিত্র।

চিত্রলিপি (Heiroglyphic, pictogram, ideogram) প্রাচীন যুগে লোকে লিখিতে জানিত না; এবং এখনো অনেক আদিম জাতির মধ্যে লেখন প্রথা প্রচলিত নাই। আমরা যেমন 'ক' শব্দটি বুঝাইবার জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করি, আদিম মানুষ সেরূপ ধারণা করিতে পারে না। মানুষ, গাছ বুঝাইবার জন্য সে 'মানুষ', 'গাছ' আঁকিয়া দিত; 'মানুষ চলিতেছে' দেখাইবার প্রয়োজন হইলে মানুষের দুটি পা আঁকিত; মানুষ উপরে উঠিতেছে ব্যক্ত করিবার জন্য সিঁড়ি বা ঢিবি বাহিয়া উঠিতেছে দেখানো হইত। এইরূপ প্রণালীর নাম চিত্রলিপি (pictogram)। একটি ধারণা বুঝায় বলিয়া কেহ কেহ এই জাতীয় লিখন-প্রণালীকে ধারক লিপি (idoogram) বলিয়া থাকেন। মিশর ও চীনদেশের লিপি একপ্রকার চিত্র লিপি। দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোনে, ১১৩ পৃঃ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'তাম্র যুগের ভারতবর্ষ'।

চিত্রলেখা

অসুররাজ বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা। বাণকন্যা উষার সহচরী। উষা শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধর প্রেমাসক্ত হইলে ইঁহারই চেষ্টায় ও দৌত্যে অনিরুদ্ধ দ্বারকা হইতে বাণপুরে আনীত হন ও উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটন হয়।

চিত্রসেন

গন্ধর্ব; ইন্দ্রের সভাসদ ও স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। দুর্যোধন সবান্ধব স্ত্রীগণসহ একবার ইঁহার হস্তে বন্দী হন। পাণ্ডবরা তখন বনবাসে ছিলেন; কৌরবদের এই বন্ধনের সংবাদ পাইয়া অর্জুন চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া জ্ঞাতিদের উদ্ধার করেন।…কর্ণের পুত্রর নাম চিত্রসেন।

চিত্রা (Spica)

চন্দ্রপথের ২৭ নক্ষত্রর ১৪শ নক্ষত্র। কন্যা (Virgo) রাশির অন্তর্গত উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইহা যুগ্ম তারা; পার্শ্বস্থ তারাকে ৬০মা সেকেণ্ড গতিবেগে ৪ দিনে প্রদক্ষিণ করে। মনে হয় পৃথিবীর দিকে সেকেণ্ডে ১০মা বেগে আসিতেছে। দূরত্ব ২২৩ আলোক-বর্ষ। সূর্য হইতে ১৫০০ গুণ উজ্জ্বলতর।

চিত্রাঙ্গদ

কৌরব বংশীয় রাজা। শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র। ভীষ্ম ইঁহাকে সিংহাসনে বসান। মৃগয়ায় গিয়া এক গন্ধর্বর দ্বারা নিহত হইলে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য কৌরবদের রাজা হন।

চিত্রাঙ্গদা

মনিপুর রাজা চিত্রভানুর কন্যা। অর্জুনের ১২বর্ষব্যাপী বনবাসকালে মণিপুরে থাকিবার সময়ে ইঁহাকে তিনি বিবাহ করেন। রাজার অভিলাষ অনুসারে দৌহিত্র বভ্রুবাহন (দ্রঃ) মনিপুরের রাজা হন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' দ্রষ্টব্য।

চিনি (Sugar)

ভারতবর্ষ চিনি বা ইক্ষুর আদিস্থান। গুড় হইতে মোদকরা চিনি বা শর্করা প্রস্তুত করিত। এক কালে ভারত হইতে ইউরোপে প্রচুর চিনি রপ্তানী হইত। ক্রমে মরিশাস দ্বীপের চিনি, জারমেনীর বীট্ চিনি ও যবদ্বীপের চিনির আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের ধ্বংস হয়। ১৯৩০ হইতে আবার উত্তর ভারতে চিনির কারখানা হইতেছে। এখন ভারত নিজের প্রয়োজনের চিনি উৎপন্ন করিতে পারে। বাঙলায় কয়েকটি চিনির কল হইয়াছে—অধিকাংশের মালিক মাড়োয়ারী। ১৯৩০এ ২৭টি কল ছিল ১৯৩৫এ ১৩৯টি হইয়াছিল। বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক (Customs) হইতে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রায় ১০ কোটি টাকা আয় হইত। আমদানী কমায় শুল্কের আয় কমিয়া ৩·২৩ কোটি হইয়াছে। এই আয়ের ঘাটতির জন্য গভর্নমেণ্ট চিনির কারখানায় অতিরিক্ত কর বা একসাইজ ধার্য করিয়াছেন। ভারতের মিলে প্রায় ১১ লক্ষ টন চিনি ও খাঁড় প্রস্তুত হয়। চিনির কারখানার সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষ বাড়িয়াছে। (দ্রঃ বঙ্গপরিচয় পৃঃ ৪০৫-১৩)

চিনি প্রস্তুত প্রণালী

আজকাল চিনির বড় বড় কারখানায় নানা প্রকার কলে অধিকাংশ কাজ হয়। প্রথমে আখ মাঠ হইতে আসিলে তাহাকে পেশাই করা হয়। আখের মধ্যে ১৮% চিনি, ৯·৫ ভাগ আঁশ, ৭১% জল থাকে। অবশিষ্ট গ্লুকোজ, গঁদ ইত্যাদি। পেশাই-কলে আখ দুই এমনকি তিনবার পর্যন্ত পেশাই হয়। ছিবড়া (bagasse) গুড় জ্বালানী, স্টীম প্রভৃতি তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। আখ পেশাই হইয়া গেলে রসকে একটা ভ্যাকুয়াম পাত্রে সঞ্চয় করিয়া নলের ভিতর দিয়া তপ্ত বাষ্প উহাতে চালাইয়া রস গরম করা হয়; ইতিপূর্বে রসে চুনের জল মিশানো হইয়াছিল; এখন উহা তপ্ত হওয়ায় রসের ময়লা থিতাইয়া পড়িয়া যায়। তখন রসটিকে সাইফনের দ্বারা অন্য পাত্রে সরাইয়া লওয়া হয়। গাদের রস ফিলটার করিয়া পুনরায় কিয়দ পরিমাণ রস সংগ্রহ করা হয়। এই রসকে বায়ুশূন্যপাত্রে (vaccum) লইয়া জ্বাল দিয়া ঘন করা হয় এবং এইখানে ধীরে ধীরে রসে দানা জমিতে থাকে। দানা জমিলে ইহাকে আর একটি যন্ত্রে লওয়া হয়; ইহাকে centrifugal machine বলে; এইখানে দানাদার পদার্থ ঘুরিতে ঘুরিতে সাফ হয় এবং তরল ও কঠিনাংশ পৃথক হইয়া যায়। এই কঠিনাংশ চিনি।...দেশীয়পদ্ধতি এইরূপ; গ্রামের আখমাড়াই কলে আখ পেশাই করিয়া রস পাওয়া যায়; ঐ রস জ্বাল দিয়া গাদ কাটিয়া ঘন করা হয় এবং আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়; এই সময় দানা বাঁধিয়া গুড়ে পরিণত হয়। ঐ গুড় হইতে কলসীর তলা ফুটা করিয়া মাৎগুড় বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কলসীর শুক্‌না গুড় চাটাই বা ঝুড়িতে ফেলিয়া শাওলা চাপা দিলে উহা বিবর্ণ হইয়া শাদাটে হয়। এই চিনিই 'দেশী' চিনি; এখন এ পদ্ধতি উঠিয়া গিয়াছে। আখের রস ছাড়া বীট (Beet) বা শালগম হইতে চিনি পাওয়া যায়। জারমেনী ও মধ্য ইউরোপে প্রচুর বীট্ চিনি প্রস্তুত হয় এবং ভারতে এক সময়ে আমদানী হইত।

চিনি কোথায় কিরূপ উৎপন্ন হয় (১৯৩৩-৩৪)

এশিয়া ৫৭,৯০০,০০০ টন্ কুইনটল্। ভারতবর্ষ ২৯,৭০০,০০০ টন্; ফিলিপাইন ১৪,৩০০,০০০। ফরমোসা ৬,৪৭০,০০০ টন ইত্যাদি। ওলন্দাজ দ্বীপালিতে ১০ বৎসরের মধ্যে এই শিল্প বিশেষভাবে নষ্ট হইয়াছে, ১৯২৫-২৬এ ১৯,৪১৬,০০০ টন্; ১৯২৯-৩০এ ২৯,১৫৯,০০০। উহার পর কমিতে থাকেও ১৯৩৪-৩৫এ ৪,৭৮৬,০০০ টনে পরিণত হয়। ঐ সময়ে ভারতে ১৪,৭০০,০০০ টন্ হইতে ৩১,০০০,০০০ টন হইয়াছিল। ভারতের পরই কিউবা ২২,০০০,০০০ টন। পোর্টোরিকো ৬,৩৪০,০৯০ টন। সমগ্র মধ্য আমেরিকায় ৪২,০০০,০০০ টন্ উৎপন্ন হয়। ওশেনিয়াতে ১৭,০০০,০০০ টন। দঃ আমেরিকায় ১৫,৫০০,০০০ টন। আফ্রিকা ৮,৩০০,০০০ টন। উঃ আমেরিকা ও মার্কিন রাষ্ট্রের লুসেনিয়া স্টেটে ১,৯৩০,০০০ টন। পৃথিবীতে ১৯৩৪-৩৫এ মোট উৎপন্ন ১৪৪,৭০০,০০০ টন্ চিনি উৎপন্ন হয়। বীট্ চিনি পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন হয় ১৯৩৫-৩৬এ ৮৭,৫৩০,০০০ টন্। ইহার মধ্যে জারমেনীতে ১৪,৮৭৩,০০০; ফ্রান্সে ১০,৫৮০,০০০ টন উৎপন্ন হয়; মার্কিন রাষ্ট্রে ১০,৫৪০,০০০ টন্; প্রধানত মধ্য ইউরোপেই ইহার চাষ বেশি।

চিন্তা

অযোধ্যায় রাজা শ্রীবৎসের মহিষী। লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে কে বড় এই মীমাংসার জন্য তাহারা রাজার কাছে আসে; শনি মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়া রাজার সর্বনাশ সাধনে মন দিল। অল্প কাল মধ্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া রাজা নদীর তীরে বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে শনির প্ররোচনায় বণিকরা পত্নী চিন্তাকে হরণ করে। শ্রীবৎস খুঁজিতে খুঁজিতে এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন ও তথাকার রাজকন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার অনুরোধে রাজা তাঁহাকে বাণিজ্যতরীর শুল্ক

আদায়ের ভার দেন।...তন্নী অনুসন্ধান কালে একদিন অপহৃতা চিন্তাকে পাওয়া গেল। তখন শ্রীবৎস ভদ্রা ও চিন্তাকে লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া সুখে বাস করিতে থাকেন।

চিন্তা পাখী (Spoonbill)

কুলেচর জালপদ দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ পক্ষী। চঞ্চু চেপটা, যেন দুইখান চামচ। ইহারা লম্বায় প্রায় ৭ ইঞ্চি। বঙ্গে কদাচ দেখা যায়; দঃ ভারতে প্রচুর। মাছ, সরীসৃপ ও ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী ইহার আহার্য। খোলা গাছ, নদীর চরে ডিম পাড়ে এক সঙ্গে ৪টা পর্যন্ত ডিম হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

চিন্তামণি, চিরভূমি যজ্ঞেশ্বর (১৮৮০)

যুক্ত প্রদেশবাসী সাংবাদিক ও রাজনীতিজ্ঞ; এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত Leader নামে দৈনিকের প্রধান সম্পাদক। ইনি অন্ধ্রদেশীয়। ১৯০৯-২০ লীডারের সম্পাদক। ১৯১৬-২৩, ১৯২৭ যুক্ত প্রদেশীয় ব্যঃ সভার সদস্য। শিক্ষা ও শিল্প সচিব ১৯২১-২৩। গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য। এছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। লেখক ও সম্পাদক—Indian Social Reform 1901, Speeches and Writings of Sir Pherozeshah Mehta 1904.

চিন্তামণি ঘোষ (খৃঃ ১৯৩৫)

এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙালী ব্যবসায়ী; বিখ্যাত ইন্‌ডিয়ান প্রেসের স্থাপয়িতা। ইনি দশ টাকা বেতনের সামান্য চাকুরী লইয়া জীবন আরম্ভ করেন ও নিষ্ঠাবলে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজি বহু সহস্র গ্রন্থ ইঃ প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা কলিকাতায় ইঁহার পুত্রেরা বিরাট প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাদের প্রকাশ বিভাগকে ইন্‌ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস বলে।

চিম্‌নি (Chimney)

শীতের দেশে ঘর গরম করিবার জন্য আগুনের প্রয়োজন হয়; পূর্বে কড়াই করিয়া আগুন রাখা হইত, ছাদের ফুটা দিয়া ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইত। ইউরোপে ১৫ শতক হইতে ঘরে চিম্‌নী তৈয়ারী হয়।...ফ্যাক্টরী বা মিলের চিম্‌নী কত উচ্চ ও কিভাবে হইবে সে বিষয়ে ফ্যাক্টরী আইনে নির্দেশ আছে। বর্তমানে মিলের চিমনী ৮০ ফুটের নীচে করা নিষিদ্ধ। লণ্ঠনের কাঁচের আবরণকেও চিম্‌নি বলে।

চিয়াং কাই শেক (Chiang Kai Shek ১৮৮৭)

চীনের রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি। জন্মস্থান নিংপো। কৈশোরেই চীনের বিপ্লবী দলভুক্ত হন। ১৯২১এ চীনের বিখ্যাত রণশিক্ষা বিদ্যালয়ের (Whampo) কর্তা হন। সান য়াৎ সেনের মৃত্যুর পর (১৯২৫) চিয়াং চীনের সৈন্যাধক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে চিয়াং ও তাঁহার অনুচরগণ সোভিএট রুশের দূত বা চরদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ইহার পর চীনের অন্তর্বিপ্লব শান্ত করিবার চেষ্টা করেন ও ১৯২৮এ চীন রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হন। কালে জাপানের প্রভাবে ইনি কমিউনিস্ট বিরোধী হন ও ১৯৩০ হইতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র চীনকে এক-কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন আনিবার চেষ্টা করেন। জাপানের সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে প্রথমে প্রবৃত্ত হন নাই; কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি কমিউনিস্ট নেতার হাতে বন্দী হন এবং তাহারই প্ররোচনায় তাঁহাকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে হয়। বর্তমানে চীন জাপান যুদ্ধের চীনপক্ষীয় প্রধান নেতা।

চিরঞ্জি ফল (Buchanania latifolia)

পিয়াল গাছের ফল। ফলের শাঁসে বাদামের তুল্য তৈল পাওয়া যায়; লোকে শাঁস খায়, তৈলও বাহির করে। গাঁজা সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মধ্য ভারতে ইহার পিঠা ও রুটি বানায়। (Watt 188-9)

চিরঞ্জীব শর্মা

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; আসল নাম ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের পরিবর্তন হয়। 'গীতরত্নাবলী', (১৮৮৪), 'কলি সংহার' (১৮৮৪) 'অমৃতে গরল' 'ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা' 'নব বৃন্দাবন' (১৮৮২), প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। বহু গান রচয়িতা।

চিরঞ্জীব শর্মা (১৮ শতক)

সংস্কৃত লেখক ও পণ্ডিত। ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত (১৭৩৩)। কাব্যবিলাস, বৃত্তরত্নাবলী, মাধবচম্পূ, বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিনী প্রভৃতি রচয়িতা। বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী গ্রন্থখানি ১৭৬০এ রচিত। কালীকৃষ্ণঠাকুর ইংরেজি অনুবাদ করেন (১৮৩২); রাধামোহন দাস পদ্যে রচিত বিঃ ১২৩২ সনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রাজা বিক্রমসেনের সভায় নানা মতবাদী দার্শনিক আসিয়া যে তর্কবিতর্ক করিতেছেন তাহার চিত্র দেখানো হইয়াছে। (দ্রঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব-সা-প-প ১৩৩৭, ৩য় সংখ্যা। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৪র্থ সংখ্যা)।

চিরনী, চিরুনী

চুল পরিষ্কার করিবার জন্য কাঠের চিরুনী সাধারণে পূর্বে ব্যবহার করিত; মূল্যবান ধাতুতেও নির্মিত হইত। পূর্বে কাঁকই শব্দ প্রচলিত ছিল। এখন ইবনাইট, শিঙ, সেল্যুলয়েড ও নানাপ্রকার মিশ্রধাতু দ্বারা নির্মিত হইতেছে। মেয়েরা মাথায়

অলঙ্কাররূপে চিরুনী গাঁথিয়া রাখে; সাঁওতাল পুরুষেও মাথায় রাখে। বাংলাদেশে সেল্যুলয়েড কোম্পানীরা চিরুণী বানাইতেছে।

চিরতা, চিরাতা, চিরেতা ভূনিম্ব (Swertia chirata)। হিমালয়ের ক্ষুদ্র শাক। সিংকোনা এবং অন্যান্য তিক্ত বন্য ভেষজের ন্যায় চিরতাও পাচক, মৃদুরেচক, কৃমিঘ্ন এবং জরঘ্ন। আয়ুর্বেদে ব্যবহার আছে। বিলাতী ঔষধ তালিকায় ইহা গৃহীত। স্বাদ অতি তিক্ত। হিমালয় পর্বতে ৪ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চ ভূমিতে চিরতার গাছ জন্মে। দার্জিলিঙের দিক হইতে প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আসে, সেখান হইতে সর্বত্র রপ্তানী হয়। (Watt 1058; Chopra 251; বনৌষধি 527)

চিরস্থায়ী বন্দবস্ত (Permanent Settlement) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫তে মুগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করে; ১৭৭১ এর পূর্বে রাজস্ব সম্বন্ধে কোম্পানী নিজে কোন ব্যবস্থা করে নাই। কখনো প্রাচীন জমিদার বা রাজস্ব-সংগ্রহীতাদের সহিত পাঁচ বৎসরের, কখনো এক বৎসরের ঠিকায় জমিদারী বিলি করা হইত। ইহাতে প্রজাদের দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকিত না, অথচ কোম্পানীও একটা নির্দিষ্ট আয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিবার পর ডিরেক্টরগণ জমিদারদের সহিত স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তাব করেন; তদনুযায়ী ১৭৯১এ দশশালা বন্দবস্ত হইল। লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন ইংরেজ অভিজাত বংশের লোক; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে ইংল্যান্ডের লর্ডদের ন্যায় এক শ্রেণীর জমিদার বাংলাদেশে সৃষ্টি করা। বিলাতের কর্তৃপক্ষের সহিত দুই বৎসর লেখালেখির পর ১৭৯৩এ জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হইল। তখন শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া বাংলার মধ্যে ছিল। সমস্ত বাংলার মোট রাজস্ব ধার্য হয় ২·৮৬ কোটি টাকা। অনুমান মোট আদায়ের শতকরা ৯০% ভাগ রাজস্ব হিসাবে জমিদারগণ কোম্পানীকে দিত। স্যর জন শোর (Shore) অনুমান করিয়াছিলেন যে মোট উৎপন্ন শস্যের ৪৫% গভর্নমেন্ট, ১৫% জমিদার ও ৪০% রায়ত পাইত। ১৭৯৩এ মোট রাজস্ব (Gross Revenue) ধরা হয় ৩·১৮ কোটি টাকা ও ইহা হইতে ২·৮৬ কোটি কোম্পানী লইত একশত দশ বৎসর পরে ১৯০৩এ মোট খাজনার পরিমাণ হয় ১৪·৭২ কোটি; আর গভর্নমেন্টের রাজস্ব প্রাপ্তি হয় ২·৮৬ কোটির স্থানে সেস্ প্রভৃতি ধরিয়া ৩·২৩ কোটি। ১৯০৩এ মোট রাজস্বর শতকরা ২৪% গভর্নমেন্ট পাইত, ১৭৯৩এ পাইত ৯০%। ১৮৭৪এ শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া, আসামের অন্তর্গত ৪½ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় কমে। ইহার পর বাংলার আকারের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান বাঙলায় চিরস্থায়ী জমিদারের সংখ্যা ৯৩,৯৬৮ (১৯৩২—৩৩); রাজস্ব দেয় ২·১৬ কোটি টাকা। জমিদারদের নিজস্ব আয় প্রায় ১৬ কোটি টাকা। ১৩ কোটির উপর টাকা জমিদার ও মধ্যস্বত্ববানদের হাতে থাকে। বর্তমান গভর্নমেন্ট প্রজার প্রদত্ত খাজনায় ১৮% পান; ৭২% জমিদারের হাতে থাকে। সরকারী রাজস্ব বা কলেকটরী আদায়ের জন্য বৎসরে চারিটি সময় নির্দিষ্ট; ২৮ জুন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১২ জানুঃ, ২৮ মার্চ। ঐ দিনের সন্ধ্যার মধ্যে কলেক্টরের অপিসে টাকা না দিতে পারিলে জমিদার 'লাটে' উঠে বা নিলামে চড়ে। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বদল করিবার জন্য বাঙলা দেশে আন্দোলন চলিতেছে ও ফ্লাউড কমিটি নিযুক্ত হয়। (দ্রঃ ফ্লাউড কমিটি)।

চিল (The Kite)
প্রসহবর্গের দিবাচর পাখী; খয়েরী রঙ, তাহাতে কৃষ্ণ চিহ্ন; পক্ষ দীর্ঘ, চঞ্চু-অগ্র বক্র; ১—১½ হাত দীর্ঘ; স্ত্রী চিল বড়। ইহারা ব্যাঙ, ইঁদুর ছোঁ মারিয়া ধরে। উড়িবার সময় পাখা খুব কম নাড়ে। শিকারের উপরে পড়িবার পূর্বে ঘুরিতে থাকে, তারপর ছোঁ দিয়া নিচে নামে ও পায়ের নখের দ্বারা শিকার ধরিয়া লইয়া যায়। (যোগেশ; জগদানন্দ, বাঙলার পাখী)

চিজ (Cheese) দ্রঃ পনীর

চীনা বাদাম (Ground nut)

মটর জাতীয় শাক; ডাল লতাইয়া মাটির উপর চলে ও তাহা হইতে শিকড় নামিয়া মাটির ভিতর গুচ্ছাকারে বাদাম ধরে। শক্ত খোলার মধ্যে ২—৪টি করিয়া দানা ধরে। ডাঙা জমিতে স্বল্প জলে এই গাছ সহজে জন্মে। এই গাছ খুব সম্ভব দঃ আমেরিকা হইতে পূর্ব-গোলার্ধে আসিয়াছে। ১৮০০ পূর্বে ভারতে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, ইউরোপে ১৮৪০এর পূর্বে অজ্ঞাত ছিল।...১৯৩৩-৩৪এ পৃথিবীতে ৬০,৭০০,০০০ কুইনটল বাদাম উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে ৩৩,৮৩৪,০০০ কুঃ ভারতে হয়; সুতরাং এই চাষে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। ফরাসী আফ্রিকায় প্রচুর চাষ হয়—সেখানকার এক একরে ১৩৭৮ পাউণ্ড ফলন হয়, ভারতে সে-জায়গায় ফলে ২৭১ পাঃ মাত্র। খোসা-ছাড়া দানাতে ৪০% তৈল আছে। এই তৈল নানা কাজে লাগে, যেমন মার্জারিন (দ্রঃ), সালাদ তেল (Salad Oil), ঘৃত প্রভৃতির ভেজালে ব্যবহৃত হয়। সাবান তৈয়ারীতে, যন্ত্রাদিতে 'তেল' দিতে বা lubricate করিতে লাগে; খৈলের মধ্যে ৫—৮% তৈল থাকিয়া যায়; সেইজন্য

ইহা উত্তম পশুখাদ্য। জারমেনীতে মানুষের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়। সরিষার তৈল হইতে তিন গুণ ভাল।... ভারতবর্ষে ১৯৩৬—৩৭এ ৬৫,৫০,০০০ একর জমিতে চাষ হয়। ফলন হয় ২৬,৬৬,০০০ টন; ইহার মধ্যে মাদ্রাজে ৫৩·৩% জমিতে সমগ্র উৎপন্নের ৬২·১% ভাগ (১৬, ৫৭,০০০ টন) উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬—৩৭এ ১৩,৯৮,৪৬,০০০ টাকার বাদাম-দানা, তৈল ও খৈল রপ্তানী হয়। মাদ্রাজ হইতে ৮৯·৬% রপ্তানী হয়।

চীনা ভাষা ও সাহিত্য

চীন ভাষায় লিপি নাই. প্রত্যেক শব্দ পৃথক অক্ষর বা চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত; আদিতে চিত্রদ্বারা ভাব ব্যঞ্জিত হইত। (দ্রঃ চিত্রলিপি) পরে নূতন নূতন শব্দ বুঝাইবার জন্য দুই তিনটি চিত্রর সমন্বয় করা হয়। সম্রাট কাঙসি সম্পাদিত অভিধানে ৮০,০০০ লিপি আছে; তবে ইহার অধিকাংশ লিপিকার প্রমাদ-জনিত বিকৃতি। ৪০,০০০ শব্দ সাধারণ অভিধানে থাকিতে পারে। তবে বর্তমানে চীনা সাহিত্যিকরা ৩০০০এর মধ্যে সমস্ত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। চীনের সাহিত্য বিপুল। কুঙ-ফুৎসু ও লাও-ৎসুর মতাবলম্বীদের বিরাট সাহিত্য আছে; বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ ও বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত লিখিত বই, রাজকীয় ইতিহাস, দপ্তরখানা হইতে পত্রাদি, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি অসংখ্য। প্রাচীন কোনো দেশে এত বড় সাহিত্য নাই। ইতিহাস সম্বন্ধে চীনা গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণ্য। বৌদ্ধ চীনা ত্রিপিটক জাপান হইতে ৫৫ খণ্ডে প্রায় ৫৫,০০০ পৃষ্ঠায় ছাপানো হইয়াছে। বর্তমানে বিদেশী জ্ঞান ও সাহিত্য চীনা ভাষায় আসিতেছে।

চীনামাটি (Pottery)

সাধারণ মাটির বাসনপাত্র বাঙালীঘরে পরিচিত; যেসব মাটির পাত্রর উপরিভাগ চক্‌চকে, শাদা বা অন্য রঙের 'কলাই' করা থাকে তাহাকে আমরা 'চীনা মাটির' বাসন বলি। চীনারা এই শিল্পে সবথেকে পাকা ও চীন হইতে এই বিদ্যা ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইংরেজিতে 'পোর্সিলন' পাত্রকে 'চায়না' বলে; এবং কথাটি ইংরেজি হইতে বাঙলায় আসিয়াছে। প্রাচীন জগতের প্রায় সকল দেশেই মৃৎপাত্রকে রঞ্জিত ও বিচিত্রিত করিয়া পোড়ানো হইত; এই শিল্পকে pottery বলে। চীন দেশের কেও-লিন নামে পর্বতের মৃত্তিকা এই বাসন নির্মাণের উপযুক্ততম উপাদান ছিল; চীনা কারিকরগণ বাসনাদি প্রস্তুত করিয়া রঙ মাখাইয়া প্রচণ্ড তাপে সেগুলিকে পোড়াইত; পুনরায় রঙ দিয়া অল্প আঁচে পোড়াইয়া লইত। চীন হইতে কোরিয়া ও জাপানে এই বিদ্যা বিস্তৃত হয়; কালে জাপানে এই শিল্প খুব উন্নতি লাভ করে।... ইউরোপে গ্রীক, ইউট্রাস্কান রোমানদের যুগে মৃৎপাত্রর উপর নানা প্রকার খনিজ রঙের প্রলেপ দ্বারা সুন্দর করা হইত।... আরবদের দ্বারা ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তাহাদের দ্বারাই এই বিদ্যা প্রচারিত হয়। ক্রমে জারমেনী, ফ্রান্স, হল্যান্ড্ ও ও ইংল্যান্ডের শিল্পীরা এই বিদ্যা আয়ত্ব করে এবং উচ্চাঙ্গের সামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে। ১৯ শতকের আরম্ভ হইতে ইংল্যান্ডে ইহা কেবল শিল্প কলার সাধনায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনের সামগ্রী করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় হইতে চীনামাটির পাত্র, চীনামাটির খেলনা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী সুরু হয়। বর্তমানে এদেশে জাপানের চীঃ সামগ্রী বেশি আসে। ভারতে কয়েকটি চীনামাটির কারখানা আছে; বেঙ্গল পটারি, গোয়ালিয়র পটারি সবিশেষ বিখ্যাত। ভারতে বিদেশ হইতে ৫ লক্ষ টাকার চীনামাটির বাসন আসে। দ্রষ্টব্য Where to Buy, Commercial Museum, Calcutta Corporation)

চীনের দুঃখ (China's Sorrow)

হোয়াঙ-হো নদীতে বন্যা আসিয়া দেশ প্লাবিত করে বলিয়া ইহার এই নাম।

চীনের প্রাচীর (Chinese Wall)

চীনের উত্তরে সম্রাট্‌গণ হিউংনু (Hun) ও অন্যান্য বর্বর জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নির্মাণ কার্য চলে এবং ইহা পেকিং-এর উত্তর হইতে পশ্চিমে কানসু প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত; দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইলের উপর। ইহার স্থানে স্থানে সিংহদ্বার আছে এবং তথায় পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীরের উপর দিয়া কোথাও কোথাও কয়েক জোড়া সৈন্য পাশাপাশি চলিয়া যাইতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ২১৪ অব্দে নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া কয়েক শতাব্দী ঐ কার্য চলে। কোন কিছু দুর্ভেদ্য বা অজেয় বুঝাইতে হইলে লোকে বলে Chinese Wallএর মত।

চীপ সাহেব (Mr. Cheap)

বীরভুম জিলার বোলপুরের নিকট সুরুল গ্রামে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় মিঃ চীপ প্রকাণ্ড একটি কারখানা স্থাপন করেন; জাহাজের পালের কাপড় বুনাইয়া চালান দিতেন; রেশম, গুড়, নীল প্রভৃতি রপ্তানী চলিত। ইনি সুরুল গুস্কুটিয়ার রাস্তা নির্মাণ করেন। তাঁহার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। ইনি প্রথম বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিনিধি (Commercial Resident)।

চুকা পালঙ, চুক্র (Rumex vesicarius)

প্রায় বর্ষায়ু অম্ল শাক। শিকড়ের নিকট হইতে গুচ্ছাকারে

পাতা বাহির হয়। পাতা বাণের আকার। ছদে ফল আবৃত থাকে। চুকাপালঙ পালঙের ন্যায় পুত্তিকাদি বর্গের নহে। তিক্ত, অম্ল স্বাদ; নানা রোগে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়। সাপ ও বিছা কামড়ানোর ঔষধ। (যোগেশ ; Chopra 524)

চুটকী পাখা (Fly-catcher)

শাখাশ্রয়ী বর্গের কীটাহারী পক্ষী ; শীতকালে এদেশে দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে শীতের দেশে উড়িয়া যায়। মাথায় চুটকীর (টিকি) মত আছে ; মাটিতে প্রায় নামে না ; খয়রা রঙের পাখী গুলি ৬।৭ আঙুল লম্বা হয়। আর এক শ্রেণী নীলবর্ণ। (যোগেশ)

চুড়ি

ভারতবর্ষে কাঁচের ও সোনার চুড়ি বিধবা ছাড়া সকল জাতের ও সকল ধর্ম্মের মেয়েরাই প্রায় পরে। কাঁচের চুড়ি যুদ্ধের পূর্বে অধিকাংশ অস্ট্রিয়া হইতে আসিত। যুদ্ধের সময় কয়েকটি কারখানা উঃ ভারতে হয়। কাঁচের ছাড়া পিতলের বা ঐ জাতীয় নিকৃষ্ট ধাতুর উপর গিলটি বা স্বর্ণাভযুক্ত চুড়ি, রূপা, শিঙ, ইবনাইট প্রভৃতির চুড়ি চলতি আছে। শাঁখের চুড়ি অতি প্রাচীন। ঢাকা শাঁখার জন্য বিখ্যাত। চুড়ি সরু ও নিরেট হয় ; বালা (বলয়) মোটা হয়, ভিতরে প্রায় 'পাইন' দিয়া ফাঁপা করা।

চুন, চূর্ণ (Lime)

চুনাপাথর বা মার্বেল পাথর আগুনে পুড়াইলে প্রথমে লাল হয়, পরে হয় শাদা। উহাতে জল দিলে জল চুষিয়া লয় ও পাথর গরম হইয়া ফুটিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে উহা ভাঙিয়া গেলে যে চুন হয় তাহাকে slaked lime বলে। চুনের প্রধান ব্যবহার সুরকি বা বালির সহিত মিশাইয়া ইটের বন্ধনী করা ; মেঝে ও ছাদ তৈয়ারীতে উহা লাগে। বাড়ীর বালিকামের উপর শাদা করিবার জন্য বা চুনকামে ইহা প্রয়োজন হয়।…খাসি পাহাড়ের পাথর হইতে যে চুন হয় তাহা 'সিলেটি চুন' নামে খ্যাত। ইহার কেন্দ্র ছাতক। ঈস্ট ইন্ডিয়া রেলের কাটনীর কাছে চুন তৈয়ারী হয়।…চুনের মধ্য দিয়া ক্লোরিন্ গ্যাস চালাইয়া দিলে উহার একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন হয় ; পরিবর্তিত পদার্থকে ব্লীচিং পাউডার (Bleaching powder) বলে। কারবাইড প্রস্তুতে চুন (calcium oxide) ও পোড়া কয়লার প্রয়োজন হয়। দোক্তা ও পানের সঙ্গে লোকে চুন খায়। চুনের জল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চিনি করিবার সময়ে ইহা আখের রস সাফ করিবার কাজে লাগে। চুন মধু এক করিলে তপ্ত হয় ; ইহা ব্যথার ঔষধ।

চুনা পাথর (Limestone)

যে সব শিলার মধ্যে চুনের ভাগ (carbonate of lime) বেশী তাহাই চুনা-পাথর। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা শাদা ; কিন্তু প্রায়ই লৌহ ও অন্যান্য খনিজের সহিত মিশ্রিতভাবে থাকে বলিয়া বিকৃত বর্ণ হয়। চক-খড়ি, মার্বেল প্রভৃতি চুনা পাথরের রূপান্তর।

চুনারী (জাতি)

পশ্চিম বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু জাতি, জল-অচলনীয় হিন্দু বর্ণ। শামুক আমদানী করিয়া চুন করা ব্যবসায় ছিল। এখন সে চুনের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা নানা কাজের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বসু, (১৮৬১—১৯৩০)

কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক। 'খাদ্যতত্ত্ব ও শরীর স্বাস্থ্যবিধান' গ্রন্থের লেখক। বাংলা গভর্নমেণ্টের সহকারী সার্জেনরূপে ১৮৮৬তে নিযুক্ত হন ও পরে গভর্নমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক পদে উন্নীত হন। ১৮৯৮এ রায়বাহাদুর ; ১৯১৫এ C.I.E.। ১৯১৬এ অবসর লইয়া বাঙালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরণ আন্দোলন করিয়াছিলেন।

চুম্বক (Magnet)

পৃথিবীর কোন কোন স্থানে লৌহচুরের সহিত কালো পাথরের মত একপ্রকার যৌগিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; এই পদার্থ ছোট ইস্পাত বা লোহার টুকরা আকর্ষণ করিতে পারে। এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেশিয়া (Magnesia) নামক প্রদেশে এই পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে Magnes বলিত এবং কালে ঐ ম্যাগনেস শব্দ ম্যাগনেটে পরিণত হয়। উহার অপর নাম Loadstone। এই পদার্থ প্রস্তর সদৃশ হইলেও বাস্তব পক্ষে ইহা লৌহ ও অক্সিজেন ভিন্ন আর কিছুই নহে ; ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে ৩ ভাগ লৌহ ও ৪ ভাগ অম্লজান (Oxygen) পাওয়া যায়।…খনিজাত সাধারণ চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণী শক্তি খুব বেশি নয়।…চুম্বককে সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা স্বভাবজ বা স্বাভাবিক চুম্বক (Natural Magnet) এবং কৃত্রিম চুম্বক। স্বভাবজ চুম্বক খনিজ লৌহ বিশেষ ; ইহার দ্বারা কোন কাজ হয় না ; কৃত্রিম চুম্বক দিয়া বহু কাজ হয়। (দ্রষ্টব্য চুম্বক, কৃত্রিম)

চুম্বক, কৃত্রিম (Artificial Magnet)

যে সকল লৌহ কিম্বা উত্তম ইস্পাত খণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে কিম্বা অন্য কোন চুম্বকের সাহায্যে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কোন কোন শ্রেণীর লৌহ কিম্বা ইস্পাত-খণ্ডকে অপর চুম্বকের কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চুম্বক ধর্মাক্রান্ত করিবার পর উহাতে চুম্বক স্থায়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ ইস্পাতকে চুম্বক প্রভাব বা বৈদ্যুতিক প্রভাব হইতে অপসারিত করিলেও উহার চুম্বক ধর্ম বা শক্তি লোপ

পায় না; ইহাই স্থায়ী চুম্বক। যে সকল নরম লৌহ-খণ্ড যতক্ষণ অপর কোন চুম্বক বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে থাকে, ততক্ষণই চুম্বক ধর্মাক্রান্ত থাকে এবং ঐ প্রভাব হইতে অপসারিত হইলেই যাহাদের চুম্বকশক্তির লোপ হয়, সেইগুলিকে অস্থায়ী চুম্বক বলে। অস্থায়ী চুম্বক বলিলে সচরাচর বৈদ্যুতিক চুম্বক (Electro-magnet) এবং চুম্বক বলিলে স্থায়ী চুম্বককে বুঝায়।…টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, গালভানোমিটার (Galvanometer তাড়িতমান যন্ত্র), ডাইনামো বা Magneto-Electric Generator প্রভৃতি নানারূপ যন্ত্রে স্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দিকনির্ণয়যন্ত্র বা কম্পাসে স্থায়ী চুম্বক থাকে। বাজারের অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক (Horse-shoe M.) প্রভৃতিও স্থায়ী চুম্বক। এইসকল চুম্বকই কৃত্রিম। (দ্রঃ ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, চুম্বক ও চুম্বকশক্তি)।

চুম্বক, ক্ষুর (Horse-shoe magnet)

অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক বাজারে বিক্রয় হয়; এগুলি বৈদ্যুতিক চুম্বক বা কোন শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক ঘসিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত। যদি চুম্বক কড়া পানযুক্ত উত্তম ইস্পাতের তৈয়ারী না হয়, তবে তাহার চুম্বক-শক্তি সামান্যমাত্র আঘাত কিম্বা উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। অশ্বক্ষুর চুম্বক দিয়া বহু প্রকার খেলা করা যায়। লৌহ ও ইস্পাত ছাড়া অন্য কোন ধাতুকে চুম্বক উত্তমরূপে আকর্ষণ করে না। তবে নিকেল, কোবাল্ট (Cobalt) ম্যাংগানিজ (Manganese) প্রভৃতি ধাতুকে সামান্য মাত্র আকর্ষণ করে। কাঁচ, পিত্তল, কাঠ প্রভৃতিকে মোটেই আকর্ষণ করে না। বিসমাথ (Bismuth), দস্তা (Zinc), আন্টিমনি ফসফরাস, পারদ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু বিশেষ অবস্থায় চুম্বক সন্নিকটবর্তী হইলে তদ্দ্বারা বিকর্ষিত বা অপসৃত হয়। চুম্বক-প্রিয় ধাতুকে Para-magnetic, চুম্বক-বিমুখকে Dia-magnetic, ও যাহারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না তাহাদিগকে Non-magnetic বা অচুম্বক বলে।

চুম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field)

চুম্বকের মেরু বা প্রান্তদ্বয়ের যতটা স্থান ব্যাপিয়া উহার শক্তি-রেখা কার্য করে—অর্থাৎ যে সীমার মধ্য হইতে লৌহকণিকা আকর্ষণ করিতে পারে—তাহাকে 'চুম্বকক্ষেত্র' বলে।…প্রত্যেক চুম্বকেরই শক্তি উহার প্রান্তদ্বয়ে বা মেরুতে কেন্দ্রীভূত থাকিতে দেখা যায়; চুম্বকের শক্তি অদৃশ্য রেখায় লম্বালম্বিভাবে চুম্বকের মধ্যে প্রবাহিত হয়; ঐ শক্তি চুম্বকের একপ্রান্ত দিয়া বহির্গত হইয়া বায়ুর মধ্য দিয়া অপর প্রান্তে প্রবেশ করে। এই কাল্পনিক শক্তি প্রবাহকে ইংরেজিতে Lines of forces বা 'শক্তি-রেখা' বলে।

চুম্বকত্ব, ভু-চুম্বকত্ব (Terrestrial magetism)

একটি চুম্বক সূচিকে সূত্রের দ্বারা ঝুলাইয়া রাখিলে উহার লোহিতান্ত বা উত্তর মেরু উত্তরদিকে এবং নীলান্ত বা দক্ষিণ মেরু দক্ষিণদিকে ফিরিয়া থাকিবে। কিন্তু উহারা প্রকৃত উত্তরদিকে বা প্রকৃত দক্ষিণদিকে থাকে না। পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তরমেরু হইতে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে অক্ষাংশ (Lat) ৭০.৫° ডিগ্রী উত্তরে এবং দ্রাঘিমা (Long) ৯৬.৪৬° পশ্চিমে চুম্বকীয় উত্তরমেরু (Magnetic N. Pole) অবস্থিত। চুম্বকীয় মেরুদ্বয়ের স্থানান্তর কেন হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ চুম্বকের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন; বাস্তব পক্ষে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঐরূপ কোন চুম্বক নাই, সম্ভবত পৃথিবীর উপর দিয়া ক্রমাগত যে তড়িৎ শক্তি (electric current) প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই ফলে উহার প্রান্ত দুইটি সর্বদা চুম্বকধর্মী হইয়া থাকে।

চুম্বক সূচি (Magnetic Neede)

দিকনির্ণয়যন্ত্রে বা তাড়িতমান যন্ত্রে যে সূচি উত্তর দক্ষিণে ফিরিয়া থাকে তাহাকে চুম্বকসূচি বলে। উত্তম ইস্পাত-নির্মিত সূচিকে কোন প্রবল শক্তিসম্পন্ন চুম্বকে ঘসিয়া ঐগুলি প্রস্তুত করা হয়; চুম্বকের প্রান্তগুলিকে উহার মেরু (pole) বলে; ইহার প্রান্ত বা মেরুদ্বয় বিভিন্ন ধর্ম বা গুণযুক্ত। চুম্বকের যে প্রান্তটি উত্তরদিকে থাকে, তাহাকে উত্তর-সন্ধানী মেরু (North-seeking pole, Marked pole, Red pole) বলে: অপর প্রান্তটিকে দক্ষিণ-সন্ধানী মেরু (South-seeking pole, Unmarked pole, Blue pole) বলে।…চুম্বক ঝুলাইয়া রাখিলে স্থায়ী চুম্বক সর্বদাই উত্তর-দক্ষিণে থাকে; উহার একপ্রান্ত উত্তরদিক ও অপর প্রান্ত দক্ষিণদিক সূচিত করে। চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি তাহার দুই প্রান্তে খুব বেশি, মাঝখানে নাই বলিলেই চলে; একটি চুম্বক সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক খণ্ডই একটি আলাদা চুম্বকে পরিণত হয়। কোন ক্রমেই চুম্বকের মেরু দুটি আলাদা করা যায় না; লৌহ ও চৌম্বক পদার্থ (magnetic substance) ছাড়া আর যেকোন জিনিসের মধ্য দিয়া চুম্বক শক্তি পরিচালিত হয়; চুম্বক দূর হইতেও চৌম্বক পদার্থের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাকে চুম্বকে পরিণত করিতে পারে। চলন্ত বিদ্যুৎকণাকে উহার চলার পথ হইতে চুম্বক বিচ্যুত করিতে পারে।

চুম্বন

আদরের চিহ্ন। ওষ্ঠ দিয়া গাল, কপাল বা ওষ্ঠ স্পর্শ করাকে চুম্বন বলে; সাহেবরা স্বামী স্ত্রী প্রকাশ্যে চুম্বন করে। ইউরোপের সর্বত্র এ রীতি চলিত নাই। শিশুর গালে চুম্বন করা হয়, তাহাদের ওষ্ঠে কখনো ওষ্ঠ দিতে নাই। চিকিৎসকদের মতে বহু ব্যাধির বীজ ওষ্ঠ দিয়া একের হইতে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য একজনের চুমুক দেওয়া গ্লাসে পান করিতে নাই,

এক হুঁকায় খাইতে নাই। ইউরোপে ও আমেরিকার বড় হোটেলে কাগজের গেলাসে লোকে জল খাইয়া ফেলিয়া দেয়। আমাদের দেশে মাটির গ্লাসে খায়।

চুয়া

ধুনার সহিত বেণামূল বা খশখশ মুথা ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া চুয়াইলে (distill) সুগন্ধ যে তরল পাওয়া যায়, তাহাকে চুয়া বলে। অনেকে দোক্তা বা তামাক পাতা ও ধনিয়া-চাল প্রভৃতির সহিত মাখাইয়া খায়। পূর্ব কালে লোকে চন্দন ও চুয়া মুখে লেপন করিয়া সম্মান দেখাইত।

চুয়ান (Percolation)

মৃত্তিকার মধ্যে যে জল প্রবেশ করে তাহা বিন্দু বিন্দু চুয়াইয়া কূপে সঞ্চিত হয়।

শব্দটির উৎপত্তি তামিল। তামাক পাতা জড়াইয়া মধ্যে তামাক পাতা দিয়া গোল করিয়া চুরুট বানানো হয়। মাদ্রাস এই শিল্পের বড় কেন্দ্র। কিউবার রাজধানী হাভানার সিগার বিখ্যাত। বর্মায় এক প্রকার পাতা দিয়া চুরুট তৈরী করে; মেয়েরা উহার ধুম পান করে। সাঁওতালরা শাল পাতা জড়াইয়া চুরুট খায়। তামাকের চুরুট-শিল্প বাঙলায় সামান্য; অথচ এখানে চুরুটের উপযুক্ত ভাল তামাক পাতা রংপুরে উৎপন্ন হয় এবং সেখান হইতে মাদ্রাসে যায়।

চুলকানী, খোস (Scabies : Itches)

চামড়ার নীচে এক প্রকার জীবাণু হইতে এই ব্যাধির উৎপত্তি। যকৃতের দোষ হইলে বা ছোঁয়াচ লাগিলেও হয়। রক্তের মধ্য দিয়া পাঁচড়ার জীবাণুগুলি বাহিরের চর্মে আশ্রয় লয়। বাহিরের প্রলেপাদিতে সাময়িকভাবে উহা কমিলেও পীড়ার কারণ দূর হয় না বলিয়া সহজে সারিতে চায় না। খাদ্যর মধ্যে তিক্তাদি থাকিলে অন্ত্রমধ্যস্থিত কৃমি এবং রক্তের রোগ-জীবাণু মরে। ভাইটামিন ও বিশেষভাবে সবুজ শাকাদির অভাবে এই রোগ অনেক সময়ে হয়। পূর্বকালে জাহাজের নাবিক ও যাত্রীদের এই ব্যাধি হইত।

চুহাড় জাতি

হিন্দু জল-অচলনীয় দরিদ্র উপজাতি; উত্তর ভারতে বাস করে।

চূড়াকরণ

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদের দশ সংস্কারের অন্যতম। আর্যদের সমাজে বেজোড় বর্ষে ও মাসে বা সাধারণতঃ ১ম বা ৩য় বর্ষে কুলরীতি অনুসারে পুত্রের কেশে চূড়াবন্ধ করা হইত। বঙ্গদেশে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণের বদলে মস্তকমুণ্ডন ও উপনয়ন একসঙ্গেই হয়।

চেক (Cheque)

ব্যাংকে নিজ গচ্ছিত টাকা হইতে কাহাকেও কোন টাকা উঠাইয়া দিতে হইলে ডিপজিটার বা গচ্ছিতদার একখানি ছাপানো বইএর (চেক্‌খাতা) একখানি পাতায় গ্রহীতার নাম, টাকার অঙ্ক ও নিজ নাম সহি করিয়া দেন। ঐ কাগজ ব্যাংকে দিলে সে টাকা পায়। কিন্তু যদি উহাকে 'ক্রস' (Cross) অর্থাৎ মাথার বাঁ দিকের কোণে দুটি রেখা কাটিয়া দেন, তবে সেই চেক্‌ সঙ্গে সঙ্গে ভাঙাইতে পারা যায় না। নিজ ডিপজিটে অথবা অন্য কোনো ডিপজিটরের খাতে ঐ চেক্‌ জমা দিয়া যথাবিধি উঠাইতে হয়। চুরির হাত হইতে রক্ষার জন্য এরূপ করা হয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেশী 'হুণ্ডি' (দ্রঃ) প্রচলিত আছে। এক ব্যাংকের চেক্‌ অন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া যায়। ভাঙ্গানী খরচ সাধারণত শতকরা চারি আনা লাগে।

চেক-দাখিলা

জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে খাজনা লইয়া যে রসিদ দেন, তাহাকে চেক-দাখিলা বলে; যে অংশ জমিদারের কাছে থাকে তাহাকে চেক্‌-মুড়ি বলে।

চেকভ্‌ (Chekov, Anton Pavlovich

১৮৬০—১৯০৪) রুশ লেখক। আজভ সাগর তীরস্থ একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতা ছিলেন সামান্য মুদি এবং পিতামহ ছিলেন ধনীর দাস-শ্রমিক (serf)। ১৮৮৪এ আণ্টোন মস্কোতে মেডিক্যাল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৬তে প্রথম গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। ইহার পর একে একে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০১এ এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করেন ও মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়, ১৯০৪, ২রা জুলাই।

চেংগিস খাঁ (Chengis Khan ১১৬২—১২২৭)

মংগোল খাঁ। মংগোলিয়ার যাযাবর ঘরে জন্ম। ইঁহার পিতা একটি উপজাতির নায়ক ছিলেন। চেংগিসের আদি নাম তেমুচিন। বিচ্ছিন্ন মংগোল উপজাতিকে বশে আনিয়া ১২০৬এ সম্রাট বা খাঁ হন। চীন জয় করিয়া মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজ্য খারিজম অধিকার করিয়া ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত আসেন। পশ্চিমে রুশ পর্যন্ত তাঁহার অধিকারে আসে। মধ্যযুগে এত বড় সাম্রাজ্য আর কেহ গড়িতে পারে নাই। নিজে ইনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু পণ্ডিতদের নিকট হইতে ও চর-প্রথার দ্বারা য়ুরোপ ও এশিয়ার রাজনৈতিক খবর রাখিতেন। মৃত্যুর (১২২৭) পর শতাধিক বৎসর ইল খাঁ-রা (প্রাদেশিক) রাজ্য শাসন করে। ইহারা তখনও মুসলমান হয় নাই। চেংগিসের পুত্র পৌত্ররা যাঁহারা চীনে গিয়া বাস করেন তাঁহারা বৌদ্ধ হন। পারস্যের মংগোলরা ইসলাম গ্রহণ করে ও রুশিয়ার

মংগোলরা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।...চেংগিসের সময়ে ভারতে কুতুবউদ্দীন, ইলতুতমিস প্রভৃতি রাজত্ব করিতেন। (দ্রঃ Harold Lamb, Genghis Khan, Emperor of All Men. এই গ্রন্থের শেষে উত্তম গ্রন্থপঞ্জী আছে।)

চেটিয়ার

দঃ ভারতে তামিলদের মধ্যে একটি বর্ণ; ইহারা ব্যবসায়ী ও ঋণদাতা। দঃ ভারত, বর্মা, বৃহত্তর ভারতে ইহাদের মূলধনে অনেক ব্যবসায় চলে। রাজা আন্নামলয় চেটিয়ারের টাকায় আন্নামালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চেট্টি, স্যর ষনমুখম (Sir Shanmukham Chetty ১৮৯২—) আইনজীবী, রাজনৈতিক। তামিল ভাষী; মাদ্রাজে শিক্ষা লাভ করেন ও তথায় আইন ব্যবসার সুরু করেন; ১৯২০এ মাদ্রাজ ব্যঃ সভার সদস্য। ১৯২৩এ ভারতীয় ব্যঃ সভার সভ্য। ১৯২৪এ ইংল্যান্ড ও ১৯২৬এ অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণে যান। ১৯২৬শে ভারতীয় ব্যঃ সভার সভ্য নির্বাচিত হন ও কংগ্রেস দলের প্রধান বক্তারূপে (whip) কায করেন। ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩২ জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন। ব্যাংকিং তদন্ত কমিটির সদস্য। ১৯৩২এ অটোয়া কনফারেন্সের ভারতীয় প্রতিনিধি; ১৯৩৩এ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৫এ কোচিন রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

চেত বংশ

মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গদেশে চেতবংশ রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের বিখ্যাত রাজা খারবেল। ইনি মগধ, সাতবাহন রাজ্য এবং আরও অনেক রাজ্যর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই বংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

চেদি বংশ

ইহারা হৈহয় ও কালচুরি নামেও পরিচিত। মধ্যভারতের ডাহল নামক স্থানে বাস করিত। রাজধানী ত্রিপুরা বা বর্তমান তেওয়ার, জব্বলপুরের নিকট। বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোক্কল। ১৩ শতকে দেবগিরির রাজাদের দ্বারা ধ্বংস হয়। (দ্রঃ কালচুরি)

চেন, চেইন (Chain)

জরিপের জন্য ব্যবহৃত ৬৬ ফুট লম্বা শিকল। ১০ চেন=১ ফারলঙ। ১০০ লিন্‌ক (Link)=১ চেন। ১ লিঃ=$\frac{১}{১০০}$ চেন বা ৭.৯২ ইঞ্চি। ১০ বর্গ-চেইন=১ একার (৪৮৪০ বর্গ গজ)।

চেন-টানা

রেল গাড়ীর দরজার উপরে একটি হাতলে চেন থাকে; বিশেষ প্রয়োজনে ট্রেন থামাইতে হইলে আরোহী এই চেন টানিতে পারে, অনর্থক টানিলে ৫০৲ জরিমানা হয়। চেনের সহিত চাকার উপরস্থ ব্রেকের যোগ আছে। চেন টানিলে সেই ব্রেক পড়িয়া যায়।

চেম্‌স্‌ফোর্ড (Chelmsford, Sir Frederick John Napier T. 1st Viscount and 3rd Baron. জন্ম ১৮৬৮) ভারতের গভর্নর জেনারেল (১৯১৬—২১)। ১৯০৫এ ব্যারন পদ প্রাপ্ত হন; ১৯০৫—০৯ অস্ট্রেলিয়ার কুইনস্‌ল্যান্ডের গভর্নর। সেখানে তাঁহার ব্যবহারের ফলে সেই দেশে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নরের নিয়োগ সম্বন্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কুইনসল্যানড হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে নিউ সাউথ ওএলেসর গভর্নর করা হয়। (১৯০৯—১৩) মহাযুদ্ধে কাপ্তেনের কাজ করেন। লর্ড হার্ডিংজের পর ১৯১৬এ ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ইঁহার সময়ে মণ্টেগু ভারত-সচিব। উভয়ের চেষ্টায় ভারত শাসন-সংস্কার হয়; এই সংস্কার দ্বৈরাজ্য (Dyarchy) নামে খ্যাত। ইঁহার সময়ে অমৃতসরে জালিনবালা বাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯২১ ভারত ত্যাগ করেন ও অতঃপর লর্ড রীডিং গঃ জেঃ হন।

চেম্বার অব্ কমার্স (Chamber of Commerce) বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার জন্য সমিতির সাধারণ নাম। বর্তমান যুগের ভারতীয় বাণিজ্য ইংরেজ বণিকদের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে; সেইজন্য প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলি সবই সাহেবদের হাতে। ১৮৩৪এ বেঙ্গল চেঃ অব্ কঃ গঠিত হয় ও ১৮৩৭এ বোম্বাই-এ অনুরূপ সমিতির পত্তন হয়। এখন মাদ্রাস, করাচী, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে চেঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠান এবং ইহারা কাউন্সিল অব্ স্টেট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, কঃ কর্পোরেশন, কঃ ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সদস্য মনোনীত করিয়া পাঠাইতে পারেন। বোম্বাই চেম্বার্সের অনুরূপ ক্ষমতা আছে।...দেশীয় বণিক ও ব্যবসায়ীরা বর্তমানে পৃথক চেম্বার স্থাপন করিয়াছেন। যথা—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেঃ অব্ কঃ; ইন্‌ডিয়ান্ ন্যাঃ চেঃ অব্ কঃ। ইন্‌ডিয়ান্ মার্চেণ্টস চেম্বার; মহারাষ্ট্র চেঃ; দেশী ব্যাপার মণ্ডল (লাহোর) ইত্যাদি। ...সমস্ত চেম্বারগুলিকে মিলিত করিবার জন্য একটি 'ফেডারেশন' গঠিত হইয়াছে।

চেম্বার্স (Chambers)

'চেম্বার্স ডিকশানারী' বা ইংরেজি অভিধান সুপরিচিত।

Robert Chambers (১৮০২—৭১) ও William Ch. (১৮০০—১৮৮৩) দুই ভ্রাতা মিলিয়া এডিনবরায় গ্রন্থ প্রকাশের দোকান খোলেন। সস্তায় বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইঁহারা করেন। চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া ১৮৫৯ প্রথম প্রকাশিত হয়। Chamber's Journal ১৮৩২।

চেম্বার্স (Chambers, Sir Robert ১৭৩৭—১৮০৩) ভারতের জজ। ডাঃ জনসনের বন্ধু। ১৭৭৪এ সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ হইয়া ভারতে আসেন; নন্দকুমারের বিচারে অত্যন্ত দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। স্যর ১৭৭৮। বাংলার চীফ-জাস্টিস ১৭৮৯—৯৯। প্যারিসে মৃত্যু হয়। তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথিসমূহ বার্লিনে আছে।

চেম্বারলেন পরিবার

ইংল্যান্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে চেম্বারলেন পরিবার সুপরিচিত। জোসেফ চেঃ (১৮৩৬—১৯১৪) ভিকটোরিয়ান যুগের খ্যাতনামা রাষ্ট্রনীতিক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফ অস্টেন চেঃ (জ ১৮৬৩—১৯৩৭) রাজনীতিতে খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৯১৫—১৭ ভারত-সচিব ছিলেন। লোকার্নো কনফারেন্সে ইনি বিশেষ কাজ করেন ও ১৯২৬এ শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পান। ইঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর্থার নেভিল চেঃ (Arthur Neville Chamberlain) (জঃ ১৮৬৯) রক্ষণশীল দলের নেতা। বহু রাজকীয় পদে ইনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭এ বলডুইনের পর ইংল্যানডের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯১৮এ ইনি পার্লমেন্টে প্রবেশ করেন; তৎপূর্বে ১৯১৫এ বার্মিংহামের লর্ড মেয়র ছিলেন। পার্লামেন্টে প্রবেশের পর পোস্টমাস্টার জেনারল, স্বাস্থ্য-সচিব, অর্থ-সচিব (চানসেলার অব দি এক্‌স্‌চেকার) হন। ১৯৪০এ জারমেনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় জনমত তাঁহার প্রতিকূলে যাওয়ায় তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন ও চার্চিল প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইনি জারমেনীর সঙ্গে শান্তি রক্ষার বহু চেষ্টা করেন।

চেয়ারম্যান (Chairman)

কোন সভার সভাপতি। প্রত্যেক যৌথ কারবার, জীবনবীমা কোম্পানীর একজন চেঃ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। মিউনিসিপ্যালটি, জিলা বোর্ড প্রভৃতির সভাপতিকে সাধারণত চেঃ বলে। পার্লামেন্টের হাঃ অঃ কমন্সের সভাপতি, ভারতের নিম্নতন ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে 'স্পীকার' বলে, উচ্চতন ব্যঃ পরিষদের কর্তাকে 'প্রেসিডেন্ট' বলে। ইঁহাদের কাজ সভা পরিচালনা।...স্থায়ী চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকিলে সভায় তিনিই পরিচালক হন। তদভাবে কে এ কায করিবেন তাহার তালিকা পূর্ব হইতে করা হয়। সভার অধিবেশন হইলে পূর্ব সভার প্রতিবেদন পড়া হয় ও তাহা সভার সভ্যদের দ্বারা গৃহীত হইলে, চেয়ারম্যান প্রতিবেদন বা প্রোসিডিংসের খাতায় সহি করেন। চেঃর প্রধান কাজ সভার শৃঙ্খলা রক্ষা। ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান সমান হইলে বিশেষ ভোট দিবার অধিকার বলে (Casting vote) এক পক্ষকে জয়যুক্ত করিতে পারেন। সভা স্থগিত, মুলতুবী করিবার অধিকার তাঁহার আছে।...সভাপতির কর্তব্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে বহু গ্রন্থ আছে। (দ্রঃ প্রেসিডেন্ট, স্পীকার)

চেলা মাছ (The Chilwa; Chela bacaila)

নদীর মাছ। লম্বা ও চেপটা; আঁশ ছোট, রং রূপালী; ৩-৫ইঞ্চি লম্বা হয়। মুখ ঊর্ধ্ব পানে করিয়া চলে; পেটের নিম্নাংশ তীক্ষ্ণ। দঃ ভারত ছাড়া প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। ঘোড়াচেলা মাছ ১০।১১ আঙুল ও ফুলচেলা ৬।৭ আঃ লম্বা হয়। (যোগেশ; JRASB 1937, III P 19)

চেলো

Violoncello, কিন্তু সাধারণত চেলো (Cello) বলে। বেহালার মত দেখিতে; কিন্তু বৃহৎ আকার; তারগুলি তাঁতের। একক গানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, অরকেস্ট্রায় থাকে।

চেস্‌টারটন (Chesterton, Gilbert Kieth ১৮৭৪—১৯৩৭) ইংরেজ লেখক। স্লেড্ স্কুলে আর্ট বা কলা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। ১৯০০এ একখানি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় এবং তাহার পর ত্রিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র বিষয় লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য সমালোচনা, উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখিবার বিশেষ একটি ভঙ্গী ছিল। চসার, ডিকেন্স, ব্রাউনিং ও বার্নাড শ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

চেস্‌টারফীল্ড্ (Chesterfield, Earl of, ১৬৯৪—১৭৭৩) ইঁহার আসল নাম Philip Dormer Stanhope। রাজনৈতিকক্ষেত্রে সেযুগে নানাপ্রকার কাজ করিলেও ইতিহাসে স্মরণীয় বেশী কিছু নাই। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্রকে লিখিত পত্রগুলি অমর স্থান পাইয়াছে।

চৈৎ সিংহ, কাশীরাজ

অযোধ্যার নবাবের অধীন করদ রাজা। ১৭৭৫ ঈঃ ইঃ কোঃ এই রাজ্যের কর্তৃত্ব নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। চৈৎ সিংহ ও কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি হয় যে যে-পর্যন্ত তিনি নিয়মিত কর (২২॥০ লক্ষ টাকা) দিবেন সে-পর্যন্ত কোম্পানী কোন উপরি-দাবী করিতে পারিবে না। ১৭৭৮ হেস্টিংস অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা

দাবী করিলে তাহা প্রদত্ত হয়। কিন্তু বারবার ঐরূপ দাবী চলিতে থাকে। অবশেষে একদল অশ্বারোহী সৈন্যর দাবী হয়। তাহাও চৈৎ সিংহ দেন। হঠাৎ হেস্টিংস রাজার শৈথিল্যর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। আদায়ের জন্য হেঃ স্বয়ং বারাণসী যান ও রাজাকে বন্দী করেন। প্রজারা বিদ্রোহী হয়; কিন্তু হেষ্টিংস তাহা দমন করেন; চৈৎ সিংহ পালাইয়া গবালিয়ার যান। কর দানের প্রতিশ্রুতিতে রাজার এক আত্মীয়কে কাশীর রাজা করিয়া হেঃ কলিকাতায় ফিরিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যর জীবনী, কবিতায় রচিত। ইহা বৃন্দাবনে ১৪৯৪—১৫০৩ শকের মধ্যে লিখিত; রচনাকালে কৃষ্ণদাসের বয়স ৮৫ ছিল। গল্প আছে যে জীব গোস্বামী এ গ্রন্থ রচিত হইলে খুসী হন নাই, এবং রূপ ও সনাতনের গ্রন্থ আর আদৃত হইবে না দেখিয়া কৃষ্ণদাসের পুঁথিখানি যমুনার জলে ভাসাইয়া দেন। কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দ ইহার প্রতিলিপি রাখিয়াছিলেন। পুঁথি জলে ভাসিতে ভাসিতে মদন-মোহনের মন্দিরের কাছে আসিলে জীব গোস্বামী উহাকে উঠাইয়া কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করেন। অপর কিম্বদন্তী যে উহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, পথিমধ্যে দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়।...গ্রন্থে মোট ১৫,০৫১ শ্লোক আছে। আদি খণ্ডে ১৬ পরিচ্ছেদ ২,৫০০ শ্লোক; মধ্য খণ্ডে ২৫ পরিঃ ৬০৫১ শ্লোক; অন্ত্যখণ্ডে ২০ পরিঃ ৬৫০০ শ্লোক।...বৈষ্ণবদের বিশেষ শ্রদ্ধার গ্রন্থ; মনিপুরী বৈষ্ণবদের ধর্মগ্রন্থ সদৃশ।

চৈতন্যদেব (১৪৮৫—১৫৩৩)

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম ছিল নিমাই। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী; জন্মস্থান নবদ্বীপ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া যান। মাতা শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই-এর বিবাহ দেন। ২১ বৎসর বয়সে নিমাই চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন। অধ্যাপক রূপে চারিদিকে মহাখ্যাতি হয়। গয়ায় পিতৃকর্ম উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন ও সেখানে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান। ইঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পরম বৈষ্ণব হইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ক্রমে বহু শিষ্য জুটিল। ২৫ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যর নিকট গমন করেন। ইঁহার কিছুকাল পরে সদলে নীলাচল যাত্রা করেন। পুরীতে দেবদর্শন করিয়া সেখান হইতে নিত্যানন্দকে হরিনাম প্রচারের ভার দিয়া স্বয়ং কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শনে বাহির হন। দেশে একবার ফিরিয়াছিলেন; তাহার পর পুনরায় নীলাচল যান। সেখানে একদিন সাগরের নীল জল দেখিয়া ভাবাবেশে ঝাঁপাইয়া পড়েন।...তখন বয়স ৪৮ মাত্র। ইঁহার রচিত কোনো গ্রন্থ নাই। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তরা তাঁহার জীবন কাহিনী ও মত লিপিবদ্ধ করেন।

চৈত্য

চিতার উপর মৃতের স্মরণ চিহ্ন। বৌদ্ধদের মধ্যে এই প্রথা বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। ক্রমে এক প্রকার স্থাপত্য প্রথার নাম হয়। পর্বত গাত্রে গুহা কাটিয়া চৈত্য গৃহ নির্মিত হইত। বোম্বাইএর নিকটবর্তী বিখ্যাত করলী গুহার চৈত্যগৃহ স্থাপত্য-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এই শিল্প-প্রথা সিংহলে দাগোবা (ধাতুগর্ভ), তিব্বতে চোরতেন বা ছুগুটেন নামে পরিচিত।

চৈত্র মাস

হিন্দু জ্যোতিষের শেষ মাস। চিত্রা নক্ষত্রে চন্দ্রের পূর্ণিমা হয়। সাধারণত ১৫ই মার্চ হইতে ১৭ এপ্রিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে বর্ষশেষ।

চোখ উঠা (Opthalmia)

চোখের সাময়িক অসুখ। ইহা ছোঁয়াচে। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

চোখ-গেল পাখী (Hawk cuckoo)

পাপিয়াও বলে। ১৬।১৭ আঙুল দীর্ঘ; পাংশু বর্ণ; পুচ্ছ বিস্তৃত; তাহাতে কাল দাগ। পেটের তলা শাদা। উড়িবার সময় 'চোখ গেল'র মতো শব্দ করে। ছাতারে পাখীর বাসায় নিজ ডিম রাখিয়া আসে। (বাঙলার পাখী ৫৯; যোগেশ)

চোখদয়াল পাখী (Fantail flycatcher)

বৃক্ষচারী ৯।১০ আঙুল দীর্ঘ পাখী; ধূম্রবর্ণ, গলা শাদা; চক্ষু বড়, গোঁফ অনেক এবং দীর্ঘ, পুচ্ছ বড় ও গোল। উড়িতে উড়িতে কীট ধরিয়া খায়। (যোগেশ)

চোবচীনী গাছ (Smilax china)

চীনের কাঠ বা চীনের গাছ। শিকড়ের পাচন ঔষধে লাগে। (Chopra 594; যোগেশ)

চোর কবি

কিম্বদন্তী দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরাধিপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর বর্ধমানরাজ বীরসিংহের বিদুষী কন্যা বিদ্যাকে গোপনে বিবাহ করেন। ইঁহার রচিত 'চৌর পঞ্চাশিকা' সংস্কৃতে বিখ্যাত কাব্য। এই প্রাচীন আখ্যান লইয়া ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। অন্যমতে বিহ্লন কবি 'চৌর পঞ্চাশিকা'র রচয়িতা। (দ্রঃ বিহ্লন)।

চোরকাঁটা ঘাস

ধান্যাদি বর্গের ঘাস; সোজা ডাঁটায় ফুল ধরে। ফুলের শুঁয়া কাপড়ে ফুটিয়া যায়। ঘাস হইতে খড়কে কাঠি হয়; সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা তৈয়ারী করে।

চোলাই (Distillation), পাতন

বিবিধ জৈব পদার্থ ও উদ্বায়ী সামগ্রীকে কোন পাত্রর মধ্যে (Retort বা বকযন্ত্র) রাখিয়া, বাহির হইতে তাপ দিতে থাকিলে, অভ্যন্তরের পদার্থ বাষ্পীভূত হয়; এই পাত্রর সহিত নলের দ্বারা অপর একটি পাত্রর সংযোগ করা থাকে। এখন এই নলের উপর শীতল জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিলে, নলের বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তরল হয় এবং দ্বিতীয় পাত্রর মধ্যে পাতিত জল জমা হয়। কবিরাজরা এই যন্ত্রকে 'বক' যন্ত্র বলেন। পাশ্চাত্য দেশে বহু প্রকারের চোলাই (distillatiou) যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্রাক্ষামদ চোলাই করিয়া ব্র্যান্ডি হয়; গুড় চোলাই করিয়া Rum হয়। চাল, যব, গম, রাই, ওট ভুট্টা প্রভৃতির শ্বেতসার হইতে হুইস্কি মাদক পাওয়া যায়। শিল্পে যে অল্‌কোহল ব্যবহৃত হয়, তাহা চোলাই হয় বীট, গুড়, আলু, করাতের গুঁড়া প্রভৃতি হইতে। স্কটল্যান্ডে চোলাই মদ (হুইস্কি) সবথেকে বেশি তৈরী হয়।...কাঠ চোলাই করিয়া অঙ্গার, অ্যাসেটিক এসিড, অলকোহল, অ্যাসিটন ও কতকগুলি গ্যাস্ পাওয়া যায়। কয়লা চোলাই করিয়া আলকাতরা (দ্রঃ) ও নানাপ্রকার গ্যাস তৈয়ারী হয়।...রসায়ণ শাস্ত্রে চোলাই (Distillation), ছাকাই (filtration) ও স্ফেসন (crystalisation) বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চৌকি

সাধারণত মহকুমায় মুন্সেফ থাকেন। বাংলাদেশে মহকুমা ছাড়া গুটি ৪ শহরে মুন্সেফী আদালত আছে; এই শহরগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত। বীরভূমে বোলপুর, দুবরাজপুর; মেদিনীপুরের দাঁতন।

চৌকিদারী

চৌকির পাহারাদারকে চৌকিদার বলে। মুসলমান যুগে গ্রামে পাহারা .দিবার জন্য চৌকিদার প্রথা ছিল; পূর্বে এই কাজের জন্য তাহারা সরকার হইতে 'চাকরান' জমি বা বিনা খাজনায় জমি ভোগ করিত। বর্তমানে চৌকিদারেরা ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট হইতে বেতন পায়। ইউনিয়নে ৭—২২ জন পযন্ত চৌঃ থাকে। ইহাদের চালনা করে দফাদার। স্থানীয় থানায় তাহাদের হাজিরা দিতে হয় এবং সকল প্রকারে ইহারা দারোগা ও পুলিশ বিভাগের আজ্ঞাবহ। গ্রামে যাহা কিছু ঘটে যেমন জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি বোর্ড অপিসে লিখাইতে হয়। বাঙলায় চৌঃ ও তাহাদের চালক দফাদারের মোট সংখ্যা ৭৩,৭৩৩ জন। ১৯৩৩-৩৪ ইহাদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড খরচ করে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা, ইউনিয়ন বোর্ডের মোট আয়ের শতকরা ৪৫% টাকা। কোনো কোনো ইউনিয়নে ৫৫—৬০% পর্যন্ত চৌকিদারদের জন্য ব্যয়িত হয়। সাধারণত নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণী হইতে ইহারা ভর্তি হয়; ইহাদের উপর দায়িত্ব প্রচুর, কিন্তু বেতন মাত্র মাসিক ছয় টাকা।

চৌগান খেলা, চৌঘান বাজি, চওগান বাজি

পারসী ভাষায় চৌগান খেলা বলে। লদাক ও তিব্বতে ঘোড়ায় চড়িয়া খেলোয়াড়রা একটি গোল গেঁদ বা ভাটাকে দণ্ড দ্বারা মারিতে থাকে। তিব্বতীতে পোলো বলে। বিলাতী পোলো (Polo) খেলার উৎপত্তি এই। (দ্রঃ পোলো)

চৌথ

শিবাজী ও পরবর্তী মারাষ্ট্র রাজারা বিজিত দেশের নিকট হইতে চৌথ বা আয়ের চতুর্থাংশ ও সরদেমুখী বা দশমাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন।

চৌম্বকশক্তি (Magnetic energy)

দ্রঃ বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তি।

চৌরিচৌরার ঘটনা

১৯২২, ৪ ফেব্রুয়ারী অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে চৌরিচৌরা গ্রামে (যুক্ত প্রদেশে) উন্মত্ত জনতা ২১ জন পুলিশ ও চৌকিদারকে আক্রমণ করিয়া ঘর পুড়াইয়া হত্যা করে। গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করিতে যাইতেছিলেন এমন, সময় এই ঘটনা ঘটিলে তিনি উহা মুলতুবী করেন। ইহার পর ১০ই মার্চ গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চৌ-শিঙ্গা (Fourhorned antilope)

পয়রা রঙের কৃষ্ণসার হরিণ; খর লোম, আকার ছোট, পুচ্ছ হ্রস্ব। পুং জাতির শিঙ ৪।৫ আঙুল মাত্র। মাংস সুস্বাদু। (যোগেশ)

চৌহান রাজপুত

১১ শতকে আজমীরে চাহমান বা চৌহান বংশের অভ্যুদয় হয়। ইহারা প্রথমে সকম্ভর বা সম্বরে রাজত্ব করিত। এই বংশের চন্দনরায় তোমর বংশীয় রাজা রুদ্রকে (১০ শতকে?) দমন করেন। ৪র্থ বিগ্রহরাজ দিল্লী জয় করেন। ইনি যোদ্ধা ও কবি—হরকেলি নাটকের রচয়িতা; ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ মঃ ঘোরীর নিকট পরাভূত হইলে দিল্লী তুর্কীর অধীন হয়। (দ্রঃ অগ্নিকুল রাজপুত)

চ্যবন মুনি

ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। তপশ্চারণ কালে চ্যবন বল্মীকাবৃত

হয় ; তদবস্থায় মুনিকে রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যা বিরক্ত করে ; মুনির শাপে রাজসৈন্যদের মলমূত্রত্যাগ বন্ধ হয় ও তাহারা খুব কষ্ট পায়। তখন রাজা কন্যাকে চ্যবন মুনির হস্তে দেন। গৃহস্থাশ্রম কালে চ্যবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে প্রমতি নামে পুত্র হয়। কথিত আছে মুনি যে ঔষধ খাইয়া বৃদ্ধ বয়সে নবযৌবন প্রাপ্ত হন, তাহাই চ্যবনপ্রাশ নামে খ্যাত।

চ্যাথাম্ (East of Chatham ১৭০৮—৮০) দ্রঃ পিট্

চ্যাপ্টা মাপনী (Flat ruler)

সরলরেখা আঁকিবার ও তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার যন্ত্রের নাম চ্যাপ্টা মাপনী। ইহা সরু পাতলা কাঠ বা ইস্পাত বা অন্য কোন ধাতুর তৈয়ারী হইতে পারে। ইহা সাধারণত ৬" বা ১২" লম্বা হয় ; উহার এক প্রান্ত ইঞ্চি ও তাহার দশমাংশে ও অপর প্রান্ত সেন্টিমিটর ও তাহার দশমাংশ মিলিমিটরে বিভক্ত। মাপনীর প্রত্যেক ধারই একটি সরলরেখা।

চ্যাপমান (Chapman, George ১৫৫৯—১৬৩৪)

ইংল্যান্ডের এলিজাবেথীয় যুগের কবি। তাঁহার রচনার মধ্যে হোমারের ইলিয়াডের অনুবাদ বিখ্যাত।

চ্যাপলিন, চার্লি (Chaplin, Charles Spencer জন্ম ১৮৮৯) বিখ্যাত হাস্যরসিক নট ও সিনেমা অভিনেতা। জন্মস্থান লন্ডন ; পরে মার্কিন দেশ বাসিন্দা হন।

চ্যুতি (Fault) ভৌগোলিক সংজ্ঞা

পৃথিবী এককালে উষ্ণ পিণ্ড ছিল ; শীতল হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। বস্তু শীতল হইলে সংকুচিত হয় ও সেই সংকোচনের জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। সেই চাপে এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীন শক্তিবশত শিলাস্তর তরঙ্গায়িত হয় ও সেই তরঙ্গভঙ্গ হইতে পর্বতের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু আভ্যন্তরীন শক্তি প্রভাবে কখন কখন শিলাস্তর ভাঙিয়া যায় এবং উহাদের এক অংশ কিছুদূর বসিয়া যায় ; ইহাকে বলে চ্যুতি।

ছক কাগজ (Graph paper)

প্ল্যান, জ্যামিতিক চিত্রাদি অঙ্কনের জন্য কাগজে নীল কালি দিয়া এক ইঞ্চি বর্গ করিয়া ছক কাটা ঘর করা হয়। প্রত্যেকটি ঘরকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পুনরায় দশটি করিয়া ঘরে বিভক্ত করা হয়। এক বর্গ ইঞ্চিতে ১০০টি ঘর থাকে। এইরূপ ছক-আঁকা কাগজকে গ্রাফ্ পেপার বলে।

ছত্রশাল

বুন্দেলখণ্ডের রাজা চম্পৎরায় অওরঙজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন (১৬৬১)। তদীয় পুত্র ছত্রশাল হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও বহু যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি বুংএ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

ছলি, ছুলি (Psoriasis)

চর্মরোগ বিশেষ। হাতে, বুকে, পিঠে, মুখে লাল হইয়া দেখা দেয় ; মাঝখানে শাদাটে, শুকনা আঁশ-মতো থাকে। ইহা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ বীজাণু হইতে হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ; যথার্থ কারণ অজ্ঞাত। এই রোগ একবার হইলে সহজে সারে না। অন্যের গামছা, জামা, কাপড় ব্যবহার হইতে এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়। বৃষ্টির জলে কম পড়ে।

ছাঁকনী কাগজ (Filter paper)

রসায়নাগারে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (solution) ছাঁকিবার জন্য এক প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয়। তরল হইতে কঠিনের অদৃশ্য কণা ইহার সাহায্যে পৃথক্ করা যায়।

ছাগ, ছাগল

গৃহপালিত পরিচিত প্রাণী ; যাযাবর যুগ হইতে মানুষের পোষা। সকল দেশে সাধারণত মাংসের জন্য ইহাকে লোকে পোষে ; মাংস মাংসাশী মাত্রেরই খাদ্য। ছাগলীর দুধ পেয়। বৎসরে দুইবার করিয়া ২।৩টি বাচ্চা এক সঙ্গে হয়। হিন্দুরা কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবীর কাছে ছাগ বলি দেয়। বাজারের কসাইরা ইহার মাংস বিক্রয় করে। ছাগের চামড়াকে ছাল (Skin) বলে। বহু লক্ষ টাকার কাঁচা ছাল বিদেশে রপ্তানী হয়। খাসি ছাগের দাম বেশি। পাঁটা বেশি বড় হইয়া গেলে গায়ে দুর্গন্ধ হয়। রাম ছাগল উঃ ভারতে পাওয়া যায় ; উহা খুব উঁচু হয়, উহাদের কাণ লোটা। ছাগলের প্রধান খাদ্য গাছের পাতা। আয়ুর্বেদ মতে যক্ষ্মা রোগী ছাগ লইয়া ঘরে শুইলে সুস্থ হয়। ছাগলে কোন গাছ খাইলে সে গাছ প্রায় আর বাড়ে না ; উহাদের লালায় বোধ হয় কোন

প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। করবী ও আতার পাতা ইহারা খায় না, তাছাড়া সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ইহাদের খাদ্য।

ছাগলখুরী লতা (Ipomoea)
কলম্বী বর্গের লতা; সাধারণত সমুদ্রের নিকটস্থ বালিতে জন্মে। সুন্দরবন ও উড়িষ্যায় প্রচুর। পাতা মধ্যে খণ্ডিত, যেন খুর। ফুল রক্ত বর্ণ। দেশীয় ঔষধে ইহার ব্যবহার আছে। (যোগেশ)

ছাগলবাঁটী, ফলকণ্টক
অর্কাদিবর্গের বন্য রোহিনী বিশেষ। প্রত্যেক ফুল হইতে ছাগলীর বাঁটের মতন এক জোড়া ফল হয়। দুই জাতির নাম ছাঃ বাঃ। তন্মধ্যে এক জাতি (Daemia extensa) দুর্গন্ধ ও ও লোমশ। অন্য জাতি (Cynanchum callialata) লোমহীন। প্রথমের ফুল আপীত, দ্বিতীয় বেগুনী। দেশী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ ; Chopra)

ছাগলনাদী (Sphaeranthus indicus)
সোমরাজী বর্গের বন্য শাক; ধানক্ষেতে জন্মে। ডাঁটা শিরাল, শাখা বিস্তারিত। ফুল ছোট, গোলাকার, ছাগলের নাদীর মত দেখিতে। (যোগেশ)

ছাঁটাই প্রস্তাব
ব্যবস্থাপক সভায় গভর্নমেণ্ট তরফ হইতে বাজেট্ পেশ হইলে, বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা উক্ত বাজেট সম্বন্ধে অনভিমত জানাইবার জন্য কিছু টাকা ছাঁটাই করিবার প্রস্তাব করেন।

ছাড়পত্র (Passport)
এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাইতে হইলে গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি বা 'ছাড়পত্র' লইতে হয়। ছাড়পত্র পাইতে হইলে সরকারী বৈদেশিক ডিপার্টমেণ্টে আবেদনের সহিত আবেদনকারীর নিজের দুইখানি ফোটো দিতে হয়; একখানি অপিসে, অপরখানি পাসপোর্টের মধ্যে থাকে সনাক্তর জন্য। কয়েক বৎসর বাঙলা দেশে গ্রীষ্মকালে ও পূজার সময়ে দার্জিলিঙে যাইতে হইলে বাঙালী হিন্দু যুবকদের পাসপোর্ট প্রয়োজন হইত। ১৯৩৮এর এপ্রিল হইতে এই আইন রদ হইয়াছে। পাসপোর্টের জন্য জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হয়।

ছাতা, ছত্র (Umbrella, sunshade)
অতি প্রাচীন কাল হইতে এশিয়ায় ছাতার চল আছে। ছত্র সম্মানের প্রতীক, যেমন রাজছত্র। ভারতবর্ষে ছাতা ছিল বাঁশের উপরে তালপত্রের ছাদন; উহা খোলা বন্ধ করা যায় না, সর্বদাই খোলা। চীন, জাপান, বর্মায় বাঁশের সরু সলার শিকের উপর মোমজাম কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করা হয়; সে ছাতা খোলা ও বন্ধ করা যায়। ১৮ শতকের শেষ ভাগে জোনাস্ হান্ওয়ে নামক এক ব্যক্তি চীন হইতে ইংল্যাণ্ডে প্রথম ছাতা লইয়া যায়; ছাতা মাথায় দিয়া জোনাস্ পথে বাহির হইয়াছিল বলিয়া লন্ডনের লোকে তাহাকে উপহাস করে। এখন আমরা যে ছাতা ব্যবহার করি তাহা চীনা ছাতার অনুকরণে ইস্পাতের শিক দিয়া তৈয়ারী। শিক ও সরঞ্জাম বিলাত ও জাপান হইতে আসে। এখানে অংশসমূহ সমবেত করিয়া ছাতা তৈয়ারী হয়। বিদেশ হইতে ভারতে ছাতা ও সরঞ্জাম ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত গড়ে ২৮·৫৭ লক্ষ টাকার করিয়া আসিয়াছিল।

ছাতা, বেঙের ছাতা, ছত্রক (Mushroom)
অপুষ্পক অপত্রক উদ্ভিদ; শাদা রঙ; মাথায় টুপি বা ছাতার মত দেখিতে বলিয়া এই নাম। পচা খড়, পুরাতন কাঠ প্রভৃতির তলদেশে জন্মে; পচা জিনিষ ইহাদের খাদ্য বলিয়া ইহাদের নাম গলনজীবী (Saprophytes)। লোকে এই ছাতা খায়, আমেরিকা ও ফ্রান্সে ইহার চাষ হয়। উপরে যে ছাতা ওঠে তাহা যথার্থ গাছ নহে, উহা ফুল বা ফলের ন্যায় একটি অঙ্গ; আসল গাছ মাটির নীচে; জালতন্তুর (Mycelium) ন্যায় ইহার শিকড়। এক জাতীয় অত্যন্ত বিষাক্ত ছাতা মাঠে হয়। ইহার যে কত জাতি আছে, তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না।

ছাতা (Fungus)
পচা খাবার, বাসি পাউরুটি, বই, জুতা প্রভৃতির উপর বর্ষাকালে এক প্রকার শাদা সূক্ষ্ম ছাতা জন্মে। এই ছাতা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকার গাছ; লেন্স (magnifying glass) দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। অপুষ্পক ছত্রাকার, মেটে কিংবা প্রায় শাদা রঙ। ইহা মূল নাল পত্রাদিহীন। ইহাদের রেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া জিনিষের উপর পড়ে ও সুযোগ পাইলে বাড়ে।

ছাতারে পাখী (The Jungle babbler)
শাখাচারী চটকাদি বর্গের চঞ্চল প্রকৃতির পক্ষী। ডানা ছোট, বেশি উঁচুতে উড়িতে পারে না, অনেক সময়ে লাফাইয়া চলে। ঝোপে জঙ্গলে বাসা বাঁধে। ইহার বাসায় পাপিয়া ডিম পাড়ে। আকারে চড়ুই-এর চেয়ে ছোট; গায়ে সবুজ রঙের পালক থাকে। ইহারা 'ফটিক জল' শব্দ করিয়া গ্রীষ্মকালে ডাকে।

ছাতিম গাছ, সপ্তপর্ণ (Alstonia scholaris)
তগরাদি বর্গের ক্ষীরী উচ্চ আরণ্য বৃক্ষ। বাঙলাদেশে ও দঃ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্বক স্থূল, শুভ্র; স্বাদে তিক্ত। কাটিলে শাদা আঠা পড়ে। পত্রগুলি শাখার চতুর্দিকে ছাতার মত বিন্যস্ত। পত্র সংখ্যা ৫-৭। ফুল শাদা বা

হরিদ্রাভ; গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। ঔষধার্থে পাতা ও ত্বক্ ব্যবহৃত হয়। স্থায়ী পেটের অসুখ, আমাশয়ের ক্ষত, সর্দিজ্বর প্রভৃতিতে ছাতিম ছালের পাচন দেওয়া হয়। শাদা আঠা তেলের সহিত মিশাইয়া বেদনায় প্রযুক্ত হয়। (যোগেশ ৩০৫ ; Watt 60 ; Chopra 278-80)

ছাতু, শক্তু

ছোলা বা যব ভাজিয়া চূর্ণ করিলে ছাতু হয়। না ভাজিয়া গুঁড়া করিলে 'বেসন' হয়; চালের গুঁড়াকে 'সপেদা' বলে। ছাতু বিহারের লোকদের বিশেষ খাদ্য। ইহা পুষ্টিকর, অল্প পয়সায় পর্যাপ্ত হয়। গ্রীষ্মকালে যবের ছাতু অবশ্য খাদ্য।

ছাদ (Roofing)

ঘরের উপর আচ্ছাদন। ছন বা খড়, ধানের বিচালি, গোলপাতা হোগ্‌লা প্রভৃতি দিয়া আচ্ছাদন করিলে সাধারণত 'চাল' বলে; কঠিন পদার্থের দ্বারা উহাকে নির্মিত হইলে 'ছাদ' বলে। লম্বা পাথর দিয়া প্রাচীন কালে পাকা ঘরের ছাদ হইত। খিলান বানানোর কায়দা আবিষ্কৃত হইলে বড় বড় ছাদ বা গম্বুজ নির্মিত হইল। মুসলমানরা গোল গম্বুজের প্রবর্তক। খড়ের চালের ন্যায় ঢালু ছাদে টালি, স্লেট, খোলা বা খাপরা দিয়া ছাদ বানান হয়। করোগেট টিন, আসবেসটস্ চাদর দিয়া চাল ছাওয়া হয়। ঘরের দেওয়ালের উপর কড়ি বরগা দিয়া, তার উপর ইট টালি বা স্লেট দেয়, তদুপরি খোয়া, সুরকি, চুন মাখাইয়া বহুকাল ধরিয়া পেটানো হইলে যে ছাদ হয়, তাহাকে 'পাকা ছাদ' বলে। আজকাল অনেক জায়গায় কন্‌ক্রীট (দ্রঃ) ছাদ হইতেছে; ইহাকে 'ঢালাই ছাদ' বলে।

ছানা, দুধের

দুধে কোন টক জাতীয় পদার্থ দিয়া উহা আগুনে অল্প কাল তাতাইলে দুধ 'কাটিয়া' বা ফাটিয়া যায়; অর্থাৎ জলীয় অংশ ও কঠিন (Solid) অংশ প্রায় পৃথক হইয়া যায়। এই প্রায়-কঠিন অংশকে 'ছানা' বলে। এই ছানা দিয়া সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি খাদ্য হয়; বাংলা দেশ ছাড়া অন্য কোথায়ও দুধ হইতে ছানা করার রেওয়াজ ছিল না। ছানা ও চিনি পুষ্টিকর খাদ্য; ছানার জল রোগীর পেয়। মাখম তোলা দুধের ছানা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ছানা হইতে বহুপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, এমনকি চিরুণী, কলম, পশম হইতেছে। (দ্রঃ দুগ্ধ)

ছানি (Cataract)

চক্ষু-তারকা বা lens একটি তরল পদার্থের মধ্যে থাকে; এই তরলটি অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে হইয়া গেলে আলোকরশ্মি চক্ষু-তারকায় পৌঁছায় না ও লোকে প্রথমে ক্ষীণ-দৃষ্টি ও ক্রমে অন্ধ হয়। বহুমূত্র রোগ বা আঘাতাদি হইতে এই রোগ হইতে পারে; আবার বার্ধক্যহেতু স্বভাবতও দেখা যায়। অস্ত্রোপচারে আজকাল প্রায়ই উপকার হয়।

ছাপাখানা, মুদ্রাযন্ত্র (Printing Press)

১৫ শতকে ইউরোপে বোধহয় কাঠের ছবি ছাপা হইতে হরপ ছাপার ভাবনা লোকের আসে। এইসব ছাপা-ছবির বই-র নিচে দুই চারটা বাক্যও ছাপা হইত। এই বাক্যর অক্ষর গুলিকে পৃথক হরপ করিয়া তৈয়ারী করিবার প্রয়াস হইতে movable types বা সাজানো হরপের উৎপত্তি। আদিম হরপ বা টাইপ কাঠখোদাই করিয়া হইত; ক্রমে ধাতু খোদাই এবং আরও পরে ছাঁচে ঢালাই করিয়া হরপ তৈয়ারী হইতে থাকে। এই শিল্প প্রথমে জারমেনীতে সুরু হয়; মুদ্রাযন্ত্রর যথার্থ আবিষ্কর্তা কে এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও গুটেন-বূর্গকেই আবিষ্কারকের সম্মান দেওয়া হয়; গুটেনবুর্গের প্রধান সহায় ছিল ফুস্ট ও শোএফের (Schoeffer)। জারমেনী হইতে এই শিল্প রোম, ভেনিসে ও তদনন্তর ইউরোপের অন্যান্য শহরে প্রচারলাভ করে। ১৫২০ অব্দের মধ্যে ফ্রান্স এবং আরও কিছু পরে আন্‌টোয়ার্প নগরী গ্রন্থ মুদ্রণের বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়। গুটেনবুর্গ ও তাঁহার সহ-কর্মীদের কর্মকেন্দ্র প্রথমে ছিল স্ট্রাসবুর্গে ও ১৪৪০ হইতে হয় মেনজ (Mainz)। এই মেনজ শহর হইতে গুটেনবুর্গের বিখ্যাত Mazarin Bible ১৪৫৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ফুস্ট ও শোএফের ১৪৫৭ ও ১৪৫৯ যথাক্রমে Psalters নামে খৃস্টান ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক মুদ্রণ করেন। ইংল্যান্ডে উইলিয়াম্ ক্যাক্সটন্ ১৪৭৬এ ওয়েস্ট-মিনিস্টারে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৪৭৭এ ক্যাক্সটন The Dictes and Sayings of the Philosophers ছাপেন। ইহার পর প্রায় সাড়েতিন শত বৎসর মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি খুবই ধীরে ধীরে হয়। ১৮০৪এ চার্লস স্ট্যানহোপ (১৭৫৩ —১৮১৬) লৌহের মুদ্রাযন্ত্র নির্মাণ করেন; ইতিপূর্বে কাঠামো সমস্তই কাঠের ছিল। প্রায় এই সময়ে জারমেনীতে Friedrich Koenig (১৭৭৪—১৮৩৩) নির্মিত মুদ্রাযন্ত্র বাষ্পবলে চালিত হয় (১৮০৬)। 'টাইমস' দৈনিকের (১৭৮৮) স্বত্বাধিকারী জন্ ওয়ালটার জারমেনী হইতে এই বাষ্পচালিত Cylinder machinery আনাইয়া ব্যবহার করেন (১৮১৪)। এই সময়ে ঘণ্টায় ১১০০টা কাগজ ছাপা হইত। ১৮৪৬এ হো (Hoe, Richard March ১৮১২—৮৬) নামে একজন মার্কিন শিল্পী রোটারী (Rotary) মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহার পর তিনি খবরের কাগজের দুইপিঠ এক সঙ্গে ছাপাইবার কল (The Web perfecting press) আবিষ্কার করিলে ঘণ্টায় ১২,০০০ কাগজ ছাপা সম্ভব হয়। এই আবিষ্কারের ফলে সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রচার বিষয়ে যুগান্তর আসিল। ইংল্যানডে

১৮৫৮এ হো'র মুদ্রাযন্ত্র (Hoe's Lightning Press) আমদানী করা হয়। বর্তমানে হো'র মুদ্রাযন্ত্রের Hoe's Double Octuple Rotary machineএ ঘণ্টায় ৬০,০০০ ৬৪-পেজী দৈনিক ছাপা, পাতাকাটা, ভাঁজ করা অবস্থায় পাওয়া যায়।...১৮৭৬এ সচিত্র পত্রিকা ছাপিবার জন্য Ingram এর Web rotary machine আবিষ্কৃত হয়।...রঙীন ছবি ছাপিবার জন্য Savage এর পদ্ধতি (১৮১৯-২২), Baxter (১৮৩৬), Leighton (১৮৪৯-৫১) এবং Orloff (১৮৯৮) এর পদ্ধতি পর পর চলিত হয়। বর্তমানে রোটারী ছাপার যন্ত্রে কাগজের বৃহৎ রোল্ বা ফিতা সংলগ্ন থাকে; উহা সিলিন্ডার বা চুংগি সমুহের মধ্য দিয়া এমনভাবে যায় যে উভয় পার্শ্বে একই সঙ্গে ছাপা হইয়া যায়; রোলগুলিতে প্রায় ২৫,০০০ ফুট কাগজ থাকে।

ছাপাখানার প্রধান অঙ্গ :—(১) কম্পোজ বা অক্ষর সাজানো; ইহা হাত দিয়া হয়; লিনোটাইপ (দ্রঃ) আবিষ্কৃত হওয়ায় আজকাল কম্পোজের কাজ কলেই হয়। (২) শুদ্ধিকরণ বা প্রুফ দেখা। (৩) প্রিন্টিং বা ছাপা। হাতে কম্পোজ পাশ্চাত্য দেশের ছাপাখানায় খুব কমিয়া গিয়াছে; লিনোটাইপে কম্পোজের বেশি কাজ হয়। ভারতের বড় বড় ইংরেজি দৈনিকগুলি লিনোটাইপে কম্পোজ এবং রোটারী প্রেসে ছাপা হয়। এমনকি বাংলা কাগজেও লিনো সুরু হইয়াছে।...... বাংলা দেশে ১৭৭৮এ স্যর চার্লস উইলকিন্স হুগলীর পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়া বাংলা অক্ষর কাঠে খোদাই করাইয়া সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন।...ভারতে ছাপাখানা রাখিতে হইলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে মালিক ও মুদ্রাকরের অনেক সম্বন্ধ রাখিতে হয়। প্রথমত ছাপাখানা করিতে গেলেই মালিক ও মুদ্রাকরকে (Printer) জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি ডিক্লেরেশন দিতে হয়। প্রেসে রাজদ্রোহাত্মক কিছু মুদ্রিত হইলে গভর্নমেন্ট ছাপাখানার মালিকের নিকট হইতে টাকা জামানত চাহিতে পারেন। বারম্বার একই প্রেসে সরকারের আপত্তিকর কিছু মুদ্রিত হইলে গভঃ জামানতের টাকা আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন বা অধিক টাকা জামানত চাহিতে পারেন। আপত্তিকর কিছু মুদ্রণের জন্য প্রিন্টারের জেল ও জরিমানা হইতে পারে।

ছাপাখানার সংখ্যা

ভারতের ৬৯৩৭ (১৯৩৩—৩৪)। মাদ্রাস ২০৬৮; বঙ্গদেশ ১২২০; বোম্বাই ১০১১; যুক্তপ্রদেশ ৯৫৭; পঞ্জাব ৫৯৬; বর্মা ৩৪৮; বিহার-উড়িষ্যা ২৪১; মধ্যপ্রদেশ-বেরার ২০০; দিল্লী ১৫১; আসাম ৭২; আজমীর-মেরবারা ৩৫; উপ-সী প্রদেশ ৩০; কুর্গ ৫।

ছায়া (Shadow)

সূর্যের ছায়া দেখিয়া সময় নিরূপণ প্রথা পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। নানাভাবে ছায়াপড়া দেখিয়া সূর্যঘড়ির (দ্র) সৃষ্টি হয়।... ছায়া ফেলিয়া নানাপ্রকার চিত্র দেখানোর খেলা যবদ্বীপে খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। Shadow-dance সেখানকার সান্ধ্য চিত্তবিনোদনের একটি বিশেষ অঙ্গ।...(পৌরাণিক) সূর্যপত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়াকে সৃষ্টি করিয়া নিজ সন্তানাদি রাখিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়।

ছায়াপথ (The milky way : Galaxy)

আকাশে মাথার উপর শীতকালে মেঘের মত একটি আলোক-পথ আকাশের এক দিগন্ত হইতে অপর দিগন্ত পর্যন্ত চাপের (arc) ন্যায় দেখা যায়। উহা অসংখ্য নক্ষত্র ও নীহারিকার সমষ্টি। জ্যোতির্বিদগণ অনুমান করেন যে এই ছায়াপথ একটি বিরাট চক্রাকার মণ্ডল; সূর্য এই ছায়াপথের একটি তারকা মাত্র, কেন্দ্র হইতে বোধহয় উহা ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। ছায়াপথের কিনারা অসমান; এই মণ্ডলের ব্যাস ১,৫০,০০০; আলোক-বর্ষ ও বেধ বা প্রস্থ ২০,০০০ আঃ বর্ষ। সাগিটারিয়াস বা ধনুক নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট ইহা অত্যন্ত ঘন এবং বোধহয় ইহাই এই বৃত্তমণ্ডলের কেন্দ্র। একদল পণ্ডিত কল্পনা করেন যে ছায়াপথ একটি Spiral নীহারিকা।...ইহার মধ্যে উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ নীঃ আছে।...কিনারার বাহিরে প্রায় ১০০টি বৃহৎ গোলকাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে (globular clusters)। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে হারকিউলিস্ পুঞ্জ; ইহা ছায়াপথ হইতে ৩৫,০০০ আঃ-বর্ষ দূরে। ইহার ব্যাস ১০০ আঃ-বর্ষ। ইহাতে ৫০,০০০ তারার ফটো পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রস্থল অস্পষ্ট বলিয়া কিছু জানা যায় না।...এই globular clusterএর দূরতম পুঞ্জ ২,০০,০০০ আঃ-বর্ষ দূরে।...ছায়াপথ বা বৃত্তাকার জগতটি ঐ শ্রেণী অসংখ্য Spiral nebulae জগতের অন্যতম। এইসব 'দ্বীপবিশ্ব' (island universe) আমাদের ছায়াপথ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে—এবং কোন কোনটি সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মাইল ছুটিয়া পলাইতেছে। ইহাকে expanding universe বলা হয়।

ছারপোকা (Bed-bug)

দুর্গন্ধময় ষটপদী কীট। পৃথিবীর সর্বত্র আছে; ইহাদের প্রায় ৮০০০ শ্রেণী। সাধারণত স্থলে বাস করে, তবে জলেও অনেক জাত থাকে। বৃক্ষবাসী ছারপোকা গাছের ক্ষতি করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছারপোকা সুপরিচিত। ইহাদের চারিটা ক্ষুদ্র পাখা আছে; অবশ্য এই পাখা তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না; ইহাদের ডিম অসংখ্য হয়; এবং ডিম হইতেই বাচ্চা হয়, লার্ভা প্রভৃতি হয় না। মুখ চর্মভেদ করিয়া রক্ত শোষণ করিতে পারে। রক্ত আসিয়া কীটের

মাথার কাছে একটি থলিতে জমা হয়। পরিচ্ছন্নতাই ছারপোকা তাড়াইবার প্রধানতম উপায়। ছারপোকা অনেক রোগের বীজাণু বহন করে।

ছিদ্রবহুল পাথর (Porous stone)
কতকগুলি বেলে পাথরের মধ্য দিয়া জলকণা চুয়াইয়া যায়।

ছিদ্রাল, ছিদ্রবহুল কীটাণু (Porifera)
স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীকে পরিফেরা বলে (দ্রঃ স্পঞ্জ)

ছিদ্রাল প্রাণী (Coelenterate) দ্রঃ শূন্যগর্ভ প্রাণী

ছিন্নমস্তা
দশমহাবিদ্যার (দ্রঃ) অন্যতম। এই রূপে দেবী নিজ শির নিজে কাটিয়া করতলে ছিন্নমুণ্ড দিয়া রুধির পানে নিরতা।

ছিপ
(১) মাছ ধরিবার জন্য লম্বা কঞ্চি বা সরু বাঁশের ছড়ি; ইহার আগায় রেশমের সুতা বা ডোর বাঁধা থাকে। সুতার অগ্রভাগে বঁড়শি ও কিছু উপরে ফাত্না থাকে। ইহা হাত-ছিপ বা দাঁড়া।…বড় মাছ ধরিবার জন্য ছিপের গোড়ার দিকে একটা হুইল বা কপিকলের মত চাকায় সুতা জড়ানো থাকে। ছড়ির প্রত্যেক পাপে একটি করিয়া আংটা থাকে; সুতা উহার মধ্য দিয়া যায়; মাছে বঁড়শি গিলিলে হুইলের সুতা ছাড়িয়া দিতে হয়। (২) এক প্রকার দ্রুতগামী সরু-নৌকা; বাইচ খেলা ও নদী-ডাকাতিতে ব্যবহৃত হইত।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর
বঙ্গাব্দ ১১৭৬ বা ইংরেজি ১৭৭০এ বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হয়। তখন বাংলাদেশে কার্টিয়ার সাহেব ইঃ ইঃ কোম্পানীর গভর্নর। বাঙলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষজনিত পীড়ায় মারা যায়। শস্যক্ষেত্রে চাষ হয় নাই। তবুও নির্মম উদাসীনতার সহিত কোম্পানীর কর্মচারীগণ রাজকর আদায় করিয়াছিল। এই ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' বর্ণিত আছে।

ছুঁচা (Mole)
ক্ষুদ্র চক্ষু, দীর্ঘ মুখ ও নাসাযুক্ত, স্তন্যপায়ী বিবরশায়ী প্রাণী। প্রায় ৬ইঞ্চি দীর্ঘ। ইউরোপ ও এশিয়ার সর্বত্র মাটি খুঁড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহারা নিশাচর। পোকামাকড় ও উই পোকা আহার্য। ভয় পাইলে ইহাদের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

ছুট, ছাড়, ব্যাজ (Commercial discount)
(কমিশন দ্রষ্টব্য)

ছুতার জাতি
সূত্রধর। জাত ব্যবসায় কাঠের কাজ। পশ্চিম বঙ্গে উপরি কাজ ছিল চিঁড়া কোটা। এখন বাঙালী হিন্দু ছুতার প্রায় দেখা যায় না। এখন ছুতারের কাজ প্রায়ই অন্য বর্ণ বা 'পশ্চিমারা' ও কলিকাতায় চীনারা করিতেছে। হিন্দু সমাজে ইহাদের জল অপেয়; কিন্তু চিঁড়া ও ভাজাভুজি খাদ্য।
ছুতারের যন্ত্রপাতির নাম—করাত, বাটালি, হাতুড়ি, মুগুর, তুরপিন, রিশকাপ, র‍্যাঁদা, বাইস্, স্ক্রু ড্রাইভার, উকো, মাটাম।

ছেদ (Intersection) জ্যামিতিক সংজ্ঞা
একটি রেখা অপর একটি রেখার সহিত মিলিত হইলে, উহারা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে বলা হয়।

ছেদক (Secant) জ্যামিতিক সংজ্ঞা
কোন সরল রেখা একটি বৃত্তের পরিধিকে দুই বিন্দুতে ছেদ করিলে সরল রেখাকে উক্ত বৃত্তের ছেদক বলে।

ছেদক দন্ত (Canine teeth)
দন্ত পাটির কৃন্তকের (দ্রঃ) উভয় পার্শ্বে ২ করিয়া ৪টি তীক্ষ্ণ দন্ত। দাতগুলি কুকুরের দাঁতের ন্যায় দেখিতে বলিয়া লোকে কুকুর দাঁত বলে।

ছেদবিন্দু (Point of intersection)
যে বিন্দুতে বা বিন্দুসমূহে একটি রেখা অপর একটি রেখার সহিত মিলিত হয়, সেই বিন্দুকে বা বিন্দুগুলিকে উক্ত রেখা-দ্বয়ের ছেদবিন্দু বলা হয়।

ছোট আদালত (Small Causes Court)
কলিকাতার মধ্যে সমস্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টের (দ্রঃ) খাস বিচারাধীন; কিন্তু সামান্য টাকার মোকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তির জন্য যে বিচারালয় আছে, তাহাকে ছোট আদালত বলে।

ছোলা (Gram)
রবি শস্য। ধান কাটিবার পর ক্ষেত্রে ছোলা বোনা হয়। শিম্বাদি বর্গের কৃষিজাত শাক। লোকে শাক খায়। শাকের শুঁটির মধ্যে ছোলা থাকে। শুক্‌নো ছোলা রোদে দিয়া ভাঙ্গিলে ছোলার দাইল হয়। ভিজা ছোলার অঙ্কুর বা কল আদা ও গুড়সহ প্রাতে আহার করিলে শরীর জোরালো হয়। ঘোড়ার প্রধান খাদ্য ছোলা। ছোলা পুষ্টিকর খাদ্য; তবে ইহাতে আমিষাংশ বেশি আছে বলিয়া সহজপাচ্য নহে; ইহাতে শ্বেতসার ৩৭·৭ ভাগ, আমিষ ২২·৮ ভাগ, স্নেহ ৪·২ ভাগ ও খনিজ লবণ ভাগ ২·৫। ভারতবর্ষে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে ছোলার আবাদ হয়; ইহার মধ্যে যুক্ত প্রদেশে ৫০ লক্ষ একর জমিতে (৪০·২%) ও

পঞ্জাবে ৩৬·২ লক্ষ একর ৩৬·২%)। বাংলাদেশে মাত্র ২ লক্ষ ৭ হাজার একরে (১·৫%) চাষ হয়। রপ্তানীর শতকরা ৭০ ভাগ করাচী বন্দর হইতে ও ২৭ ভাগ বোম্বাই হইতে যায়। বৎসরে ২৩ লক্ষ টাকার ছোলা বিদেশে রপ্তানী হয়; ইহার মধ্যে ১২,২৫,০০০ টাকার (৫৩·৪%) ছোলা ফ্রান্স ক্রয় করে।

ছোয়ারা, শুষ্ক বন্য খেজুর (খুর্মা দ্রঃ)

ছোঁয়াছুঁয়ি, ছুঁৎমার্গ

স্পর্শদোষ সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট বিচার আছে। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের হাতে অন্ন খায় না; কাহারো বা জল লওয়া যায় না; কাহারও দুধ খাওয়া যায়; কাহারও প্রস্তুত লুচি খাওয়া যায় কিন্তু ভাত নয়। ছুতারের চিঁড়া খাওয়া চলে, তাহার জল অপেয়। এইরূপ অসংখ্য নিয়ম নিষেধ আছে। মুসলমানদের মধ্যে 'খাওয়া পীনা' সম্বন্ধে ছোঁয়াছুঁয়ি নাই। 'বারো চোবের তেরো চৌকা' কথা উঃ ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়িকে Don't touchism বা ছুঁৎমার্গ আখ্যা দান করেন।

জ

জ (যব)

ছুতারের মাপে এশব্দ ব্যবহৃত হয়; এক ইঞ্চির $\frac{১}{৪}$ অংশ বা এক যব লম্বা স্থান।

জই শস্য (Oat ; Avena sativa)

যবের মত শস্য; এদেশে মানুষের খাদ্য নয়, ঘোড়ার খাদ্য। ইহার খড় ঘোড়ার পুষ্টিকর খাদ্য (দ্রঃ ওট্)।

জউ, জতু পোকা (লাক্ষা কীট)

এই পতঙ্গ পলাশ, অশ্বত্থ, কুসুম, শাল, কুল প্রভৃতি গাছের রস খাইয়া বাঁচে। স্ত্রী-জউ গাছে বাস করে; ইহাদের পেট হইতে ছোট ছোট লাল কীট বাহির হইয়া ডালে লাল হইয়া ঘিরিয়া থাকে। কালে অধিকাংশ মরিয়া যায়; যে কয়টি অন্য পতঙ্গ কিংবা পক্ষীর দেহে লাগিয়া কিংবা নিজ চেষ্টায় অন্য রসালো ডালে আশ্রয় লইতে পারে, তাহারা বাঁচিয়া যায়। সেখানে তাহাদের পা খসিয়া যায়। পরে তাহাদের দেহ হইতে জউ (জতু) নিঃসৃত হয়। (দ্রষ্টব্য লাক্ষা; যোগেশ)।

জক, জঁক, যক্ষ, যক

গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস যে পুরাতন পুকুরে বা নদীঘাটে এক জাতীয় উপদেবতা থাকে; কেহ ডুবিয়া মরিলে লোকে মনে করে জকের পিঠে পা দিয়াছে বলিয়া মৃত্যু হইয়াছে। জক লোককে স্বপ্ন দেয়; তার পেট টাকায় ভরা; ইহার পিঠ কাছিমের মত। কোনো পুণ্যবানকে টাকা দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।...(Jack) জ্যাক এক প্রকার যন্ত্র; মাটি হইতে ভারি জিনিষ তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

জগজীবন দাস (১৭ শতক)

অযোধ্যার রাজপুত। সৎনামী (দ্রঃ) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

জকী (Jockey)

ঘোড়দৌড়ের সময় যে পেশাদার অশ্বপরিচালকগণ সোয়ার হয় তাহাকে জকী বলে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত অশ্ব শিক্ষকের (Horse trainer) নিকট সাকরেতি করিয়া উহা শিখিতে হয়। ইংল্যান্ডের জকী ক্লাব হইতে নূতন জকীকে লাইসেন্স লইতে হয়। গ্রেট বৃটেনের জকী ক্লাব ১৭৫০এ স্থাপিত হয়। ইহাদের কেন্দ্র হইতেছে New Market.

জখনাচার্য (১২ শতক)

মহীশূরের রাজা ও শিল্পী; রাজ্যের দেবালয়সমূহ তাহারই পরিকল্পনানুসারে নির্মিত হয়।

জগঝম্প

বাদ্য। মাটির দোনা বা নাদার মত দেখিতে বাদ্য বিশেষ; এক মুখে চামড়া দেওয়া থাকে। ঢাকের দুইদিকে চামড়া থাকে; ইহার শব্দে জগৎ কাঁপাইয়া তোলে।

জগৎকুমার শীল (J. K. Seal)

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা ও ব্যায়ামবীর; জন্ম ১৯০৬। কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যায়াম শিক্ষা-পরিচালক। ইনি আফ্রিকার বিখ্যাত বক্সার পার্সি ভ্যাংগার (Vanger)এর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করেন ও ১৯২৮এ Will Carter ও Ross Carloকে পরাজিত করেন।

জগৎ নারায়ণ (১৮৬৩)
যুক্ত প্রদেশের ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিক। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতপূর্ব ভাইস-চান্সেলর ও যুক্ত প্রদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী। বর্তমানে অযোধ্যার চীফ কোর্টের উকিল। ১৯১৬ সালে লখ্‌নৌ কন্‌ফরেন্সের ৩১শ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

জগৎ শেঠ
মুর্শিদাবাদের মাড়োয়ারী এক শ্রেষ্ঠি পরিবারের উপাধি, বাদশাহ মহম্মদ শাহ কর্তৃক প্রদত্ত (১৭২২)। ইহারা ধনকুবের ছিল এবং ধনবলে সরফরাজকে তাড়াইয়া আলীবর্দিকে বঙ্গের সিংহাসনে আনে। এই বংশের মহাতব 'জগৎ শেঠ' নামে বাঙলার ইতিহাসে খ্যাত। সিরাজদ্দৌল্লা ইঁহাকে অপমান করেন এবং তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ইনি মীরজাফর ও ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করেন। মীরকাসেম নবাব হইয়া শেঠদের বন্দী করেন ও ইংরেজরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উদ্ধার করিতে পারে না। মীরজাফর পরাভূত হইয়া পলায়ন কালে ইহাদের সঙ্গে লইয়া যান ও হত্যা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লন।

জগৎ সিংহ
মানসিংহের পুত্র। ইঁহার কন্যাকে জাহাঙ্গীর বিবাহ করেন। অতিরিক্ত সুরাপানে মৃত্যু হয়।

জগদানন্দ (১৭৮৪)
বৈষ্ণব পদকর্তা; জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত: শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্ম। পিতা নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন ও জগদানন্দ পরে বীরভূমের দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। জোফলাইতে প্রতি বৎসর উৎসব হয়। (দ্রঃ পদকল্পতরু ৫ম পৃঃ ১১৬—১৮)

জগদানন্দ রায়, রায় সাহেব (১৮৬৯—১৯৩৩)
বাঙলায় বিজ্ঞানের লেখক; জন্ম বঙ্গাব্দ ১২৭৬; কৃষ্ণনগর। সাধনা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা আরম্ভ হয়। ১৯০১ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক হন। প্রকৃতি পরিচয়, বৈজ্ঞানিকী, আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, গ্রহ নক্ষত্র, গাছপালা, মাছ ব্যাঙ সাপ, নক্ষত্র চেনা, তড়িৎ, শব্দ, স্থির-বিদ্যুৎ, চল বিদ্যুৎ, চুম্বক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক। রায় সাহেব উপাধি পান। ১৯৩৩এ শান্তিনিকেতনে মৃত্যু হয়। বোলপুরের বহুজনহিতকর কর্মের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। বিচক্ষণ শিক্ষক বলিয়া খ্যাতি ছিল।

জগদিন্দ্র নাথ রায় (১৮৬৮—১৯২৬)
নাটোরের জমিদার। রাজশাহীর এক গরীব ব্রাহ্মণের পুত্র; নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথের বিধবা পত্নী ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ ইনি পারিবারিক উপাধি 'মহারাজা' প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭এ ইঁহারই উৎসাহে নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। ১৯০৩ বহরমপুরের উক্ত অধিবেশনের সভাপতি হন। ১৯০১ Bengal Landholders' Association এর স্থাপয়িতাদের অন্যতম। ১৯০১ কলিকাতা কন্‌গ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সাহিত্য, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামে পত্রিকা বহুবৎসর সম্পাদন করেন। ১৯১৪ পাবনা সাহিত্য সম্মেলন ও ১৯২৫ মুন্সীগঞ্জ সাঃ সম্মেলনে সভাপতি হন। ১৯২৬এ মোটর দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয়। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ও বিশিষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন। 'সন্ধ্যাতারা', 'শ্রুতিস্মৃতি', 'দারার অদৃষ্ট', 'নুরজাহান' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

জগদীশ গুপ্ত
ঔপন্যাসিক। ইনি বাঙলা মাসিকে প্রথম ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি বোলপুর কাচারীতে কাজ করিতেন, তবে বাসস্থান ছিল কুষ্টিয়া। মহিষী, দুলালের দোলা, রোমন্থন, অসাধু সিদ্ধার্থ, রূপের বাহিরে, লঘুগুরু প্রভৃতি বহু গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা।

জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর (১৮৫৮—১৯৩৭)
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। নিবাস ঢাকা রাঢ়িখাল গ্রাম। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; ময়মনসিংহে জগদীশের জন্ম হয় (১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৮; ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮)। কলিকাতা হইতে বি. এ. পাশ করিয়া বিলাত যান ও সেখানে কেমব্রিজের বি. এ. ও লন্ডনের বি. এসসি. উপাধি লইয়া দেশে ফেরেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৮৫)। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি এদেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন (১৮৯৫)। উদ্ভিদের প্রাণ আছে ও তাহা আঘাতের দ্বারা বেদনাপ্রাপ্ত হয় ইহা তিনি সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন। উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন সম্বন্ধে গবেষণা তাঁহার সর্বোত্তম কার্য। ক্রেসোগ্রাফ নামে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা গাছের প্রাণক্রিয়ার ছবি এক লক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখানো যায়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ইনি অন্যতম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত হইয়া বহুবার বিদেশে যান। ত্রিশ বৎসর চাকুরীর পর ১৯১৫এ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৬এ স্যর উপাধি লাভ হয়। ১৯১৭এ বোস ইনস্‌টিটিউট বা বসু বিজ্ঞান-মন্দির (১৯১৭, ৩০ নভেম্বর) স্থাপন করেন। ইনি বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের লেখক।

Responses in the Living and Non-living (1903); Comparative Electro-physiology (1907); Plant Response (1918); Irritability of Plants (1913); Life Movements in Plants (1918); The Nervous Mechanism of Plants (1926); Plant Autograph (1927) ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় 'অব্যক্ত' নামে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বহু লক্ষ টাকা নানা সৎকর্মে দান করিয়াছেন। Prof. P. Geddes ইংরেজিতে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিয়াছেন। জগদানন্দ রায়, 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'; অনিল চন্দ্র ঘোষ, 'জগদীশচন্দ্র,' চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'জগদীশচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী (১৮৫৪—৯৪)

হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ও ৮ খানি গ্রন্থের লেখক। মেডিক্যাল কলেজে পড়া শেষ করিয়া ১৮৮৪ হইতে হোমিওপ্যাথী আরম্ভ করেন। বাংলায় ইহার প্রসারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। কলিকাতায় লাহিড়ী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬-১৭ শতক)

নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক; পিতা যাদবচন্দ্র। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের শিষ্য। বাল্যকালে জগদীশ দুর্দান্ত ছিলেন, কিন্তু ক্রমে পরিবর্তন হইয়া অসাধারণ পণ্ডিত হন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির 'তত্ত্বচিন্তামনি দীধিতি'র টিপ্পনী, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'অনুমানময়ূখে'র ভাষ্য, প্রসস্তপাদের ভাষ্যের 'সুক্তি' নামে টীকা রচনা করেন। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' শব্দখণ্ডের মৌলিক গ্রন্থ। জগদীশের টীকা 'জাগদীশী' নামে খ্যাত। জগদীশের একপুত্র রঘুনাথ 'সাংখ্যতত্ত্ব বিলাস' ও অপর পুত্র রামভদ্র 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'র 'সুবোধিনী' নামে টীকা রচনা করেন। (দ্রঃ জীবনীকোষ ৫৯৯)।

জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬—৯২)

নদীয়া মেহেরপুর নিবাস। আইন পাশ করিয়া দিনাজপুরে ওকালতি করেন; পরে মুন্সেফ হইয়া বহু স্থানে ঘুরেন। 'চৈতন্যলীলামৃত' নামে শ্রীচৈতন্যর বিস্তৃত জীবনী রচনা ও চৈতন্য চরিতামৃত সটীক প্রকাশ করেন।

জগদ্ধর ঠাকুর (১৩ শতক)

মিথিলা রাজের ধর্মাধিকরণ। বোধ হয় মিথিলাবাসী। 'বাসব দত্তা'র 'তত্ত্বদীপিকা' 'মেঘদূতে'র 'রসদীপিকা' 'মালতীমাধবে'র টীকাকার। গীতার 'গীতাপ্রদীপ' চণ্ডীর 'দুর্গা টীকা' প্রভৃতি রচয়িতা।

জগদ্ধাত্রী দেবী

হিন্দুদের আরাধ্য দেবী। চারি হস্ত, সিংহবাহিনী, ত্রিনয়না। অগ্রহায়ণ মাসে পূজা হয়।

জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২)

শিক্ষক সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম ১২৪৮। ঢাকা নিবাসী। ১৮৬৩ এফ. এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন (১৮৭৫); পরে তথায় প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯২এ পাবনায় বদলী হন। 'মেঘনাদবধে'র অনুকরণে তাঁহার রচিত 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' ব্যঙ্গ-কাব্য হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য। 'ঢাকাপ্রকাশ' 'এডুকেশন গেজেট' 'বান্ধব' প্রভৃতি মাসিকের লেখক। 'ভারতের হীনাবস্থা' নামে কাব্য (১৮৬৬), 'দেবলা দেবী' নামে নাটক (১৮৭০) রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলী 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী' নামে সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'গৌরপদতরঙ্গিনীর' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

জগদ্রাম রায় (১৮ শতক)

মধ্যযুগের বাংলা কবি। জন্মস্থান বাঁকুড়া-শিখরভূমি-ভুলুইগ্রাম; রানীগঞ্জ সন্নিকটস্থ দামোদরের অপরতীরে। পঞ্চকুটের রাজা রঘুনাথ সিংহের আদেশে 'অদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করেন (১৭৯০)। এই রামায়ণ কবির স্বকপোল কল্পিত; সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ' হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। ইঁহার অপর গ্রন্থ 'দুর্গাপঞ্চরাত্র'। তাঁহার রচনা আড়ষ্ট বলিয়া জনপ্রিয় হয় নাই। (জী-কো ৬০৮)

জগন্নাথ

পুরীর মন্দিরস্থ দেবতাকে 'জগন্নাথ' বলে। কিম্বদন্তী, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দিরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরে নিহত হইলে তাঁহার দেহের অস্থি পাইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তদদ্বারা জগন্নাথের মূর্তি নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক হন ও বিশ্বকর্মাকে এই কর্মে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্মা বলেন যে তিনি যতদিন মূর্তি গঠনে ব্যাপৃত থাকিবেন, ততদিন রাজা তাহা দেখিতে চেষ্টা করিবেন না। পনের দিন রাজা অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু বিশ্বকর্মা ঘর হইতে বাহির হন না; রাজা অধীর হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তখনই বিশ্বকর্মা কাজ অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন; সেইজন্য জগন্নাথের হাত পা নাই।...জগন্নাথের মন্দির পূর্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার যে দারুময় মূর্তি আছে তাহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের হিন্দু রূপ মাত্র। প্রাচ্য-গঙ্গ বংশোদ্ভব কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোর গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৮) উড়িষ্যা জয় করেন ও তাঁহার আদেশে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। সম্ভবত তাঁহার প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমের সময় উহার নির্মাণকার্য শেষ হয়।

জগন্নাথ

বৈষ্ণব পদকর্তা ; সুরসিক রচয়িতা। 'পদকল্পতরু'তে ৯টি মাত্র পদ আছে; অ-প্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে জগন্নাথ ভনিতাযুক্ত নৌকাবিলাস আছে; উহা নানা আধুনিক কীর্ত্তনিয়ারা গাহিয়া থাকে (প-ক-ত ৫ম পৃঃ ১১৮)।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৫—১৮০৬)

ত্রিবেণীতে জন্ম। পিতা রুদ্রদেব। ২৪ বৎসর বয়সে টোল স্থাপন করেন। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য রাজা নবকৃষ্ণ, নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র, ওয়ারেন হেস্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি বহু ব্রহ্মোত্তর পান। জোন্স্ সাহেবের অনুরোধে 'অষ্টাদশ বিবাদ বিচার গ্রন্থ' ও 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে দায়ভাগ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। মৃত্যুকালে বহু জমিজমা ও প্রায় লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প চলিত আছে।

জগন্নাথ পণ্ডিত (১৬২০—১৬৬০)

অন্ধ্র দেশীয় পণ্ডিত। প্রথম বয়সে দিল্লীশ্বর শাহজাহানের সভায়, পরে মথুরায় ও শেষ জীবনে কাশীতে কাটে। 'ভামিনী বিলাস' নামে বিখ্যাত কাব্য রচয়িতা। এ ছাড়া 'রসগঙ্গাধর' বিশিষ্ট অলঙ্কার গ্রন্থও তাঁহার রচনা। ইনি বহু স্তোত্র রচনা করেন।

জগন্নাথ মিশ্র (১৫ শতক)

শ্রীচৈতন্যর পিতা; ইনি শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন। পিতার নাম নীলকণ্ঠ মিশ্র ও মাতার নাম শোভাদেবী। পত্নী শচীদেবী শ্রীহট্ট-জয়পুর গ্রামবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা। শচীদেবীর গর্ভে ৮টি কন্যা হইয়া মারা যায়; তদনন্তর বিশ্বরূপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপের আট বৎসর বয়সের সময় নিমাই (শ্রীচৈতন্য)-এর জন্ম হয়। ষোল বৎসর বয়সে বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করেন।... জগন্নাথ মিশ্রর পূর্ব পুরুষগণ উৎকল প্রদেশে রাজপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন; রাজার অত্যাচারে দেশত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে জয়পুর গ্রামে বাস করেন। পরে ভীষণ মারীভয়ে জগন্নাথ শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসেন।

জগলুল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭)

মিশর দেশীয় রাষ্ট্রনীতিক। কৃষকের ঘরে জন্ম হয়। কাইরোর অল-অজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮২ আরবী পাশার বিদ্রোহের সঙ্গী হন। তৎপরে ওকালতি সুরু করেন। ১৯০৬ মিশরের শিক্ষামন্ত্রী। রাজনীতিক মতের জন্য ১৯১২ মন্ত্রিত্ব ছাড়িতে বাধ্য হন। মহাসমরের সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করেন ও ফলে ইংরেজের দ্বারা মালটা দ্বীপে নির্বাসিত হন। পর বৎসরে মুক্তি পান; কিন্তু পুনরায় ১৯২১এ কারারুদ্ধ হন ও নির্বাসনে বাস করেন। নূতন শাসন সংস্কারে প্রধান মন্ত্রী হন (১৯২৪)। ১৯২৬এ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইতেন, কিন্তু বৃটিশর সরকার বাধা দান করায় হইতে পারেন নাই।

জঙ্গবাহাদুর, মহারাজা, স্যর (১৮১৮—৭৭)

নেপালের রাজ্যশাসনে রাজা নামেমাত্র আছেন; এই অবস্থার জন্য দায়ী জঙ্গবাহাদুর। ইনি ১৮৪৪ এ নেপাল সৈন্য দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৪৬এ তিনি অকর্মণ্য রাজার নিকট হইতে চিরস্থায়ী মন্ত্রিত্ব পদ আদায় করেন এবং সেই হইতে উক্ত পদ এই রানা পরিবারের জ্যেষ্ঠ সংস্য বরাবর পাইয়া আসিতেছেন। জঙ্গবাহাদুর নেপালের রাজা ও তাঁহার পরিবারকে প্রায় বন্দীভাবে রাখেন। ১৮৫০এ ইনি বিলাত যান ও বহু সম্মান লাভ করেন। ইঁহার পূর্বে কোনো হিন্দু রাজা বিলাত যান নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য গুরখা সৈন্য দান করেন।

জঙ্গীলাট (Commander-in-chief)

ভারতের সমর বিভাগের প্রধান-সেনাপতি। ভারতরক্ষা ব্যাপারে ভারত সচিব ও গভর্নর-জেনারেলের পরেই জঙ্গীলাটের ক্ষমতা। ১৭৭৩ রেগুলেটিং অ্যাক্টানুসারে এই পদ সৃষ্টি হয় ও তিনি গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর হন। ১৮৩৩এ নূতন সনদ গ্রহণের সময় স্থির হয় অতঃপর জঙ্গীলাট গঃ জেঃর সভার অতিরিক্ত সভ্য হইবেন এবং ১৮৩৫এ স্যর এইচ ফেন্ জঙ্গীলাট হন; এই ব্যবস্থা ১৯৩৫ পর্যন্ত চলে। জঙ্গীলাট এখন পর্যন্ত বড়লাটের শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য (Extraordinary Member), কাউন্সিল অব্ স্টেটের সভ্য। ১৯৩৫ এর নূতন আইনানুসারে বড়লাটের মতো ইঁহার নিয়োগ, বেতন প্রভৃতি ভারতেশ্বর দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। স্থল সৈন্য ব্যতীত রয়েল নৌ-বাহিনী, আকাশ বাহিনী ইঁহার অধীন। বর্তমান জঙ্গীলাট স্যর রবার্ট এ ক্যাসেলস্। (সমর বিভাগ দ্রঃ)

জজ (Judge)

হাইকোর্টের অধীন প্রায় প্রতি জিলায় জজ কোর্ট আছে। হাইকোর্টের মত জিলা-জজের দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার ক্ষমতা আছে। (১) দেওয়ানী বিভাগের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনমত অতিরিক্ত জজ (Additional Judge) ও সব্ জজ থাকেন। মহকুমা বা চৌকির মুন্সেফরা সাধারণত এক বা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত দাবীর মামলা করিতে পারেন, তাহার উর্ধ্বের দাবীর মামলা সদরে জজের কাছে হয়। এ ছাড়া মুন্সেফী আদালতে বিচারের বিরুদ্ধে আপীল তিনি শোনেন; সুতরাং হাইকোর্টের ন্যায়

প্রাথমিক ও আপিল মামলা করিবার তাঁহার অধিকার আছে। মুন্সেফী কোর্ট পরিদর্শন ইঁহার অন্যতম কর্তব্য। (২) ফৌজদারী বিভাগের দায়রা মামলা করেন দায়রা বা সেশনস্ জজ ; জেলা জজের উপর দায়রা জজের ক্ষমতা প্রায় প্রদত্ত থাকে। দায়রা জজের অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার নিম্নস্থ সহকারিগণ জিলার ফৌজদারি বিচার করিয়া থাকেন।

...দায়রা জজ ফৌজদারী মামলায় মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত দিতে পারেন ; হাইকোর্টের দায়রা জজরা জুরির মতানুসারে কাজ করিতে বাধ্য। কিন্তু জিলার দায়রা জজ জুরির মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন ; কিন্তু জুরির সহিত ভিন্ন মত হইলে হাইকোর্টে মামলার কাগজপত্র পাঠাইতে হয়। হাইকোর্টের জজদের বিচার চরম বিচার ; তবে সপার্ষদ গভর্নর, গভঃ জেনাঃ ও সম্রাট অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন। জজদের বিচার বিষয়ে ক্ষমতা অনেক ; হাইকোর্টের জজদের 'রায়' বা Judgment অনেক সময়ে নজির বা আইনের মতন হয়।...ইন্ডিয়ান্ সিবিল সার্বিসের (I.C.S.) লোক, অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট ও হাইকোর্টের উকিলকে জজিয়তি কাজ দেওয়া হয়।...বাঙলার হাইকোর্টে ১৫ ; জিলায় ২১, অতিরিক্ত ১৪ জজ ; সাবজজ ৪৪ ; মুন্সেফ ২৩৫।

জজ (Book of Judges)

বাইবেলের প্রাচীনাংশের একটি বই। এই গ্রন্থে জশুয়া হইতে সামুএল পর্যন্ত ইহুদীদের ইতিহাস বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ বোধহয় খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতকে সঙ্কলিত হয়।

জটামাংসী শাক (Spikenard : Nardostachys jatamansi)

হিমালয়ের বন্য শাক, প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চে জন্মে। মূলার ন্যায় কন্দ হয় ও এই কন্দে জটাকার শিকড় থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহা তিনপ্রকার—সাধারণ, সুগন্ধ, সূক্ষ্ম। ইহা সুরভি, কষায়, কটু, শীতল, কফঘ্ন ইত্যাদি গুণযুক্ত। ইহার অনুলেপন জরঘ্ন ও রুক্ষতাঘ্ন। প্রায় ১০ সের জঃ চোয়াইলে ১ আউন্স পিঙ্গলবর্ণ তৈল পাওয়া যায়। বহু প্রকার রোগে বিশেষ হিস্টিরিয়া, হৃদরোগে প্রযোজ্য। (দ্রঃ Watt 463 ; Chopra 586)

পৌরাণিক পক্ষী—অরুণ ও শ্যেনীর সন্তান। জ্যেষ্ঠ সম্পাতির সহিত একত্রে ইন্দ্রকে পরাভূত করেন। সূর্যকে আক্রমণ করিতে গিয়া জটায়ু আহত হন। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় ইহার দ্বারা বাধা পান ; কিন্তু রাবণ ইহাকে আহত করেন। রাম খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিলে জটায়ু রাবণ সম্বন্ধে খবর দিয়া দেহত্যাগ করেন।

জটাসুর

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন অস্ত্র শিক্ষার্থ কিছুকাল স্বর্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, ; সেই সময়ে জটাসুর রাক্ষস ব্রাহ্মণ বেশে পাণ্ডবদের কুটীরে আসে। ভীম ভিক্ষার্থ বাহির হইলে জঃ অপর সকলকে অপহরণ করিয়া পালায়। ভীম ফিরিয়া আসিয়া গৃহশূন্য দেখিয়া তখনই রাক্ষসের সন্ধানে বাহির হন ও তাহাকে ধরিয়া ফেলেন ও যুধিষ্ঠিরাদিকে উদ্ধার করেন।

জটিল গুণনীয়ক ও অভেদাবলী (Harder Factors and Identities)

বীজগাণিতিক সংজ্ঞা।

জটিলা ও কুটিলা

মাতা ও কন্যা। গোল নামক গোপের সহিত জটিলার বিবাহ হয় ; ইহাদের পুত্র আয়ান ও দুর্মদ ; কন্যা কুটিলা। আয়ানের সহিত রাধার বিবাহ হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে জটিলা কুটিলার নাম রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বাধাস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত।

জড়পদার্থ (Matter)

আমাদের চারিদিকে যে সব পদার্থ আছে, সহজবোধশক্তির দ্বারা তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পদার্থগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রাণ আছে, তাহাদিগকে বলা হয় 'জীব' আর কতকগুলি যাহাদের প্রাণ নাই, তাহাদের বলা হয় 'জড়'। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা সর্বজনীন নৈসর্গিক সংস্কারবশতঃ যে যে আধারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সমস্ত আছে বোধ করিয়া থাকি, সেই আধারেরই নাম জড়। জড় স্বয়ং কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, ইহার গুণ সমস্তই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।" জড়পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ তিনপ্রকার, স্বতঃসিদ্ধ, পরীক্ষাসিদ্ধ ও আনুমানিক। স্বতঃসিদ্ধ গুণের মধ্যে পুনরায় দুইটি গুণ আছে, যেমন বিস্তৃতি ও স্থানাবরোধকতা ; অর্থাৎ পদার্থমাত্রই কোন স্থান জুড়িয়া থাকে। জড় পদার্থের পরীক্ষাসিদ্ধ গুণের মধ্যে পড়ে নিশ্চেষ্টতা বা জড়তা (inertia), অর্থাৎ জড়পদার্থ স্থানাবরোধক বলিয়া 'বল' (force) ছাড়া উহা পূর্বস্থান চ্যুত হয় না। বলের দ্বারা 'গতি' সৃষ্ট করা যায়, আবার প্রতিকূল বলদ্বারা 'গতি' নিবারণ করিতে হয়। জড়পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা, যথা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। একই পদার্থ তিন অবস্থায় বর্তমান থাকিতে পারে। তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আণবিক বিকর্ষণী শক্তি বাড়ে। তখন উহা তরল হয়। আরও তাপ দিলে বিকর্ষণী শক্তি আরও বাড়ে, তখন উহা গ্যাসের আকার ধারণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জড় পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়;

এই বিভাজ্যতা জড়ের একটি সাধারণ ধর্ম। পদার্থের এই সূক্ষ্ম অংশকে অণু ও অণুর ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু বলে। পরমাণু একত্রিত হইয়া জড়ের অপরাপর ধর্মের স্থুল জড়পদার্থ সৃষ্ট হয়। সঙ্কোচ্যতা, বিস্তার্যতা, স্থিতিস্থাপকতা, বিভাজ্যতা, সচ্ছিদ্রতা প্রভৃতি হইতেছে জড়ের ধর্ম।

জড়বাদ (Materialism)

যাহারা জড়কে জীবের উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করে, তাহারা পাশ্চাত্যদর্শন মতে জড়বাদী। অতি প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে থেলিস্ প্রভৃতি দ্রষ্টাগণ বলিয়াছিলেন জল, অগ্নি, বায়ু জগতের উৎপত্তির কারণ। ডিমোক্রিটাস বলিয়াছিলেন যে, জড়ের উৎপত্তি হয় কতকগুলি অণুর সমাবেশে। জড়বাদীরা বলেন জড় ছাড়া জীবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। বর্তমান যুগের জীবতত্ত্ববিদগণ দেখাইয়াছেন যে জীবনের আদিমতম উপাদান প্রোতপ্লাজাম জড়পদার্থের অনু ছাড়া কিছুই নহে; কিন্তু জড়পদার্থের অণুসমূহ কৃত্রিমভাবে সমাবেশ করিলে জীবিত প্রোতপ্লাজাম সৃষ্টি করা যায় নাই। সুতরাং জীবের জড়োৎপত্তি এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞানীরা অণু-পরমাণু বিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে বিদ্যুৎ তরঙ্গে আসিয়া পৌছিয়াছেন। কিন্তু জড় হইতে জীব উৎপন্ন হইতেছে এ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

একমাত্র জড় (অচেতন) পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে—এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। সাংখ্যদর্শনে যদিও জড় প্রকৃতিকে স্থূল জগতের কারণ স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি পুরুষের সাহায্য ব্যতীত তাহাতে স্বতঃকারণতা স্বীকার করা হয় নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক স্বীকৃত পরমাণু ও ঈশ্বরের ইচ্ছাবশে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জড়জগতের উপাদানরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকে—ইহাই যুক্তিপ্রধান দর্শনের সিদ্ধান্ত। মীমাংসা দর্শনে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করা হয় নাই; সুতরাং সেখানে এ প্রশ্নই উঠে না। বেদান্তিগণ স্থূলজগৎকে পরব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের মতেও জড়বস্তু জগতের কারণ নহে।...একমাত্র নাস্তিক চার্বাকদর্শনে জড়শরীরকেই নিখিলের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহারা পরিষ্কার কিছু বলেন নাই। শরীর ভিন্ন চেতন পদার্থান্তর স্বীকার না করায় মনে হয়, তাঁহারাই ছিলেন জড়বাদী। ভারতীয় আস্তিক-দর্শনে (ষড়দর্শনে) একমাত্র অচেতন জড় পদার্থকে কোথাও জগতের কারণরূপে বর্ণনা করা হয় নাই।

জড়ভরত

পৌরাণিক আখ্যানে আছে রাজা ভরত এক পালিত হরিণের কথা চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরজন্মে রাজা জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও তৎপরজন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লন। এবারও তাঁহার পূর্বজন্ম কথা স্মরণ ছিল; সেই জন্য তিনি সমাজ ও জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতেন। সেইজন্য লোকে তাহাকে জড়ভরত বলিত।

জড়ের অবিনাশিতা (Conservation of mass)

জড়ের ধ্বংস নাই। সহজ চক্ষে যেটাকে আমরা ধ্বংস বলিয়া মনে করি, তাহা পদার্থরূপান্তর মাত্র। মোমবাতিটা জ্বলিয়া উহার অঙ্গার ও উদজান অংশকে বায়ুর সহিত মিশাইয়া দেয়। যদি বাতির ওজন ও বাতি পুড়িয়া যেসব গ্যাস পাওয়া যায়, তাহাদের ওজন লওয়া যায় ত দেখা যাইবে যে বাতির ওজন কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বায়ুর অম্লজান (oxygen) আহরণ করিয়াছে বলিয়া উপাদানগুলির ওজন সামান্য বাড়িয়াছে। জড় অবিনশ্বর।

জতুগৃহদাহ

মহাভারতীয় আখ্যান। দুর্যোধনের চক্রান্তে বারণাবত নামে নগরে লাক্ষাদি দিয়া একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবদের থাকিবার জন্য দেওয়া হয়। পাণ্ডবরা এখানে কোন পর্বোপলক্ষে স্নানের জন্য আসিলে রাত্রে দুর্যোধনের প্ররোচনায় গৃহে অগ্নি সংযোগ করা স্থির হয়। বিদুর কৌরব ভ্রাতাদের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে পাণ্ডবদের পূর্বে সাবধান করাইয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবরা গৃহ হইতে নদী পর্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া রাখেন ও আগুন লাগাইয়া সেখান দিয়া পলায়ন করেন। দুর্যোধনের চর পুরোচন ও এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ ঐ গৃহে দগ্ধ হইয়া মরে।

জন (John)

ইংল্যাণ্ডের রাজা ১১৯৯—১২১৬। জন্ম ১১৬৭। ইনি দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র ও রাজা রিচার্ডের কনিষ্ঠ। ১২১৫এ ম্যাগ্‌না কার্টা (দ্রঃ) বা প্রজার অধিকারের দলিল সহি করিতে বাধ্য হন। ইনি ফরাশীদের রাজা ফিলিপ অগস্টাসের সহিত বিবাদ করিয়া ফ্রান্সে তাঁহার রাজ্যাংশ হারান। রোমের পোপ ৩য় ইনোসেন্ট (Innocent III.)এর সহিত বিবাদ করায় খৃস্টীয় জগৎ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া যায়। পোপ ইংল্যাণ্ডে interdict প্রচার করেন; ইহার ফলে সকল ধর্মকর্ম বন্ধ হইয়া যায়; অবশেষে জনকে একঘরে করিবার জন্য হুকুম দেন। ইহাতেও জন্ পোপের বাধ্য না হওয়ায় তিনি ফরাশীরাজকে ইংলানড আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তখন জন্ ভয় পাইয়া পোপের কাছে ক্ষমা চান (১২১৩)। ইহার দুই বৎসর পরে ম্যাগনা কার্টা সহি হয়।

জন-আন্‌সট্রথার (John Anstruther, Sir)

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক। জন্ম ১৭৫৩।

১৭৭৯এ ব্যারিস্টার হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্‌পীচমেন্টে অন্যতম আসেসর। ১৭৯৮এ ব্যারনেট। ১৮০৮এ ব্যারন। কলিকাতা টাউনহলে ইঁহার প্রতিমূর্তি আছে।

জন, দীক্ষাগুরু (John the Baptist)

খৃস্টীয় সাধু ও গুরু; জাখারিয়াস ও এলিজাবেথের পুত্র; জুডিয়ায় জন্ম হয়। যীশুর আগমনের শুভ সংবাদ তিনি ইহুদীদের মধ্যে প্রচার করেন। হেরেদ্দ কর্তৃক ইঁহার শিরশ্ছেদ হয়। খৃস্টীয় জগতে ২৪ জুন তাঁহার আবির্ভাবের দিন বলিয়া পর্বদিন রূপে পালিত হয়।

জন, যোহন (John, Saint)

খৃস্টীয় সাধু ও যীশুর শিষ্য। যীশুর মাতা মারীয়ামের ভগ্নী সালোমীর পুত্র; পিতার নাম জেবেদি। ইঁহার ভ্রাতার নাম যাকোব। ইনি গালিলি হ্রদের মৎস্যজীবীদের সর্দার ছিলেন। ইনি যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম এবং যীশুর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। অপরাপর শিষ্যদের বিপদকালে ইনিও যীশুকে ত্যাগ করেন; কিন্তু পরে বিচারালয়ে উপস্থিত হন এবং যীশুকে ক্রুস বিদ্ধ করার সময় তথায় ছিলেন। যীশু মৃত্যুকালে মাতা মারীয়ামের ভার যোহনের উপর অর্পন করেন; এবং মারীয়ামের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৪৮ খৃ অ) তিনি জেরুসালেম ত্যাগ করেন নাই। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় এশিয়া মাইনরের এফিসস নগরীতে কাটে। ইনি অবিবাহিত ছিলেন ও অতি বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। বাইবেলের একখানি গ্রন্থর নাম 'জনের শুভসমাচার' বা The Gospel of St. John। গোঁড়া খৃস্টানরা মনে করেন যে এইগ্রন্থ খৃস্টশিষ্য জনের রচনা; কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে উহা কোনো জনশিষ্যর রচনা; অতি-আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন উহা কোন অজ্ঞাত খৃস্টানের দ্বারা রচিত; এবং উহা আলেকজেন্দ্রিয়া বা এফিসসে ১৪০ খৃ অব্দে (?) রচিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়।

জনক

মিথিলা বা বর্তমান উত্তর বিহারে জনক পরিবার রাজা ছিলেন। প্রথম জনকের নাম মিথি, যিনি মিথিলা স্থাপন করেন। সীতা-দেবীর পিতার নাম সীরধ্বজ জনক। জনক রাজারা ক্ষত্রিয় হইয়াও কৃষি কার্য করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য রাজর্ষি উপাধি লাভ করেন।

জনডিস (Jaundice) দ্রঃ ন্যাবা

জন্ বুল (John Bull)

খাঁটি ইংরেজ বুঝাইতে হইলে জন-বুল বলা হয়। ১৭১২এ জন আরবুথনট নামে একজন লেখক এই নাম দিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন (The History of John Bull) ইহাতে হুইগদের সমালোচনা ছিল।

জনমেজয়

পরীক্ষিতের পুত্র, অর্জুনের প্রপৌত্র। পিতা পরীক্ষিৎ নাগদের দ্বারা নিহত হইলে, তাহার প্রতিশোধার্থ নাগকুল ধ্বংস করিবার জন্য বহুসহস্র নাগকে পুড়াইয়া মারেন (সর্পযজ্ঞ করেন)। ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মহাভারতের উপাখ্যান বৈশম্পায়ন মুনি ইঁহাকে বলিতেছেন।

জনমেজয় মিত্র

'সংকর্ষণ দাস' নামে বৈষ্ণব পদকর্তা। ইনি পীতাম্বর মিত্রর পৌত্র ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রর পিতা। ১৮৬০এ 'সঙ্গীত রসার্ণব' নামে বৈষ্ণব পদসংগ্রহ প্রকাশ করেন; ইহাতে ২৪০টি পদ; নিজ পদাবলী ১৫।

জনসংখ্যা (Population)

পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে আন্দাজ প্রায় ২১২,৬৫,২০,০০০। পাচ শত বৎসর পূর্বে ৫ কোটি মাত্র ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ১৬ শতক হইতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড, আফ্রিকায় বহু লক্ষ লোক উপনিবেশ করায় ইউরোপে জন-সংখ্যার চাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ম্যালথাস (দ্র) জন-সংখ্যার সমস্যা সম্বন্ধে এক গ্রন্থে বলেন (১৭৯৮), জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাতে প্রকৃতি যুদ্ধে বা মহামারী দুর্ভিক্ষ দ্বারা মাঝে মাঝে জনসংখ্যা সংকুচিত করিবে। উনবিংশ শতক হইতে শিল্পোন্নতির সঙ্গে জনসংখ্যা গ্রাম হইতে শহরের দিকে চলিতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র জনসংখ্যা যে পরিমাণ বাড়িতেছে তাহাতে লোকে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে; এদিকে ফ্রান্স, জারমেনী ইতালী নিজ নিজ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিবাহাদিতে উৎসাহ দিতেছে; এ ছাড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় জন্মহার হইতে মৃত্যুর হার ক্রমেই কমিতেছে। জনসংখ্যার সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে।

১৯৩৭এর জন সংখ্যা :—

ইউরোপে	৩৯৬,৯১০,০০০
এশিয়া	১১২৪,১০০,০০০
সোভিএট রুশ	১৭০,০০০,০০০
উঃ আমেরিকা	১৪৯,৩৬০,০০০
মধ্য আমেরিকা	৪০,২৬৭,০০০
দঃ আমেরিকা	৮৯,৭০০,০০০
ওশেনিয়া	১০,৫৭০,০০০
	২,১২৬,৫২০,০০০

অনুমান করা হয় যে ২১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীতে ৬০ কোটি লোক হইবে।

জন্‌সন (Johnson, Andrew ১৮০৮—৭৫)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ১৮৬৫-৬৮। ইঁহার পূর্বে ছিলেন আব্রাহাম লিনকলন্। জনসন কন্‌গ্রেসের সহিত বিবাদ করেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে সিনেটে ইম্‌পীচ করা হয় ; ইম্‌পীচমেণ্টে মুক্তি পাইয়া প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন।

জন্‌সন্, অ্যামি (Johson, Amy ১৯০৪)
বৃটিশ নারী-বিমানী। এরোপ্লেনের পাইলট হইবার লাইসেন্স ইতিপূর্বে কোন নারী পায় নাই। ১৯৩০, ৫মে ইংল্যান্ড হইতে একাকী একখানি De Havilandদের Moth এরোপ্লেন করিয়া অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করেন; ছয় দিনে করাচী পৌছান। অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারউইন পৌছাইতে সব শুদ্ধ ১৯ দিন লাগিয়াছিল। ১৯৩২এ J. A. Mollison নামে বিমানীকে বিবাহ করেন।

জন্‌সন্, বেন (Jonson, Ben ১৫৭৩—১৬৩৭)
ইংরেজ নাট্যকার ও কবি। শেকস্‌পীয়ারের সমসাময়িক। ১৬১৯ হইতে রাজকবি। ইঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক "'Every Man in his humour, The Alchemist। শেষ জীবন দারিদ্রে কাটে।

জন্‌সন্, স্যামুএল (Johnson, Samuel ১৭০৯—১৭৮৪) ইংরেজ লেখক ও অভিধানিক। ইনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম ইংরেজি অভিধান সঙ্কলয়িতা ; তিনি ইংরেজি ভাষার সাহিত্যে যেসব শব্দ ব্যবহার হইতে পেরে, তাহারই তালিকা প্রস্তুত করেন (১৭৫৫)। ইঁহার অভিধান অবলম্বনে একখানি ইংরেজি-বাঙলা অভিধান রচিত হয়। ইঁহার বন্ধু বসওয়েল রচিত জন্‌সন্ জীবনী (Life of J.) ইংরেজি সাহিত্যে বিখ্যাত। জনসনের উপন্যাস 'রাসেলাস' (১৭৫৯) ইহা বাঙলায় অনূদিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থ Lives of the Poet (১৭৮১) Vanity of Human Wishes, The Idler প্রভৃতি।

জনা
নর্মদাতীরস্থ মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের রানী, ইঁহার পুত্র প্রবীর ও কন্যা স্বাহা। অগ্নিদেব স্বাহাকে বিবাহ করেন। অর্জুনের অশ্বমেধের অশ্ব মাহিষ্মতীতে আসিলে জনার আদেশে প্রবীর উহাকে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণের বহু চাতুরীর ফলে মাহিষ্মতী অধিকৃত হয় ও প্রবীর নিহত হন। জনা জাহ্নবী জলে আত্মাহুতি দেন। বাঙলা সাহিত্যে জনা বা প্রবীর-পতন যাত্রা খুব জনপ্রিয়।

জনার শস্য, মকাই, ভুট্টা India Corvn. Maize ; (ভুট্টা দ্রঃ)

জনার্দন কর্মকার
ইনি মুর্শিদাবাদের 'জাহানকোষ' নামে বৃহৎ কামান ১০৫৭ বঙ্গাব্দে (১৬৪০ খৃঃ) নির্মাণ করে। জঃ শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন ; উক্ত জিলার পাঁচগাও নামক গ্রামের কর্মকারগণ 'জনার বংশ' বলিয়া অভিহিত হয়। (জাহানকোষ দ্রঃ)

জন্ম মৃত্যুর হার (হাজারকরা অধিবাসীর মধ্যে)

		জন্ম	মৃত্যু
মিশর	.	৪৪'৪	২৭'৭
কানাডা	..	২৩'৯	১০'৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	...	১৮'৯	১১'৩
ডেনমার্ক	..	১৮'৭	১১'২
জারমেনী	..	১৭'৫	১১'১
ফ্রান্স	...	১৮০'	১৫'৬
জাপান	...	৩২'৪	১৮'২
রুমেনিয়া	...	৩৫'০	১৯'৪
ভারতবষ	...	৩৫'৯	২৬'৮
বঙ্গদেশ	...	২৬'৬	২২'৪
মাদ্রাস	...	৩৯'৮	২৫'৫
পঞ্জাব	...	৪৩'১	২৯'৭
যুক্তপ্রদেশ	...	৩৭'৩	২৭'২
মধ্য প্রদেশ	...	৪৭'৭	৩৭'৭
বর্মা	...	২৮'৮	২০'৮
আসাম	...	৩১'৩	২১'৪
বোম্বাই	...	৩৭'৪	২৯'৫
বিহার-উড়িষ্যা	...	৩৬'২	২৯'৬

জন্মশাসন
আদিযুগ হইতে মানুষ খাদ্যের অভাববশত জন্মশাসন করিবার জন্য নানাপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দু বিধবার বিবাহ নিষেধ দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে জন্মশাসন হয় ; তিব্বতে এক নারীর বহু স্বামী বিবাহপ্রথার দ্বারা বহু পুরুষ অবিবাহিত থাকিত। ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, গৃহত্যাগ ইত্যাদি দ্বারা জন্মশাসন হইত। বিবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়া, কন্যাহত্যা ইত্যাদি দ্বারা জন্মহার সঙ্কুচিত হইত। ইসলাম জন্মশাসন সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নিষেধ করে নাই ; বহুবিবাহ বিধবাবিবাহ বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনরায় নিকা প্রভৃতির ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঐ সমাজে একেবারে নাই। খৃস্টানদের মধ্যে এক স্বামীর বহু পত্নী হইতে পারে না। বর্তমান যুগে নৈতিক ও সামাজিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ; এখন আর্থিক কারণে লোক জন্মশাসন করিতেছে। অধিক সন্তান হইলে দারিদ্র্য বাড়ে, সকল সন্তানের যত্ন হয় না ইত্যাদি কারণে ইউরোপে ও

আমেরিকায় জন্মশাসন কৃত্রিম উপায়ে চলিতেছে ; ভারতেও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ইহা দেখা দিতেছে ; মোটকথা সকলেই ক্ষুদ্র পরিবার চায়। ইউরোপে জন্মশাসন আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী এলেন কী (Koy) নামে সুইডিশ মহিলা ও আমেরিকায় শ্রীমতী স্যাঙ্গর্স (Mrs Sangers)।

জন্মান্তরবাদ (Theory of transmigration)
হিন্দুদের বিশ্বাস মানুষের এ জন্মের পূর্বেও জন্ম ছিল ও মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হইবে। নিজ নিজ কর্মানুসারে পরজন্মের যোনি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক দলের বিশ্বাস মানুষ পাপকর্ম করিলে নিকৃষ্ট যোনিতেও জন্ম লইতে পারে ; অপর দল বলেন একবার মানুষ হইয়া জন্মিলে তাহার আর পশুযোনি হয় না। মানুষের সুখ দুঃখ ভেদাভেদের কারণ জন্মান্তরবাদ ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। বৌদ্ধদের মধ্যে পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস দেখা যায়, যদিও তাহারা আত্মায় বিশ্বাস করে না।…বর্তমানযুগে থিওজোফিস্টদের দ্বারা জন্মান্তরবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। সে দিন রাত্রিতে খুব ঝড় বৃষ্টি হয় ও বসুদেব যমুনা পার হইয়া নন্দঘোষের ঘরে যশোদার কাছে কৃষ্ণকে রাখিয়া আসেন। এই দিন বৈষ্ণবদের পর্ব দিন ; উৎসব ও কীর্তনাদি হয়।

জব (Job)
বাইবেলের একজন ঈশ্বরভক্ত গৃহস্থ ; বহু পরীক্ষার মধ্যে তিনি শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন নাই। বাইবেলের এক অংশের নাম The Book of Job।

জব চার্নক (দ্রঃ চার্নক)

জবহর বাঈ
মেবাররাজ বিক্রমজিতের পত্নী। গুজরাটের বাহাদুর শাহ বিক্রমজিতকে বুন্দিপ্রদেশে আক্রমণ করেন (১৫৩৪)। অপর দিকে বাহাদুরের সেনাপতি চিতোর আক্রমণ করেন ও তিন মাস চেষ্টার পর বারুদের সাহায্যে একটি স্থান ভাঙ্গিতে সক্ষম হন। জবহর বাঈ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। ইঁহাদের পুত্র উদয় সিংহ।

জবহরলাল নেহেরু (জ ১৮৮৯)
ভারতের রাজনীতিক নেতা ও লেখক। পিতা মতিলাল নেহেরু (দ্র)। ইনি বিলাতে হ্যারো স্কুল ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন ও ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটরূপে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ইঁহাকে অল্পকালের মধ্যে আকর্ষণ করে। ১৯১৮ হইতে ইনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য হন। ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনের সময় কারাগারে যান। ১৯২২এ মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে পুনরায় জেলে যাইতে হয়। ১৯২৩এর জানুয়ারী মাসে মুক্তি পান। ১৯২৬এ ইউরোপে যান ও ১৯২৭এর শেষে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২৯ নিখিল ভারত কন্‌গ্রেসের সম্পাদক হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে ১৯৩০ এপ্রিল হইতে ১৯৩১এর জানুয়ারী পর্যন্ত জেলে বাস করেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য ১৯৩২ পুনরায় জেল হয়। ১৯৩৪এ পুনরায় জেল হয় ও '৩৫এ মুক্তি পান। ইঁনি তিনবার কন্‌গ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন, ১৯২৯-৩০ ; ১৯৩৬, ১৯৩৭। ইঁনি একজন বিশিষ্ট লেখক। Letters, Glimpses of the World History, Autobiography ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচয়িতা। আত্মজীবনী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। Letters বা পত্রাবলীতে সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস গল্পাকারে লিখিত। বাংলায় অনুবাদ আছে।

জবাই, জবেহ
মুসলমানদের মধ্যে পশুহত্যার নিয়ম কণ্ঠচ্ছেদ করা। এই প্রথা প্রাক্-ইসলামিক অর্থাৎ সেমেটিকদের আদিযুগের প্রথা। তখন মানুষ বিশ্বাস করিত যে পশুরক্তর দ্বারা ধরিত্রী দেবতা সুখী হইবেন এবং সেই রক্ত স্পর্শ করা পাপ। সেই হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের পক্ষে জবাই-করা মাংস ছাড়া কাটা মাংস খাওয়া নিষেধ। মুসলমানদের মতে পশুর রক্ত হারাম (নিষিদ্ধ) বলিয়া উহা বাহির করিয়া দিবার জন্য জবেহ করা হয়।

জবা ফুল (Hibiscus rosa—sinsensis)
ফুলের জন্য বাগানে লাগানো হয়। ফুল প্রায় বারো মাস ফোটে ; ফুল লাল, মাঝে দীর্ঘ মঞ্জরী। বীজ দেখা যায় না। ডাল পুঁতিলে গাছ হয়। শাদা জবা (H. Syriacus) ও পঞ্চমুখী জবা আছে। ঔষধার্থে পুষ্প ব্যবহৃত হয়। কালিপূজায় জবা ফুল লাগে। সাঁওতাল মেয়েদের অতি প্রিয়।

জমজম (Hagar's well)
মক্কাস্থ কূপ ; ইহার জল মুসলমানদের নিকট বিশেষ পবিত্র। কূপ সম্বন্ধে আখ্যান এইরূপ :—হঃ মহম্মদ কোরেশি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কোরেশি বংশে আদি প্রবর্তক হঃ ইব্রাহীম প্রথমা পত্নী সারাখাতুনের পরামর্শে ও খোদার আদেশে দ্বিতীয়া পত্নী হাজেরা ও তৎপুত্র ইসমাইলকে সীহরায় হইতে মক্কার

নিকটস্থ মরুভূমিতে নির্বাসিত করেন। মরুভূমিতে জলাভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া ইসমাইল জমিতে পদাঘাত করিলে তথায় একটি সুড়ঙ্গ হয় ও তথা হইতে পরিষ্কার জল বাহির হয়; অন্য মতে ভক্তের সহায় দেবদূত হঃ জিব্‌রীল-এর (Gabriel) ডানার আঘাতে এই কূপ সৃষ্ট হয়। এ দিকে জননী হাজেরা বিবি অন্যত্র জলান্বেষণে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া এই জলে ওজু করিলেন এবং সুড়ঙ্গের চারি দিকে বাঁধ দিয়া কূপের মত করিয়া রাখিলেন।

জমদগ্নি

ঋচিক মুনি ও সত্যবতীর পুত্র। রাজতনয়া রেণুকাকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার পঞ্চপুত্র, তন্মধ্যে পরশুরামই বিখ্যাত। মাতার স্বভাবসম্বন্ধে পিতা সন্দিগ্ধ হইয়া পুত্রদের সকলকেই একে একে মাতৃবধ করিতে আজ্ঞা করেন; কিন্তু কেহ রাজী হইল না; কনিষ্ঠ পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন। অবশেষে পুত্রের প্রার্থনায় পত্নীকে পুনর্জীবিত করিলেন। কার্তবীর্যার্জুন জমদগ্নির কামধেনু হরণ করিবার জন্য যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেন যে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবেন।

জমান শাহ

আফগানিস্থানের রাজা। ১৭৯৬এ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ইনি লাহোর অধিকার করেন; কিন্তু পারসিকরা কাবুল দেশ আক্রমণ করায় জমান শাহ ভারত জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৭৯৯এ পঞ্জাব অধিকার করেন ও সেই সময়ে রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সাহায্য করায় তিনি শিখ সর্দারকে লাহোরের শাসনকর্তা করিয়া দেন। কালে রণজিৎ সিংহ পঞ্জাব হইতে আফগানদের বিতাড়িত করেন।

জমি

কৃষির অবস্থা, জমির গুণাগুণ দেখিয়া জমির খাজনা কিরূপ হইবে তাহার ব্যবস্থা আকবর শাহ করেন; তিনি ৪ শ্রেণীতে জমি ভাগ করেন। প্রথম তিন ভাগের প্রত্যেকটি আবার ফসল ও উর্বরতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত হইত।

জমিদার

একদল রাষ্ট্রনীতিকের মতে রাজা বা রাষ্ট্রই সমস্ত জমির মালিক। পূর্বকালে রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে দেশের অংশবিশেষ ভাগ করিয়া দিতেন; তাহারা রাজাকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিত। বর্তমান যুগেও নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমিদার বা রায়তকে নির্দিষ্ট কাল বা চিরকালের জন্য জমি বন্দবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্বে জমিদার প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিতেন ও সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি একটা মুনাফা পাইতেন। ভূমিতে তাঁহার কোনো সত্ব ছিল না। জমিদার ও রায়তের মধ্যে বর্তমানে অসংখ্য মধ্যসত্ব সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা দেশে জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী। দ্রষ্টব্য চিরস্থায়ী বন্দবস্ত।

জয় ও বিজয়

বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক দুই ভ্রাতা। দ্বাররক্ষা কালে শনকাদি মুনি বিষ্ণু দর্শনে আসেন; ভ্রাতৃদ্বয় অসময়ে দ্বার ছাড়িতে রাজি না হওয়ায় তাহারা মর্তে জন্মিবে বলিয়া অভিশপ্ত হয়। বিষ্ণু ইহা শুনিয়া বলেন যে ঋষিবাক্য ফিরিবে না; তবে মর্ত্যলোকে তাহারা ঈশ্বরকে মিত্রভাবে ভজনা করিলে সাত জন্মে ও বৈরীভাবে করিলে তিন জন্মে স্বর্গে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে। এই জয় বিজয় যথা ক্রমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দন্তবক্র ও শিশুপাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়কৃষ্ণদাস

বৈষ্ণব গ্রন্থকার; আসল নাম কেনারাম; পিতার নাম রাম-মোহন। নিবাস হুগলী-আরামবাগ। ইনি 'শ্রীচৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ', 'গীতগোবিন্দ'র বাংলা অনুবাদ রচয়িতা। 'রসকল্পলতা' গ্রন্থের লেখক বলিয়া মনে করা হয়।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮—৮৮)

কলিকাতার নিকটস্থ উত্তরপাড়ার জমিদার। ইঁহার পিতা ভারতীয় সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন ও ভরতপুর দুর্গ অধিকারের সময় ছিলেন; দুর্গ অধিকৃত হইলে পিতাপুত্রে বহু অর্থ লাভ করেন ও সেই অর্থদ্বারা জমিদারী ক্রয় করেন। দেশে ফিরিয়া জয়কৃষ্ণ ১৮৩৫ পর্যন্ত সরকারী কাজ করেন ও ঐ বৎসর উক্ত কর্ম ছাড়িতে বাধ্য হন। ১৮৬২ একটি জাল উইলের মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া কারাদণ্ডের আদেশ পান ও প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত লড়িয়া নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। উত্তরপাড়ার বহু জনহিতকর কার্য, যথা,কলেজ. লাইব্রেরীতে বহু অর্থ দান করেন। ইঁহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (দ্রঃ)।

জয়গোপাল গোস্বামী (১২৩৬—১৩২৩)

বাঙালী পণ্ডিত ও লেখক। জন্মস্থান নদীয়া-শান্তিপুর; পিতা রমানাথ। ইনি দীর্ঘকাল শান্তিপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ :—গণিত বিজ্ঞান, সাহিত্য মুক্তাবলী, সীতাহরণ, বাসবদত্তা (অনুবাদ), শৈবলিনী ও রত্নযুগল (উপন্যাস), চারুকথা, গোবিন্দদাসের করচা প্রভৃতি। 'এডুকেশন গেজেটে' সোয়ান (Swan)এই ছদ্মনামে লিখিতেন। বিশিষ্ট কথক ছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫—১৮৪৪)

যশোহর বজরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম নাটোর রাজের সভাপণ্ডিত। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮০৫এ শ্রীরামপুরে কেরি সাহেবদের সংস্কৃত, বাংলা, মুদ্রণকার্যে

সহায়তার জন্য নিযুক্ত হন। কেরি সাহেব প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ইনি সম্পাদন করেন। বহু স্থানের ভাষা ইঁহার রচিত। ইনি সুকবি ছিলেন।

জয়গোবিন্দ লাহা (১৮৩৪—১৯০৫)

কলিকাতা লাহা পরিবারের বিশিষ্ট কর্মী ও দাতা। কলিকাতার শেরিফ ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। পোর্ট কমিশনর, বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

জয়গোবিন্দ সোম (মৃ ১৯০০)

শ্রীহট্ট নিবাসী। এম.এ. বি.এল (১৮৬৫); হাইকোর্টের উকিল। পাঠ্যাবস্থায় খৃস্টান হন। 'আর্যাদর্শন' নামে পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি দেশীয় ভাব ও জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিলেন। 'শ্রীহট্ট সম্মিলনীর' আমরণ সভাপতি (১৮৭৬– ১৯০০)

জয়চন্দ্র

কনৌজের গাহড়বাল রাজবংশীয় রাজা। ইনি বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজকে অতিশয় বিদ্বেষ করিতেন। রাজপুতনার চারণ কবিরা জয়চন্দ্রর কন্যা সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের (দ্রঃ) বিবাহ লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। মোহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করিলে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে কোনো প্রকার সাহায্য করেন নাই। ১১৯৩এ পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন; পর বৎসরে জয়চন্দ্র এটোয়া জিলার চাঁদওয়ার নামক স্থানে ঘোরীর দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন।

জয়ৎসেন

বিরাটরাজ গৃহে ছদ্মবেশে বাসকালে পাণ্ডব ভ্রাতা নকুলের নাম।

জয়ত্রি, জয়িত্রী, জায়ত্রী, জৈত্রী (Nutmeg; Myristica fragrans)। জাতি বৃক্ষের ফলকে জায়ফল বলে। জায়ফলের ফলকোষ হইতেছে জয়িত্রী। জাতি বৃক্ষ মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে জন্মে, মালয় উপদ্বীপে চাষ হয়। শাখা মাটির সমান্তরালে হয় বরং মৃত্তিকাভিমুখী। মর্দিত পত্র সুগন্ধ। পুষ্প ক্ষুদ্র, নির্গন্ধ; পীতবর্ণ ফল প্রায় গোলাকৃতি। জায়ফলের ৩ স্তর—ফলাবরণ (Pericarp), জয়িত্রী ও বীজাবরণ। ফল পাকিলে ফলাবরণ ভাঙিয়া যায় ও নিম্নে জয়িত্রী দেখা যায়। বীজাবরণ কঠিন, স্থুল; ভাঙিলে জায়ফল পাওয়া যায়। এই বীজ পিশিয়া তৈল নিষ্কাশিত হয়; সাবানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থে, ফল, ফলকোষ বা জয়িত্রী ও তৈল কাজে লাগে। (বনৌষধি দর্পন ২৮৬-৭ ; Watt 791 ; Chopra 509)

জয়দেব

১২ শতকে লক্ষ্মণসেনের সভায় ধোয়ী, গোবর্ধন, শরণ, উমাপতি-ধর ও জয়দেব বিদ্যমান ছিলেন। জয়দেব সংস্কৃত কবি। ইঁহার বাসস্থান ছিল বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রাম। পিতা ভোজদেব, মাতা বামা দেবী, পত্নী পদ্মাবতী। বিখ্যাত কাব্য 'গীত গোবিন্দ' ইঁহার রচিত। ইঁহার সুললিত ভাষা ও ঝঙ্কারের অনুকরণ কেহ করিতে পারে নাই। সমগ্র ভারতে এই কাব্য সুপরিচিত। 'ভক্তমাল' বনমালী দাস বিরচিত 'জয়দেব চরিত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত) গ্রন্থে অলৌকিক জীবনী বর্ণিত। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিত 'জয়দেব চরিত্র' ও সতীশচন্দ্র রায় কৃত 'শ্রীগীতগোবিন্দ' বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলিতে পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলা হয়। বোলপুর হইতে ১২ ক্রোশ।

বিরাটরাজগৃহে ছদ্মবেশে বাসকালে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের নাম।

জয়দ্রথ

মহাভারতে উল্লিখিত সিন্ধুরাজ। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার স্বামী। পাণ্ডবদের বনবাসকালে একবার দ্রৌপদীকে অপহরণের চেষ্টা করেন ও ভীমাদির দ্বারা বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু বধের দিন ইঁহার দ্বারা রক্ষিত ব্যূহদ্বার পাণ্ডবগণ ভেদ করিতে পারেন নাই। চতুর্দশ দিবসে অর্জুন কর্তৃক নিহত হন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫১—১৮৩৫)

কলিকাতার সন্নিকটস্থ ভূ-কৈলাসের ঘোষালদের পূর্বপুরুষ। ইনি প্রথমে মুর্সিদাবাদ নবাবের অধীন চাকুরী করিতেন; পরে কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। হেস্টিংস দিল্লীর বাদশাহর নিকট হইতে ইঁহার জন্য 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধির সনন্দ আনাইয়া দেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত ধন উপার্জন করেন ও নানা সৎকাজে অর্থ দান করেন। কাশীতে জঃ বিদ্যালয় বিখ্যাত; তথায় বিনা ব্যয়ে বহু ছাত্র পড়ে। ইনি বহু দেবালয় ও প্রতিমাদি স্থাপন করেন। সংস্কৃত ও বাঙলা গ্রন্থ রচয়িতা। 'কাশী পরিক্রমা'য় তৎকালীন কাশীর বিশদ বর্ণনা আছে। শঙ্করী গীতা, ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা, জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম নামে সংস্কৃত গ্রন্থ, কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, করুণানিধান বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। মৃত্যু ১২২৮।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৫—৭৪)

২৪ পরগণা মুচাদি গ্রামে জন্ম (১২১১)। সংস্কৃত কলেজের ন্যায়-অধ্যাপক। সালিখা ও পরে নারিকেল ডাঙ্গায় চতুষ্পাটি খোলেন। শেষ জীবনে কাশীতে থাকেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক।

(১) ইন্দ্র ও শচীদেবীর পুত্র। রাবণের স্বর্গ আক্রমণের সময় পরাভূত হইলে মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা পাতালে লইয়া আশ্রয় দেন। (২) বিরাট রাজগৃহের ভীমের ছদ্মনাম। (৩) দশরথের মন্ত্রী।

ী, জৈন্তি গাছ (Sesbania Aegyptiaca ও S. aculeata) শিম্বাদি বর্গের ছোট তরু; পাতা তেঁতুলের পাতার মত; জোড়া জোড়া পাতা। এক প্রকার গাছে পাতা ১৫-১৮ জোড়া, পুষ্প পীতবর্ণ; দ্বিতীয় প্রকারে পাতা ১০-১২ জোড়া; পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ ও রেখাবিশিষ্ট। ফুলের কলি বা মুকুল সোজা। শিম্ব দীর্ঘ ক্ষীণ। পত্র, পুষ্প, মূল, বীজপত্র সবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধি ২৮৪-৫; Watt 987; Chopra 567)

জয়পাল

কাবুলের শাহী বংশের রাজারা গজনীর তুর্কদের উৎপাতে বাধ্য হইয়া কাবুল হইতে সরিয়া ভাতিণ্ডায় (Bhatinda পাতিয়ালা রাজ্য) রাজধানী করেন। জয়পাল সবুক্তিজিনের দ্বারা পরাভূত হইয়া সন্ধি করেন; সন্ধির সর্ত পালন না করায় পুনরায় আক্রান্ত হন। হিন্দু সৈন্য পরাভূত হয়। ৯৯৮ অব্দে মামুদ গজনীর সুলতান হইয়া পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করেন। জয়পাল পরাভূত ও বন্দী হন। অর্থ দিয়া উদ্ধার হন বটে, কিন্তু তিনি আর রাজা হন না; পুত্র আনন্দপাল রাজা হন।

জয়পাল গাছ (Croton tiglium)

সুহি আদি বর্গের ছোট তরু। পাতায় তিনটা শিরা; মসৃণ। পুং কেশর ১৫-২০। বীজ হইতে অতি ভয়ানক রেচক জঃ তৈল (c. oil) পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে এই গাছ স্বচ্ছন্দে জন্মে; তবে চীনদেশে ইহার চাষ হয়। জয়পাল তৈল অসতর্কভাবে চর্মে লাগিলে ফোস্কা পড়িয়া যায়। বহু রোগে বীজ ও তৈল ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ Chopra 574)

জয়মল

রাজপুত বীর। উদয়পুরের অধীন বেদনোরের সামন্ত রাজা। আকবর চিতোর আক্রমণ করিতে আসিলে রানা উদয় সিংহ পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন জয়মল ও পুত্ত যুদ্ধ করেন; উভয়ে যুদ্ধে মারা যান (১৫৬৮)। আকবর এই দুই বীরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রস্তরমূর্তি দিল্লী প্রাসাদে স্থাপন করেন।

জয়সিংহ ১ম (১৬৬৭)

অম্বরের (জয়পুর) রাজা। অওরঙজীবের সেনাপতি। ইনি কুমার মুয়াজমের সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; তাঁহারই প্ররোচনায় ও চেষ্টাতে শিবাজী ১৬৬৫তে অওরঙজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রা যাত্রা করেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সহায়তায় শিবাজী আগ্রা হইতে পলায়ন করেন। ইঁহার নিজ পুত্র কিরাত সিংহ দঃ ভারতে পিতাকে বিষ দিয়া হত্যা করেন। (১৬৬৭) লোকে সন্দেহ করে অওঃর প্ররোচনায় উহা ঘটে; কারণ তিনি প্রকাশ্যে জয়সিংহের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করেন। (Smith 4?7)

জয়সিংহ ২য় (১৬৯৯—১৭৪৩)

অম্বর বা জয়পুরের রাজা; ইনি বর্তমান জয়পুর নগর স্থাপন করেন (১৭২৮)। রাজধানী অম্বর হইতে বদল হইয়া এখানে আসে। এই নগর নির্মাণ কার্যে বাঙালী স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। জয়সিংহ জ্যোতিষ সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। জয়পুর, দিল্লী, উজ্জয়িনী ও কাশীতে 'যন্ত্র মন্ত্র' (observatory) স্থাপন করেন। ইউরোপ হইতে তিনি যন্ত্রপাতি আনাইয়াছিলেন। জয়পুর ও দিল্লীর বিশাল সূর্য ঘড়ি প্রভৃতি দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইঁহার শেষ জীবন যুদ্ধে ও অশান্তিতে কাটে।

জয়াকর, মুকুন্দরাম রাও (Jayakar, M.R)

ব্যারিস্টার; রাজনীতিক। ১৯২৩ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য; তখন স্বরাজ দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯২৫ কন্‌গ্রেস ত্যাগ করেন ও গভর্নমেন্টের সহিত কন্‌গ্রেসের শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯২৬—৩০ ভারতীয় আইন সভার সদস্য। গোলটেবিলের সদস্য; জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সভ্য ১৯৩৩। ১৯৩৭ হইতে ফেডারেল কোর্টের অন্যতম জজ। ১৯৪০ বিলাতে হাইকমিশনর।

জয়ানন্দ

'চৈতন্য মঙ্গল' নামে শ্রীচৈতন্য জীবন চরিত প্রণেতা (১৫৫৮-৭০)। ১৫১২ খৃঃ বর্ধমান আমাইপুরা গ্রামে জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র।

জয়াপীড়

কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজা, ললিতাদিত্যের পৌত্র। তিনি উত্তর ভারতের বহুস্থান জয় করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহার সভায় বহু কবি বাস করিতেন। (জী-কোষ ৬৫০-২)

জয়েণ্ট স্টক্ কোম্পানী (Joint Stock Company)

(দ্রঃ যৌথ কোম্পানী)।

জরৎকারু

এই মুনি তপশ্চর্যায় নিরত থাকিতেন বলিয়া বিবাহ করেন নাই; অবশেষে পিতৃপুরুষদের অনুরোধে রাজি হন; কিন্তু বলেন তাঁহারই নামের অনুরূপ নারী পাইলে বিবাহ করিবেন।

নাগরাজ বাসুকির ভগিনী ছিলেন জরৎকারী বা মনসা দেবী; ইনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র আস্তিক মহামুনি।

জরথুষ্ট্র (Zarathustra)
প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম-সংস্কারক। ইরানের আর্য ধর্মকে ইনিই সর্বপ্রথম একটি পদ্ধতির মধ্যে ফেলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মধ্য-এশিয়ায় জন্ম হয়। ইঁহার আবির্ভাবের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে; অনেকে মনে করেন ইনি ৮ম শতকের লোক। জরথুষ্ট্র দ্বৈতশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন, যথা, অহুর মজদ বা পরমদেবতা বা আলোকের দেবতা ও অংগ্রমৈন্যু বা অহ্রিমন অর্থাৎ অন্ধকার বা অজ্ঞান। সত্যের সহিত বিরুদ্ধশক্তি বা পাপের সংগ্রাম চলিতেছে। জঃ লোকদের দানশীল, জীবের প্রতি দয়ালু হইবার জন্য উপদেশ দেন।... অগ্নিকে ইঁহারা সর্বাগ্রে সকল ক্রিয়ায় অর্চনা করেন বলিয়া লোকে সাধারণত পারসিকদিগকে অগ্নি-উপাসক বলে। জরথুষ্ট্রের প্রবর্তিত ধর্ম পারস্য দেশে ১২০০ বৎসরের উপর ছিল; ৭ম শতকে আরব মুসলমানরা পারস্য অধিকার করিলে উহা ঐস্থানে প্রায় লোপ পায়; তদনন্তর তাহারা ভারতে আশ্রয় লয়। (দ্রঃ পারসিক ধর্ম)

জরদ (Orange)
সূর্যের মধ্যে যে সপ্তবর্ণ দেখা যায়, জরদ হইতেছে তাহার ষষ্ঠ।

জরদফুটকী পাখী (Grey-bearded fly-catcher) একজাতীয় পোকা-খেকো পাখী। (যোগেশ)

জরা (Old age)
সাধারণত যন্ত্রাদি কিছুকাল ব্যবহারের ফলে জীর্ণ হইয়া পড়ে। জীবের শরীরের যন্ত্রাদি তদ্রূপ দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়; দেহের মধ্যে নানাস্থানে আবর্জনা প্রভৃতি আটকাইয়া যে বিষোৎপাদন করে, তদ্দ্বারা জীবকোষসমূহ ক্রমশ জীর্ণ হইতে থাকে। সেই জীর্ণতা প্রকাশ পায় বার্ধক্যের নানারূপ চিহ্নের ভিতর দিয়া। শিরার মধ্যে ক্যালসিয়াম (চুন জাতীয়) জমা হইয়া উহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করিয়া দেয়; মাংসপেশীর তন্তুসমূহ চর্বিতে পরিণত হইয়া উহার সঙ্কোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা লোপ পায়। বাহিরের প্রথম লক্ষণ পাকা চুল। দেহের চামড়া ঝুলিয়া পড়ে, দাঁত পড়িয়া যায়; মেরুদণ্ড শরীরের সমতা রক্ষা করিতে পারে না, মানুষ কুঁজো হইয়া পড়ে। সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধানদেশে ৬০ বৎসরে জরা আসে; শীতের দেশে বিলম্ব হয়।

জরাসন্ধ
মগধের রাজা; বৃহদ্রথের পুত্র; মাতা অনার্য রাক্ষসী বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ রাজা হইয়া ক্ষত্রিয়দের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কংস ইঁহার জামাতা। উভয়ের মৈত্রীর ফলে যদুবংশ মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। শিবের নিকট শত ক্ষত্রিয় বলি দিবেন স্থির করিয়া জরাসন্ধ বহু রাজাকে বন্দী করেন। ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উদ্ধারের জন্য রাজধানী গিরিব্রজতে উপস্থিত হন। ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে জঃ নিহত হন; শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করা হয়।

জরায়ু
স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদরের মধ্যে একটি থলি, যাহার মধ্যে শিশু জন্মে ও বাড়ে, তাহাকে জরায়ু বলে। স্ত্রীলোকের এই যন্ত্রটি নিতম্বের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে থাকে, আকৃতিতে পেয়ারার মতো। ইহার সম্মুখভাগে মূত্রস্থলি ও ইহার পশ্চাৎভাগে গুহ্য (Rectum) আছে। একজাতীয় বন্ধনী (Broad ligament) দ্বারা নিতম্বের উভয় পার্শ্বে ইহা আটকানো থাকে। শিশুর বৃদ্ধির সহিত জরায়ু বাড়িয়া চলে। পুরুষের জরায়ু থাকে না।...জরায়ু সংক্রান্ত বহুবিধ ব্যাধিতে অনেক মেয়ে ভোগে। জরায়ুর উভয় পার্শ্বে এক ইঞ্চি লম্বা বাদামের মতো দুটি যন্ত্র আছে; উহাদিগকে ডিম্বকোষ (ovaries) বলে; প্রত্যেক কোষে সরিষার মতো ক্ষুদ্র ডিম্ব থাকে (ovum); (গর্ভ ঋতু দ্রঃ)।

জরিপ (Survey
পৃথিবীর উপরিতল যন্ত্রাদি দ্বারা মাপ জোক করিয়া মানচিত্র প্রণয়নের জন্য সার্ভে বা জরিপ প্রয়োজন। ভারতে লর্ড ক্লাইভ জেমস্ রেনেল (১৭৬৪—৭৬) দ্বারা বাঙলাদেশের সার্ভে করান; ইহাই প্রথম ম্যাপ। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভারত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টের পক্ষে কোথায় কোন জমিদারীর কত আয়তন, কোন্ কোন্ গ্রাম কাহার অন্তর্গত ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে সুরু হয়। কিন্তু ১৮৫২র পূর্বে ভাল ম্যাপ প্রস্তুত হয় নাই। এই সময় হইতে ৪৩ বৎসর রেভেনু বা রাজস্ব সার্ভে ম্যাপ তৈরারী হয়। ১৮৮৮ হইতে Settlement Map ও Record of Rights তৈয়ারী আরম্ভ হয়। এখনো ঐ কার্য শেষ হয় নাই। এই ম্যাপ ১৬ ইঞ্চিতে মাইল। ভারত গভঃ ভারতের একখানি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ম্যাপ (১ মাঃ ১ ইঃ অনুপাতে) প্রণয়নে মন দিয়াছেন। সার্ভে চলিতেছে। সার্ভে ম্যাপ শেষ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত লাগিবে। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট এই দুইবিধ ম্যাপ ছাড়া অন্য ধরণের সার্ভে চলিতেছে; যেমন ভূতত্ত্ব বিষয়ক, Geodesy বা ভূ-আকার, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতির সার্ভে।

ইন্‌জিনীয়ারিং স্কুলে ও কলেজে সার্ভে বিদ্যা সেখানো হয়; গভর্নমেণ্ট, জেলা বোর্ড, মুনিসিপালটির জন্য কানুনগো বা সার্ভেয়ার বা ওভারশীয়র দরকার। বাড়ী তৈয়ারী, রাস্তার প্ল্যানকরা ইত্যাদি কাজে সার্ভেয়ারের প্রয়োজন।

জর্জ ১ম (George I. জন্ম ১৬৬০ রাজা ১৭১৪—মৃঃ ১৭২৭) গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা। ইঁহার পিতা আর্নেস্ট আগস্টাস, জারমেনীর হানোভার রাজ্যের ইলেক্টর বা রাজা হন; জর্জের মাতা সোফিয়া ইংল্যান্ডের রাজা ১ম জেম্‌সের দৌহিত্রী। জর্জ ১৬৯৮এ হানোভারের রাজা (ইলেক্টর) হন। ১৭১৪এ রানী অ্যানির মৃত্যু হইলে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে জর্জ ছাড়া আর কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিল না; ১৭১৪, ১লা অগস্ট ইনি ইংল্যান্ডের রাজা হন। ইনি ইংরেজি ভাষা জানিতে না; ফলে রাজকার্য মন্ত্রীদের উপর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইঁহার পত্নী রানী সোফিয়া বহুকাল বন্দী ভাবে বাস করেন, জর্জ অন্য রমণী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

জর্জ ২য় (George II. জন্ম ১৬৮৩; রাজা ১৭২৭—মৃ ১৭৬০) গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা। ১ম জর্জের পুত্র; জীবনের প্রথমভাগ জারমেনীতে কাটে; পিতার সহিত ইংল্যান্ডে আসেন ও ১৩ বৎসর প্রিন্স অব্‌ ওএলস ছিলেন। ইনি তাঁহার পিতার ও তাঁহার মন্ত্রীদের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। পরে নিজ পুত্র ফ্রেডারিকও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইনি ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে ভারতে কার্নাটিক যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, ও ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রভৃতি হয়।

জর্জ ৩য় (George III. জন্ম ১৭৩৮; রাজা ১৭৬০ মৃ ১৮২০) গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা। ইঁহার পিতা প্রিন্স অব্‌ ওএলস্‌ ফ্রেডারিক ২য় জর্জের জীবিতকালে ১৭৫১এ মারা যান। ইনি রাজা হইয়া নিজে রাজ্য শাসন করিবার জন্য একটি দল গঠন করিবার চেষ্টা করেন। ১৭৮০ তাঁহার মস্তিষ্ক বিকার হয়; কিন্তু উহা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। ইঁহার সময়ে ফ্রান্সের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলে। ইনি পুনরায় উন্মাদ হন এবং ১৮১১ হইতে সম্পূর্ণরূপে কর্মশক্তি হারান। ১৮২০এ মৃত্যু হয়। ইঁহার সময়ে মার্কিন উপনিবেশগুলি বৃটিশ কলোনীয় সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হয়; কানাডা অধিকৃত হয় এবং ভারত বিজিত হয়।

জর্জ ৪র্থ (George IV. জন্ম ১৭৬২; রাজা ১৮২০ মৃঃ ১৮৩০) গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের রাজা; ৩য় জর্জের পুত্র। পিতার উন্মাদের সময়ে ইনি রিজেন্টরূপে শাসন করিতেন। চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট ছিল না; ইনি নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করেন ও ইহার ফলে দেশময় খুবই আন্দোলন এমনকি ১৮০৬এ এই লইয়া সরকারী তদন্ত হয়। মিসেস্‌ ফিট্‌জ হারবার্ট নামে এক রমণীর সহিত ১৭৮৫ হইতে ১৮১১ পর্যন্ত বাস করেন।

৫ম (George V. জন্ম ১৮৬৫; রাজা ১৯১০ মৃত্যু ১৯৩৫) গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাট। ৭ম এডোয়ার্ডের ২য় পুত্র। ১৮৮৭—৯২ পর্যন্ত নৌবিভাগে কাজ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ইঁহাকে ডিউক অব্‌ ইয়র্ক করা হয়। ১৮৯৩এ ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯০১ মহারাণী ভিক-টোরিয়ার মৃত্যুতে ৭ম এডোয়ার্ড রাজা হইলে ইনি প্রিন্স অব্‌ ওএলস হন। ১৯০১ অস্ট্রেলিয়ান কমনওএলথের পার্লামেণ্ট উন্মোচন করেন ও দঃ আফ্রিকা কানাডা পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৫এ ইনি ভারতে আসেন। ১৯১০এ এডোয়ার্ডের মৃত্যু হইলে ইংল্যান্ডের রাজা হন ও ১৯১১এ দিল্লীতে ভারতেশ্বর অভিষিক্ত হন। ইনি ঘোষণার দ্বারা বঙ্গচ্ছেদ রদ করেন এবং দিল্লীতে ভারতের রাজধানী করেন। ইঁহার সময় মহাযুদ্ধ হয়। ১৯১৭ রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা বংশের পূর্ব নাম Guelp বদলাইয়া Windsor করেন। ইঁহার রাজত্বের ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে সাম্রাজ্যের সবত্র উৎসব হয়; সেই বৎসরেই মৃত্যু হয় (১৯৩৫)। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৮ম এডোয়ার্ড মাত্র ১১ মাস রাজত্ব করেন। ২য় পুত্র ৬ষ্ঠ জর্জ বর্তমান সম্রাট।

জর্জ ৬ষ্ঠ (George VI. জন্ম ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৫; রাজা ১৯৩৬ ডিসেম্বর) ইনি ৫ম জর্জের ২য় পুত্র; ৮ম এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করিলে ইনি রাজা হন। ইনি ১৯২৩এ লেডি এলিজাবেথ বাউস-লায়নকে (Lady Elizabeth Bowes-Lyon) বিবাহ করেন। ইঁহার দুটি কন্যা আছে। ইঁহার সময়ে জারমেনদের সহিত যুদ্ধ হয়।

জল

বর্ণহীন তরল পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুই গ্যাসের সংমিশ্রণে উদ্ভব হয়; এক অণু জলে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন বা উদজান এবং এক পরমাণু অক্সিজেন বা অম্লজান থাকে। ইহা 0° ডিগ্রী (০) সেণ্টিগ্রেড (৩২° F ফারেনহীট) তাপে বরফ হয় ও ১০০° (২১২° F) ফুটিতে থাকে। ৪ ডিগ্রী তাপে চরম ঘনত্ব প্রাপ্তি হইয়া জল পাইপ ফাটাইয়া ফেলিতে পারে। জল বাষ্প হইয়া ১৭০০ গুণ বড় হয়। পৃথিবীর ৭২% স্থান জলমগ্ন; মনুষ্যদেহের $\frac{৩}{৪}$ অংশ ওজন এই জলের। জল সর্বজীব ও উদ্ভিদের প্রধান উপজীবন। জল বাষ্প হইয়া মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে ধরায় নামে। জলশক্তি বলে টারবাইন চলে; জলের

বাষ্প বা স্টীম হইতে যাবতীয় কলকব্জা চলিতেছে। জলের মধ্য দিয়া বহুবিধ রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয়; জলের দোষেই কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয়। একেবারে বিশুদ্ধ জল প্রকৃতিতে হয় না; কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ জলকে 'ডিস্‌টিলড্‌ ওয়াটার' বলে। বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, কিন্তু আকাশ হইতে আসিবার পথে বায়ুমণ্ডলস্থ দূষিত পদার্থ আহরণ করে। তথাচ পানের পক্ষে বৃষ্টির জল ভাল।

জলছবি (Transfer pictures)

পাতলা গঁদ মাখানো কাগজে ছবির ছাপ দেওয়া থাকে; কাগজখানি অল্পক্ষণ জলে ভিজাইয়া অন্য কোন কাগজের উপর স্থাপন করিলে পূর্ব কাগজের চিত্রখানি দ্বিতীয় কাগজে আঁটিয়া যায়। ইহা বিদেশ হইতে আসিত।

জলতরঙ্গ (বাজনা)

নানা আকারের জলপূর্ণ চীনামাটির বাটি কাঠি দিয়া সুর সংযোগে বাজানো যায়। ইহার অনুকরণে নল-তরঙ্গ, তবলা তরঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে।

জলদোষ (Hydrocele) কোষ বৃদ্ধি।

অণ্ডকোষের মধ্যে শোথ বা জল হওয়াকে জলদোষ বলে ৩ পোয়া হইতে দেড় সের জল জমে। সাধারণত আঘাত বা অন্য কোনো কারণ হইতে ইহা আরম্ভ হয়, কিন্তু যথার্থ কারণ অজ্ঞাত। অনেক সময়ে 'জল' বাহির করিয়া দিলে সাময়িক-ভাবে উহার আকার কমে। অস্ত্রোপচারের দ্বারা আরোগ্য হয়। সাধারণত একাদশী অমবস্যা পূর্ণিমাতে বেদনা বাড়ে যদি ফাইলেরিয়ার জীবাণু রক্তে থাকে।

জলধর সেন (১৮৬১—১৯৩৯)

বাঙালী লেখক ও সাহিত্যিক। নিবাস কুমারখালি। এফ এ পযন্ত পড়িয়া নানা পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। এক সময়ে ইনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বসুমতী, হিতবাদীর সম্পাদকত্ব করেন। তদনন্তর বহুকাল 'ভারতবর্ষ'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২এ গভর্নমেণ্ট সাহিত্য সেবার জন্য 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেন। ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিমালয়': বহু গল্পের বই রচয়িতা, বিশুদাদা, অভাগী, ছোট কাকী দুঃখিনী, করিমশেখ, বড়বাড়ী ইত্যাদি।

জলনির্গম (Drainage) দ্রঃ ড্রেন

জলন্ধর

ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত অজেয় অসুর। কালনেমির কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যুদ্ধে দেবতারা পরাভূত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন; বৃন্দাও বিষ্ণুর আরাধনায় রত হন। অবশেষে দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু জলন্ধরের বেশে বৃন্দার সমক্ষে আসিলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয়। এই অবসরে জলন্ধরকে নিধন করেন। বৃন্দা অসুরের সহমৃতা হন ও বিষ্ণুর আশীর্বাদে চিতাভস্ম হইতে তুলসী আদি বিষ্ণুপ্রিয় বৃক্ষরূপে জন্ম হয়।

জলপাই (Olive)

বৃহৎ ফলতরু; পূর্ববঙ্গে, হিমালয় ও ত্রিবাকুড়ে দেখা যায়। ফল কুলের মতো, অত্যন্ত টক্, লোকে তেল দিয়া আচার বানায়। ইউরোপের ভূমধ্যসাগর তীরে অতি প্রাচীন কাল হইতে এই গাছ (Olive) আছে। এখন অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ও আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় প্রচুর চাষ হইতেছে। ফলের বীজ হইতে ৬০-৭০% তৈল বাহির হয়; এই তৈল রন্ধনাদি কার্যে ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। সাবান প্রস্তুতের জন্য জলপাই-তৈল কাজে লাগে। ডাক্তারদের দ্বারা পাথুরী রোগে কাঁচা অলিভ তৈল খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এদেশে তেল প্রস্তুত হয় না।

জলপ্রপাত (Cataract, waterfalls)

পর্বতমধ্যে নদী চলিতে চলিতে উচ্চ স্থান হইতে কখনো প্রবল বেগে নিম্নে পড়ে, যেমন খাশিয়া পাহাড়ের প্রপাতগুলি। দঃ ভারতে কাবেরী জলপ্রপাত ৪০০ ফিট উচ্চ হইতে পড়িতেছে।... সমতলে নদীপ্রপাত (Cataract, rapids) হয়। নদী গর্ভে কঠিন শিলার পরেই যদি কোমল শিলা থাকে, তবে কালে কোমল শিলা ধুইয়া চলিয়া যায় এবং জলরাশি কঠিন শিলার উপর হইতে লাফাইয়া নিচে পড়িতে থাকে। জলপ্রপাতের স্রোত সংযত করিয়া বর্তমান কালে বহু স্থানে বিদ্যুৎ শক্তি (ইলেক্‌ট্রিসিটি) সৃষ্টি করা হইতেছে। মহীশূরের কাবেরী প্রপাত, শিলঙের বিশপ ফলস্‌ প্রভৃতি হইতে এবং আমেরিকার নায়গ্রা প্রপাত হইতে প্রচুর ইলেকট্রিক শক্তি তৈয়ারী হইতেছে। ভারতে অফুরন্ত জলশক্তি আছে, যাহার ব্যবহার এখনো হয় নাই।

জলপ্রপাত, প্রধান প্রধান

নায়াগ্রা ১৭০ ফুট। ভিক্‌টোরিয়া ৩০০ ফুট। যোসেমাইট ২৬৬০ ফুট। সাদার্নল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড) ১৯০০ ফুট। স্টাউববাখ (আল্পস্‌) ৮৭০ ফুট।

ভারতের খাশিয়া পাহাড়ে অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে, যথা—মুশমাই, বিশপস্‌, বীডন্‌, সপ্ত ধারা (Seven falls) ও মধুর ধারা (Sweet falls)

জলপিপলী (Commelina salicifolia)

লতানিয়া বন্য শাক; ভিজা স্থানে জন্মে; পাতা সরু রসাল; ফুল সুন্দর নীলবর্ণ; দুই গাঁইটের মাঝের ডাঁটা দীর্ঘ। (যোগেশ)

জলপিপি (The Jacana: Metopidius indicus) বাংলার কুলেচরবর্গের পাখী। বর্ষাকালে পুকুরের শালুক পদ্মপাতার উপর দিয়া চলে ও পোকা শামুক খায়। বুক গলা ও মাথা কালো; লেজ খয়েরি; পা লম্বা। ইহারা জলের উপর শুক্‌নো পাতা খড় কুটার উপর ডিম পাড়ে (দ্রঃ যোগেশ);

জলপ্লাবন (Deluge)

পৃথিবীর বহু আদিম জাতির মধ্যে এই কিম্বদন্তী আছে যে এককালে পৃথিবী প্লাবনদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। বাইবেল ও প্রাচীন বাবিলনীয় গিলগোমিস কাব্যে জলপ্লাবনের কথা আছে। ইহুদীদের বাইবেলের গল্পে আছে যে প্লাবনের পূর্বে নুআর নৌকায় তিনি পৃথিবীর সকল প্রকার জীবজন্তু উদ্ভিদ উঠাইয়াছিলেন। জল কমিলে আরারাট পর্বতে নৌকা বাঁধেন। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্লাবনের কথা আছে। বোধ হয় ইহা মানুষের তুষার যুগের প্লাবনের স্মৃতি।

জলবসন্ত; পানি বসন্ত (Chicken pox)

বসন্তকালে গায়ে ছোট ফোস্‌কা ও সামান্য জ্বর হইয়া যে ব্যাধি হয় তাহাকে 'পান বা জলবসন্ত' বলে। আসল বসন্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। টিকা বা ভ্যাক্সিনেশন এই রোগের প্রতিষেধক নহে; টিকা মারিগুটিকা বা বসন্তের প্রতিষেধক বটে।

জলবায়ু (Climate)

বিষুব রেখা হইতে দূরত্ব, সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা, সমুদ্র হইতে নৈকট্য, বিশাল পর্বত বা মরুভূমির সান্নিধ্য ও অবস্থান, হিম স্রোত বা উষ্ণ স্রোতের অবস্থান, বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি, ভূমির প্রকৃতি প্রভৃতির উপর দেশের জলবায়ু নির্ভর করে। আকাশের দৈনিক অবস্থাকে ইংরেজিতে weather বা আবহাওয়া বলে, স্থায়ী স্বভাবকে climate বা জলবায়ু বলে। জলবায়ুর উপর উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষের খাদ্য এবং কিয়দপরিমাণে স্বভাব ও ইতিহাস নির্ভর করে। 'জলবায়ু' শব্দটি বোধহয় পারসি 'আবহাওয়া' হইতে বাঙলায় তর্জমা।...আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে যে, কোন দেশ স্বাস্থ্যকর কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে দেশ কাল জল ও অনিল (বায়ু) এই চারি অবস্থা বিচার করিতে হইবে। দেশ অর্থে--স্থানটি বালুকাময়, পার্বত্য, জলময়, নিম্নভূমি প্রভৃতি কিনা; কাল—ঋতুভেদে একই দেশ স্বাস্থ্যকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে। জল—পানীয় জল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জল। অনিল বা বায়ু—দেশ বিশেষে পূর্ববায়ু ও পশ্চিমবায়ু শরীরের হিতকর হয় না। (দ্রঃ যোগেশ ৩২৬)

জলবিজ্ঞান (Hydropathy)

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে; কূপ, স্রোতস্বিনী পুষ্করিণীর পৃথক পৃথক জলের কি গুণ, কোন মাসে কোন জলের কি গুণ ইত্যাদি বহু বিস্তারে গবেষণা করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইউরোপীয় একদল চিকিৎসক কেবল মাত্র জলের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করেন। ফ্রান্সে ১৫শ ও ইংল্যান্ডে ১৭ শতক হইতে চিকিৎসকরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন। শীতল ও উষ্ণ জল দেহের উপরে ও ভিতরে নানা ভাগে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। দ্রষ্টব্য, কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'দৈনন্দিন রোগের জল-চিকিৎসা'।

জলশক্তি (Water power)

বহু যুগ হইতে মানুষ নদীপ্রপাত ও জলপ্রপাতের শক্তির দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া ছোটখাটো কল চালাইয়া আসিতেছে। ইংল্যান্ডের কলকজার প্রথম যুগে কারখানায় জলশক্তি ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টির জন্য জলস্রোতকে পাইপের মধ্যে লইয়া টারবাইন নামে কল করিয়াছেন ও তাহার সাহায্যে ডাইনামো চালাইয়া বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করিতেছেন। আমেরিকার নায়গ্রা প্রপাতের বিদ্যুৎশক্তি বহু দূর পর্যন্ত নীত হয়। শিলঙে এই শক্তি ব্যবহার হইতেছে; কিন্তু হিমালয়ের প্রচুর জলশক্তির সামান্যই ব্যবহৃত হয়। বোম্বাই-এ ইহার ব্যবহার হইতেছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে ৩৪ মিলিয়ন্ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হইতেছে; এখনো ৪৬০ মিলিয়ন অশ্বশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে।

জলসাধা

হিন্দুদের বিবাহে বাড়ীর ও পাড়ার সধবা ও কুমারী মেয়েরা একত্র হইয়া পুকুর হইতে জল আনে; বাদ্যাদি বাজাইয়া মহা সমারোহে জল সাধিতে যায়। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়াও তাহারা জল আনে। ইহা সম্পূর্ণ স্ত্রী-আচার।...পূর্বে রাজাদের অভিষেকের সময় নানা নদীর জল আনিয়া রাজাকে স্নান করানো হইত—ইহার দ্বারা তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত।

জলসেচ (Irrigation)

শুষ্ক জমি উর্বর ও চাষোপযোগী করিবার জন্য নদী বা কূপ হইতে জল প্রেরণের ব্যবস্থাকে 'সেচ' বলে। জল সেচনের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন ও অতি বিচিত্র। নদীতে বাঁধ দিয়া জলের লেভেল্ উঁচু করিয়া খালের দ্বারা জল ক্ষেতের দিকে চালনা করা হয়। অথবা একটা বড় পুষ্করিণীতে নদীর উদ্বৃত্ত জল—বিশেষ-ভাবে বন্যার জল একটা খাল দিয়া লইয়া গিয়া সংগ্রহ করা হয়। ঐ পুষ্করিণী হইতে প্রয়োজন মত জল ছোটখাটো খাল দিয়া ক্ষেতে লওয়া হয়।...ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জলসেচনের ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট। পঞ্চনদ, গঙ্গা ও যমুনা হইতে বৈজ্ঞানিক ভাবে বহু খাল জলসেচনের জন্য কাটা হইয়াছে।

ভারতের পর চীন ও তৎপরেই মার্কিন রাজ্য জলসেচ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতের মোট চাষের জমির ১৩·১% মাত্র জলসেচ পায় (১৯৩৩-৩৪)। সিন্ধুর মোট চাষের জমির ৯৫·%, পঞ্জাব, ৩৯·২%, মাদ্রাস ১৮·৩% উঃ-পঃ-সীমান্ত ১৫·৩%, বর্মা ১১·৭; যুক্তপ্রদেশে ১০·৭, রাজপুতানা ৬·৪; বেলুচিস্থান ৪·৭, বিহার-উড়িষ্যা ২·০, মধ্যপ্রদেশে ১·৭, বোম্বাই ১·৫, বঙ্গদেশে ০·২% সেচ পায়। নদী ছাড়া বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া সেচের ব্যবস্থা হয়; কোনো কোনো স্থানে কূপ হইতে জল তুলিয়া সেচন হয়। (দ্রঃ আস্থয়ান বাঁধ, মেত্তুর বাঁধ ও সুক্কুর বারাজ ইত্যাদি)।... পশ্চিম বাংলায় যেখানে জলের অভাবে চাষের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ধান ছাড়া আর কোন চাষ হয় না, সেখানে প্রাচীনকালে অসংখ্য পুকুর ছিল; এই সব পুকুরে এবং কোন কোন স্থানে বাঁধে বৃষ্টির জল আটকাইয়া রাখা হইত। বর্তমানে সেগুলি মাটিতে ভরিয়া প্রায় অংশে পাশের ধানক্ষেত্রের মতন হইয়াছে। অনেক পুকুর ও বাঁধ বর্তমানে ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। সেগুলির সংস্কারের জন্য গভর্নমেণ্ট একটি আইন করিয়াছেন।

জলস্তম্ভ (Waterspout)

সমুদ্র বা বৃহৎ নদীতে অল্প পরিসরের মধ্যে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইলে স্থানীয় জল উঠাইয়া উপরে তোলে; উহা দেখিতে হাতীর শুঁড়ের মতো হয়। নদী বা পুকুরে এইরূপ হইলে অনেক সময়ে দূরে গিয়া মাছ বৃষ্টি হয়। (দ্রঃ ঘূর্ণিঝড়)

জলাতঙ্ক (Hydrophobia)

কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতির কামড়ের ফলে মানুষের জলাতঙ্ক ব্যাধি হয়; সাধারণত পাগলা কুকুরের কামড়ের ফলে ইহা হয়। জল দেখিলে রোগী আতঙ্কিত হয়, অসহ্য তৃষ্ণায় কষ্ট পায় অথচ জল স্পর্শ এমনকি জল দেখিলেও তাহার কষ্ট হয়। জলাতঙ্ক রোগী প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। আজকাল প্রত্যেক জিলার সদর হাঁসপাতালে ইনজেকশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৪ দিনে ২৮টি ইনজেকশন দিতে হয়। গরীব ছাড়া অন্যদের ইনজেকশনের জন্য ১০৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। পূর্বে গভর্নমেণ্টের খরচে রোগীকে শিমলা পাহাড়স্থিত কসৌলি নামক স্থানের পাস্তুর ইনস্টিটিউটে পাঠানো হইত। পাস্তুর (দ্রঃ) রোগ জীবাণুর আবিষ্কর্তা।

জলাশয়

১০০ ধনু দীর্ঘ = পুষ্করিণী + ৩০০ ধনু = দীর্ঘিকা। চতুর্শত ধনু = দ্রোণ। পঞ্চশত ধনু = তড়াগ। দ্রোণের দশগুণ = বাপী।

জলি (Jolly, Dr. Jullius. ১৮৪৯)

জারমেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮৮২ ভারতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Tagore Law অধ্যাপক রূপে আসেন ও Outlines of a History of the Hindu law of Partition, Inheritance and Adoption সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিত; মনু-সংহিতা, নারদ, বিষ্ণু সংহিতার ইংরেজি অনুবাদক (S B E) Recht and Sitte নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচয়িতা; গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ Hindu Law and Custom নামে প্রকাশিত হইয়াছে (ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ কৃত)। অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের সম্পাদক।

জলিবোট, জালিবোট (Jolly boat)

ছোট নৌকা, ১২ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া; বড় জাহাজের উপর ঝুলানো থাকে। তীরের নিকট যাওয়া-আসার সময় কাজে লাগে।

জলীয় বাষ্প (Aqueous vapour) দ্রঃ গ্যাস

জলে ডোবা (Drowning)

মানুষ জলে ডুবিলে দম বন্ধ হইয়া মারা যায়; কখনো জলে পড়িবামাত্র হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যু না হইলে অনেক সময়ে আশু প্রাথমিক সাহায্যের দ্বারা শ্বাস ফিরিয়া আনা সম্ভব হয়। নানা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস চালু করা যায়। জলে ডোবা হইতে মৃত্যু নিবারণের প্রধান উপায় জলমগ্নদের উদ্ধার করিবার কায়দা শিক্ষা। দ্রঃ সন্তরণবিদ্যা।

জহরব্রত

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চয় জানিলে রাজপুতানার মহিলারা শত্রুর হস্তে পড়িবার চেয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মাহুতি দেওয়া সম্মানের কাজ মনে করিতেন; বিশেষত মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইলে রমণীরা এইরূপ করিতেন।

জহরী চাঁপা (Magnolia pumila)

চম্পকাদি বর্গের ছোট গুল্ম; পাতা লম্বাটে; সন্ধ্যাকালে পাতায় ঢাকা শাদা ফুলের গন্ধে বহুদূর আমোদিত হয়। (যোগেশ)

জহ্নু মুনি

রাজা সুহোত্রের পুত্র। তপশ্চর্যায় নিরত থাকা কালে ভগীরথ আনীত গঙ্গা তাঁহার দ্রব্যাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহাতে তিনি রুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের সাধ্য সাধনায় নিজ জানু (অন্যমতে কর্ণ) বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। সেইজন্য গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী।

জাইরোসকোপ (Gyroscope)

যন্ত্র বিশেষ। ইহাতে একখানি ভারি চাকা (fly-wheel) ভূমি সমান্তরালে অতি বেগে ঘুরিতে থাকে। জাহাজ, এরোপ্লেনের মধ্যে এই শ্রেণীর যন্ত্র থাকে বলিয়া যানগুলি পাশে বেশী দোলে না। টরপেডোর মধ্যে জাঃ থাকে বলিয়া ইহা জলের মধ্যে সোজা চলিয়া যায়। একবর্ত্ম রেলগাড়ীর মধ্যে জাঃ আছে। দ্রঃ মনোরেল।

(Giles, Herbert Allen ১৮৪৫)

ইংরেজ চীনাভাষাবিদ। চীনে কন্সাল বিভাগে ছিলেন ১৮৬৭—৯১; কেম্ব্রিজের চীনাভাষার অধ্যাপক ১৮৯১—১৯৩২। Chinese-Eng. Dictionary ৩ খণ্ড; Chinese Biographical Dic., History of Chinese Literature ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক।

জাইস, কার্ল (Zeiss, Carl ১৮১৬—৮৮)

জারমেনীর বিখ্যাত পরকোলা কাঁচ দূরবীনাদি কাঁচ প্রস্তুতকারক। বড় কারখানা স্থাপয়িতা।

জাকাৎ

অর্থ পবিত্রী করণ, ইস্‌লামী পরিভাষায় বার্ষিক স্বীয় সম্পত্তির একটী নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া অথবা ইস্‌লামী সাস্ত্রানুমোদিত মুস্‌লিম শাসন বিভাগ (খলীফ বা তৎপ্রতিনিধি) পরিচালিত কোষাগারে প্রদান করতঃ সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ পবিত্রীকৃত বলিয়া উক্ত দাতব্য অংশকে জাকাৎ বলে। নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ থাকিলে এবং ঐ পরিমান অর্থের উপর এক বৎসর অতীত হইলে জাকা দিতে হয়। কৃষিজাত দ্রব্য অন্যূন ৫ ওসক (প্রায় ২১৷৷০ মন) বা তদতিরিক্ত হইলে যদি উহা বৃষ্টির জলে উৎপন্ন হয় তবে এক দশমাংশ ও জল সেচন করিয়া উৎপন্ন করিলে কুড়ি ভাগের একভাগ জাকাৎ দিতে হয়। ইহাকে ওশর বলে। উষ্ট্র অন্যূন ৫টী বা তদধিক হইতে জাকাৎ দিতে হয়। গো অন্যূন ৩০টী, ও ছাগ, মেষ, দুম্বা প্রভৃতি অন্যূন ৪০টী হইলে জাকাৎ দিতে হয়। স্বর্ণ ২০ মিস্‌কাল (প্রায় ৩⅞ আউন্স) ও রৌপ্য বা নগদ মুদ্রা ২০০ দিরহাম (প্রায় ২৫ আউন্স) হইলে শত করা আড়াই ভাগ জাকাৎ দিতে হয়। ব্যবসায়ের মালের জাকাৎ দিতে হয় না। তবে মওজুদ থাকিলে ও একবৎসর অতীত হইলে জাকাৎ দিতে হয়। যে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণ নির্মিত বস্তু সর্বদা ব্যবহৃত হয় তাহার জাকাত দিতে হয় না। তবে গৃহে অব্যবহৃত অবস্থায় মওজুদ থাকিলে দিতে হয়

জাগুয়ার (Jaguar)

উঃ ও দঃ আমেরিকার মার্জার জাতীয় হিংস্র প্রাণী, এদেশের চিতা বাঘের মত। ইহাদের গায়ে গোল দাগ আছে; দিবসে বৃক্ষের উপর বাস করে। ঘোড়া, গোরু, বানর, কচ্ছপ প্রভৃতি শিকার করে।

জাগের গান

উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পাবনা এবং ধুবড়ীতে এই লোক-গীত শোনা যায়। মদন চতুর্দশী উৎসব উপলক্ষ্যে জাগগান রচিত। ঢাকায় কামদেবের গান এখনো প্রচলিত আছে। জাগের গান দুইভাগে বিভক্ত—কানাইধামালী ও মোটাজাগ। মোটাজাগ অত্যন্ত অশ্লীল। এই গান দ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলিয়া বোধহয় এ গানের নাম 'জাগ গান' হইয়াছে। তবে পরে নানাবিধ সংগীত গায়েনরা গাইতে আরম্ভ করে। রতিরাম দাস নামে এক গ্রাম্য কবি উত্তর বঙ্গের দেবী সিংহের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়া ছড়া রচনা করেন (দ্রঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩১৫)। এছাড়া পাবনা অঞ্চলে কৃষ্ণবিষয়ক কথা, চৈতন্য লীলা, পীরের গান জাগের গান নামে চলে। (মুহম্মদ মুনসর উদ্দীন, ব সাঃ পঃ পঃ ১৩৪৩, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

জাট (The Jats)

পঞ্জাব প্রদেশের উপজাতি। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা একমত নহেন। ইহারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণে বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ও শিখ হইয়াছে।

জাড্য, জড়তা (Inertia)

জড়পদার্থ যেস্থানে থাকে সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে; কিন্তু বলদ্বারা তাহাকে স্থানচ্যুত করা যায় অর্থাৎ জড়ের গতি সৃষ্টি হয়। গতি আরম্ভ হইলে আবার প্রতিকূল বল দ্বারা সেই গতির নিবারণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ জড় পদার্থ মাত্রই নাড়িলে নড়ে এবং থামাইলে থামে; কিন্তু তাহারা আপনা হইতে অর্থাৎ অপরের বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে সচল বা স্থির হইতে পারে না। এই অবস্থাকে জাড্য বলে।

জাতক

পালি ভাষায় রচিত গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। বৌদ্ধদের বিশ্বাস গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধের অঙ্কুর বেশে কোটি-কল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহণ পূর্বক পরিশেষে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তাঁহার পূর্বনিবাস জ্ঞান জন্মে; অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্মবৃত্তান্ত সমূহ জানিতে পারেন। বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দান কালে একটি গাথা বলিয়া তাহারই পরিপোষক

জাতক গল্প বলিতেন। পালিতে ৫৪৭ জাতক আছে। বৌদ্ধ ধর্ম সিংহলে অশোকের সময় যায় ও সেখানে 'এলু' ভাষায় লিখিত হয়; ভারতীয় ভাষায় লিখিত অবস্থায় সেযুগে ছিল কি না সন্দেহ। ৫ম খৃঃ অঃ বুদ্ধঘোষ উহাকে এলু হইতে পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। কালে এলু ভাষার জাতকাদি গ্রন্থ লোপ পায় ও পালি ভাষায় গ্রন্থ প্রচলিত হয়। জাতকের গল্পগুলি অতি প্রাচীন এবং বৌদ্ধ লেখকগণ ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য সেগুলির সদব্যবহার করেন। ফৌজবল সাহেব রোমান লিপিতে ৬ খণ্ডে জাতক মূল ও কয়েকজন পণ্ডিতে মিলিয়া ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৬ খণ্ডে অনুবাদ করিয়াছেন (১৩২৩—৩৭)।

জাঁতা

দুইখানি গোল ভারী পাথরের চাকির মধ্যে ফেলিয়া গম, কলাই, ভাঙ্গা হয়। গম পেশাই করিবার জন্য বৃহৎ জাঁতা দরকার। জাঁতা-পেষা আটার বদলে বর্তমানে কলে আটা পেষা হইতেছে। ইউরোপে গম পেশাইএর (milling) জাঁতা জলশক্তির (Water Power) দ্বারা চালিত হইত (Water Mill)। ইংরেজিতে mill কথাটির উৎপত্তি এইভাবে হইয়াছে।

জাতি (Caste, Tribe, Nation, Races)

জাতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্ণ হিসাবে—যথা, বৈশ্য জাতি, কুমোর জাত ইত্যাদি (Caste)। সাঁওতাল, কোড়া খাসিয়াও 'জাতি'; এখানে ইহারা tribe। ইংরেজ, জাপানী, ফরাশীরা জাতি বা Nations। পীত জাতি, ককেসীয় জাতিকে মহাজাতি বা Race বলা হয়। বাঙলায় বর্ণের নিয়মনিষেধ না মানিলে 'জাতিচ্যুত' হয়, অর্থাৎ লোকের 'জাত' যায়। কোন হিন্দু স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গলে 'জাত দেয়'। জোর করিয়া করিলে 'জাত মারে'।

জাতি সঙ্ঘ (League of Nations)

বিগত মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) পর সন্ধি-বৈঠকে ভবিষ্যতে জাতি-সমূহের মধ্যে বিরোধ বিবাদ মিটাইবার জন্য একটি স্থায়ী জাতিসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব হয়। তদনুযায়ী ১০ জানুয়ারী ১৯২০ হইতে ঐ সভা জেনেভায় (সুইসদেশ) স্থাপিত হয়। ৫০টির উপর জাতি ইহার স্থায়ী সভ্য, কেবল রুশ, মার্কিন দেশ, ব্রেজিল, মেক্সিকো সদস্য নহে। সঙ্ঘের বার্ষিক খরচ এক মিলিয়ন পাউণ্ড (১·৩৫ কোটি টাকা) সদস্য জাতিরা দেন। ফরাশী ও ইংরেজি ভাষায় সঙ্ঘের রিপোর্টাদি প্রকাশিত হয়। এসেমব্লী বা মহাসভায় প্রত্যেক সদস্য-দেশ হইতে তিন জন করিয়া প্রতিনিধি আসেন; কিন্তু কাউন্সিল বা মন্ত্রণা সভা পাঁচটি স্থায়ী সদস্য ও নয়জন অস্থায়ী সদস্যকে লইয়া গঠিত। স্থায়ী সদস্য হইতেছেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জারমেনী, ইতালি ও জাপান; অপরগুলির মধ্য হইতে অস্থায়ী সদস্য প্রতি বৎসর নির্বাচিত হয়। লীগ হইতে বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধাদি বন্ধ করিবার শক্তি লীগের নাই। ইতালি ও আবেসিনিয়া, চীন ও জাপান লীগের সভ্য; কিন্তু ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও জয় এবং জাপানের চীন আক্রমণকে লীগ বন্ধ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে লীগের অস্তিত্ব অতিসামান্য। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আপিস (International Labour Office) লীগের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত।

জাতী ফুল (Jasminum)

মল্লিকাদি বর্গের ফুল গাছ। আরণ্য প্রদেশের গাছ; এখন বাগানে জন্মে। বাঙলায় চামেলী নামে খ্যাত। ফুল সুগন্ধ; ফুলের সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে গোলাপ জলের ন্যায় চামেলী তৈল ব্যবহার হয়। তৈল বা বসার উপর স্তরে স্তরে চামেলি ফুল সাজাইয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধিত হয়; তারপর এক পক্ষ কাল সূর্যকিরণে ঐ তৈল রাখিবার পর তাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। আয়ুর্বেদে ও হেকিমি চিকিৎসায় জাতী ফুল ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় ঋণ (National or Public Debt)

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নতি বা যুদ্ধাদির জন্য গভর্নমেণ্টকে যখন কোন দেনা করিতে হয়, তাহার পরিশোধের দায় যদি গভর্নমেণ্টের হয়, তবে তাহাকে জাতীয় ঋণ বলে। কোন দেশে জাতীয় ঋণ খুব বেশী হইলে সেই দেশে অর্থনৈতিক কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি অভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে কোন দেশ দেনা করিতে বাধ্য হয়, তবে সেই সমস্যার অনেকটা সহজেই সমাধান হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতি দ্বারা ভবিষ্যতে যে লাভ হইতে থাকিবে তাহা দ্বারাই আস্তে আস্তে সুদসহ সকল দেনা শোধ করা সম্ভব হয়। ভারতবর্ষে Irrigationএর জন্য গভর্নমেণ্ট যে দেনা করিয়াছেন, তাহা অধিকতর উৎপন্ন শস্যের মূল্য দ্বারাই অধিকাংশ দেনা শোধ করা সম্ভব হইবে। কিন্তু যুদ্ধাদির জন্য যে জাতীয় ঋণ হয়, তাহার সমস্যা অধিক জটিল। এইরূপ ঋণ দুইভাগে ভাগ করা হয় (১) বাহিরের ঋণ (২) অভ্যন্তরীণ ঋণ। বহির্দেশ হইতে যে ঋণ করা হয় তাহা শোধ করিবার জন্য অথবা তাহার সুদ দেওয়ার জন্য প্রায়ই দেশের ভিতর বর্ধিত হারে কর বসাইতে হয়। এইরূপ করের হার বেশী হইলে ধনীদের অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিয়া যায়, এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসাতে মনোযোগ দেওয়ার আগ্রহও তেমন থাকে না। ফলে দেশের উৎপন্ন অর্থের পরিমাণ অনেক কম হইতে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঋণের কুফল আরও অনেক বেশী। অভ্যন্তরীণ ঋণ

গভর্নমেণ্ট দেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে লইয়া থাকেন। এই দেনার সুদ দেওয়ার জন্য গরীবদিগকে অধিক হারে নানাভাবে ট্যাক্স দিতে হয়। দেনা শোধ করিবার সময়ও গরীবদের নিকট হইতে অর্থ লইয়া দেশের ধনীদের দেওয়া হইয়া থাকে। ধনী ও দরিদ্রের ভিতর সাম্যের অভাব অধিকতর হইয়া দেশের ভিতর নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি হয়।......... ইংল্যান্ডে ৩য় উইলিয়াম সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের নামে ১ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার করেন। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর (১৮১৫) ইংরেজ সরকারের জাতীয় ঋণ ছিল ৮৮৫,০০০,০০০ পাঃ। একশত বৎসর পর মহাযুদ্ধের পূর্বে জাঃ ঋণ ছিল ৬৬১,৪৭৩,৭০২ পাঃ; তখন সুদ ছিল মাত্র ১৬,৮৮৮,১২১ পাঃ। মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় ঋণ বাড়ে ও যুদ্ধান্তে (১৯১৯) দেখা যায় ঋণ হয় ৭,৮০০,০০০,০০০ পাঃ। ১৯২৪এ বিদেশে ইংরেজের দেনা ছিল ১,০৩৬,৫৪৫,১৮৪ পাঃ; এবং দেশের মধ্যে ঋণ ছিল ৬,৯০৮,৬৪৯,২২৫ পাঃ। এই ঋণের জন্য ১৯৩৩-৩৪এ বৃটিশ সরকার হইতে ২২৪,০০০,০০০ পাঃ সুদ দিতে হইয়াছিল। ১৯৩৭এ বৃটিশের মোট জাতীয় ঋণ ছিল ৮,২৭৯,৭৩৫,৭০০ পাঃ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ (১৯৩৬) ৩৪,২৩৮,৮০০,০০০ ডলার। ভারত ১২,১২৩,৮০০,০০০ টাকা (১৯৩৬); ইহার মধ্যে দেশে ঋণ ছিল ৭০০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও বিদেশে ৫১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৪-৩৫এ দেশস্থ ঋণের সুদ ছিল ৩০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ও বিদেশের ঋণের সুদ ছিল ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। জাপান (১৯৩৫) ৯,০৯০,৪০০,০০০ য়েন। জারমেনী ১৭,৭৬১,১০০,০০০ মার্ক। সকল দেশেরই জাতীয় ঋণ আছে।

জাতীয় ফুল (National Flowers)

কানাডা	Maple leaf ;	চীন	Narcissus
মিশর	Lotus, পদ্ম ;	ইংল্যান্ড	গোলাপ
ফ্রান্স	Fleur-de-lis ;	জারমেনী	Cornflower
গ্রীস	Violet ;	ভারত	পদ্ম
আয়ার	Shamrock ;	ইতালী	White Lily
জাপান	চন্দ্রমল্লিকা ;	ইরান	গোলাপ
স্পেন	দাড়িমফুল ;	সুইসদেশ	Edelweiss
মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র	Goldenrood ;	স্কটল্যান্ড	Thistle
ওএলস	Leek.		

জাতীয় পতাকা (National Flag)

অস্ট্রিয়া—তিনটি চাওড়া সমান্তরাল, উপরে লাল, মধ্যে শাদা, নিচে লাল।

বেলজিয়াম—পাশাপাশি কালো হলদে ও লাল।

ডেনমার্ক—ইউরোপের মধ্যে ইহাই প্রধানতম জাতীয় পতাকা; রক্ত পতাকার মধ্যে শাদা ক্রুস চিহ্ন।

ফ্রান্স—১৭৮৯এ ফরাসী বিপ্লবের সময় এই ত্রিবর্ণ পতকা প্রবর্তিত হয়। পাশাপাশি নীল শাদা ও লাল।

জারমেনী—সমান্তরালে শাদা, কালো ও লালের উপর নাৎসীদের স্বস্তিক চিহ্ন।

গ্রীস—গাঢ় নীল (৫) ও শাদা (৪) সমান্তরাল (১৮৬২)।

ইতালী—পাশাপাশি সবুজ, শাদা ও নীল। ইহা নেপোলিয়নের দ্বারা তৈয়ারী হয়। ১৮৪৮এ সার্দিনিয়ার রাজা উহাই গ্রহণ করেন ও মধ্যস্থলে স্যাভয় বংশের প্রতীক যোগ করিয়া দেন।

হল্যান্ড—জরদ (কমলা), শ্বেত ও নীল (১৫৭৯ অব্দে প্রবর্তিত); বর্তমানে কমলার বদলে লাল।

পোর্তুগাল—১৯১০ হইতে গণতন্ত্র হইলেও প্রাচীন রাজতন্ত্র যুগের পাতাকা চলিতেছে; নীল ও লাল পাশাপাশি মধ্যস্থলে রাজবংশের প্রতীক।

রুশ—লালের উপর U. S. S. R. লেখা; কমিউনিস্ট পার্টির পতাকায় কাস্তে ও হাতুড়ি আঁকা।

স্পেন—হলদে ও লাল। আরাগন-কাস্টাইল বংশের প্রতীক।

সুইসদেশ—লাল পতাকার মধ্যে শাদা ক্রুশ।

হাংগেরি—লাল, শাদা, সবুজ।

তুর্কী—অর্ধচন্দ্র ও তারকা।

রুমেনিয়া—পাশাপাশি গাঢ় নীল, হলদে, লাল।

বুলগেরিয়া—সমান্তরালে শাদা, নীল, লাল।

জুগোশ্লাভিয়া—সমান্তরালে গাঢ় নীল, শাদা ও লাল।

চেকোশ্লোভাকিয়া—শাদা, নীল কোনাচ মাঝখানে ও লাল।

এস্থোনিয়া—নীল, কালো, শাদা।

ফিনল্যান্ড—শাদার উপর নীল ক্রুশ।

ল্যাটভিয়া—লাল, শাদা, লাল।

আয়ার—শাদা, হলদে, সবুজ।

লিথুনিয়া—হলদে, সবুজ, লাল।

জাপান—লাল ও মধ্যস্থলে শাদা সূর্য্য।

মাঞ্চুকুও—লাল, নীল, শাদা, কালো, হলদে।

ভারত—সবুজ, শাদা, গেরুয়া; মধ্যস্থলে চরকা।

বৃটিশ—ইউনিয়ন জ্যাক (দ্র)

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র· লাল (৭) শাদা (৬) এবং কোণে ৪৮টি তারা। তারাগুলি ৪৮টি স্টেটের প্রতীক।

জাতুকর্ণ

আয়ুর্বেদ সংহিতা রচয়িতা। আত্রেয় পুনর্বসুর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপানি নামে ছয়জন শিষ্য ছিলেন। জাতুকর্ণের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

জাদুঘর (দ্রঃ যাদুঘর, মিউজিয়াম্)

জানকী

জনক সীরধ্বজের কন্যা সীতার নাম। কুমারদাস 'জানকী হরণ কাব্য' ও চক্রধর 'জানকী পরিণয় কাব্য' রচনা করেন।

জানকীনাথ বসু (১৮৬০—১৯৩৫)

২৪ পরগণার হরিনাভিতে জন্ম। ১৮৮২এ বি-এ পাশ। আইন পাশ করিয়া কিছুকাল জয়নগরে শিক্ষকতা করেন; ১৮৮৫ কটকে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ১৯০৫এ তথাকার সরকারী উকিল হন। ইহার সকল পুত্রই কৃতি। শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জানকীরাম

আলিবর্দী খাঁর বিশ্বস্ত সমর-সচিব। তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র রায় দুর্লভ (দ্রঃ) উক্ত পদ প্রাপ্ত হন।

জানিচারি (Janissaries, Janizaries)

তুর্কীদের সৈন্যদল। ১৩২৮এ বলকানের বন্দীদের দ্বারা প্রথম এই সৈন্য বাহিনী গঠিত হয়। পরে খৃস্টান বালকদের ধরিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া সৈন্য বিভাগে ভর্তি করা হইত। ১৭৯৬এ ইহাদের সংখ্যা ১,৫০,০০০ হয়। ইহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা পাইত। মাঝে মাঝে ইহারা সুলতানদিগকেই চালনা করিত এবং ১৮০৭এ ৩য় সেলিমকে সিংহাসন চ্যুত করে। ১৮২৬এ সুলতান ২য় মামুদ ইহাদের দমন করেন। ইহারা অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা।

জানুয়ারী (January)

ইউরোপীয় অব্দের প্রথম মাস; ৩১ দিন। বাঙালা প্রায় ১৫ই পৌষ হইতে ১৫ মাঘের কাছাকাছি পড়ে; রোমান দেবতা জানুস (Jannus)এর নাম হইতে হইয়াছে।

জাফরান (Saffron. Crocus Sativus)

আরবী শব্দ; কুঙ্কুম (দ্রঃ) বৃক্ষের ফুল হইতে সংগৃহীত। খাদ্যাদি সুগন্ধ ও চীজ (cheese) প্রভৃতি রঙ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাফরান ফ্রান্স হইতে ভারতে আসিত। (Watt 436)

জাম, জম্বু (Eugenia jambolana)

প্রসিদ্ধ বৃহৎ তরু। কালজামের গাছ খুব বড় হয়; ফল কালো, ভিতর বেগুণী রঙ, অম্ল কষায় মধুর স্বাদ। গুড়া জামগাছ ছোট ফলও ছোট; স্বাদ বিস্বাদ অম্ল, প্রায় অখাদ্য। বন জাম অন্য জাতের গাছ। আয়ুর্বেদে ও গ্রাম্য চিকিৎসায় ঔষধার্থে জাম নানারূপে ব্যবহৃত হয়। জামের কাঠ শক্ত; খড়ের চালার মুদলো, খুঁটি, পেলা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। গাছ ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষভাবে নদীর ধারে জন্মে। ফলের জন্য বাগানে লোকে লাগায়। বহু জাতের জাম আছে। ফল হইতে মদ প্রস্তুত করা যায়; ভিনিগারের অন্যতম উপাদান জাম। জামের ফল বহুমূত্র রোগের ঔষধ। (Watt 526)

জামরুল ফল

মালয়দ্বীপ হইতে এই গাছ এদেশে আসিয়াছে। বাঙলাদেশে ও দঃ ভারতে দেখা যায়। জম্বুকাদিবর্গের উদ্যানজাত ফল তরু। গাছ মাঝারি উঁচু; বর্ষাকালে ফল ধরে; ফল শাদা মসৃণ; স্বাদ কষায়। (যোগেশ)

জাম সাহেব

'খাঁ' শব্দের ন্যায় 'জাম' তুর্কী উপাধি। ভারতের হিন্দু মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। বেলুচিস্তানের লাস্ বেলার নবাব ও কাথিবাড় নবনগরের রাজাকে 'জাম সাহেব' বলে। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিত সিং 'জাম সাহেব' ছিলেন।

জামসেদজী টাটা (J. J. Tata ১৭৮৩—১৮৫৯)

বোম্বাইএর টাটা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। জন্মস্থান বড়োদার নওসরি গ্রাম। পিতামাতার মৃত্যুর পর বোম্বাইতে শ্বশুরের সঙ্গে সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া পৃথক ব্যবসায় সুরু ও বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৪২এ স্যর ও ১৮৮৫এ ব্যারনেট হন। ইঁহার পুত্র পৌত্ররা এখন বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টর। দানশীলতার জন্য ইঁহারা সকলেই বিখ্যাত। ১৮৫৬এ জামসেদজীর প্রস্তরমূর্তি বোম্বাই টাউন হলে স্থাপিত হয়।

জামসেদজী টাটা, স্যর (১৮৩৯—১৯০৪)

জামসেদজী টাটার পুত্র। ১৯ বৎসর বয়সে ১৮৫৮ হইতে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। মার্কিন গৃহ যুদ্ধের সময় ভারত হইতে তুলা বিলাতে রপ্তানী সুরু করেন। ইহার পর কাপড়ের কল নির্মাণে মন দেন। ১৮৭৭ নাগপুর এম্প্রেস্ মিল প্রতিষ্ঠা এবং পরেপরে আরও কতকগুলি কল করেন। বঙ্গলুরে Science Instituteএর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ভারত গভর্নমেন্টের হাতে দেন। ১৯১০এ তথাকার বিজ্ঞানাগার খোলা হয়। লোহার কারখানা তাঁহার অপর কীর্তি (জামসেদপুর দ্রঃ)। বোম্বাইতে জলশক্তির সাহায্যে বৈদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের দায়িত্ব ইঁহার। জারমেনীতে মৃত্যু হয়। দ্রঃ টাটা কোম্পানী।

জামালউদ্দীন

আফগানী সৈয়দ, ইনি প্রাচ্যের রাজনৈতিক জাগরণের অগ্রদূত। ১২৫৪ হিঃ=১৮৩৮—৩৯ (কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর পূর্বে) যে সময় সমগ্র প্রাচ্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কবলে পতিত হইবার

উপক্রম হইয়াছিল সেই সঙ্কটকালে আফগানিস্তানের সাদাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ভারত, আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিশর, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন ও সর্বত্র প্রাচ্যের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। মিশরের জামে আজাহারে ইনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন ও সেখানে "মিশর মিশরীয়দের জন্য" এই বাণী প্রথম প্রচার করেন, অতঃপর ইনি প্যারিসে অবস্থান করিয়া "ওরু পয়াতুল ওন্কা" ওম্কা" নামক একখানি রাজনৈতিক পত্রিকা আরবী ভাষায় প্রচার করেন, ইনি লনড্ন্ হইতেও অনুরূপ আর একখানি পত্রিকা আরবী ও ইংরাজী ভাষায় প্রচার করেন। ইনি ইরানের তামাকু আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা ও প্রাচ্যানুরাগের জন্য তাঁহাকে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি একজন অতি বড় দার্শনিক ছিলেন ও তৎকালীন জগতের বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনেয় সর্বময় নেতা সা'দ জগলুল পাশার গুরু সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও জামে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মুফ্তী মুহাম্মদ আবদুহু ইঁহার শিষ্য ছিলেন, ইনি ১৮৯৭ খৃঃ ৯ই মার্চ কাস্টানিলোসনে দেহত্যাগ করেন, ইনি সমগ্র মুস্লিম জগতের ঐক্যের জন্য এক আন্দোলন প্রবর্তন করেন।

জামি, নুরুদ্দীন আবদার রহমান (১৪১৪—৯২)
পারস্যের শেষ বড় কবি; জন্মস্থান খোরাশানের জাম নামক স্থান। তাঁহার রচিত 'যুসুফ ও জুলেখা' এবং 'সলমান ও অবসাল' Fitzeraldএর অনুবাদের দ্বারা ইউরোপে সুপরিচিত। সুফীদের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ রচয়িতা। (দ্রঃ ফিটজেরাল্ড)

জামীর, জম্বির (Lemon citrus medica)
সংস্কৃতে জম্বীর নেবুর সাধারণ নাম হইলেও গোঁড়া নেবুকে জামীর বলে। এই নেবু অণ্ডাকার, মাঝারি ধরণের; গায়ের ছাল গোঁড়ের মতন উঁচাউঁচা; ছাল পুরু, স্বাদ অত্যন্ত টক। ...ইহার মধ্য হইতে একপ্রকার সুগন্ধি আতর (লিমন্ অটো) বাহির হয়। লেবুর ছাল পাচক ও অগ্নিবর্ধক। জামীরের রস নানা আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

জামোরিন
দঃ ভারতের কালিকটের (কোচিন) হিন্দু রাজার উপাধি। ভাস্কো ডি গামা ইহার রাজ্যে প্রথম আশ্রয় পান (১৪৯৮)।

জাম্ববতী
ভল্লুক রাজ জাম্ববানের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য যুদ্ধ করিয়া জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া মণি উদ্ধার ও জাম্ববতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শাম্ব প্রভৃতি দশ পুত্র ইঁহার গর্ভে জন্মে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করেন।

জাম্ববান্ (জাম্ববতী, স্যমন্তকমণি দ্রঃ)

জাম্বোরী (Jamboree)
বয়স্কাউটদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে জাঃ বলা হয়। ইহা আমেরিকার রেড্ ইন্ডিয়ান শব্দ, অর্থ—'জাতীয় উৎসবের সময়ে উপস্থিতি'। ১৯২০এ লনডনে সব প্রথম পৃথিবীর নানা দেশের স্কাউটদের জাম্বোরী বা সম্মেলন হয়।

জায়গীর
মুসলমান শাসনে রাজকর্মচারীকে মাসিক বেতন বা তঙ্কার পরিবর্তে বিশেষ জমিদারীর রাজস্ব ভোগ করিতে দেওয়া হইত। এই জমিদারীর শাসন, জমি ব্যবস্থা প্রভৃতি কাষ জায়গীরদারের উপর ন্যস্ত থাকিত। এই দান কখনো সর্তাধীন, কখনো বিনা সর্তে দেওয়া হইত। কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী থাকিলে জায়গীরদারগণ নিজ কর্তব্য সমাপন করিতেন; কিন্তু দুর্বল শাসনে ইহারা প্রায়ই প্রবল হইয়া উঠিত।...মধ্যযুগে কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে রাজ্যের সুদুরাংশের উপর কর্তৃত্ব রক্ষা কঠিন ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিশ্বস্ত কর্মচারীর হস্তে অনেক কাজ ন্যস্ত করিতে হইত।...আকবর শাহ জায়গীর প্রথা রদ করিয়া বেতন প্রথা প্রবর্তন করেন। শিবাজীও উহা উঠাইয়া দিয়া বেতনের ব্যবস্থা করেন।

জায়ফল (Nutmeg)
পূর্ব দ্বীপালি ও দঃ ভারতের বহু স্থানে জাত 'জাতি' বৃক্ষের ফল। (জয়ত্রি দ্রঃ)। আয়ুর্বেদ ও বর্তমান চিকিৎসকদের মতে ইহার গুণ অশেষ। ইহা হইতে উদ্বায়ী তৈল, স্পিরিট ও গাঢ় এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়; শেষোক্ত বাতাদির ঔষধ।

জারক্সেস (Xerexes)
প্রাচীন পারস্যের অখামনিস বংশের ২য় সম্রাট বা শাহনশাহ খৃ পূ ৪৮৫—৪৬৫। দরায়ুসের পুত্র। ইঁহার সাম্রাজ্য সিন্ধুতীর হইতে ভূমধ্যসাগরতীরস্থ মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি স্বয়ং বহু লক্ষ সৈন্য লইয়া গ্রীস আক্রমণ করেন এবং আথেন্স ধ্বংস করেন। এই সৈন্য বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদল ছিল; তাহারা সুতির পোষাক ও দীর্ঘ তীর ধনুক লইয়া লড়াই করিত। সালামিসের নৌ-যুদ্ধে পারসিক নৌবাহিনী পরাজিত হইলে জারক্সেস দেশে ফিরিয়া যান। খৃ পূ ৪৬৫ অব্দে নিজ কর্মচারীর দ্বারা নিহত হন।

জারমান সিলভার (German Silver)
মিশ্র ধাতু, ইহার দ্বারা বহুপ্রকার বাসনপত্র প্রস্তুত হয়। তামা ১০০ ভাগে দস্তা ৬০, নিকেল ৪০ ভাগ মিশাইয়া একপ্রকার শাদা মিশ্র ধাতুকে জাঃ সিঃ বলে। জারমেনীর Hildburghausen নামক স্থানে প্রথম প্রস্তুত হয়।

জারমানিয়াম (Germanium)
দুষ্প্রাপ্য ধাতু। দঃ আফ্রিকায় জারমেনাইট নামে খনিজ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে ধূসর শ্বেত বর্ণ; ভঙ্গুর। খুব উত্তপ্ত হইলে গলিতে থাকে।

জারসি (Jersey)
গেঞ্জির মত জামাকে 'জারসি' বলে। ইহা ইংলিশ চ্যানেলের জারসি নামে দ্বীপের নাবিকরা গায়ে পরে। দ্বীপটি ফ্রান্স হইতে ১৩ মাঃ দূরে; লোকেরা ফরাসী-ভাষী। ইংরেজের অধীন। জন সংখ্যা ৫০ হাঃ।

জারা কাঠ (Jarrah)
অস্ট্রেলিয়ার মেহগানি জাতের বৃক্ষের (Eucalyptus marginate) কাঠ। কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আসে। গাছ প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ হয়।

জারি নৃত্য
ময়মনসিংহ জিলার মুসলমানদের মধ্যে একপ্রকার লোক-গীত ও লোক-নৃত্য প্রচলিত আছে। ইহাদের গানের বিষয় সাধারণত হিন্দু পৌরাণিক গল্প। কবিগানের ন্যায় ইহা পাল্লা দিয়াও চলে।

জারিত লৌহ (Oxides of Iron)
লৌহের কতকগুলি রূপান্তরিত মিশ্রধাতু, যেমন ফেরস্ অক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড ও ম্যাগনেটিক অক্সাইড্ অব্ আয়রণকে সাধারণভাবে জাঃ লৌহ বলা যায়। সাধারণ লাল লৌহ প্রস্তরচূরকে (red hematite) ৩০০০° (c) তাপ দিয়া তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া হাইড্রোজেন চালাইলে ফেরাস অক্সাইড হয়। এইরূপ নানা প্রক্রিয়া দ্বারা জারিত লৌহ হয়। কবিরাজরা ইহা ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত করেন

জারুল গাছ (Lagerstroemia flos-reginae)
বৃহৎ পুষ্প তরু; আসাম, পূর্ববঙ্গ ও বর্মায় প্রচুর জন্মে। গাছ ৩০।৫০ বৎসরে কাটিবার উপযুক্ত হয়। কাঠ হইতে তক্তা হয়, কলিকাতায় সস্তা আসবাব পত্র ইহাতে হয়। জলের তলায় এই কাঠ ভাল থাকে; নৌকায় ব্যবহৃত হয়। ফুল বড়, প্রায় ৩ আঙ্গুল চওড়া। (Watt 791.)

জাল, জালিয়াতি
এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত আইনে ও ইংল্যান্ডের আইনে জাঃ ভীষণ অপরাধ। এই অপরাধের জন্য দুই বৎসর জেল হইতে দ্বীপান্তর পর্যন্ত হইতে পারে। পূর্বে জালিয়াতির জন্য অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হইত। নন্দকুমারের জালিয়াতি অপরাধে ফাঁসি হয়; কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে বিলাতের আইন চলিত। নোট জাল, টাকা পয়সা জাল, দলিল পত্র জাল, চিঠি জাল. শীল মোহর জাল প্রভৃতি নানা প্রকারের জাল আছে। প্রাচীন পুঁথি. প্রাচীন ছবি পুরাতন টাকা পয়সা জাল হয়। মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়াছে বলিয়া মানুষ জাল হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন বহু প্রকারের জাল ধরা যায়।

জাল (Net)
মাছ ধরিবার জন্য ছোট বড় অনেক রকম জাল সুতা দিয়া তৈরী হয়। সুতার উপর গাবের আঠা মাখানো হয়; জলে সুতা নষ্ট হয় না। 'কুড়া জালে' চুনা মাছ ধরা হয়; 'ফেটা জালের' দুই পাশে বাঁশ বাঁধিয়া তে-কোনা আকার হয়; চুনা মাছ ধরার জন্য লাগে। 'খেপা জাল' মাথার উপর ঘুরাইয়া ফেলিতে হয়; জালের চারিদিকে সীসার ভার থাকে; ইহাতে মাঝারী মাছ ওঠে। 'বেড়া জাল' নদীতে এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত ফেলা হয়। এ ছাড়া স্থান-ভেদে নানা নাম প্রচলিত আছে। এ ছাড়া পাখী ধরিবার জন্য জাল বা ফাঁদ পাতা হয়। (যোগেশ)

জালক নাড়ী (Capillary)
অতি সূক্ষ্ম রেশমের ন্যায় নাড়ী জালের মতন দেহমধ্যে বিস্তৃত; ইহাদের ব্যাস $\frac{1}{3000}$ ইঞ্চি। একটি অতি সরু ধমনী অসংখ্য জালে পরিণত হয়; ইহারা দেহের প্রত্যেকটি কোষ বা সেলকে আবৃত করিয়া রাখে। এই জালক নাড়ী হইতে কোষগুলি তাহাদের খাদ্য ও বায়ু সংগ্রহ করে এবং ইহাতে আবর্জনা ত্যাগ করে। জালকের এক প্রান্তে বিশুদ্ধ রক্তবাহী অতিসূক্ষ্ম ধমনী অপর পারে অতিসূক্ষ্ম শিরা। সেল্ হইতে পরিত্যক্ত আবর্জনা শিরা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

জালগাঁঠি ঘাস (Panicum javanicum)
শ্যামা ঘাসের মতন কিন্তু প্রণত বর্ষায়ু তৃণ। দেড় হাত দীর্ঘ হয়। বড় জালগাঠি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে। (যোগেশ)

'জাল প্রতাপ'

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যান। লোকে এই আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়; তেজচন্দ্র মহাতবচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। পনের বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া নিজেকে 'প্রতাপ' বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেকে এই সাধুকেই প্রতাপচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। মোকদ্দমায় প্রতাপের পরাজয় হয়। এই আখ্যান লইয়া সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'জাল প্রতাপ' নামে উপন্যাস লেখেন।

জালাল-উদ্দীন ফীরুজ খিলজি (১২৯০—৯৬)

দিল্লীর সুলতান; খিলজি বংশের স্থাপয়িতা। আলাউদ্দীন খিলজি ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। দাসবংশের শেষ রাজা কৈকুবাদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইনি বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন। ইনি অত্যন্ত মৃদু স্বভাবের লোক ছিলেন এবং পরাজিত শত্রুর প্রতিও নিষ্ঠুরতা করিতেন না। ইঁহার সময়ে আলাউদ্দিন দঃ ভারত জয় করেন। আলাউদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া কোরা নামক স্থানে অপেক্ষা করেন। ফীরুজ গবালিয়রের নিকট শিকারে গিয়াছিলেন; ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি নৌকা করিয়া কোরায় আসিলেন; আলাউদ্দীনকে যেমন তিনি আলিঙ্গন করিবেন, অমনি তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন লোক আসিয়া ফীরুজের মস্তক কাটিয়া ফেলিল।

জাসন্ (Jason)

গ্রীক পৌরাণিক বীর। ইনি কলচিস্ হইতে 'স্বর্ণপশম' (Golden Fleece) আনেন। এই অভিযান গ্রীক পুরাণ কাহিনীতে Argonautae নামে খ্যাত। জাসন মিডিয়া নামে এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনেন। বহুকাল পরে মিডিয়াকে ত্যাগ করিয়া জাসন্ অপর এক যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে মিডিয়া তাহাকে বিষ পরিচ্ছদ দিয়া হত্যা করে। তদনন্তর নিজ পুত্র ও জাসনের পুত্রদের হত্যা করিয়া জাসনের গৃহ ত্যাগ করে। ...গ্রীক নাট্যকার ইউরিপাইদিস 'মিডিয়া' নামে নাটক রচনা করেন। (দ্রঃ Kingsley, Heroes)

জাস্টিনিয়ান (Justinian)

রোমান সম্রাট (৪৮৩—৫৬৫)। কনস্টান্টিনোপল রাজধানী ছিল। ইঁহার সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের নানাস্থানে যুদ্ধ হয়; ইনি প্রায় সকল যুদ্ধে জয়ী হন ও পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে কিছুকাল ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। হার যথার্থ খ্যাতি রোমান আইন প্রণয়নের জন্য।

জাহরফ, বেসিল (Zahroff, Sir Basil)

বৃটিশ বণিক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী। ১৮৫০এ তুর্কীতে ইঁহার জন্ম হয়; জাতিতে রুশ-গ্রীক। আথেন্সে ভিকার্স কোম্পানীর দোভাষী রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন; পরে ভিকার্সদের চাকুরীতে প্রবেশ করেন; ম্যাক্সিম, শ্নাইডার, নোর্‌দেনফেল্‌ট প্রভৃতি কোম্পানীর যুদ্ধোপকরণের এজেন্ট-রূপে নানাদেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করেন। শত্রু মিত্র সকল দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময়ে রুশ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করেন। বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে নানাভাবে সম্মানিত করিয়াছেন; ইনি বহু কোটি টাকার মালিক। লনডন্ ও প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু টাকা দান করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীর, নুরউদ্দীন মুহম্মদ (জ ১৫৬৮ঃ সম্রাট ১৬০৫ মৃঃ ১৬২৭)

মুগল ভারতের ৪র্থ বাদশাহ। সম্রাট হইবার পূর্বের নাম সেলিম। সেলিম আকবর শাহের পুত্র। ইঁহার মাতা অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যা। যুবরাজ কালে পিতার বিরুদ্ধে ইনি বিদ্রোহী (১৬০১) হন। ইঁহার প্ররোচনায় আবুল ফজল নিহত হন (১৬০২)। কিছুকাল পিতৃ আজ্ঞায় বন্দী ছিলেন। তিনি মানসিংহের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। সেলিম 'নুরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর' উপাধি লইয়া ১৬০৫এ সম্রাট হন। পত্নী যোধবাঈ-এর গর্ভে খশরু (দ্রঃ) ও খুরমের (শাহজাহান) জন্ম হয়। খশরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী (১৬০৬) হন ও বন্দীভাবে জীবন যাপন করেন। জাহাঙ্গীর ১৬১১ নুরজাহানকে বিবাহ করেন; কালে দরবারে ও রাজ্যশাসনে ইঁহার অশেষ প্রতিপত্তি হয়। খুরমের বিদ্রোহ (১৬২৫); মহবৎ খাঁর বিদ্রোহের ফলে (১৬২৬) জাহাঙ্গীর বন্দী হন ও নুরজাহানের বুদ্ধিবলে উদ্ধার পান। স্যর টমাস্ রো (দ্রঃ) ১৬১৫ এ আজমীরে আসিয়া দেখা করেন। ইঁহার আত্মজীবনী পারসিক ভাষায় রচিত। বাঙলায় অনুবাদ আছে।

জাহাজ

নৌকার ন্যায় সুবৃহৎ জলযান যাহা সমুদ্রে চলাফেরা করে তাহাকে জাহাজ বলে। অতি প্রাচীনকালে মিশরীয়, ফিনিক, গ্রীক, কার্থেজীয় ও রোমানরা ভূমধ্যসাগরে জাহাজে করিয়া যাওয়া-আসা করিত। সেসব জাহাজ দাঁড় টানিয়া, পাল তুলিয়া চলিত। খৃস্টীয় ১ম শতক হইতে হিন্দু ও চীনদিগকে ভারত সাগরে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দুরা পূর্ব দ্বীপালিতে উপনিবেশ স্থাপন করে।...আমেরিকা ও ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইলে, ইউরোপে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ করে। তারপর ১৯ শতকের মধ্যভাগে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে জাহাজ চলিল। তখন জাহাজ কাঠের পরিবর্তে ইস্পাতের পাতের তৈরী হইল। দাঁড়ের ও পালের পরিবর্তে স্টীমের জোরে স্ক্রু প্রোপেলার বা পাশে-জলকাটা-পাথার বলে জাহাজ চলিল। এই শক্তি কয়লা পুড়াইয়া বাষ্পীয় বল

দ্বারা সঞ্চিত হয়। আজকাল অনেক জাহাজে পেট্রোলিয়াম তেলের সাহায্যে মোটর চালিত হইতেছে। জাহাজ নির্মাণ একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায় ও শিল্প। যুদ্ধের জাহাজ, মালের জাহাজ, যাত্রীবাহী জাহাজের অনেক রকম আছে। ইংল্যানডে জাহাজ বানাইবার প্রধান কেন্দ্র প্লিমাউথ, পোর্টসমাউথ, ক্লাইড, টাইন ইত্যাদি। ভারতে জাহাজ নির্মিত হয় না; সমস্তই বিদেশে তৈয়ারী হইয়া এদেশে আসে; এই বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য হইতে ভারত বঞ্চিত। এসিয়ায় জাপান এখন জাহাজ নির্মাণে অগ্রণী।...ব্রিটীশ বাণিজ্য জাহাজের দ্রুত অবনতি হইতেছে; তাহারা বিদেশী বণিকদের সহিত পাল্লা দিতে সমর্থ হইতেছে না; "Owing to the continued decline of British merchant shipping in the face of uneconomic competition by foreign vessels, largely financed with state funds, the government decided early in the year (1939) that assistance must be given to the maritime industries." (Daily Mail Year. Book 1940, p. 51)

জাহাজ, সংখ্যা

পৃথিবীর কোন দেশের কি পরিমাণে বাণিজ্য-জাহাজ আছে তাহার তালিকা। ইহা জাহাজের টনেজ (tonnage) দিয়া দেওয়া হইতেছে, সংখ্যা দিয়া নয়; কারণ সংখ্যার দ্বারা ঠিক বুঝা যায় না; একখানি জাহাজ ১০০ টনী ও অপর একখানি ২০,০০০ টনী হইতে পারে। এইজন্য সরকারী হিসাবে টনেজ দিয়া পরিমাণ দেখানো হয়। ১৯৩৪এর হিসাব :—

	হাজার টন		হাজার টন
গ্রেট বৃটেন … …	১৭,৭৩৫	জারমেনী … …	৩,৬৯১
মার্কিন … …	১২,৯৬৬	ইতালী … …	২,৯২৭
জাপান … …	৪,০৭৩	হল্যানড … …	২,৬৮১
নরওয়ে … …	৩,৯৮১	ভারতবর্ষ ও সিংহল	২২৬
ফ্রান্স … …	৩,২৯৮		

(দ্রষ্টব্য—যুদ্ধ জাহাজ বা রণতরী, নৌবাহিনী)

জাহাজ, বৃহত্তম।

নাম	দেশ	ওজন-টনেজ	দৈঘ-ফিট	প্রস্থ ফিট	গভীরতা-ফিট	গতি-নট	তৈয়ারী
কুইন এলিজাবেথ Queen Elizabeth	ইংরেজ	৮৫,০০০	…	…	…	…	১৯৩৯
নর্মানডি Normandie	ফরাসী	৮৩,৪২৩	৯৬২	১১৭	৯১	২৮½	১৯৩৩
কুইন মেরী Queen Mary	ইংরেজ	৮১,২৩৫	৯৭৬	১১৮	৬৮	২৮	১৯৩৭
ব্রেমেন (Bremen)	জার্মান	৫১,৭৩১	৮৯৮	১০১	৪৮	২৬	১৯২৯
রে (Rex)	ইটালিয়ান	৫১,০৬২	৮৭৯	৯৭	৩০	২৫	১৯৩২
ইউরোপা (Europa)	জার্মান	৪৯,৭৪৬	৮৯০	১০২	৪৮	২৩	১৯২৮
Conte di Savia	ইটালিয়ান	৪৮,৫০২	৮১৪	৯৬	৩৩	২৬	১৯৩২
একুইটনা (Aquitania)	ইংরেজ	[illegible],৬৪৭	৫৬৮	৯৭	৪৯	২৩	১৯১৪
আইল দ ফ্রান্স (Ile de France)	ফরাসী	৪৩,৪৫০	৭৬৩	৯২	৫৫	২৩	১৯২৬
এম্প্রেস অফ বৃটেন (Empress of Britain)	ইংরেজ	৪২,৩৪৮	৭৩৩	৯৭	৫৬	২৪	১৯৩১
নিউ আমষ্টার্ডাম (Nieuw Amsterdam)	হল্যানড	৩৬,২৮৭	৭১৩	৮৮	৫০	২০½	১৯৩৭
মরেটেনিয়া (Mauretania)	ইংরেজ	৩৫,৭৩৯	৭৩৯	৮৯	৫১	…	১৯৩৮
কলাম্বাস (Columbus)	জার্মান	৩২,৫৮১	৭৪৯	৮৩	৪৯	২১	১৯২২
রোমা (Roma)	ইটালিয়ান	৩০,৮১৬	৭০৫	৮২	৩৮	২১	১৯২৬
অগষ্টাস (Augustus)	ইটালিয়ান	৩০,৪১৭	৭১০	৮২	৪৬	১৯	১৯২৭
পাস্তুর (Pasteur)		৩০,০০০	৬৫৬	৮৭	৬০	…	১৯২১

জাহাজ, গতির উন্নতি (ইউরোপ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)

বছর	সময়	জাহাজ	ওজন টনেজ
১৮৬২	৯ দিন	স্কোটিয়া (Scotia)	৩০,৮৭১

বছর	সময়	জাহাজ	ওজন—টনেজ
১৮৬৯	৮ দিন ...	সিটি অফ ব্রুসেলস্ (City of Brussels)	৩,০৮১
১৮৮২	৭ দিন ...	আলাস্কা (Alaska)	৬,৪০০
১৮৮৯	৬ দিন ...	সিটি অফ প্যারিস (City of Paris)	১০,৬৬৯
১৮৯৪	৫ দিন ৮ ঘণ্টা	লুসানিয়া (Lucania)	১২,৯৫০
১৮৯৭	৬ দিন ...	কাইজার উইলহেলম (Kaiiser Wilhelm der Grosse)	১৪,৩০৪
১৯০৩	৫ দিন ১২ ঘণ্টা (ফ্রান্স হইতে)	ডয়েটসল্যান্ড (Deutschland)	১৬,৫০২
১৯০৯	৪ দিন-১০ ঘণ্টা-৪১ মিনিট	মরেটেনিয়া (Mauretania)	৩০,৬৯৬
১৯২৪	৫ দিন ১ ঘ-৪৯-মি (যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফ্রান্স)	মরেটেনিয়া	৩০,৬৯৬
১৯২৯	৪ দিন ১৮ঘ-১৭-মি	ব্রেমেন (Breman)	৫১,৬৫০ (নেট টনেজ)
১৯৩০	৫ দিন-১৭ঘ-৬মি (ফ্রান্স হইতে)	ইউরোপা (Europa)	৫১;৬৫৬ (নেট টনেজ)
১৯৩২	৪ দিন-১৫ঘ-৫৬মি (ফ্রান্স হইতে)	ইউরোপা (Europa)	" "
১৯৩৩	৪ দিন-১৭ঘ-৪৩মি (ফ্রান্স হইতে)	ব্রেমেন (Bremen)	৫১,৬৫০
১৯৩৪	৪ দিন ৬ঘ-৫৮মি (কানাডা হইতে ফ্রান্স)	এম্প্রেস অফ বৃটেন (Emprese of Britain)	৪২,৩৪৮
১৯৩৫	৪ দিন-৩ঘ-২মি	নর্মানডি (Normandie)	৮০,০০০ (নেট টনেজ)
১৯৩৬	৪ দিন-...২৭মি (ইংল্যান্ড হইতে মার্কিন দেশ)	কুইন মেরী (Queen Mary	৭৩,০০০ (নেট টনেজ)
১৯৩৬	৩ দিন-২৩ঘ-৫৭মি (যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংল্যান্ড)	কুইন মেরী	
১৯৩৭	৩ দিন-২৩ঘ-২মি	নর্মানডি	৮০,০০০ (নেট টনেজ)
১৯৩৮	৩ দিন-২১ঘ-৪৫মি	কুইন মেরী	৭৩,০০০ (" ")
১৯৩৮	৩ দিন-২০ঘ-৪২ মিঃ (যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংল্যান্ড)	কুইন মেরী	" " "

জাহান-আরা বেগম (১৬১৪—৮০)

শাহজাহানের কন্যা, মমতাজের গর্ভজাত। ইনি একবার ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। পুনা হইতে আনীত Gabrial Broughton নামে এক ইংরেজ ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য হন। শাহজাহান তাহার পুরস্কার স্বরূপ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। অওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিলে ইনি পিতৃসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

জাহানকোষ

মুর্সিদাবাদের বিখ্যাত কামান। ওজন ২১২/ মণ; ১২ হাত দীর্ঘ, ৩ হাত ব্যাস। ১৬৩৭ জনার্দন কর্মকার (দ্রঃ) নির্মাণ করেন। শাহজাহানের সময়ে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) ইসলাম খাঁর শাসনকালে দারোগা শের মহম্মদ ও কর্মচারী হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দন কর্তৃক নির্মিত হয়। উহা কেমন করিয়া মুর্সিদাবাদে আনা হইল জানা যায় না।

জাহান্দর শাহ, মুঘল সম্রাট (১৭১২)

বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন; জ্যেষ্ঠ জাহান্দর সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ও দুর্বৃত্ত; তিনিই বাদশাহ হইলেন। ১১ মাস পরে ভ্রাতুষ্পুত্র ফরুখসিয়ারের আদেশে নিহত হন। অতঃপর ফরুক বাদশাহ হইলেন।

গঙ্গা মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত করিয়া চলিতে থাকেন; তদ্দর্শনে জহ্নু এক গণ্ডূষে গঙ্গার জল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে নিজ জানু ভেদ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদনন্তর গঙ্গার অপর নাম হইল জাহ্নবী।

জিউস্ (Zeus)

প্রাচীন গ্রীকদের মহাদেবতা। দ্রষ্টব্য জুপিটার।

জি. এম. আই. ই. (G. M. I. E.)

Grand Master of the order of the Indian Empire. ভারত গভর্নমেন্টের সম্মান।

জি. এম. এস. আই. (G. M. S. I.)

Grand Master of the Star of India. ভারত গভর্নমেন্টের সম্মান।

জিওন আন্দোলন, (Zeonist movement)

ইহুদীদের ফিলিস্তানে (Palestine) ফিরিয়া আসিবার আন্দোলন। ১৮৯৭এ এই আন্দোলন সুরু হয়; ১৯১৭এ

মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে ঘোষণা করেন ও তাহাদেরই সাহায্যে ইউরোপের নানাস্থান হইতে ইহুদীরা আসিয়া ফিলিস্তানে উপনিবেশ করিয়াছে। বর্তমানে ইহাদিগের সংখ্যা ৩,৬০,০০০। ১৯২৫এ জেরুসালেমে হীবরু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহুদীদের চেষ্টায় পশ্চিম এশিয়ার এই অংশে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। তবে স্থানীয় আরবরা ইহুদীদের আগমনকে সুনজরে দেখিতেছে না এবং ইতালীয়দের প্ররোচনায় তাহারা প্রায়ই ইহুদীদের উপর উৎপীড়ন করে। মাঝে মাঝে উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষ হয়।

জিওল গাছ (Odina wodier)
আম্রাদি বর্গের বৃক্ষ। আমড়া গাছের সদৃশ; গাছ হইতে প্রচুর নির্যাস বা জিওল আঠা বাহির হয়। এই আঠা দিয়া ব্রাহ্মণে পৈতা মাজে। (যোগেশ)

জিগুরাত (Ziggurat)
বাবিলনীয় ভাষায় ইহার অর্থ উচ্চস্থান। ইউফ্রাইতিস ও তাইগ্রীস অপ্‌বাহিকায় প্রাচীন বাবিলনীয়দের এক প্রকার তোরণ মন্দির; ইহা থাকে থাকে ক্ষুদ্রতর হইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

জিজিয়া, জিয্‌ইয়া
মুসলিম শাসনাধীন অমুসলিম প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্তে যে কর গ্রহণ করা হইত তাহাকে জিয্‌ইয়া বলে; ঐ সমস্ত প্রজা মুসলমানগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য নহে এবং জাকাৎ (দ্রঃ) ওমার প্রভৃতি যে সমস্ত কর মুসলমানদিগকে দিতে হয় তাহাও তাহাদিগকে দিতে হইত না, মুসলমানগণ কোনও কারণবশতঃ তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে জিয্‌ইয়া প্রত্যর্পণ করা হইত। ভারতে আকবর সর্ব শ্রেণীর প্রজাকে স্বীয় রাজ্যের জন্য যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়া ও সাধারণ ভাবে কর ধার্য করিয়া জিয্‌ইয়া উঠাইয়া দেন। অতঃপর আওরংজেব উহার প্রচলন করেন।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০—১৯৩১)
ব্যারিস্টার ও ব্যায়ামবীর। ডাঃ দুর্গাচরণের পুত্র ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ। ইনি ১৯০৬ প্রেসিডেন্সি রাইফেল বাটালিয়নে প্রবেশ করেন। বাঙালী যুবকদের শরীর চর্চার জন্য ইনি বরাবর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি রিপন কলেজের পরিচালক সভার সদস্য ছিলেন ও সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সভাপতি হন।

জিতাষ্টমী
হিন্দু মেয়েরা পুত্র লাভের জন্য উপবাসী থাকিয়া আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে জীমূতবাহনের পূজা করে।

জিনক্‌ (Zinc) দ্রঃ দস্তা

জিন, (দ্রঃ মহাবীর ; জৈনধর্ম)

জিন (Jinn)
আরবী শব্দ। ইহার আভিধানিক অর্থ অদৃশ্য বা গুপ্ত। ইহা দ্বারা একপ্রকার অশরীরি সূক্ষ্মদেহী সৃষ্টি বুঝায়। ইহারা মানব সৃষ্টির পূর্বে অগ্নি হইতে জগতে সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ইহারা ইচ্ছানুসারে সাপ, কুকুর, মানুষ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর আকৃতি ধারণ করিতে ও যথেচ্ছা বিচরণ করিতে সক্ষম। ইহারা মানবের ন্যায় সৎ, অসৎ, ধার্মিক ও অধার্মিক দুই প্রকারেরই হয়; সৎ ও ধার্মিক জিন মানবের কোনও অনিষ্ট করেনা বরং মানবের সহিত বন্ধু ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে। পরকালে ইহাদের পাপ পুণ্যর বিচার হইবে এবং ইহাদের মধ্যে পুণ্যবানগণ স্বর্গে এবং পাপীগণ নরকে যাইবে।...কয়লা, গোবর, অস্থি প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য বলিয়া মনে করা হয় ও তজ্জন্য ঐ সমস্ত বস্তু মুসলমানগণ অপবিত্রকর কাযে ব্যবহার করে না। ইহাদের নিকটও নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। অতঃপর যখন ইহারা পথভ্রষ্ট হইয়া জগতে অনাচার সৃষ্টি করিল তখনই আল্লা ইহাদিগকে দমন করিয়া আদি মানব হঃ আদমকে সৃষ্টি করেন।

জিনগুপ্ত, (৬ষ্ঠ শতক)
বৌদ্ধ আচার্য। আসল নাম কুম্ভ; পিতা ব্রজসার। ইহারা পুরুষপুর (পেশোয়ার) নিবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। যৌবনে ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও জিনভদ্র, জিনযশ ও যশোগুপ্ত সমভিব্যাহারে চীনদেশে যান ও তথায় বহু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীনে অনুবাদ করেন। কোন কারণে সম্রাট কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া ইহারা তুর্কীজাতীয় বৌদ্ধ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সসম্মানে পুনরাহুত হন। (দ্রঃ জী-কোষ ৬৯৬; P. K. Mukherji's Indian Literature in China)

জিনিয়া ফুল (Zinnia)
হাত দুই উঁচু ফুলের গাছ। ১৬ জাতের আছে; মেক্সিকো আদি স্থান। Zinn নামে জার্মেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নামানুসারে গাছের নাম হইয়াছে। বহু রঙের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল গন্ধহীন; ফুলের বাগানে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

জিন্না, মোহম্মদ আলি (১৮৭৬)

মুসলীম লীগের নেতা। ব্যারিস্টার। জন্মস্থান করাচি। ১৮৯২ ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যান। পাশ করিয়া ১৮৯৬এ ফেরেন। ছাত্রাবস্থায় নৌরজীর শিষ্য ও গোখলের ভক্ত ছিলেন। বহুকাল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের কাজ খুব যোগ্যতার সহিত করেন। প্রথমে মোসলেম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া যোগ দেন নাই। ১৯১৩এ উক্ত সভায় যোগদান করিলেও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ১৯১৬র লখনৌর মোসলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি হন। রাউলট অ্যাক্ট পাশ হইয়া গেলে ইনি প্রতিবাদ কল্লে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর ক্রমেই লীগ পক্ষপাতী ও কংগ্রেস বিরোধী হইয়া উঠিতে থাকেন। বর্তমানে লীগের সভাপতি ও কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী। পাকিস্তান (দ্রঃ) পরিকল্পনার প্রবর্তক।

জিপসাম (Gypsum)

খনিজ পদার্থ; চুন, সালফিউরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপসাম নামক যৌগিক উৎপন্ন হয়। ইহাতে ৩২·৫% চুন, ৪৬·৬% সালফার ট্রাওক্সাইড ও ২০·৯% জল থাকে। ইহা শৈল-লবণের খনিতে নরম সাদা শিলারূপে সাধারণত পাওয়া যায়। ইংল্যানড্, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানে, ইউরোপ ও আফ্রিকার কোন কোন স্থানের খনিতে জিপসাম পাওয়া যায়। ফ্রান্সে প্যারিসের নিকট যে জিপসাম খনি আছে তাহা প্লাস্টার অফ্ প্যারিস তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। জিপসাম জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্রব হয়। কিন্তু অ্যাসিডে দ্রব হয় না।

জিপসী (Gipsies, Gypsies, Gypeyan, Gyptian)

এদেশে জিপসীযাযাবরদের বলে 'ইরানী।' ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহারা বিচিত্র নামে পরিচিত। জিপসী শব্দটি ইজিপশিয়ান-এর অপভ্রংশ এবং লোকে এককালে মনে করিত যে ইহারা মিশর বা ইজিপট হইতে আসিয়াছে। স্পেনে ইহাদের বলে নিউ কাস্‌টিলিয়ান, জারমেন, ফ্লেমিং। ফ্রান্সের এক অংশে বলে Cascarrots ও Biscaynas, অন্যান্য অংশে বলে বোহেমিয়ান, সারাসান। জিপসীরা নিজেদের বলে রুম বা রোমানো। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে; একদল পণ্ডিত বলেন ইহাদের উৎপত্তি ভারতে এবং সেখান হইতে তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরবীতে ইহাদের বলে Zott, বোধহয় জাট হইতে হইয়াছে। ৮৫৫ অব্দে বৈজয়ন্তয়মে এক গ্রীক সম্রাট সীরিয়া হইতে ২৭,০০০ জোটিদের বন্দী করিয়া লইয়া যান বলিয়া প্রবাদ আছে; তাহারা গরু, মহিষ, ঘোড়া লইয়া তথায় যায়; ইহাই ইউরোপে জিপসীদের প্রথম আবির্ভাব।... জিপসীরা একস্থানে বাস করে না; নিজেদের পশু ও গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বেতের জিনিষ বুনিয়া বিক্রয় করে অথবা সামান্য মনোহারী সামগ্রী বিক্রয় করে।

জি. পি. ও (G. P. O. General Post Office)

জেনারেল পোস্ট অফিস্। কলিকাতার কেন্দ্রীয় পোস্টাপিস।

জিম্‌নাস্‌টিক (Gymnastic)

কথাটি গ্রীক Gymnos অর্থাৎ উলঙ্গ শব্দ হইতে হইয়াছে; গ্রীকরা উলঙ্গ হইয়া ব্যায়াম করিত। গ্রীকদের পর বহু শতাব্দী ব্যায়ামচর্চা ইউরোপে উঠিয়া গিয়াছিল; ১৯ শতক হইতে পুনরায় স্কুলে, কলেজে ও সৈন্যবিভাগে প্রবর্তিত হয়। প্যারালাল বার, রিঙ, হোরাইজেণ্টাল বার, তারের উপর চলা, দড়িটানা প্রভৃতিকে জিঃ বলে; সুইডিস ড্রিল বা ব্যায়ামে কোন হাতিয়ার লাগে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ব্যায়াম চলে। আমাদের দেশে ১৯ শতকে স্কুল কলেজে ইংরেজরা উহা প্রবর্তন করেন; কিছুকাল পূর্বে বারবেল প্রবর্তিত হইয়াছিল। এদেশের কুস্তিকে জিঃ বলা যায় না। তবে মুগুর, ডন্, বৈঠক প্রভৃতি জিঃর প্রকার ভেদ। স্বল্প জিঃ বা ব্যায়াম গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশের অনুকরণে অতি ব্যায়াম স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায়। হাতিয়ার ছাড়া ব্যায়ামই ভাল। যোগিক ব্যায়াম কোন কোন স্থানে অনুসৃত হয়।

জিয়াউদ্দীন বার্নি

মুহম্মদ বিন্ তুঘলক, (১৩২৫-৬১) ও ফিরুজ বিন্ রজবের সমসাময়িক ঐতিহাসিক; তারিখ-ই-ফিরুজ-শাহী বিখ্যাত গ্রন্থ। ইঁহার জন্মস্থান বুলন্দসহর; পিতার নাম মুবাইয়াজৎ-উল-মুলক্; তিনি তথাকার ফৌজদার ছিলেন।

জিয়াপুত গাছ (সং পুত্রঞ্জীব)

ছায়াপ্রধান পার্বত্য দেশীয় উচ্চ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ; কাঠ শক্ত ও শাদা। কোলহাপুরে প্রচুর জন্মে; বাংলায় খুব কম। ফুল পীতাভ শ্বেতবর্ণ; ফুলে পাপড়ি নাই, কেশর ২—৪টা; ফুল ছোট। শীতকালে ফল পাকে। লোকে রুদ্রাক্ষের মত ইহার বীজের মালা গাঁথিয়া পরে। পুত্রঞ্জীব ও ইঙ্গুদী পৃথক গাছ।

জিরাফ (Giraffe)

সাহারার দক্ষিণস্থ আফ্রিকার চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী, রোমন্থনকারী প্রাণী। দীর্ঘ ১৮।১৯ ফুট, গায়ে চাকা চাকা দাগ। দেহ ছোট, হাত পা লম্বা, বিশেষভাবে গলা। কিন্তু এখানে মানুষের গলার মতই সাতটি হাড় আছে। কান বড় ও তীক্ষ্ণ; মাথায় চামড়া-আঁটা শিঙের মতো আছে। ইহারা পত্রভোজী, ভীরু ও

দ্রুতগামী। দঃ আফ্রিকায় ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। ইহা প্রাণীদের মধ্যে উচ্চতম।

জিলেটিন (Gelatine)

চামড়া ছাল হাড় শিঙের কাটছাঁট আবর্জনা হইতে তৈয়ারী জান্তব রাসায়নিক পদার্থ। শিরিষ (Glue) হইতে পরিশোধিত হইয়া প্রস্তুত হয়। মাছের আবর্জনা হইতে যে পদার্থ হয় তাহা খুব পরিষ্কার, ইহাকে isinglass বলে। জিঃ রান্নায় ব্যবহৃত হয়; ফোটো-প্লেট তৈয়ারীতে কাজে লাগে। এ ছাড়া রঙের শিল্পে, কাগজের কারখানায় ও নানা শিল্পে প্রয়োজন হয়।

জিশু খৃস্ট (দ্রঃ খৃস্ট)

জি. সি. আই. ই (G. C. I. E. Great Commander of the Order of the Indian Empire)। ১৮৭৭এ মহারানী ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্য সেবার পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি উপাধি দান করেন। ইহা দুই শ্রেণীর, একটি অনারারী বা বিশিষ্ট সম্মানিদের জন্য। এই কোঠায় পড়েন ডিউক অব্ কনট, নেপালের প্রধান মন্ত্রীরাজ, মোহাম্মেরার সেখ।

জি.সি.এস.আই (G. C. S. I. Great Commander of the Star of India। ১৮৬১তে মহারানী ভিক্টোরিয়া সব প্রথম Star of India নামে সম্মানপদ ভারতে সৃষ্টি করেন। তাহার পর ১৮৬৬ '৭৫, '৭৬, '৯৭, ১৯০২ '১১, '১৫, '২০, '৩৫এ ঐ তালিকা ক্রমেই বাড়ানো হয়। দেশীয় রাজাদের মধ্যে বড়োদা, মহীশূর, বিকানীর, কোটা, কাপুরতলা, নিজাম প্রভৃতি এবং বহু বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সম্মান পাইয়াছেন

জি. সি. ভি. ও (G. C. V. O. Knight Grand Cross of Royal Victorian Order) ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপাধি।

জিহোবা (Jehovah ; Jahveh, Yahweh ; Jhuh, Jhwh) ইহুদীদের ঈশ্বরের নাম; ইহার অর্থ I am that I am। ঈশ্বর এইনামে মুসার নিকট হোরেবে আবির্ভূত হন বলিয়া ইহুদীদের বিশ্বাস।

জিহ্বা, জিব (Tongue)

রসবোধের ইন্দ্রিয়; মুখের মধ্যে অবস্থিত। জিহ্বার উপরিভাগ পরথরে, অনেকগুলি ক্ষুদ্র দানার ন্যায় পদার্থ (Papillae) আছে। পশ্চাতভাগের দানাগুলি বড়। যে সকল নাড়ীর সাহায্যে রসবোধ জন্মে তাহা এই সকল 'দানা'র মধ্যে অবস্থিত। মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল, নোনতা প্রভৃতি প্রধান রসের অনুভূতি হয়। জিহ্বামূল পেশীদ্বারা Hyroid Bone সঙ্গে যুক্ত; খাদ্য ও পানীয় ইহার উপর দিয়া যাইয়া গলনালীতে প্রবেশ করে।

জীবক

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক চিকিৎসক। ইনি তক্ষশিলা নগরীতে আত্রেয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন ও পরে রাজগৃহে মহারাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রভৃতির চিকিৎসক নিযুক্ত হন; বুদ্ধদেবও ইঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। তিনি শিশু-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ছিল কুমারভৃত্য।

জীব গোস্বামী (মৃ ১৬১৮)

বৈষ্ণব দার্শনিক ও আচার্য। আদিনিবাস বাকলা চন্দ্রদ্বীপ। পিতা অনুপম বল্লভ গোস্বামী। ২০ বয়সে জ্যেষ্ঠতাত রূপ ও সনাতনের (দ্রঃ) নিকট বৃন্দাবনে যান। ইঁহার পাণ্ডিত্যদ্বারা গৌড়ীয় মত দার্শনিক ভিত্তি পায়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—ভাগবত সন্দর্ভ (ষট্ সন্দর্ভ). সর্ব সম্বদিনী, এবসন্দর্ভ, গোপাল চম্পূ কাব্য, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ধাতু সূত্রমালিকা, কৃষ্ণার্চন দীপিকা, গোপাল বিরুদাবলী, মাধব মহোৎসব, সংকল্প কল্পদ্রুম প্রভৃতি।

জীবতত্ত্ব (Biology)

যে বিজ্ঞানে জীবের উৎপত্তি, অভিব্যক্তি আলোচিত হয় তাহাকে সামান্যভাবে জীবতত্ত্ব বলা যায়।

জীবন (Life)

সংসারের সমস্ত ভূত বা বস্তুকে জীব ও জড়ে ভেদ করা হয়; মূল গঠনে, উপাদানের দিক হইতে জীব ও জড়ের মধ্যে ভেদ নাই; জড়বস্তু হইতে জীবনের শক্তি বা প্রেতি (energy) আসিতেছে। তবুও জড় ও জীবকে পৃথক করা হয়; তাহার কারণ জীবনের যে বিশেষ কতকগুলি ধর্ম আছে তাহা জড়ে বর্তায় না; যথা—(১) জীব মাত্রের দেহের বৃদ্ধি আছে এবং ইহার জন্য সে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সেই খাদ্যকে শরীর মধ্যে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া দেহ গঠন ও বর্ধন কাযে লাগাইতে পারে। (২) জীবদেহে বিভিন্ন অংশের গঠন, আকৃতি ও ধর্ম পৃথক। যেমন শিকড়, পাতা, ফুল, মাংস, হাড়, রক্ত ইত্যাদি একই দেহে বিভিন্ন আকৃতিযুক্ত। (৩) শ্বাসক্রিয়া জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। (৪) উত্তেজনা (stumulus) জীবদেহে সম্ভব অর্থাৎ জীবদেহে আঘাত, উত্তাপ, শৈত্য, তড়িৎ, আলোক, স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। (৫) চঞ্চলতা (movement) বা নড়াচড়া উচ্চশ্রেণীর জীব চলিয়া বেড়ায়। (৬) বংশবৃদ্ধি (reproduction), গাছের বীজ বা গোড়ার ডাল বা শিকড় হইতে, সরীসৃপ ও পক্ষী

প্রভৃতির ডিম্ব হইতে এবং স্তন্যপায়ী জন্তুর গর্ভ হইতে নূতন জীবনের উদ্ভব হয়। (৭) পরিপার্শ্বের সহিত অভিযোজন (adaptation to environment); যে জীব যেখানে থাকে তাহার চতুর্দিকস্থ আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সম্পদের (যেমন বায়ু, জল, পর্বত ইত্যাদি) সহিত আত্মীয়তা করিয়া সে বাস করিতে পারে। (৮) বংশবিস্তার (Propagation); এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, একদেশ হইতে অন্যদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী স্থানান্তরিত হইয়া বংশবিস্তার করিতে পারে। (৯) মৃত্যু; নানা জীবে জীবনের স্পন্দন নানারূপ; উদ্ভিদ, অ্যামিবা জীবাণু, বীজাণু সবের মধ্যে জীবন আছে, কিন্তু প্রত্যেকের প্রাণধর্ম পৃথক।

জীবন চরিত (Biography)

এই শব্দটি ইংরেজির তর্জমা। আমাদের দেশে জীঃ লিখিবার পদ্ধতি পূর্বে ছিল না। প্রাচীন কালের 'বুদ্ধচরিত' ও 'ললিতবিস্তর' প্রভৃতি যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে তাহাতে কাব্যরস বেশী— সে-আদর্শে আজকাল জীঃ লিখিত হইতে পারে না। তবে জৈনদের মধ্যে চরিত এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে 'কড়চা' 'চরিতামৃত' লিখিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়; এসব গ্রন্থ কবিতায় লিখিত। বহু অলৌকিক ঘটনা মিশ্রিত। মুসলমানদের মধ্যে জীবনী, আত্মজীবনী রচনার রীতি ছিল; বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির আত্মজীবনী বিখ্যাত; আবুল ফজলের 'আকবরনামা' এবং এই ধরনের বহু গ্রন্থ পারসিক ভাষায় পাওয়া যায়। আরবী ভাষাতেও জীবনী লেখার অভ্যাস ছিল। চীনদেশে রাজা ও মহাপুরুষদের জীবনী বিস্তর পাওয়া যায়।...বাঙলাদেশে অধুনাযুগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী', নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেলের জীবনী'। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের জীবন কাহিনী।...ইংরেজিতে English Men of Letters, E. M. of Action প্রভৃতি বিখ্যাত। Dictionary of National Biography বহু খণ্ডে রচিত অভিধান। আধুনিক যুগে জারমেন দেশীয় লেখক এমিল লুডবিগ্ রচিত গ্যোথে, বিসমাক নেপোলিয়ন প্রভৃতির জীবনী নূতন কায়দায় রচিত; আবার ফরাসী লেখক আন্দ্রে মোরার শেলি, বাইরনের জীবনী অন্য ধরণে রচিত।

জীবন-তরী (Life Boat)

জাহাজ ডুবি হইলে সমুদ্র হইতে অসহায় নাবিক ও যাত্রীদের উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ একপ্রকার তরী। ইহা এমনভাবে নির্মিত যে সহজে ডোবে না। প্রথমত ইহা খুবই শক্ত করিয়া নির্মিত; দ্বিতীয়ত ইহার মধ্যে এমনভাবে বাতাস-ভরা থাকে যে ইহার চলাচল খুব সহজ ও দ্রুত হয়। তৃতীয়ত, ইহার উপর ঢেউএর জল পড়িলে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্গত হইয়া যায়। এই নৌকাগুলি সাধারণত ১০-১৬ দাঁড়ে চলে; বড়গুলি ৫০ ফুট দীর্ঘ হয়; ইহাতে ১০০ জন লোক পর্যন্ত ধরিতে পারে। আজকাল মোটর জীবন-তরী হইতেছে।...প্রত্যেক জাহাজে যাত্রী অনুপাতে জীবন-তরী রাখিতে হয়। 'কুইন মেরী' হইতে ৫৯ সেকেণ্ডের মধ্যে মোটর চালিত জীবন-তরী জলে নামানো যায়।...জাহাজডুবি যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টার জন্য ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম চেষ্টা হয়। ১৭৮৫তে লুকিন্ নামে এক গাড়ী-নির্মাতা জীবনতরীর প্রথম পেটেন্ট লইলেও তাহা কৃতকার্য হয় নাই। William Wouldhave ও Henry Greathead ১৭৮৯এ অগ্রণী হন। ১৮২৪এ Royal National Lifeboat Institution স্থাপিত হয়; বেলজিয়াম ১৮৩৮, ডেনমার্ক ১৮৪৮, সুইডেন ১৮৫৬, ফ্রান্স ১৮৬৫, তুর্কী ১৮৬৮, রুশিয়া ১৮৭২, ইতালি ১৮৭৯, কানাডা ১৮৮০, স্পেন ১৮৮০, হল্যান্ড ১৮৮৪, জারমেনী ১৮৮৫, জাপান ১৮৮৯, নরওয়ে ১৮৯১, পোর্তুগাল ১৮৯৮এ জীবনতরী ইনষ্টিটিউট গঠিত হয়।

জীবন বীমা (Life Insurance) ইনশিওরেন্স,

ও নানা জাতের বীমা দ্রষ্টব্য।

জীবপ্রত্নতত্ত্ব (Paleontology)

বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মৃত্তিকা বা শিলাস্তরের মধ্যে নানা জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়িয়া প্রস্তরীভূত (fossils) হইয়া গিয়াছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিকায় প্রাণী কবরিত হইয়াছে। এইসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ইতিবৃত্ত যে শাস্ত্রে অধীত হয় তাহাকে 'জীব প্রত্নতত্ত্ব' বলে।

জীবাশ্ম (Fossils)

ভূত্বকের মধ্যে পৃথিবীর শৈশব যুগে নানাজাতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। এইসব প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে Paleontology বা জীবপ্রত্নতত্ত্ব বলে। প্রোথিত সামগ্রীর উপর বহু যুগের নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রস্তর হইয়া গিয়াছে। কর্দমের উপর প্রাণীর পদচিহ্ন বা বৃক্ষপত্রের ছাপ বা বৃষ্টির দাগ পর্যন্ত পাথর হইয়াছে। ফল, আঁটি, কাঠ, ও হাড়ের প্রস্তরীভবনের (Petrification) বহু দৃষ্টান্ত কলিকাতা যাদুঘরে আছে। সাইবেরিয়া হইতে লুপ্ত ম্যামথ হস্তীর দাঁত প্রস্তর অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (মৃঃ ১৯২৮)

বাংলার কবি ; চট্টগ্রাম নিবাসী। ইঁহার নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল এবং অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। 'নির্মাল্য', 'তপোবন', 'ধ্যানলোক', 'অঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা।

জীমান এফেক্ট (Zeeman effect)

পিটার জীমান (জঃ ১৮৬৫) ওলন্দাজ জাতীয় বিজ্ঞানী ; আমস্টারডামের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৯০২এ ইনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Zeeman আবিষ্কার করেন যে খুব শক্তিশালী একটি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে জ্বলন্ত সোডিয়ম রাখিয়া তাহার বর্ণালী পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সোডিয়ম বাষ্পের স্বাভাবিক হলদে রেখা দুইটি অনেকটা চওড়া হইয়া গিয়াছে। কোনো জ্বলন্ত বাষ্পের আলোর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে সেই বাষ্পের পরমাণুর মধ্যেকার ইলেকট্রনের কম্পনের উপর। কোনো পরমাণুকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখিলে তাহার ভিতরকার ইলেকট্রনগুলির গতি পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের কম্পান সময়ের পরিবর্তন ঘটায়, সেই জন্য বর্ণালীর স্বাভাবিক রেখাগুলিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়। পরমাণুর ভিতরকার ইকেট্রনের কক্ষ পরিবর্তনেই যে আলোকের উৎপত্তি Zeemanর পরীক্ষায় ইহা প্রথম প্রমাণিত হইয়াছে।

জীমূতবাহন (১২ শতক ?) স্মৃতিকার

অজয় নদ তীরবর্তী বর্ধমান জিলার পারিগ্রাম জন্মস্থান। ইঁহার রচিত ধর্মরত্ন নামে গ্রন্থের অংশগত দায়ভাগ (দ্রঃ) বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ। দায়াধিকারে বঙ্গীয় মত ও মিতাক্ষরার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে।

জীরা, জীরক বা অজাজী (Cuminum cyminum)

ধান্যাদি বর্গের শাক, মউরীর মতো ফল। দুই জাতের জীরা দেখা যায়, বড় ও শাদা। দুই প্রকার জীরাই তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রেচক ও পিত্তাগ্নি-বর্ধক। সুগন্ধযুক্ত ; বাঙলা-দেশে লঙ্কার সঙ্গে পিশিয়া রান্নায় ব্যবহৃত হয়। ইঁহার মধ্যে এক প্রকার তৈল আছে। Cymol ও Cuminol নামে পদার্থদ্বয় তৈলের মধ্যে থাকে। নানা রোগের ঔষধে লাগে। বাঙলা ও আসাম ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে বেশি চাষ হয়। বৎসরে ৫।৬ লক্ষ টাকার জীরা বিদেশে রপ্তানী হয়। কালো জীরা Ranunculace বর্গের বর্ষায়ু শাকের (Nigella sativa) ত্রিকোণ কালো বীজ (Black cumin)।...শা-জীরাকে কালো-জীরা বলে (carum bulbocastanum) ; ইহা কৃষ্ণবর্ণ মউরী সদৃশ ফল ; ইহাকে ইংরেজিতে black caraway বলে। কাশ্মীর, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানে বন্যভাবে ইহা জন্মে।...মিঠা জীরা ধান্যাদি বর্গের বিদেশী শাকের (carum carui) ফল ; ইহা বিদেশ হইতে আসে। (দ্রঃ যোগেশ ৩৪০ ; Watt 288)

জুঁই ফুল, যূথী, যূথিকা (Jasmine)

মল্লিকাদি বর্গের প্রসিদ্ধ পুষ্প। গাছ লতানিয়া ক্ষুপ ; ফুল শাদা, সুগন্ধ, গ্রীষ্মকালে ফোটে। স্বর্ণজুই অন্য একপ্রকার গাছ।

জুইঙ্গলি (Zwingli, Ulrich ১৪৮৪—১৫৩১)

সুইস দেশীয় ধর্মসংস্কারক। ইনি ১৫০৬এ ধর্মযাজক হন। খৃস্টীয় জগতে পোপের অপৌরুষেয় শক্তির বিরুদ্ধে ইনি তীব্র মত প্রচার করেন। মার্টিন লুথারের সহিত ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত মত ভেদ হয়। জুরিকের স্বাধীনতার সমরে মৃত্যু হয়।

জুইপানা (Rhinacauthus communis)

বাসকাদি বর্গের ক্ষুপ। ফুল শাদা, ওষ্ঠবৎ। দঃ ভারতে নাগমল্লী বলে। (যোগেশ ৩৪০)

জুগি, জোগি, যোগী

পূর্ববঙ্গ ও বিশেষভাবে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ জিলার বাসিন্দা জাতি। জনসংখ্যা ৩,৮৪,০০০। পূবে ইহারা গোরক্ষনাথের 'নাথ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল ; এখন হিন্দু। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান প্রভৃতি লোক-সাহিত্য এই সম্প্রদায়ের গাথা ছিল। বস্ত্র বয়ন ইহাদের প্রধানতম পেশা ছিল।

জুজুৎসু

জাপানের কুস্তি ; বিনা অস্ত্রে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের কৌশল। পূবে ইহা কুস্তিগীর পালোয়ানদের গোপন কৌশল মাত্র ছিল ; পরে উহা জাতীয় ব্যায়াম হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের সকলের উপযোগী কসরত আছে। কৌশলগুণে সামান্য ব্যক্তি মহাবীরকে ধরাশায়ী করিতে পারে। আজকাল নানাদেশে ইহা লোকে শিখিতেছে।

জুডাস্ ইস্কারিয়ট (Judas Iscariot)

যীশু খৃস্টের একজন শিষ্য ; ইনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে ধরাইয়া দেন ; এই কাজের জন্য তিনি ৩০ রৌপ্য তঙ্কা ঘুষ লন ; কিন্তু পরে উহা ফিরাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করেন।

জুতা (Boots & Shoes)

ঠাণ্ডা, গরম, কাঁটা, বন্ধুর-ভূমির কর্কশতা, জল কাদা প্রভৃতি হইতে পদদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্য যে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয় তাহাকে জুতা বা পাদুকা বলে। পাদুকা অনেক রকমের দেখা যায়। কাঠের খড়ম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে

চলিত। চীন জাপান বর্মা প্রভৃতি দেশে খড়ের চটি; প্রাচীন মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে 'স্যানডাল' বা চপ্পল; ফ্রান্সে কাঠের সুখতলার উপর চামড়ার আবরণ দেওয়া জুতা; বর্মা অঞ্চলে কাঠের খড়মের উপর চামড়া বা রবারের ফিতা দেওয়া পাদুকা প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য শিল্পে বহু প্রকারের পাদুকা দেখা যায়। আরব ও পারস্যে এবং মুসলমানী ভারতে চামড়ার জুতার নানাবিধ ঢঙ আবিষ্কৃত হয়; পারস্যে জুতাকে 'মোজা' বলিত, এবং সেই মোজা যাহারা তৈয়ারী করিত, তাহারা হইল 'মুচি'। এককালে একটি জাতি (tribe) দেশময় এই শিল্পের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিত।...মধ্যযুগে ইউরোপে নানা ঢঙের বুট জুতা ব্যবহৃত হইত; সম্ভ্রান্তদের জুতা ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইত; অনেক সময়ে তাঁহাদের পদমর্যাদা জুতার দৈর্ঘ্য দেখিয়া বলা যাইত। ১৯ শতকে জুতা সেলাই-এর কল ও নানা রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার হওয়ায়, ভারত আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চামড়া ও ছাল (Hides & Skins) পাওয়া যাইতে থাকায় ইউরোপে জুতা-শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে। বর্তমানে কাঁচা চামড়া হইতে জুতা তৈয়ারী পর্যন্ত প্রায় শতাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সাধারণত ২৬ টুকরা চামড়া, ১৪ টুকরা কাপড়, ২৮ পেরেক, ৮০টি ফোঁড়-শেলাই, ২টি সোলের (sole) জন্য চামড়া, ২ হীল্ বা গোড়ালি, ২ বাক্সহীল্, ২ ইস্পাত, ২০ গজ সুতা, প্রায় ২৪ আই-হোল্ প্রয়োজন হয়। আজকাল সমস্ত কাজই প্রায় কলে হয় এবং পনেরো মিনিটে একটা জুতা তৈয়ারী হইয়া যাইতে পারে।...বর্তমানে বাটা কোম্পানী জুতা-শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রায়ত্ত করিয়া পৃথিবীব্যাপী কারবার গড়িয়া তুলিয়াছে।...জুতার প্রধান উপাদান ছিল চামড়া; বর্তমানে ক্যানভাস্, কৃত্রিম চামড়া, রবার প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে।...ভারতে বিদেশ হইতে জুতার আমদানী—১৯৩১—৩২এ ৬৪,৯৩,০০০৲, ১৯৩২—৩৩এ ৬১,৭৭,০০৯৲, ১৯৩৩—৩৪এ ৪৭,৫১,০০০৲, ১৯৩৪—৩৫এ ৩৪,৭৭,০০০৲, ১৯৩৫—৩৬এ ২৮,৭৮,০০০৲।

জুন মাস (June)

ইউরোপীয় পঞ্জিকা মতে বর্তমানে ৬ষ্ঠ মাসকে 'জুন' বলে; পূর্বে ৪র্থ মাস ছিল। ২৬ দিনে ঐ মাস হইত; পরে ২৯ হয়। জুলিয়াস সিজার উহা ৩০ দিন করেন। রোমান দেবতা জুনো ছিলেন রমণীদের রক্ষক—তাঁহার নামানুসারে। বাঙলা প্রায় ১৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৫ আষাঢ়।

জুনো (Juno)

(১) রোমান পুরাণমতে নারী-দেবতা; গ্রীকদের হেরার (Hera) সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। ইনি জুপিটারের ভগিনী ও রানী। জুনো, জুপিটার ও মিনার্ভা রোমান রাষ্ট্রের রক্ষক ছিলেন। বিবাহিত নারীরা ১লা মার্চ জুনোর উৎসব করিত। (২) গ্রহাণুর (Asteroids) অন্যতম। ১৮০৪এ হার্ডিং ইহা আবিষ্কার করেন; ইহার ব্যাস ১২০ মাঃ; চারি বৎসরে জুনো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

জুপিটার (Jupiter), বৃহস্পতি

সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ; ইহার ঘনত্ব (volume) ও ঘনমান (mass) সকল গ্রহ এক করিলে যাহা হয় তাহা হইতেও অধিক। বৃহৎ আকার ও ঔজ্জ্বল্যের জন্য (reflecting power 56 p. c.) ইহাকে আকাশে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। টেলিস্কোপের ভিতরে জুপিটারের নিরক্ষ-রেখা মণ্ডলে কতকগুলি দাগ দেখা যায়। বৃহস্পতি বৃহত্তম গ্রহ হইলেও আবর্তনে (rotation) ইহা দ্রুততম; ৯.৯ ঘণ্টায় উহার একদিন হয়। এই দ্রুত আবর্তনের ফলে ইহার মধ্যস্থল অতিরিক্ত স্ফীত; নিরক্ষ-রেখার পরিধি হইতে মেরুদ্বয়ে ইহার পরিধি প্রায় ৬,০০০ মাঃ কম; নিরক্ষ-দেশীয় ব্যাস ৮৯, ১৯৯ মা; মেরু-মণ্ডলীয় ব্যাস ৮৪,৩০০ মাইল। ইহার volume বা ঘনত্ব পৃথিবী হইতে ১,৩০০ গুণ অধিক; এবং Mass বা ঘনমান ৩১২ গুণ অধিক। এই গ্রহের আকাশ অত্যন্ত ঘন বাষ্পাবৃত। এই আকাশে অ্যামোনিয়া, মিথেন্ আছে জানা গিয়াছে; তবে বোধহয় উহা কঠিন আকারে আছে; কারণ বহিরাবরণের তাপ প্রায় ২৮০° (c); অনুমান হয় পূর্বোল্লিখিত দাগগুলি কঠিনতর অ্যামোনিয়ার মেঘ মাত্র। জেফ্রীস্ (Jeffreys) নামে একজন জ্যোতিষী বলেন যে জুপিটারের মধ্যভাগ শিলাময়; তাহার উপরিভাগ তুষারমণ্ডিত এবং তাহার চতুর্দিকে আকাশ কঠিন তুষার কণার দ্বারা আবৃত। জুপিটারের ৯টি উপগ্রহ বা চাঁদ আছে; ছোট ৪টি দূরবীনে দেখা যায়; গ্যালিলিও তাঁহার প্রথম দূরবীনে এগুলিকে দেখিতে পান (১৬১০)। ১৮৯২এ Barnard সাহেব Lick মানমন্দির হইতে ১টি, ১৯০৪-০৫এ Perrine ২টি, এবং ১৯০৮এ গ্রীনউইচে Molette ১টি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। জুপিটার সূর্য হইতে ৪৮৩,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; ইহা গড় দূরত্ব। কিন্তু সময়ে সময়ে অধম ও পরম দূরত্বর তফাৎ হয় ৪৬,৬০০,০০০ মাঃ। বারো বৎসরে উহার এক বৎসর অর্থাৎ ১২ বৎসর ১ দিন ৯ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহার ঘনত্ব (density) ১.৩৩ [জলের ১; পৃথিবীর ৫.৫২]।

জুপিটার (Jupiter)

প্রাচীন রোমের দেবতা। ইহা গ্রীক্ জিউস (Zeus) ও 'পিতৃ' শব্দের যোগে হইয়াছে। বৈদিক 'দ্যুপিতৃ'র অর্থ 'আলোক-পিতা'। রোমের বহু উৎসবে ইঁহার পূজা হইত।

জুবিলী (Jubilee)
৫০ বৎসর অন্তর যে উৎসব হয়, তাহাকে জুবিলী বলে। ইহুদীদের মধ্যে 'জোবেল' (Jobel) বা মেষশৃঙ্গ বাজাইয়া ৫০ বৎসর অন্তর ঘোষণা করা হইত যে দাসরা মুক্ত, ইত্যাদি। অবশ্য কাযে কখনো করা হইত না।...মহারানী ভিকটোরিয়ার ৫০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সাম্রাজ্যময় জুঃ উৎসব হয় (১৮৮৭); ৬০ বৎসর পর যেটি হয়, তাহাকে হীরক জুবিলী বলে (১৮৯৭)। বর্তমানে ২৫ বৎসরের উৎসবকে রজত জয়ন্তী (Silver J); ৫০ বৎসরের উৎসবকে সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী (Golden J.) ও ৬০ বৎসরের উৎসবকে হীরক জয়ন্তী (Diamond J.) বলে।

জুভেনাইল কোর্ট (Juvenile Court)
১৬ বৎসরের অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা অপরাধী হইলে তাহাদের জন্য পাশ্চাত্য দেশের কোন কোনো রাজ্যে পৃথক বিচারালয় আছে। ৭ বৎসরের কমবয়স্ক শিশু কোন অপরাধের জন্য বিচারালয়ে আনীত হইতে পারে না। কলিকাতায় জুঃ কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। (দ্রঃ রিফর্মে টারি, বরস্টাল।) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোলোরেডো স্টেটের জজ লিন্‌ডসে বর্তমান যুগে জুঃ কোঃর অনেক সংস্কার করেন।

জুভেনাল (Juvenal ৬০—১৪০ খৃ অ)
রোমান ব্যঙ্গ নাটক রচয়িতা। সম্রাট নিরো ও আন্তোনিয়াস পিয়াসের সমকালীন। ইনি ১৬ খা..ন নাটক রচনা করেন।

জুমা-মসজিদ
জুমাবার বা শুক্রবারে যেস্থানে মুসলমানদের নমাজ হয়, তাহাকে জুঃ মঃ বলে। সে অর্থে প্রত্যেক মসজিদই জুমা-মসজিদ। তবে স্থাপত্যের দিক হইতে দিল্লীর জুমা মসজিদ পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়াছে।

জুয়া খেলা
টাকা পয়সা 'বাজি' ফেলিয়া যে খেলা হয় তাহাই জুয়া খেলা; তাস লইয়া জুয়া খেলা সভ্য সমাজে খুব চলিয়াছে। ঘোড়দৌড়ে বাজি-ধরা ভদ্র ইতর সকলে করে। বাজারে, মেলায় বালা-খেলা, লাট্টু চাপা প্রভৃতি অসংখ্য রকমের জুয়া আছে। মেঘ হইতে জল হইবে কিনা, বাজারে তুলার দর কি হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মাড়োয়ারীদের মধ্যে খুব বড় বাজি-হাঁকা চলে। বর্মাদেশে ছেলে মেয়ে ও বড়রা পর্যন্ত জুয়া খেলা ভালবাসে। সকল দেশের আইনে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ; কিন্তু ভদ্রবেশে সমাজে ইহা খুবই চলে, যেমন তাসের আড্ডায় ও ঘোড়দৌড়ের মাঠে। Game of skill ও Game of chance দুই রকম খেলা আইনে স্বীকার করা হয়। শেষোক্তকে আইনে জুয়া খেলা বলা হয়।

জুরি প্রথা (Jury System)
ইংল্যান্ডে বহুকাল হইতে অপরাধীর বিচারের সময় জজ কয়েকজন নিরপেক্ষ লোককে ডাকিয়া পাঠাইতেন মোকদ্দমা শুনিয়া আসামী অপরাধী কি নির্দোষ, তাহা তাঁহারা ঘোষণা করিতেন। ধনীদের বিচারের সময় তাঁহাদের Peer বা সমতুল্যদের ডাকিতে হইত। এদেশে বৃটিশ শাসন যুগে ইহা প্রবর্তিত হয় (১৮৬১)। জজের কাছে দায়রা (দ্রঃ) সোপর্দ হইলে জজ ৫ হইতে ১১ জন ভদ্রলোককে বিচার শুনিতে আহ্বান করেন; তাঁহারা একমত হইতেও পারেন, নাও হইতে পারেন। অধিকাংশের মতে জজ সাধারণত কাজ করেন। জুরিদের সহিত মত না মিলিলে ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র জজকে হাইকোর্টে পাঠাইতে হয়। জুরিরা সামান্য ভাতা পান।...আসেসরগণও এক প্রকার জুরি, তবে জজ তাঁহাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকেন না; আসেসরগণের সহিত একমত না হইয়া জজ নিজ ইচ্ছামত রায় দিতে পারেন এবং তজ্জন্য হাইকোর্টে নথিপত্র পাঠাইতে হয় না।

জুল (Joule, James Prescott ১৮১৮—৮৯)
বৃটিশ বিজ্ঞানী। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ইন্‌জিন সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইনি বরাবর তাড়িত বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করেন। তিনি বৈদ্যুৎ শক্তি মাপিবার একটি সূত্র আবিষ্কার করেন, তাহা জুলের সূত্র (Joule's Law) নামে খ্যাত।

জুলাই মাস (July)
বর্তমানে ইউরোপীয় পঞ্জিকামতে ৭ম মাস। রোমে প্রাচীনকালে বসন্ত ক্রান্তিপাদের (vernal equinox) সময় (1st March) বৎসর আরম্ভ হইত, তখন জুলাই মাস ৫ম মাস ছিল এবং তখন নাম ছিল কুইনটিলিস্। পরে জুলিয়াস সিজারের শাসন সময়ে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ঐ মাসের নাম হয় জুলাই বাঙলা প্রায় ১৫ আষাঢ় হইতে ১৫ শ্রাবণ।

জুলিয়াস সীজার (Ceaser, Gaius Julius খৃ পূ ১০২—৪৪) দ্রঃ সীজার।

জুলু (Zulu)
দঃ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের একটি উপবিভাগকে জুলুল্যান্ড বলা হয়। জুলু নামে এক প্রকার কৃষ্ণকায় জাতি এখানকার বাসিন্দা। ইহারা বান্টু জাতির অন্তর্গত, বুদ্ধিমান পরিশ্রমী

উপজাতি। পশুপালন ইহাদের প্রধানতম উপজীবিকা ছিল। ইহাদের সর্দাররা উপজাতিদের শাসন করিত। ১৯. শতকের গোড়ার দিকে ইহারা শক্তিশালী হইয়া উঠে; সর্দার চাকা দক্ষিণ আফ্রিকার বহু অংশ অধিকার করেন। ১৮২৮এ চাকা নিহত হন; তাহার ভ্রাতা দিনগান ১৮৩৮এ রাজা হন; বুয়রদের সহিত ইঁহার প্রথম সংঘর্ষ হয়। রাজা চেত্যবায়োর (Cetywayo) রাজত্বকালে জুলুদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জুলুদের পরাজয় ঘটে। চেত্যবায়োর পুত্র দিনিজুলু বুয়রদিগকে একটি দেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন, সেখানে বুয়রদের নূতন রিপাবলিকের পত্তন হয়। ১৮৮৭তে তাহাদের অবশিষ্ট দেশ ইংরেজরা দখল করেন। তখন হইতে জুলুল্যান্ডের সৃষ্টি।

জেটল্যান্ড (Zetland, Marquess of)
ডান্ডাস্ পরিবার এই উপাধি ১৮৯২ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২য় আর্ল অব্ ডান্ডাস্ ১৮৩৮এ আর্ল অব্ জেটল্যানড্ হন (শব্দটি Shetland হইতে হইয়াছে)। ৩য় আর্লকে মারকুইস করা হয়। ১ম মারকুইস্ অব্ জেটল্যানডের পুত্র লরেন্স (জ ১৮৭৬) ভারত-সচিব ছিলেন। ১৯২৯ পর্যন্ত ইনি আর্ল অব্ রোনালড্‌শে নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি ১৮৯৮—১৯০৭ পর্যন্ত এসিয়ার নানাদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯০৭—১৬ পর্যন্ত M. P। ১৯১৭—২২ বাংলা দেশের গভর্নর। ইঁহার সময়ে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন প্রবর্তিত হয়। চেমসফোর্ড ও রেডিং সমকালীন বড়লাট। ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ মে পর্যন্ত ভারত সচিব।...ইনি সুলেখক; ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—Sport and Politics under an Eastern Sky 1902; A Wandering Student in the Far East 1908; India, a bird's-eye view 1924; The Heart of Aryavarta; etc.

জেতারি আচার্য (১০ম শতক)
বৌদ্ধ পণ্ডিত। জন্মস্থান বরেন্দ্রভূমি। মহারাজ মহীপাল ইঁহাকে বিক্রমশিলার অধ্যক্ষপদে বরণ করেন। অতীশ দীপঙ্কর ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ইনি যে কয়খানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলির মূল লুপ্ত হইয়াছে; তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ আছে।

জেনার (Jenner, Edward ১৭৪৯—১৮২৩)
ইংরেজ চিকিৎসক; বসন্তরোগের প্রতিশেধক টীকা দিবার ব্যবস্থা আবিষ্কারক। ১৭৯৬এ ইনি প্রথম টীকা দেন। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৮০২ ও ১৮০৬এ ১০,০০০ ও ২০,০০০ পাউণ্ড ইঁহাকে দান করেন।

জেনারেল পোস্‌টাপিস (General Post Office) কলিকাতার মধ্যে প্রধান ডাকঘর; কলিকাতার যত ডাক আসে তাহা প্রথমে এই অপিসে খুলিয়া বাছা হয় ও তদনন্তর শাখা-ডাকঘরে প্রেরিত হয়।

জেনো (Zeno ৩৪০—২৬৫ খৃ পূ) ?
গ্রীক্ দার্শনিক, স্টোইক্ মতবাদের প্রবর্তক। সাইপ্রাস দ্বীপস্থ Citium নগরীর বাসিন্দা ও বণিক ছিলেন। বিশ বৎসর নানা আচার্যের নিকট দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং বিদ্যায়তন স্থাপন করেন; এই বিদ্যালয় 'Painted Porch' (Grk. Stoa অর্থে Painted) নামক স্থানে বসিত; সেই হইতে তাঁহার শিষ্যরা Stoics নামে পরিচিত হয়।

জেনোফোন (Zenophon ৪৩৫ ?—৩৫৪ খৃপূ)
গ্রীক লেখক ও সৈনিক। ইনি সোক্রাতিসের শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন। পারস্যের শাহন-শাহ আর্তজারক্সেসের বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা কাইরুস বিদ্রোহী হইলে খৃ পূ ৪০১ অব্দে জেনোফোন তাঁহার সহিত যোগদান করেন ও ১০,০০০ ভাড়াটিয়া গ্রীক সৈন্যের সহিত পারস্যাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যুদ্ধে কাইরুস নিহত হন এবং তদনন্তর গ্রীক সেনাপতিরা পারসিকদের হস্তে মারা পড়ে; তখন জেনোফোনের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরে অজ্ঞাত দেশের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বহু কষ্টে গ্রীকরা দেশে ফেরে। এই ইতিহাস তিনি Anabasis গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। আথেন্সে ফিরিবার পর সোক্রাতিসের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং সোক্রাতিসের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য দেশ হইতে ইনি নির্বাসিত হন। ইনি বহু গ্রন্থের লেখক; Hellenica, গ্রীসের ইতিহাস; Memorabalia, Apologia, Oeconomius গ্রন্থে সোক্রাতিসের মতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জেন্দ-আবেস্তা (Zend-Avesta)
প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থকে আবেস্তা বলে; কেহ কেহ জেঃ আঃ বলিতেন; প্রাচীন ভাষাকে 'জেন্দ' বলা হইত। (দ্রঃ আবেস্তা) লোকবিশ্বাস আবেস্তার একখানি মাত্র গ্রন্থ ছিল এবং তাহা আলেকজেন্দারের পারস্যধ্বংসের সময় দগ্ধ হয়।

জেপেলিন (Zeppelin, Ferdinand, Count von ১৮৩৮—১৯১৭) জারমান এআরশিপ-নির্মাতা। জারমান সৈনিক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন; ১৯০১এ অবসর গ্রহণ করিয়া শক্ত-কাঠামো এআরশিপ নির্মাণে মন দেন। ১৯০৬এ তাঁহার আকাশযান ২ ঘণ্টায় ৬০ মাঃ উড়িতে সক্ষম হয়। অল্পকাল মধ্যে একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার খোলা হয় এবং বহু এআরশিপ নির্মিত হয়। ১৯১৭, ৮ মার্চ মৃত্যু হয়।

জেপলিন (Zeppelin) দ্রঃ আকাশযান, এআরশিপ।

জেফরিস (Jeffries, John Richard ১৮৪৮—৮৭) ইংরেজ লেখক। প্রবন্ধের স্টাইলের জন্য খ্যাত।

জেফারসন (Jefferson, Thomas ১৭৪৩—১৮২৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ইনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। মার্কিনরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র প্রচার করে তাহা জেফারসন কর্তৃক লিখিত (জুলাই ৪, ১৭৭৬)। ১৭৭৯—৮১ ভার্জিনিয়ার গভর্নর; কনগ্রেসের সদস্য ১৭৮৩—৮৪; ফ্রান্সে দূত ১৭৮৫—৮৯। ১৭৯০ ওয়াশিংটনের সেক্রেটারি অব্ স্টেট; ১৭৯৭—১৮০১ ভাইস-প্রেসিডেন্ট; ১৮০১—০৯ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

জেব-উন্নিসা (১৬৩৯—১৭০৯) অওরঙ্গজেবের কন্যা। আমরণ অবিবাহিত ছিলেন; পারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিতা; কবিত্ব-শক্তি ছিল; সমগ্র কোরান ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ও স্বয়ং কোরানের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল।

জেবরা (Zebra) আফ্রিকার অশ্বজাতীয় বন্য প্রাণী। বর্তমানে তিন জাতির জেবরা দেখা যায়; ১৯ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত Quagga নামে এক জাতীয় জেবরা ছিল, ইহারা এখন লুপ্ত। জেবরার পা খাটো ও শক্ত; ইহার দেহ রৌপ্যের ন্যায় শাদা—মাঝে লম্বা লম্বা কালো দাগ। ইহারা দ্রুতগামী, সহজে বশ মানে না। বাহনাদির কোনো কাজে ইহাদের লাগানো যায় নাই।

জেবু (Zebu or Bos indicus) এক জাতীয় গরু; ইহাদের ককুদ বড়, শিং ছোট। আফ্রিকা ও ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত শান্ত এবং সহজে পোষ মানে।

জেভিয়ার (Xavier, Saint Francis ১৫০৬—৫২) স্পেনীশ জেসুইট পাদরী। ইগনেটিয়াস লয়লার সহিত প্যারিসে ইঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাহারই ফলে ১৫৩৪এ জেসুইট সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ১৫৩৭ ইনি সন্ন্যাসী হন ও পূর্ব এশিয়ায় আসেন; গোআ, মালাক্কা, ত্রিবঙ্কুর, সিংহল ও জাপানে খৃস্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। চীনের কাণ্টনের নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়।...কলিকাতায় ইঁহার নামে রোমান কাথলিক সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত একটি কলেজ আছে, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

জেমস (James) উইলিয়াম জেম্স (১৮৪২—১৯১০) আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক; প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি গবেষণা করেন। ইঁহার ভ্রাতা হেনরি জেম্স (১৮৪৩—১৯১৬) ঔপন্যাসিক ছিলেন।

জেমস (James) স্কটল্যান্ডের ৬ জন রাজার নাম। ইঁহাদের মধ্যে ৫ জন স্কটল্যান্ডেই রাজত্ব করেন (১৪০৬—১৫৪২)। ৬ষ্ঠ জেমস, ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ইং ও স্কট:-এর রাজা হন। ইঁহার মাতা ছিলেন মেরী (Mary, Queen of the Scots), ৫ম জেমসের কন্যা। মেরীর পর জেমস্ ১৫৬৭—১৬০৩ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডে ও এলিজাবেথের পর ১৬০৩—'২৫ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে রাজত্ব করেন।...২য় জেমস্ ১ম চার্লসের পুত্র। ১৬৮৫—৮৮ পর্যন্ত রাজা। ১৬৮৮ হইতে ১৬৯১ পর্যন্ত বিতাড়িত ভাবে নানা স্থানে বাস করেন। ১৬৮৮তে ৩য় উইলিয়াম-মেরী রাজা-রানী হন।

জেমিসন (Jameson, Sir Leonard Starn ১৮৫৩—১৯১৭) দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, সিসিল রোড্স-এর বিশেষ বন্ধু ও সহায়। ইনি ১৮৯৫এ অন্যায়ভাবে ট্রান্সভাল আক্রমণ করেন; তজ্জন্য ১০ মাস কারাগার ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ইহার জন্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। ১৯০৪এ ইনি কেপ্ পার্লামেণ্টের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন; ১৯০৮এ ঐ কাজ ইস্তফা দেন।

জেরেমিয়া (Jeremiah) ইহুদীদের বিখ্যাত প্রোফেট বা ঋষি। বাইবেলের পুরাতন অংশে একখানি গ্রন্থের নাম The Book of Jeremiah।

জেরোম (Jerome Klapka Jerome ১৮৫৯—১৯২৭) ইংরেজ গ্রন্থকার। ইঁহার রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আছে। Three Men in a Boat ইঁহার সুপরিচিত গ্রন্থ।

জেলখানা (Prison Jail) কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, যদি সে জামিন না পায়, তবে ফৌজদারী বিচার কালে জেলে আটকাইয়া রাখা হয়। ইহাকে হাজত বাস বলে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে যদি তাহার কয়েদ শাস্তি হয়, তবে তাহাকে তাহার শাস্তিকাল পর্যন্ত জেলখানায় আটক রাখা হয়। পূর্বকালে জেলখানা সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টকে বেশি ভাবিতে হইত না, অপরাধীকে নয় ফাঁশি, নয় জাহাজে গ্যালি স্লেভ বা দাস করিয়া

পাঠাইয়া দিত। প্রহার দিয়া, জরিমানা করিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিয়া, নির্বাসনে পাঠাইয়া সমস্যা সমাধান করিয়া দিত। ১৯ শতকে শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তারে নানা প্রকার অপরাধ দেখা দিল; শাস্তি সম্বন্ধে লোকের মতের পরিবর্তন হইল; এবং সেই হইতে জেলখানার সুব্যবস্থার দিকে গবর্নমেন্টের দৃষ্টি গেল। জন হাওয়ার্ডের (দ্রঃ) চেষ্টায় ইংল্যান্ডের জেলখানায় প্রথম সংস্কার সুরু হয়। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বহু আইন পাশ হইয়াছে। কিশোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যথা রিফর্মেটারি বা বর্স্টাল সর্বত্র হইয়াছে। হত্যা ও ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য নির্বাসন-প্রথা এখনো অনেক দেশে আছে।...জেলে সশ্রম কয়েদীদের নানা প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য করিতে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শিল্প শিখিতে পারে। ভারতবর্ষের জেলগুলি ১৮৯৪এর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে তিন শ্রেণীর জেল আছে—যথা সেন্ট্রাল জেল; এখানে এক বৎসরের উপর শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের রাখা হয়। আলিপুর, ঢাকা, রাজসাহীর সেঃ জেল বিখ্যাত। প্রত্যেক জিলার সদরে ডিস্ট্রিক্ট্ জেল এবং এক শ্রেণীর অতিরিক্ত জেল আছে। শেষোক্তগুলি প্রায় মহকুমার সদরে থাকে। বিচারাধীন অপরাধীরা ও অল্পকাল মেয়াদভোগী কয়েদীরা মহকুমার জেলে থাকে। প্রাদেশিক জেল বিভাগ একজন ইনসপেক্টর-জেনারেলের (Inspector General of Prisons) অধীন; ইনি ইন্ডিয়ান্ মেডিকেল সার্বিসের লোক। সেন্ট্রাল জেলগুলির উপর সুপারেণ্টেডেণ্ট থাকেন। প্রায়ই ইঁহারা ইঃ মেঃ সাঃর লোক হন। জিলার জেল সদর সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে থাকে; জিলা ম্যাজিস্ট্রেট পরিদর্শন করেন।

জেলা বোর্ড (District Board)

জেলার পূর্তকার্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি পরিচালন করিবার জন্য স্বায়ত্ত-শাসন বিধি অনুসারে গঠিত সমিতি। বড়লাট লর্ড মেয়োর শাসন সময়ে জেলার পূর্তকার্যের মেরামতি, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য তদ্বির করিবার জন্য 'ডিস্ট্রিক্ট কমিটি' স্থাপন করা হয়; জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী ইহার সভ্য ছিলেন; দুই চারিজন বে-সরকারী লোককেও এই সভায় সরকার মনোনীত করিতেন। ১৮৭০এ রোড্ সেস্ বা পথকর আইন পাশ হয়। ১৮৮৫ লর্ড রিপনের সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাশ হয় ও জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৮এ জেলা বোর্ডের উপর অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়; পুনরায় ১৯১৬এ নির্বাচিত সদস্যর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ১৯২১ ও ১৯৩৫এর ভারত আইন প্রবর্তনের ফলে স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক বহু ক্ষমতা বোর্ডের হাতে আসিয়াছে।...১৯৩৬এর সংশোধিত আইনানুসারে লোকাল বোর্ড (দ্রঃ) উঠিয়া যাইতেছে; এখন হইতে থানায় প্রকাশ্য স্থানে প্রত্যক্ষ ভোটে সদস্য নির্বাচিত হইবেন। জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অতি অল্পাংশ এখন প্রাদেশিক মন্ত্রীদের দ্বারা মনোনীত হন; সাধারণত গভর্নমেণ্ট তরফ হইতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট্গণ মনোনীত হইয়া থাকেন। বাংলাদেশে ১৯৩৭—৩৮ সালে ৪,৬৬,১১,৭৯৪ জন লোক জেলা বোর্ডের অন্তর্গত স্থানে বাস করিত। বাঙলায় ২৬ জেলা বোর্ড। বর্তমানে দার্জিলিং ছাড়া ২৫টি জেলায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত। সমগ্র বৃটিশ ভারতে ২০৭ জেলা বোর্ড। ১৯৩১এ মোট আয় ছিল ১৬·৫৭ কোটি (গড়ে ২ লক্ষ) টাকা। বাঙলার আয় ১·৪৮ কোটি (গড়ে ৫৭ হাঃ) টাকা। ১৯৩৬—৩৭এ ১,৮৮,৭৫,৮০০ টাকা আয় হইয়াছিল; ইহার প্রধান আয় রোড্ সেস্। শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য সরকারী দান পাওয়া যায়।

জেলাগুলিকে মহকুমায় কে কখন বিভক্ত করেন। ছোটলাট Sir J. P. Grant (১৮৫৯—৬২)এর সময় মহকুমা সৃষ্ট হয়।

জেলা শাসন (District Administration)

ভারতের একটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত; বঙ্গ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে ৪।৫ জেলা লইয়া বিভাগ গঠিত হইয়াছে। জেলার সর্বময় কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট্। তিনি শাসক ও তিনি কলেক্টর বা রাজস্ব সংগ্রহিতা। শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তাঁহার হুকুমাধীন। অন্যান্য কর্মচারী যথা—পুলিশ সুপার হইতেছেন জেলার পুলিশের কর্তা; তাঁর মারফত জেলার পুলিশ কার্য চলে। জজ সাহেব সকল প্রকার দেওয়ানী, ফৌজদারী বিচারের কর্তা। শিক্ষা বিষয়ের জন্য ইনস্পেকটর আছেন; তবে তাঁহার এক্তিয়ার হাইস্কুল ছাড়া অন্য বিদ্যালয়ের উপর। অনেক জেলায় ম্যাঃ শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি। এ ছাড়া (সরকারী হাঁসপাতালের, জমি বন্দকী ব্যাঙ্কের, জেলা স্কুলের তিনি সভাপতি; তিনি জেলার রেজিস্ট্রার। মোট কথা ম্যাঃ জিলার প্রত্যেকটি কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন। জেলাগুলি ২ হইতে ৫টি মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমার সাব্-ডিভিশনল ম্যাজিঃর উপর প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত। ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করিবার জন্য কয়েকটি থানার উপর একজন করিয়া সার্কেল অফিসার থাকেন; তাহারা মহঃ হাকিমের অধীন। সাঃ অফিসারগণ দেশ সম্বন্ধে সকল খবর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মারফত সংগ্রহ করেন।

জেলালউদ্দীন রুমি

পারস্যের বিখ্যাত সুফী কবি। দরবেশ নামে ফকির সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। জন্মস্থান খোরাসানের বল্খনগরী।

জেলিকো (Jellicoe, John Rushworth ১৮৫৯—১৯৩৫) বৃটিশ নৌসেনাপতি; গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৬) ইনি বৃটিশ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপরে প্রথম ফার্স্ট সী-লর্ড হন। যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা।

জেলে, জেলিয়া, কেওট

মাছধরা ইহাদের জাতিগত ব্যবসায়। বাঙলার আদি বাসিন্দা।

(Jesuit)

খৃস্টান ধর্ম ও সমাজের সংস্কার করিবার জন্য মার্টিন লুথার প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইহাদের প্রতিরোধ করিয়া পোপের গৌরব ও প্রাচীন খৃস্ট ধর্মের বিশুদ্ধিতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্পেনে যে আন্দোলন হয় তাহার নেতার নাম ইগ্‌নেটিয়াস্ লয়লা (দ্রঃ)। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে জেস্যুইট বলে। তাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন ও ভারতে ও চীনে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করেন। ক্রমে তাঁহারা হীন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন ও তজ্জন্য প্রায় সকল রাজ্য হইতে তিরস্কৃত ও বহিস্কৃত হন।

জৈন ধর্ম

বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি যে যুগে প্রবলভাবে চলিতেছিল সেই সময়েই বোধহয় জৈন ধর্মের আদি গুরু ঋষভের অভ্যুদয় হয়। বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীরের পূর্বে ২৩ জন তীর্থংকর বা গুরু ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মহাবীর পূর্বগামী তীর্থংকরদের মতবাদকে সুস্পষ্ট রূপ দেন ও অন্তরঙ্গদের মধ্যে ধর্মমত প্রচার করেন এবং সঙ্ঘাদি গঠনের নিয়ম নিষেধ প্রণয়ন (organise) করেন। এককালে ভারতের সর্বত্র ইহাদের নীরব সাধনার ফলে বহুলোক এই ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশেষভাবে বৈদিক ক্রিয়াবাদীদের রক্তময় যাগযজ্ঞের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোকে বুদ্ধ ও মহাবীরকে অনুসরণ করে। জৈনরা পশ্চিম ভারতে ও দঃ ভারতে প্রবল ছিল; পঃ ভারতে এখনো তাহারা প্রবল; গুজরাট জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র। অহিংসা পরমধর্ম, ইহা জৈনদের কথা। জৈন ধর্ম দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। ইহাদের স্থপতি অতি কারুকার্যে খচিত; আবু পর্বতের মন্দির ইহার শ্রেষ্ঠ নমুনা। বাঙলাদেশে জৈন নাই; যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মাড়োয়ার দেশীয়। জৈনরা দাতা; তাঁহাদের বহু ধর্মশালা আছে। কলিকাতায় পরেশনাথের মন্দির সুপরিচিত। গোসেবা ও পিঞ্জরাপোল স্থাপনাদির জন্য ইহারা বিখ্যাত।

জৈমিনি

হিন্দু ষড়দর্শনের অন্যতম পূর্ব মীমাংসা প্রণেতা মহামুনি। বেদের ২টি অংশ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। জৈমিনি তাঁহার গ্রন্থে এই কর্মকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গ্রন্থে ১২টি অধ্যায় ও ৭০০ সূত্র। শবরস্বামীর ভাষ্যই মীমাংসা দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। (কুমারিল ভট্ট, দ্রঃ)

জোঁক, জলৌকা (Leech)

এক জাতীয় কীট কেঁচোর মতো দেখিতে। জীবদেহ হইতে রক্ত মোক্ষণের উপযোগী মুখ আছে—কোনো কোনো জাতের কীটের উভয় দিকে মুখ থাকে। চিকিৎসকরা রক্ত মোক্ষনের জন্য জোঁক ব্যবহার করেন—সেগুলির মুখে করাতের মতো ৩টি দাঁত থাকে। এই প্রাণী সাধারণত জলেই থাকে; তবে সিংহলে স্থলেও দেখা যায়। হিমালয়ের উপর সাঁৎলা জায়গায় ইহারা প্রচুর। মানুষ বা প্রাণীর দেহে লাগিলে আহত জীব বুঝিতেই পারে না যে সে আক্রান্ত।

জোকাই (Jokai, Maurice 1825—1903)

হাংগেরি দেশের লেখক। উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে।

জোগ বা জোগু, আহমদ বেগ (King Zog)

আলবেনিয়ার রাজা। ১৮৯৫এ জন্ম। মারি কুলের (clan) সর্দার বংশে জন্ম হয় ও পুরুষানুক্রমে অধিকার বলে মারিদের নেতা হন। ১৯২৪—২৫ ইহার চেষ্টায় আলবেনিয়ায় রিপাবলিক ঘোষিত হয়; ইনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। পরে ১৯২৮এ তথাকার রাজা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। ইনি দশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৯৩৮এ ইতালীয়রা আলবেনিয়া দখল করিলে ইনি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

জোনাকি, খদ্যোত (Glowworm, Firefly)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পতঙ্গ। ইহার পেটের নিচ হইতে সর্বদা একপ্রকার উত্তাপহীন আলোক বিকীরণ হয়। পোকার পেটে তৈলপূর্ণ কতকগুলি কোষ থাকে; এইসকল কোষের ভিতর আলোক উৎপাদন জন্য বহু নলের দ্বারা অম্লজান বা অক্সিজেন সরবরাহ হয় ও তথায় ফসফরেসন (Phosphorescene) নামে জ্বলনশীল পদার্থ জন্মে; ইহা হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। পুং জোনাকির পাখা আছে, স্ত্রীর পাখা নাই। স্ত্রী পোকা একস্থানে বসিয়া আলোক বিকীরণ করে ও তাহা দেখিয়া পুং জোনাকি সেইদিকে আসে। দিনের বেলায় ইহারা সাধারণ গোবরে পোকার মতন দেখিতে। পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ রকমের জোনাকি আছে।

জোন্স (Jones, Sir William ১৭৪৬—৯৪)
ইংরেজ প্রাচ্য শাস্ত্রবিশারদ। ১৭৬৮ অব্দে ইনি ডেনমার্কের রাজার অনুরোধে নাদির শাহর জীবনী পারসি হইতে ফরাশী ভাষায় তর্জমা করেন। ১৭৭৪এ ব্যারিস্টার হন। ১৭৭৬এ ইংল্যান্ডে দেউলিয়াদের কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৭৮৩এ কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। ১৭৮৪এ এশিয়া ও বিশেষভাবে ভারতের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা ও গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। জোন্স সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ও সংস্কৃত হইতে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে পত্রিকার ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ইনি প্রবর্তক।

জোয়ান অব্ আর্ক
(১৪১২—৩১) The Maid of Orleans। ফরাশী বীরাঙ্গনা। সামান্য কৃষকের ঘরে এই বালিকার জন্ম হয়। অল্প বয়সে গভীর ধর্মভাবাশিষ্ট হইয়া বালিকা মনে করিত যে ফ্রান্সের অধিষ্ঠাত্রী সাধ্বীরা ও সাধুরা তাহাকে ইংরেজদের হাত হইতে ফ্রান্স উদ্ধার করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। অবশেষে জোয়ান ফরাশী সৈনাধ্যক্ষর নিকট নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও তাঁহারা ফরাশী সৈন্যের নেতা করিয়া অরলিয়ান্স উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করেন। জোয়ান ইংরেজদের পরাভূত করিয়া অরলিয়ান্স উদ্ধার করেন ও রাজা ৬ষ্ঠ চার্লসকে র‍াঁস এ (Rheims) লইয়া অভিষিক্ত করেন। জোয়ানের জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হইল। কিন্তু ইহার পর যুদ্ধস্থলে তিনি রাজার বিরুদ্ধপক্ষীয় ফরাশীদের হস্তে বন্দী হইয়া ইংরেজদের নিকট বিক্রীত হন। রুয়েঁা নগরে ইংরেজরা তাঁহাকে ডাইনী বলিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়াছিল। ১৯১৯এ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া ঘোষণা করা হয়; ৮ই মে তাঁহার স্মরণ দিন রূপে ফ্রান্সে উদ্‌যাপিত হয়।… বার্নাড শ' রচিত Saint Joan বিখ্যাত নাটক।

জোয়ান, (আজোয়ান, যমানী, অজমোদা (Ajawan Carum copticum) ধান্যাদি বর্গের কৃষিজাত শাক; ফল পানের মশলায় লাগে। বীজ জলের সহিত সিদ্ধ বা চোলাই করিয়া জোয়ানের জল বা আরক প্রস্তুত হয়। ১৫৪৯এ প্রথম উহা মিশর হইতে ইংল্যান্ডে যায়। ইনফ্লুএঞ্জার প্রতিশেধক 'থাইমল' নামে ঔষধের প্রধান উপাদান। তৈল চোলাই করিবার সময় ইহার উপর যে দানাদার পদার্থ ভাসিয়া ওঠে তাহা থাইমল। খুরাসনী যোয়ান হিমালয়ের রঙ্গনাদি বর্গের বিষ বৃক্ষ। লেবুরস ও বিটলবন দ্বারা জারিত জোয়ান ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা পাচক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ ও পচন নিবারক। বাতরোগে জোঃ তৈল হিতকর। (Chopra 81)

জোয়ার (Jower)
ভারতের খাদ্য শস্য; অনুর্বর জমিতে এই শস্য জন্মে; বোম্বাই, মাদ্রাস ও পঞ্জাবে প্রধানত চাষ হয়। বঙ্গদেশে বিশেষ চাষ নাই। ইহা বর্ষা ও শীতের ফসল। ধান ও গমের পরেই জোয়ারের চাষ হয়। ৫৬,৮৯,০০০ একর জমিতে চাষ হয় ও ৭০,০৯,০০০ টন শস্য জন্মে। গাছ আখ গাছের মত উঁচু; খড় শক্ত, সোজা, শীষ বহুবিভক্ত; চাউল গোলাকার। বিকানীর, আজমির প্রদেশে একপ্রকার জোয়ার হইতে মিছরী প্রস্তুত হয়; অন্যত্র চাষ করিলে মিষ্টত্ব নষ্ট হয়।

জোয়ার-ভাঁটা, (Ebbtide and Flow tide)
সূর্য ও প্রধানত চন্দ্রেরই আকর্ষণের ফলে কয়েক ঘণ্টা অন্তর নিয়মিতভাবে সমুদ্রের জল স্ফীত ও অবনমিত হয়; জল বৃদ্ধি হয় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়। সমুদ্রে জল বৃদ্ধি হইলে উহা ঠেলিয়া নদীর মোহনা দিয়া ভিতরে ঢোকে ও ফলে নদীর জল বাড়ে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ের প্রবল জোয়ারকে বলে 'তেজ কোটাল' ও অষ্টমীর সময় সবথেকে কম জোয়ারকে 'মরা কোটাল' বলে। জোয়ার নামিয়া গেলে ভাঁটা পড়ে। চন্দ্রের জোয়ার সৃষ্টি করিবার শক্তি বেশী বলিয়া চন্দ্রের আকর্ষণে যখন জোয়ার হয়, তখন সূর্যের দিকে হয় ভাঁটা। কিন্তু অষ্টমীর দিন সূর্য-চন্দ্রর আকর্ষণ ফল ঠিক বিপরীত হওয়ায় ঐ তিথিতে জোয়ার-ভাঁটা সর্বাপেক্ষা কম হয়। জোয়ারের জল কোথাও ৪০।৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়, আবার ভূমধ্যসাগরে উহা বুঝাই যায় না। পঞ্জিকাতে জোঃ ভাঃ সময় দেওয়া থাকে।

জোলা, (Zola, Emile 1840—1902)
ফরাশী ঔপন্যাসিক। বাস্তব জীবনের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত।

জোলা, জাতি
মুসলমান তাঁতির সাধারণ নাম; বিহার, ছোটনাগপুরে বেশি। ইহারা মোমিন, নুরবাফ নামে পরিচিত।

জোলাপ, জুলাব (Jalap)
Ipomea purga নামে কলম্বাদি বর্গের লতায় শুক্‌না শিকড়; খুব ভাল রেচক। বর্তমানে ভারতের নীলগিরি এবং মসৌরি পাহাড়ে চাষ হইতেছে। মেক্সিকোর জোলাপ নামে শহর হইতে আনীত বলিয়া এই নাম হইয়াছে। সেখানে গাছ প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চস্থানে জন্মে।

জোশুয়া, যিহোশুয়া (Joshua)

বাইবেলের (পুরাতন) একখানি গ্রন্থ; ইহাতে জোশুয়ার কাহিনী বিবৃত আছে। ইনি মিশরের একজন ক্রীতদাস ছিলেন; পিতার নাম নুন। ইহার নাম ছিল হোশেয়, মুসা নাম দেন যিহোশুয় অর্থাৎ 'যিহোবা আমার পরিত্রাণ'। মুসার পর ইনি ইহুদীদের নেতা হন। যিহোশুয়ার গ্রন্থে ইহুদীদের দ্বারা কানান দেশ জয়, বিজিত দেশ বণ্টন, ইহুদীদের জাতিসমূহের প্রতি উপদেশাদি আছে।

জোসেফ, য়োসেফ, ইয়সুফ (Joseph)

(১) প্রাচীন বাইবেলে আছে যে যোসেফ যাকোবের (Jacob) পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ইহাকে বণিকদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। বণিকরা মিশরে গিয়া এক রাজকর্মচারীর নিকট ইহাকে পুনরায় বিক্রয় করে। একদা গৃহস্বামিনীর মিথ্যা অভিযোগে জোসেফের কয়েদ হয়। সেই সময়ে মিশরের ফেরোয়া বা রাজার কোন স্বপ্নর সদ্ ব্যাখ্যা করায় ইনি মুক্তি পান। আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার জন্য রাজা জোসেফের উপর ভার দেন এবং তাঁহার সুব্যবস্থায় লোকে কষ্ট পায় নাই। এই সময়ে এসিয়া হইতে জোসেফের ভ্রাতারা অন্নাভাবে মিশরে উপস্থিত হয়; জোসেফ তাহাদের চিনিতে পারিয়া পিতা ও অন্যান্যদের মিশরে আনাইয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। জোসেফ বোধ হয় হিকসস্ নামে রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন।

(২) কুমারী মারিয়ামের (Virgin Mary) স্বামী যীশুখৃস্টের পালক-পিতা। ইনি বেথলহামবাসী ও পেশায় সূত্রধর ছিলেন।

জোসেফাইন (Josephine, Marie Rose ১৭৬৩—১৮১৪) নেপোলিয়ানের প্রথমা পত্নী। জোসেফাইনের প্রথম স্বামী Vicmote de Beauharnaisকে ১৭৯৪এ গিলোটিনে কাটা হয়। দুই বৎসর পরে ১৭৯৬এ তিনি যুবক কাপ্তেন নেপোলিয়ানকে বিবাহ করেন। ১৮০৪এ তিনি নেপোলিয়ানের সহিত সাম্রাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত হন। ইনি নিঃসন্তান হওয়ায় এবং নেপোলিয়ান ফ্রান্সের গদিতে তাঁহার বংশকে কায়েমী করিবার জন্য ইহাকে তালাক দেন ও অস্ট্রিয়ার তরুণী রাজকুমারীকে ১৮১০এ বিবাহ করেন। ১৮১৪এ জোসেফাইনের মৃত্যু হয়। সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন মৃত্যু মুহূর্তে 'ফ্রান্স, সৈন্য ও জোসেফাইন'—এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেন।

জ্ঞানদাস, (জঃ ১৫৩০ খৃঅ)

বৈষ্ণব কবি; সিউরীর ২০ ক্রোশ পূর্বে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। সেখানে জ্ঞানদাস মঠ আছে, পৌষ পূর্ণিমার মহোৎসব মেলা হয়। পদকল্পতরুতে ১৮৬ পদ আছে। রমণী মোহন মল্লিক সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরও অধিক পদ আছে। ইনি অবিবাহিত ছিলেন। (দ্রঃ দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। পদকল্পতরু ৫ম পৃঃ ১১৯-২০)

জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র; খৃস্টান হইয়া রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিলে পিতা ইহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে উইল করিয়া বিষয় দান করেন। পিতার মৃত্যুর পর হাইকোর্ট ও বিলাতে মোকদ্দমা হয় এবং স্থির হয় প্রসন্ন কুমারের পুত্রকে বিষয়চ্যুত করিবার অধিকার ছিল না। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর জ্ঞাঃ তাঁহার সম্পতি বিলাতে এক কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করেন। পরে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রফুল্লনাথ ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। জ্ঞানেন্দ্র মোহন প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার। ইনি বিলাতেই মারা যান।

জ্ঞানেশ্বর (জঃ ১২৭১—১৩০০)

মহারাষ্ট্র দেশের সাধু ও কবি। পিতা বিঠলপন্থ। পুনার নিকটে আসন্ধি গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে।

জ্যা (Chord) জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

বৃত্তের পরিধিস্থ যে কোনো দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখাকে উহার জ্যা বলে। ব্যাস একটি কেন্দ্রগামী জ্যা মাত্র। ব্যাস ভিন্ন অন্য জ্যা দ্বারা বৃত্তের পরিধি দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত হয়; বড় চাপটিকে অধিচাপ (major arc) ও ছোট চাপটিকে উপচাপ (minor arc) বলে। এই অসমান চাপদ্বয়কে পরস্পর অনুবন্ধী (Conjugate) বলে।

জ্যাকবাইট (Jacobites)

রাজনৈতিক দল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে উইলিয়াম ও মেরীকে (১৬৮৮) এই দল রাজা রানী বলিয়া অস্বীকার করে। ইহারা ২য় জেমসের বংশধরগণকে ইংল্যানডের সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিত। স্কটল্যান্ডে ও আয়রল্যান্ডে দল ভারি ছিল; তবে, ইংল্যান্ডে পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না। ১৯ শতক পর্যন্ত এই দল ছিল; তবে ১৭৪৫এ ইহাদের বিদ্রোহ দমন হইবার পর আর উপদ্রব করে নাই।

জ্যাকবিনস (Jacobins)

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে একটি রাজনৈতিক দল। ক্লাবের বাড়ীর নাম হইতে দলের নামাকরণ হইয়াছিল। এই দল ফ্রান্সে বহু

রক্তপাতের জন্য দায়ী (Reign of Terror)। রবেসপিয়ের-এর শিরচ্ছেদ হইলে ইহাদের উৎপাত বন্ধ হয় (১৭৯৪)।

জ্যাকসন (Jackson, Sir Stanley)

জন্ম ১৮৭০। বাঙলার ৪র্থ গভর্নর (১৯২৭—৩২)। লর্ড আরুইন সমসাময়িক গভর্ণর-জেনারেল। বিলাতে সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন, পরে পার্লামেন্টের সদস্য হন; ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

জ্যাকার্ড (Jacquard)

মুর্শিদাবাদের বিচিত্র ডিজাইন ও সাড়ীতে সুন্দর সুন্দর পাড় দেখা যায়, তাহা জ্যাঃ নামে একটি কলের সাহায্যে হয়; উহা তাঁতের সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। J. N. Jacquard (১৭৫২—১৮৩৮) নামে এক ফরাসী ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এই কলের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

জ্যামিতি (Geometry)

গণিত শাস্ত্রের যে শাখার সাহায্যে, বস্তু দ্বারা অধিকৃত স্থানের অবস্থিতি, আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাহাকে জ্যামিতি বলে। ইহাকে ক্ষেত্র তত্ত্ব বা রেখাগণিতও বলা হয়। প্রাচীন ভারতে বেদী রচনা ব্যাপার হইতেই জ্যামিতির আলোচনা আরম্ভ হয়। এই শাস্ত্রকে 'শুল্বসূত্র' বলে। মিশরে ইহার চর্চা অতি প্রাচীন। মিশরে নীলনদের বন্যায় প্রায়ই জমির সীমানা নষ্ট হইয়া যাইত; জমির আয়তন হইতে উহার আকারাদি বাহির করিবার জন্য আহমস নামে এক মিশরীয় পুরোহিত প্রথম চেষ্টা করেন। গ্রীক দার্শনিক থেলিস ইহার সূত্রপাত ও পাইথোগোরাস ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৮৫ অব্দে ইউক্লিড (Euclid) তৎকাল পরিজ্ঞাত প্রমাণসমূহ কয়েকটি প্যাপিরাসের কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। আর্কিটাস, প্লাটুন, আর্কিমীডিস ও আরও পর যুগে প্টলেমি কর্তৃক জ্যামিতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়। কালে বিদ্যালয়ে ইউক্লিড-প্রমাণিত জ্যাঃ অধীত হইতে থাকে। দুই হাজার বৎসর আর কোনো গ্রন্থ এভাবে অধীত হইয়া আসে নাই। বর্তমানে প্রাথমিক জ্যাঃ ছাড়া সলিড্ জিওমেট্রি বা নিরেট বস্তুর মান, বৈশ্লেষিক জ্যামিতির সহিত বীজগণিত প্রভৃতি কলেজে অধীত হয়। আমাদের দেশে না হইলেও ইউরোপে ও আমেরিকার বহু স্কুলে ইউক্লিডের জ্যাঃ অধুনা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠা (Antares)

বৃশ্চিক রাশির মধ্যস্থলে অবস্থিত নক্ষত্র; ২৭ নক্ষত্রের ১৮শ নক্ষত্র। এমন সুন্দর এবং এত বড় তারা সমস্ত দঃ আকাশে দ্বিতীয়টি নাই। সূর্য হইতে ৪৩৩ গুণ বৃহৎ; সূর্যকে জ্যেষ্ঠার মধ্যস্থলে রাখিলে পৃথিবীর কক্ষ, মঙ্গলের কক্ষ পর্যন্ত ইহার মধ্যে স্থান পাইবে। এখান হইতে দূরত্ব ৩৬২ আলোক-বর্ষ। ইহার ব্যাস ৪১৫,৬৮, কোটি মাঃ। সূর্য হইতে ৪০০০০ গুণ উজ্জ্বল।

জ্যৈষ্ঠমাস

বঙ্গাব্দানুসারে ২য় মাস। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা এমাসে হয় বলিয়া এই নাম। ইংরেজি ১৪।১৫ মে হইতে ১৪।১৫ জুন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৫৫—১৩৩১)

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। যৌবনে বিপত্নীক হইয়া পুনঃ দ্বার পরিগ্রহ না করিয়া সঙ্গীত ও সাহিত্য সাধনায় জীবন কাটান। বাঙলা সঙ্গীতের স্বরলিপি ইনি কার্যকরী ভাবে প্রস্তুত করেন। ফরাসী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত নাটক বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক ফরাসী গ্রন্থ তর্জমা করেন। বহু সঙ্গীত রচয়িতা। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'র সম্পাদক। সুগায়ক ও সুচিত্রকর। করোঠি-বিজ্ঞানে (Phrenology) পারদর্শী। রাঁচিতে বাস করিতেন। ইনি যৌবনে বাংলাদেশের নদীতে দেশী স্টীমার চালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)।

জ্যোতিষ শাস্ত্র (Astronomy)

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নাম। নক্ষত্রের উদয় অস্ত লক্ষ্য করিয়া আদিযুগের মানুষ বর্ষা, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি কখন আসিবে স্থির করিত। আকাশকে বলিত দিব্; এই দিবকে যাহারা পর্যবেক্ষণ করিত তাঁহারা ছিলেন দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী। বাবিলন, মিশর, চীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের লোকেরা খৃস্টের ২।৩ হাজার বৎসর পূর্বে এই বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করে। গ্রীকরা মিশরীয় ও বাবিলনীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে অনেক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল ও নিজেরাও বহু বিষয় উন্নতি করে। গ্রীকদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবী যে বর্তুলাকার ও সূর্যর চারিপাশে উহা আবর্তন করে এই তথ্য আবিষ্কার করেন; কিন্তু তাহা লোকে বহুকাল বিশ্বাস করে নাই। প্টলেমি নামে জ্যোতিষীর সিদ্ধান্ত বহু শত বৎসর ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, সূর্যাদি পৃথিবীকে ঘিরিয়া চলিতেছে। মধ্যযুগে আরবরা অনেক

গবেষণা করে এবং গ্রীক ও হিন্দু বিজ্ঞানকে ইউরোপে প্রচার করে। ১৫ শতকে কপারনিকাশ, ১৬ শতকে কেপলার ও গ্যালিলিও, এবং ১৮ শতকের গোড়ায় নিউটন্ যথার্থভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে গণিত ও পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। টেলিস্কোপের আবিষ্কার পর্যবেক্ষণের প্রথম সোপান; বহু স্থানে বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পর বর্ণালি (Spectroscope), ফোটোগ্রাফী প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে জ্যোতিষশাস্ত্রে যুগান্তর আসিল। লন্ডনের গ্রীনউইচ ও আমেরিকার কয়েকটি বীক্ষনাগারে বহু বিস্তারে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। (দ্রঃ দূরবীন, টেলিফোন)।

জ্বর (Fever)

জ্বর নিজে কোন ব্যাধি নহে, উহা অন্য ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইলে প্রতিক্রিয়া রূপে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। থার্মোমিটারের ৯৭৮—৯৮৮ মানুষের স্বাভাবিক তাপ; সাধারণত ৯৮° হইলে জ্বর বলা হয়। অনেক সময়ে থার্মো:-এ জ্বর না উঠিলেও নাড়ীতে জ্বর ধরা পড়ে। কবিরাজরা নাড়ীদ্বারা জ্বর ধরেন। জ্বরের তাপ কমিলে ঘাম হয়। মানুষের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি বা দপদপানি মিনিটে ৭০।৮০ বার। যাহার যে স্বাভাবিক গতি জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে এক ডিগ্রীতে ১০ করিয়া দ্রুততর নাড়ী চলে। রোগ বিশেষে নাড়ীর স্পন্দন উত্তাপের তুলনায় কম বেশী হয়।

ঝ

ঝড় (Storm, Gale)

প্রায় ৪০ মাইল বেগে বাতাস বহিলে, গাছ পালা নড়িতে ও ভাঙিতে থাকিলে সাধারণত ঝড় বলে। (ঘূর্ণি ঝড়, কালবৈশাখী দ্রঃ)

ঝাউগাছ

(১) বাড়ীর পাশে ও শহরের রাস্তায় যে বড় বড় ঝাউগাছ দেখা যায় তাহা অস্ট্রেলিয়ান্ (Casuarina equisetifolia)। ইহার পাতা ঘাসের মতো সরু, ছোট। ডাঁটা সরু, গোল। ফল ছোট, গায়ে কাঁটা; দ্রুত বাড়ে; পাতায় শাঁশা শব্দ হয়। (২) বন ঝাউর পাতার খোল নাই, একই গাছে পুং স্ত্রী জন্মে; ফল মাজু ফলের মতন, তেকোনা, ছোট (Tamarix gallica)। (৩) লাল ঝাউ পুং স্ত্রী পৃথক গাছে হয় (T. diocia)। দেশী ঝাউ নদীর বেলে জমিতে হয়। (যোগেশ)।

ঝাঁঝি শাক, (Utricularia)

পচাপুকুরে ভাসা আধডোবা শাক; পাতায় সরু চুলের মত বহু চিহ্ন থাকে; পাতার উপর ছোট ছোট ফোস্কা থাকে, ফুলের বোঁটা জলের উপরে উঠে; ফুল ছোট হলুদ। (যোগেশ)

ঝাঁটার কাঠি কি?

নারিকেল পাতার ডাঁটা; পাতা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিলে কাঠি অবশিষ্ট থাকে। শরের কাঠি, তালের বেগুলা সরু সরু করিয়া চিরিয়া ঝাঁটা হয়। চোর কাঁটার কুঁচি দিয়া সাওতাল মেয়েরা ঝাঁটা বাঁধে। দার্জিলিঙে একপ্রকার ঘাস হইতে নরম ঝাঁটা হয়। দেশ ভেদে বহু প্রকার আছে।

ঝাড় লণ্ঠন

কাঁচের বাতিদান; বহু বাতি একত্র জ্বালাইবার উপযুক্ত ঝাড় বা কাঁদি। ভারতে মুসলমানদের সময় এসব জিনিষ ইউরোপ হইতে আসিত। এখনো বড়লোকের বাড়িতে ও সভামণ্ডপে দেখা যায়। পূর্বে ইহার মধ্যে রেড়ি তেলের সেজ বাতি জ্বলিত; পরে মোমবাতি। এখন অনেক জায়গায় ইলেক্‌ট্রিক বাতি দেওয়া হয়।

ঝাপসা দেখা (Glaucoma)

চক্ষু গোলকের ব্যাধি। স্বচ্ছ চক্ষু তারকার (Lens) ধোঁয়াটে রঙ হয় এবং চতুপার্শ্বস্থ তরলের উপর চাপ পড়ে। প্রৌঢ় বয়সে এই ব্যাধি দেখা দেয় এবং সময়মত চিকিৎসা না হইলে অন্ধতা আনে।

'ঝাঁসীর রানী'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত গ্রন্থ। ((১৩১০) মহারানী লক্ষ্মীবাইর জীবনী, দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস প্রণীত 'ঝাঁশী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হাঁচে চরিত্র' মারাঠি হইতে)

ঝিঙা

গ্রামপ্রসিদ্ধ ঝাওাদিবর্গের লতা ; ফুল হলুদে ; পুং স্ত্রী একই গাছ। ফল লম্বা বা গোল ; গায়ে উঁচু রেখা। বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে রামঝিঙা খুব লম্বা ফল।

ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিল্লী (Cricket)

ফড়িঙ জাতীয় পতঙ্গ। দীর্ঘ, ক্ষীণ ; গোঁপ আছে ; পিছনের পা লাফইবার জন্য। অনেক জাতীর উড়িবার পাখা নাই। পুরুষ পতঙ্গ বাহিরের দুটি ডানা ঘসিয়া ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে। পায়ের কাছে শুনিবার যন্ত্র।

ঝিঁটী ঝাটী, ঝিণ্টি, ঝিণ্টিকা (Barleria Cristata)

প্রাচীনদের মতে ৬ প্রকার। পীত ঝণ্টিকা প্রায় ২ হাত উঁচু, বহুশাখা ; পাতা লম্বা সরু, কিঞ্চিৎ কর্কশ। বোঁটার কাছে কাঁটা। ফুল বোঁটার কাছে সর্বকালে হয়। ফল যবাকৃতি। নীল ঝিণ্টির ক্ষুপ উচ্চতর ; ফুল নীল শীতকালে ফুল হয়। লাল ঝিণ্টিকে সংস্কৃতে কুরুবক বলে। ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। (বনৌষধি ২৯৯)

ঝিনঝিনিয়া

কোন অঙ্গ অনেকক্ষণ একভাবে রাখিলে তাহা অবশ অবশ লাগে। বৎসর কয়েক আগে কলিকাতা ও তাহার আসে পাশে গ্রামে ঝিনঝিনিয়া নামে এক কাল্পনিক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়াছিল।

ঝিনুক (Mussel)

জলচর দ্বিখোলকী প্রাণী, শামুক জাতীয়, সমুদ্র ও নদীতে বাস করে। শতাধিক জাতীয় ঝিনুক আছে। ইহাদের দেহে মাথা বলিতে পৃথক্ কিছু নাই ; চক্ষু, শুঁয়া, দাঁত, জিব নাই ; মুখের এক কিনারায় এক জোড়া ঠোঁট। ছোট অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে নড়িতে পারে। তখন খোল হয় না। পরে দেহ নিঃসৃত চুন পদার্থ হইতে দেহের উপর খোলা জন্মে ও তখন প্রাণী ভারি হইয়া নিচে চলিয়া যায়। সেখানে কাঠ, পাথরাদিকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। জলস্রোতের সহিত খাদ্য দ্রব্য মুখের ভিতর ঢুকিতে থাকে। এই খাদ্য খাইয়া ঝিনুক মোটা হইতে থাকে ; অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ ইহাদের খাদ্য। ডিম হইতে বাচ্চা হয়। ইউরোপে অনেক জায়গায় লোকে খায় ; মার্কিন দেশে অগভীর সমুদ্রতীরে চাষ হয়। তবে সমুদ্রের মাছ ধরিতে টোপ হিসাবে বেশি ব্যবহার হয়। ইহাদের এক জাতির মধ্যে মুক্তা (দ্রঃ) থাকে। খোলা দিয়া ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী হয়।

ঝিন্দ কুমারী

পঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংহের পত্নী, দলীপ সিংহের জননী (১৮৩৮)। রণজিতের মৃত্যুর পর তিনি শিখদের সংযত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ১ম শিখ যুদ্ধের পর তাঁহাকে ইংরেজরা পেনশন দিয়া নির্বাসিত করে ও পেনশন বাৎসরিক ১৫ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া অবশেষে ১২হাঃ হয়। অলঙ্কারাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রায় বন্দিনীর মত রাখা হয়। দলীপ সিংহকেও তাঁহার কাছ হইতে লইয়া ইংল্যান্ডে লইয়া যাওয়া হয়। অবশেষে দলীপের কাছে গিয়া বিলাতে থাকেন ও সেখানে মারা যান (১৮৬৪)। দলিপ দেহ আনিয়া নর্মদা তীরে দাহ করেন। (দ্রঃ দলীপ সিংহ)

ঝিল্লীক প্রদাহ (Diphtheria) দ্রঃ ডিপথিরিয়া।

ঝুমকা (Passion flower)

এই লতা-গাছ বাড়ীর বাগানে সখ করিয়া লাগানো হয় অধিকাংশ আমেরিকান ; পাতা তিন কোণা ; ফুল সুগন্ধ, প্রায়ই নীলবর্ণ, পঞ্চদল। বর্ষাকালে ফোটে ; ফুলের ভিতর সারি সারি কেশর থাকে—ঝুমকার মতো দেখিতে। (যোগেশ)

ঝুমুরী নাচ বা ঝুমুর

খেমটা নাচেরও নিম্নতর গ্রাম্য নৃত্য। বীরভূমের উত্তরাংশে নিম্ন শ্রেণীর রমণীরা ঝুমুরী নাচের দল বাঁধে। নানা বিধ গান গাহিয়া আসরে নাচে ; নৃত্য অত্যন্ত কুৎসিত। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া ইহাতে যোগ দেয়।

ঝুলন উৎসব

হিন্দু উৎসব। শ্রাবণ মাস হইতে এই উৎসব আরম্ভ। কৃষ্ণ ও রাধার দোলনায় দোল হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সময়ে খুব ধুমধাম হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ঝুলন সম্বন্ধে বহু পদ ও গান রচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত